"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে-রাম হরে-রাম-রাম-রাম হরে হরে॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৮.০০ প্রতি সংখ্যা—২.০০

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে চারবার প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায়, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা-বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক) ৮·০০ প্রতি সংখ্যা—২·০০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মনিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে পত্রিকা-প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় পত্র এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাকটিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

যোগাযোগ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী (সম্পাদক, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী) শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

আশ্রম সংবাদ

১। চরম বিশৃঙ্খলতার কারণে শ্রীপাটের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষায় মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রী১০৮, শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ গত ২১/৪/৮২ তারিখে ডেভলপমেন্ট বোর্ড সহ ট্রাষ্টি[illegible] বাতিল করিয়াছেন। ফলে শ্রীপাটের উন্নয়নাদি বিষয়ে মঠাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ [illegible]

২। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবার ¾ অংশ এ যাবৎ আশ্রমের অধীন ছিলনা। গত ১/১২/৮১ তারিখে দমদম নিবাসিনী শ্রীহরিদাসী ঘোষের দানে শ্রীচৈতন্যডোবা আশ্রম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পাটের সংস্কারকার্য্যে মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন।

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা : ভাদ্র, ১৩৮৯ সাল : শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৬

Statement about ownership and other particulars about newspaper

SHRIPAD ISHVARPURI

FORM—IV

[See Rule 8]

1	Place of Publication	Shri Chaitanya Doba, P O Halisahar, 24 Parganas, West Bengal.
2	Periodicity of its Publication	Quarterly
3	Printer's Name Nationality Address	Shri Kishori Das Babaji Citizen of India Shri Chaitanya Doba P O Halisahar, 24 Parganas.
4	Publisher's Name Nationality Address	Shri Kishori Das Babaji, Citizen of India Shri Chaitanya Doba, P O Halisahar 24 Parganas
5.	Editor's Name Nationality Address :	Shri Kishori Das Babaji, Citizen of India Shri Chaitanya Doba, P O. Halisahar, 24 Parganas.
6	Names and Addressess of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital :	Shri Kishori Das Babaji, Citizen of India, Shri Chaitanya Doba, P.O. Halisahar, 24 Parganas.

I, Shri Kishori Das Babaji, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- **Shri Kishori Das Babaji,**
Publisher **Shripad Ishvar Puri.**

Date 25 8. 82

॥ শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় ॥

(শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের বংশধর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত)

নারায়ণ নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মন্দিরে বর্ত্ততে যস্য শ্যামসুন্দর বিগ্রহঃ ।
পর্ণ-বিক্রয় দ্রব্যেণ পূজা যেন কৃতাপুরা ॥
যবনাম্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্র প্রদায়কম্ ।
তং নত্বা পর্ণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া ॥

জয় জয় ভকতবৎসল শ্যামচাঁদ ।
পুরুবে নন্দের গৃহে, বোঝা-বাহিকরূপে,
এবে পিরিতে বহে পান ॥১॥
তার বিবরণ শুন, সন্ন্যাসী একজন,
শ্যামচাঁদে মাথে করি ফিরে ।
আসিয়া মঙ্গলডিহে, বৈসে পণ্ডিত গৃহে,
সেদিনে পণ্ডিত সেবা করে ॥২॥
সেবা অবসরে বসি, দ্বিজ কহে সন্ন্যাসী.
......প্রয়োজন আছে ।
পণ্ডিত ন্যাসীকে কহে, আছেন মঙ্গলডিহে,
গোপাল ডাকিয়া দিয়া কাছে ॥৩॥
আসিয়া গোপাল তখনি, নমঃ নারায়ণ বলি,
সন্ন্যাসীর নিকটে বসিলা ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ হন, দোঁহে প্রেম-আলিঙ্গন,
দুইজনে মিত্রতা করিলা ॥৪॥
শ্যামচান্দে দৃষ্টি হয়, দরশনে বিস্ময়,
প্রণিপাত প্রণাম করয় ।
তদবধি রাঙ্গাপদ, লুব্ধ গোপালের চিত,
নেত্রে জল ঝর-ঝর বয় ॥৫॥
ঠাকুর ন্যাসীকে কন, কোন দেশে পূর্বাশ্রম,
কোন্ দেব, কর উপদেশ ।
এ হেন মোহনমূর্ত্তি, তুমি বা পাইলা কতি,
কহ মোরে সকল বিশেষ ॥৬॥
সন্ন্যাসী গোপালে কন, শুন মোর গৃহাশ্রম,
কহি শ্যামচান্দের প্রসঙ্গ ।
কহিতে কহিতে ন্যাসী, কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধু ভাসি,
প্রেমধারা পুলকিত অঙ্গ ॥৭॥
যজ্ঞেতে শ্রীদামচাঁদে, ভায়া লাগি অন্ন মাগে,
অন্নদানে যজ্ঞপত্নীগণে ।
অন্ন আনি করি হাতে, যায় শ্রীদামের সাথে,
কুল লাজ ভয় নাহি মানে ॥৮॥
নব নব দ্বিজবধু, ঝলমল মুখবিধু,
টলমল গমন সুঠাম ।
প্রেমধারা দুনয়নে, প্রবেশহ সেই বনে,
যেখানেতে কৃষ্ণ বলরাম ॥৯॥
আসি দরশন পাই, ...,
শ্বেত-শ্যামল দুই চান্দ ।
নারীগণে কহে প্রভু, আর না ছাড়িবা কভু,
চরণে পরাণ কৈল দান ॥১০॥
নব ....., কর দুটি জোড় করি,
দ্বিজকুলে উজ্জ্বল বনিতা ।
যত মনস্তাপ ছিল, সকল দূরেতে গেল,
শুনি হরি-মুখের বারতা ॥১১॥
তদবধি কুলধর্ম্ম, সেই উপাসনা কর্ম,
গতি মতি শ্রীরামকানাই ।
বহুদিন গেলে কলি, সে মুনির বংশাবলী,
সবে তারা কৃষ্ণগুণ গাই ॥১২॥
তার মধ্যে একজন, পরম ভকত হন,
পূর্বাপূর্ব কৃষ্ণলীলা শুনি ।
তখন না হল জন্ম, না দেখি সে সব কর্ম,
মনে কত আধক্ষেপ মানি ॥১৩॥

[প্রচ্ছদপটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

তৃতীয় লহরী

শ্রীমুকুন্দ দত্ত

জয় জয় শচীসুত পতিত পাবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জগত জীবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
চট্টগ্রাম দেশবাসী শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥
প্রভু সহ নবদ্বীপে একত্রে বিলাস।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর জগতে প্রকাশ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ —১৪০ শ্লোকঃ—
ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-গায়কৌ
ব্রজে কৃষ্ণের যত চেট সেবকগণ।
শৃঙ্গা বেণু মুরলী যষ্ঠী করিতে বহন॥
গৌরিকাদি ধ তুদ্রব্য উপহারে দক্ষ।
যথাকালে যোজনাতে সদাই সুদক্ষ॥
তার মধ্যে মধুকণ্ঠ-মধুব্রত দুইজন।
করিত বিবিধ সেবা কৃষ্ণে অনুক্ষণ॥
সেই দুই ধবামাঝে এবে আগমন।
মুকুন্দ-বাসুদেব নাম করি ধারণ॥
চট্টগ্রামবাসী নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
প্রভুর কীর্ত্তনে নাচে হয়া প্রেমোন্মত্ত॥
তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ ২২ বিলাস—
"চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥
দুই ভাই কৃষ্ণভক্ত জানে সর্ব্বজন।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়।
প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্ব্বদায়॥
মুকুন্দ দত্তের স্বরূপ মধুকণ্ঠ হয়।
বাসুদেব দত্তে মধুব্রত বোলি কয়॥"
চট্টগ্রামবাসী হন শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
শ্রবণে যাহার গান প্রভু সুখ চিত॥
প্রভু অঙ্গ সঙ্গীরূপে রহি অনুক্ষণ।
গীত গাহি দেন সুখ মহাপ্রভু মন॥
মুকুন্দের কণ্ঠস্বর কোকিলের ধ্বনি।
যাঁহার শ্রবণে সবার জুড়ায় পরাণি॥
গৌরচন্দ্র করে যাবে বিদ্যার বিলাস।
মুকুন্দ সহিতে সদা হাস্য পরিহাস॥
একদা সশিষ্য গৌর করয়ে ভ্রমণ।
দৈবেতে মুকুন্দ সহ পথে দরশন॥
মুকুন্দে হেরিয়া প্রভু প্রফুল্লিত মন।
ধরিয়া তাহার হস্ত বলেন তখন॥
'আমারে দেখিয়া তুমি পলাও কি কারণ।
আজি নাহি প্রবোধিয়া ছাড়িব কখন॥
নিত্য নিত্য মোরে ভাণ্ডি কর পলায়ন।
সম্মুখে পড়েছ আজি যাইবে কেমন॥
গৌরাঙ্গে জিনিতে তবে মুকুন্দ চিন্তিল।
ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য জানি অলঙ্কার পুছিল॥
মুকুন্দ গৌরাঙ্গেরে যত প্রশ্ন কৈল।
সকলি খণ্ডিয়া তাঁর দোষ নিরূপিল॥
বহুক্ষণ শাস্ত্র চর্চ্চা কৈল দুঁহু জন।
শেষে প্রভু কহে আজি করহ গমন॥

ঘরে গিয়া পুঁথি তুমি করহ পঠন।
কল্য আসি মোর সহ কর আলাপন॥
শুনিয়া মুকুন্দ হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর পাণ্ডিত্য হেরি করয়ে চিন্তন॥
সাধারণ মনুষ্যে হেন পাণ্ডিত্য না হয়।
ব্রজেন্দ্র নন্দন গৌর জানিল নিশ্চয়॥
হেনমতে প্রভু-ভৃত্যে হয় আলাপন।
দোঁহাকার প্রেমরঙ্গ বুঝে ভুক্তজন।
সর্ব্বকাল যার সহ একত্র বিলাস।
মিলিতে তাহার সঙ্গ এভাব প্রকাশ॥
ক্রমে ক্রমে দোঁহাগুণে দোঁহে বদ্ধ হৈল।
দোঁহার মিলনে প্রেম তরঙ্গ উছলিল॥
প্রভুসহ মুকুন্দ করয়ে সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া গলয়ে যত পাষণ্ডীর মন॥
প্রভুর কীর্ত্তন লীলার করয়ে সহায়।
মুকুন্দ গৌরাঙ্গ প্রিয় সর্ব্বলোকে গায়॥
মুকুন্দের গৌরাঙ্গ-প্রেম অদ্ভুত কথন।
রঙ্গে বুঝাইল তাহা শচীর নন্দন॥
একদা শ্রীবাস গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশে প্রভু কারুণ্য অন্তর॥
শ্রীধর হরিদাস আদি যত আপ্তগণ।
হেরয়ে আপন প্রভু দিয়া প্রাণ মন॥
সেকালে মুকুন্দ রহে ঘরের বাহিরে।
ভিতরে আসিতে নারে সভয় অন্তরে॥
মুকুন্দ আসিতে নারে সবে দুঃখ মন।
দুঃখীত শ্রীবাস তবে করে নিবেদন॥
করুণাবতার ওহে শ্রীগৌর সুন্দর।
কৃপা করি শুন মোর এতেক উত্তর॥
মহাভাগবত শ্রীমুকুন্দ মহামতি।
তারে দুঃখ দাও প্রভু কিবা তব মতি॥

সর্ব্ব ভক্তগণ প্রাণ দত্ত মহাশয়।
তোমার চরণে যাঁর একান্ত আশ্রয়॥
নিরবধি তোমা সহ করয়ে কীর্ত্তন।
তাহাকে বঞ্চিত কেন করহ এখন॥
কিবা অপরাধ প্রভু করিল চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর নিজ প্রিয় জনে॥
অপরাধে দণ্ড দিয়া কর অঙ্গীকার।
আপন দাসেরে নাহি কর পরিহার॥
তুমি না ডাকিলে দত্ত আসিবারে নারে।
কৃপা করি অঙ্গীকার করহ তাহারে॥
এবে মুকুন্দেরে প্রভু দাও দরশন।
তবেত সবার দুঃখ হইবে মোচন॥
প্রভু কহে হেন বাক্য কভু না বলিবে।
উহার লাগিয়া কভু মোরে না সাধিবে॥
ক্ষণে দন্ত তৃণ লয়া করয়ে স্তবন।
ক্ষণে জাঠি মারে মোরে না যায় সহন॥
যখন অদ্বৈত সভায় করয়ে গমন।
ভক্তিযোগে নাচে তৃণ লইয়া দশন॥
অন্য সম্প্রদায়ে যবে করয়ে গমন।
ভক্তি না মানিয়া জাঠি মারয়ে তখন॥
ভক্তি হতে শ্রেষ্ঠ আছে বাখানে যেজন।
সেজন মারয়ে মোরে জাঠি অনুক্ষণ॥
ভক্তিদেবী স্থানে তার হৈল অপরাধ।
তে কারণে হৈল তার দরশন বাধ॥
বাহিরে রহিয়া দত্ত করিল শ্রবণ।
নাহি পাব দরশন প্রভুর বচন॥
ভক্তি না মানিয়া কৈল মহা অপরাধ।
তে কারণে হৈল মোর দরশন বাধ॥
অপরাধী দেহ মোর কভু না রাখিব।
অবশ্যই আজি এই দেহ ত্যায়াগিব॥

বাহিরে রহিয়া দত্ত করিল শ্রবণ।
নাহি পাব দরশন প্রভুর বচন॥
ভক্তি না মানিয়া কৈল মহা অপরাধ।
তেকারণে হৈল মোর দরশন বাধ॥
অপরাধী দেহ মোর কভু না রাখিব।
অবশ্যই আজি এই দেহ ত্যায়াগিব॥
কতকালে পাব মুই প্রভু দরশন।
এত চিন্তি শ্রীনিবাসে বলেন তখন॥
কভু কিনা হেরিব মুই প্রভুর চরণ।
কৃপা করি প্রভু পাশে কর নিবেদন॥
অঝর নয়নে দত্ত কান্দে অনুক্ষণ।
হেরিয়া কান্দয়ে যত ভাগবতগণ॥
কোটিজন্ম পরে পাবে মোর দরশন।
নিশ্চয় করিয়া প্রভু কহিল বচন॥
হেন বাক্য প্রভু মুখে করিয়া শ্রবণ।
পরমানন্দ সুখে দত্ত হইল মগন॥
'নিশ্চয় প্রাপ্তি' বাক্য যবে শুনিল শ্রবণে।
কি আনন্দ হৈল তাঁর না যায় বর্ণনে॥
'পাইব' পাইব' বলি প্রেমে নৃত্য করে।
নাহিক বাহ্যিক স্মৃতি প্রেমানন্দভরে॥
মুকুন্দের প্রেম হেরি হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা কৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥
সকল বৈষ্ণবগণ ডাকে ঘন ঘন।
না জানে মুকুন্দ সদা প্রেমানন্দ মন॥
পরম কারুণ্যে প্রভু ডাকেন তখন।
আসিয়া মুকুন্দ মোরে কর দরশন॥
এবে যে ঘুচিল তব যত অপরাধ।
মহানন্দে আসি লহ আমার প্রসাদ॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে ধরিয়া আনিল।
প্রভুকে হেরিয়া দত্ত চরণে পড়িল॥

মুকুন্দের প্রতি প্রভু বলেন বচন।
উঠ উঠ মুকুন্দ মোরে কর দরশন॥
সঙ্গদোষে কৈলে তুমি যত অপরাধ।
আজি যে ঘুচিল তোমার সব অপরাধ॥
ভক্তিবলে আজি তুমি জিনিলে আমারে।
এবে অপরাধ নাহি তোমার শরীরে॥
সর্ব্বকাল হৃদয়ে তুমি বান্ধিলে আমারে।
অব্যর্থ আমার বাক্য জানিলে অন্তরে॥
'কোটিজন্মে পাবে' মুই বলিল বচন।
ভক্তিবলে ক্ষণকালে ঘুচালে এখন॥
মোর সঙ্গে রহ তুমি আমার গায়ন।
পরিহাস পাত্রে রঙ্গ করিল এখন॥
কোটি অপরাধেও তুমি মোর প্রিয়জন।
মিথ্যা নহে কহিলাম সুসত্য বচন॥
ভক্তিময় তনু তব মোর শুদ্ধ দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর সতত নিবাস॥
প্রভুর আশ্বাস বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আপনা ধিক্কারি দত্ত করয়ে ক্রন্দন॥
আজ ভব নারদাদি যে ভক্তির গুণে।
নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত নহে বাহ্যজ্ঞানে॥
হেন ভক্তিধনে মুই করিল হেলন।
এই ছার মুখে মোর কিবা প্রয়োজন॥
ভক্তিশূন্য হয়া করে প্রভু দরশন।
কোনকালে নাহি হয় কৃপার ভাজন॥
দুর্য্যোধন হিরণ্যাদি যত রাজগণ।
চিনিতে নারিল ভক্তিশূন্যের কারণ॥
নয়নে হেরিয়া তবু চিনিতে নারিল।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি তাই জগতে ঘোষিল॥
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
ভক্তিবলে কৃপাশক্তি পাইল তোমার॥

ভক্তিডোরে ব্রজগোপী তোমারে বান্ধিল।
মুই ভাগ্যহীন তাহা স্পর্শিতে নারিল॥
এ হেন ভক্তিরে মুই করিল হেলন।
দেখিলেও কেমনে পাব গৌরাঙ্গ চরণ॥
প্রেমাবেশে দত্ত কহে ভক্তির মহিমা।
প্রভু কৃপাপাত্র বিনা কেবা করে সীমা॥
বাসু তুমি স্বখেদে দত্ত করয়ে ক্রন্দন।
ঘন ঘন শ্বাস বহে প্রেমে অচেতন॥
চিত্তের বিক্ষেপে করে ভক্তির স্তবন।
আপনা নিন্দিয়া দত্ত করেন ক্রন্দন॥
মুকুন্দের খেদে প্রভু লজ্জিত হইল।
করুণা করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
তব ভক্তিবশ মুই হই অনুক্ষণ।
তুমি যথা গাও তথা মোর আগমন॥
যতেক কহিলে তুমি ভক্তির বর্ণন।
পরম সুসত্য তাহা শাস্ত্রের বচন॥
শুনহ মুকুন্দ মোর সুসত্য বচন।
ভক্তি বিনা সুখ মোর না হয় কখন॥
মোর ভক্ত স্থানে যেবা করে অপরাধ।
অবশ্য জানিও তার দরশন বাধ॥
ভক্তের কৃপায় লভ্য হয় ভক্তিধন।
তবেত লভয়ে সবে মোর দরশন॥
ভক্তি বিলাইতে এই মোর অবতার।
তব কীর্ত্তনেতে ভক্তি করিব প্রচার॥
অগ্রে তব কণ্ঠে প্রেমভক্তি যে অর্পিল।
তব কণ্ঠগীত শুনি সকলে মোহিল॥
যেমত হইলে তুমি মোর প্রিয়জন।
সেমত বাসিবে তোমা বৈষ্ণবের গণ॥
যখন যেখানে মোর হবে অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥
মুকুন্দে প্রভুর বর করিয়া শ্রবণ।
মহা জয় জয় ধ্বনি করে ভক্তগণ॥
মুকুন্দের মহিমা অপূর্ব্ব কথন।
রঙ্গেতে বাড়ায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

তথাহি— শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য খণ্ড ১১ পরিঃ—
"যদ্যপি মুকুন্দ আমাসঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হইতে অধিক সুখ তোমাতে দেখিতে॥
বাসু কহে মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হঞা মুকুন্দ ইবে হইল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ॥"
গৌড়ীয় বৈষ্ণব যবে নীলাচলে গেল।
মিলনের কালে এই লীলা প্রকাশিল॥
মুকুন্দের গুণ প্রভু রঙ্গে জানাইল।
গৌর প্রিয় শ্রীমুকুন্দ জগত বুঝিল॥
গৌরাঙ্গ গায়ক তেঁহ গৌরাঙ্গের গণ।
তাহার মহিমা কেবা করয়ে বর্ণন॥
নদীয়ায় সঙ্কীর্ত্তনে করিয়া বিলাস।
জন্মাইল সর্ব্বভক্তের হৃদয়ে উল্লাস॥
সন্ন্যাসে চলিল যদি শচীর নন্দন।
সেকালে মুকুন্দ সঙ্গে করয়ে গমন॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
মুকুন্দ প্রভুর সঙ্গে প্রেমেতে চলিল।
সর্ব্বক্ষণ প্রভু সঙ্গে কীর্ত্তন বিলাস।
যার গানে গৌরচন্দ্র অত্যন্ত উল্লাস॥
যাহার গানেতে তুষ্ট প্রভু বিশ্বম্ভর।
তাহার মহিমা নহে অজ্ঞের গোচর॥
প্রেমের ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
লীলারঙ্গে জানাইল সবার গোচর॥

ভক্ত বাড়াইতে প্রভু মহাশক্তি ধরে।
ভক্ত দ্বারে শিক্ষা দেন অখিল সংসারে ॥
মুকুন্দ করিয়া দণ্ড ভক্তি শিখাইল।
যাহাতে বিশুদ্ধ ভক্তি জগত জানিল ॥
উৎপথগামী সঙ্গে সর্ব্বদিকে যায়।
শুদ্ধা ভক্তি দূরে বহু সংসার নহে ক্ষয় ॥
মুকুন্দের উপলক্ষ্যে সবা শিখাইল।
ভক্তিপথ জানি জীব কৃতার্থ হইল।
ওহে শ্রীমুকুন্দ দত্ত কৃপা কর মোরে।
ভক্তিহীন সঙ্গ হোতে রক্ষহ আমারে ॥
ভুক্তি মুক্তি মোক্ষ বাঞ্ছা সদা জাগে মন।
সেকারণে দুঃসঙ্গেতে মুগ্ধ অনুক্ষণ ॥
ভক্তিহীন সঙ্গে বহু কৈল অপরাধ।
তব কৃপা বিনা মোর প্রেমভক্তি বাধ ॥
দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচায়ে কর শুভবুদ্ধি দান।
গৌরভক্ত সঙ্গানন্দ করহ প্রদান ॥
তাঁদের সঙ্গেতে সর্ব্ব বাঞ্ছা দূরে যাবে।
তবেত গৌরাঙ্গ দর্শন সৌভাগ্যে মিলিবে ॥
নিজগুণে কৃপা করি করহ মোচন।
করুণা প্রকাশি কর অনুগত জন ॥
তব কৃপা বিনে মোর নাহিক উপায়।
গৌরভক্ত সঙ্গ দিয়া করহ সহায় ॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে সদা দৈন্য নিবেদন ॥

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর

জয় যুগ অবতার দয়াল গৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ পতিত উদ্ধারি ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর ॥
নদীয়া নিবাসী শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর।
গৌরপ্রেম পারিষদ চরিত্র মধুর ॥
কুলিয়া পাহাড়পুরে যাঁর অবস্থান।
গৌরাঙ্গ চরণ ভজে দিয়া মন প্রাণ ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৭২ শ্লোকঃ—
"ব্রজে নান্দী মুখি যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গ ঠকুর ॥"
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ—(কৃষ্ণদাস)
"সারঙ্গ দাস যেন তপস্বিনী যুবতী ॥
পৌর্ণমাসীর শিষ্য থাকে বৃন্দাবনে।
নান্দী মুখী বলি তার জানিহ আখ্যানে ॥"
ব্রজের দূতী নান্দিমুখী মিলন কারিণী।
সান্দীপনি মুনি কন্যা লীলা সহায়িনী ॥
পিতৃস্বসা পৌর্ণমাসী খ্যাত সর্ব্বজন।
সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহ বিদিত ভুবন ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
"কুলিয়া পাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার।
বংশীবদন কবিদত্ত সারঙ্গ ঠাকুর ॥
এই দুই গ্রামে তিনে সদত থাকয়।
কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥"
নবদ্বীপ মধ্যে কুলিয়া পাহাড়পুর স্থান।
তাঁহাতে সারঙ্গ ঠাকুর হৈল বিদ্যমান ॥
নবদ্বীপে গৌরসহ করিল বিহার।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর বর্ণে সাধ্য কার ॥
তথাহি—শ্রীবৈঃ বঃ (বৃন্দাবন দাস)
"সারঙ্গ ঠাকুর বন্দিব করজুড়ি।
গুধড়িতে ছিল যাঁর সর্প ছয় কুড়ি ॥"
এমত কতক তাঁর মহিমা কথন।
বর্ণিবার ভাগ্য নাহি মুই অজ্ঞজন ॥

জয় জয় সারঙ্গ ঠাকুর গৌরগণ।
করুণা করহ পদে লইল স্মরণ॥
দীন-হীন কিশোরীর নাহি ভক্তি লেশ।
উদ্ধারিয়া সেবা দেহ কহি যে বিশেষ॥

শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়

জয় জয় গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ রেবতী রমন।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্ত মুকুন্দ-সঞ্জয়।
নবদ্বীপধামে বৈসে আনন্দ হৃদয়॥
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি মহা ভাগ্যবান।
যার গৃহে বিহরয়ে গৌর ভগবান॥
যার গৃহে করে প্রভুর বিদ্যা বিলাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রভু বিশ্বম্ভর।
মুকুন্দ আবাসে আসে আনন্দ অন্তর॥
তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে বসি শিষ্যগণ সঙ্গে।
বিদ্যা অধ্যাপনা করে নিজ প্রেমরঙ্গে॥
শ্রীপুরুষোত্তম সঞ্জয় তনয় তাহার।
প্রভু স্থানে বিদ্যা পড়ে আনন্দ অপার॥
অদ্ভুত প্রভাব তথা প্রভু প্রকাশিল।
যাহা হেরি ত্রিভুবন মোহিত হইল॥
মুকুন্দ ভবনে কৈল যতেক বিলাস।
চৈতন্য ভাগবত দ্বারে জগতে প্রকাশ।

তথাহি—তত্রৈব—মধ্যখণ্ড—১ম অঃ —
"গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে পড়ুয়া বেষ্টিত শশধর॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥
গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈল কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ ভবন॥"
গয়া হৈতে আসি প্রভু প্রেম প্রকাশিল।
একদা আসিয়া হেন লীলা প্রকাশিল॥
নিতি নিত্য গৌর করে বিদ্যার বিলাস।
মুকুন্দ সঞ্জয় হেরে ত্যজি সর্ব্ব আশ।
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর সমর্পিত মন।
গৌর প্রেমলীলা হেরে করিয়া যতন॥
অনেক জন্মের ভক্ত মুকুন্দ সঞ্জয়।
তেকারণে প্রভুর হেন প্রকাশ হেরয়॥
দাস বিনা প্রভু লীলা না পায় দর্শন।
রঙ্গে বুঝাইল তাহা করিয়া যতন॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে গৌর অবতার।
ভক্তগৃহে বিহরয়ে আনন্দ অপার॥
ধ্যানযোগে ব্রহ্মাদিক যারে নাহি পায়।
সেই প্রভু ভক্তগৃহে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
দাসের মহিমা যত দেয় সর্ব্বজন।
ভক্তিবশে তাঁর গৃহে প্রভু অনুক্ষণ॥
গৌরাঙ্গের শুদ্ধ দাস মুকুন্দ সঞ্জয়।
বুঝহ মহিমা তাঁর ছাড়িয়া সংশয়॥
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়।
দেখাহ গৌরাঙ্গলীলা হইয়া সদয়॥
তব গৃহে করে প্রভু বিদ্যার বিলাস।
তাহা হেরিবারে মোর সদা অভিলাষ॥

বড়ই অযোগ্য মুই ভুবন মাঝারে।
তুমি বিনা কেবা আছে আমারে উদ্ধারে ॥
পরম দয়াল যত গৌরাঙ্গের গণ।
সাধু শাস্ত্র মুখে শুনি হৈল লোভ মন ॥
উপায় নাহিক হেরি তব কৃপা বিনে।
কিশোরীরে কেশে ধরি রাখহ চরণে ॥

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান

জয় সর্ব্বজীব নাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণ্য অন্তর ॥
জয় জয় সীতাপতি কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
নদীয়া নিবাসী শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান।
গৌর প্রেম পারিষদ সেবক প্রধান ॥
গৌরাঙ্গ সেবক বুদ্ধিমন্ত মহামতি।
সেবয়ে গৌরাঙ্গ চন্দ্রে করিয়া পীরিতি ॥
আজন্ম গৌরাঙ্গ আজ্ঞা করিল পালন।
গৌরাঙ্গ সেবনে তাঁর মহানন্দ মন ॥
গৌরাঙ্গ বিবাহ যবে বিষ্ণুপ্রিয়া সনে।
বারতা শুনিয়া খান বলয়ে তখন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিখণ্ডে—১৩ অঃ ॥
"প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরমানন্দ মন ॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয় ॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই ॥
বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই ॥
এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন ॥"
প্রভুর বিবাহে যত হয় প্রয়োজন।
একলে শ্রীবুদ্ধিমন্ত করিল বহন ॥
রাজারকুমার প্রায় করিল সাজন।
হেরিয়া হইল মুগ্ধ যত পুরজন ॥
মহানন্দে বুদ্ধিমন্ত দোলা সাজাইয়া।
মিশ্র ঘরে চলিলেন প্রভুকে লইয়া ॥
বিবিধ বিধানে সজ্জা করিয়া সাজন।
প্রভু লয়া নবদ্বীপ করয়ে ভ্রমণ ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ ভ্রমি মিশ্রগৃহে গেল।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ রূপ সকলে মোহিল ॥
বিবাহ করিয়া প্রভু নিজগৃহে এল।
কার্য্য শেষে প্রভু তারে সুখে আলিঙ্গিল ॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের যতেক সেবন।
মহানন্দে বুদ্ধিমন্ত করিল পালন ॥
চন্দ্রশেখর ঘরে যবে প্রভু বিশ্বম্ভর।
দেবীভাবে নাচিলেন সহ অনুচর ॥
সেই কালে আজ্ঞাক্রমে বুদ্ধিমন্ত খান।
গৃহসজ্জা করিলেন দিয়া প্রাণ মন ॥
এই মত গৌর সেবা করিল বিস্তর।
গৌরাঙ্গ সেবনে তার আগ্রহ অন্তর ॥
গৌরাঙ্গ সেবক ওহে বুদ্ধিমন্ত খান।
কৃপা দৃষ্টি করি মোর ঘুচাহ অজ্ঞান ॥
দাস অনুদাস করি কর অঙ্গীকার।
মোসম অধম নাহি অখিল সংসার ॥
গৌরাঙ্গের অভয় পদ করিব সেবন।
এই বাঞ্ছা হৃদে মোর জাগে অনুক্ষণ ॥
গৌরাঙ্গ সেবক তুমি গৌর প্রিয়জন।
কিশোরীরে গৌর সেবা কর সমর্পণ ॥

শ্রীচাঁদ কাজী

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি বৃন্দ॥
পতিত পাবন গৌরচন্দ্র অবতার।
প্রেমমূর্ত্তি মস্ত সত তাঁর পরিবার॥
পতিত পাবন প্রভুর প্রেম অবতারে।
পতিত চণ্ডাল যবন কারে না বিচারে॥
অযাচিত ভাবে সবা করে প্রেমদান।
প্রেমদাতা গৌরচন্দ্র করুণা নিদান॥
নবদ্বীপ মাঝে রহে চাঁদকাজী নাম।
হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী সদা বড় তেজ ধাম॥
জাতেতে যবন কাজী প্রতাপে প্রচণ্ড।
যাঁর তেজে হিন্দুগণ পায় নানা দণ্ড॥
পতিত পাবন প্রভু হয়া কৃপাবান।
সপার্ষদে গিয়া তারে কৈল প্রেমদান॥
পূর্ব্বে যৈছে কংসগৃহে সপার্ষদে গিয়া।
উদ্ধার করিল তারে বল প্রকাশিয়া॥
তৈছে কাজী গৃহে প্রভু সপার্ষদে গেল।
নাম অস্ত্রাঘাতে তার মতি শুদ্ধ কৈল॥
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি তারে করিল করুণা।
গৌরাঙ্গের প্রিয় কাজী জাত সর্ব্বজনা॥
প্রেমের ঠাকুর গৌর নদে অবতরী।
নাগরিয়া গণ প্রতি কহেন কৃপাকরি॥
জগত মঙ্গল সুমধুর কৃষ্ণ নাম।
সবে মিলি উচ্চৈঃস্বরে কর এই নাম॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য খণ্ডে ২৩শ অঃ
"আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
প্রভুর আদেশে সবে করয়ে কীর্ত্তন।
দৈবে কাজী সহ পথে হইল মিলন॥
কাজী কহে, এতকাল না ছিল হিন্দুয়ানী।
কার বোলে কর এবে মোরে নাহি মানী॥
এত কহি কাজী মহা তর্জ্জগর্জ্জ করে।
এবে তোদের নিমাই মোর কিবা করে॥
যারে ধরা পায় তারে করয়ে প্রহার।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া করে নানা অত্যাচার॥
ক্রোধে কাজী কহে আজি ক্ষমিলান সব।
পুনঃ যদি কর তবে নাশিব যে সব॥
বিপাকে পড়িয়া গিয়া কহে প্রভু পাশে।
শুনিয়া সক্রোধে প্রভু অট্টঅট্ট হাসে॥
কহে চিন্তা নাহি সবে করহ কীর্ত্তন।
দেখি কার সাধ্য করে কীর্ত্তন বারণ॥
এবে যে করিবে মোর কীর্ত্তন ভঞ্জন।
না রাখিব বংশেতে তাহার একজন॥
প্রভুর অভয় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নির্ভয়ে করয়ে সবে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥
এদিকেতে কাজীর যাহা হইল ঘটন।
পরম বিচিত্র তাহা শুন সর্ব্বজন॥
ঐ দিন নিশায় কাজী আছয়ে শয়নে।
নরসিংহ মূর্ত্তি এক হেরয়ে নয়নে॥

সহসা লম্ফ দিয়া উঠি বক্ষোপরি বসি।
নখেতে বিদরে বুক মুখে অট্ট হাসি ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করি কহে ক্রোধ ভরে।
মোর কীর্ত্তন নিবারিলি নাহি কর ডরে ॥
ওরে ওরে মহাপাপী প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া মোর ভক্তে দিলি দুখ ॥
মৃদঙ্গ বদলে তোর বক্ষ বিদারিব।
সবংশে আজি মুই তোরে সংহারিব ॥
প্রভুর বিকট মূর্ত্তি করি দরশন।
ভয়ে আঁখি মুদি রহে না স্ফুরে বচন ॥
কাজী ভীত হেরি প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান।
কীর্ত্তন না বাধিহ বলি কৈল সাবধান ॥
সেদিন আসি কহে পেয়াদা একজন।
কীর্ত্তন বাধিতে গিয়া পাইল যাতন ॥
আচম্বিতে অগ্নি শিখা লাগে মোর মুখে।
পুড়িল সকল দাড়ি ব্রন হৈল মুখে ॥
পেয়াদা দুর্গতি হেরি কহেন বচন।
ঘরে বসি রহ কীর্ত্তন না কর বারণ ॥
ম্লেচ্ছগণ অনুযোগ করে অনুক্ষণ।
হিন্দুর কৃষ্ণ নাম কভু না যায় সহন ॥
হরি হরি বলি সদা করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তবে ঘটিবে কুফল ॥
তাহা শুনি কাজী কহে ম্লেচ্ছগণ প্রতি।
স্বভাবে হিন্দুরা হরি বলয়ে সম্প্রতি ॥
তোমরা যবন হোয়ে কেন অনুক্ষণ।
হিন্দু দেবতার নাম করিছ গ্রহণ ॥
ম্লেচ্ছগণ কহে পরিহাসে নাম করি।
ছাড়িতে না পারি জিহ্বা বলে হরি হরি ॥
আর এক ম্লেচ্ছ কহে আমি এই মতে।
পরিহাস করি নাম নারিল ছাড়িতে ॥

ইচ্ছা নাহি তবু জিহ্বা বলে অনুক্ষণ।
না জানি কি মহৌষধী জানে হিন্দুগণ ॥
পাছে পাঁচ সাত হিন্দু করি আগমন।
নানা মতে করে মহাপ্রভুর নিন্দন ॥
মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষি সবা করিল প্রেরণ।
মহাভয়ে কাজী রহে আপন ভবন ॥
এদিকে একদা প্রভু কহে সর্ব্বজনে।
নগর সাজন করি চল মোর সনে ॥
সঙ্কীর্ত্তন সমারোহে কাজী বাড়ী যাব।
কেমনে নিরাবে কাজী মুই তা দেখিব ॥
অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস নিত্যানন্দ।
চারি সম্প্রদায় সহ চলে গৌরচন্দ্র ॥
কীর্ত্তন আনন্দে যত নগরিয়াগণ।
প্রভু সঙ্গে চলে সবে কাজীর ভবন ॥
পাষণ্ড দলন প্রভু ঝাণ্ডা উড়াইল।
পাষণ্ড দলনকারী সৈন্য সাজাইল ॥
হরিনাম অস্ত্র করে করিয়া ধারণ।
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র করয়ে গমন ॥
সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিতে ধরা কম্পিত হইল।
পাষণ্ডীগণের চিত্তে ত্রাস উপজিল ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি ব্যাপ্ত হইল ভুবন।
তাঁর মধ্যে নাচে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
সপার্ষদে প্রেমানন্দে কাজী দ্বারে যায় ॥
নিজ ঘাট হয়া প্রভু যাত্রা আরম্ভিল।
আনন্দে নগরবাসী সঙ্গেতে চলিল ॥
যেই পথে প্রভু করে সুখেতে গমন।
রত্নাকরে নরহরি করিল কীর্ত্তন ॥
ঈশান কহিল যাহা শ্রীনিবাস প্রতি।
শ্রদ্ধা করি শুন সবে করিয়া প্রতীতি ॥

তথাহি—শ্রীভঃ রঃ—১২শ তরঙ্গে—
"এই নিজ ঘাটে কতক্ষণ নৃত্য করি।
মাধাইর ঘাট দিয়া চলে ধীরি ধীরি ॥
এই বারকোণা ঘাট দেখে শ্রীনিবাস।
এথা নৃত্য-গীতে কৈলা অদ্ভুত বিলাস ॥
এই নগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ।
গঙ্গাতীর হৈতে করে এ পথে গমন ॥
এই নবদ্বীপে ক্ষেত্রপাল শিব হয়।
অপার মহিমা লিঙ্গ রূপে বিলসয় ॥
নাচিলেন প্রভুর কীর্ত্তনে মূর্ত্তি ধরি।
তাঁর অভিলাষ পূর্ণ কৈল গৌরহরি ॥
এথা গণেশের মনোরথ পূর্ণ কৈলা।
প্রভুর সন্ন্যাসে তেহোঁ অদর্শন হৈলা ॥
কি বলিব গণেশের মূর্ত্তি মনোহর।
সবে দুঃখী হৈলা হৈতে নেত্র অগোচর ॥
এই সিমলিয়া গ্রামে অদ্ভুত বিলাস।
করিলেন পূর্ণ পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥
সিমলিয়া দেবীর আনন্দ অতিশয়।
সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥
এই পথে গেলা কাদি যবনের ঘর।
দেখি মহা অধৈর্য্য কাজির হৈল ডর ॥

* *

ওই শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর দেখি দূরে।
মন্দ মন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে ॥
এ পথে শ্রীধর-ঘরে গিয়া গণসনে।

* *

যে সুখ হইল এই শ্রীধরের ঘরে।
তাহা মনে করিতেই অন্তর বিদরে ॥
গাদি-গাছা পাটডাঙ্গা আদি গ্রাম দিয়া।
চলে প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে মহামত্ত হৈয়া ॥
কি বলিব নগর কীর্ত্তনে হৈল যাহা।
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত-গণ দেখে তাহা ॥"
হেনমতে মহাপ্রভুর নগর ভ্রমণ।
কাজী দলন নিশান করিয়া ধারণ ॥
কাজীগৃহে প্রভু যাহা করিল বিলাস।
শুনহ ভকতগণ করিয়া বিশ্বাস ॥
সপার্ষদে গৌরহরি দিল দরশন।
প্রভুর প্রভাবে কাজী সশঙ্কিত মন ॥
ক্রোধাবেশে গৌরাঙ্গের আগমন জানি।
নিজগৃহ মাঝে কাজী লুকান আপনি ॥
ঘরে দ্বার দিয়া কাজী অভ্যন্তরে রৈল।
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র কাজী দ্বারে এল ॥
কাজীর অপচয় করে যত ভক্তগণ।
বাহিরে আসে কাজী না করে নিরীক্ষণ ॥
তবে প্রভু লোক পাঠাইল কাজী পাশে।
হেট মুণ্ড করি কাজী আসে প্রভু পাশে ॥
সহাস্য বদনে প্রভু কহে সম্ভাষিয়া।
দ্বারেতে অতিথি আমি তুমি লুকাইয়া ॥
কাজী কহে, ক্রোধ করি আসিতেছ তুমি।
তোমা শান্ত লাগি গৃহে লুকাইলাম আমি ॥
তুমি শান্ত হোলে এবে মুই আসিলাম।
ধন্য আমি তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥
ব্যবহারে প্রভুকে ভাগিনা বলি কয়।
ভাগিনা মামার দোষ কভু নাহি লয় ॥
এমত ইঙ্গিতে প্রভু করি আলাপন।
প্রশ্ন ছলে কাজী প্রতি বলেন বচন ॥
গাভী দুগ্ধ দেয় বৃষ করে অন্ন দান।
পিতামাতা বধি ভক্ষ্য কিমত বিধান ॥
কাজী কহে যৈছে তব শাস্ত্র বেদ পুরাণ।
তৈছে মম শাস্ত্র হয় কেতাব-কোরাণ ॥

মোর শাস্ত্রেতে আছয়ে গোবধের বাণি।
শাস্ত্র আজ্ঞা মানি অপরাধ না গণি॥
তোমার বেদে আছয়ে যে গোবধের বাণি।
তেকারণে বধ করে বড় বড় মুনি॥
মোর শাস্ত্রে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গ ভেদ।
প্রবৃত্তি মার্গে গোবধে নাহি কোন খেদ॥
প্রভু কহে মোর বেদে গোবধ নিষেধ।
তেকারণে মানে হিন্দু যাহা কহে বেদ॥
জিয়াইতে যদি পারে তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে কহে এই বাণী॥
জরদ্গব বধি বেদ মন্ত্রে দেয় প্রাণ।
অতএব বধে মুনি জানিয়া বিধান॥
জরদ্গব হয়া যুবা হয় আরবার।
বধ নহে হয় তার পরম উপকার॥
কলিযুগে হেন শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
তেকারণে গোবধ না করে কোন জনে॥
তথাহি—শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ১৮৫ অঃ—
১৮০ শ্লোকঃ—
অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
জিয়াইতে নাহি পারে বধ মাত্র করে।
সে জনার কোনকালে নাহিক নিস্তারে॥
তোমার শাস্ত্রকর্ত্তা সব ভ্রান্ত যে হইয়া।
লিখিয়াছে এমত নীতি গ্রন্থে বিবরিয়া॥
পরাভব মানি কাজী বিচারিয়া কহে।
আধুনিক শাস্ত্র মোর বিচারযুক্ত নহে॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র তাহা আমি জানি।
জাতি অনুরোধে তাহা সত্য করে মানি॥
তবে হাসি কহে প্রভু শুন এবে মামা।
হিন্দুদ্বেষী হয়া কোন কীর্ত্তন না কর মানা॥

কাজী কহে নিরলে এস কহিব বচন।
প্রভু কহে এথা কহ সবে নিজ জন॥
তবে আদ্য প্রান্ত কাজী কহে বিবরণ।
যেমতে করিল প্রভু তাঁহারে দণ্ডন॥
বক্ষ খুলি সাক্ষাতে সবারে দেখাইল।
বক্ষে নখচিহ্ন হেরি বিস্ময় মানিল॥
তবেত সন্দেহে কাজী বলয়ে বচন।
হিন্দুর নারায়ণ তুমি লয় মোর মন॥
কাজীরে ছুঁইয়া প্রভু কহয়ে তখন।
কৃষ্ণনাম লইলে তুমি ভাগ্যবান জন॥
পাপক্ষয় হৈল তব পরম পবিত্র।
কাজীপ্রেমে কান্দে হেরি প্রভুর চরিত্র॥
দু-চরণ ধরি কাজী করে নিবেদন।
তব পদাম্বুজে যেন রহে মোর মন॥
তবে প্রভু কহে কাজী চাহি একদান।
তব বংশে কীর্ত্তন না হিংসে কোনজন॥
কাজী কহে মোর বংশে তালাক রহিবে।
তোমার কীর্ত্তনে বাধা কেহ নাহি দিবে॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিল।
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে সব পার্ষদ চলিল॥
প্রভুর কীর্ত্তন সঙ্গে কাজীর গমন।
হেরিয়া নিবারি গৃহে করিল প্রেরণ॥
ধন্য ধন্য চাঁদকাজী মহা ভাগ্যবান।
সপার্ষদ দেখিল যেবা গৌর ভগবান॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সেই প্রভু তব দ্বারে প্রেমে গড়ি যায়॥
যার সঙ্কীর্ত্তন দর্শন বেদে বাঞ্ছা করে।
সেই প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করে তব দ্বারে॥
তোমা সম ভাগ্যবান না দেখি সংসারে।
শ্রীগৌর-সুন্দর যাঁর গৃহে নৃত্য করে॥

আমি অতি মূঢ়মতি বড়ই দুর্জ্জন।
কৃপাদৃষ্টি দান কর জানি নিজ জন॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্রের সঙ্কীর্ত্তন লীলা।
আমারে দেখাও তুমি না করিহ হেলা॥
চাঁদকাজী হইলেন গৌরাঙ্গের গণ।
কিশোরী করয়ে স্তব লইয়া শরণ॥

শ্রীকেশব কাশ্মীর

জয় জয় নদীয়ার ইন্দু শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবা জীবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
কেশব কাশ্মীর নাম এক মহাজন।
বিদ্যাবলে লভিলেন শ্রীগৌর চরণ॥
মন্ত্রবলে শ্রীবাগ্‌দেবীরে বশ করি।
দিগ্বিজয় করি ভ্রমে মহাগর্ব্ব ধরি॥
সরস্বতীর বর পুত্র কেশব কাশ্মীর।
তাঁহার পাণ্ডিত্য পাশে কেবা হয় স্থির॥
নিম্বার্ক সম্প্রদা-ভুক্ত সেই মহাজন।
তাঁর পরিচয় এবে শুন সর্ব্বজন॥
তথাহি—শ্রীভঃ রঃ—১২ তরঙ্গে—
"দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণব সম্প্রদা মধ্যে হয়।
কেশব কাশ্মীর নাম দিয়ে পরিচয়॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য হংস-এ প্রচার।
সনকাদি চতঃসন হন শিষ্য তাঁর॥
সনকের শিষ্য শ্রীনারদ মহাশয়।
তাঁর শিষ্য [১]নিম্বাদিত্য গুণের আলয়॥
শ্রীনিম্বাদিত্যের শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস।
হইল সর্ব্বত্র যাঁর মহিমা প্রকাশ॥
তাঁর শিষ্য বিশ্বাচার্য্য সর্ব্বাংশে প্রধান।
তাঁর শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য বিদ্যাবান্॥
শ্রীবিলাসাচার্য্য তাঁর শিষ্য মহাধীর।
তাঁর শিষ্য শ্রীস্বরূপ আচার্য্য গভীর॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য বর্য্য।
তাঁর শিষ্য শ্রীমদ্বল ভদ্রাচার্য্য॥
তাঁর শিষ্য পদ্মাচার্য্য সর্ব্বত্র বিদিত।
তাঁর শিষ্য শ্রীশ্যাম আচার্য্য চারুগীত॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য হন আচার্য্য গোপাল।
তাঁর শিষ্য কৃপাচার্য্য পরম দয়াল॥
তাঁর শিষ্য দেবাচার্য্য গুণের আলয়।
তাঁর শিষ্য শ্রীসুন্দর ভট্ট দয়াময়॥
শ্রীমৎ পদ্মনাভ ভট্ট শিষ্য হন তাঁর।
তাঁর শিষ্য শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট খ্যাতি যাঁর।
তাঁর প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র ভট্ট হন।
তাঁর শিষ্য সর্ব্বপ্রিয় শ্রীভট্ট বামন॥
তাঁর শিষ্য কৃষ্ণ ভট্ট পরম সুশান্ত।
তাঁর শিষ্য পদ্মাকর ভট্ট বিদ্যাবন্ত॥
শ্রীপদ্মাকরের শিষ্য ভট্ট শ্রীশ্রবণ।
তাঁর শিষ্য ভূরি ভট্ট চেষ্টা বিলক্ষণ।
তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য ভট্ট শ্রীমাধব।
তাঁর শিষ্য শ্যাম ভট্ট মহা অনুভব॥

---

১) নিম্বাদিত্য—অনুরাগবল্লী গ্রন্থে শ্রীনিম্বাদিত্যকে শ্রীশ্রবণ ভট্টের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। "তাঁহার সেবক শ্রীশ্রবণ ভট্ট হয়। তাঁর শিষ্য শ্রীনিম্বাদিত্য মহাশয়॥" শ্রীনারদের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীশ্রবণ ভট্টের শিষ্য শ্রীনিম্বাদিত্য ও নিম্বাদিত্য শিষ্য শ্রীভূরি ভট্ট ব্যতিরেকে শ্রীঅনুরাগবল্লী ও শ্রীভক্তি রত্নাকরের বর্ণন একই।

তাঁর শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট সুচরিত।
তাঁর শিষ্য বলভদ্র ভট্ট শুদ্ধ রীত ॥
তাঁর শিষ্য গোপীনাথ ভট্ট সর্ব্বপূজ্য।
তাঁর শিষ্য শ্রীকেশব ভট্ট চেষ্টাশ্চর্য্য ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীগোকুল ভট্ট মহাধীর।
তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য কেশব কাশ্মীরী ॥

*　　　　*

সর্ব্বদিশা জয় করি দিগ্বিজয়ী খ্যাতি।
কাশ্মীর দেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্র জাতি ॥
অতি শুভক্ষণে নবদ্বীপেতে আইলা।
সর্ব্বত্যাগ করি প্রভুর আজ্ঞায় চলিলা ॥
কেশব কাশ্মীরী দিগ্বিজয়ী লজ্জা ইথে।
বর্ণি লীলাভোগ লঘু কেশব নামেতে ॥
দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী ভাগ্যবন্ত।
ডুবিলেন যে সুখে কহিতে নাহি অন্ত ॥”
এই মত কহিল দিগ্বিজয়ীর গুরু পরিচয়।
তাঁর শাখা পরিচয় শুন মহাশয় ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ বঃ—৮ মঞ্জরী—
“শ্রীকেশব কাশ্মীরী তাঁর শিষ্য কহি।
তাঁহার করুণাপাত্র শ্রীভট্ট সহি ॥
তাঁহার শিষ্য শ্রীহরি-ব্যাস অধিকারী।
তাঁহার যুগল শিষ্য সর্ব্ব সুখকারী ॥
শ্রীপরশুরাম আর শ্রীশোভুরাম।
দোঁহার অতিশয় ভক্তি প্রতাপ-গুণ গ্রাম ॥
একের সলেমাবাদে পাট বাড়ী হয়।
দ্বিতীয় বুড়িয়া পাটবাড়ী সুনিশ্চয় ॥
পরশুরাম শিষ্য স্বামী শ্রীহরিবংশ।
ভাগবত মণ্ডলিতে যাঁর সদ্‌গুণ প্রশংস ॥

তাঁর শিষ্য শ্রীনারায়ণ দাস মহামতি।
তাঁর শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন দাস পরম সুকৃতি ॥
শোভুরাম শিষ্য শ্রীকন্দর দাস।
তাঁর শিষ্য হয়েন শ্রীনারায়ণ দাস ॥
শ্রীপরমানন্দ দাস শিষ্য হন তাঁর।
অসীম সদ্‌গুণ গণ কে পাইবে পার ॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য নাগা শ্রীচতুর দাস।
কৃষ্ণের আজ্ঞাতে ব্রজে করিল আবাস ॥
তাঁর শিষ্য স্বামী শ্রীমোহন দাস।
মহাভাগবত ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
তাঁর শিষ্য স্বামী জগন্নাথ মহাশয়।
তাঁর শিষ্য শ্রীমাখন দাস ভক্তি রসময় ॥
এ সম্প্রদায়ে শাখা প্রশাখা অসংখ্য বৈষ্ণব।
এ দুই শাখার বিস্তার লেখা না যায় সব ॥
তাহাতে সংক্ষেপে হৈল যে কিছু লিখন।
এইমত আর সর্ব্ব শাখার বর্ণন ॥”
এইমত দিগ্বিজয়ীর শাখা বিবরণ।
গৌর সহ লীলা তাঁর শুনহ এখন ॥
দিগ্বিজয় রঙ্গে দিগ্বিজয়ী করিয়ে ভ্রমণ।
শেষে নবদ্বীপ মাঝে কৈল আগমন ॥
নবদ্বীপে বৈসে যত পণ্ডিতের গণ।
তাহার সহিত যুঝে নাহি হেন জন ॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য তেজ করিয়া শ্রবণ।
প্রভু সহ মিলিবারে হৈল তার মন ॥
একদা শ্রীগৌরচন্দ্র শিষ্যগণ সঙ্গে।
গঙ্গাতটে বসিলেন কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী কৈল আগমণ।
প্রভুকে হেরিয়া হৈল প্রফুল্লিত মন ॥
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
অপরূপ রূপ হেরি সাধ্বস অন্তর ॥

অলক্ষিতে রহি করে প্রভু দরশন।
সৌন্দর্য্য হেরিয়া তার মুগ্ধ প্রাণ মন॥
নিমাই পণ্ডিত নাম করিয়া শ্রবণ।
গঙ্গা নমস্করি তথা কৈল আগমন॥
দিগ্বিজয়ী হেরি প্রভু প্রফুল্ল অন্তর।
মহাসমাদরে বসায় সভার ভিতর॥
নানা বাক্য শেষে প্রভু বলেন বচন।
তোমা সম পণ্ডিত নাহি এ তিন ভুবন॥
অদ্ভুত কবিত্ব তব অপূর্ব্ব বর্ণন।
যাহার শ্রবণে জুড়ায় সর্ব্ব কর্ণ মন॥
গঙ্গার মহিমা এবে করহ পঠন।
শুনিয়া হউক সভার প্রারব্ধ খণ্ডন॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমনি শ্রীগৌর সুন্দর।
ছলেতে করয়ে কৃপা কারুণ্য অন্তর॥
দিগ্বিজয়ী শুনি তবে প্রভুর বচন।
আরম্ভ করিল গঙ্গা মহিমা কীর্ত্তন॥
ঝঞ্ঝাবাত সম শত শ্লোক যে পড়িল।
প্রহর খানেক পড়ি তবে ক্ষান্ত হৈল॥
শুনিয়া স্বস্নেহে গৌর বলেন বচন।
অপূর্ব্ব কবিত্ব তব বুঝে কোন জন॥
তুমি বিনা কেবা বুঝে এসব বচন।
আপনে বাখানি এবে বুঝাও সর্ব্বজন॥
দিগ্বিজয়ী কৃত এক শ্লোক যে কহিল।
শুনি দিগ্বিজয়ী মনে আশ্চর্য্য গণিল॥
কহয়ে ঝঞ্ঝাবাত সম করিল পঠন।
কেমনে কণ্ঠস্থ কৈলে বলহ বচন॥
প্রভু কহে, দেববরে তুমি কবিবর।
সেমত দেবের বরে মুই শ্রুতিধর॥
তবে শ্লোক বাখ্যা বিপ্র করয়ে তখন।
শুনি কহে কর দোষ-গুণ বিচারণ॥

বিপ্র কহে ইহাতে নাহি দোষের লক্ষণ।
উপমালঙ্কার যত গুণ প্রদর্শন॥
বিপ্রের বাখানে প্রভু সহাস্য বদন।
দোষিলেন তিন স্থানে তাহার বচন॥
আদি মধ্য অন্তে কহে দোষের লক্ষণ।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল দিগ্বিজয়ী মন॥
সাত-পাঁচ বলে বিপ্র প্রবোধিতে নারে।
বুদ্ধি সব দূরে গেল সিদ্ধান্ত না স্ফুরে॥
যাহা কহে তাহা প্রভু করয়ে দোষণ।
চিন্তিত হইল বিপ্র না স্ফুরে বচন॥
প্রভু কহে বিপ্র পুনঃ করহ পঠন।
পূর্ব্ববত পড়িতে নারে বিপ্র দুঃখ মন॥
প্রভু স্থানে যদি তাঁর স্মৃতি ভ্রষ্ট হৈল।
শিষ্যগণে হাসিবারে উদ্যত হইল॥
সবারে নিবারি প্রভু বলেন বচন।
আজি স্ববাসায় বিপ্র করহ গমন॥
পুঁথি দেখি কল্য পুনঃ কর আগমন।
তখন করিব দোঁহে শাস্ত্র আলাপন॥
মধুর বচনে তারে বিদায় করিল।
লজ্জিত হইয়া বিপ্র বাসায় চলিল॥
দুঃখিত অন্তরে বিপ্র করয়ে চিন্তন।
আজি সরস্বতী মোরে করিল বঞ্চন॥
আপনে সরস্বতী দিলেন মোরে বর।
অখিল বিদ্যাবরে তোমার অন্তর॥
আজি কেন সেই বর অন্যথা হইল।
বুঝি দেবী স্থানে কিছু অপরাধ হৈল॥
এত বলি ইষ্টমন্ত্র জপিয়া ব্রাহ্মণ।
মন দুঃখে করিলেন নিভৃতে শয়ন॥
স্বপ্নযোগে বাক্‌দেবী দিল দরশন।
বিপ্রেরে সম্বোধি কহে প্রবোধ বচন॥

শুন বিপ্র বেদ-গোপ্য আমার বচন।
শুনিলে হইবে তব সংশয় খণ্ডন ॥
এসব বারতা তুমি কারে না কহিবে।
কহিলে অবশ্য তুমি অল্পায়ু হইবে ॥
যাঁর স্থানে পরাজয়ে হৈলে দুঃখ মন।
তাঁহার মহিমা কহি শুনহ এখন ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
এবে গৌরচন্দ্র রূপে কৈল আগমন ॥
যাঁর পাদপদ্মে মুই দাসী অনুক্ষণ।
পরম সৌভাগ্যে তাঁর পেলে দরশন ॥
তাঁহার সম্মুখ হোতে মুই লজ্জা বাসি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সদা দাস দাসী ॥
প্রভুর মহিমা যত কহিল তাহারে।
পুনঃ প্রবোধিয়া দেবী কহে মিষ্ট স্বরে ॥
যতেক করিলে তুমি আমার সাধন।
এতদিনে তার ফল কৈল সমর্পণ ॥
মোর মন্ত্র জপে তব সফল জীবন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথে পেলে দরশন ॥
এবে বিপ্র শীঘ্র তুমি করহ গমন।
গৌর পাদপদ্মে কর আত্ম সমর্পণ ॥
স্বপ্ন না মানিহ ইহা সুসত্য বচন।
তব ভক্তি বশে কহি বেদ সঙ্গোপন ॥
এত কহি বাক্‌দেবী কৈল অন্তর্দ্ধান।
প্রভাতে উঠিয়া বিপ্র চলে প্রভু স্থান ॥
গৌরাঙ্গের অভয় পদে দণ্ডবৎ কৈল।
সস্নেহেতে প্রভু তারে কোলে তুলি নিল ॥
প্রভু কহে বিপ্র তব এ কি ব্যবহার।
বিপ্র কহে যেই মত করুণা তোমার ॥
তোমার শরণ বিনা বিফল জীবন।
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ ॥

তব সম দয়াল প্রভু নাহিক সংসারে।
তিনবার জিনি সম্মান করিলে আমারে ॥
বিদ্যাবলে জিনি যত করিল ভ্রমণ।
সফল হইল হেথা করি আগমন ॥
তোমার দর্শনে মোর ভাগ্য উপার্জিল।
অবিদ্যা বাসনা যত সব দূরে গেল ॥
বহুভাগ্যে এতদিনে পাই দরশন।
শুভ দৃষ্টে কর মোর বন্ধ বিমোচন ॥
এই মত দৈন্যে বিপ্র করয়ে স্তবন।
শুনিয়া কহয়ে তারে শ্রীশচীনন্দন ॥
মহাভাগ্যবান তুমি ওহে বিপ্রবর।
যাহার জিহ্বায় বাগ্‌দেবী নিরন্তর ॥
শুন বিপ্র বিদ্যা কার্য্য নহে দিগ্বিজয়।
পরম সুকৃতি যেবা শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥
ধন ও পৌরুষ যত দেখহ নয়ন।
দেহ অন্তে কেহ সঙ্গে না করে গমন ॥
এতেক বুঝিয়া যত দেখ মহাজন।
সর্ব্ব ত্যজি করে সদা শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
এবে সর্ব্ব ত্যজি বিপ্র করহ ভজন।
যাবৎ জীবন সেব তাঁহার চরণ ॥
সর্ব্ব দম্ভ ত্যজি ভজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
কারে না কহিবে সরস্বতীর বচন ॥
এত কহি প্রভু তারে দিল আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল যত বন্ধ বিমোচন ॥
প্রভুর কৃপায় তার দম্ভ দূরে গেল।
পরম বিরক্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজিল ॥
জয় জয় দিগ্বিজয়ী মহাভাগ্যবান।
রঙ্গে প্রভু কৃপা করি দিল শিক্ষাদান ॥
সরস্বতী প্রসাদে বুঝে গৌরাঙ্গের তত্ত্ব।
গৌরাঙ্গ কৃপায় বুঝে প্রেমের মহত্ত্ব ॥

প্রভু কৃপাপাত্র বিপ্র পরম সুজন।
যাহার প্রসাদে মিলে গৌরাঙ্গ চরণ ॥
ওহে দিগ্বিজয়ী মোরে কর কৃপাদান।
মায়া মোহ তম হোতে কর পরিত্রাণ ॥
ধন-বিদ্যা-মায়া-মোহে মত্ত মোর মন।
তোমার করুণা বিনা না হেরি মোচন ॥
কৃপাকরি শিরোপরি ধরি শ্রীচরণ।
কিশোরীর মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ ॥

শ্রীতৈথিক ব্রাহ্মণ

জয় নদীয়ার ইন্দু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর সহচর ॥
জয় জয় সীতানাথ জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর ॥
পরম সুজন এক তৈথিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণ কৃপা লাগি করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
ষড়াক্ষর গোপাল মন্ত্রে যাঁর উপাসন।
গোপাল প্রসাদ বিনা নহেক ভোজন ॥
বাৎসল্য ভাবেতে মগ্ন সদা বিপ্র মন।
গোপাল সেবন বিনা নহে অন্য মন ॥
গোপাল ভাবেতে শালগ্রামে কণ্ঠে ধরি।
তীর্থ পর্য্যটন করে কৃষ্ণ নাম করি ॥
প্রেমেতে বিহ্বল বিপ্র করয়ে ভ্রমণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল প্রভুর ভবন ॥
পূর্ব্বে নন্দগৃহে যেই বিপ্রের গমণ।
সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে এবে আগমন ॥
গৌরাঙ্গ প্রকট চিন্তি আবির্ভূত হৈল।
পূর্ব্বরূপ আসি নিজ বাঞ্ছা পুরাইল ॥
পূর্ব্ব ভাবে ভাবিত বিপ্রের তনুমন।
পূর্ব্ব লীলা অনুক্রমে কৈল আগমন ॥
প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি অপূর্ব্ব দর্শন।
বিপ্রেরে হেরিয়া মিশ্র কৈল আপ্যায়ন ॥
যথোচিত সৎকার করিয়া তাহারে।
রন্ধন করিতে মিশ্র কহে বারে বারে ॥
রন্ধন সামগ্রী যত করি আয়োজন।
মিশ্র বিপ্রবরে তবে কৈল সমর্পণ ॥
পরম সন্তোষে বিপ্র করিয়া রন্ধন।
প্রেমানন্দে কৃষ্ণচন্দ্রে কৈল নিবেদন ॥
ধ্যানযোগে বিপ্র করে কৃষ্ণ আবাহন।
অন্তরে জানিল প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিপ্র পাশে চলিলেন আনন্দ অন্তর ॥
ধ্যান মাত্রে গৌরচন্দ্র কৈল আগমন।
গ্রাসে গ্রাসে অন্ন খায় সহাস্য বদন ॥
হায়, হায় বলি বিপ্র ডাকে বারে বার।
অন্ন চুরি করিলেক বালক তোমার ॥
তবে মিশ্র গৌরচন্দ্রে মারিবারে ধায়।
হাতে ধরি বিপ্রবর রাখিল তাহায় ॥
শিরে হস্ত দিয়া বিপ্র বৈসে মিশ্র দুঃখ মন।
তাহারে প্রবোধি বিপ্র বলেন বচন ॥
ফলমূল আদি যাহা রহে তব ঘরে।
আহার করিব তাহা আনি দেহ মোরে ॥
সবিনয়ে মিশ্র তবে করে নিবেদন।
মোরে কৃপা করি পুনঃ করহ রন্ধন ॥
মিশ্র দুঃখ দেখি বিপ্র করিল রন্ধন।
পূর্ব্ববত মহাপ্রভু কৈল আচরণ ॥
নানামতে নারীগণ প্রভুকে প্রবোধিল।
প্রভু রঙ্গে নিজ তত্ত্ব সবাকে কহিল ॥
মায়ায় মোহিত সবে বুঝে কোনজন।
হেথা ভোগ দিয়া বিপ্র করে আবাহন ॥

অলক্ষিতে আসি প্রভু এক মুষ্টি নিল।
হেরি 'হায় হায়' বিপ্র করিতে লাগিল ॥
প্রভু আচরণে মিশ্র হয়া ক্রোধ মন।
তর্জ্জগর্জ্জ করি তারে করয়ে তাড়ন ॥
পলাইয়া প্রভু এক ঘরে প্রবেশিল।
সবাই মিশ্রকে বহু প্রবোধ করিল ॥
তবে মিশ্র হস্ত ধরি কহে বিপ্রবর।
বৃথা কেন দুঃখ কর ওহে মিশ্রবর ॥
আজি মোর ভাগ্যে কৃষ্ণ অন্ন না লিখিল।
তেকারণে হেনমতে বিঘ্ন উপজিল ॥
শুনি দুঃখে মিশ্র আর না তুলে বচন।
হেনকালে বিশ্বরূপ কৈল আগমন ॥
মহাজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দর্শন।
হেরি বিপ্রবর হৈল পুলকিত মন ॥
বারে বারে তার পানে করে নিরীক্ষণ।
চিন্তে বহু ভাগ্যে হেন পুরুষ দর্শন ॥
তবে বিশ্বরূপে প্রেমে কৈল আলিঙ্গন।
কি আনন্দ হৈল তাঁর কে করে বর্ণন ॥
বিশ্বরূপ বিপ্রবরে প্রণতি করিল।
সবিনয়ে তাঁর প্রতি কহিতে লাগিল ॥
কৃপা করি পুনরায় করিয়া রন্ধন।
সবাকার অভিলাষ করুণ পূরণ ॥
বিশ্বরূপ বাক্যে বিপ্র করিল রন্ধন।
প্রভু আবরিয়া কহে যত নারীগণ ॥
দ্বার বান্ধি মিশ্রবর বাহিরে রহিল।
নারীগণ কহে নিমাই নিদ্রিত হইল ॥
নিশ্চিত মনেতে সবে করয়ে যাপন।
এদিকে করিল বিপ্র যতেক রন্ধন ॥
পূর্ব্ববত নিবেদিয়া করে আবাহন।
অন্তর্য্যামী গৌরহরি দিল দরশন ॥
দৈবে সর্ব্বজনে নিদ্রাদেবী আকর্ষিল।
সেই কালে প্রভু আসি উপনীত হৈল ॥
নিশি অবসান প্রায় ঘুমে অচেতন।
প্রভু আসি বিপ্র অন্ন করয়ে গ্রহণ ॥
প্রভু হেরি বিপ্রবর করে হায় হায়।
তবে মিষ্ট ভাষে প্রভু কহয়ে তাহায় ॥
শুন ওহে বিপ্রবর পরম উদার।
তুমি যে ডাকহ মোরে কি দোষ আমার ॥
মোর মন্ত্র জপি তুমি করহ আহ্বান।
কেমনে না আসি মুই কহ তব স্থান ॥
মোরে দেখিবারে তুমি চাহ অনুক্ষণ।
তেকারণে এবে তোমা দিল দরশন ॥
যেমত বিপ্রেরে প্রভু দিল দরশন।
ভাগবত বাক্য ইহা শুন সর্ব্বজন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিখণ্ডে ৪র্থ অধ্যায়—
"সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ রূপ ॥
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মনিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ॥
নবগুঞ্জা বেড়া শিখি পুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে ॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল ॥
চরণার বৃন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমনি কিরণে তিমির গেল দূর ॥
অপূর্ব্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবন দেখে গান করে পক্ষীগণে ॥

গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তত দেখে পর তেকে।"
ব্রজের ঐশ্বর্য্য বিপ্র করি দরশন।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হয়া পড়িল তখন॥
শ্রীহস্ত স্পর্শিয়া প্রভু করাল চেতন।
জড় প্রায় রহে বিপ্র না স্ফুরে বচন॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে অচেতন।
প্রভুর শ্রীপাদ বক্ষে করিয়া ধারণ॥
প্রেমের লক্ষণ যত সাত্ত্বিক বিকার।
বিপ্র দেহে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিহার॥
উচ্চ করি বিপ্র প্রেমে করয়ে ক্রন্দন।
আঁখি দিয়া প্রেম বারি বহে অনুক্ষণ॥
বিপ্র আর্ত্তি হেরি মহাপ্রভু সুখ মন।
হরিষে কহয়ে কিছু মধুর বচন॥
শুন বিপ্র তুমি মোর জন্মে জন্মে দাস।
কোন কালে নাহি মুই তোমাতে উদাস॥
নিরবধি কর তুমি আমার চিন্তন।
তেকারণে তোমারে দিলাম দরশন॥
পূর্ব্বে নন্দ গৃহে যৈছে কৈলে দরশন।
সেমত দেখিলে মোরে মিশ্রের ভবন॥
জন্মে জন্মে হও তুমি মোর শুদ্ধ দাস।
তবেত দেখিলে মোর এতেক প্রকাশ॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে এবে মোর অবতার।
নাম প্রেমে সর্ব্বজীব করিব উদ্ধার॥
কতদিন রহি ইহা হেরিবে নয়নে।
এসব বারতা না কহিবে কোন জনে॥
হেনরঙ্গে বিপ্রবরে দিল দরশন।
প্রভুরে হেরিয়া বিপ্র আনন্দিত মন॥
বাৎসল্য ভাবেতে মত্ত সদা বিপ্রমন।
গোপাল রূপেতে গৌরে করয়ে দর্শন॥
নবদ্বীপে রহি করে গৌরাঙ্গ দর্শন।
বিপ্রবরের ভাগ্য সীমা কে করে বর্ণন॥
গৌরাঙ্গের শুদ্ধ দাস বিপ্র মহামতি।
গাহিলে যাহার গুণ শুদ্ধ হয় মতি॥
ওহে বিপ্রবর মোরে করহ করুণা।
দেখাহ গৌরাঙ্গ পদ না কর বঞ্চনা॥
দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচায়া শিরে ধর শ্রীচরণ।
কিশোরী দাসেরে কর গৌরাঙ্গের গণ॥

শ্রীজনৈক ব্রহ্মচারী

জয় জয় বিশ্বম্ভর প্রেম অবতার।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা আধার॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
নদীয়া নিবাসী ব্রহ্মচারী একজন।
গৌরাঙ্গ চরণে যাঁর সদা প্রাণ মন॥
প্রেমদানকারী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
শ্রীবাস ভবনে নৃত্য করয়ে সদায়॥
গৃহে দ্বার দিয়া প্রভু করয়ে কীর্ত্তন।
প্রভুর সহিত গায় যত ভক্তগণ॥
প্রভুর মহিমা তবে করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মচারী চলিলেন শ্রীবাস ভবন॥
প্রবেশিতে নারি ব্রহ্মচারী দুঃখ মন।
একদা শ্রীবাসে হেরি করে নিবেদন॥
তব গৃহে প্রভু করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
একবার লয়া মোরে করাহ দর্শন॥
প্রবেশিতে নারি মুই সদা দুঃখ মন।
তোমার করুণা বিনা না হবে পূরণ॥
এইমত প্রতিদিন করে নিবেদন।
একদা শ্রীবাস তারে বলয়ে বচন॥

সদাই নিষ্পাপ তুমি বড়ই সুজন।
ব্রহ্মচর্য্য ফলাহারে কাটালে জীবন॥
পরম পবিত্র তব শুদ্ধ কলেবর।
যাইবার যোগ্য তুমি ঘরের ভিতর॥
অন্যে প্রবেশিতে সদা প্রভুর বারণ।
গোপনে রহিয়া তুমি করিবে দর্শন॥
এত কহি বিপ্রবরে লইয়া চলিল।
আপন গৃহের মধ্যে গোপনে রাখিল॥
সর্ব্বকাল ভক্ত হয় কারুণ্য হৃদয়।
অপরের দুঃখ দেখি হয় যে সদয়॥
শ্রীবাস ভবনে নাচে ত্রিদশের রায়।
সঙ্গেতে ভকতগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
অপূর্ব্ব কীর্ত্তন সেই অদ্ভুত নর্ত্তন।
প্রেমের বৈভব হেরি হরে প্রাণ মন॥
অশ্রু-কম্প-পুলকাদি প্রেমের বিকার।
ব্রহ্মচারী হেরি চিত্তে আনন্দ অপার॥
মনে মনে প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার।
গোপনে রহিয়া নৃত্য দেখয়ে সবার॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী প্রভু শচীর নন্দন।
অন্তরে জানিয়া রঙ্গে বলয়ে বচন॥
আজি কেন প্রেমানন্দ নহে আগমন।
বুঝি আসিয়াছে কোন বহিরঙ্গ জন॥
ভীত মনে শ্রীনিবাস বলয়ে তখন।
পাষণ্ডীর হেথা কভু নহে আগমন॥
ফলাহারী ব্রহ্মচারী বিপ্র একজন।
সদাই নিষ্পাপ তেঁহ পরম সুজন॥
তব নৃত্য হেরিবারে শ্রদ্ধা হৈল তার।
নিভৃতে রয়েছে প্রভু গৃহের মাঝার॥
শুনি ক্রোধাবেশে কহে শ্রীগৌর সুন্দর।
ঘরের বাহির এবে করহ সত্বর॥

পয়ঃপানে নাহি হয় ভক্তি আগমন।
কেমনে দেখিবে তেঁহ আমার নর্ত্তন॥
অঙ্গুলি হেলায়ে কহে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
আমার শরণ বিনা ভক্তি নাহি পায়॥
চণ্ডালেও যদি লয় আমার শরণ।
অবশ্য দেখিতে যোগ্য হয় সেইজন॥
সন্ন্যাসী হইয়া যদি না লয় শরণ।
কভু নহে সেইজন কৃপার ভাজন॥
প্রহ্লাদ হনুমান আর গুহক চণ্ডাল।
আমার স্মরণে লীলা হেরে সর্ব্বকাল॥
যতেক অসুর কৈল তপ আচরণ।
আমার শরণ হীনে ভ্রান্ত হৈল মন।
মোর প্রেমলীলা তারা হেরিতে নারিল।
বৃথা আস্ফালন করি সবংশে মজিল॥
প্রভু কহে পয়ঃপানে মোরে নাহি পায়।
সকল করিব চূর্ণ রহিয়া হেথায়॥
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী বাহির হইল।
মহাভাগ্য মানি মনে চিন্তিতে লাগিল॥
বহু ভাগ্য বশে কৈল কীর্ত্তন দর্শন।
অপরাধ যোগ্য শাস্তি পাইল এখন॥
কৃপা করি প্রভু মোরে করিল ভৎর্সন।
সত্যই দয়াল প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
অপূর্ব্ব বৈভব মোরে করাই দর্শন।
শেষে শিক্ষা লাগি মোরে করিলা তর্জ্জন॥
এতেক চিন্তিয়া বিপ্র চলিতে লাগিল।
প্রভু তার মন বুঝি ডাকিয়া কহিল॥
করুণা সাগর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
ব্রহ্মচারী প্রতি কৃপা করিল বিস্তর॥
আপন অভয়পদ দিল তার শিরে।
সদয় হইয়া প্রভু বলয়ে তাহারে॥

তপবলে নাহি পায় আমার চরণ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি শাস্ত্রের বচন ॥
ভক্তিবন্তজন হয় মহাভাগ্যবান।
ভক্তিবিহীন জনের নাহি পরিত্রাণ ॥
অতএব বিপ্র লহ ভক্তির স্মরণ।
অবহেলে হবে মোর কৃপার ভাজন ॥
এতেক কহিল যদি শ্রীশচীনন্দন।
বিহ্বল হইয়া বিপ্র ধরিল চরণ ॥
সর্ব্বকাল প্রিয়ভক্ত হয় যেইজন।
আপন প্রভুর দণ্ড করয়ে সহন ॥
গৌরাঙ্গের পারিষদ এই ব্রহ্মচারী।
নহিলে কেমনে হয় হেন অধিকারী ॥
জয় জয় ব্রহ্মচারী মহা ভাগ্যবান।
শ্রীবাস প্রসাদে পেল গৌর কৃপাদান ॥
শ্রীগৌর সুন্দর বহু করুণা করিল।
তব দ্বারে জগজীবে ভক্তি শিখাইল ॥
ভক্তির মহিমা যত করিল বর্ণন।
ভক্তি হোতে শ্রেষ্ঠ নহে তপ আচরণ ॥
এতেক বুঝিল সবে তোমা কৃপা ছলে।
ভক্তিবলে গৌরচন্দ্র পাই অবহেলে ॥
বিশেষ ভক্তের কৃপা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন।
তোমার মাধ্যমে মুই বুঝিল এখন ॥
ওহে ওহে ব্রহ্মচারী পরম সুজন।
একবার দেখাও মোরে গৌরাঙ্গ চরণ ॥
সদা ভক্তিহীন মুই বড় অভাজন।
করুণা কটাক্ষে কর প্রারব্ধ খণ্ডন ॥
জন্মে জন্মে রহে যেন গৌর পদে ভক্তি।
কৃপা করি কিশোরীরে দেহ সেই শক্তি ॥

শ্রীসর্ব্বজ্ঞ

জয় জয় বিশ্বম্ভর জয় সর্ব্বাশ্রয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণ্য হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীদেবী জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
নদীয়া নিবাসী সর্ব্বজ্ঞ হয় একজন।
প্রভু যারে নিজ তত্ত্ব কৈল প্রদর্শন ॥
নদীয়া বিহারী প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
নগর ভ্রমণ করে আনন্দ অন্তর ॥
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করি পদার্পণ।
রঙ্গ করি সর্ব্বজ্ঞরে বলেন বচন ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বজ্ঞ তব নাম।
মোর পূর্ব্ব জন্মে তত্ত্ব কহ মম স্থান ॥
হেরিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে সর্ব্বজ্ঞ তখন।
বিনয়ে প্রণাম করি কৈল সম্ভাষণ ॥
প্রভুর অদ্ভুত তেজে মোহিত হইল।
প্রভু আজ্ঞা শুনি শেষে চিন্তিতে লাগিল ॥
জপয়ে গোপাল মন্ত্র করিয়া যতন।
ধ্যানেতে অপূর্ব্ব হেরি চমকিত মন ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করিয়া ধারণ।
কারাগারে কৃষ্ণ যৈছে লভিল জনম ॥
শেষে নন্দ গৃহে যৈছে কৈল আগমন।
বিহরে গোপীকাবৃত মুরলী-বদন ॥
সকল অদ্ভুত লীলা করিয়া দর্শন।
চক্ষু মেলি গৌরে হেরি বলেন তখন ॥
শুন ওহে দ্বিজবর আমার বচন।
তব পূর্ব্ব রূপ শীঘ্র করাহ দর্শন ॥
পুনঃ যবে বিপ্রবর ধ্যানস্থ হইল।
দশ অবতার লীলা দেখিতে পাইল ॥
পাছে জগন্নাথ লীলা করিয়া দর্শন।
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ তবে সবিস্ময় মন ॥
বুঝি মহামন্ত্র বিদ্ এই বিপ্রবর।
কিবা ছলে দেবতা কেহ হইল গোচর ॥

এমত সর্ব্বজ্ঞ মনে করয়ে চিন্তন।
হাসি হাসি প্রভু তারে বলেন বচন॥
কি দেখিলা কি বুঝিলা বলহ বচন।
সর্ব্বজ্ঞ কহে পাছে করিব বিচারণ॥
হেনমতে সর্ব্বজ্ঞরে করি কৃপাদান।
চলিলেন মহাপ্রভু করুণা নিদান॥
প্রভুর কৃপায় সর্ব্বজ্ঞ মহামতি।
হেরিল প্রভুর তত্ত্ব হয়া প্রেমমতি॥
জন্ম জন্ম গৌরাঙ্গের পরম পার্ষদ।
নহিলে হেরিতে নারে এ সব সম্পদ॥
জয় জয় শ্রীসর্ব্বজ্ঞ মহাভাগ্যবান।
হেন কৃপা কৈল যারে গৌর ভগবান॥
সর্ব্ব অবতার তত্ত্ব করিল দর্শন।
চিনিতে নারিল প্রভুর মায়ার কারণ॥
ওহে শ্রীসর্ব্বজ্ঞ মোরে করহ করুণা।
বুঝাহ গৌরাঙ্গ তত্ত্ব না কর বঞ্চনা॥
কলিযুগেতে বহু ভাগ্যে লভিল জনম।
যে যুগেতে গৌরচন্দ্র দিল দরশন॥
সাধু শাস্ত্র মুখে বহু করিল শ্রবণ।
তথাপিও না গলিল এ পাপীষ্ঠ মন॥
দেখিয়া শুনিয়া তবু না কৈল ভজন।
তব কৃপা বিনা নহে আমার মোচন॥
নিরন্তর স্ফুর্ত্তি করাও গৌরাঙ্গের লীলা।
কিশোরীরে দীন জ্ঞানে না করিহ হেলা॥

শ্রীদরজী যবন

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অবতার।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা আধার॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
পতিত পাবন গৌরচন্দ্র অবতার।
অযাচিত করুণা যাঁর জগতে প্রচার॥
অবিচারে প্রেম দেন নাহি স্থানাস্থান।
দরজী যবন ত্রাণ এই সে প্রমাণ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ ১৭শ পরিঃ—
"শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন॥
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে বৈষ্ণব আগল॥"
শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করে একজন।
জাতেতে যবন তেঁহ মহাভাগ্যবান॥
মদ্য পানে মত্ত সদা রহে সর্ব্বক্ষণ।
প্রভু কৈল অযাচিত প্রেম সমর্পণ॥
একদা শ্রীবাস গৃহে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
মন্দির প্রদক্ষিণ করে আনন্দ অন্তর॥
দক্ষিণ দিকে রহি ম্লেচ্ছ প্রভুরে হেরিল।
অলৌকীক রূপ হেরি প্রেমে মূর্চ্ছা গেল॥
ক্ষণ মধ্যে উঠি ম্লেচ্ছ করয়ে নর্ত্তন।
জয় জয় বিশ্বম্ভর পতিত পাবন॥
কি দেখিল, কি দেখিল বলে অনুক্ষণ।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ঝুরে দুনয়ন॥
সৌচী কর্ম্ম ত্যজি প্রেমে করয়ে হুঙ্কার।
যবনের কর্ম্ম হেরি লোকে চমৎকার॥
শ্রীবাসের প্রতি গৌর বলেন বচন।
যবনের হেন দশা হৈল কি কারণ॥
শ্রীবাস কহয়ে প্রভু কি দিব উপমা।
তোমার সৌন্দর্য্য মদের ঈদৃশ মহিমা॥
সুরাপানে ম্লেচ্ছ যৈছে দশা নাহি হয়।
তব রূপ মদ ম্লেচ্ছ তাদৃশ করয়॥

তদবধি ম্লেচ্ছ ত্যজি পুত্র-পরিজন।
নিরবধি নাম গাহি করে বিচরণ॥
অবধূত বেশে ম্লেচ্ছ ভ্রমে অনুক্ষণ।
গৌরাঙ্গের গুণ-নামে নহে বাহ্য মন॥
যবনাচার্য্যগণ কৈল বহুত তাড়ন।
তথাপি নাহিক নাম ছাড়িল যবন॥
দিবানিশি নাম গানে করয়ে যাপন।
সিদ্ধপ্রায় ধরা মাঝে করে বিচরণ॥
কেহ যদি আসি তারে জিজ্ঞাসে বচন।
কহে বিশ্বম্ভর বিনা ঈশ্বর কোনজন॥
তাহার জীবিকা লাগি যত প্রয়োজন।
গৌরাঙ্গের গণ সব করয়ে পূরণ॥
হেনমতে ম্লেচ্ছ পেল শুদ্ধ প্রেমধন।
প্রেমদাতা গৌরচন্দ্র পতিত পাবন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ নাটকে ২য় অঙ্কে ২৮ শ্লোঃ

ন জাতি-শীলাশ্রম ধর্ম্মবিদ্যা কুলাদ্যপেক্ষী
হি হরেঃ প্রসাদঃ।
যাদৃচ্ছিকোঽসৌবত নাস্ত্য পাত্রাপাত্র ব্যবস্থা
প্রতিপত্তিরাস্তে॥

পতিত পাবন গৌরচন্দ্র ভগবান।
অবিচারে প্রেম দেন নাহি স্থানাস্থান॥
জাতি স্বভাব আশ্রম বিদ্যা আর।
ধর্ম্ম-কুলাদির যতেক বিচার॥
ইহাদের অপেক্ষা কভু নাহি করে।
পাত্রাপাত্র না বিচারি প্রেমদান করে॥
এতাদৃশ ভাব সদা ধরে ভগবান।
অবলীলা ক্রমে প্রীতি করে সর্ব্বস্থান॥
তৈছে দরজী যবন প্রভু কৃপা পেল।
গৌরাঙ্গ মহিমা যত জগত জানিল॥

এরূপ গৌরাঙ্গ গুণ করি নিরীক্ষণ।
মো অধম চিত্তে লোভ হৈল জাগরণ॥
ওহে দরজী যবন কৃপা কর মোরে।
গৌরাঙ্গের দিব্যরূপ দেখাহ আমারে॥
অনাদি বহির্ম্মুখ মুই পরম দুর্জ্জন।
তব কৃপা বিনা নহে গৌর দরশন॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত কৃপা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তাহার প্রমাণ তোমা মাঝে প্রদর্শয়॥
শ্রীবাস উপলক্ষ্যে তোমা গৌর কৃপা কৈল।
তাহা জানি মুই তোমা স্মরণ লইল॥
কৃপা করি কর মোরে কৃপা নিরীক্ষণ।
কিশোরী লভয়ে যে গৌর দরশন॥

শ্রীনবদ্বীপবাসী বিপ্র

জয় জয় জগত জীবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ দিব্যরূপ ধারি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
নবদ্বীপবাসী এক বিপ্র মহাজন।
গৌরাঙ্গ প্রসাদে ভজে নিতাই চরণ॥
প্রভুসহ বাল্যে কৈল বিদ্যা অধ্যয়ন।
তাঁহার চরিত্র হেরি সমর্পিল মন॥
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস।
দৈবে নিত্যানন্দ গুণে জন্মে অবিশ্বাস॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
প্রেম দিতে নিত্যানন্দে গৌড়ে পাঠাইল॥
সদা বলরামাবেশে প্রভু নিত্যানন্দ।
গৌর প্রেমদান করে হয়া মহানন্দ॥
নিত্যানন্দ বেশভুষা আর আচরণে।
বিপ্র চিত্তেতে সন্দেহ কৈল আগমনে॥

দৈবে সেই বিপ্রবর ক্ষেত্রেতে চলিল।
গৌরাঙ্গ চরণ হেরি আনন্দে মাতিল॥
ক্ষেত্রে রহি প্রতিদিন করে দরশন।
একদা নিভৃতে পায়া করে নিবেদন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তখণ্ডে ৬ষ্ঠ অঃ—
"নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত না বুঝোঁ মুঞি করে কিরূপ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা-রূপা-মুক্তা সে সকল কলেবরে॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দনমালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্র মত মঞি তান না দেখি আচার।
এতেক মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
'বড়লোক' বলি তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে॥"
শুনি হাসি বিপ্র প্রতি কহে গৌরহরি।
শুন বিপ্র নিত্যানন্দ মহা অধিকারী॥
তার আচরণে দোষ ধরে যেইজন।
জন্ম জন্ম দুঃখ পায় সেই মূঢ়জন॥
পদ্মপত্রে যৈছে জলবিন্দু নাহি রয়।
তৈছে নিত্যানন্দ হয় নির্ম্মল হৃদয়॥
নিত্যানন্দ শরীরে সদা কৃষ্ণের বিলাস।
তাহার প্রসাদে পূর্ণ হয় সর্ব্ব আশ॥

এত কহি গৌরচন্দ্র হয়া ব্যগ্র মন।
নিতাই মহিমা যত করয়ে বর্ণন॥
মহিমা বর্ণন শেষে বিপ্রে আজ্ঞা দিল।
শুনি সেই বিপ্রবর সৌভাগ্য মানিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
"কহিলাম এই বিপ্র ভাগবত কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকীক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্ব জীব হইব উদ্ধার॥
তাঁহার আচার-বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহো কোন রূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"
প্রভু মুখে নিত্যানন্দ মহিমা শুনিয়া।
বিহ্বল হইল বিপ্র হৈল শুদ্ধ হিয়া॥
মনের সংশয় যত সব দূরে গেল।
নিত্যানন্দ পদে তাঁর রতি উপজিল॥

গৃহে আসি নিত্যানন্দ সমীপে চলিল।
চরণে পড়িয়া অপরাধ নিবেদিল ॥
শুনিয়া দয়াল প্রভু তারে ক্ষমা কৈল।
বহুত করিয়া কৃপা কৃতার্থ করিল ॥
অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
স্বয়ং গৌরচন্দ্র যাঁরে জানাল সংসারে ॥
চৈতন্যের দ্বারে জানি নিতাই মহিমা।
নিত্যানন্দ দ্বারে বুঝি গৌর প্রেম সীমা ॥
গৌর প্রেম বিলাইতে নিতাই অবতার।
নিতাই করুণা বিনা অধন্য সংসার ॥
সেই তত্ত্ব গৌরচন্দ্র বিপ্রে জানাইল।
গৌর কৃপা বলে বিপ্র নিতাই পাইল ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে বিপ্র ভাসমান।
বিপ্র সম ধরা মাঝে নাহি ভাগ্যবান ॥
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় বিপ্র গুণধাম।
কৃপা করি ঘুচাও মোর অন্তর অজ্ঞান ॥
অগম্য নিতাই তত্ত্ব বুঝাহ আমারে।
নিত্যানন্দ গুণে যেন দুটি আঁখি ঝুরে ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ গুণে মত্ত রহে মন।
কিশোরীরে কৃপা কর লইল শরণ ॥

গঙ্গা দাস

জয় জয় শচী সুত প্রভু গৌর হরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব তাপ হারী ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীশচী নন্দন।
বেদ অগোচর তার লীলা অনুক্ষণ ॥
ভক্তের সহিত তার যত লীলা খেলা।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে এই নর লীলা ॥
বাল্য লীলা খেলা রসে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
শিশু সহ ক্রীড়া করে নদীয়া ভিতর ॥
একদিন এক কুকুর শাবকে ধরিল।
আলিঙ্গন করি তারে কহিতে লাগিল ॥
এত কালে বিধি তোমা হৈল পরসন্ন।
তেকারণে মম পাশে হৈলে উপসন্ন ॥
'গঙ্গাদাস' বলি তার নাম যে থুইল।
শিকলে বান্ধিয়া তারে ঘৃতান্নে পুষিল ॥
প্রভু পাশে গঙ্গা দাস রহে অনুক্ষণ।
হরি নাম বলায় তারে করিয়া যতন ॥
হরি বোল বলি প্রভু কহে গঙ্গা দাস।
হরি ধ্বনি শুনি তেঁই আশে প্রভু পাশ ॥
গঙ্গা দাসের বিবরণ শুন সর্ব্বজন।
চৈতন্য মঙ্গলে জয়ানন্দের বচন ॥

তথাহি—আদি খণ্ডে—
"প্রভু কহে এই কুকুর আছিল ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণব নিন্দুক বড় বেদ পরায়ণ ॥
বৈষ্ণব আসিল অন্ন না দিলেক তারে।
বেদ নিন্দা শূদ্র অন্ন খাব মোর ঘরে ॥
বৈষ্ণবে ভাণ্ডিয়া দিল করিল আলাপ।
সেই ক্রোধে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণে দিল শাপ ॥
প্রলাপে বৈষ্ণবে উচ্ছিষ্টান্ন দিল।
সেই পাপে নবদ্বীপে কুকুর হইল ॥
গৌরচন্দ্র ভোজন করিয়া অবশেষ।
কর্ম্মবন্ধ কুকুরের পাপ হৈল শেষ ॥
উচ্ছিষ্ট খাইয়া কুকুর গঙ্গা দাস।
পূর্ব্ব অপরাধ তার সব হৈল নাশ ॥
কথোদিনে কুকুরের শাপান্ত ঘুচিল।
গঙ্গাজলে প্রাণ ছাড়ি কুকুর মৈল ॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া নবদ্বীপ লোকে ত্রাস।
গৌরাঙ্গ প্রসাদে মুক্ত কুকুর গঙ্গাদাস॥
হেনমতে প্রাণ ত্যজি কুকুর চলিল।
গৌরাঙ্গ পার্ষদ কুকুর জগত জানিল॥
পূর্ব্বে ব্রজ লীলায় দুই কুকুর আছিল।
বাভ্র ভ্রমরক নাম যতনে থুইল॥
রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশে শ্রীরূপ বচন।
সেমত গৌরাঙ্গ চাঁদের এবে আচরণ॥
গৌরাঙ্গ কুকুর এবে নাম গঙ্গাদাস।
গৌরাঙ্গ পালনে তার মহিমা প্রকাশ॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ তেঁহ গৌরাঙ্গের গণ।
কিশোরী করয়ে তাই তাহার বন্দন॥

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীনবদ্বীপ বাসী বৈষ্ণব মহিমা বর্ণনে শ্রীমুকুন্দ দত্তাদি পার্ষদ মহিমা কথনং নাম তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।

চতুর্থ লহরী

শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী বৈষ্ণব
শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
প্রভু প্রাণাধিক প্রিয় পুণ্ডরীক নাম।
যাঁহার স্মরণে হয় পূর্ণ মনস্কাম॥
চাটাগ্রাম বাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
যাঁর প্রেম মহিমার নাহিক অবধি॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৫৪ শ্লোকঃ—
বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষং বিদ্যানিধি মহাশয়ঃ॥

পূর্ব্বে বৃষভানু রাজা ছিল যেইজন।
এবে বিদ্যানিধি রূপে কৈল আগমন॥
শ্রীরাধার পিতা বলি যাঁর পূর্ব্ব খ্যাতি।
এবে গদাধর গুরু জগতে প্রসিদ্ধি॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ ২২ বিলাস—
"চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার।
অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয়, কুলাংশে উত্তম।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তার নাম॥
কখন চাটিগ্রামে করয়ে বসতি।
নবদ্বীপে আসি কখন করেন স্থিতি॥
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়।
বাহ্যে সদা বিষয়ীর ব্যবহার করয়॥"

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিদ্যানিধি মহাশয়।
গৌর পাদ-পদ্মে তাঁর সুদৃঢ় আশয়॥
প্রেমেতে পূর্ণিত অঙ্গ সদা ভাবাবেশ।
আপনা লুকাতে ধরে বিষয়ীর বেশ॥
মহাবিষয়ীর প্রায় রহে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ এ হেন সুজন॥
একদা মহাপ্রভু করি নৃত্য সম্বরণ।
'পুণ্ডরীক বাপ রে' বলি করেন ক্রন্দন॥
'বাপরে বন্ধুরে' বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কতদিনে বাপ তুমি আসিবে গোচরে॥
ভাবাবেশে মহাপ্রভু করয়ে ক্রন্দন।
বিদ্যানিধি বলি শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন॥
এত শুনি ভক্তগণ করয়ে চিন্তন।
পুণ্ডরীক কৃষ্ণ নাম করয়ে গ্রহণ॥

বিদ্যানিধি নাম শুনি ভাবে মনে মন।
কোন্ প্রিয় ভক্ত বুঝি করিছে স্মরণ ॥
বাহ্য হৈলে প্রভু পাশে কহে ভক্তগণ।
কোন ভক্ত লাগি প্রভু করিছ ক্রন্দন ॥
প্রভু কহে তোমা সবে মহাভাগ্যবান।
শুনিবারে চাহ পুণ্ডরীকের আখ্যান ॥
তবে পুণ্ডরীক গুণ গৌরাঙ্গ গাহিল।
শুনিয়া ভকত গণ বিমোহিত হৈল ॥
চিন্তয়ে কতক দিনে পাব দরশন।
স্মরিয়া তাঁহার গুণ প্রেমে নিমগন ॥
প্রভু কহে সবে মিলি কর আকর্ষণ।
ত্বরিতে আসয়ে যেন সেই মহাজন ॥
বিদ্যানিধি প্রেম গুণ অপূর্ব্ব কথন।
সংসার পবিত্র হয় করিলে শ্রবণ ॥
পরম পণ্ডিত বিপ্র রসিক সুজন।
কৃষ্ণভক্তি সিন্ধু মাঝে ভাসে অনুক্ষণ ॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার।
ক্ষণে ক্ষণে বিহরয়ে শরীরে যাহার ॥
অপূর্ব্ব তাঁহার যত ভক্তির বিধান।
পাদস্পর্শ ভয়ে নাহি করে গঙ্গাস্নান ॥
কুল্লোল, দন্তধাবন আর কেশ সংস্কার।
এমত করয়ে লোকে যত অনাচার ॥
এসব দেখিলে তাঁর হয় দুঃখ মন।
তেকারণে নিশায় করে গঙ্গা দরশন ॥
দেবার্চ্চন পূর্ব্বে করি গঙ্গা জল পান।
পাছে নিত্য কর্ম্ম করে যতেক বিধান ॥
ভক্তি স্বরূপিনী গঙ্গা পতিত পাবনী।
দরশে পরশে যত অঘ-বিনাশিনী ॥
বিষ্ণু পাদোদক গঙ্গা অগ্রে করি পান।
পবিত্র কায়-মনে করে যত নিত্য কাম ॥
ভক্তি ধর্ম্ম বিচারের এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম।
বিদ্যানিধি দ্বারে বুঝি এত গূঢ় মর্ম্ম ॥
দৈবে বিদ্যানিধি তথা কৈল আগমন।
অতি অলক্ষিত ভাবে রহে অনুক্ষণ ॥
অনেক সম্ভার বহু শিষ্য ভক্ত সঙ্গে।
নবদ্বীপে বিদ্যানিধি রহে প্রেমরঙ্গে ॥
মহা বিষয়ীর প্রায় দেখে সর্ব্বজন।
চিনিতে নারয়ে কেহ রসিক সুজন ॥
মুকুন্দ সহিত তাঁর পূর্ব্ব পরিচয়।
তাহার মহিমা যত মুকুন্দ জানয় ॥
এক দেশে দোঁহাকার হৈল আবির্ভাব।
সম্যক জানয়ে দোঁহে দোঁহার প্রভাব ॥
মুকুন্দ শুনিয়া গদাধরে করি সঙ্গে।
বিদ্যানিধি পাশে চলে প্রেমানন্দ রঙ্গে ॥
বৈষ্ণব দর্শনে গদাধর নিষ্ঠা রয়।
মুকুন্দ লইয়া তাঁরে হর্ষেতে চলয় ॥
মুকুন্দের সঙ্গে গদাধরের গমন।
দোঁহাকার প্রীতি ভাব অকথ্য কথন ॥
দোঁহে যবে বিদ্যানিধি সমীপে পৌঁছিল।
গদাধরে হেরি পুণ্ডরীক সুখী হৈল ॥
গদাধর পুণ্ডরীকে করিল প্রণাম।
পরিচয় পুছে তেঁহ মুকুন্দের স্থান ॥
গদাধর পরিচয় মুকুন্দ কহিল।
শুনি বিদ্যানিধি তাঁরে বহু স্নেহ কৈল ॥
পূর্ব্ব ভাবে ভাবিত পুণ্ডরীকের মন।
গদাধরে হেরি হৈল প্রফুল্ল বদন ॥
পুণ্ডরীক আচরণে করি দরশন।
গদাধর মনে হৈল সংশয় আগমন ॥
পুণ্ডরীক আচরণ যতেক দেখিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা গ্রন্থেতে গাহিল ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ডে ৭ম অঃ—
"বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয় ॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥
তাঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সুক্ষ্ম বাসে।
পট্টনেতে বালিস শোভয়ে চারি পাশে ॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পান তাত ॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খায়, গদাধর দেখি দেখি হাসে ॥
দিব্য ময়ুরের পাখা লই দুইজনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥
চন্দনের ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু-বিন্দু মিলে ॥
কি কহিব সে বা কেশ ভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকা বহি নাহি আর ॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।
যেনা চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান।
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার সংস্থান ॥"
হেন বিষয়ীর ভাব করি দরশন।
সংশয় জন্মিল কিছু গদাধর মন ॥
আজন্ম বিরক্ত হয় তাহার হৃদয়।
বিদ্যানিধি ভাবে তার জন্মিল সংশয় ॥
ভালত বৈষ্ণব মুই কৈল দরশন।
আছিল যা ভক্তি তাহা হৈল অদর্শন ॥
গদাধর ভাব বুঝি মুকুন্দ তখন।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিল যতন ॥
মুকুন্দ মধুর স্বরে কৃষ্ণ শ্লোক পড়ে।
ভক্তির মহিমা বর্ণে আনন্দ অন্তরে ॥
কৃষ্ণ লীলা শ্লোক পড়ে আনন্দ হৃদয়।
পুতনা মাতৃপদ যেন প্রকারে লভয় ॥
ভক্তি যোগ শ্লোক শুনি আনন্দ হৃদয়।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত পুণ্ডরীক মহাশয় ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করি পাড়য়ে আছাড়।
কোথা তার খট্টা কোথা রাজ ব্যবহার ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় করয়ে ক্রন্দন।
গঙ্গা ধারা সম বারি বহে দুনয়ন ॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা উথলিত হৈল।
ভাব হেরি গদাধর বিমোহিত হৈল ॥
আপনা ধিক্কারি গদাধর দুঃখ মন।
না চিনিয়া শঙ্কা কৈল এ হেন সুজন ॥
অপরাধ হৈল মোর ইহার চরণে।
ইহার পদাশ্রয় বিনে না হেরি মোচনে ॥
মুকুন্দের দ্বারে নিজ ভাব নিবেদিল।
শুনি বিদ্যানিধি তার বাঞ্ছা পুরাইল ॥
বিদ্যানিধির প্রেমভাব করি দরশন।
গদাধর করিল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ॥
ধন্য ধন্য বিদ্যানিধি মহা ভাগ্যবান।
পণ্ডিত গদাধর যাঁরে করে গুরুজ্ঞান ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অচিন্ত্য মহিমা।
গদাধর শিষ্য হৈল হেরিয়া মহিমা ॥
হেনরঙ্গে বিদ্যানিধি রহে নবদ্বীপে।
একদা নিভৃতে চলে গৌরাঙ্গ সমীপে ॥
অন্তরে জানয়ে গৌরচন্দ্র অবতার।
মিলিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে উৎকণ্ঠা অপার ॥
আপনা গোপন করি রহে বিদ্যানিধি।
নিভৃতে হেরিতে চলে গৌর প্রেমনিধি ॥

একলে আসিয়া করে প্রভু দরশন।
প্রভু হেরি প্রেমাবেশে পড়িলা তখন॥
প্রভুর শ্রীপদে প্রণাম করিতে নারিল।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই ভূমিতে পড়িল॥
চেতন পাইয়া শেষে করয়ে হুঙ্কার।
বারে বারে আপনারে করয়ে ধিক্কার॥
প্রেমাবেশে বিদ্যানিধি নহে সম্বরণ।
নানা মতে গৌরাঙ্গের করয়ে স্তবন॥
জগত জীবেরে বাপ করিলে উদ্ধার।
কেবলি বঞ্চিলে তুমি মোরে এইবার॥
হেনমতে স্তব করি করয়ে ক্রন্দন।
সঙ্গেতে কান্দয়ে যত প্রভু প্রিয়জন॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
বিদ্যানিধি কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
"পুণ্ডরীক বাপ" বলি কহে বারে বারে।
নয়নে হেরিল আজি বাপরে আমার॥
পুণ্ডরীকে বক্ষে ধরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রেমনীরে সিক্ত কৈল তাঁর কলেবর॥
নিজ বক্ষ হোতে তাঁরে ছাড়িবারে নারে।
প্রভু লীন হৈল বুঝি তাহার শরীরে॥
প্রহরেক ধরি রাখে আপন শরীরে।
নিশ্চলের প্রায় রহে প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
বাহ্য পাই প্রভু প্রেমে করে সঙ্কীর্ত্তন।
আজি কৃষ্ণ কৈল মোর অভীষ্ট পূরণ॥
সকল ভকত সহ করাই মিলন।
বিদ্যানিধি সহ প্রেমে করেন কীর্ত্তন॥
বিদ্যানিধি গুণ প্রভু করয়ে বর্ণন।
মহানন্দে হরিধ্বনি দেন ঘনে ঘন॥
প্রভু কহে প্রেমভক্তি দানের কারণ।
বিদ্যানিধি জনে বিধি করিল সৃজন॥

আজি হৈতে হৈল বিদ্যানিধি প্রেমনিধি।
ইহার গুণের কভু নাহিক অবধি॥
আজি শুভক্ষণে মোর নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
প্রেমনিধি হেন জনে নয়নে হেরিল॥
আজি মহাসুপ্রভাত হইল আমার।
মহামঙ্গল বাসি দিবস আজিকার॥
হেনমতে মহাপ্রভু ভক্ত গুণ গায়।
বিদ্যানিধি বাহ্য পাই পড়ে প্রভু পায়॥
আপনার প্রভুরে চিনিয়া বিদ্যানিধি।
ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে পায়া মহানিধি॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দে করিল প্রণাম।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বভক্তে করিল সম্মান॥
সর্ব্ব ভক্ত মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমনিধি গুণ শুনি প্রেমেতে মগন॥
এমত প্রভু সহ বিদ্যানিধির মিলন।
ভাগ্যবান জন শুনি লভে প্রেমধন॥
অচিন্ত্য অগম্য বিদ্যানিধির মহিমা।
বেদেও বর্ণিতে নারে তার প্রেম সীমা॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করি রহে নীলাচলে।
বিদ্যানিধি প্রেমরঙ্গে প্রভু স্থানে চলে॥
বিদ্যানিধি লাগি প্রভু করিছে চিন্তন।
হেনকালে বিদ্যানিধি করিল মিলন॥
বিদ্যানিধিরে প্রভু করিয়া দরশন।
"বাপ আইলা" বলি সুখে বলিলা বচন॥
সহাস্য বদনে প্রভু তাঁরে বক্ষে ধরি।
প্রেমেতে বিহ্বল ভাবে বলে হরি হরি॥
প্রেমরঙ্গে কিছুক্ষণ করি সঙ্কীর্ত্তন।
সনতনে বাসা এক দিলেন তখন॥
সমুদ্রের তটে যমেশ্বর নাম স্থান।
আপন নিকটে প্রভু দিল বাসস্থান॥

পূর্ব্ব সখা শ্রীস্বরূপ দামোদর সঙ্গে।
নিত্য জগন্নাথ হেরে কৃষ্ণ প্রেমরঙ্গে॥
কৃষ্ণ কথা রঙ্গে দুঁহে রহে অনুক্ষণ।
দৈবে ওঢ়ন ষষ্ঠীর হৈল আগমন॥
মাণ্ডুয়া বস্ত্র জগন্নাথ করয়ে ধারণ।
সেই মত ভক্তগণ করে আচরণ॥
ওঢ়ন ষষ্ঠী যাত্রা প্রভু দেখে প্রেমরঙ্গে।
সঙ্গে রহি ভক্তগণ হেরে মহারঙ্গে॥
জগন্নাথ অঙ্গে হেরি মাণ্ডুয়া বসন।
বিদ্যানিধি স্বরূপেরে বলেন বচন॥
বিনাধৌত মাণ্ড-বস্ত্র দেয় জগন্নাথে।
অপবিত্র বলিয়া কাহারে নাহি বাধে॥
স্বরূপ কহে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জগন্নাথ।
সর্ব্বকাল করে হেন ভক্তগণ সাথ॥
বিদ্যানিধি কহে স্বতন্ত্র ঈশ্বর যা করে।
সেই মত ভৃত্যগণ করে কি প্রকারে॥
মাণ্ড-বস্ত্র সর্ব্বকাল অশুদ্ধ কহয়।
ধৌত করিলেই তাহা তবে শুদ্ধ হয়॥
জগন্নাথ স্বয়ং দারুব্রহ্ম অবতার।
বিধি নিষেধ লঙ্ঘনেতে কি দোষ তাহার॥
তাঁর ভৃত্য সব ছাড়ি লোক ব্যবহার।
সকলে হইল দারু-ব্রহ্ম অবতার॥
বিদ্যানিধিরে স্বরূপ বলয়ে তখন।
বুঝি এ তিথিতে নহে দোষের গণন॥
হেনমতে জগন্নাথ ভক্তেরে দোষিয়া।
দুইজনে সর্ব্ব পথ চলয়ে হাসিয়া॥
নিজ নিজ বাসায় দোঁহে করিল গমন।
রাত্রিকালে জগন্নাথ দিল দরশন॥
ক্রোধে জগন্নাথ তাঁর গালেতে চড়ায়।
দুই ভাই চড়াইয়া সর্ব্ব গণ্ড ফুলায়॥
মহাত্রাসে বিদ্যানিধি কৃষ্ণ রক্ষ বলে।
স্তুতি নতি করি তাঁর পড়ে পদ তলে॥
কহে কি কারণে মোরে কর নির্য্যাতন।
ক্রোধান্বিত জগন্নাথ বলেন তখন॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ১০ম অঃ—
"প্রভু বলে, তোর অপরাধের অন্ত নাঞিঃ॥
মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞিঃ।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞিঃ॥
তবে কেন রহিয়াছ জাতি নাশা স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়া কাপড় স্থানে দোষ দৃষ্টি দিয়া॥"
ক্রোধে যদি জগন্নাথ এতেক কহিল।
শুনি বিদ্যানিধি চিত্তে বিস্ময় গণিল॥
মহাভয়ে বিদ্যানিধি ধরি শ্রীচরণ।
নিজ অপরাধ স্মরি করেন ক্রন্দন॥
কহে, অপরাধ ক্ষম ওহে দয়াময়।
মো সম পাপীষ্ঠ প্রতি হওগো সদয়॥
যে মুখে হাসিয়া তব সেবক নিন্দিল।
ভাল কৈলে, সেই মুখে যোগ্য শাস্তি হৈল॥
সত্যই বুঝিল মোর আজি সুপ্রভাত।
তেকারণে মম গণ্ডে বাজয়ে শ্রীহাত॥
প্রেমের ঠাকুর তবে বলেন বচন।
সেবক জানিয়া তোমা করিল দণ্ডন॥
স্বপ্নে দুই প্রভু যদি অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগি বিদ্যানিধি নিজ গণ্ডে হস্ত দিল॥
হেরয়ে স্বপ্নের চাপড় এদেহে বাজিল।
শ্রীহস্ত চাপড়ে তাঁর গণ্ড যে ফুলিল॥

মহানন্দে বিদ্যানিধি করেন চিন্তন।
মহাভাগ্যে অল্পে মুই এড়াল এখন ॥
ধন্য ধন্য প্রেমনিধি মহাভাগ্যবান।
সেবক জ্ঞানে প্রভু যাঁরে দিল শাস্তি দান ॥
স্বপ্নের বিষয় কভু বাহ্যে দৃশ্য নয়।
পুণ্ডরীকে কৃপা করি লীলা প্রকাশয় ॥
সর্ব্বভক্ত ভাব সর্ব্বভক্ত নাহি বুঝে।
একলে শ্রীজগন্নাথ সর্ব্বভাব বুঝে ॥
আপনে করায়া ভ্রম আপনে বুঝায়।
হেনরঙ্গ মহাপ্রভু করয়ে সদায় ॥
শ্রীবিদ্যানিধিবে প্রভু ভ্রম করাইল।
সদয় হইয়া ভক্ত ভ্রম মিটাইল ॥
নিজ প্রিয়জনে প্রভু করিয়া দণ্ডন।
তাঁর দ্বারে শিখাইল যত জীবগণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত তত্ত্ব জগত বুঝিল।
বিদ্যানিধি গুণ যত প্রকাশ পাইল ॥
ধন্য ধন্য বিদ্যানিধি পতিত পাবন।
যাঁর প্রতি গৌরাঙ্গের কৃপা সর্ব্বক্ষণ ॥
সর্ব্বকাল প্রভু প্রিয় হন বিদ্যানিধি।
তাঁহার করুণার কভু নাহিক অবধি ॥
সেই লোভে মুই পাপী করি নিবেদন।
কৃপা করি মোর শিরে ধর শ্রীচরণ ॥
চির বহির্মুখ মুই পতিত দুর্জ্জন।
করুণা কটাক্ষে দেহ গৌরাঙ্গ চরণ ॥
তোমার মহিমা হেরি করি নিবেদন।
কিশোরী দাসেরে কর গৌরাঙ্গের গণ ॥

শ্রীরাঘব পণ্ডিত

জয় জয় বিশ্বম্ভর ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি ॥
জয় জয় সীতানাথ জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
পানিহাটী গ্রামবাসী পণ্ডিত রাঘব।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব বৈভব ॥
নিতাই গৌরাঙ্গে যার সদা রতি মতি।
নিতাই গৌরাঙ্গে সেবে করিয়া পীরিতি ॥
শ্রীমতী বিরাজে সদা যাহার রন্ধনে।
অচিন্ত্য মহিমা তার কহে কোনজনে ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৬৬ শ্লোকঃ—
ধনিষ্ঠা ভক্ষ্য সামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাং।
সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গ প্রিয়ো রাঘব পণ্ডিতঃ ॥
ব্রজে শ্রীমতীর দাসী নামেতে ধনিষ্ঠা।
যুগল কিশোর সেবায় সদা যাঁর নিষ্ঠা ॥
অপরিমিত খাদ্য দ্রব্য কৃষ্ণে করে দান।
শ্রীমতী সমীপে সদা করে অবস্থান ॥
কৃষ্ণের ভোজন লীলায় করেন সহায়।
নন্দালয়ে শ্রীমতীকে আনে সর্ব্বদায় ॥
রন্ধন কার্য্যেতে সহায় করে অনুক্ষণ।
তেঁহ এবে অবতীর্ণ জানি প্রয়োজন ॥
রাঘব পণ্ডিত নামে কৈল আগমন।
পূর্ব্বভাবে সেবানন্দে রহয়ে মগন ॥
রাঘব পণ্ডিত হন পরম উদার।
নিতাই গৌরাঙ্গে যাঁর ভকতি অপার ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রিয় পণ্ডিত রাঘব।
অনন্ত অপার তার প্রেম অনুভব ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ।
নিতাই গৌরাঙ্গে তাঁর একান্ত শরণ ॥
বিশেষে নিতাই কৃপা পাত্র মহাজন।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের লীলা প্রকটন ॥

(ক্রমশঃ

এইরূপ [illegible]

সখা সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম।

রৌদ্রেতে তাপিত হলে, নামিয়া শীতল জলে,

অঞ্জলিতে করিতেন পান ॥১৪॥

স্নিগ্ধ যমুনার তীরে, নব নব দূর্বাদলে,

করিতেন গোধন চারণ।

সেই লীলাচিহ্ন দেখি, প্রেমধারা দুটি আঁখি,

পরে দ্বিজ হয় অচেতন ॥১৫॥

মোর পূর্ব ঠাকুরাণী দিয়াছিলা অন্ন আনি,

রামকৃষ্ণ করয়ে ভোজন।

সেই বংশে জনম মোর, সেই ব্রজপুরে ঘর,

কেনে না পাইয়ে দরশন ॥১৬॥

যমুনা কৃষ্ণের প্রিয়া, ইঁহার হইল দয়া,

শ্রীকৃষ্ণের পাই দরশন।

তা বুঝি যমুনাকূলে, ···,

যমুনাকে পূজয়ে ব্রাহ্মণ ॥১৭॥

হেদেগো যমুনামাতা, তুমি দিবাকর সুতা,

শ্রীনন্দ সুতের প্রিয়তমা।

·····, হরি দরশন পাই

পূর্ণ কর মনের বাসনা ॥১৮॥

ধূপ দীপ উপচার, মধুপর্ক অর্ঘ্য আর,

সুগন্ধি চন্দন দিল জলে।

নানাবিধ পুষ্পাঞ্জলি, স্রোতে বহি যায় চলি,

টলমল পবন হিল্লোলে ॥১৯॥

তাহাতে যমুনামাতা, প্রসন্ন হইল সেথা,

স্বপ্নে দেখা দিল মূর্ত্তি ধরি।

নানা জাতি অলঙ্কার, বিচিত্র বেশর হার,

রূপবতী পরম সুন্দরী ॥২০॥

ঘাগর উড়নি সাড়ী, হৃদয়ে কাঁচলি পরি,

নববয়াঃ ব্রজে বিহারিণী।

যমুনা [illegible]

[illegible] করি দিব আমি ॥২১॥

কিন্তু বিগ্রহরূপে, প্রভু দরশন পাবে,

এবে নহে লীলার প্রচার।

ব্রজের দ্বাদশবন, করহ পরিঘটন,

পাবে হরি শ্রীনন্দকুমার ॥২২॥

মনে ভাবে দ্বিজবর, ব্রজে সেব্য গোপেশ্বর,

এই আজ্ঞা তেঁহ করা ছিল।

দুই আজ্ঞা এক হৈল, মনের সন্দেহ গেল,

প্রণিপাত প্রণাম করিল ॥২৩॥

বিদায় হইল বিপ্র, গমন করিল শীঘ্র,

চৌরাশি ক্রোশেতে ব্রজে ফিরে।

ঘোর ঝকর কত, প্রবেশে সঙ্কট পথ,

বন্যস্থল তাহার ভিতরে ॥২৪॥

স্থল অতি সুশীতল, নানা জাতি পুষ্পফল,

পল্লব কুসুম আচ্ছাদন।

একটি তাহার মাঝে, শ্যামবিগ্রহ আছে,

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা সুমোহন ॥২৫॥

বিগ্রহ সুন্দর হন, সুমাধুরী সুগঠন,

শুনেছি যমুনার মুখে।

বহু দুঃখে প্রভু পায়া, মনে উলসিত হয়া,

ঘরে লয়া যায় দ্বিজ সুখে ॥২৬॥

ছ ·········, করিয়া সুসার বুঝে,

কাম্য বনে বাস কৈল।

একাশি পুরুষ ধরি, তারা সবে সেবা করি,

সকলে শ্রীকৃষ্ণ পাইল ॥২৭॥

আমি অবশেষে, হইয়া সন্ন্যাসী,

বিদেশে ভ্রমিয়া ফিরি।

পিতৃপুরুষের, সেবাটি আছিল,

তাহা ত' ছাড়িতে নারি ॥২৮॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১'৫০
২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা ৭'০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১'৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন : ভিক্ষা—৭'০০
(স্থান মাহাত্ম্যসহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থের ভ্রমণ পথ নির্দেশ)
৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—১০'০০
(পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবন চরিত সম্বলিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে)
৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা ৫'০০
৭। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি ধর্ম্ম : ভিক্ষা—২'০০
৮। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত : ভিক্ষা—৬'০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
৯। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার : ভিক্ষা—৬'০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
১০। শ্রীশ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ : ভিক্ষা—২'০০
১১। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলা রহস্য : ভিক্ষা—৩'০
১২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিচয় : ভিক্ষা—৩'০০
১৩। শ্রীঅভিরাম লীলামৃত : ভিক্ষা—১৫'০০

॥ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ॥

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, চৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিসহর, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagadguru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan) Shri Chaitanya Doba, P. O Halisahar and Printed by Self at Sree Durgs Press, Gorifa (Phone : Bhat. (92) 2415) Editor : Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে-রাম-রাম-রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৮·০০

প্রতি সংখ্যা—২·০০

॥ নিয়মাবলী ॥

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে চারবার প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায়, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা-বিজড়িত কাব্য নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক) ৮'০০ প্রতি সংখ্যা—২'০০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময় পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মনিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে পত্রিকা-প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বে জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় পত্র এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাকটিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

যোগাযোগ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী (সম্পাদক, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী) শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ সাল, শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৬

গৌড়ীয় বৈষ্ণববাণী পত্রিকার সম্পাদকের অপপ্রচারের প্রতিবাদ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাধিকার সংরক্ষণ সমিতির প্রচারিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণববাণী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের মঠাধ্যক্ষের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করতঃ যেভাবে মধ্যে মধ্যে পত্রিকার মাধ্যমে অপপ্রচারে লিপ্ত রহিয়াছেন তাহা তাঁহার মত লোকের পক্ষে অতীব অশোভনীয়।

মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রী১০৮, শ্রীগুরুপদদাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কিভাবে শ্রীপাটের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে বহুমুখী-ভাবে (শ্রীপাটের সেবা, উৎসব, সংস্কার ও শাস্ত্র প্রচার প্রভৃতি) অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছেন তাহা সুধী ভক্তমণ্ডলীর অবিদিত নাই। আজ পর্য্যন্ত শ্রীপাটের যতদূর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছে তাহা এক-মাত্র তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের ফল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি যতই ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছেন; ততই কিছু লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আঘাত হানিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার প্রমাণ উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রচারিত তথ্যাদি। গত কয়েক বারের প্রচারিত তথ্যাদি একত্র করিয়া পাঠ করিলে পাঠক বুঝিবেন, কিভাবে প্রতিবারেই নব নব উদ্দেশ্য প্রসূত-ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। গত ভাদ্র সংখ্যায় (১৩৮৯ সাল) একটি চিঠি পরিবেশন কালে সম্পাদকের বক্তব্যটির (শ্রীচৈতন্যডোবার বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে এই চিঠির বিষয় বস্তু কৌতূহলী পাঠককে সাহায্য করিবে) মধ্যে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের স্বরূপ পরিস্ফুট রহিয়াছে। এখন সম্পাদক ও চিঠির লেখক মহাশয়কে আবেদন, শ্রীপাটের বিগ্রহটি কোন ধনী ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে, তাহা আনিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রতিপন্ন করুন। আর শ্রীচৈতন্যডোবার আসল ইতিহাস কি তাহা বিদিত করুন। সম্পাদক ও চিঠির লেখক মহাশয় অদ্যাবধি শ্রীপাটের অপপ্রচার ভিন্ন আর কি করিয়াছেন? কতখানি সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন? নিন্দার দ্বারা পৌরুষ লাভ হয় না। অপপ্রচারের দ্বারা শ্রীপাটের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করা যাবে না। সূর্য্যের রশ্মিকে হস্ত দ্বারা আবৃত রাখা কখনই সম্ভব নহে। ধর্ম্ম সংরক্ষণের নামে ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আঘাত বড়ই পরিতাপের বিষয়।

প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, উক্ত চিঠির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চিঠির লেখককে এবং চিঠির মন্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের জন্য উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে গত ৭।১০।৮২ তারিখে স্থানীয় শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক রেজিষ্টার চিঠি প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই।

॥ শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় ॥

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

…কালে, পরিচয় দিল,
যত সেবা উপাসনা ধর্ম্ম।
ব্রজবাসী-দ্বিজ, কুলেতে জনম,
এখন ভ্রমণ ধর্ম্ম ॥ ২৯ ॥
সেই মোর পূর্ব, ঠাকুরাণী গণে,
ভজয়ে রামকানাই।
সেই হৈতে মোর, কুলের দেবতা,
রামকৃষ্ণ দুটি ভাই ॥ ৩০ ॥
পূর্ব পরিচয় দিয়া, সেইত সন্ন্যাসী,
কহে দাও পরিচয়।
ঠাকুর কহেন, আমার পিতার,
নাম মন সুখ হয় ॥ ৩১ ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ, কুলেতে জনম,
পরম তপস্বী হন।
হনুমানে চড়ি, রামচন্দ্র আসি,
যারে দেন দরশন ॥ ৩২ ॥
ঠাকুর সুন্দর, মোরে কৃপা করে,
তাহার বিবরণ শুন।
পুরুষা নামেতে, একটি পুষ্করণী,
গ্রামের পুবেতে রণ ॥ ৩৩ ॥
তাহার ঘাটেতে, কদম্ব খণ্ডিতে,
বৈসা শ্রীসুন্দরানন্দ।
কৃপা করি প্রভু, সেখানে বসিয়া,
আমাকে দিলেন মন্ত্র ॥ ৩৪ ॥
সঙ্গেতে তাহার, অনেক বৈষ্ণব,
আসিয়া আমার ঘরে।
দ্বাদশ দিবস, করে মহোৎসব,
আমাস্থা সকলে করে ॥ ৩৫ ॥

আমার গৃহিনী, লক্ষ্মীপ্রিয়া আর,
ভগ্নী মাধবী নাম।
এই দুইজনে, আ…
শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান ॥ ৩৬ ॥
তের বৎসরেতে, হয়া দোঁহার,
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মতি।
সন্ন্যাসী কহয়ে, অল্প বয়সে,
………. ॥ ৩৭ ॥
তাহাতে সন্ন্যাসী, আশ্চর্য্য লাগয়ে,
নবীনা দুটি নারী।
তবে শ্যামচাঁদে, দিবস কয়েক,
হেথা রাখি তীর্থ করি ॥ ৩৮ ॥
যতন করিয়া, সময় বুঝিয়া,
প্রভুর দিবেক ভোগ।
কৃষ্ণসেবা যোগ্য, ইহারা উত্তম,
বটেন তিনটি লোক ॥ ৩৯ ॥
তা বুঝি সন্ন্যাসী, গোপনে কহয়ে,
বচন রাখহ তুমি।
চারি মাস লাগি, সেবাটি যোগাহ,
নীলাচলে যাই আমি ॥ ৪০ ॥
ঠাকুর কহেন, তথাস্তু বচন,
সন্ন্যাসী সোঁপিল তায়।
হেন শ্যামচান্দ, তোর গোষ্ঠি বিনে,
সোঁপিয়া যাইব কায় ॥ ৪১ ॥
পুনশ্চ সন্ন্যাসী, কহে পিতা মোর,
আর এক কথা শুন।
অতি যোগ্য যদি, তোমার বাড়ীতে,
কৃষ্ণ সেবা নাহি কেন ॥ ৪২ ॥

[প্রচ্ছদপটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অলৌকীক লীলা প্রভু করিয়া বিস্তার।
রাঘব পণ্ডিতে কৃপা করিল অপার॥
একদা নৃত্য সম্বরিয়া বসি খট্টাপরে।
আজ্ঞা কৈল অভিষেক করিবার তরে॥
পারিষদ সহ প্রেমে পণ্ডিত রাঘব।
অভিষেক করে সুখে দেখিয়া বৈভব॥
সহস্র সহস্র ঘট গঙ্গা জল আনি।
নিতাই মস্তকে ঢালে মহাভাগ্য মানি॥
নানা গন্ধ সহ জল দেন প্রভুশিরে।
কি আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে॥
অভিষেক শেষে আনি নূতন বসন।
পরাইয়া অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন॥
বিচিত্র বন-পুষ্প মালা প্রভু গলে দিল।
মনোরম খট্টা এক তথায় আনিল॥
সেই খট্টায় বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
রাঘব ধরয়ে ছত্র পাইয়া আনন্দ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করে জয় গান।
সবে মহা প্রেমোন্মত্ত নাহি বাহ্য জ্ঞান॥
গৌরপ্রেমে মত্ত সদা নিত্যানন্দ রায়।
কৃপা দৃষ্টি করি প্রভু চারিদিকে চায়॥
রাঘব পণ্ডিতে প্রভু বলেন বচন।
কদম্বের মালা গাঁথি করহ অর্পণ॥
করযোড়ে পণ্ডিত তবে করে নিবেদন।
অসময়ে কোথা পাব কদম্ব এখন॥
প্রভু কহে ভালভাবে কর নিরীক্ষণ।
কদাচিত কোথাও যদি ফুটয়ে এখন॥
গৃহের ভিতরে পণ্ডিত করি আগমন।
প্রভুর আদেশে খোঁজে প্রেমানন্দ মন॥
সহসা জাম্বীর বৃক্ষে করে নিরীক্ষণ।
অসংখ্য কদম্ব পুষ্প করিছে শোভন॥

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য গন্ধে মুগ্ধ প্রাণমন।
বিস্ময় মানিয়া পণ্ডিত প্রেমেতে মগন॥
আপনা সম্বরি বিপ্র মালা যে গাঁথিল।
ভাবাবেশে আনি প্রভু গলেতে অর্পিল॥
পরম সন্তোষে প্রভু করিল গ্রহণ।
মালার সৌগন্ধে হরে সর্ব্ব প্রাণমন॥
সহসা দনার গন্ধ পায় সর্ব্বজন।
দমনক পুষ্প গন্ধে পূর্ণিত ভবন॥
হাসি প্রভু নিত্যানন্দ কহে সবা প্রতি।
কিরূপ সুগন্ধ সবে পেতেছ সম্প্রতি॥
করযোগে ভক্তগণ করে নিবেদন।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই সর্ব্বজন॥
প্রভু কহে শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
কীর্ত্তন শুনিতে গৌরচন্দ্র আগমন॥
দমনক পুষ্প মালা করিয়া ধারণ।
নীলাচল হৈতে এথা কৈল আগমন॥
বৃক্ষেতে আশ্রয় করি রয়েছে এখন।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজি সবে কর সঙ্কীর্ত্তন॥
সবে মিলি কর এবে গৌর গুণগান।
সবারে করিবে গৌর নিজ প্রেমদান॥
এমত পণ্ডিত গৃহে নিত্যানন্দ রায়।
তিনমাস রহিলেন আপন লীলায়॥
ধন্য ধন্য মহাভাগ্য পণ্ডিত রাঘব।
যাঁর ঘরে প্রকাশে প্রভু আপন বৈভব॥
যাঁর গৃহে করিলেন গৌর আগমন।
নিতাই কৃপায় তাঁর সধন্য জীবন॥
নিতাই গৌরাঙ্গে তাঁর প্রীতি অনুক্ষণ।
নিরন্তর সেবে দুই প্রভুর চরণ॥
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে করি আগমন।
গৌরাঙ্গ করিল তাঁরে কৃপার ভাজন॥

নৌকা যোগে ক্ষেত্র হতে প্রভু আগমন।
বার্ত্তা পায়া আগুসরি কৈল আনয়ন ॥
আনন্দে পূর্ণিত হৈল রাঘব ভবন।
অগণিত লোক আসি করে দরশন ॥
লোক সংঘট্টে পথ চলা নাহি যায়।
বহুকষ্টে প্রভু লয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ॥
বহুত যতনে কৈল প্রভুর সেবন।
পরদিনে কুমারহট্টে প্রভু আগমন ॥
কুলিয়া শান্তিপুর হয়া নাটশালা গেল।
তথা হৈতে ফিরি প্রভু শান্তিপুর এল ॥
কুমার হট্ট হয়া পুনঃ রাঘব ভবন।
উপনীত গৌরচন্দ্র সহনিজগণ ॥
কৃষ্ণসেবা কার্য্যে রত পণ্ডিত রাঘব।
উপনীত গৌরচন্দ্র জগত বল্লভ ॥
প্রাণনাথে হেরি পণ্ডিত পুলকিত মন।
পৃথিবীতে লোটাইয়া বন্দয়ে চরণ ॥
শ্রীচরণ বক্ষে ধরি করয়ে ক্রন্দন।
প্রভু তারে কোলে তুলি কৈল আলিঙ্গন ॥
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নিজ প্রেম জলে।
রাঘব পণ্ডিত ফিরে প্রেমের হিল্লোলে ॥
রাঘবের প্রেম হেরি প্রভু সুখমন।
কহে রাঘবে মোর দুঃখ নির্ব্বাপন ॥
গঙ্গার মার্জ্জনে যেই সুখের উদয়।
সে আনন্দ পাইলাম রাঘব আলয় ॥
রাঘবে সম্বোধি প্রভু বলেন বচন।
ত্বরিতে করহ গিয়া কৃষ্ণের রন্ধন ॥
আজ্ঞা পায়া পণ্ডিত রন্ধনে চলিল।
প্রভু প্রিয় দ্রব্য যত যতনে রান্ধিল ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র ভোজনে আসিল।
ব্যঞ্জনাদি হেরি প্রভু বড় সুখী হৈল ॥
রাঘবের রন্ধনে মহাপ্রভু সুখমন।
বহুত প্রশংসি সুখে করেন ভোজন ॥
ভোজন সমাপি প্রভু কৈল আচমন।
গদাধর দাস আদি করিল মিলন ॥
পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমেশ্বর দাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আসি পুরায় মন আশ ॥
রাঘব ভবনে রহে শচীর নন্দন।
পণ্ডিতের মন আশা করিতে পূরণ ॥
প্রাণনাথে গৃহে পায়া পণ্ডিত রাঘব।
অভিলাষ পুরাইল হেরিয়া বৈভব ॥
কায়মনে করিলেন গৌরাঙ্গ সেবন।
গৌরাঙ্গ সেবন বিনা নহে অন্য মন ॥
তাঁহার ভগিনী শ্রীদময়ন্তী নাম।
গৌরাঙ্গ সেবিয়া কৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
রাঘবের গৃহে বন্ধ রাধা ঠাকুরাণী।
সাক্ষাতে শ্রীমতী যথা রান্ধেন আপনি ॥
টহল করয়ে দময়ন্তী অনুক্ষণ।
কায়মনে ধ্যান করি শ্রীমতী চরণ ॥
বিবিধ বিধানে যত করিয়া রন্ধন।
সযতনে করে গৌরচন্দ্রে সমর্পণ ॥
পণ্ডিতের সেবার বশ প্রভু অনুক্ষণ।
কৃপা করি নিতাই তত্ত্ব কহিল তখন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তখণ্ডে ৫ম অধ্যায় :

"রাঘব, তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥

যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥
মহা যোগেশ্বর যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ যে হেন ভাগ্যবান॥"
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি নিত্যানন্দ তত্ত্ব।
রাঘব মূর্চ্ছিত হৈল জানিয়া মহত্ত্ব॥
রাঘবে গৌরাঙ্গ কৃপা অচিন্ত্য কথন।
যাঁর গৃহে দুইবার প্রভু আগমন॥
সেবাধীনে রহিলেন তাহার ভবন।
কৃতার্থ করিল তারে দিয়া দরশন॥
রাঘবের সেবা নিষ্ঠার মহিমা অপার।
আপনে গৌরাঙ্গ যাহা কহে বার বার॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিদায়ের কালে।
কহয়ে শ্রীগৌরচন্দ্র মহা কুতূহলে॥
বিবিধ বিধানে পণ্ডিত করয়ে সেবন।
এক নারিকেল সেবা শুন সর্ব্বজন॥
গৃহে শত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি ধন দিয়া ফল আনয়ে সকল॥
কোথাও সুমিষ্ট ফল করয়ে শ্রবণ।
উচ্চ মূল্যে দূর হোতে করে আনয়ন॥
প্রত্যহ পাঁচ সাত নারিকেল সংস্করি।
সুশীতল লাগি জলে রাখে যত্ন করি॥
ভোগ কালে মুখ ছিদ্র করিয়া যতনে।
প্রেমানন্দে শ্রীবিগ্রহে করে সমর্পণে॥
তাঁর প্রেমে কৃষ্ণচন্দ্র করি জলপান।
কভু শূন্য পাত্র রাখে কভু পূর্ব্ব পরিমাণ॥
শূন্য ফল হেরি পণ্ডিত প্রেমেতে মগন।
শত পাত্রে নারিকেল শস্য করে সমর্পণ॥
বাহিরে আসি পণ্ডিত করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণচন্দ্র শস্য সব করয়ে গ্রহণ॥
কভু পূর্ণ পাত্রে রাখে কভু শূন্য করি।
হেরিয়া পণ্ডিত প্রেমে যান গড়াগড়ি॥
একদিন দশ ফল করিয়া সংস্কার।
সেবক আনিল তবে মন্দিরের দ্বার॥
ব্যস্ত হেরিয়া সেবক দ্বারেতে রহিল।
ভিত স্পর্শি সেই হস্তে ফল যে ধরিল॥
পণ্ডিত হেরিয়া তাহা বলিল বচন।
এই ফল যোগ্য নহে কৃষ্ণের ভোজন॥
দ্বারে লোক গতাগতি করে অনুক্ষণ।
ভিতে পদধূলি উড়ি পড়ে সর্ব্বক্ষণ॥
তথা হস্ত দিয়া তুমি ফল যে স্পর্শিলে।
কৃষ্ণ যোগ্য নহে ফল অপবিত্র কৈলে॥
এত কহি সেই ফল বাহিরে ফেলিল।
পুনঃ ফল সংস্করি কৃষ্ণে সমর্পিল॥
এই মত নানা ফল করি আনয়ন।
সযতনে কৃষ্ণচন্দ্রে করে সমর্পণ॥
বিবিধ ব্যঞ্জনে সদা করয়ে সেবন।
তাঁহার সেবায় বশ কৃষ্ণ অনুক্ষণ।
প্রতিবর্ষ গৌরাঙ্গের ভোজন কারণ।
ঝালি সাজাইয়া ক্ষেত্রে করয়ে গমন॥
পৃথিবীতে যত প্রকার খাদ্যের প্রচার।
দময়ন্তী দেবী করে সমস্ত প্রকার॥
ঝালি সাজাইয়া যত্নে করয়ে প্রেরণ।
মকরধ্বজ বহি তাহা করয়ে গমন॥
সযতনে ঝালি লয়া প্রভু পাশে যায়।
গোবিন্দের হস্তে দিয়া প্রেমে ভাসি যায়॥
সেই ঝালি একবর্ষ প্রভুর ভোজন।
মহাসুখে মহাপ্রভু করয়ে গ্রহণ॥

'রাঘবের ঝালি' ইহা বলে সর্ব্বজন।
ভোগের সামগ্রী শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥
এসব বিষয় চৈতন্য চরিতামৃতে।
কবিরাজ গোস্বামী বর্ণয়ে প্রেমচিতে ॥
যাহার শ্রবণে সদা জুড়ায় কর্ণ মন।
ভাগ্যবান জন শুনে করিয়া যতন ॥
পণ্ডিতের প্রেম চেষ্টা কহনে না যায়।
নিতাই গৌরাঙ্গ বলি বিহ্বল সদায় ॥
বিশেষে নিতাই বহু করুণা করিল।
বৈভব প্রকাশি প্রভু জীব নিস্তারিল ॥
গৌর প্রেম বিলাইতে নিশানা গাড়িল।
নিতাইর কৃপায় সবে গৌরাঙ্গ পাইল ॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া করুণা।
নিত্যানন্দ জানাইল করিয়া গরিমা ॥
রাঘবের মহিমা হয় অপূর্ব্ব কথন।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ বিলসে অনুক্ষণ ॥
অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য যথা প্রকাশ করিল।
রাঘবের প্রেমগুণ ভুবনে ঘোষিল ॥
জয় জয় রাঘবেন্দ্র পরম উদার।
কৃপা কর, কৃপা কর, বলি বারে বার ॥
দীন হীন পতিত মুই অবনী মাঝার।
পরম উদার তুমি খ্যাত ত্রিসংসার ॥
বারেক করুণা কর মো সম দুর্জ্জনে।
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা দেহ নিজ গুণে ॥
তব গৃহে নিত্যানন্দের অদ্ভুত বিলাস।
দেখাহ কিশোরী দাসে তাহার প্রকাশ ॥

শ্রীমকরধ্বজ কর

জয় জগন্নাথ সুত প্রভু গৌরচন্দ্র।
জয় পদ্মাবতী সুত নিত্যানন্দ চন্দ্র ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর অনুচর ॥
রাঘবের পরিকর মকরধ্বজ কর।
পানিহাটী গ্রামে রহে আনন্দ অন্তর ॥
রাঘব পণ্ডিত ঘরে সতত রহিয়া।
গৌর প্রেম সেবা করে মহানন্দ পায়া ॥

তথাহি—শ্রীগৌ: গ: দী:—১৪১ শ্লোক:—
নটশ্চন্দ্রমুখ প্রাগ য: সকরো মকরধ্বজ ॥
পূর্ব্বে চন্দ্রমুখ নট ছিল যেইজন।
কৃষ্ণ চন্দ্রে দিত সুখ করিয়া নর্ত্তন ॥
তেঁহ এবে ধরা মাঝে প্রকট হইল।
মকরধ্বজ কর নামে ভুবনে ব্যাপিল ॥
পূর্ব্বভাবে ভাবান্বিত তনু প্রাণমন।
'গৌরাঙ্গের গায়ন' বলি যাহার কথন ॥

তথাহি—শ্রী বৈ: ব:—
শ্রীমকরধ্বজ কর বন্দ প্রভুর গায়নে ॥
মকরধ্বজ কর রহে রাঘব ভবন।
সেবার সহায় করে করিয়া যতন ॥
রাঘব পণ্ডিত যবে ঝালি সাজাইয়া।
নীলাচল মাঝে যায় মহানন্দ পায়া ॥
সেকালে ঝালির তেঁহ মুন্সিব হইয়া।
গৌরগণ সহ চলে প্রেমোন্মত্ত হয়া ॥
গৌরাঙ্গের ভোগ্য দ্রব্য করয়ে বহন।
তাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবন ॥

মকরধ্বজ প্রতি তুষ্ট শ্রীশচীনন্দন।
অশেষ করিল তারে কৃপা প্রদর্শন॥
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে গৌর গৌড়ে এল।
নাটশালা হৈতে ফিরি পানিহাটী এল॥
সেকালে রাঘবেরে বহু কৃপা কৈল।
প্রসঙ্গে মকরধ্বজে করুণা করিল॥
তথাহি—শ্রীচৈ. ভাঃ অন্তে ৫ম অঃ—
মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র।
বলিলেন, "সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে সকল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥"
হেনমতে গৌরচন্দ্র করিল করুণা।
গৌরাঙ্গের গায়ন বলি যাহার ঘোষণা॥
বিশেষে শ্রীরাঘবের সহায় কারণ।
মকরধ্বজ হইলেন গৌর প্রিয়জন॥
ওহে গৌরাঙ্গ গায়ন মকরধ্বজ কর।
অচিরে করুণা কর জানি অনুচর॥
রাঘব পণ্ডিত গৃহে তব অবস্থিতি।
কিশোরীরে দাস করি তথা কর স্থিতি॥

শ্রীশিবানন্দ সেন

জয় জয় গৌরচন্দ্র রসিক শেখর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
গৌর প্রেম পারিষদ সেন শিবানন্দ।
জাতি, ধন প্রাণ যাঁর গৌর পাদপদ্ম॥
সে বংশে গৌরাঙ্গ পদে একান্ত শরণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ বিনা নহে অন্য মন॥
তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় গৌরগণ সঙ্গে॥
শিবানন্দের মহিমা অপূর্ব্ব কথন।
প্রভু যাঁরে কহিলেন আপনার গণ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৭৬ শ্লোকঃ—।
পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপীকাঃ॥
নিনায় কৃষ্ণ নিকটং সেদানীং জনকো মমঃ।
ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদদ্য সা জননী মম॥

ব্রজে যোগমায়া দাসী নাম বীরা দূতী।
যুগল কিশোর সেবায় সদা অনুব্রতী॥
গোবিন্দ সহিত মিলন করায় রাধায়।
কুঞ্জাদি মিলন স্থান করয়ে সংস্কার॥
বিবিধ সন্ধান বিদ্ দূতীতে গণন।
তেঁহ এবে মহীতলে কৈল আগমন॥
পূর্ব্বভাবে সেবানন্দে রহয়ে মগন।
নিতাই গৌরাঙ্গ তাঁর বশ অনুক্ষণ॥
প্রভু সহ ভক্তগণে করায় মিলন।
প্রতি বর্ষ ভক্তসহ ক্ষেত্রেতে গমন॥
চতুর্ম্মাস্য রহি করে প্রেম আস্বাদন।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে সেবাতে মগন॥
পূর্ব্বে বিন্দুমতী সখী রাধা সহচরী।
মিলন করায় সুখে করিয়া চাতুরী॥
পরস্পর মান যদি করয়ে কখন।
সন্ধি কার্য্য সম্পাদয়ে করায়া মিলন॥
তেঁহ এবে অবতীর্ণ জানি প্রয়োজন।
শিবানন্দ পত্নীরূপে বিদিত ভুবণ॥

লীলার সহায় লাগি একত্র মিলন।
পূর্ব্বভাবে রহে দোঁহে সেবায় মগন॥

তথাহি– শ্রীপাট নির্ণয়ে— ।
ত্রিবেণীর পার আর কাঁচড়াপাড়া গ্রাম।
কৃষ্ণরায় ঠাকুর শ্রবণে অনুপাম॥
শিবানন্দ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
কবি কর্ণপুর যায় ভক্ত একান্ত॥
তিন পুত্র সহ কাঁচড়াপাড়ায় নিবাস।
কৃষ্ণরায় সেবা যথা অদ্ভুত প্রকাশ॥
শ্রীনাথ পণ্ডিতের সেবা, শ্রীকৃষ্ণ রায়।
স্বপুত্র শিবানন্দ সেই সেবা প য়॥
কবি কর্ণপুর শ্রীনাথ পণ্ডিতের ছাত্র।
সেবা সমর্পিল তারে হইয়া আনন্দ॥
গৌরাঙ্গ চরণে শিবানন্দের রতিমতি।
জগতে জানায় গৌর করিয়া পীরিতি॥
শিবানন্দের গৌর সেবা ঘোষে ত্রিভুবন।
গৌড়ীয় বৈষ্ণবে করায় গৌরাঙ্গ মিলন॥
প্রতি বর্ষ নীলাচলে গৌড় ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সবে করয়ে গমন॥
শিবানন্দ সব জানে পথের সন্ধান।
পালন করিয়া চলে দিয়া মনপ্রাণ॥
ঘাটি সমাধান করে দেয় বাসস্থান।
পালন করিয়া সুখে সবা লয়া যান॥
হেনমতে শিবানন্দ করয়ে সেবন।
তাহার ভাগ্যের সীমা না যায় বর্ণন॥
এক বর্ষ সবা লয়া করয়ে গমন।
পথেতে ঘটিল এক বিচিত্র ঘটন॥
একদিন ঘাটিতে রাখিয়া সর্ব্বজন।
একলে শ্রীশিবানন্দ করয়ে গমন॥
এক গ্রামে বৃক্ষ তলে বসে সর্ব্বজন।
বাসা নাহি পায় নহে তাঁর আগমন॥
প্রভু নিত্যানন্দ ক্ষিদায় ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি দেন বাসা না পাইয়া॥
ক্ষিদায় কষ্ট পাই মুই বাসা নাহি দিল।
তিন পুত্র মরুক তার এখন না এল॥
শুনি শিবানন্দ পত্নী করেন ক্রন্দন।
হেনকালে শিবানন্দ কৈল আগমন॥
কান্দিয়া পত্নী যে তাঁর বলিল বচন।
বাসা নাহি পায়া গোসাঞি শাপিল এখন॥
শিবানন্দ কহে বৃথা করহ ক্রন্দন।
তাঁহার বালাই লয়া মরুক নন্দন॥
এত কহি শিবানন্দ প্রভু পাশে গেল।
উঠি প্রভু তাঁর শিরে লাথি যে মারিল॥
পদাঘাত খায়া শিবানন্দ প্রেমমন।
প্রভুকে লইয়া বাসায় করিল গমন॥
বাসায় বসিল যবে প্রভু নিত্যানন্দ।
শিবানন্দ কহে তবে করিয়া আনন্দ॥
আজি মোরে ভৃত্য জ্ঞানে কৈলে অঙ্গীকার।
অপরাধ জানি শাস্তি করিলে তাহার॥
তোমার চরিত্র বুঝে আছে কোন জন।
দণ্ড ছলে কৃপা করি কর নিজ জন॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তব অভয় চরণ।
মোর তনু পেল এবে তাঁহার স্পর্শন॥
এত দিনে হৈল মোর সফল জীবন।
এতেকে লভিল মুই গৌর প্রেম ধন॥
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দ সেনে কৈল আলিঙ্গন॥
প্রেমদাতা নিতাই চাঁদ করুণা সাগর।
শিবানন্দ সেনে কৃপা করিল বিস্তর॥

শিবানন্দে প্রভু কৃপা কহনে না যায়।
সপরিকরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজয়ে সদায় ॥
অন্তের কি কথা শিবানন্দের কুক্কুর।
যাঁরে গৌরচন্দ্র কৃপা করিল প্রচুর ॥
অপূর্ব্ব সে প্রেমগাথা শুন সর্ব্বজন।
শ্রবণে ঘুচিবে ব্যথা পাবে প্রেমধন ॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণব লয়া সেন শিবানন্দ।
নীলাচল পথে চলে হয়া প্রেমানন্দ ॥
সেকালে কুকুর এক চলে তাঁর সঙ্গে।
তাঁরে ভক্ষ্য দিয়া লয়া যায় প্রেমরঙ্গে ॥
একদিন নদী এক পারাবার কালে।
নৌকার উপরে নাবিক তারে নাহি তুলে ॥
শেষে দশ পণ কড়ি দিয়া পার কৈল।
দৈবেতে সেবক ভক্ষ্য দিতে ভুলি গেল ॥
রাত্রেতে ভোজন কালে জিজ্ঞাসে বচন।
সেবক কহে ভক্ষ্য দিতে হৈল বিস্মরণ।
অনেক খুঁজিয়া তারে কোথাও না পেল।
দুঃখ মনে সর্ব্বজনে প্রভু পাশে এল ॥
একদা প্রভুর পাশে করে দরশন।
বসিয়াছে সেই কুকুর অপূর্ব্ব দর্শন ॥
প্রভুর উচ্ছিষ্ট খায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
হেরি শিবানন্দ প্রেমে হৈল কুতূহলে ॥
নারিকেল শস্য প্রভু করিয়া গ্রহণ।
ফেলাইয়া দেন কুকুর করয়ে ভক্ষণ ॥
নারিকেল শস্য খায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
কুকুরের প্রেম হেরি সবে কুতূহলে ॥
শিবানন্দ দণ্ডবত হইয়া পড়িল।
দৈন্য নিবেদন করি ক্ষমা চাহি নিল ॥
তদবধি কুকুর হইল অন্তর্দ্ধান।
কেহ নাহি হেরে তেঁহ করিল প্রয়াণ ॥
কুকুর অন্তর্দ্ধান হয়া বৈকুণ্ঠে চলিল।
শিবানন্দে গৌর কৃপা জগত জানিল ॥
শিবানন্দ সম্বন্ধে কুকুরের মোচন।
গৌরপ্রিয় শিবানন্দ খ্যাত সর্ব্বজন ॥
শিবানন্দের মহিমা অনন্ত অপার।
যার দ্বারে ব্রহ্মচারীর মহিমা প্রচার ॥
নকুল ব্রহ্মচারীতে হৈল গৌর প্রকাশ।
পরীক্ষিয়া শিবানন্দ জানাল প্রকাশ।
নৃসিংহানন্দের গুণ জগতে জানাল।
যাঁর ঘরে নৃসিংহানন্দ গৌরে খাওয়াইল ॥
প্রভু যবে ব্রজ পথে গৌড়ে আগমন।
কুমার হট্ট শ্রীবাস ঘরে পদার্পণ ॥
তথা হৈতে শিবানন্দ ভবনে আসিল।
রহিয়া তাহার ঘরে বহু কৃপা কৈল ॥
শিবানন্দের মহিমা অপূর্ব্ব কথন।
সবংশে করয়ে সদা গৌরাঙ্গ স্মরণ ॥
শিবানন্দের তিন সুত প্রেমরস পুর।
চৈতন্য দাস রামদাস কবি কর্ণপুর ॥
প্রেমময় তনু এই ভাই তিনজন।
কায়মনে সেবে সদা শ্রীগৌর চরণ ॥
কনিষ্ঠ কবি কর্ণপুর প্রেমরসময়।
যাঁর প্রতি গৌরচন্দ্র সদাই সদয় ॥
প্রভুর আজ্ঞায় নাম পরমানন্দ দাস।
'পুরীদাস' বলি গৌর করে পরিহাস ॥
প্রভু সহ যবে তাঁর হইল মিলন।
পদাঙ্গুষ্ঠ দিল প্রভু তাহার বদন ॥
প্রভুর মহিমা যত করিয়া চিন্তন।
নিজ গ্রন্থে পুরীদাস করিল বর্ণন ॥
সেকারণে নাম তাঁর কবি কর্ণপুর।
অপূর্ব্ব বর্ণন তাঁর প্রেমরস পুর ॥

শিবানন্দে ভাগ্য সীমা কহনে না যায়।
সজন সহিত গৌর ভজয়ে সদায়॥
তাহাতে সদয় সদা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজ শেষ পাত্র দেন করিয়া আদর॥
প্রভু শেষ পাত্র পায়া সেন প্রেমমন।
সজন সহিত প্রেমে করয়ে গ্রহণ॥
শিবানন্দের পরিবার দেখে যতজন।
প্রভু কহে সব মোর নিজ পরিজন॥
তাহার প্রমাণ কুকুরেরে প্রেম দিল।
গৌর প্রিয় শিবানন্দ ভুবনে ঘোষিল॥
ওহে সেন শিবানন্দ গৌর পরিজন।
বারেক করুণা কর লইল শরণ॥
তোমার কুকুর পেল গৌরাঙ্গ চরণ।
তোমার প্রসাদে লভ্য শ্রীশচীনন্দন॥
নিজগুণে কৃপা করি মোরে কর দাস।
গৌর পদ সেবা দিয়া পুরাও অভিলাষ॥
দন্তে তৃণ ধরি করি আত্ম নিবেদন।
কিশোরী দাসেরে কর গৌরাঙ্গের গণ॥

শ্রীচৈতন্য দাস - রামদাস

জয় জয় বিশ্বম্ভর জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রেমানন্দ স্কন্ধ॥
জয় জয় গদাধর মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ॥
সেন শিবানন্দ সুত, চৈতন্য-রামদাস।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি অদ্ভুত প্রকাশ॥
মহাগ্রহে ভজে সদা গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌরাঙ্গ সেবন বিনা নহে অন্য মন॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৪৫ শ্লোকঃ—।

বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুকৌ দক্ষবিচক্ষণৌ।
তাবদ্য জাতৌ যজ্জেঃষ্ঠৌ চৈতন্য রামদাসকৌ॥
গৌর গণোদ্দেশে কহে কবি কর্ণপুর।
নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় মহিমা প্রচুর॥
দক্ষ বিচক্ষণ ব্রজে শুক পক্ষী ছিল।
ব্রজেন্দ্র নন্দন দোঁহা পালন করিল॥
সেই শুক পক্ষীদ্বয় করি আগমন।
চৈতন্য রামদাস নাম করিল ধারণ॥

তথাহি—শ্রীলঘু রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশে ১১১ শ্লোক
"শুকৌ দক্ষ বিচক্ষণৌ।"
কৃষ্ণ গণোদ্দেশে রূপ গোস্বামী লিখন।
কৃষ্ণ পোষ্য শুকদ্বয় দক্ষ বিচক্ষণ॥
নিরন্তর করিলেক কৃষ্ণে সুখ দান।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় শাস্ত্রেতে বাখ্যান॥
সেই দুই কৈল এবে ধরা আগমন।
অন্তরে জানিয়া নিজ প্রভু প্রয়োজন॥
সেব্য স্থানে সেবকের সদা অনুগতি।
সেবন করয়ে সুখে করিয়া পীরিতি॥
এবে গোরা অবতারে জানি প্রয়োজন।
শিবানন্দ ঘরে আসি লভিল জনম॥
পূর্ব্বভাব অনুরোগে করয়ে সেবন।
দোঁহার সেবনে গৌর সদা সুখ মন॥
শিবানন্দ সেন যবে নীলাচলে গেল।
চৈতন্য দাসেরে সঙ্গে করিয়া লইল॥
প্রভু পদে লয়া তারে করাল মিলন।
তার নাম শুনি প্রভু বলেন বচন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃখণ্ডে ১০ম পরিঃ— ।
"চৈতন্য দাস নাম শুনি কহে গোরা রায় ।
কি নাম ধরাঞাছ বুঝন না যায় ॥
সেন কহে যে জানিল সেই নাম ধরিল ।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥"
শিবানন্দ জগন্নাথ প্রসাদ আনাইল ।
সজন সহিত গৌর ভোজন করিল ॥
শিবানন্দ প্রেমে গুরু ভোজন হইল ।
তাহাতে প্রভুর মন সুখ না পাইল ॥
চৈতন্য দাস কৈল যৈছে পুনঃ নিমন্ত্রণ ।
সে সব বারতা শুন শাস্ত্রের বচন ॥

তথাহি—তত্রৈব—
"আর দিন চৈতন্য দাস কৈল নিমন্ত্রণ ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়া লবণ ।
সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে ।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥
এত বলি দধি ভাত করিল ভোজন ।
চৈতন্য দাসের দিল উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥"
হেনমতে চৈতন্য দাস করাল ভোজন ।
আনন্দেতে মহাপ্রভু করিল গ্রহণ ॥
গৌরাঙ্গের মর্ম্ম জানে শ্রীচৈতন্য দাস ।
জন্ম জন্ম প্রভু সোব পুরাইল আশ ॥
গৌরাঙ্গ মহিমা যত করিয়া গ্রন্থন ।
"চৈতন্য-কারিকা" গ্রন্থ করিল রচন ॥
অপূর্ব্ব মহিমা তাহে করিল লিখন ।
আস্বাদে রসিক ভক্ত করিয়া যতন ॥

গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র চৈতন্য রামদাস ।
অচিন্ত্য মহিমা দোঁহার শাস্ত্রেতে প্রকাশ ।
আত্ম শুদ্ধি লাগি মুই বর্ণি এক বাণ ।
অপরাধ ক্ষমা কর লইল শরণ ॥
কৃপা করি শিরোপরি ধরি শ্রীচরণ ।
কিশোরী দাসেরে কর নিজ পরিজন ॥

কবি কর্ণপুর

জয় নদীয়ার চাঁদ জয় দীনবন্ধু ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাসিন্ধু ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর ।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর ॥
শিবানন্দ সেন সুত কবি কর্ণপুর ।
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র প্রেমরসপুর ॥
পরমানন্দ দাস নামে জগতে প্রকাশ ।
'পুরী দাস' বলি গৌর কৈল পরিহাস ॥
শ্রীঅদ্বৈতের শাখা মধ্যে তাঁহার গণন ।
গাহিয়া গৌরাঙ্গ গুণ তারিল ভুবন ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত ।
কাঁচরাপাড়ায় কৃষ্ণরায় যাঁহার সেবিত ॥
চৈতন্যমত মঞ্জুষা গ্রন্থ যাহার লিখন ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীকবি কর্ণপুর হন ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ— ৩/৪ শ্লোকঃ
গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয় বিধুং,
নুমোভূয়ারম্ভংভুব ইব বিভোরস্য দয়িতং ।
যদাস্যাত্‌নীলন্নিরবক বৃন্দাবন রহঃ কথা-
স্বাদং লব্ধা জগতি ন জনঃ কোঽপি রমতে ॥
পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশ প্রদীপকং ।
বন্দেঽহং পরায়া ভক্ত্যা পার্ষদাগ্রং মহাপ্রভোঃ ॥

তথাহি—শ্রীচৈ: চন্দ্রো: নাটকে—

"শ্রীনাথেনানুগৃহীতেন শিবানন্দ সেনস্য
তনুজেন নির্ম্মিতং পরমানন্দ দাস কবিনা ।।"
শ্রীনাথ পণ্ডিত শিষ্য কবি কর্ণপুর ।
শিবানন্দ সেন সুত মহিমা প্রচুর ।।

তথাহি—শ্রীগৌ: গঃ— (রামাইকৃত)

"রাধিকার শারী যে গোধিকা নাম ধরে ।
কবি কর্ণপুর এবে জানিবা সত্বরে ।।"

তথাহি—শ্রীগৌ: গঃ (কৃষ্ণদাসকৃত)

"তাঁর পুত্র চৈতন্যদাস রামদাস কর্ণপুর ।
নানাবিদ্যা পরিপূর্ণ সর্ব্বরসপুর ।।
পূর্ব্বে যেন শারী শুকে পড়াইল বৃন্দাবনে ।
সেইমত মহাপ্রভু পড়াইলা তিনজনে ।।"
শিবানন্দের তিন সুত মহিমা প্রচুর ।
চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর ।।
চৈতন্যদাস রামদাস দুঁহে শুক ছিল ।
শারিকা কবি কর্ণপুর রূপেতে আসিল ।।
ব্রজে রাধিকার শারী নামেতে গোধিকা ।
যুগল কিশোর গুণ গানেতে অধিকা ।।
পূর্ব্বেতে যতন করি যেমন পড়াইল ।
তেমনি গৌরাঙ্গ এবে তারে পড়াইল ।।
"কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ" বলে বহুক্ষণ ।
নাম শুনি হৃদে স্মরে নহে উচ্চারণ ।।
সপ্তম বর্ষে সংস্কৃতে করয়ে স্তবন ।
সেইত শারিকা এবে কর্ণপুর হন ।।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে লীলার সহায় ।
গাহিয়া গৌরাঙ্গ গুণ জানাল ধরায় ।।

পরম অদ্ভুত তাঁর চরিত্র কথন ।
কবিরাজ গোস্বামী সুখে করিল কীর্ত্তন ।।

তথাহি—শ্রীচৈ: চ: অন্তে—১২শ পরি:
"ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল ।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা ।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার ।
'পুরী দাস' বলি নাম ধরিহ তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার ।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস ।
পুরী দাস করি প্রভু করে উপহাস ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা ।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥"
শিবানন্দ সেন যবে নীলাচলে গেল ।
মহানন্দে প্রভু তারে কহিতে লাগিল ॥
এবারে তোমার যেই হইবে কুমার ।
'পুরী দাস' বলি নাম রাখিবে তাহার ॥
শিবানন্দ ঘরে এলে কুমার হইল ।
প্রভু আজ্ঞা মতে 'পরমানন্দ' নাম দিল ॥
পুনঃ তারে সঙ্গে করি যবে ক্ষেত্রে এল ।
প্রভু 'পুরী দাস' বলি পরিহাস কৈল ॥
পরিহাস অন্তে পদাঙ্গুষ্ঠ দিল মুখে ।
কৃতার্থ হইল শিশু হাসে প্রেমসুখে ॥
ভোজনান্তে অধরামৃত করিল অর্পণ ।
প্রভু অভিলাষ বুঝে আছে কোনজন ॥
তাঁর দ্বারে করিবে বহু শাস্ত্রের প্রচার ।
সেকারণে কৈল পূর্ব্বে কৃপার সঞ্চার ।।

পাছে নীলাচলে যবে কৈল আগমন।
পুত্র সহ শিবানন্দ বন্দিল চরণ॥
প্রভু কহে, পুরী দাস কহ কৃষ্ণ নাম।
বারে বারে বলে তবু নহে মুখে নাম॥
শিবানন্দ নিজ পুত্রে বহু চেষ্টা কৈল।
তথাপি পুরী দাস মুখে নাম না কহিল॥
প্রভু কহে জগতে লওয়াইল কৃষ্ণ নাম।
স্থাবর জঙ্গমে বলাইল এই নাম॥
এই বালকেরে মাত্র নারি বলাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিল কহিতে॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্তে—১৬শ পরিঃ—

"তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে॥
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মন কথা করি অনুমান॥"
আর দিন কহে প্রভু পড় পুরীদাস।
এই শ্লোক করি তিঁহো করিল প্রকাশ॥
কর্ণপুর কৃতাচার্য্য শতকে ১ম শ্লোকঃ।
শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষোরঞ্জনমুরসোমহেন্দ্র মনিদাম।
বৃন্দাবন রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥
সাত বৎরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥
পুরীদাসের গাঢ়ভাব স্বরূপ জানিল।
সর্ব্বভক্তগণ পাশে বাখানি কহিল॥
একদিন প্রভু তারে পড়িতে কহিল।
আজ্ঞা পায়া পুরীদাস পড়িতে লাগিল॥
এক শ্লোক রচি তাহা করিল পঠন।
'আচার্য্য শতক' গ্রন্থে প্রথমে বর্ণন॥

সপ্তম বৎসরে তার নাহি অধ্যয়ন।
তথাপি বিচিত্র শ্লোক করিল পঠন॥
পঙ্গু ও লঙ্ঘয়ে গিরি বোবা বাক্য কয়।
শিশুতে রচয়ে শ্লোক কি বিচিত্র তায়॥
গৌরাঙ্গের করুণার অচিন্ত্য মহিমা।
ব্রহ্মা অনন্তাদি যাঁর নাহি পায় সীমা॥
এ হেন দয়াল প্রভুর কৃপাপাত্র জন।
শিবানন্দ সেন সুত বৈষ্ণব জীবন॥
'কবি কর্ণপুর' আখ্যা প্রভু যারে দিল।
লিখিয়া বহুত শাস্ত্র জীব ধন্য কৈল॥
বিচিত্র গৌরাঙ্গ লীলা করিয়া গ্রন্থন।
শাস্ত্র দ্বারে গৌরগুণ জানাল ভুবন॥
শ্রীনাথ পণ্ডিতের পদাশ্রয় করি।
গৌরপ্রেম আস্বাদয়ে মহানন্দ করি॥
রচিল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য।
আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, অলঙ্কার কৌস্তভ॥
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশ।
আর্য্যশতক আর বৃহদ্গণোদ্দেশ॥
ভাগবত দশম টীকা চৈতন্য সহস্র নাম।
শ্রীকেশবাষ্টক এই দশ গ্রন্থ প্রমাণ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মহাকাব্যে—

বেদারসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে,
শোকে তথা খলু শুচৌ গে চ মাসি।
বারে সুধাকিরণ নাম্ন্যসিত দ্বিতীয়া,
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তি রভূদমুষ্য॥
বেদচার রস ছয় শ্রুতি চার জানি।
ইন্দু এক মিলি চৌদ্দশ চৌষট্টি বাখানি॥
আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া যে তিথি।
সোমবারে চৈতন্য চরিত হইল সমাপ্তি॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ নাটকে—

শাকে চতুর্দ্দশ শতে রবিবাজি যুক্তে,
গৌরোহরিধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতি ভাজি তদীয় লীলা.
গ্রন্থোঽয়মাবির ভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ ।।
চৌদ্দশত সাত শকে গৌর জন্ম নবদ্বীপে।
চৌদ্দশ চুরানব্বইতে গ্রন্থ স্পষ্ট মোর মুখে ।।

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—

শাকে বসু গ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে
গ্রন্থোঽয়মাবির ভবৎ কতমস্য ছস্রাৎ ॥
বসু অষ্ট গ্রহ নয় মনু চতুর্দ্দশ ।
মিলি চৌদ্দশত আটানব্বই প্রকাশ ।।
চৌদ্দশ আটানব্বই শকে কোনদিনে।
গ্রন্থ রচিলাম গৌরগণোদ্দেশ নামে ।।
হেনমতে বহুগ্রন্থ করিয়া রচন।
প্রচারিল গৌর প্রেম করিয়া যতন ॥
সুনির্ম্মল গৌরতত্ত্ব জগতে জানাল।
গৌর কৃপা বৈভব হেরি সকলে মোহিল ॥
গৌর কৃপা নিদর্শন কবি কর্ণপুর।
যাহার কৃপায় জীবের গৌর প্রেমাঙ্কুর ॥
ওহে কবি কর্ণপুর গৌরপ্রেমধাম।
কৃপা করি গৌরপ্রেম মোরে করদান ॥
হৃদি মাঝে কর স্ফুর্ত্তি গৌর প্রেমলীলা।
গৌর সেবা দেহ মোরে না করিহ হেলা ॥
বিশেষে গৌরাঙ্গ প্রিয় তুমি মহাজন।
কৃপাকর কিশোরীরে লইল শরণ ॥

শ্রীশ্রীকান্ত সেন

জয় লক্ষ্মী প্রাণনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় পদ্মাবতী সুত শেষ নাম ধর ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর ॥
শিবানন্দ ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
গৌর প্রেম রসার্নবে ভাসে অবিরাম ॥
শিবানন্দ সম্বন্ধে তেঁহ গৌর প্রিয়জন।
নিতাই গৌরাঙ্গে তাঁর রতি অনুক্ষণ ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"কাঁচড়াপাড়া কুমারহট্টের শুনহ কথন।
শ্রীকান্ত সেন কবিকর্ণ শ্রীরাম পণ্ডিত প্রকটন ॥
শ্রীকান্ত সেনের এবে শুন বিবরণ।
ব্রজ পরিকর হৈল গৌড়ে আগমন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৭৪ শ্লোকঃ।

ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদদ্য শ্রীকান্ত সেনকঃ ॥
ব্রজের কাত্যায়নী এবে সেন শ্রীকান্ত।
আস্বাদিতে গৌর প্রেম মহা বলবন্ত ॥
শ্রীকান্তের মহিমা হয় অনন্ত অপার।
গৌর পাদপদ্মে সদা দৃঢ় রতি তার ॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর কৈল ক্ষেত্রে বাস।
মধ্যে মধ্যে শ্রীকান্ত যায় গৌরাঙ্গ সকাশ ॥
একদা শ্রীকান্ত সেন প্রেমানন্দ মনে।
বৈষ্ণব সমাজে চলে গৌরাঙ্গ দর্শনে ॥
মাতুল শিবানন্দ করে ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করি যান গৌর স্থান ॥
দৈবে এক গ্রামে সবে কৈল আগমন।
বাসা লাগি শিবানন্দ করিল গমন ॥

বিলম্ব হেরিয়া নিতাই রঙ্গ প্রকাশিল।
ক্রোধ করি শিবানন্দে শাপিতে লাগিল॥
শিবানন্দ যদি তথা কৈল আগমন।
রঙ্গেতে করিল তারে কৃপা প্রদর্শন॥
ক্রোধ ছলে লাথি মারে শিবানন্দ শিরে।
হেরিয়া শ্রীকান্ত রহে দুঃখিত অন্তরে॥
মামা অগোচরে কহে অভিমান করি।
গোসাঁঞি ব্যবহার কিছু বুঝিতে না পারি॥
চৈতন্য পারিষদ হয় মাতুল আমার।
ঠাকুরালে লাথি মারে শিরেতে তাহার॥
এত কহি সঙ্গ ছাড়ি একাকী চলিল।
সবা অগ্রে প্রভু পাশে উপনীত হৈল॥
পেটাঙ্গ সহিত তেঁহ করিল প্রণাম।
গৌরাঙ্গ বুঝিল তাঁর যত অভিমান॥
অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র অন্তরে জানিল।
গোবিন্দ দাসেরে ডাকি কহিতে লাগিল॥
বালক শ্রীকান্ত এল মন দুঃখ পায়া।
যতনে রাখহ এবে যোগ্য স্থানে লয়া॥
কিছু না বলিহ করুক যাহা লয় মন।
শুনিয়া শ্রীকান্ত মনে করিল চিন্তন॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরহরি সকলি জানিল।
শিবানন্দে লাথি মারা ব্যক্ত নাহি কৈল॥
হেনমতে শ্রীকান্তের লীলার ঘটন।
আর এক বার্ত্তা শুন করিয়া যতন॥
এক বর্ষ একলে শ্রীকান্ত ক্ষেত্রে গেল।
সেকালে গৌরাঙ্গ এক কার্য্য সমাধিল॥
শিবানন্দ গৃহে অপ্রাকৃত লীলা প্রকটিবে।
সেই বার্ত্তা শ্রীকান্তেরে কহিলেন এবে॥
শ্রীকান্ত সেন দ্বারে সেই বার্ত্তা পাঠাইল।
কবিরাজ গোস্বামী তাহা গ্রন্থেতে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃখণ্ডে ২য় পরিঃ—

"এক বৎসর তিঁহ প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর॥
মহাপ্রভু দেখি তারে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা॥
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিল ইঁহাকে আসিতে॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাহাই মিলিব অদ্বৈতাদি সনে॥
শিবানন্দে কহিয় আমি এই পৌষ মাসে।
আচম্বিতে অবশ্য আমি যাইব তার পাশে॥
জগদানন্দ হয় তাহা তিঁহ ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিয় এ বৎসর কেহ না আসিবে॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণে মনে আনন্দ হইল॥"

শ্রীকান্তের গৌর প্রতি প্রীতি অতিশয়।
মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে গিয়া গৌরাঙ্গ হেরয়॥
শিবানন্দ সম্পর্কে গৌর তারে প্রীতি করে।
শ্রীকান্তের ভাগ্যসীমা কে কহিতে পারে॥
কবিরাজ গোস্বামী যাহা করিল বর্ণন।
তাহাই গাহিয়া করি তাঁহার বন্দন॥
জয় জয় শ্রীকান্ত সেন মহামতি।
মো অধমে কর কৃপা করি যে মিনতি॥
শিবানন্দ সম্পর্কে তুমি গৌর প্রিয়জনে।
কৃপা কর সেবি সেন গৌরাঙ্গ চরণ॥
দাস অনুদাস রূপে কর অঙ্গীকার।
কিশোরীরে গৌর সেবা দেহ একবার॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে
শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী বৈষ্ণব মহিমা বর্ণনে
শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আদি পার্ষদ
মহিমা কথনং নাম লহরী সমাপ্ত।

পঞ্চম লহরী

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী

জয় নদীয়ার ইন্দু লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ রেবতী রমন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
পতিত পাবন গৌরচন্দ্র অবতার।
জীব নিস্তারিতে রঙ্গ করয়ে অপার॥
অম্বুয়া মলুকে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী।
যাহাতে আবীষ্ট হৈল প্রভু গৌরহরি॥
নকুলের দেহাবীষ্ট হয়া গৌরহরি।
উদ্ধারে জগত জীব কৃপাদৃষ্টি করি॥
স্বয়ং রূপ আবির্ভাব প্রকাশ রূপেতে।
জগত নিস্তারে প্রভু মহানন্দ চিতে॥
স্বয়ং রূপে ভ্রমি প্রভু জীব নিস্তারিল।
নীলাচলে রহি সবা প্রসাদ করিল॥
নানা দেশী ভক্ত আসে প্রভুর দর্শনে।
বৈষ্ণব হইয়া যায় প্রেমানন্দ মনে॥
যাহারা আসিতে নারে প্রভুর দর্শনে।
তাঁদের লাগি হেন কৃপা করে নানা স্থানে॥
যোগ্য জীব দেহে করি আপনা আবির্ভাব।
তাপিত জীবের প্রভু পুরায় অভাব॥
গৌড় দেশ নিস্তারিতে যবে হৈল মন।
নকুলের দেহে আসি অধিষ্ঠান হন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৭৩ শ্লোকঃ
স্বপ্রকাশ বিভেদেন শশিরে ঘাত মাবিশৎ।
আবির্ভাবো গৌর হরের্নকুলব্রহ্মচারিণি॥
ব্রজে শ্রীমতীর সখী নাম শশিরেখা।
দর্পন সেবনে সদা যার গুণ লেখা॥
তেঁহ এবে ধরা মাঝে কৈল আগমন।
নকুল ব্রহ্মচারী নামে বিদিত ভুবন॥
তাঁর দেহে গৌরচন্দ্র হয়া আবির্ভাব।
দেখাইল তাঁর যত ভক্তির প্রভাব॥
তাঁর দ্বারে গৌড়দেশ উদ্ধার করিল।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর জগতে জানাল॥
নকুলের দেহে যবে গৌর আবির্ভাব।
সহসা আবীষ্ট বিপ্র নহে আন ভাব॥
গ্রহগ্রস্থ প্রায় তার দিব্য দশা হৈল।
হেরিয়া তাহার রূপ সকলে মোহিল॥
গৌরবর্ণ কান্তি তার পীতবর্ণ হৈল।
আসিয়া সকল লোকে দেখিতে লাগিল॥
সবিস্ময়ে আসি সবে করে দরশন।
হেরি দিব্য প্রেমোন্মাদ সবে প্রেমমন॥
হাসে কান্দে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তন।
উন্মত্তের প্রায় সদা করে বিচরণ॥
ভাবাবেশে করে নৃত্য প্রচণ্ড হুঙ্কার।
শ্রবণে পাষণ্ডীও মানে চমৎকার॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি প্রেমের লক্ষণ।
ব্রহ্মচারী দেহে বিরাজয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
গৌর সম অঙ্গকান্তি গৌর সমভাব।
তাহারে দেখিলে হয় গৌর অনুভব॥
তাহার প্রভাব হেরি যত গৌড়জন।
নয়নে হেরিয়া প্রেমে হয় নিমগন॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
তাহারে হেরিয়া সবে প্রেমেতে উদ্দাম॥
এতেক বারতা সর্ব্বত্র বিদিত হইল।
শুনি সেন শিবানন্দ তথায় আসিল॥
অপূর্ব্ব বারতা শুনি সন্দেহ হইল।
পরীক্ষা লাগিয়া মনে উপায় চিন্তিল॥

আমারে ডাকিলা মোর ইষ্টমন্ত্র বলে।
চৈতন্য প্রকাশ তবে জানি অবহেলে ॥
এত চিন্তি শিবানন্দ সাক্ষাতে না গেল।
দূরে রহি অব রঙ্গ দেখিতে লাগিল ॥
অগণিত লোক আসি করয়ে দর্শন।
কেবা যায় কেবা আসে কে করে গণন ॥
সহসা নকুল ব্রহ্মচারী বলেন বচন।
শিবানন্দে গিয়া এবে কর আনয়ন ॥
তাঁহার আজ্ঞায় লোক করিল গমন।
শিবানন্দে খুঁজি আজ্ঞা কৈল নিবেদন ॥
শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দিত মন।
ত্বরিতে আসিয়া পদে পড়িল তখন ॥
নমস্কার করি যবে নিকটে বসিল।
তবে ব্রহ্মচারী তারে কহিতে লাগিল ॥
অবিশ্বাস ছাড়ি শুন আমার বচন।
শ্রীগৌর গোপাল মন্ত্রে তব উপাসন ॥
চারি অক্ষর হয় সেই মহামন্ত্র রাজ।
বিচারিয়া দেখ এবে সংশয়ে কি কাজ ॥
শুনি শিবানন্দ মনে প্রতীতি হইল।
ব্রহ্মচারী প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধা উপজিল ॥
বহু ভক্তি করি তার সম্মান করিল।
হেন মতে ব্রহ্মচারী মহিমা জানিল ॥
জয় জয় নকুল ব্রহ্মচারী মহাজন।
যার দেহে আবির্ভূত শচীর নন্দন ॥
আবিষ্ট হইয়া বহু জীব উদ্ধারিল।
শুনি সাধু শাস্ত্র মুখে বাঞ্ছা উপজিল ॥
অনাদি বহির্মুখ মুই পরম দুর্জ্জন।
মোরে উদ্ধারহ ওহে পতিত পাবন ॥
তব দ্বারে মহাপ্রভু জীব উদ্ধারিল।
মো সম পতিত কোন বঞ্চিত রহিল ॥
কৃপা করি অধমেরে দাও দরশন।
গৌর পদে রতি দিয়া করত তারণ ॥
ভাবিয়া দেখিল চিত্তে অবনী মাঝার।
তুমি বিনা কিশোরীর কেহ নাহি আর ॥

শ্রীনৃসিংহানন্দ

জয় নদীয়ার নাথ প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভব ভয় হারি ॥
জয় জয় সীতাপতি কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নাম গৌর প্রিয়জন।
নৃসিংহানন্দ নামে যেবা বিখ্যাত ভুবন ॥
নৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
নৃসিংহানন্দ নাম গৌর দিল প্রেম হেরি ॥
যাহাতে করিয়া প্রভু আপনা প্রকাশ।
পুরায় তাপিত জীবের সব অভিলাষ ॥
তাহার দেহেতে গৌর হইল আবেশ।
তার দ্বারে দেখাইল প্রভাব বিশেষ ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৭৪ শ্লোকঃ।
"আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্ন সঙ্গকে ॥"
গৌরাঙ্গ আবেশ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
গৌর প্রেমদান করে মহানন্দ করি ॥
তাহার মহিমা এক করহ শ্রবণ।
যাহাতে প্রীত হয় ভক্ত প্রাণ মন ॥
যেমত শিবানন্দ ঘরে করিয়া গমন।
গৌরচন্দ্রে আনাইয়া করাল ভোজন ॥

বড়ই আশ্চর্য্য কথা অদ্ভুত ঘটন।
যাহার শ্রবণে লভ্য গৌর প্রেমধন॥
শিবানন্দ ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
গৌরাঙ্গ দর্শনে গেল নীলাচল ধাম॥
তাহার সমীপে প্রভু বলেন বচন।
বলিহ গৌড় ভক্তগণে এমত বচন॥
এ বৎসর হেথা যেন কেহ নাহি আসে।
আপনে যাইব মুই তাদের সকাশে॥
শিবানন্দে কহিও তুমি আমার বচন।
পৌষ মাসে যাব মুই তাহার ভবন॥
আচম্বিতে তার ঘরে করিব গমন।
জগদানন্দ মোরে ভিক্ষা করিবে অর্পণ॥
শ্রীকান্ত আসি শিবানন্দে সকলি কহিল।
শুনি শিবানন্দ প্রেমে বিহ্বল হইল॥
শিবানন্দ জগদানন্দ দুঁহে প্রেমমন।
পৌষ মাসে চিন্তে সদা গৌর আগমন॥
প্রতিদিন সন্ধ্যাবধি করে নিরীক্ষণ।
প্রভু নাহি আসে হেরি সদা দুঃখ মন॥
দৈবে নৃসিংহানন্দ কৈল আগমন।
দোঁহারে দুঃখীত হেরি জিজ্ঞাসে বচন॥
শিবানন্দ মুখে শুনি দুঃখের কারণ।
সন্তোষে নৃসিংহানন্দ বলেন বচন॥
তৃতীয় দিবসে হেথা প্রভু আনাইব।
দুঃখ না ভাবিহ মনে বাঞ্ছা পুরাইব॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম করিয়া চিন্তন।
নিশ্চয় মানিয়া সুখে রহে দুহুঁজন॥
দুই দিন ধ্যান শেষে বলেন বচন।
পানিহাটী গ্রামে এবে প্রভু আগমন॥
কল্য মধ্যাহ্নে প্রভুর হবে আগমন।
প্রভু ভক্ষ্য লাগি দ্রব্য কর আয়োজন॥
ভোজন সম্ভার যত করি আয়োজন।
শিবানন্দ তার করে করিল অর্পণ॥
প্রাতঃকাল হৈতে তবে রন্ধন আরম্ভিল।
বিবিধ বিধানে ভোগ সামগ্রী করিল॥
নিজ ইষ্ট, শ্রীগৌরাঙ্গ, জগন্নাথ কারণ।
পৃথক পৃথক ভোগ করিল সাজন॥
ধ্যান ধরি তিনজনে কৈল সমর্পন।
একলে গৌরাঙ্গ সব করিল ভোজন॥
হেরিয়া নৃসিংহানন্দ হয়া প্রেমমন।
হা হা কিবা কর বলি বলয়ে তখন॥
একলে তিন ভোগ প্রভু করিল ভোজন।
জগন্নাথ নৃসিংহে এবে করিল বঞ্চন॥
জগন্নাথ তোমাতে ভেদ নাহি গণি।
তার ভোগ খাও তাহে দোষ নাহি মানি॥
নৃসিংহের ভোগ কেন করিলে গ্রহণ।
নৃসিংহের উপবাস না যায় সহন॥
তিন প্রভু হন সদা অভিন্ন কলেবর।
ইহা জানিবারে স্পৃহা বুঝিল অন্তর॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
দেখাইয়া সুখী কৈল তাহার অন্তর॥
প্রেমেতে বিহ্বলভাবে এতেক কহিল।
শুনি শিবানন্দ তবে কহিতে লাগিল॥
এতেক ফুৎকার তুমি কর কি কারণ।
তেঁহ কহে হের তব প্রভু আচরণ॥
তিনজনার ভোগ আসি একলে খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহদেব উপবাসী রৈল॥
এতেক শুনিয়া তার সংশয় জন্মিল।
সত্যই কহয়ে কিবা আবেশ কহিল॥
শিবানন্দ সেন যবে নীলাচলে গেল।
প্রভু মুখে শুনি তবে সংশয় ঘুচিল॥

তবেত নৃসিংহানন্দ করিয়া রন্ধন।
পুনঃ নৃসিংহদেবে কৈল সমর্পণ ॥
প্রদ্যুম্নের প্রেম চেষ্টা কহনে না যায়।
নৃসিংহের স্মরণ বিনা দিন নাহি যায় ॥
নৃসিংহ সেবনে তাঁর সদা প্রাণ মন।
গৌর প্রেমরসার্ণবে করে বিচরণ ॥
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সপার্ষদ উপনীত কুলিয়া নগর ॥
নৃসিংহানন্দ করে পথের সাজন।
রত্নেতে বান্ধিয়া পথ করয়ে গমন ॥
বাঁধিতে বাঁধিতে যবে নাটশালা গেল।
পথ বাঁধা নাহি যায় ভাবিতে লাগিল ॥
এ বারেতে বৃন্দাবন প্রভু না যাইবে।
অবশ্য এ স্থান হোতে ফিরিয়া চলিবে ॥
প্রভুর অন্তর বুঝি মিশ্র ক্ষান্ত হৈল।
প্রভু কৃপাযোগ্য পাত্র জগত জানিল ॥
জয় জয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র গৌর প্রিয়জন।
বারেক করহ দয়া লইল শরণ ॥
তোমার প্রেমের বশ প্রভু গৌরহরি।
কিশোরীদাসে কৃপা কর দাস অঙ্গীকরি ॥

শ্রীপুরন্দর আচার্য্য

জয় জয় শচীসুত প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নাম ধারি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
গৌরাঙ্গের, পারিষদ আচার্য্য পুরন্দর।
কুমারহট্টবাসী তেঁহ শুদ্ধ ভক্ত ধীর ॥
বাপ বলি ডাকে যারে শ্রীগৌর সুন্দর।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর খ্যাত চরাচর ॥

তথাহি—শ্রীগঃ গঃ—
"পূর্ব্বে যেহো নাগরী বলিয়া সখীনাম।
পুরন্দর আচার্য্য বলি সদ্গুণ অনুপাম ॥"
নাগরি নামেতে সখী ছিল রাধিকার।
তেঁহ আসি অবতীর্ণ অবনী মাঝার ॥
পুরন্দর আচার্য্য নাম করিয়া ধারণ।
গৌরাঙ্গ পার্ষদ মধ্যে করে বিচরণ ॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণব যবে ক্ষেত্র মাঝে গেল।
বাপ বলি সম্বোধনে গৌরাঙ্গ ডাকিল ॥
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে গৌর গৌড়ে এল।
রামকেলি হৈতে ফিরি কুমারহট্ট এল ॥
কুমারহট্ট শ্রীবাস গৃহে গৌর আগমন।
দর্শনে আসয়ে যত গৌর পরিজন ॥
পুরন্দর আচার্য্য আসে শ্রীবাস ভবনে।
বৃন্দাবন দাস কহে করিয়া যতনে ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ—অন্ত্যখণ্ড—৫ম অঃ
"প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য পুরন্দর ॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি বোলে।
প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে ॥
পরম সুকৃতী সে আচার্য্য পুরন্দর।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর ॥"
এইমত আচার্য্যের চরিত্র কথন।
বৃন্দাবন দাস বাক্যে করি যে বন্দন ॥
গৌরাঙ্গের পারিষদ আচার্য্য পুরন্দর।
মহিমা গাহিতে যার আনন্দ অন্তর ॥

প্রভু যারে বাপ বলি কৈল সম্বোধন।
এতেকে বুঝিল তেঁহ গৌর পরিজন॥
জয় জয় পুরন্দর আচার্য্য মহামতি।
করুণা করিয়া দেখ আমার দুর্গতি॥
মায়া মোহ তম মদে সদাই মোহিত।
তোমার করুণা বিনা নহে শুদ্ধ চিত॥
কাতরে করহ দয়া ওহে দয়াময়।
কিশোরী দাসে কর দয়া হইয়া সদয়॥

শ্রীকলাধর নাপিত

জয় জয় পতিত পাবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নাম ধারি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত লাভার নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরাঙ্গের পরিকর নাপিত কলাধর।
গৌরাঙ্গ প্রসাদে হৈল শুদ্ধ প্রেমধর॥
সংসার ছাড়িয়া যেবা বৈরাগ্য করিল।
গৌরাঙ্গের গুণ গাহি সংসার তারিল॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ (জয়ানন্দ)—সন্ন্যাস খণ্ডে
"কলাধর নাপিত সম্মুখে জোড় হাত।
দণ্ডবৎ হইঞা ভূমে পড়িল পশ্চাৎ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক শ্বেত-কম্প-শ্বাস হাসে।
অবিরত প্রেমধারা বহে দুই পাশে॥
তা দেখি ঈষৎ হাসে গৌরগুণনিধি।
কলাধরে প্রেমভক্তি দিল জন্মাবধি॥
আমারে পরশ করি ছাড়িহ সংসার।
সংসারের ক্ষৌর কর্ম্ম না করিহ আর॥
পঞ্চকষায় পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত জলে।
চাঁচর কেশ ভিজাইল বিল্ববৃক্ষতলে॥
সংসার ছাড়িয়া গৌর করিল সন্ন্যাস।
কাটোয়ায় চলিলেন ভারতীর পাশ॥
ইন্দ্রেশ্বর ঘাট পারে কাটোয়ায় গেল।
কেশব ভারতী স্থানে আসিয়া পৌঁছিল॥
সন্ন্যাসেতে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ক্ষৌরকার্য্যে আসিলেন নাপিত কলাধর॥
বিল্ব বৃক্ষমূলে ক্ষৌর কার্য্য আরম্ভিল।
হেরিয়া প্রভুর রূপ বিহ্বল হইল॥
জন্মাবধি প্রেমভাব হৃদয়ে প্রকাশ।
চাঁচর কেশে হস্ত দিয়া হইল উদাস॥
গৌরাঙ্গের ভুবন মোহন বেশ অন্তর্দ্ধান।
হৃদয়ে স্মরিয়া তেঁহ কান্দে অবিরাম॥
চরণে লোটায়ে পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
স্মরিয়া চাঁচর চিকুর কেশ অদর্শন॥
বিরহ ব্যাকুলে সাত্বিক ভাবের প্রকাশ।
অশ্রু কম্প পুলকাদি ঘন বহে শ্বাস॥
তাঁর প্রেম হেরি হাসে শ্রীশচীনন্দন।
পরম পিরীতে তারে বলেন তখন॥

তথাহি—তত্রৈব—
"তা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া দয়ানিধি।
কলাধরে প্রেমভক্তি দিল জন্মাবধি॥
আমারে পরশ করি ছাড়িহ সংসার॥
সংসারের ক্ষৌরকর্ম্ম না করিহ আর॥"
প্রভুর শ্রীমুখ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আপনায় ধন্য মানি প্রেমাকুল মন॥
বিরহ ব্যাকুলে তেঁহ ক্ষৌরকার্য্য কৈল।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞামত সংসার ছাড়িল॥
গৌরাঙ্গের পরিজন নাপিত কলাধর।
জন্মে জন্মে সেবা কার্য্যে হ'য়েন তৎপর॥

যখন যেথায় হয় লীলার প্রচার।
তথা গিয়া সেবাকার্য্য করে অনিবার ॥
গৌরাঙ্গের সেবক কলাধর মহামতি।
জন্মাবধি প্রেম যারে দিল লক্ষ্মীপতি ॥
পরম অদ্ভুত তার চরিত্র কথন।
কিশোরী করয়ে তার কৃপা নিরীক্ষণ ॥

শ্রীনয়ন ভাস্কর

জয় জয় শচীসুত জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় মহীধর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর ॥
হালিসহর গ্রামবাসী নয়ন ভাস্কর।
শিল্পকার্য্য বিশারদ গৌর প্রেমধর ॥
শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি মহিমা দেখাল।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর সর্ব্বত্র ঘোষিল ॥
তথাহি—শ্রীগৌ: গঃ দী —১১৪ শ্লোকঃ
"বিশ্বকর্ম্মাপুরাহোঽভূদদ্য ভাস্কর ঠক্কুর ॥"
তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—
"ভাস্কর ঠাকুর বিশ্বকর্ম্মা অনুভব।"
পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা যেবা দেবের সমাজ।
ভাস্কর ঠাকুর নামে তেঁহ করিছে বিরাজ ॥
হালিসহর গ্রাম মাঝে করয়ে নিবাস।
গৌরাঙ্গ চরণ ভজে ত্যজি সর্ব্ব আশ ॥
নয়ন ভাস্কর বলি খ্যাত তাঁর নাম।
ভাস্কর্য্য কার্য্যেতে তাঁর গুণ অনুপাম ॥
নিত্যানন্দ আদেশে তেঁহ গৌড়দেশে।
ঘরে ঘরে শ্রীবিগ্রহ করিল প্রকাশে ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ (জয়ানন্দ) উত্তরখণ্ডে—
"নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্কর দাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তি দেহ গৌড়দেশে ॥"
খেতুরী হয়া শ্রীজাহ্নবা যবে ব্রজে যায়।
নয়ন ভাস্কর মিলি তাঁর সঙ্গে ধায় ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ ১৯ বিঃ—
"হালিসহর গ্রামে নয়ন ভাস্কর আছিলা।
রঘুনাথ আচার্য্য সহ খেতুরী আইলা ॥"
মালীপাড়াবাসী শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য।
তার সঙ্গে চলে তেঁহ জানি নিজ কার্য্য ॥
খেতুরী উৎসব হয়া জাহ্নবা সহিতে।
করিলেন ব্রজ যাত্রা মহানন্দ চিতে ॥
জাহ্নবা সহ ব্রজমণ্ডল করয়ে ভ্রমণ।
গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে জাহ্নবা গমন ॥
গোপীনাথ বামে রাধা করিছে শোভন ॥
অতীব কনিষ্ঠ হেরি করয়ে চিন্তন ॥
শ্রীরাধিকা যদি কিছু উচ্চ হৈত।
গোপীনাথ বামে তবে অপূর্ব্ব শোভিত ॥
এত চিন্তি জাহ্নবাদেবী করিল শয়ন।
স্বপ্নে গোপীনাথ আজ্ঞা করিল অর্পণ ॥
রাধাসহ গোপীনাথ তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আজ্ঞা পায়া শ্রীজাহ্নবা ভাস্করে কহিল ॥

তথাহি—শ্রীভঃ রত্নাঃ—১১ তরঙ্গে—
"দেখিয়া প্রভাত নিশি উল্লাস অন্তরে।
অনুগ্রহ করি কহে নয়ন ভাস্করে ॥
নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান।
করিতে হইবে এক প্রেয়সী নির্ম্মাণ ॥

ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি নয়ন জানিলা।
যৈছে নির্ম্মাণিব তাহা চিত্তে স্থির কৈলা ॥"
এত কহি ব্রজ হোতে খড়দহে এল।
নয়ন ভাস্কর প্রতি আজ্ঞা সমর্পিল ॥
ঈশ্বরীর আদেশে ভাস্কর প্রেমমন।
আরম্ভিল শ্রীমূর্ত্তি করিতে গঠন।
পূর্ব্বভাবে ভাবান্বিত ভাস্করের মন।
অপূর্ব্ব রাধিকা মূর্ত্তি করিল নির্ম্মাণ ॥
হইল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ভুবন মোহন।
দর্শনে সবার চিত্ত করে আকর্ষণ ॥
শ্রীমূর্ত্তি হেরিয়া জাহ্নবা প্রেমমন।
ব্রজধামে পাঠাইতে করিল চিন্তন ॥
পরমেশ্বর দাস দ্বারে ব্রজে পাঠাইল।
নৌকা যোগে মূর্ত্তি লয়া তেঁহ ব্রজে গেল ॥
কতদিনে বৃন্দাবনে করিয়া গমন।
গোপীনাথের বাম ভাগে করিলা স্থাপন ॥
রাধাসহ গোপীনাথ অপূর্ব্ব শোভন।
হেরি বৃন্দাবনবাসী প্রেমাকুল মন ॥
নয়ন ভাস্কর গুণ গায় সর্ব্বজন।
শ্রীহস্তে করিল যেবা রাধিকা নির্ম্মাণ ॥
পূর্ব্বভাবে ভাবান্বিত ভাস্কর নয়ন।
পূর্ব্বানুরূপ সেবা করি আনন্দে মগন ॥
পরম করুণাময়ী জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নয়নের গুপ্তভাব কৈল পরচারি ॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভাস্কর নয়ন।
যাহার প্রসাদে মিলে গৌরাঙ্গ চরণ ॥
গৌর লীলা পুষ্ট লাগি যার অবতার।
তাহার করুণা বিনা সকলি অসার ॥
নয়ন ভাস্কর পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে গৌর সেবন প্রার্থন ॥

জীবন ব্রাহ্মণ

জয় নদীয়ার ইন্দু প্রভু গৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ ভবের কাণ্ডারী ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র কুবের নন্দন।
জয় গদাধর শ্রীনিবাস আদিগণ ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ গোসাঞি সনাতন।
তাঁর শিষ্য প্রেমময় জীবন ব্রাহ্মণ ॥
বিষয়আশে শিব ভজি প্রেমধন পেল।
সনাতন পদাশ্রয়ে গৌরাঙ্গ ভজিল ॥

তথাহি— শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১ম তরঙ্গে—
"গোস্বামীর পুরোহিত বিপ্রের কুমার।
বৃন্দাবনে গেলা কৃপা হইল দোঁহার ॥
অর্থ বাঞ্ছা ছিল ছাড়ি উল্লাসিত মনে।
শিষ্য হইলা সনাতন গোস্বামীর স্থানে ॥
অদ্যাপিহ খাতগ্রামে তাহার সন্তান।
প্রভু সনাতন বিনা না জানয়ে আন ॥"
গোসাঞি রূপ সনাতন গৌর পরিজন।
বৃন্দাবনে রহি করে প্রেম বরিষণ ॥
দোঁহার পুরোহিত পুত্র জীবন ব্রাহ্মণ।
বিষয় আশে ব্রজে যাই লইল শরণ ॥
সনাতন গোস্বামীর পদাশ্রয় কৈল।
অপূর্ব্ব বারতা সেই সর্ব্বত্র ঘোষিল ॥
একদা যমুনা স্নান করে সনাতন।
স্পর্শমনি এক তথা পাইল তখন ॥
স্পর্শ নাহি করি তাহা খাপরে ধরিয়া।
মৃত্তিকার ভিতরেতে রাখে আচ্ছাদিয়া ॥
ভাবে দৈবে আসে যদি কোন দীনজন।
তাহারেত এই মনি করিব অর্পণ ॥

কতদিনে আইল এক যোগ্য দীনজন।
স্পর্শমনি লোভে আসি লভে প্রেমধন ॥

তথাহি—শ্রীভক্তমালে—২য় মালায়—
"দৈবযোগে গৌড়দেশের এক ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণে মানকরেতে ভবন ॥
জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছু মাত্র নাহি অবলম্ব ॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া।
অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু বৎসর ব্যাপিয়া ॥
শিব আরাধন কৈল শিবব্রত করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি ॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম।
তাহার নিকটে গেলে পূরিবেক কাম ॥
বহুধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকের দুর্ল্লভ যাহা সর্ব্ব দুঃখ কর্ত্তা ॥
আহা কিবা দয়াময় দেব মহেশ্বর।
গরল চাহিতে দিল অমৃত সাগর ॥
শিবের আজ্ঞাতে বিপ্রধনের আশাতে।
বৃন্দাবন ধাম তবে চলিলা ত্বরিতে ॥"
শিবের আদেশ পায়া বিপ্র সুখমন।
ভাবে কতদিনে যাব শ্রীবৃন্দাবন ॥
সনাতন গোসাঞির স্থানে অভীষ্ট পূরণ।
পরম আগ্রহে বিপ্র চলে বৃন্দাবন ॥
কতদিনে বৃন্দাবনে উপনীত হৈল।
গোসাঞি সনাতনে মিলি বাঞ্ছা নিবেদিল ॥
স্পর্শমনি মহাধন তোমা পাশে আছে।
শঙ্করের উপদেশে আসি তব কাছে ॥
পরম দরিদ্র আমি দেহ সেই ধন।
যাহাতে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ ॥

পরম দৈন্যের খনি গোসাঞি সনাতন।
কহে আমি ভিক্ষাজীবি কোথা পাব ধন ॥
গোসাঞির মধুর বাক্যে দ্রবীভূত মন।
স্পর্শমনি নাই শুনি বিদরে জীবন ॥
করে হায়, হায়, মোরে বিধি বিড়ম্বিল।
স্বপনেতে কিবা মুই প্রলাপ দেখিল ॥
বিপ্রের ব্যাকুলতায় গোসাঞি সনাতন।
আকাশ-পাতাল ভাবি হইল স্মরণ ॥
বিপ্রে সম্বোধিয়া কহে মধুর বচন।
মিথ্যা কভু নহে এই শঙ্কর বচন ॥
বিস্মরণ হৈল এবে হইল স্মরণ।
সত্বর চলহ লহ স্ববাঞ্ছিত ধন ॥
এত বলি যমুনা তীরে করিল গমন।
স্থান দেখাইয়া কহে কর উত্তোলন ॥
মৃত্তিকা খুদিয়া বিপ্র তাহা নাহি পায়।
কহে গোসাঞি খুঁজি দেহ হইয়া সদয় ॥
গোসাঞি কহে উহা এবে না করি স্পর্শন।
সহসা খুঁজিতে বিপ্রের হইল দর্শন ॥
স্পর্শমনি পায়া বিপ্র আনন্দিত মন।
গোসাঞে প্রণমি তবে করয়ে গমন ॥
কতদূর যাই মনে করয়ে চিন্তন।
এবে কি দেখিনু নেত্রে বিচিত্র ঘটন ॥
যেই ধন লোভে করি শিব আরাধন।
সদাই উদ্বিগ্ন চিত্ত ধনের কারণ ॥
সে ধনে নাহিক হেরি গোসাঞির আসক্তি।
স্পর্শ নাহিক করে সদা অনাসক্তি ॥
ইহার অধিক ধনে ধনী সেইজন।
তবে কেন হেন ধনে মজি অকারণ ॥
ইহা ত্যজি গোসাঞি পদে লইব শরণ।
তবে ত লভিব সেই সুদুর্ল্লভ ধন ॥

এত চিন্তা করি হৃদে কৈল দৃঢ় মন।
বটেশ্বর গ্রাম হৈতে ফিরিল তখন॥
আসিয়া গোসাঞির পদে লোটায়া পড়িল।
কহে প্রভু কাচ লোভে কাঞ্চন পাইল॥
তোমার দর্শনে মোর সধন্য জীবন।
সত্য শিব স্পর্শমনি করাল মিলন॥
প্রাকৃত স্পর্শমনির নাহি প্রয়োজন।
অপ্রাকৃত স্পর্শমনির পাইল দর্শন॥
যে স্পর্শমনির লাগি আমার আকুতি।
তাতে অনাসক্তি তব অদ্ভুত প্রকৃতি॥
যে ধনে হইয়া ধনী এই ধনে ঘৃণা কর।
সেই ধন দেহ মোরে মুই যে কাতর॥
দীনে দয়া করা হয় সাধুর স্বভাব।
তোমার করুণা বিনা না ঘুচে অভাব॥
শুনিয়া গোসাঞি কহে মধুর বচন।
সে ধন লভিতে হোলে ত্যজহ এ ধন॥
শুনিয়া কারুণ্য বাক্য বিপ্র সুখ মন।
স্পর্শমনি যমুনাতে ফেলিল তখন॥
তবেত গোসাঞি কৈল করুণা প্রকাশ।
ভক্তমাল গ্রন্থ দ্বারে জগতে বিকাশ॥
তথাহি—তত্রৈব—
"গোসাঁই দেখিয়া তবে আনন্দিত হইল।
ব্রাহ্মণেরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈল॥
প্রশংসা করিয়া আর মন্ত্র দীক্ষা দিয়া।
কৃতার্থ করিল কৃষ্ণ প্রেম সঞ্চারিয়া॥

* * *

সর্ব্ব দুঃখ দূরে গেল ধনাঢ্য হইল।
ত্রিজগতে ধন্য মান্য পূজ্যতম ভেল॥
তাহার নন্দন শ্রীভাগবত নামে।
তাহার সন্তান কাট মাড়গায় গ্রামে॥
অদ্যাপিহ আছেন গোসাঞি বলি খ্যাত।
পূর্ব্বে মানকর এবে মাড়গা বসত॥"
হেনমতে জীবনের চরিত্র কথন।
সনাতন প্রসাদে পেল কৃষ্ণ প্রেমধন॥
মহাস্পর্শমনি হন গোসাঞি সনাতন।
তাহার পরশে লৌহ হইল কাঞ্চন॥
হৃদয়ের বিষয় আশা সব দূরে গেল।
কৃষ্ণ প্রেমধন বাঞ্ছা হৃদয়ে জাগিল॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল পদে লইল শরণ।
সুনির্ম্মল কৃষ্ণ প্রেম লভিল তখন॥
বৈষ্ণবের চূড়ামনি শিব মহেশ্বর।
আশ্রিত জনেরে ত্রাণ করিতে তৎপর॥
বিষয়াসক্ত দাসের ত্রাণের কারণ।
রঙ্গ করি পাঠাইলেন শ্রীবৃন্দাবন॥
শঙ্করের আশীর্ব্বাদে গোসাঞির দর্শন।
তাহাতেই বিপ্রবর সধন্য জীবন॥
জয় জয় জীবন ব্রাহ্মণ মহামতি।
গাহি যে তোমার গুণ করিয়া মিনতি॥
যে ধন লভিতে ত্যজ দুর্ল্লভ স্পর্শমনি।
সে ধন কিঞ্চিৎ দেহ মোরে দীন জানি॥
সঙ্কল্প বিকল্পে দিবস রজনী যাপন।
বৈষ্ণবে না হোল রতি নহে কৃষ্ণে মন॥
অকুল পাথারে সদা ভাসিয়া বেড়াই।
ত্রাণ কর দৈন্য স্তুতি করিয়ে সদাই॥
মহিমা দেখিয়া তব লইল শরণ।
কিশোরীরে শুভ বুদ্ধি কর সমর্পণ॥

ইতি শ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীগৌড়মণ্ডল বাসী বৈষ্ণব মহিমা বর্ণনে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী-আদি-পার্ষদ-মহিমা-কথনং নাম পঞ্চম লহরী সমাপ্ত।

ষষ্ঠ লহরী

শ্রীকালিদাস

জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
মহাপ্রভু ভক্ত এক কালিদাস নাম।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খাই হৈল প্রেমধাম॥
রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া সপ্ত গ্রামে বাস।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট যাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৯০ শ্লোঃ
"পুলিন্দ তনয়া মল্লী কালিদাসোঽধনাভবৎ।"
পুলিন্দ তনয়া মল্লী শ্রীব্রজ মণ্ডলে।
এবে কালিদাস নাম গৌরলীলা স্থলে॥
পূর্ব্ববৎ গৌরলীলার করয়ে সহায়।
বৈষ্ণব অধরামৃতের মহিমা দেখায়॥
মহাভাগবত তেঁহ পরম উদার।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বায় যাহার॥
ধনজন কুলমান সব তুচ্ছ করি।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খায় মহানন্দ করি॥
কৌতুকেতে পাশা সারি খেলয়ে যখন।
"হরে কৃষ্ণ" বলি পাশা করয়ে চালন॥
গৌড় দেশে বৈসে যত বৈষ্ণবের গণ।
কালিদাস কৈল সবার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ॥
বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণ শূদ্র না করি বিচার।
উত্তম ভেট লয়া যায় গোচর তাহার॥
তাঁর ঠাঁই শেষ পাত্র লয়েন চাহিয়া।
কেহ নাহি দিলে তবে লয় লুকাইয়া॥
ভোজনের শেষ পাত্র ফেলয়ে যখন।
লুকাইয়া চাটি খায় সে পাত্র তখন॥
জাতেতে ভূমি মালি শ্রীঝড়ু ঠাকুর নাম।
আম্র ভেট লয়া তবে গেল তাঁর স্থান॥
সপত্নীক ঝড়ু ঠাকুর আছেন বসিয়া।
সদৈন্যেতে কালিদাস প্রণমিল গিয়া॥
সসম্মানে ঝড়ু ঠাকুর তারে বসাইল।
ইষ্ট গোষ্ঠী করি শেষে কহিতে লাগিল॥
মুই অতি হীন জাতি পাতকী দুর্জ্জন।
কিভাবে করিব বল তোমায় সেবন॥
আজ্ঞা যদি দেহ বিপ্র ঘরে অন্ন দেই।
তাহা প্রসাদ পাইলে মুই ধন্য হই॥
কালিদাস কহে মুই অধম পামর।
সদয় হইয়া মোরে কৃপাদৃষ্টি কর॥
তব দরশনে মোর সফল জীবন।
কৃতার্থ করিলে মোরে দিয়া দরশন॥
এক নিবেদন মোর করহ শ্রবণ।
পদ রজ দিয়া শিরে ধর শ্রীচরণ॥
ঝড়ু ঠাকুর কহে, মুই নীচ কুলাধম।
তুমি উচ্চ কুলজাত কুলীন সজ্জন॥
তব মুখে হেন বাক্য না হয় শোভন।
কালিদাস কহে শুন শাস্ত্রের বচন॥

তথাহি—শ্রীপদ্ম পুরাণে—
চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি পরায়ন:।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপিশ্চপচাধম:।
চণ্ডাল হইয়া করে বিষ্ণুর ভজন।
ভক্তিহীন দ্বিজ হোতে শ্রেষ্ঠ সেই জন॥

শ্রীবিষ্ণু ভজনে হয় সবা অধিকার।
বিপ্র শূদ্র স্ত্রী পুরুষ নাহিক বিচার ॥
যেইজন বিষ্ণু ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
না ভজিলে চণ্ডালাধম সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি—শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১০/৯১ শ্লোক ধৃত
শ্রীইতিহাস সমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যং
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদিমদ্ভক্ত শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং।

ইতিহাস সমুচ্চয়ে বলয়ে বচন।
প্রভু প্রিয় পাত্র নহে অভক্ত ব্রাহ্মণ ॥
যেজন ভজয়ে সেই প্রিয় পাত্র জন।
অভক্তের দ্রব্য কভু না করে স্পর্শন ॥

তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে—
ন শূদ্রো ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতা।
সর্ব্ব বর্ণেষু শূদ্রা যেন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥

শূদ্র নহে যেবা করে কৃষ্ণের ভজন।
মহাভাগবত সেই বিদিত ভুবন ॥
যে জন কৃষ্ণের নাহি করয়ে ভজন।
সর্ব্ব বর্ণে শূদ্র সেই শাস্ত্রের বচন ॥
বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি করে যেইজন।
কালিদাস কহে সেই মূঢ় অভাজন ॥
ঝড়ু ঠাকুর কহে সত্য শাস্ত্রের বচন।
কৃষ্ণে রতি নাহি মোর মুই দীন জন ॥
তবে প্রণমিয়া কালিদাস যে চলিল।
ঝড়ু ঠাকুর তাঁর সহ অনুব্রজি গেল ॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর গৃহেতে আসিল।
সুচতুর কালিদাস পুনঃ ফিরে এল ॥
ঠাকুরের পদচিহ্ন যথায় দেখিল।
তথা হৈতে ধূলি লয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিল ॥
গৃহ পাশে কালিদাস গোপনে রহিল।
গৃহেতে আসিয়া ঠাকুর আম্র নিকষিল ॥
মানসেতে কৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া অর্পণ।
চুষিয়া খাইল ঠাকুর প্রেমযুক্ত মন ॥
অবশিষ্ট পত্নী তার চুষিয়া খাইল।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত মধ্যে ফেলাইল ॥
মহানন্দে সেই আঁটি চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হৈল প্রেমের উল্লাস ॥
এমত সকল বৈষ্ণবের স্থানে গিয়া।
উচ্ছিষ্ট লইয়া খায় শ্রদ্ধা যুক্ত হয়া ॥
এইমত কালিদাসের সদা আচরণ।
কতদিনে হৈল তার সাধন পূরণ ॥
এই কালিদাস যবে নীলাচলে গেল।
মহাপ্রভু বহুত তারে করুণা করিল ॥
প্রভু নিত্য করে জগন্নাথ দরশন।
গোবিন্দ করয়ে সদা প্রভুর সেবন ॥
সিংহদ্বারের উত্তরে কপাটের পাশে।
বাইশ পসার নিম্নে এক গাড় আছে ॥
সেই নিম্ন গাড়ে করি পাদ প্রক্ষালন।
প্রভু জগন্নাথ দেবে করে দরশন ॥
সেই পদ ধৌত জল কারে নাহি দেয়।
অন্তরঙ্গ ভক্ত কভু ছল করি লয় ॥
একদা করয়ে প্রভু পাদ প্রক্ষালন।
কালিদাস গিয়া হাত পাতয়ে তখন ॥
এক দুই তিন অঞ্জলী যদি পান কৈল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল ॥
বৈষ্ণবেতে নিষ্ঠা তার প্রভু মনে জানি।
কৃপা করিলেন তাঁরে যোগ্য পাত্র গণি ॥
মহাপ্রভু কৈল যবে মধ্যাহ্ন ভোজন।
আশায় কালিদাস রহে দ্বারেতে তখন ॥

প্রভু জানি গোবিন্দে সব ইঙ্গিতে কহিল।
শেষপাত্র গোবিন্দ তবে তাহাকে অর্পিল॥
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টের গুণ দেখ সর্ব্বজন।
কালিদাস হৈল প্রভুর কৃপার ভাজন॥
মহাপ্রসাদ নাম হয় প্রভুর ভোজনে।
মহা মহাপ্রসাদ হয় বৈষ্ণব ভোজনে॥
ভক্ত পদরজ আর ভক্তপদ জল।
ভক্তের উচ্ছিষ্ট এই সাধনের বল॥
এই তিন হৈতে হয় প্রেমের প্রকাশ।
সাক্ষাতে দেখহ এবে সাক্ষী কালীদাস॥
বৈষ্ণব নিষ্ঠায় পাইল প্রভুর চরণ।
তার দ্বারে প্রভু শিখাইল জগজন॥
ধন্য ধন্য কালিদাস ধন্য মহাশয়।
বৈষ্ণবেতে নিষ্ঠা করি পূরালে আশয়॥
আমি অতি মূঢ়মতি নিষ্ঠা ভক্তি হীন।
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে মুই কৃপাধীন॥
নিজ গুণে কৃপা কর ওহে মহাজন।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে রতি দেহ অনুক্ষণ॥
নিজ দাস জ্ঞানে মোরে কর অঙ্গীকার।
তবেত হইবে মোর আশার সঞ্চার॥
পরম দয়ালু তুমি বলে সর্ব্বজন।
তকারণে কিশোরী দাস করে নিবেদন॥

শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকার

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় বিশ্বপতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরাঙ্গ সেবক শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকার।
অচিন্ত্য মহিমা যাঁর খ্যাতি এ সংসার॥
শ্রীগৌর সুন্দর যবে দক্ষিণে চলিল।
অনুক্ষণ গোবিন্দ সঙ্গে রহি সেবা কৈল॥
গোবিন্দের পরিচয় শুন সর্ব্বজন।
নিজকৃত করচায় করিল বর্ণন॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দের করচায়—
"বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃ নাম গোবিন্দ মোর নাম॥
জন্ম হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥
আমার নারীর নাম শশীমুখী হয়।
একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নির্গুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে।
সেই আপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥
চৌদ্দশ ত্রিশ শাকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই॥
ক্রমে পহুছিনু আমি কাটোয়ার ধাম।
সেথা আমি শুনিলাম শ্রীচৈতন্য নাম॥
সকলেই চৈতন্যের বাখানিয়া বলে।
তাহা শুনি ছুটিলাম দর্শনের ছলে॥
সব দিন চলিয়া আইনু মাঠে মাঠে।
প্রাতে গঙ্গা পার হৈয়া আইনু নদের ঘাটে॥
নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্র ঘাট।
আনন্দ বাড়িল হেরি নদীয়ার পাট॥"
হেনমতে গোবিন্দ কৈল নদে আগমন।
ঘাটে বসি চিন্তে হৃদে গৌরাঙ্গ কারণ॥
হেনকালে গামছা কাঁধে গৌর স্নানে এল।
নিত্যানন্দাদি সহ জল ক্রীড়া আরম্ভিল॥

ঘাটে বসি গোবিন্দ সব করে নিরীক্ষণ।
স্নান সারি উঠে প্রভু লয়া পরিজন ॥
আড়ে আড়ে গোবিন্দ পানে করি নিরীক্ষণ।
ধীরে ধীরে তার পাশে কৈল আগমন ॥
প্রভু আগমনে গোবিন্দ পুলকিত মন।
সৌভাগ্য মানিয়া পদে পড়িল তখন ॥
ভূমে পড়ি চরণতলে গড়াগড়ি যায়।
হাত ধরি গৌরচন্দ্র বসাল তাহায় ॥
জোড় হস্তে গোবিন্দ করে প্রভুর বন্দন।
প্রভু তার পরিচয় পুছয়ে তখন ॥
পরিচয় কহি তেঁহ করি নিবেদন।
বিষয় ছাড়িয়া এল তোমার কারণ ॥
তোমা দরশনে মোর কৃতার্থ জীবন।
স্থান দেহ রাঙ্গাপদে লইল শরণ ॥
গোবিন্দ বচনে প্রভুর দয়া উপজিল।
পূর্ব্বভৃত্য পায়া এবে অঙ্গীকার কৈল ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"এই বাত শুনি প্রভু বলিলা আমারে।
থাকরে গোবিন্দ তুমি আমার আগারে ॥
আমার গৃহেতে তব হইবে পালন।
প্রত্যহ করিবে তুমি সুখে সঙ্কীর্ত্তন ॥
প্রতিদিন সুখে পাবে কৃষ্ণের প্রসাদ।
একেবারে পুরিবে মনের সব সাধ ॥
সেবার কর্ম্মেতে তুমি নিরত থাকিবা।
গঙ্গাজল তুলসী আনিয়া জোগাইবা ॥
প্রসাদ পাইবে নিত্য উদর পুরিয়া।
বাস শাক শুকুতা মোচার ঘণ্ট দিয়া ॥
এত বলি সঙ্গে প্রভু চাহে লইবারে।
অমনি চলিনু মুই প্রভুর সংসারে ॥"

তবেত গোবিন্দ গৌর সেবক হইল।
পূর্ব্বভাবে অনুরাগে সেবিতে লাগিল ॥
প্রভু শেষ পাত্র নিত্য করয়ে গ্রহণ।
গৌর দাস জ্ঞানে প্রীতি করে সর্ব্বজন ॥
যখন গৌরাঙ্গ যথা করয়ে গমন।
গোবিন্দ ছায়ার মত সঙ্গী অনুক্ষণ ॥
নিরবধি অনুরাগে করয়ে সেবন।
সন্ন্যাস কালেও গোবিন্দ সঙ্গেতে তখন ॥
পূর্ব্ব দিন রাত্রে গৌর গোবিন্দে কহিল।
আজ্ঞা অনুরূপ তেঁহ নিশা কাটাইল ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশায় প্রভুর শয়ন।
গোবিন্দ সারিয়া কর্ম্ম স্বস্থানে শয়ন ॥
প্রভুর আদেশে তেঁহ করে জাগরণ।
রজনীর শেষে প্রভু ডাকয়ে তখন ॥
প্রস্তুত হইয়া থাক বলিয়া বচন।
অভ্যন্তরে গৌরচন্দ্র করিল গমন ॥
মাতা স্থানে বিদায় লয়া সন্ন্যাসে চলিল।
আজ্ঞা অনুরূপ গোবিন্দ প্রভুসঙ্গী হৈল ॥
সন্ধ্যাকালে গৌরচন্দ্র কাটোয়া পৌঁছিল।
পরদিন অপরাহ্নে সন্ন্যাসী হইল ॥
সন্ন্যাসী হইয়া প্রভু শান্তিপুরে এল।
সবা স্থানে বিদায় লয়া নীলাদ্রি চলিল ॥
গোবিন্দ সেবক সঙ্গে চলয়ে তখন।
জল পাত্র বহির্ব্বাস করিয়া বহন ॥
ক্ষেত্র পথে গৌরচন্দ্র করয়ে গমন।
বর্দ্ধমানে গিয়া প্রভু বলয়ে বচন ॥
চাপড় মারিয়া কহে গোবিন্দের প্রতি।
চল যাই গোবিন্দ তব গৃহেতে সম্প্রতি ॥
শুনিয়া গোবিন্দ তবে চমকি উঠিল।
না জানি ভাগ্যেতে কিবা বিপত্তি ঘটিল ॥

প্রভুর সন্ন্যাসকালে কৌপীন ধরিল।
সকল বাসনা ত্যজি গৌর দাস হৈল ॥
প্রভুর বচনে তেঁহ করয়ে বিনয়।
বিষ্ঠাসম ত্যজিয়াছি সকল আশয় ॥
কাঞ্চননগর নাহি যাব সেকারণ।
সেকালে ঘটিল এক বিচিত্র ঘটন ॥
যে লাগি কাঞ্চননগরে যাইতে বিরাগ।
তেঁহ যে সম্মুখে আসি হইল প্রকাশ ॥
কার মুখে শুনি তাঁর নারী তথা এল।
দর দর নেত্রে তার চরণে পড়িল ॥
বহুত কাকুতি করি করয়ে বিনয়।
অল্প দোষে ছাড়ি গেলে মোরে কে দেখয় ॥
কার দ্বারে ভিক্ষা করি কাটাব জীবন।
গোবিন্দ বিপত্তি হেরি চিন্তাকুল মন ॥
বিপদ তারণ গৌরে হৃদয়ে স্মরণ।
গৌরাঙ্গ পত্নী'র তার বুঝায় তখন ॥
গৌরাঙ্গের উপদেশে মন না টলিল।
কান্দিয়া ব্যাকুল হয়া মেদিনী ভিজাল ॥
তাঁর দুঃখে গৌরাঙ্গের চিত্ত আর্দ্র হৈল।
গোবিন্দেরে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল ॥
কহেন গোবিন্দ গৃহে করহ গমন।
অন্য সেবক লয়া মুই করিব গমন ॥
হেনবাক্যে গোবিন্দের দুটি আঁখি ঝরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহয়ে কাতরে ॥
অশ্রুজলে ধোয়াইল যুগল চরণ।
অমনি ফিরিয়া প্রভু করিল গমন ॥
প্রতি বাসীগণ আসি তাহারে ঘিরিল।
নানা প্রলোভন বাক্য কহিতে লাগিল ॥
শুনিয়া গোবিন্দ নহে বিচলিত মন।
অনিত্য সংসার বাক্য করিল বর্ণন ॥
সবা বাক্য লঙ্ঘি গৌর পশ্চাতে চলিল ॥
প্রভু লয়া প্রেমানন্দে নীলাদ্রি পৌঁছিল ॥
গৌরাঙ্গ চরণে যাঁর সমর্পিত মন।
কি করিতে পারে তার সংসার বন্ধন ॥
পরীক্ষা করিতে গৌর তাহারে ছাড়িল।
গৌর প্রসাদে গোবিন্দ সবারে লঙ্ঘিল ॥
গৌরচন্দ্র তিন মাস নীলাচলে রৈল।
বৈশাখের সপ্তম দিনে দক্ষিণে চলিল ॥
একাকি চলিতে হৈল গৌরাঙ্গের মন।
নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসে করিল অর্পণ ॥
সেকালেতে গৌরচন্দ্র যতেক কহিল।
গোবিন্দ কড়চা মধ্যে যতনে লিখিল ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল।
তব সঙ্গে দাস তব গোবিন্দ চলিল ॥
এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি।
গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি ॥
যে যাক নাহি যাক গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে ॥"
এত কহি গৌরচন্দ্র করিল গমন।
গোবিন্দ কৃষ্ণদাস সঙ্গে চলয়ে তখন ॥
পশ্চাতে চলয়ে যত পারিষদগণ।
আলাল নাথ হোতে সবা করিল প্রেরণ ॥
গোবিন্দ কৃষ্ণদাস সঙ্গে গৌরাঙ্গ চলিল।
তিনজনে যাত্রা কৈল আপনে গাহিল ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়।
তিনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায় ॥"

দক্ষিণ যাত্রায় সঙ্গী কৃষ্ণদাস ছিল।
চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেতে বর্ণিল॥
কড়চায় গোবিন্দ স্বয়ং করিল বর্ণন।
তিনজনে করিলেন দক্ষিণ গমন॥
ইঙ্গিতে কৃষ্ণদাসের করিল প্রকাশ।
গৌর সঙ্গে চলে দোঁহে পরম উল্লাস॥
হেনমতে প্রভু সঙ্গে চলে দুইজন।
গোবিন্দ সেবক প্রভু প্রিয় অনুক্ষণ॥
রঙ্গেতে সবার মাঝে প্রভু জানাইল।
গোবিন্দ মহিমা যত জগত জানিল॥
দক্ষিণ ভ্রমিয়া প্রভু নীলাচলে চল।
মাঘের তৃতীয় দিনে আসিয়া পৌঁছিল॥
সঙ্গেতে গোবিন্দ সদা করয়ে সেবন।
প্রভুর দক্ষিণ লীলা করিল দর্শন॥
সেইসব লীলা তেঁহ কড়চা করিয়া।
জগজীবে জানাইতে লিখিল রাখিয়া॥
যৈছে করচা গ্রন্থ করিলেন রচন।
অপূর্ব্ব বারতা তাহা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
করচা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপণে॥"
হেনমতে গোবিন্দ কৈল করচা রচিল।
যাহাতে দক্ষিণ লীলা জগত জানিল॥
দক্ষিণ হৈতে ফিরি যদি নীলাচলে এল।
তবে গোবিন্দেরে শান্তিপুরে পাঠাইল॥
শান্তিপুরে গোবিন্দ দাস কৈল আগমন।
প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ-বার্ত্তা কৈল নিবেদন॥

এইত গোবিন্দ দাসের চরিত্র আখ্যান।
কড়চায় বর্ণিল যাহা কহি এই স্থান॥
গৌরাঙ্গের সেবক হন শ্রীগোবিন্দ দাস।
যে সেবিল গোরাচাঁদে ত্যজি সর্ব্ব আশ॥
পত্নী প্রতিবাসী তারে ফিরাতে নারিল।
গোবিন্দের গৌর নিষ্ঠা জগত জানিল॥
পরম অদ্ভুত তাঁর চরিত্র কথন।
শুনিয়া চাহয়ে মন লইতে শরণ॥
যাহার প্রসাদে সর্ব্ব বাঞ্ছা দূরে যায়।
গৌরাঙ্গের অভয় পদে ভক্তি উপজায়॥
সেইত গোবিন্দ দাস গৌর পরিজন।
কিশোরী বন্দয়ে সদা তাহার চরণ॥

বঙ্গদেশী বিপ্র

জয় জগন্নাথ সুত ত্রিভুবন নাথ।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ অনাথের নাথ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীনিবাস আদিগণ॥
বঙ্গদেশ বাসী এক বিপ্র মহাজন।
গৌর নাম প্রেম গুণে বদ্ধ তার মন॥
গৌরাঙ্গ চরিত এক নাটক রচিয়া।
ক্ষেত্র মাঝে আসিলেন আনন্দিত হয়া॥
ভগবান আচার্য্য সহ তাঁর পরিচয়।
তাঁর গৃহে রহি গৌর চন্দ্রেরে হেরয়॥
নিজকৃত নাটক আচার্য্যে শুনাইল।
আচার্য্যের সহ বহু বৈষ্ণব শুনিল॥
প্রশংসা করয়ে সবে নাটক শুনিয়া।
প্রভুকে শুনাতে সবার উৎকণ্ঠিত হিয়া॥

প্রভুর আছয়ে এক সুদৃঢ় নিয়ম।
স্বরূপের সমর্থনে করয়ে শ্রবণ॥
রসাভাস মহাপ্রভুর না হয় সহন।
তেকারণে করিলেন এ হেন নিয়ম॥
গীত শ্লোক কবিত্বাদি আনে কোনজন।
অগ্রে স্বরূপ গোসাঁই করয়ে শ্রবণ॥
যোগ্য হোলে প্রভু পাশে করি আনয়ন।
সযতনে পড়ি তাহা করায় শ্রবণ॥
এত চিন্তি আচার্য্য স্বরূপ স্থানে এল॥
নাটক শুনিতে তাঁরে বহুত সাধিল॥
কহিলেন অগ্রে তুমি করহ শ্রবণ।
যোগ্য হৈলে গৌরচন্দ্রে করাব শ্রবণ॥
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঁই যে বাক্য কহিল।
কবিরাজ গোস্বামী তাহা যতনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ডে ৫ম পরিঃ—
"স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণ লীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম সেই চৈতন্য বিহার॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর পাদপদ্ম যার হয় প্রাণ ধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥"

স্বরূপ কহিল যদি এতেক বচন।
তথাপি আচার্য্য তারে বলেন বচন॥
তোমার শ্রবণে ভাল মন্দের বিচার।
তাহার আগ্রহে তবে ইচ্ছার সঞ্চার॥
সবার সহ গোসাঁই শুনিতে বসিল।
নান্দী শ্লোক শুনি তবে তাহারে কহিল॥
শ্লোক ব্যাখ্যা করি এবে বুঝাহ সবারে।
শুনি কবিবর সুখে শ্লোক ব্যাখ্যা করে॥

তথাহি—তত্রৈব—
"কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর॥
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥"
ব্যাখ্যা শুনি আনন্দিত হৈল সর্ব্বজন।
স্বরূপ গোসাঁই হইল দুঃখীত মন॥
সক্রোধে স্বরূপ যাহা বলিল বচন।
চৈতন্য চরিত বাক্য শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—তত্রৈব—
"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তার এই গতি॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মহেশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর।”
শুনি সর্ব্বজন মনে মানে চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঁই কৈল সুযোগ্য বিচার॥
যোগ্য তিরস্কার স্বরূপ কবিরে করিল।
শুনি কবিবর অতি লজ্জিত হইল॥
কবির দুঃখেতে স্বরূপ দয়ার্দ্র হইল।
সস্নেহে বহুত তারে উপদেশ দিল॥
বৈষ্ণবের স্থানে কর ভাগবত পঠন।
একান্ত শরণ লহ চৈতন্য চরণ॥
চৈতন্যগণের সঙ্গ কর অনুক্ষণ।
সিদ্ধান্ত স্ফুরিবে বাঞ্ছা হইবে পূরণ॥
এতেক কহিয়া বহু তত্ত্ব শিখাইল।
স্বরূপ প্রসাদে তাঁর ভ্রান্তি দূরে গেল॥
দন্তে তৃণ ধরি সবার চরণে পড়িল।
সবে অঙ্গীকার করি প্রভু মিলাইল॥
তাঁর গুণ শুনি প্রভু বহু কৃপা কৈল।
সর্ব্ব ত্যাগ করি বিপ্র ক্ষেত্রেতে রহিল॥
কায়মনে আশ্রিলেন গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌর নাম গুণগানে মত্ত অনুক্ষণ॥
গৌরভক্ত গুণ স্মরি কান্দে সর্ব্বক্ষণ।
যাঁদের প্রসাদে প্রাপ্ত গৌরাঙ্গ চরণ॥
ভক্ত কৃপা বিনা কেহ গৌর নাহি পায়।
কবিবর দ্বারে ব্যক্ত হইল ধরায়॥
ভক্ত কৃপা বলে কবি গৌরাঙ্গ পাইল।
গৌর প্রিয় কবিবর জগতে জানিল॥
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় পাত্র কবিবর।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচায়া কর মোর জ্ঞান অন্তর॥
ভক্ত কৃপা বিনে কেহ গৌর নাহি পায়।
তেকারণে তব পদে নিবেদি সদায়॥
সুহৃৎ ভ গৌর পদে মোরে দেহ স্থান।
তুমি বিনা কিশোরীরে কেবা করে ত্রাণ॥

শ্রীঝড়ু ঠাকুর

জয় জয় প্রেমময় শ্রীগৌর সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ পদ্মার কোঙর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
শ্রীঝড়ু ঠাকুর নাম বৈষ্ণব একজন।
জাতে ভূমি মালী তেঁহ পতিত পাবন॥
পরম বৈষ্ণব করে সপ্তগ্রামে বাস।
নিতাই গৌরাঙ্গ পদে প্রগাঢ় বিশ্বাস॥
দাস গোস্বামীর খুড়া নাম কালিদাস।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস॥
আম্র ফল ভেট লয়া কৈল আগমন।
সস্ত্রীক ঠাকুরের বন্দিলেন চরণ॥
সসম্ভ্রমে ঝড়ু ঠাকুর তাঁহাকে বন্দিল।
বহুত সম্মান করি ইষ্টগোষ্ঠী কৈল॥
সবিনয়ে কালিদাসে বলেন বচন।
মুই নীচ জাতি কৈছে করিব সেবন॥
আজ্ঞা হৈলে বিপ্র গৃহে ব্যবস্থা করিব।
তথায় প্রসাদ পাইলে সুখী হইব॥
কালিদাস কহে কেন কহ এ বচন।
তোমার উচ্ছিষ্ট লাগি মোর আগমন॥
কৃপা করি মোর শিরে ধরি শ্রীচরণ।
মো সম পতিত জীবে করহ মোচন॥
তবে কালিদাস তাঁরে এক শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণ ভক্ত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এ যাগে বুঝাল॥
জাতি কুল শীলে নাহি পায় প্রেমধন।
যেই জন গৌর ভজে সেই মহাজন॥

ঠাকুর কহেন, শুনহ সন্ন্যাসী,
যে কারণে নাহি সেবা।
পূর্বেতে আমারে, ঠাকুর সুন্দর,
যখনে করিলা কৃপা ॥ ৪৩ ॥
প্রভুর সাক্ষাতে. কৃষ্ণসেবা লাগি,
নিবেদন কৈল যবে।
তাথে প্রভু মোরে, করিলা বারণ,
সেবা ঘরে বসি পাবে ॥ ৪৪ ॥
শ্রীগুরু আজ্ঞাতে, সেবা না করিয়ে,
শুন হে সন্ন্যাসী মিত্তা।
কত দিনে কৃপা, করি আসিবেন,
সেই প্রভু মোর কোথা ? ৪৫ ॥
সন্ন্যাসী তাহা শুনি, মনে মনে গুণি,
কি জানি আমাকে ফলে।
আমার কপালে আগুন লাগে বা,
ধীরি ধীরি ফিরি বলে ॥ ৪৬ ॥
একথা শুনিয়া, সেবা পরে দিয়া,
বিদেশে যাইতে নারি।
এক একবার, তীর্থ যাত্রা করি,
এক একবার ফিরি ॥ ৪৭ ॥
·· যা আমি, সেবা সমর্পিল,
কি বলি এখন নিব।
স্বকার্য্য লাগিয়া, বন্ধুতা করিয়া,
কেমতে জবাব দিব ? ৪৮ ॥
......ফিরিয়া, আসিয়া সন্ন্যাসী,
হেঁট মাথা করি থাকে।
আ......বুঝি, সুধীর বচনে
ঠাকুর কহেন তাঁকে ॥ ৪৯ ॥
... মিত্তা মোর, সন্ন্যাসী গোসাঞি
ফিরিয়া আইলা কেনে।

সন্ন্যাসী কহেন, তোমার কথাতে,
সন্দেহ হইল মনে ॥ ৫০ ॥
তাহাতে ঠাকুর, কহেন শুনহ,
এ কথা মনে কি লাগে।
যাহার দেবতা, তাহারে তেজিয়া,
অন্যের নিকটে থাকে ॥ ৫১ ॥
একে সে এদেশ, মৎস্যগ্রাহী লোক,
উষ্ণান্ন সকলে খায়।
তাহাতে এ গ্রাম, দধিদুগ্ধ হীন,
স্থান সে কর্কশ প্রায় ॥ ৫২ ॥
কি গুণে এখানে, তোমার শ্যামচান্দ,
আমার বশে রহিবে ?
কিছু চিন্তা নাহি, সন্ন্যাসী গোসাঞি
আসি শ্যামচান্দ পাবে ॥ ৫৩ ॥
বাক্যে তুষ্ট হয়া, তখন সন্ন্যাসী,
তীর্থ করিবারে যায়।
দক্ষিণ অবধি, আর পূর্ব দিক,
ভ্রমণ করিলা প্রায় ॥ ৫৪ ॥
নীলাচল গঙ্গা, সাগর সঙ্গম,
বানোয়া কুণ্ডকে ফিরি।
জয়ন্তা ভবানী, ত্রিপুরা কামাখ্যা,
...ভ্রমণ করি ॥ ৫৫ ॥
চারি মাস বলি, সন্ন্যাসী যাইল,
বৎসর বহিয়া গেল।
বুঝি শ্যামচন্দ, কৃপা কৈল মোরে,
...মনে হৈল ॥ ৫৬ ॥
এতদিনে চলে, কোন রূপে সেবা,
আখের লাগিয়া ভাবে।
পর্ণের ব্যাপার, সত্বর করণ,
করিব... ॥ ৫৭ ॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (৩য় সংস্করণ) ১'৫০। ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (২য় সংস্করণ) ৭'০০। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় ১'৫০। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন (২য় সংস্করণ) (যন্ত্রস্থ)। ৫। শ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী (১ম খণ্ড) ১০'০০। ৬। শ্রী শ্রীরাধা-কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী ৫'০০। ৭। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম ২'০০। ৮। অভিরাম লীলা-রহস্য ৩'০০। ৯। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ৬'০০। ১০। শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার ৬'০০। ১১। শ্রীশ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ ২'০০। ১২। ব্রজমণ্ডল পরিচয় ৩'০০। ১৩। শ্রীঅভিরাম লীলামৃত ১৫'০০।

গ্রন্থ সংবাদ

রেলপথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ ভ্রমণ করুন।

(তীর্থভ্রমণশীল ও বৈষ্ণব ইতিহাস গবেষকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ)

প্রকাশিত হইতেছে—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন।

(পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭১টি স্টেশন চিহ্নিত করিয়া স্থান মাহাত্ম্য উল্লেখ পূর্ব্বক গমনের পথ নির্দ্দেশ) গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হউন। গ্রন্থখানি পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বহুলাংশে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এতৎ সঙ্গে বৈষ্ণবীয় পুরাকীর্ত্তি স্বরূপ বিভিন্ন তীর্থের শ্রীবিগ্রহাদির চিত্রপট প্রদান করা হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিশহর
২৪ পরগণা।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃতে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagadguru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan) Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar and Printed by Self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone : Bhat. (92) 2415) Editor : Shri Kishori Das Babaji.
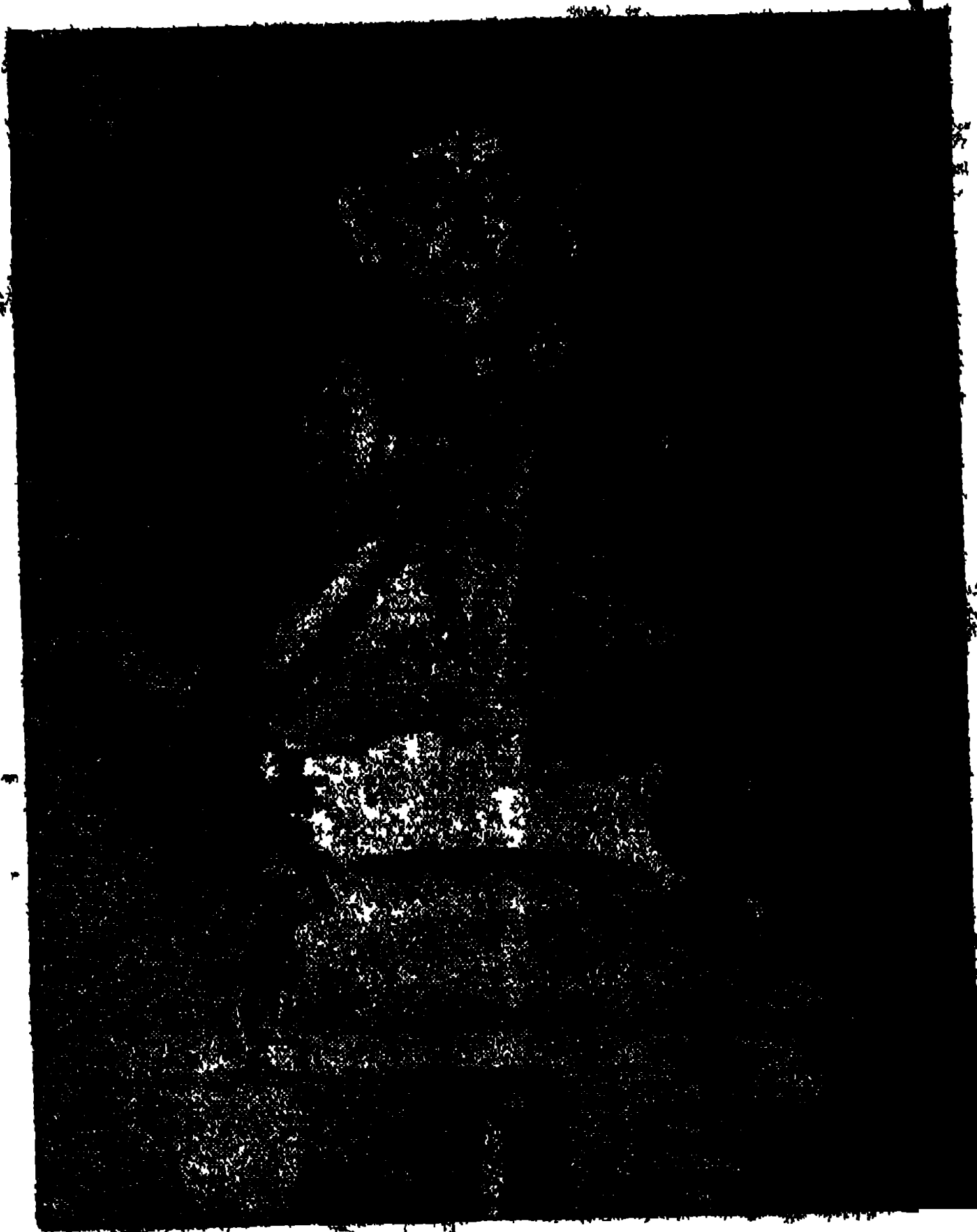
শ্রীশ্রীএকাদশী ব্রত

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের ২য় ভাগের ১২ বিলাসের বর্ণন অনুরূপ।

২য় শ্লোকঃ টীকা—

হরের্দ্দিনমেকাদশী দ্বাদশী চেত্যু-
পবাসদিনং লক্ষতে তস্মিন ॥১॥

হরিবাসর শব্দে কেবলমাত্র একাদশী ও দ্বাদশী ব্রত বুঝিতে হইবে ॥১॥

তথাহি - ৪র্থ শ্লোক ॥

তচ্চ শ্রীকৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্ বিধি প্রাপ্তত্ত্বত্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি, শাস্ত্রের বিধি, ভোজন নিষেধ এবং না করিলে মহাপাতকাদি রূপ মহাহানি, এই কারণে একাদশী ব্রতের নিত্যতা ॥২॥

তথাহি—১২ শ্লোকঃ (নারদ পুরাণ-বচন)

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে ॥৩॥

হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাতুল্য যাবতীয় পাপ অন্নে আসিয়া অবস্থান করে। হরিবাসরে ভোজন করিলে; সেই সমস্ত পাপ গ্রহণ করিতে হয় ॥৩॥

তথাহি—৬ শ্লোকঃ (বৃহন্নারদ পুরাণ)

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রানাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যাবিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥৪

হে দ্বিজগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ বিষ্ণুর প্রিয়তর একাদশী ব্রত করিলে মোক্ষ লাভ করে ॥৪॥

তথাহি - ৩৩ শ্লোকঃ (সৌর পুরাণ)

বৈষ্ণবো বাথশৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ
সমাচরেৎ ॥৫॥

বৈষ্ণব, শৈব, সৌরাদি যে কোনও উপাসকই হউক বা না কেন সকলেই একাদশীতে ব্রতাচরণ করিবে ॥৫॥

তথাহি—১৮ শ্লোকঃ (কাত্যায়ন স্মৃতি)

বিধবা যো ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে ॥৬॥

যে বিধবা স্ত্রীলোক একাদশী দিনে ভোজন করে, তাঁহার সকল সুকৃতি নষ্ট হয়, দিনে দিনে ভ্রূণ হত্যা পাপ হইতে থাকে ॥৬॥

তথাহি—৮ম শ্লোকঃ (আগ্নেয় পুরাণ)

উপোষ্যৈকাদশী রাজন্, যাবদায়ুঃ প্রবৃত্তিভিঃ ॥৭॥

হে রাজন্! যাবৎ জীবন একাদশীর উপবাস করিবে ॥৭॥

তথাহি—২৭ শ্লোকঃ (বিষ্ণু-রহস্য)

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশী ব্রতম্ ॥৮॥

মহা বিপদে বা মহা হর্ষে, জননাশৌচ বা মরণাশৌচে ও দ্বাদশী ব্রত ত্যাগ করিবে না ॥৮॥

তথাহি—১০ শ্লোকঃ (শৃঙ্গি ঋষি বাক্য)

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি ॥৯॥

স্ত্রীলোক ঋতুবতী হইলেও একাদশীতে ভোজন করিবে না ॥৯॥

তথাহি—৩০ শ্লোকঃ (পদ্মপুরাণ)

বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীনাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥১০॥

হে বরবর্ণিনি! সমস্ত বর্ণ, সমস্ত আশ্রম, স্ত্রী-জাতিরও একাদশীতে উপবাসী থাকা কর্ত্তব্য, ইহাতে সংশয় নাই ॥১০॥

তথাহি—১৪ শ্লোকঃ (স্কন্দ পুরাণ)

অ গ্নবর্ণায় সংতীক্ষ্ণং ক্ষিপান্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে ॥১১॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ সাল : শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৬

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গসুন্দরের অহৈতুকী করুণাবলে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকাটি বর্ত্তমান বর্ষ (১৯৮২ খৃঃ) হইতে ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইল। ইহার বার্ষিক চাঁদা ৮·০০ (সডাক), প্রতি সংখ্যা—২·০০ ধার্য্য করা হইয়াছে। ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হইবে। আপনি নিয়মিত বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিত ভক্তগণের মধ্যে প্রচার করে গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টা করতঃ লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়তা করুন।

নিবেদক—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
(সম্পাদক, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী)
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিশহর, জেলা ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার বিবরণ)

অথঃ দিবা-লীলা

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
দন্তধাবনাদি ক্রিয়া করিলা আপনি ॥
উদ্বর্ত্তনাদি দিয়া সখী করাইলা স্নান।
তবে বেশভূষা করাইলা পরিধান ॥
এই কার্য্যে শ্রীমতীর এক দণ্ড যায়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণ দর্শন আশায় ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের লাগি রন্ধন করিতে।
নন্দীশ্বর যাইতে যায় এক দণ্ড পথে ॥
তথা পাঁচ দণ্ড যায় বিবিধ রন্ধনে।
এক দণ্ড যায় পুনঃ কৃষ্ণের ভোজনে ॥
নবম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ সেবন।
অবশেষ পাইলা তবে সর্ব্ব সখীগণ ॥
নবদণ্ড পরে কৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গমন।
দেখিয়া শ্রীরাধা গৃহে করে আগমন ॥
ইথে এক দণ্ড যায়, এক দণ্ড আর।
আয়োজন করে সূর্য্য পূজার সম্ভার ॥
অতঃপর সূর্য্য পূজার কারণে যাইতে।
পথে তিন দণ্ড যায় গমন করিতে ॥
সূর্য্যালয়ে গিয়া সূর্য্য প্রণাম করিয়া।
পূজার সম্ভার সব সে স্থানে রাখিয়া ॥
ফুল তুলিবার ছলে নিজ সখী লঞা।
রাধাকুণ্ডে যান কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ॥
দুই দণ্ডে যান নিজ কুণ্ড তীরে।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কৈল নিকুঞ্জ কুটীরে ॥
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি চন্দন মালা দিলা।
দুঁহু প্রেমে গদ্‌গদ্ আলিঙ্গন কৈলা ॥
তবে নানা কৌতুক করিলা দুইজনে।
হিন্দোলা ঝুলিলা দোঁহে আনন্দিত মনে ॥

সখীগণ সহ মিলে কৈল জলকেলি।
তবে কুঞ্জবিহার কৈল দোঁহে পাশা খেলি॥
খেলায় হারিলা কৃষ্ণ শ্রীরাধার সনে।
কৃষ্ণ বলে বিকাইনু তোমার চরণে॥
মিষ্টান্ন পকান্ন কৃষ্ণে ভোজন করাইলা।
সখীগণ লঞা রাই অবশেষ পাইলা॥
তবে দোঁহে প্রবেশিলা শ্রীমনিমন্দিরে।
রসের বিলাস কৈলা প্রফুল্ল অন্তরে॥
এরূপ বিলাস রসে যায় ছয় দণ্ড।
অতঃপর শ্রীরাধিকা যান সূর্য্যকুণ্ড॥
সূর্য্যালয়ে যাইতে রাধার দুই দণ্ড যায়।
এক দণ্ড গত হয় সূর্য্যের পূজায়॥
পূজা অবশেষে গৃহে ফিরিয়া যাইতে।
চারিদণ্ড পুনঃ গত হয় সেই পথে॥
অনন্তর শ্রীরাধিকা স্নান সমাপিয়া।
সূর্য্যের প্রসাদ পান সখীগণ লঞা॥
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় এক দণ্ড।
লুচি পুরি মিঠাই যেন অমৃতের খণ্ড॥
মিষ্টান্ন পকান্ন কিছু কৃষ্ণের লাগিয়া।
তুলসীর হাতে তাহা দেন পাঠাইয়া॥
অতঃপর শ্রীরাধিকা বিরলে বসিয়া।
কৃষ্ণ লাগি মালা গাঁথে হরষিত হঞা॥
পানবীড়া বান্ধিতে চন্দন ঘরষণে।
দুই দণ্ড গেলা দিবা হৈলা অবসানে॥
এইত বত্রিশ দণ্ড হৈল দিবা-লীলা।
এই মত রাধাকৃষ্ণের ব্রজে নিত্য খেলা॥

অথঃ রাত্রি-লীলা

সন্ধ্যার উত্তরে রাই শয়ন করিলা।
পথশ্রমে দুই দণ্ড রাই নিদ্রা গেলা॥
দুই দণ্ড পরে রাই রন্ধনে বসিলা।
আর দুই দণ্ড রাই রন্ধন সারিলা॥
ছয় দণ্ড পরে কৃষ্ণ প্রসাদ আসিল।
সখী সঙ্গে এক দণ্ড ভোজন করিল॥
ভোজনান্তে তিন দণ্ড করিলা শয়ন।
উঠি দশ দণ্ডে অভিসার আয়োজন॥
যাইতে সঙ্কেত স্থানে দুই দণ্ড যায়।
বার দণ্ড পরে কৃষ্ণ দরশন পায়॥
এক দণ্ড মালা পান চন্দন সেবন।
তাহে কত রসালাপ প্রেম সম্ভাষণ॥
রাসাদি কৌতুকে তবে চারি দণ্ড যায়।
সখীগণ মিলি রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়॥
অষ্টাদশ দণ্ডে পুনঃ নিকুঞ্জ বিহার।
নানা পুষ্প বেশ হয় নানা অলঙ্কার॥
কুসুম যুদ্ধেতে পরে এক দণ্ড যায়।
পুষ্পশয্যা 'পরে দোঁহে শয়ন করয়॥
বিশদণ্ডে হয় পুনঃ ভোজন বিলাস।
তাহে বৃন্দাদেবী আদির মনের উল্লাস॥
বিশদণ্ড পরে হয় দোঁহার বিলাস।
চারিদণ্ড রতিরসে দোঁহার উল্লাস॥
অতঃপর রাধাকৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যান।
দুই দণ্ড নিদ্রা করি করে গাত্রোত্থান॥
কুঞ্জ ভঙ্গে কাতর দুঁহু বিরহ ভাবিতে।
দুই দণ্ড যায় দুঃখে বিদায় লইতে॥
এইরূপে দুই দণ্ড যাইতে যাইতে।
কুঞ্জ ছাড়ি রাধাকৃষ্ণ চলিলা গৃহেতে॥
দুই দণ্ডে আসি রাই যাবটে পশিলা।
দুই দণ্ডে রাত্রি শেষে তবে নিদ্রা গেলা॥
এইত বত্রিশ দণ্ড হৈল নিশা-লীলা।
এই মত রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-খেলা॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা যত কহনে না যায়।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু সেবার নির্ণয়॥
রাগানুগা হঞা কর সাধ্য সাধন।
এই নিত্য লীলা কর মানসে সেবন॥
সাধক যেজন সেবা নির্ণয় বুঝিয়া।
যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া॥
রূপ রঘুনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
চৌষট্টি দণ্ডের লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

---

১ দণ্ড—২৪ মিনিট, ৭½ দণ্ডে—১ প্রহর, ১ প্রহর—৩ ঘণ্টা।

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী
দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম লহরী
শ্রীমুরারী গুপ্ত

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদান কারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর॥
শ্রীমুরারী গুপ্ত নাম গৌর প্রেম দাস।
গৌর পাদ পদ্ম বিনা নহে অন্য আশ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৯১ শ্লোকঃ
"মুরারি গুপ্তো হনুমানঃ॥"

তথাহি—শ্রীবৈঃ বঃ —
"বন্দিব মুরারী গুপ্ত ভক্তি শক্তি মন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥"
শ্রীরামের ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাম হনুমান।
সাধিল রামের কার্য্য হয়া সাবধান॥
রাম সেবানন্দে সদা রহয়ে মগন।
শ্রীরামেতে ভক্তি তাঁর খ্যাত সর্ব্বজন॥

বক্ষ চিরি হৃদি মাঝে প্রভু দেখাইল।
তেঁহ এবে ধরা মাঝে অবতীর্ণ হৈল॥
কলি প্রভু আগমনে জানি প্রয়োজন।
ধরি মুরারী গুপ্ত নাম বিদিত ভুবন॥
সুনির্ম্মল গৌর প্রেম আস্বাদ কারণ।
হনুমান মুরারী নাম করিল ধারণ॥
হনুমানের রামনিষ্ঠা বিদিত ভুবন।
মুরারীর গৌরনিষ্ঠা শুন সর্ব্বজন॥
শ্রীহট্ট নিবাসী গুপ্ত পরম উদার।
গৌর প্রেম ভক্তি দ্বারে যাঁর অধিকার॥
গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা করিয়া চিন্তন।
প্রভু বাস ভূমি পাশে গড়িল ভবন॥
নদীয়াতে প্রেমরঙ্গে সদা করে বাস।
গৌর পাদ পদ্মে সদা প্রগাঢ় বিশ্বাস॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি খণ্ডে ৯ম পরিঃ—
"শ্রীমুরারী গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥

শ্রীমুরারী গুপ্তের শ্রীগুরু পরিচয় অজ্ঞাত। তবে কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যের শ্লোকটি বিচার করিয়া সুধী ভক্তগণ আস্বাদন করুন। তথাহি—একাদশ সর্গে ৪৭ শ্লোক:—

ততঃ সায়ং গত্বা গৃহমভি মুরারেরুপদিশন্
জগাদাদ্বৈতে সংশ্রয়িতুমভিধায়াস্য চরিতম্।

গৌরচন্দ্র সায়ংকালে মুরারী গুপ্তের গৃহে গমন পূর্ব্বক অদ্বৈতকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়া তাঁহার নিকট অদ্বৈতের চরিত্র বর্ণনা করিলেন।

চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহ রোগ ভব রোগ দুই তার ক্ষয়॥"
নবদ্বীপে বিলসয়ে গুপ্ত প্রেম মন।
গৌর বাল্য লীলা হেরি পুলকিত মন॥
একদা নিমাই খেলে বয়স্যের সঙ্গে।
সেই পথে মুরারী চলে শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥
যোগশাস্ত্র বাখানিয়া করয়ে গমন।
শুনিয়া কটাক্ষে প্রভু পশ্চাতে তখন॥
ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া তেঁহ হাত মুখ নাড়ে।
মুরারীর মত যেন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে।
এইমত বারে বারে করে পরিহাস।
শুনিয়া মুরারী তবে কহে রুষ্ট ভাষ॥
মুরারী বচনে প্রভু বলেন বচন।
জানাইব কাল যবে করিবে ভোজন॥
তবেত উভয়ে গৃহে করিল গমন।
পরদিন যা ঘটিল শুনহ এখন॥
ভুবন মোহন বেশ করিয়া ধারণ।
সুসজ্জ হইয়া প্রভু দিল দরশন॥
মুরারী ভোজন করে ঘরের ভিতরে।
সেই কালে উপনীত তাঁহার গোচরে॥
মেঘগম্ভীর নাদে 'মুরারী' বলি ডাকে।
ডাক শুনি মুরারীর অন্তর যে কাঁপে॥
পূর্ব্ব দিনের বাক্য তাঁর হইল স্মরণ।
প্রভু কহে ভয় নাই করহ ভোজন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ—

তরস্ত না হৈও তুমি, এইখানে আছি আমি,
ভোজন করহ বাণী বৈল।
মধ্য ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা,
থাল ভরিয়ে মূত মূতিল॥
কি কি বলি ছি ছি করি, উঠিয়া সে মুরারী,
করতালি দিয়া বলে গোরা!
ভক্তি পথ ছাড়িয়া, কর শির নাড়িয়া,
যোগবল এই অভিপারা॥
জ্ঞান কর্ম্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ।
ভৌতিকে যাহার দৃষ্টি, ও নহে ভজন পুষ্টি,
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ॥

* * * *

ইহা বলি গৌর মনি, কতি গেলা নাহি জানি,
মুরারী দেখিতে নাহি পায়।
মনে মনে অনুমানে, এত কভু নহে আনে,
সত্য কৃষ্ণ—শচীর তনয়॥
অদ্ভুত হেরিয়া লীলা মুরারী প্রেমমন।
আবেশ চলয়ে তেঁহ মিশ্রের ভবন॥
আবেশে অবশ অঙ্গ না পারে চলিতে।
উপনীত মিশ্র গৃহে প্রেমাকুল চিতে॥
হেথা মিশ্র শচী আই পুত্র কোলে করি।
করয়ে বাৎসল্য দোঁহে আপনা পাশরি॥
সহসা গুপ্তেরে হেরি বাহ্য স্মৃতি হৈল।
গাত্রোত্থান করি তাঁর সম্মান করিল॥
সেকালে মুরারী ভাব বিচিত্র ঘটন।
চৈতন্য মঙ্গলে কহে ঠাকুর লোচন॥

তথাহি--

"পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
ধারা বহে নয়ানের জলে।
অরুণ কমল আঁখি, ঐ সে প্রেমার সাখী,
গদগদ আধ-আধ বলে॥

স্থির দাঁড়াইতে নারে, পড়িয়া চরণ তলে,
পুনঃ পুনঃ করে পরনাম।
দেখিয়া সে বিশ্বম্ভর, মায়ের কোল ভিতর,
প্রবেশিল যে হেন অজ্ঞান॥"
মুরারীর স্তব শুনি মিশ্র দুঃখ মন।
কহে শিশু প্রতি নহে হেন আচরণ॥
গুপ্ত কহে মিশ্র তুমি কর শিশু জ্ঞান।
এহ শিশু নহে হন পূর্ণ ভগবান॥
তবে প্রেমাবেশে গুপ্ত করিল গমন।
অদ্বৈত সমীপে গিয়া দিল দরশন॥
অদ্বৈতে বন্দিয়া করে অভীষ্ট জ্ঞাপন।
গৌরাঙ্গ চরিত্র গাহি দোঁহে মুগ্ধ মন॥
প্রেমাবেশে দুইজন আলিঙ্গন কৈল।
মুরারী গৌরাঙ্গে প্রীতি ক্রম বৃদ্ধি হৈল॥
গঙ্গাদাস টোলে নিমাই করে অধ্যাপন।
তথায় মুরারী যান নিজ প্রয়োজন॥
সকলে নিমাই-স্থানে করে অধ্যয়ন।
মুরারী প্রভু স্থানে না করে গমন॥
মুরারী একলে বসি পুঁথি চিন্তা করে।
পরিহাস ছলে প্রভু বলয়ে তাঁহারে॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ—আদি ৯ম অঃ
প্রভু বলে, ইথে আছে কোন্ বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
সন্ধি-কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়॥

*   *   *   *

প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ন ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি, কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া॥
প্রভুর বচনে গুপ্ত রুষ্ট নাহি হৈল।
সুখেতে প্রভুর সঙ্গে শাস্ত্র বিচারিল॥
অদ্ভুত পাণ্ডিত্য হেরি তেঁহ মুগ্ধ মন।
ঈশ্বর প্রকাশ হৃদে জাগিল তখন॥
হেনমতে লীলা রঙ্গে কতকাল গেল।
গয়া হৈতে গৌরচন্দ্র স্বগৃহে আসিল॥
পৌষ শেষে গয়া হয়া প্রভু এল ঘরে।
মাঘাদি চতুষ্টয় মাস আবেশে বিহরে॥
স্বানু ও বানন্দে মত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে বিহ্বল সদা সহ অনুচর॥
আপনা প্রকাশিতে হৈল মহাপ্রভু মন।
বৈশাখ প্রথমে চলে মুরারী ভবন॥
বরাহ ভাবের শ্লোক করিয়া শ্রবণ।
গর্জ্জিয়া চলয়ে প্রভু মুরারী ভবন॥
প্রভু আগমন হেরি গুপ্ত মহাশয়।
প্রভুর চরণ বন্দি প্রেমেতে ভাসয়॥
"শূকর শূকর" বলি গৃহ মাঝে যায়।
স্তম্ভিত হইয়া গুপ্ত চারিদিকে চায়॥
বিষ্ণু গৃহ মাঝে প্রভু গমন করিল।
বরাহ আকারে গাড়ু দশনে তুলিল॥
যজ্ঞ বরাহ রূপে চারি খুর প্রকাশিল।
গুপ্তেরে ডাকিয়া স্তব করিতে কহিল॥
মুরারী হইল স্তব্ধ করি দরশন।
বলিবারে বাক্য তার না স্ফুরে বদন॥
প্রভু কহে, বোল বোল কিছু নাহি ভয়।
এতদিন নাহি জান মোর পরিচয়॥

কম্পিত মুরারী তবে কহয়ে স্তবন।
স্তবে তুষ্ট হয়া প্রভু বলেন বচন॥
হস্তপদ নাহি মোর নাহি শ্রীবদন।
এমত কহয়ে যত দুরাচারী জন॥
মোর বিগ্রহ নাহি মানে বলে নিরাকার।
তাদের সংহারিতে মোর এই অবতার॥
বেদগুহ্য কথা কহি শুন দিয়া মন।
বরাহ রূপেতে কৈল ধরা উত্তোলন॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিতে মোর অবতার।
দুষ্ট সংহারিয়া ভক্তি করিব প্রচার॥
ভক্তদ্রোহী জনে মুই করিব সংহার।
পুত্র হইলেও তাঁর নাহিক নিস্তার॥
ভক্তদ্বেষী পুত্র মোর নরক রাজন।
তাহারে বধিল মুই ভক্তের কারণ॥
জন্মে জন্মে কৈলে তুমি বহুত সেবন।
তেকারণে এত-তত্ত্ব কহিল এখন॥
এইমত প্রভু নিজ প্রকাশ কহিল।
শুনিয়া মুরারী গুপ্ত কৃতার্থ হইল॥
প্রেমেতে বিহ্বল গুপ্ত করেন ক্রন্দন।
গুপ্ত বিনা কেবা আছে গৌরপ্রিয়জন॥
একদা শ্রীবাস গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ সহ বসি আনন্দ অন্তর॥
দৈবে মুরারী গুপ্ত করি আগমন।
প্রভুর অভয় পদ করিল বন্দন॥
পাছে নিত্যানন্দ পদ ধরি নিজ শিরে।
সম্মুখে রহিলা গুপ্ত জুড়ি দুই করে॥
গুপ্তেরে হেরিয়া প্রভু আনন্দিত মন।
অকপটে কহে কিছু কারুণ্য বচন॥
যথাবিধি কেন নাহি কৈলে নমস্কার।
বিজ্ঞ হয়া তব এবে এ কি ব্যবহার॥
কোথা তুমি শিখাইবে যত অজ্ঞজন।
ব্যবহারে কর কেন ধর্ম্মের লঙ্ঘন॥
গুপ্ত কহে, প্রভু মুই জানিব কিমতে।
চিত্তেতে জাগালে যেরূপ করিল সে মতে॥
প্রভু কহে, ভাল গৃহে করহ গমন।
কল্যই জানিবে সব বলিব বচন॥
সভয় হৃদিয়ে গুপ্ত করিল গমন।
আবাসেতে নিশাযোগে হেরয়ে স্বপন॥
মল্ল বেশে নিত্যানন্দ আগে আগে যায়।
শিরে পাখা ধরি প্রভু তাঁর পাছে ধায়॥
শ্রীহল মূষল তাঁর করে শোভা করে।
শিরে মহানাগ ফনা নয়নে নেহারে॥
নিত্যানন্দ মূর্ত্তি হেরে হলধরা বেশ।
হেরিয়া মুরারী গুপ্ত হৈল ভাবাবেশ॥
তবে স্বপ্নে হাসি গৌর বলেন বচন।
বিচার মুরারী এবে, কনিষ্ঠ কোন জন॥
তাঁহারে হেরিয়া দুই ভাই হাস্য করে।
স্বপ্নে অন্তর্দ্ধান হৈল শিখায়া তাহারে॥
চেতন পাইয়া গুপ্ত কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
"নিত্যানন্দ" বলি শ্বাস ছাড়ে বারে বারে॥
গুপ্তের গৃহিনী পতিব্রতা শিরোমণি।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি কান্দেন আপনি॥
বড় ভাই নিত্যানন্দ মুরারী জানিল।
মহানন্দে প্রভু পাশে গমন করিল॥
দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ করিছে শোভন।
বাম ভাগে বিরাজয়ে কমল লোচন॥
অগ্রে নিত্যানন্দ পদ করিল বন্দন।
পাছেতে বন্দনা করে শ্রীগৌর রতন॥
হাসি বিশ্বম্ভর কহে, এবে কিবা কর।
মুরারী কহয়ে প্রভু তুমি যা আচার॥

তব ইচ্ছা বিনে প্রভু তৃণ নাহি চলে।
যত ধর্ম্ম করে জীব তব শক্তি বলে॥
প্রভু কহে মুরারী তুমি মোর প্রিয়জন।
তে কারণে হেন মর্ম্ম ভাঙ্গিল এখন॥
নিজ তত্ত্ব মহাপ্রভু মুরারীরে কহে।
গদাধর তাম্বুল দেয় বামভাগে রহে॥
প্রভু কহে মুরারী মোর সেবক প্রধান।
কহিয়া চর্ব্বিত তাম্বুল করিল প্রদান॥
করযোড়ে তাম্বুল গুপ্ত করিল গ্রহণ।
তাম্বুল খাইয়া গুপ্ত প্রেমেতে মগন॥
হস্ত ধুইবারে প্রভু বলিল যখন।
সেই হস্ত গুপ্ত শিরে করিল অর্পণ॥
প্রভু কহে, বেটা তোর আজি জাতি গেল।
আমার উচ্ছিষ্ট তোর সর্ব্বাঙ্গে লাগিল॥
বলিতে বলিতে হৈল ঈশ্বর আবেশ।
হুঙ্কার গর্জ্জন করি কহেন বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ কাশীধামে রহে।
বেদান্ত পড়ায়া মোরে নিরাকার কহে॥
বিগ্রহ না মানি মোরে করে খণ্ড খণ্ড।
নিস্তার নাহিক তার আছে যম দণ্ড॥
শুনহ মুরারী তুমি মোর নিত্য দাস।
বিগ্রহ না মানিলে তার হৈব সর্ব্বনাশ॥
অজ ভব করে মোর বিগ্রহ সেবন।
জানিয়া শুনিয়া নিন্দে যত মূঢ়গণ॥
সত্য মুই, সত্য মোর দাস অনুদাস।
সত্য সত্য জানে তারা আমার প্রকাশ॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে যেবা, পাষণ্ড প্রধান॥
শিব শুক নারদাদি মোর গুণ গায়।
চারিবেদে মোর যশ গাহয়ে সদায়॥

হেন কীর্ত্তি শুনি যার হয় অনাদর।
মোর অবতার তার না হয় গোচর॥
হেনমতে নিজতত্ত্ব কহেন আপনে।
গুপ্ত উপলক্ষ্য করি শিখায় সর্ব্বজনে॥
বাহু পায়া ভাই বলি কৈল আলিঙ্গন।
সস্নেহে কহয়ে তারে সদয় বচন॥
সত্যই মুরারী তুমি মোর শুদ্ধ দাস।
এতেকে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
নিত্যানন্দ প্রতি যাঁর রহে দ্বেষ মন।
দাস হইলেও নহে কৃপার ভাজন॥
ঘরে যাহ গুপ্ত তুমি কিনিলে আমারে।
তুমি বিনা মোর প্রিয় নাহিক সংসারে॥
প্রভুর আদেশে গুপ্ত করিল গমন।
অন্তরে বিহ্বল সদা নহে অন্য মন॥
এক বলে আর করে অট্ট অট্ট হাসে।
বাহ্য স্মৃতি নহে কভু প্রেমনীরে ভাসে॥
পরম হরিষে যবে করয়ে ভোজন।
পতিব্রতা অন্ন আনি প্রদানে তখন॥
চৈতন্যের রসে মত্ত গুপ্ত অনুক্ষণ।
"খাও, খাও," বলি অন্ন ফেলেন তখন॥
ঘৃত মাখি সব অন্ন ধরা মাঝে ফেলে।
"খাও খাও খাও কৃষ্ণ" বারে বারে বলে॥
গুপ্তের ব্যভার হেরি পতিব্রতা হাসে।
পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি দেন তাঁর পাশে॥
গুপ্তের চরিত্র পতিব্রতা সব জানে।
"কৃষ্ণ" বলি সাবধান করান আপনে॥
মুরারীর প্রেম বদ্ধ শ্রীশচীনন্দন।
গুপ্ত যাহা দেয় তাহা না করে লঙ্ঘন॥
গুপ্ত অন্ন দেখ তাহা মহাপ্রভু খায়।
তাহা জানাইতে প্রভু গুপ্ত পাশে ধায়॥

কৃষ্ণ নামানন্দে গুপ্ত আছয়ে বসিয়া।
উপনীত শচীসুত কৃপা প্রকাশিয়া॥
প্রভু দরশনে গুপ্ত দিলেন আসন।
কায়মনে বন্দিলেন অভয় চরণ॥
গুপ্ত কহে, কি কারণে তব আগমন।
প্রভু কহে, অজীর্ণের চিকিৎসা কারণ॥
গুপ্ত কহে, কহ প্রভু অজীর্ণ কারণ।
কল্য কিবা গুরু পাক করিলে ভোজন॥
প্রভু কহে তুমি অন্ন করালে ভোজন।
এবে তুমি নাহি জান অজীর্ণ কারণ॥
তুমি পাসরিলে যদি তব পত্নী জানে।
"খাও খাও" বলি দিলে না খাই কেমনে॥
বিনা জলে অন্ন মুই করিল গ্রহণ।
সে কারণে অজীর্ণ মোর হইল এখন॥
তব জল বিনা নহে অজীর্ণ বিনাশ।
শুনি গুপ্ত জল পাত্র ধরে প্রভু পাশ॥
মুরারীর জল পাত্র ভক্তি রস পূর্ণ।
তার জল পান করি তারে কৈল ধন্য॥
প্রভু কৃপা হেরি গুপ্ত প্রেমে অচেতন।
প্রেমানন্দে গুপ্ত গোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন॥
এই মত নিতি নিতি করি আগমন।
গুপ্তেরে করয়ে কৃপা করিয়া যতন॥
শুন সবে মুরারীর অদ্ভুত আখ্যান।
যাহার শ্রবণে পাই গৌর কৃপা দান॥
একদা শ্রীবাস গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজ মূর্ত্তি ধরি হুঙ্কার করেন বিস্তর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিয়া ধারণ।
গরুড় গরুড় বলি ডাকে ঘন ঘন॥
হেনকালে আবীষ্ট হয়া গুপ্ত মহাশয়।
হুঙ্কার করিয়া শ্রীবাস গৃহে প্রবেশয়॥
মহা বৈনতেয় ভাব গুপ্ত দেহে হৈল।
আপনারে "গরুড়" বলি প্রভুকে কহিল॥
গুপ্ত কহে, হই মুই তোমার বাহন।
তোমারে লইয়া বহু করিল ভ্রমণ॥
ত্রিভুবন ভ্রমিল মুই তব প্রয়োজনে।
তাহা বুঝি পাসরিলে নাহি তব মনে॥
এবে মোর স্কন্ধে প্রভু কর আরোহণ।
আজ্ঞা কর তোমা লয়া করিব গমন॥
গুপ্ত স্কন্ধে চড়িলেন মিশ্রের নন্দন।
নড় দিয়া ফিরে গুপ্ত সকল অঙ্গন॥
হুলুধ্বনি দেয় যত পতিব্রতা গণ।
প্রেমানন্দে কান্দে সবে গৌরাঙ্গের গণ॥
জন্মে জন্মে গুপ্ত প্রভুর সেবক প্রধান।
প্রভু তাঁর স্কন্ধে উঠি কেল কৃপাদান॥
বাহ্য পাখা মহাপ্রভু নামিল তখন।
গুপ্তের গরুড় ভাব হৈল সম্বরণ॥
গুপ্তের গৌরাঙ্গ প্রেম অপূর্ব্ব কথন।
যাহার শ্রবনে মিলে গৌরপ্রেম ধন॥
একদা মুরারী গুপ্ত হোয়ে শুদ্ধ মন।
প্রভু অবতার স্থিতি করেন চিন্তন॥
সপার্ষদে ধরায় প্রভু রহে যতক্ষণ।
তাবত চিন্তয়ে গুপ্ত নিজের কারণ॥
প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা বুঝন না যায়।
যখন যা ইচ্ছা প্রভু করয়ে সদায়॥
আপনি সৃজিয়া প্রভু আপনি সংহারে।
অচিন্ত্য তাহার লীলা কে বুঝিতে পারে॥
যাবৎ রহয়ে মহাপ্রভু অবতার।
তাবৎ দেহত্যাগ মোর হয় প্রতিকার॥
এবে দেহত্যাগে হয় প্রশস্ত সময়।
এত চিন্তি অস্ত্র এক আনে মহাশয়॥

নিশাতে এড়িব প্রাণ করিয়া চিন্তন।
গৃহের ভিতরে অস্ত্র রাখয়ে গোপন ॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী হন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অন্তরে জানিয়া এল তাঁহার গোচর ॥
প্রভুরে হেরিয়া গুপ্ত বন্দিল চরণ।
আসন অর্পিয়া কৈল যোগ্য সম্ভাষণ ॥
আসনেতে বসিলেন, প্রভু বিশ্বম্ভর।
উদ্বেগে কহয়ে গৌর তাহার গোচর ॥
গুপ্তের গুপ্তভাব যত গৌরাঙ্গ কহিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা যতনে গাহিল ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ডে ২০শ অধ্যায়।
"প্রভু বলে, গুপ্ত! বাক্য ধরিবা আমার।
গুপ্ত বলে, প্রভু! মোর শরীর তোমার ॥
প্রভু বলে, এত সত্য গুপ্ত বলে, হয়।
কাতি খানি মোরে দেহ, প্রভু কানে কয় ॥
যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ আছে ঘরের ভিতরে ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য অন্তরে বিস্ময়।
প্রভুকে সম্বোধি গুপ্ত আপনে কহয় ॥
মহাদুঃখে গুপ্ত তবে করে হায় হায়।
কেবা হেন মিথ্যা বাক্য কহিল তোমায় ॥
প্রভু কহে জানি মুই সকল কারণ।
কেহ নাহি কহে মোরে এসব বচন ॥
যথায় গড়িলে ইহা তাহা মুই জানি।
গৃহে যথা রাখিয়াছ তাহা জানি আমি ॥
তবে প্রভু গৃহ মাঝে করিয়া গমন।
কাটারী আনিয়া তারে বলয়ে বচন ॥
কি দোষে ছাড়িতে চাহ আমারে এখন।
হেন বুদ্ধি তোমারে বা শিখাল কোন জন ॥
কার সঙ্গে খেলিব মুই তোমার বিহীনে।
তুমি বিনা নাহি হেরি মোর প্রিয়জনে ॥
গুপ্তেরে করিয়া কোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শিরে হস্ত দিয়া তবে করেন উত্তর ॥
"মোর মাথা খাও" গুপ্ত আর হেন কর।
মোরে না ছাড়িহ তুমি এই বাক্য ধর ॥
প্রভু কৃপা বাক্যে গুপ্ত করেন ক্রন্দন।
আঁখি নীরে ধোয়াইল অভয় চরণ ॥
হেন মতে মুরারীর প্রেম অনুভাব।
সর্ব্বত্র বিদিত তাঁর যতেক প্রভাব ॥
রামভক্ত হনুমান গুপ্ত মহাশয়।
যাঁর দেহে রহি প্রভু সদা বিলসয় ॥
একদা গুপ্তেরে প্রভু বলেন বচন।
কৃষ্ণেরে ভজহ গুপ্ত করি দৃঢ় মন ॥
পরম মাধুর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণের বিলাস।
তাঁরে ভজিবারে এবে কর দৃঢ় আশ ॥
মুরারী কহয়ে প্রভু শুনহ বচন।
তোমার কিঙ্কর মুই হই অনুক্ষণ ॥
তোমার বচন মুই কেমনে লঙ্ঘিব।
তোমার আদেশে মুই শ্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
এত বলি গুপ্ত গৃহে করিল গমন।
রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি ব্যাকুলিত মন ॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
চিন্তিয়া ব্যাকুল গুপ্ত কৈল জাগরণ ॥
আজি রাত্রে প্রভু মোর কর মৃত্যু দান।
কান্দিয়া আকুল গুপ্ত স্থির নহে প্রাণ ॥
প্রাতঃ কালে প্রভু পাশে করি আগমন।
শ্রীপদ ধরিয়া গুপ্ত করে নিবেদন ॥
কান্দিতে কান্দিতে গুপ্ত বলেন বচন।
ছাড়িতে নারিল রঘুনাথের চরণ ॥
রঘুনাথ পদে মাথা করিল অর্পণ।

ছাড়াতে নারিল মোর ব্যথিত জীবন ॥
এবে কৃপা দৃষ্টি মোরে কর দয়াময় ।
তব অগ্রে প্রাণ যাক ঘুচুক সংশয় ॥
শুনি সুখে মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
"সাধু সাধু" বলি কহে কারুণ্য বচন ॥
ধন্য ধন্য মুরারী তব সুদৃঢ় ভজন ।
আমার বচনে তব না ফিরিল মন ॥
প্রভু প্রতি হেন প্রীতি চাহি অনুক্ষণ ।
প্রভু ছাড়াইলে নাহি ছাড়য়ে কখন ॥
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরামের গণ ।
তুমি বা ছাড়িবে কেন শ্রীরাম চরণ ॥
রামচন্দ্রে তব নিষ্ঠা জানিবার তরে ।
আগ্রহ করিয়া মুই কহি বারে বারে ॥
ভক্ত গুণ প্রকাশিতে প্রভু রঙ্গ করে ।
ভক্ত দ্বারে শিক্ষা দেন আনন্দ অন্তরে ॥
ধন্য মুরারী গুপ্ত প্রভু প্রিয়জন ।
যাঁর দ্বারে ইষ্ট নিষ্ঠা করায় শিক্ষণ ॥
শ্রীবাস ঘরে প্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশিল ।
রাম রূপ প্রকাশিয়া গুপ্তে দেখাইল ॥
রাম রূপ হেরি গুপ্ত ব্যাকুলিত মন ।
সপার্ষদে রামে হেরি ঝুরে দুনয়ন ॥
গুপ্তের ক্রন্দনে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রব হৈল ।
গৌরচন্দ্র বর তারে চাহিতে কহিল ॥
গুপ্ত কহে বর যদি করিবে অর্পণ ।
হেন বর দেহ সেবি ও রাঙ্গা চরণ ॥
যথা যথা হবে যবে তোমার অবতার ।
সেকালে তে দাস রূপে করিবে অঙ্গীকার ॥
মুই দাস, তুমি প্রভু এ সত্য বচন ।
তব সঙ্গে রহি যেন সেবি অনুক্ষণ ॥
"তথাস্তু" বলিয়া প্রভু বর সমর্পিলৈ ।
মুরারীরে কৃপা হেরি সবে জয় দিল ॥
সেকালেতে প্রভু যাহা বলিল বচন ।
চৈতন্য ভাগবত বাক্য শুন শ্রোতাগণ ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ডে ১০ম অঃ—
"ঠাকুর চৈতন্য বলে শুন সর্বজন ।
সকৃত মুরারী নিন্দা করে যেই জন ॥
কোটি-গঙ্গা স্নানে তার নাহিক নিস্তার ।
গঙ্গা হরি নামে তার করিবে সংহার ॥
'মুরারী' বসয়ে গুপ্তে উহার হৃদয়ে ।
এতেকে 'মুরারী গুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে ॥"
হেনমতে গুপ্তে প্রভু যোগ্য কৃপা কৈল ।
মুরারী গৌরাঙ্গ প্রিয় জগত জানিল ॥
শ্রীগৌর সুন্দর যবে করিল সন্ন্যাস ।
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে গুপ্ত করে হা হুতাশ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে রৈল ।
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে পুনঃ গৌড়ে এল ॥
পাটশালা হৈতে যবে শান্তিপুরে এল ।
আচার্য্য আবাসে গুপ্ত প্রভুকে মিলিল ॥
ধরিয়া প্রভুর পদ করিল ক্রন্দন ।
গৌরাঙ্গ করিল বহু কৃপা প্রদর্শন ॥
সপার্ষদে উপবিষ্ট গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
মুরারীরে হেরি প্রভু করেন উত্তর ॥
রাঘবেন্দ্র গুণ তুমি করেছ বর্ণন ।
অষ্ট শ্লোক করিয়াছ করিল শ্রবণ ॥
সেই শ্লোক পড়ি মোরে করাই শ্রবণ ।
আজ্ঞা পায়া গুপ্ত পড়ে পুলকিত মন ॥
শ্লোক পড়ি আজ্ঞা ক্রমে শ্লোক বাখানিল ।
শুনি প্রভু গৌরচন্দ্র অতি তুষ্ট হৈল ॥
গুপ্ত শিরে পাদ পদ্ম করিয়া অর্পণ ।
আশীষ করিয়া প্রভু বলেন বচন ॥

নির্ব্বিরোধে জন্ম জন্ম হবে রামদাস।
আমার প্রসাদে পূর্ণ তব এই আশ॥
তোমার চরণে যেবা করিবে আশ্রয়।
রাম পদাম্বুজ সেই পাইবে নিশ্চয়॥
মুরারীর রাম প্রেমে গৌর বশ হৈল।
মহোল্লাসে প্রভু তারে হেন কৃপা কৈল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি খণ্ডে ১৭ পরিঃ
"মুরারী গুপ্ত মুখে শুনি রাম গুণ গ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম॥
হেনমতে মুরারী গুপ্ত গৌর কৃপা পেল।
"গৌরাঙ্গ চরিত" লিখি মহিমা রাখিল॥
গৌরাঙ্গের নদে লীলা করিয়া চিন্তন।
গ্রন্থাকারে গুপ্ত তাহা করিল গ্রন্থন॥
"মুরারী গুপ্তের কড়চা" বলে সর্ব্বজন।
যাহার শ্রবণে ঘুচে অবিদ্যা বন্ধন॥
গৌরাঙ্গের প্রেম লীলা তাহে সুবিদিত।
শ্রবণে বুঝয়ে সবে গৌরাঙ্গ চরিত॥
দামোদর পণ্ডিত তাঁরে যতেক পুছিল।
শ্লোক ছন্দে মুরারী গুপ্ত সকলি কহিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ সূত্র খণ্ডে—
"জন্ম হৈতে বালক চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্তে যেই রূপে প্রেম প্রচারিল॥
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোক বন্ধে হৈল পুঁথি "গৌরাঙ্গ চরিত।"
দামোদর সংবাদ মুরারী মুখোদিত॥"
ষড় বিংশতিতম সর্গে গ্রন্থ সমাপিল।
সেকালেতে সমাপিল আপনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীমুরারী গুপ্ত কড়চায়াং
ষড় বিংশতিতমঃ সর্গঃ—
চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চ ত্রিংশতি বৎসরে।
আষাঢ় সিত সপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

চৌদ্দশ পঁয়ত্রিশ শক আগমনে।
আষাঢ় সিতসপ্তমী তিথির মিলনে॥
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ চৈতন্য চরিত।
যাহাতে গৌরাঙ্গ গুণ হইল বিদিত॥
গৌরাঙ্গ মহিমা গ্রন্থের সর্ব্ব আদি হয়।
যাহা হেরি গৌরগণ চরিত্র বর্ণয়॥
শ্রীবাস আদেশে এই গ্রন্থের লিখন।
কবি কর্ণপুর বাক্য শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ (কাব্যে)
ভক্তঃ শ্রীবাসনামা দ্বিজকুল কমল প্রোল্লাস-চিত্রভানুঃ
প্রদেহং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদ হরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনম্।
তস্যাজ্ঞামাকলয্য প্রকট করপুটেস্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ
শ্রীমচ্চৈতন্যমূর্ত্তেঃ কলি কলুষহরাং কীর্ত্তিমাহ স্বয়ং সঃ॥

হেনমতে গৌরগুণ করিল কীর্ত্তন।
মুরারীর মহিমা হয় অকথ্য কথন॥
গৌরাঙ্গের শুদ্ধ দাস গুপ্ত মহাশয়।
সর্ব্বকাল দাস্য ভাব যাহার আশয়॥
দাসরূপে সেবা করি করে গুণ গান।
যাহার প্রসাদে মিলে গৌর ভগবান॥
ওহে গৌরাঙ্গের প্রিয় গুপ্ত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহি শুনহ আশয়॥

ইষ্টে নিষ্ঠা নাহি মোর সদা ভ্রান্ত মন।
কৃপা করি কর মোরে কৃপার ভাজন ॥
গৌর পাদপদ্মে দৃঢ় নিষ্ঠা দেহ মোরে।
তুমি বিনা কেবা আছে মোরে কৃপা করে ॥
চির বহির্ম্মুখ মুই পতিত দুর্জ্জন।
কৃপা করি দেহ মোরে গৌরাঙ্গ চরণ ॥
পতিত পাবন গুপ্ত পদে করি আশ।
করয়ে কিশোরী দাস এই অভিলাষ ॥

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর

জয় জয় শচীর দুলাল গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ পাপ তাপ হারি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
ব্রজের সরলা বংশী শ্রীবংশীবদন।
গৌর প্রেম রসার্নবে করে বিচরণ ॥
যেই বংশীনাদে কৃষ্ণ হরে গোপীমন।
ত্রিভুবন মোহে যাহা করিয়া শ্রবণ ॥
"রাধা" "রাধা" ধ্বনি যাহে হইত স্ফুরণ।
রস আস্বাদিতে সেই বংশী আগমন ॥
তথাহি—কচিদুপপুরাণে ॥
কৃষ্ণ করে স্থিতা যা সা দূতিকা বংশিকা তথা।
শ্রীবংশীবদনো নাম ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥
তথাহি—শ্রীমচ্ছকড়ি দেবকৃত বেণুমাহাত্ম্যে ॥
বংশীং কৃষ্ণপ্রিয়াং রামামনঙ্গ মঞ্জরীপরাং।
শ্রীকৃষ্ণ সেবিকাং কৃষ্ণ করস্থাং সরলাং শুভাং ॥
তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা— ৪র্থ উল্লাসে ॥
"কৃষ্ণ প্রিয় বংশী শ্রীবংশীবদনানন্দ।
রাধিকার প্রাণরূপ সর্ব্বানন্দ কন্দ ॥
সরলা বলিয়া ব্রজে যেহ সখী ছিল।
তেঁহ শ্রীবংশীবদনানন্দে প্রবেশিল ॥

শ্রীল মুরারী গুপ্তের সেবিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহদ্বয় প্রায় গত আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলার ঘোড়াডাঙ্গা পারুলিয়া ও কালীপুর কড্যাগ্রামের মধ্যস্থলে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উত্থিত হন। উক্ত বিগ্রহদ্বয়ের পাদমূলে "দাস মুরারী গুপ্ত" নাম খদিত রহিয়াছে বর্ত্তমানে উক্ত বিগ্রহদ্বয় শ্রীধামবৃন্দাবনে বনখণ্ডী মহাদেবের সম্মুখে বিরাজিত। এতদ্বিষয়ক বিষদ বিবরণ মৎ প্রণীত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটনের ১৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রহিয়াছে।

সেই হেতু কেহ শ্রীবংশীবদনানন্দে।
সরলার আবির্ভাব বলি সদা বন্দে॥"
ব্রজের সরলা বংশী সখী যে সরলা।
দোঁহে মিলি শ্রীবংশীবদন খ্যাত হৈলা॥
বংশীর প্রকট বার্ত্তা অপূর্ব্ব কথন।
মুরলী বিলাস বাক্যে জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
তথাহি—
"তত্ত্ব নিরূপণে জানি মুরলীর তত্ত্ব।
দুই বস্তু ভেদ নাই একই মহত্ত্ব॥
গোলকে করিল যবে নিত্য লীলারাস।
নিজাঙ্গ হইতে সব করিলা প্রকাশ॥
তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে—
গোলকে ভগবান্ কৃষ্ণো রামলীলা যদৃচ্ছয়া।
সাঙ্গে চ কৃতবান্ রাধাং মুরলীং মুখপঙ্কজে॥
নিজাঙ্গ হইতে রাই রসের পুতলী।
মুখ পদ্মে প্রকাশিলা মোহন মুরলী॥
সেই মহারাস বলি তাহার আখ্যান।
নিত্য বস্তু নিত্য দুই হয় উপাদান॥"
শ্রীরাধা জন্মিল যবে বৃষভানু পুরে।
দর্শনে আসয়ে সবে আনন্দ অন্তরে॥
কৃষ্ণ সহ যশোমতী কৈল আগমন।
পূর্ণমাসী আসি তথা করিল মিলন॥
কৃষ্ণ কোলে পূর্ণমাসী রাধা পাশে এল।
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে রাই নয়ন মেলিল॥
সেই কালে পূর্ণমাসী কৃষ্ণে বংশী দিল।
মুরলী বিলাসে রাজবল্লভ গাহিল॥
তথাহি—তত্রৈব—
"আছিল মুরলী সঙ্গে কৃষ্ণ হাতে দিলা।
মুরলী পাইয়া কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা॥
ষড়ৈশ্চর্য্য ভোগে হয় যত সুখোদয়।
বংশী আলাপে তাঁর ততোধিক হয়॥"
এই মত শ্রীবংশীর আবির্ভাব কথন।
শ্রীবংশীর তত্ত্ব গাঁথা শুন সর্ব্বজন॥
তথাহি—তত্রৈব—২য় পরিঃ
"মুরলীকে জেন প্রিয় নর্ম্ম সখী বলি।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার প্রেমেতে আগলি॥
সিদ্ধাবস্থা সাধকাবস্থা এই দুই ভেদ।
লীলাস্থানী সাধকা, নিত্যে সিদ্ধা প্রভেদ॥
নিত্য লীলা নিত্যানিত্য এ দুই প্রকার।
উপাসনা ক্রমে জানি এসব বিচার॥
নিত্য স্থানী শ্রীরাগমঞ্জরী যাঁর নাম।
লীলা স্থানী মুরলিকা তাহার আখ্যান॥
রাগেতে উদয় তেঞি রাগমঞ্জরী কহি॥"
এই মত হয় বংশীর মহিমা কথন।
মুরলী বিলাস বাক্যে করিনু কীর্ত্তন॥
বংশীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত করহ শ্রবণ।
শ্রীপদ্ম পুরাণ দ্বারে খ্যাত ত্রিভুবন॥
তথাহি—শ্রীপদ্ম পুরাণে—
"বেনুর্যঃ শৃনু তং বিপ্র তবাপি বিদিতং তথা।
দ্বিজ আসীচ্ছান্তমনাঃ কৃত শান্ত পনাদিভিঃ॥
নাম্না দেবব্রতো দান্তঃ কর্ম্মকাণ্ড বিশারদঃ।
অবৈষ্ণব জন ব্রাত মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া পরঃ॥
মদ্ভক্তঃ কোঽপি পূজা মে তুলসীদল বারিনা।
কৃতবাংস্তু গৃহে কিঞ্চিৎ ফলমূলং ন্যবেদয়ৎ॥
স্নান বারি ফলং কিঞ্চিৎ তস্মৈ প্রীত্যাদদৌ সুধীঃ।
অশ্রদ্ধয়া স্মিতং কৃত্বা সোঽপ্যগৃহ্লাদ্দ্বিজন্মনঃ॥
তেন পাপেন সংজাতং বেনুত্বমতি— দারুণঃ
যুগান্তেতু বিষ্ণু পরো ভূত্বা ব্রহ্মত্বমাপস্যতি॥"
পূর্ব্বে দেবব্রত নামে এক যে ব্রাহ্মণ।
অবৈষ্ণব মধ্যে বাস করে অনুক্ষণ॥

অবৈষ্ণব সঙ্গে তার মতি ভ্রষ্ট হৈল ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার রতি না জন্মিল ॥
দৈবে কৃষ্ণ দাস এক কৈল আগমন ।
তারে আনি কৃষ্ণ প্রসাদ করিল অর্পণ ॥
প্রসাদ গ্রহণে বিপ্র অশ্রদ্ধা করিল ।
হাস্য পরিহাস করি গ্রহণ করিল ॥
সেই অপরাধে তার বেনু জন্ম হৈল ।
কৃষ্ণের বংশীতে আসি সাযুজ্য লভিল ।

তথাহি— শ্রীবংশীশিক্ষা—২য় উল্লাস ॥
"অতএব দেবব্রতে কৃষ্ণ ভগবান ।
আপন বংশীতে গতি করিলেন দান ॥
গোপ কৃষ্ণাধরামৃত ভোজী বংশী হয় ।
দ্বিজের সংযোগে দ্বিজগুণাদি লভয় ॥
তেঁই কৃষ্ণপ্রিয় বংশী দ্বাপরাবসানে ।
কলির আরম্ভে জানি কোনহ কারণে ॥
গৌড়ে আসি হরিভক্ত ব্রাহ্মণ কুলেতে ।
জনম লভিলা হইা জানিহ মনেতে ॥
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী কলি যুগেতে নিশ্চয় ।
শ্রীবংশীবদন রূপে হইলা উদয় ॥"
নবদ্বীপে কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম ।
তাহে অবতীর্ণ আসি বংশী গুণধাম ॥
রসরাজ উপাসনা জানাতে ভুবন ।
গৌরাঙ্গ আহ্বানে কৈল ধরা আগমন ॥

তথাহি — তত্রৈব—
ভাগীরথী তটে রম্যে গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে ।
কুলীয়ায়াঃ শুভে শাকে রসেন্দু বেদ চন্দ্র মে ॥
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটোঽভূদ্দ্বিজালয়ে ।
সর্ব্ব সদ্গুণ পূর্ণা তাং বন্দেঽহং মধু পূর্ণিমাং ॥

চৌদ্দশত ষোল শকে মধু পূর্ণিমায় ।
সন্ধ্যাকালে বংশী হৈল প্রকট ধরায় ॥
চৈত্রমাসে রাকা চন্দ্র লগ্ন মীন শুভক্ষণ ।
ছকড়ি চট্টের ঘরে আসি লভিল জনম ॥

তথাহি — তত্রৈব—

"শ্রীছকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায় ।
বাস করিলেন আসি গৌরাঙ্গ ইচ্ছায় ॥
শ্রীবংশীর অধিকার গোবিন্দ বয়ান ।
শ্রীবংশীবদন নাম তেঁই হয় তান ॥"
পাটুলী গ্রাম বাসী ছকড়ি চট্টোনাম ।
নবদ্বীপে কুলিয়ায় করিল বিশ্রাম ॥
তার ঘরে বংশী আসি লভিল জনম ।
ছকড়ির ভাগ্য সীমা কে করে বর্ণন ॥
পরম ধার্ম্মিক বিপ্র মহাভাগবত ।
দৈব-দ্বিজ-বৈষ্ণবের সদা অনুগত ॥
একদা স্বপনে বিপ্র করয়ে দর্শন ।
সম্মুখে হেরয়ে শিশু ভুবন মোহন ॥
কোলে করি বারে বারে করয়ে চুম্বন ।
স্বপ্ন ভঙ্গে হাহাকার করে অনুক্ষণ ॥
ব্যাকুল হইয়া বিপ্র মিশ্র ঘরে এল ।
গৌরাঙ্গে দর্শন করি দুঃখ নিবারিল ॥
গৌর কহে বিপ্র তা এক পুত্র হবে ।
জন্মিলে অবশ্য মোরে অর্পণ করিবে ॥
গৌরাঙ্গ বচনে বিপ্র করিল স্বীকার ।
কত দিনে বংশী আসি হৈল অবতার ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী করি আগমন ।
শিশুর করিল তেঁহ ভবিষ্য কথন ॥

বংশীর জনম কালে গৌর তথা গেল।
"মুরলী" "মুরলী" বলি ডাকিতে লাগিল॥
তথাহি—শ্রীমুরলিঃ—
"জন্ম কালে যাঁর দ্বারে নাচে গৌর রায়।
ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী ডাকে উভরায়॥
গৌরাঙ্গ হুঙ্কার মাত্র বংশী সেই কালে।
গর্ভবাস হৈতে সুখে পড়ে ভূমি তলে॥
শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র ত্রিভঙ্গ হইয়া।
পূর্ব্বভাব ধরি নাচে ফিরিয়া ফিরিয়া॥
পড়িবার ছলে তথা আসি প্রতিদিন।
করে ধরি নাচে অঙ্গে স্ফুরে প্রেমচিন্॥
তাঁরে প্রভু আজ্ঞা দিলা সংসার করিতে।
অনেক যতনে কৈলা বিভা বিধিমতে॥
আপনে গৌরাঙ্গ বসি তাঁর বিভা দিলা।
কে জানিতে পারে বল ঈশ্বরের লীলা॥
স্থাপন করেন ধর্ম্ম অন্তরঙ্গ দ্বারে।
আপনি ত্যজিয়া ঘর অন্যে রাখে ঘরে॥
ভক্তি স্রোত রক্ষা লাগি করেন যতন।
না হইলে সংসারের কিবা প্রয়োজন॥"
হেন মতে বংশী ধরায় প্রকট হইল।
গৌরাঙ্গের প্রিয়বংশী জগত জানিল॥
বংশীর বংশ বিবরণ করহ শ্রবণ।
বংশী লীলমৃত দ্বারে ঘোষে ত্রিভুবন॥
তথাহি—
শ্রীমদ্বিষ্ণু সুতো ব্রহ্মা তৎসুতাঃ মরীচিমুখাঃ।
মরীচে স্তনয়ান্ প্রাহুঃ কাশ্যপাদীন্ প্রজাপতীন্॥
কাশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান কাশ্যপোগোত্রবর্ত্তকঃ।
সুতস্তস্য শম্বরারি স্তৎসুতো গৌতমো মহান্॥
তৎ সুতো বীতরাগশ্চ তৎ সুতঃ শ্রীকলাধরঃ।
শ্রীমদ্রত্নাকরো দেবস্তৎ সুতঃ স্মর্য্যতে বুধৈঃ॥
হামস্তু তৎসুতো ধীমান্ তৎসুতো দক্ষ উচ্যতে।
সুলোচনশ্চ তৎ পুত্রঃ নাই দৈবশ্চ তৎ সুতঃ॥
তৎসুতঃ শ্রীবরাহশ্চ তৎসুতঃ শ্রীকরঃ সুধীঃ।
বহু রূপশ্চ তৎ পুত্রঃ গোবিন্দ স্তৎ সুতোবরঃ॥
তৎ সুত শ্চক্রপাণিশ্চ চক্রপাণি সমোগুণৈঃ।
তৎ সুতৌ পণ্ডিত শ্রেষ্ঠৌ শ্রীকর শ্রীগুণাকরৌ॥
শ্রীকরোঽভূৎ খনেশ্চট্টঃ পাটুলেঃ শ্রীগুণাকরঃ।
গুণাকরঃ সুতঃ শ্রীমদ্রর্কোঽর্ক সদৃশোগুণৈঃ॥
শ্রীকৃষ্ণস্তৎ সুতঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো গোকুলেশ্বর।
বাসুদেব সুত কৃষ্ণঃ কৃষ্ণচট্টস্মৃতো বুধৈঃ॥
মিশ্রগ্রন্থাদিকং দৃষ্ট্বা বর্ণয়ামি যথাযথং।
কৃষ্ণস্য নন্দনং শ্রীমল্লোকনাথো মহাযশাঃ॥
লোকনাথশ্চ সুতঃ শ্রীমান সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুত।
বাচষ্পতি শ্রীগোপালদেব স্তৎ সুত উচ্যতে॥
তপন স্তৎসুতঃ শ্রীমান তৎসুতঃ শ্রীগদাধরঃ।
হরিদাসশ্চ তৎপুত্রঃ শ্রীমদ্ধরি পরায়ণঃ॥
শ্রীমদ্ধনপতি বিদ্যাবাগীশস্তৎ সুতঃ স্মৃতঃ।
যুধিষ্ঠিরশ্চ তৎ পুত্রঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মো যুধিষ্ঠিরঃ॥
ছকড়িত্যাখ্যয়া খ্যাতিঃ শ্রীমাধবশ্চ তৎ সুতঃ।
কুলীন প্রবরো দেবঃ সর্ব্বানন্দীতি বিশ্রুতঃ॥
ত্যক্ত্বা স্বভবনং যেন পুণ্যে ভাগীরথী তটে।
কুলিয়া গ্রামকে রম্যে বাসশ্চক্রে নবদ্বীপে॥
যা গৃহে ভগবান গৌরর্দিনানিকতি চিন্মুদা।
আস্থিতঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধমাগত্য দেব দর্শনাৎ॥
শ্রীবংশীবদনো দেবস্তৎ পুত্রোজনরঞ্জনঃ।
গৌরাঙ্গ প্রভুনাসার্দ্ধং যস্য সখ্যমভূন্মহৎ॥
বংশীবদন দেবস্য মাহাত্মমিতি বিস্তরং।
পুরাবিদঃ প্রগায়ন্তি শৃণ্বন্তু ভুবি পণ্ডিতাঃ॥
বিষ্ণুর হইতে হয় ব্রহ্মার উদয়।
তাঁর সুত মরীচ্যাদি ঋষি মহোদয়॥

মরীচি সুত কশ্যপ কাশ্যপ সুত তাঁর।
শম্বরারি তাঁর সুত গৌতম তাঁহার॥
গৌতম সুত বীতরাগ কলাধর তাঁর।
রত্নাকর তাঁর সুত ভুবনে প্রচার॥
রত্নাকর সুত হন হামো মহামতি।
তাঁর সুত দক্ষ নাম অতি শুদ্ধমতি॥
তাঁর সুত সুলোচন নাইদেব তাঁর।
বরাহ তাহার সুত পণ্ডিত প্রচার॥
ঠাকুর শ্রীকর হন তাঁহার তনয়।
বহুরূপ তাঁর পুত্র গোবিন্দ তাঁর হয়॥
তাঁর সুত চক্রপাণি গুণাকর তাঁর।
পাটুলীর চট্টবলি তাহার প্রচার॥
তাঁর ভ্রাতা শ্রীকর খমের চট্ট হয়।
গুণাকর সুত অর্কচাঁদ মহাশয়॥
তাঁর সুত শ্রীকৃষ্ণ লোকানাথ তাঁহার।
শ্রীমান তাঁহার সুত গোপাল হয় তাঁর॥
গোপাল সুত তপন, গদাধর তাঁর।
হরিদাস তাঁর সুত সর্ব্বত্র প্রচার॥
হরিদাস সুত বিদ্যাবাগীশ ধনপতি।
যুধিষ্ঠির তাঁর সুত সদা ধর্ম্মে রতি॥
যুধিষ্ঠির সুত হন শ্রীমাধব দাস।
ছকড়ি চট্ট নামে হন জগতে প্রকাশ॥
তাঁর সুত হন নাম শ্রীবংশীবদন।
কৃষ্ণের সরলা বংশী ধরা আগমন।
বংশী লীলামৃতে কহে এতেক বচন।
বংশী শিষ্য জগদানন্দ করিল কীর্ত্তন॥
এইত কহিল বংশীর বংশ বিবরণ।
বংশীর চরিত্র গাঁথা শুন সুধীগণ॥
পঞ্চনামে বংশী হন সর্ব্বত্র বিদিত।
বংশী শিক্ষা গ্রন্থ দ্বারে সর্ব্বজন জ্ঞাত॥

তথাহি—তত্রৈব—৪র্থ উল্লাস॥
শ্রীবংশীবদন বংশী আর বংশীদাস।
শ্রীবদন বদনানন্দ পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চম নাম গায় কবিগণ।
মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥"
এইমত বংশীর হয় নামের কথন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর করুন শ্রবণ॥
কুলিয়ায় বিলসয়ে শ্রীবংশীবদন।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কর্ত্তা করয়ে শ্রবণ॥
কুলিয়া হইতে এল গৌরাঙ্গ সদন।
ধরিয়া গৌরাঙ্গ পদ করে নিবেদন॥
সন্ন্যাসে চলিবে প্রভু জগত জীবন।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া রক্ষা করিবে কোনজন॥
কেমনে বা দু'হু জন ধরিবে জীবন।
শুনি অভিপ্রায় কহে শচীর নন্দন॥
"হরে কৃষ্ণ" নাম দিয়া তারিব সংসার!
শুনি বংশী কহে কহ উপাসনা সার॥
প্রভু তারে রসরাজ তত্ত্বাদি কহিল।
শুনি প্রেমানন্দে বংশী বিহ্বল হইল॥
পরে সখী তত্ত্ব যদি গৌরাঙ্গে পুছিল।
তবে বংশী ধরি প্রভু কহিতে লাগিল॥
তথাহি—তত্রৈব—
"ওহে বংশী ব্রহ্মবক্ত্রোদ্ভবা বংশী যেই।
তোমাকে সাযুজ্য তার জানি মুঞি তাই॥
তুমি হও বলদেব অনন্তের অংশ।
মোর লাগি বিপ্রকুলে হৈলা অবতংশ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী তুমি রাই সহোদরী।
অনন্দ নাশিনী দেবী বরজ সুন্দরী॥"
সখী তত্ত্ব শুনি তবে পুছে সদাচার।
রামাই কৃত কড়চায় সে সব প্রচার॥

তথাহি ঃ—
শ্রীমদ্রামচন্দ্র প্রভু পাদেনোক্তং—
"শ্রুত্বা প্রভোর্বিশ্বজনীনমেতদ্বাক্যং
সুধা সিক্তমথগুনীয়ং।
স্বল্পাক্ষরং ভূরিগুণৈর্গরিষ্ঠং
নিগূঢ় তত্বাত্মকজ্ঞতাচ্ছিৎ॥
গৌরাঙ্গ মুখোদ্গির্ন এ হেন বচন।
শুনি বংশী প্রেমানন্দে করয়ে ক্রন্দন॥
চক্ষু উন্মিলিত করি করয়ে দর্শন।
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু একত্র মিলন॥
তথাহি ঃ—
শ্রীমদ্রামচন্দ্র প্রভু পাদেনোক্তং—
দৃষ্টা সমুন্মীলিত দিব্য নেত্রং
স রাধিকং নন্দসুতং প্রভুং তং।
একত্র মূর্ত্তি দ্বয় সন্নিবেশং
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ স এবমেনং॥
হেরি বংশী প্রভু তত্ত্ব করয়ে বর্ণন।
শুনি প্রভু কহে তুমি জানিলে কেমন॥
বংশী কহে বাল্য হতে যেবা এত গুণ ধরে।
তাহারে ঈশ্বর বিনা বলিব কাহারে॥
আপন মাতার পাশে যতেক শুনিল।
অকপটে তাহা মুই সকলি বর্ণিল॥
শুনি প্রভু, দেখাইল রসরাজ রূপ।
মূর্চ্ছিত হইল বংশী দেখিয়া স্বরূপ॥
শ্রীহস্ত পরশে গৌর করাল চেতন।
গৌরাঙ্গ হেরিয়া বংশী সবিস্ময় মন॥
আলিঙ্গন দিয়া গৌর বলেন বচন।
তুমি বিনা হেন রূপ কে করে দর্শন॥
প্রকাশ না কর কোথা এসব বচন।
শুনি প্রেমানন্দে বংশী করয়ে স্তবন॥
ব্রহ্মাকৃত স্তব দ্বারা করিয়া স্তবন।
প্রণমিয়া করে পুনঃ স্তব আরম্ভন॥
তথাহি—শ্রীমদ বংশীবদন প্রভুনৈব—
রাধাশ্যামাবতারাজ রসরাজ জগৎপতে।
মহিমানং প্রভো কস্তে মানসেঽপিসমঙ্কয়েৎ॥
তত্বং যদ্ভবতা খ্যাতং তমোহরমনুত্তমং।
তত্র কৃতাবভাসস্য নেত্রমুন্মীলিতং মম॥
এই শ্লোক দ্বারে করি গৌরাঙ্গ বন্দন।
নিজ কৃত শ্লোকে তবে প্রণমে তখন॥
তথাহি—শ্রীবংশীবদন প্রভুকৃত শ্লোকঃ—
অচিন্ত্য শক্তয়ে তুভ্যং নমো নমো মহাপ্রভো।
অয়ং মহোপদেশস্তে সর্ব্বেষাং বিদধাতু শং॥
ব্রহ্মার প্রণামে পরে প্রণাম করিল।
এরূপে কৃষ্ণ কথায় এক নিশি গেল॥
ব্রজরস লীলা তত্ত্ব করিয়া শিক্ষণ।
প্রণাম করিয়া বংশী চলে স্বভবন॥
পুনঃ দুইদিন পরে কৈল আগমন।
বিষণ্ণ মনেতে বন্দে গৌরাঙ্গ চরণ॥
সেই দিন বংশী পাশে শচীর নন্দন।
হাসিয়া বিদায় চান সন্ন্যাস কারণ॥
কহে গৃহে রহি ভজ নন্দের নন্দন।
তোমা হোতে শিখিবে জীব শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
বহুত দৈন্যোক্তি যদি বদন করিল।
তবেত স্বস্নেহে গৌর তাহারে কহিল॥
যাবৎ রহিব মুই অবনী ভিতর।
তাবৎ প্রকাশ মোর রাখিহ অন্তর॥
পরে যাহা ইচ্ছা তাহা কর আচরণ।
এত কহি কহে পুনঃ শচীর নন্দন॥
তোমা হৈতে ভক্তিযোগ হইবে রক্ষণ।
তব বংশে ভক্তিহীন না হবে কোনজন॥

কৃষ্ণ বলরাম প্রেমে হইবে বন্ধন।
তব বংশ দ্বারে ব্যক্ত রসরাজ ভজন ॥
ভাগ্যবান জীব তাহা করিবে শিক্ষণ।
তুয়া সঙ্গে পুনঃ মোর হইবে মিলন ॥
তুয়া সঙ্গে পুনঃ মোর হইবে মিলন ॥
কোন এক গুপ্ত স্থানে করিব বিহার।
তোমা সহ ব্রজ লীলা করিব আচার ॥
পুনঃ গৌরচন্দ্র যাহা বলিল বচন।
প্রেমদাস প্রেমরঙ্গে করিল বর্ণন ॥

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা ৪র্থ উল্লাস—

"তুয়া প্রেম লেহা আমি ছাড়িতে নারিব।
কৃষ্ণ বলরাম রূপে সদাই রহিব ॥
যথা তুয়া সঙ্গে মোর হইবে বিহার।
তথা বংশ যতদিন রহিবে তোমার।
ততদিন তথা আমি বিরাজ করিব।
তোমার বংশের অপরাধ না লইব ॥"
এত কহি কহে তারে শচীর নন্দন।
নিতাই-গদাই সহ রবে অনুক্ষণ ॥
ভক্তগণ সঙ্গে ক্ষেত্রে করিও মিলন।
মাধব ভবনে এথা পাবে দরশন ॥
এত কহি গৌর হরি দিল আলিঙ্গন।
বংশীকে সম্বোধি পুনঃ বলয়ে বচন ॥
কৃষ্ণ বলরাম রূপে করিব বিহার।
তেকারণে পূর্ব্ব আজ্ঞা বিবাহ করিবার ॥
তব জ্যেষ্ঠ পুত্র বধু গর্ভে জনমিবে।
সেই জন্মে তোমা সঙ্গে বহু লীলা হবে ॥
করিব ব্রজের লীলা রহি সেই স্থান।
বংশী তবে তিনবর চাহে প্রভু-স্থান ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"ওহে নাথ তিনবর মাগি তুয়া ঠাঁই।
জনমে জনমে যেন তুয়া গুণ গাই ॥
মোর বংশে যেন কেহ তোমার চরণ।
ভজন বিমুখ নাহি হয় কদাচন ॥
কলিপাপতাপাচ্ছন্ন নরনারী গণ।
শুদ্ধ যেন হয় করি তোমার কীর্ত্তন ॥"
'তথাস্তু' বলিয়া প্রভু তারে বর দিল।
আর এক কথা তারে কহিতে লাগিল ॥
মাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ায় করিও রক্ষণ।
ঈশান রহিবে তোমা সঙ্গে অনুক্ষণ ॥
এতেক কহিয়া গৌর তারে বিদায় দিল।
প্রণাম করিয়া বংশী স্বগৃহে চলিল ॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া যাবে নদীয়া নগর।
স্বগৃহে চলয়ে বংশী ব্যাকুল অন্তর ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"এই রূপ খেদ সহ শ্রীবংশীবদন।
মাধব ভবনে গিয়া দিলেন দর্শন ॥
মাধব[১] ভবন হয় বংশীর ভবন।
কুলীন ব্রাহ্মণে জানে তাহার কারণ ॥"
সেই রাত্রে গৌরচন্দ্র করিল সন্ন্যাস।
প্রভাতে শুনিয়া বংশী করে হা হুতাশ ॥
কান্দিতে কান্দিতে বংশী প্রভু গৃহে এল।
রামাই ঠাকুর মুখে সকলি শুনিল ॥
তদবধি গৌর গৃহে করে অবস্থান।
পালয়ে গৌরাঙ্গ আজ্ঞা দিয়া মন প্রাণ ॥
ক্ষেত্রেতে গৌরাঙ্গ যবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
অন্নজল ত্যজি বংশী কান্দে অবিরাম ॥

ভক্ত-দুঃখে দুঃখী হয়া শচীর নন্দন।
স্বপ্ন দিয়া বংশী প্রতি বলেন বচন॥

তথাহি—তত্রৈব—

আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্ব তলায় মাতা দিলা মোরে স্তন॥
সেই নিম্ব বৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারু মূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পীরিতি॥
স্বপ্নাদেশ পায়া বংশী কান্দিয়া উঠিল।
হেনরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া স্বপ্নেতে হেরিল॥
রজনী প্রভাতে বংশী কামারে ডাকিল।
বৃক্ষ কাটি ভাস্কর দ্বারে মূর্ত্তি গড়াইল॥
নির্জ্জনে ভাস্কর বসি মূর্ত্তি গড়াইল।
এক পক্ষ মধ্যে কার্য্য সমাধান হৈল॥
ভাস্কর আসিয়া তবে সংবাদ অর্পিল।
শ্রীমূর্ত্তি হেরিয়া বংশী প্রেমে মূর্চ্ছা গেল॥
লৌহ অস্ত্রে পদ্মাসনে লিখে নিজ নাম।
বস্ত্র সেবাদি সারে ভাস্কর মতিমান॥
গৌরাঙ্গ হেরিয়া বংশী চিন্তে মনে মন।
সেইত প্রাণনাথে এবে পাইল দর্শন॥
তবে দিন নিরূপিয়া শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিল।
মহা মহোৎসব করি সবারে তুষিল॥
বিল্ব গ্রাম বাসী মহাপ্রভু জ্ঞাতিগণ।
পরিহাসে বংশীগুণ করয়ে বর্ণন॥
কৃষ্ণদাস বলি যদি তারে আখ্যা দিল।
সবিনয়ে বংশী তবে কহিতে লাগিল॥
কৃষ্ণদাস হৈতে নারি জ্বলে প্রাণ মন।
তোমা-সবা-প্রসাদে যদি পাই সেই ধন॥
বংশী দৈন্য শুনি কহে ভট্টাচার্য্য গণ।
কুলীন কুল হৈল ধন্য তোমার কারণ॥
গৃহ দেবতা তোমার হয় গোপীনাথ।
প্রাণ বল্লভ মূর্ত্তি প্রকাশিলে তার সাথ॥
এবে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি করিলে স্থাপন।
তোমা সম ভাগ্যবান আছে কোন জন॥
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে সবে নিশি পোহাইল।
প্রাতে উঠি নিজ নিজ স্থানে সবে গেল॥
তবে যাদব মিশ্র সুতে করি আবাহন।
এই প্রেম সেবা তারে কৈল সমর্পণ॥
প্রতিদিন পূজাকালে শ্রীবংশীবদন।
তুলসী অর্পণ করে গৌরাঙ্গ চরণ॥
তবে দক্ষিণাদি দেশে করিয়া ভ্রমণ।
প্রচার করেন রসরাজের ভজন॥
পূর্ব্ব পারিষদ যত ব্রজের গোপাল।
আসিয়া মিলিল সবে হয়া মাতোয়াল॥
জগদানন্দ গোকুল মোহন আদিগণ।
মিলিয়া আস্বাদে সবে গৌর প্রেমধন॥
তবে ঘরে ফিরি বংশী পূজে গৌর হরি।
প্রকাশয়ে কত ভাব কহিতে না পারি॥
দিবানিশি প্রেমানন্দে রহয়ে মগন।
বিরচিল পদাবলী অপূর্ব্ব গ্রন্থন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"গৌর লীলা কৃষ্ণ লীলা গ্রন্থ পদাবলী।
তবে রচিলেন বংশী হইয়া ব্যাকুলী॥
বংশীবদনের পদ নিকুঞ্জ বিহার।
বৈষ্ণবগণের হয় কণ্ঠ মণিহার॥"
গৌরাঙ্গ বিরহে বংশী শোকাকুল মন।
বিরহ বিক্ষেপে দিন করয়ে যাপন॥

হেন মতে কতকাল অতীত হইল।
একদা স্বপ্নেতে গৌর বংশীরে কহিল॥
ওহে বংশী কর এই লীলা সম্বরণ।
মোর পূর্ব্ব বাক্য কিবা নাহিক স্মরণ॥
জাগি বংশী হৈল অতি ব্যাকুলিত মন।
ধন্য ধন্য প্রভু মোর শচীর নন্দন॥
ভক্ত ভুলিলেও প্রভু ভক্তে নাহি ভুলে।
আপন জনেরে কৃপা করে কুতূহলে॥
প্রভাতে উঠিয়া বংশী করি ব্যাধি ছল।
পুত্রদ্বয়ে ডাকি তবে কহয়ে সকল॥
অপ্রাকৃত কৃষ্ণ মূর্ত্তি চিন্ময় আকার।
অকপটে ভজ তারে না কর বিচার॥
অদ্য নিশা ভাগে মুই ত্যজিব শরীর।
শুনি বৈদ্য আনে পুত্র হইয়া অস্থির॥
বৈদ্য আসি কহে দেহে বাত যে ছাড়িল।
গঙ্গায় লইতে তারে আজ্ঞা সমর্পিল॥
সেকালে চৈতন্য পত্নী করয়ে ক্রন্দন।
তারে প্রবোধিয়া বংশী বলয়ে তখন॥
কেন বৃথা কান্দ মাতা করহ শ্রবণ।
তোমার গর্ভেতে পুনঃ লভিব জনম॥
তবে বংশী লয়া সবে গঙ্গাঘাটে গেল।
ইষ্ট মন্ত্র জপি বংশী[২] অন্তর্দ্ধান কৈল॥
কৃষ্ণের সরলা বংশী শ্রীবংশীবদন।
সমাপিয়া গৌর কার্য্য করিল গমন॥
পুনঃ গৌর বাঞ্ছা তেঁহ করিতে সাধন।
চৈতন্যের পত্নী গর্ভে লভিল জনম॥
রামাই পণ্ডিত নাম করিয়া ধারণ।
বাঘনা পাড়ায় স্থাপে রামকৃষ্ণ ধন॥
গৌর লীলা প্রকাশিতে বংশী আগমন।
বংশীর মহিমা রাখে শচীর নন্দন॥
কৃষ্ণের অধরাস্বাদি শ্রীবংশীবদন।
রসরাজ ভজন শিখ্র জানাল ভুবন॥
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় শ্রীবংশীবদন।
বারেক দেখাহ মোরে গৌরাঙ্গ চরণ॥
তোমার প্রেমের বশ শচীর নন্দন।
দেখালে দেখাতে পার ও রাঙ্গা চরণ॥
অধীনে করহ দয়া শ্রীবংশীবদন।
তুমি বিনা কিশোরীর কে আছে আপন॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে দ্বিতীয়
খণ্ডে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব মহিমা বর্ণনে
শ্রীমুরারীগুপ্ত-শ্রীবংশীবদন মহিমা
কথনং নাম প্রথম লহরী
সমাপ্ত।

---

১. মাধব ভবন—কুলিয়া পাহাড়পুরে অবস্থিত মাধব দাসের ভবন, মাধব দাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্যালক। ইহার চরিত্র শ্রীঅদ্বৈত শাখায় শ্রীমাধব আচার্য্য দ্রষ্টব্য।

২. বংশী অন্তর্দ্ধান—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাসের ও ১৪৫৬ শকাব্দে ফাল্গুনী সপ্তমী মতান্তরে মধুমাস শুক্লপক্ষ পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরামাই পণ্ডিতের জন্ম। অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান হইতে শ্রীরামাই পণ্ডিতের জন্মের পূর্ব্ব সময়ের মধ্যে শ্রীবংশীবদনের অন্তর্দ্ধান ঘটে, যেহেতু শ্রীবংশীবদনই শ্রীরামাই পণ্ডিত রূপে প্রকট হন।

দ্বিতীয় লহরী

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

জয় জয় বিশ্বম্ভর নদীয়ার ইন্দু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
সর্ব্বকাল হয় যেবা প্রভু অনুচর॥
যার ঘরে গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর ভুবনে প্রকাশ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৯১ শ্লোকঃ—
শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদযজ্ঞ পত্নিকা।
প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ
কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণঃ পুরা॥
পূর্ব্বে যজ্ঞপত্নী যেহ কৃষ্ণে অন্ন দিল।
যার স্থানে অন্ন মাগি শ্রীকৃষ্ণ খাইল॥
সেই এবে মহীতলে করি আগমন।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নাম করিল ধারণ॥
কেহ কেহ কহে তারে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
বৃন্দাবন দাস কহে সুদামা ব্রাহ্মণ॥
তাই তার ক্ষুদ মুষ্টি গৌরাঙ্গ খাইল।
পূর্ব্ব ভাব দেখাইয়া সজন করিল॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র পরম সুশান্ত।
পরম বিরক্ত সদা সধর্ম্মেতে রত॥
নবদ্বীপে দ্বারে দ্বারে ঝুলি স্কন্ধে করি।
সদা ভিক্ষা করে বিপ্র সঙ্কীর্ত্তন করি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত সদা নহে অন্য মন॥
ভিক্ষাটনে দিবসেতে যাহা লভ্য হয়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি ভোজন করয়॥
হেনমতে বিপ্র করে দিবস যাপন।
জনমি করয়ে লীলা শ্রীশচীনন্দন॥
গয়া হৈতে গৌর ঘরে করি আগমন।
প্রকাশে গুপ্ত প্রেম জীবের কারণ॥
আপন গুপ্ত প্রেম করিল প্রকাশ।
মিলিবারে আসে যত নিজ প্রিয় দাস॥
শ্রীমান পণ্ডিতাদি প্রভু মিলিতে আসিল।
হেরিয়া অদ্ভুত প্রেম সকলে মোহিল॥
আলাপন অন্তে প্রভু বলেন বচন।
কল্য শুক্লাম্বর ঘরে করিহ মিলন॥
মরম বেদনা যত করিব জ্ঞাপন।
শুনিয়া উল্লাস যত প্রিয় ভক্তগণ॥
শ্রীমান আসিয়া শ্রীবাসাদি গণে কৈল।
পরদিন শুক্লাম্বর ঘরে সবে গেল॥
গঙ্গার কুলেতে শুক্লাম্বরের ভবন।
মিলিতে আপন ভক্তে গৌরাঙ্গ গমন॥
আসিয়া ভকতগণ একত্র হইল।
অপূর্ব্ব প্রেম বৈভব প্রভু প্রকাশিল॥
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন।
অদ্ভুত হেরিয়া বিপ্র প্রেমাকুল মন॥
নিজ প্রাণনাথে হেরি বিহ্বল হইল।
তদবধি গৌর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥
প্রেমময় গৌর যবে দেখায়া প্রকাশ।
শ্রীবাসভবনে করে কীর্ত্তন বিলাস॥
সেকালেতে শুক্লাম্বরে বহু কৃপা কৈল।
যাহা হেরি সর্ব্বজনে আশ্চর্য্য মানিল॥

মহাপ্রভু প্রিয় ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভুর চরণে তাঁর প্রেম নিরন্তর॥
শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অভ্যন্তরে রহি হেরে বিপ্র শুক্লাম্বর॥
প্রভু নৃত্য হেরি বিপ্র প্রেমেতে মগন।
ঝুলি স্কন্ধে করি রঙ্গে করয়ে নর্ত্তন॥
শুক্লাম্বর নৃত্য হেরি হাসে বিশ্বম্ভর।
হাসয়ে সহিত যত প্রভু অনুচর॥
ঈশ্বর আবেশে বসি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে নাচয়ে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
শুক্লাম্বর প্রেম হেরি প্রভু কৃপাময়।
আদরে ডাকয়ে তারে হইয়া সদয়॥
আইস আইস বিপ্র তুমি মোর দাস।
কোন জন্মে নাহি হই তোমাতে উদাস॥
সব ভোগৈশ্বর্য্য মোরে করিয়া অর্পণ।
ভিক্ষান্নে করহ তুমি জীবন ধারণ॥
তব দ্রব্য যত মোর প্রিয় অনুক্ষণ।
নাহি দিলে বলে মুই করিয়ে গ্রহণ॥

তথাহি—শ্রী চৈঃ ভাঃ মধ্য খণ্ডে ১৬শ অঃ
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু ধর্ম্ম॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥
দ্বারকার মধ্যে খুদ কাড়ি খাইনু তোর।
পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর॥"
শ্রীকৃষ্ণ লীলায় তুমি সখা যে সুদামা।
করিল কতেক খেলা নাহিক উপমা॥
ক্ষুদ বান্ধি দ্বারকায় করিলে গমন।
আমার ভক্ষণে কমলা করিল ধারণ॥

এত বলি তাহার ঝুলিতে হস্ত দিয়া।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল খায় হাসিয়া হাসিয়া॥
বিপ্র কহে প্রভু ইহা তব যোগ্য নয়।
খুদ কন এ তণ্ডুলে বহুত আছয়॥
প্রভু কহে তব খুদ অমৃত সমান।
অভক্তের অমৃত নহে ইহার সমান॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর হন প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলেতে তণ্ডুল লয়া চিবায় বিস্তর॥
নিবারিতে নারে বিপ্র করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় নাহিক চেতন॥
প্রভু কহে শুন ওহে, বিপ্র শুক্লাম্বর।
তোমার হৃদয়ে মুই রহি নিরন্তর॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তব ভিক্ষাটনে মোর হয় পর্য্যটন॥
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ যেই প্রেম ভক্তি ধন।
তাহা বিলাইতে মোর এবে আগমন॥
সেই প্রেমভক্তি তোমায় করিল অর্পণ।
জন্ম জন্ম সেবক তুমি মোর প্রিয়জন॥
শুক্লাম্বরে প্রভু কৃপা করিয়া শ্রবণ।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় যত ভক্তগণ॥
গৌর প্রেম সেবক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
তাহার মহিমা নহে অজের গোচর॥
প্রেম মূর্ত্তি মত্ত তাঁর শুদ্ধ কলেবর।
তাঁর হৃদে রহি গৌর বিহরে নিরন্তর॥
শুক্লাম্বরে প্রভু কৃপা কহনে না যায়।
যাহার দ্রব্য প্রভু আপনে চাহি খায়॥
একদা শুক্লাম্বরে প্রভু বলেন বচন।
তব গৃহে অন্ন মুই করিব গ্রহণ॥
ভয় না বাসিহ মনে কহিলাম দড়।
তব অন্ন খেতে মোর ইচ্ছা হয় বড়॥

এই মত পুনঃ পুনঃ বলেন বচন।
শুনি বিপ্র কাকুর্ব্বাদ করয়ে তখন ॥
বিপ্র কহে ভিক্ষুক মুই অধম দুর্জ্জন।
তুমি যে ব্রহ্মাণ্ড নাথ পতিত পাবন ॥
কোথা তুমি দিবে মোরে অভয় চরণ।
তবে কেন মায়া মোরে করহ এখন ॥
সদা কীটাধম মুই মায়া যোগ্য নয়।
কৃপা করি মম প্রতি হইবে সদয় ॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভু বলেন বচন।
মায়া নহে প্রিয় মোর তোমার রন্ধন ॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য গিয়া করহ রন্ধন।
মধ্যাহ্নে যাইব আমি তোমার ভবন ॥
তথাপিহ ভীত চিত্তে বিপ্র শুক্লাম্বর।
যুক্তি লাগি জিজ্ঞাসয়ে সবার গোচর ॥
তার ভাব বুঝি কহে যত ভক্তগণ।
ভয় না বাসিহ গিয়া করহ রন্ধন ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করুণা নিদান।
যেজন ভজয়ে তাঁরে সেজন তাঁর প্রাণ ॥
সর্ব্বকাল ভক্ত দ্রব্য আপনে চাহি খায়।
অভক্তের দ্রব্য প্রতি উলটি না চায় ॥
বিদুর গুহক আদি যত ভক্তগণ।
খাইল তাদের দ্রব্য হয়া সুখ মন ॥
পরম অনুরাগে তুমি করহ রন্ধন।
তোমার রন্ধনে সদা প্রভু সুখ মন ॥
তথাপিহ সঙ্কোচ যদি হয় তব মন।
আলগোছে গিয়া তুমি করহ রন্ধন ॥
ভক্তগণ বাক্য বিপ্র করিয়া শ্রবণ।
গৃহে আসি স্নান করি করয়ে রন্ধন ॥
প্রেমযোগে বিপ্র তবে করয়ে রন্ধন।
হৃদয়েতে ধ্যান করি গৌরাঙ্গ চরণ ॥
যতনে করিয়া তপ্ত সুবাসিত জল।
তণ্ডুল গর্ভ থোড় দেয় প্রেমেতে বিহ্বল ॥
করযোড়ে আলগোছে করিল অর্পণ।
তাহে রমাদেবী দৃষ্টি করিল তখন ॥
পরম অমৃত তুল্য হইল রন্ধন।
স্নান সারি প্রভু তথা কৈল আগমন ॥
নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তগণ সঙ্গে।
উপনীত গৌরচন্দ্র নিজ প্রেম রঙ্গে ॥
গঙ্গার তীরেতে ব্রহ্মচারীর ভবন।
আর্দ্র বস্ত্রে প্রভু তথা কৈল আগমন ॥
শুষ্কবস্ত্র পরি প্রভু বসিল তখন।
সেই অন্ন কৃষ্ণচন্দ্রে কৈল সমর্পণ ॥
তবে গৌরচন্দ্র তাহা করিয়া ভোজন।
হাসিতে হাসিতে বিপ্রে বলেন বচন ॥
যাবত জনম মোর হেন নাহি পাই।
এমত সুস্বাদু অন্ন কভু শুনি নাই ॥
গর্ভ থোড়ের আস্বাদ না যায় বর্ণন।
কেমনে আলগোছে তুমি করিলে রন্ধন ॥
এইমত রঙ্গে প্রভু করয়ে ভোজন।
ভোজন সমাপি করে তাম্বুল চর্ব্বন ॥
প্রভু শেষ পাত্র সবে করিল গ্রহণ।
তাহা পায়া বিপ্র হৈল প্রেমেতে মগন ॥
কৃষ্ণ কথা রঙ্গে তথা বসি কতক্ষণ।
সজন সহিতে প্রভু করিল শয়ন ॥
শয়নে করিল প্রভু অদ্ভুত বিলাস।
নয়নে হেরিল যাহা শ্রীবিজয় দাস ॥
বিজয় দাসেরে কৃপা কৈল গৌরহরি।
তাঁহার সৌভাগ্য কিছু বর্ণিবারে নারি ॥
নানারঙ্গ প্রকাশিল শুক্লাম্বর ঘরে।
ভাগ্যবান জন হেরে আনন্দ অন্তরে ॥

যজ্ঞ পত্নী পাশে পূর্ব্বে অন্ন চাহি নিল।
সেইভাবে শুক্লাম্বরের অন্ন যে খাইল॥
শুক্লাম্বরে প্রভু কৃপা কহনে না যায়।
নিজ জন ভাবে কৃপা করয়ে সদায়॥
আদরে যাহার অন্ন করিল গ্রহণ।
বিজয় দাসেরে স্বরূপ কৈল প্রদর্শন॥
যাঁর গৃহে কৈল প্রভু স্বরূপ প্রকাশ।
প্রভু যারে কহিলেন নিজ প্রেম দাস॥
ওহে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর কৃপাকর মোরে।
দাস অনুদাস করি রাখহ আমারে॥
প্রভুর সেবক তুমি প্রভু প্রিয়জন।
কৃপা করি দেহ মোরে গৌরাঙ্গ চরণ॥
জন্মে জন্মে কর মোরে অনুগত দাস।
গৌর প্রেম সেবা দিয়া পুরাহ অভিলাষ॥
প্রভু প্রিয়জন জানি করি নিবেদন।
কিশোরীর মন আর্ত্তি করাহ পূরণ॥

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য

জয় জয় দীন জন পালক গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ পারের কাণ্ডারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু পরিকর॥
নদীয়া নিবাসী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
সদাই করয়ে যেবা গৌর সেবা কার্য্য॥
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর সমর্পিত মন।
গৌর পাদ পদ্ম সেবা সদা যাঁর মন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ১৭১ শ্লোকঃ—
বলভদ্রাখ্যকো ভট্টাচার্য্যঃ শ্রীমধুরেক্ষণা।
ব্রজে শ্রীমতীর সখী শ্রীমধুরেক্ষণা।
যুগল কিশোর সেবে হয়া প্রেমাধীনা॥
সেই মধুরেক্ষণা এবে কৈল আগমন।
গৌরাঙ্গ চরণ সেবে দিয়া প্রাণ মন॥
শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য নাম করিয়া ধারণ।
গৌরাঙ্গ পার্ষদ মধ্যে করে বিচরণ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু শ্রীক্ষেত্রে চলিল।
সেকালেতে বলভদ্র প্রভু সঙ্গে গেল॥
প্রভু বৃন্দাবন যেতে যবে কৈল মন।
একাকী যাইব সঙ্গে নহে কোনজন॥
তবেত স্বরূপ গোঁসাই বলেন বচন।
উত্তম ব্রাহ্মণ এক করহ গ্রহণ॥
বন পথেতে তুমি যাবে শ্রীবৃন্দাবন।
ভিক্ষা করি ভোজ্য কেবা করিবে অর্পণ॥
বলভদ্র নামে এক বিপ্র মহামতি।
তোমার চরণে তাঁর সদা রতি মতি॥

পরম পণ্ডিত তেঁহ সর্ব্ব গুণবান।
তোমারে সেবিবে সদা দিয়া মন প্রাণ॥
তোমা সঙ্গে গৌড় হৈতে কৈল আগমন।
তাঁর ইচ্ছা সর্ব্ব তীর্থ করিবে ভ্রমণ॥
তার সঙ্গে ভৃত্য এক আছয়ে ব্রাহ্মণ।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে সে জন॥
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা করি করিবে রন্ধন।
পরম সুখেতে তুমি করিতে ভোজন॥
বন পথে ভক্ষ্য দ্রব্য কোথা না মিলিবে।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে রহি সহায় করিবে॥
স্বরূপ বচনে প্রভু কৈল অঙ্গীকার।
ভট্টাচার্য্য মনে হৈল আনন্দ অপার॥
ঝারি খণ্ড পথে প্রভু করয়ে গমন।
সঙ্গে রহি ভট্টাচার্য্য করয়ে সেবন॥
ব্যাঘ্র সিংহ আদি যত বন্য জন্তুগণ।
প্রভুর প্রভাবে সবে প্রেমেতে মগন॥
নয়নে হেরিয়া ভট্ট প্রেমানন্দ মন।
প্রভুর প্রভাব হেরি চমৎকার মন॥
বনপথে প্রভু সঙ্গে করয়ে গমন।
প্রভুর সেবন লাগি চেষ্টা অনুক্ষণ॥
বন পথে ভট্টাচার্য্য চলয়ে যখন।
দুই চারি দিনের ভক্ষ্য করয়ে রক্ষণ॥
শাক ফল মূলাদি ভট্ট পথে যাহা পায়।
প্রভু ভক্ষ্য লাগি সংগ্রহ করয়ে সদায়॥
গ্রামেতে ব্রাহ্মণ গৃহে করয়ে ভোজন।
বন পথে পাক করি করায় ভোজন॥
কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ যদি না হয় মিলন।
শূদ্র গৃহে ভট্ট রান্ধি করায় ভোজন॥
দাস ভাবে ভট্ট সদা করয়ে সেবন।
তাহার সেবায় সুখী মহাপ্রভু মন॥

একদা ভট্টেরে প্রভু বলেন বচন।
বহুত করিলে তুমি আমার সেবন॥
বনপথে আইলাম দুঃখ নাহি পাই।
তোমার সেবার মুই বলিহারী যাই॥
পরম দয়াল কৃষ্ণ বহু কৃপা কৈল।
তোমা হেন জনে মোর সঙ্গে মিলাইল॥
তোমার সেবায় সুখে কৈল আগমন।
তোমার প্রসাদে সুখে রহি অনুক্ষণ॥
এত কহি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্ট প্রভু পদ ধরি করে নিবেদন॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি কৃষ্ণ দয়াময়।
আমারে আনিলে সঙ্গে হইয়া সদয়॥
মো সম অধমে তুমি কৈলে অঙ্গীকার।
এতেকে বুঝিল তব মহিমা অপার॥
মোর হস্তে ভিক্ষা প্রভু করিলে গ্রহণ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি বিচিত্র তব মন॥
হেনমতে ভট্ট করে প্রভুর স্তবন।
তাহার সেবায় তুষ্ট প্রভু অনুক্ষণ॥
ভট্টের গৌরাঙ্গ প্রেম অকথ্য কথন।
গৌর সেবা লাগি যাঁর চিন্তে প্রাণমন॥
প্রভুর সেবক বলভদ্র মহামতি।
যাহার স্মরণে মিলে গৌর পদে রতি॥
জয় জয় বলভদ্র কৃপা কর মোরে।
গৌরাঙ্গ চরণে রতি দেহ গো আমারে॥
প্রভুর সেবক তুমি প্রভু প্রিয়জন।
তুমি বিনা কেবা মোরে দিবে এই ধন॥
আপন সেবক রূপে কর অঙ্গীকার।
গৌর সেবা করিবারে দেহ অধিকার॥
দন্তে তৃণ ধরি সদা করি নিবেদন।
কিশোরী দাসেরে কৃপা কর প্রদর্শন॥

শ্রীশ্রীরাম পণ্ডিত

জয় প্রেম অবতার প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ শেষ নাম ধর॥
জয় অদ্বৈত চন্দ্র জীবের জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
নদীয়া নিবাসী শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত।
পরম অদ্ভুত যত তাহার ভক্তিরীত॥
যার ঘরে গৌরাঙ্গের সকল প্রকাশ।
তাঁর ভ্রাতা রূপে রামাই হৈল পরকাশ॥
সর্ব্বকাল করে তেঁহ ভ্রাতার সেবন।
পূর্ব্বেতে শ্রীরামে যৈছে সেবিল লক্ষ্মণ॥
শ্রীবাসের অঙ্গ সঙ্গী রামাই অনুক্ষণ।
আস্বাদয়ে গৌর প্রেম করিয়া যতন॥

তথাহি – শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৯০ শ্লোঃ—

পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদ প্রিয়ঃ।
স রাম পণ্ডিতঃ শ্রীমাংস্তৎ কনিষ্ঠ সহোদর॥
পূর্ব্বে নারদ প্রিয় পর্ব্বত মুনিবর।
শ্রীরাম পণ্ডিত এবে শ্রীবাস সহোদর॥
পর্ব্বতে নারদে প্রীতি পূর্ব্বেতে যেমন।
শ্রীবাসে রামাই প্রীতি সেমত ঘটন॥
নবদ্বীপে পর্ব্বত মুনি প্রকট হইল।
শ্রীবাস অনুজ বলি সকলে জানিল॥
শ্রীবাস সহিত করে একত্র বিলাস।
দিবানিশি সঙ্কীর্ত্তনে পরম উল্লাস॥
শ্রীবাসের সেবায় সদা রামাইর মন।
শ্রীরাম সহিত পূর্ব্বে লক্ষ্মণ যেমন॥

প্রভু যবে শ্রীবাস গৃহে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিল।
অদ্বৈত আনিতে রামাই পণ্ডিতে পাঠাল॥
তেঁহ গিয়া শ্রীঅদ্বৈতে কৈল আনয়ন।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ লীলা প্রেমাকুল মন॥
নিতাই গৌরাঙ্গে গৃহে বহুত সেবিল।
সঙ্গেতে রহিয়া বহু কীর্ত্তন করিল॥
শ্রীগৌর সুন্দর যদি করিল সন্ন্যাস।
ভ্রাতার সহিত রামাই হইল উদাস॥
বিরহ বিক্ষেপে কুমার হট্টে আগমন।
স্মরণে গৌরাঙ্গ পদ দিয়া প্রাণমন॥

তথাহি—শ্রী প্রেঃ বিঃ—২৩ বিলাস

সন্ন্যাস করি মহাপ্রভু নীলাচলে বৈল।
শ্রীবাস শ্রীরাম কুমার হট্টে চলি গেল॥
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদানলে দগ্ধ তনুমন।
চিন্তয়ে অপূর্ণাকাঙ্ক্ষা করিতে পূরণ॥
কতদিনে প্রভু গৌড়ে কৈল আগমন।
সহসা সাধন ফল সম্মুখে দর্শন॥
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে প্রভু গৌড়ে এল।
রামকেলি হৈতে ফিরি কুমার হট্টে এল॥
হারান নিধিকে কোলে পাইয়া তখন।
ভ্রাতা সহ রামাই প্রেমে হইল মগণ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্রে পাইয়া দর্শন।
কি আনন্দ হৈল দোঁহার কে করে বর্ণন॥
দোঁহা প্রেমে গৌর তথা কতদিন রৈল।
পাঠ সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে প্রেমেতে মাতাল॥
শ্রীবাস রামাই দোঁহে করয়ে কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া গৌর করয়ে নর্ত্তন॥

পরম অদ্ভুত লীলা গৌরাঙ্গ করিল ।
পূর্ব্বে যেন নদীয়ায় লীলা প্রকাশিল ॥
পূর্ব্বভাব রঙ্গে প্রভু করিল বিহার ।
ঘুচিল দোঁহার দুঃখ আনন্দ অপার ॥
প্রভু যবে ক্ষেত্র পথে করয়ে গমন ।
সেকালে রামাই প্রতি বলেন বচন ॥

তথাহি - শ্রীচৈ: ভাঃ অন্তে ৫ম অঃ
শ্রীরাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌর সুন্দর ।
প্রভু বলে, "শুন রাম আমার উত্তর ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসের তুমি সর্ব্বথায় ।
সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায় ॥
প্রাণ সম মোর তুমি শ্রীরাম পণ্ডিত ।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম ।
প্রেমেতে পুলিত তনু কৈল পূর্ণকাম ॥
প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞা করিয়া ধারণ ।
প্রেমেতে শ্রীরাম কৈল শ্রীবাসে সেবন ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় পাত্র শ্রীরাম পণ্ডিত ।
পরম অদ্ভুত যত আহার ভক্তি রীত ॥
শ্রীবাসের পরিবার গৌরাঙ্গের গণ ।
সবংশে করয়ে সদা গৌরাঙ্গে সেবন ॥
শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত ।
যাহার প্রসাদে হয় গৌরাঙ্গে প্রতীত ॥
জয় জয় শ্রীরাম পণ্ডিত মহাশয় ।
বারেক করুণা কর পুরুক আশয় ॥
তোমার ভবনে সদা গৌরাঙ্গ বিলাস ।
দেখাহ কিশোরী দাসে প্রভুর প্রকাশ ॥

শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি

জয় জয় জগন্নাথ সুত বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম ।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি সর্ব্ব গুণধাম ॥
গৌর নাম প্রেমগুণে মুগ্ধ তাঁর মন ।
গৌরাঙ্গ স্মরণ বিনা নহে অন্য মন ॥
তথাহি — শ্রী গৌঃ গঃ দীঃ— ১৭০ শ্লোকঃ
ব্রজে যাসীৎ সুমধুরা তুঙ্গ বিদ্যা প্রিয়াপুরা ।
বিদ্যাবাচস্পতি গৌর প্রিয়ো ব্রজজন প্রিয়ঃ ॥
ব্রজে তুঙ্গ বিদ্যার সখী সুমধুরা নাম ।
এবে বিদ্যাবাচস্পতি গৌর সেবা ধাম ॥
নদীয়া নিবাসী মহেশ্বর বিশারদ ।
জগন্নাথ মিশ্র সমাধ্যায়ী বলি খ্যাত ॥
তাঁর দুই সুত সার্ব্ব ভৌম বাচস্পতি ।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি সদা গৌরে রতি ॥
যবন পীড়নে তিনে নদীয়া ছাড়িল ।
বিশারদ কাশীধামে গিয়া বাস কৈল ॥
সার্ব্বভৌমে ক্ষেত্র রাজ কৈল আকর্ষণ ।
প্রভু আজ্ঞায় বাচস্পতি গৌড়ে আগমন ॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিদায়ের কালে ।
বাচস্পতি প্রতি প্রভু কহে কুতূহলে ॥
তথাহি — শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যখণ্ডে ১৫শ পরিঃ
"সার্ব্বভৌম বাচস্পতি দুই ভাই ।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঁঞি ॥

জল দারু রূপে কৃষ্ণ প্রকট সংপ্রতি।
দর্শন স্নানে করে জীবের মুকতি ॥
দারুব্রহ্ম রূপে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জল ব্রহ্ম সম ॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জল ব্রহ্মের সেবন ॥
গৌরাঙ্গের কৃপাদেশ করিয়া শ্রবণ।
বাচস্পতি গঙ্গাতীরে কৈল আগমন ॥
ভকত বৎসল প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
দৈবে উপনীত হৈল বাচস্পতি ঘর ॥
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে প্রভু আগমন।
বাচস্পতি গৃহে আসি কৈল পদার্পণ ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্রে করি দরশন।
মহানন্দে বাচস্পতির না স্ফুরে বচন ॥
প্রভুর অভয় পদ করিয়া ধারণ।
প্রেমানন্দে বাচস্পতি করয়ে ক্রন্দন ॥
প্রভু তারে কোলে তুলি করি আলিঙ্গন।
সুমধুর স্বরে তারে বলেন বচন ॥
মথুরা যাইতে মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কিছুদিন তব গৃহে রহিব এখন ॥
নিরলে রহিয়া মুই করিব গঙ্গাস্নান।
রহিবার যোগ্য এক দেহ বাসা স্থান ॥
তবে শেষে বৃন্দাবনে করিব গমন।
মোরে যদি চাহ ইহা করিবে পালন ॥
সবিনয়ে বাচস্পতি বলেন বচন।
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তব আগমন ॥
তব পদধূলি মোর ভবনে পড়িল।
এতদিনে মোর বংশের সৌভাগ্য বাড়িল ॥
সকলি তোমার মোর যত ঘর দ্বার।
মন সুখে রহ প্রভু কে জানিবে আর ॥
বাচস্পতি বাক্যে প্রভু সন্তোষিত মন।
কতদিন রহিলেন তাঁহার ভবন ॥
সূর্য্যের উদয় কভু গোপ্য নাহি হয়।
প্রভু আগমন কথা সর্ব্বত্র ঘোষয় ॥
সদা ভাবাবেশে প্রভুর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
লুকাতে নারিল প্রভু তাহার ভবন ॥
অগণিত লোক আসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু হেরি প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করে ॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা নারী অসংখ্য গণন।
গঙ্গা পার হয়া করে প্রভু দরশন ॥
নৌকা নাহি পায় যেবা গঙ্গায় সাঁতারে।
প্রেমানন্দে চলে সবে প্রভু দেখিবারে ॥
গৌর নাম প্রেমানন্দে সকলে ছুটিল।
হেরি বাচস্পতি বহু নৌকা জোগাইল ॥
কেহ নৌকা চড়ে কেহ চলয়ে সাঁতারে।
চৈতন্য প্রসাদে সবে আসে নদী পারে ॥
বাচস্পতি পদে সবে করে নিবেদন।
তোমা সম ভাগ্যবান নহে কোন জন ॥
কৃপা করি তব গৃহে গৌর আগমন।
তোমার সৌভাগ্যে মোরা পাই দরশন ॥
লোক আর্ত্তে বাচস্পতি করেন ক্রন্দন।
সবাকে আনিয়া করায় গৌরাঙ্গ দর্শন ॥
দিবানিশি লোক আসে নাহিক বিশ্রাম।
বাচস্পতি গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ॥
প্রভুর শ্রীমুখ হেরি সবে গড়ি যায়।
কি আনন্দ হৈল তথা কহনে না যায় ॥
স্তুতি নতি করি সবে বলেন বচন।
মোদের উদ্ধার গৌর পতিত পাবন ॥
প্রেমের ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজন প্রতি কহে কারুণ্য উত্তর ॥

আজি হৈতে কৃষ্ণে রতি হইবে সবার।
নিরন্তর বল কৃষ্ণ এই সর্ব্ব সার॥
প্রভু কৃপাশীষ পায়া সর্ব্ব জীবগণ।
মহানন্দ চিত্তে প্রেমে করয়ে স্তবন॥
বাচস্পতি গৃহে রহি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজীবে কৃপা করে সদয় অন্তর॥
নিরন্তর লোক আসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু হেরি গৃহে যায় আনন্দ অন্তরে॥
তবে প্রভু গৌরচন্দ্র একরঙ্গ কৈল।
নিত্যানন্দ আদি সহ কুলিয়া পৌছিল॥
বাচস্পতি অজ্ঞাতে প্রভু করিল গমন।
কেহ নাহি জানে এই বিচিত্র ঘটন॥
প্রাতে উঠি বাচস্পতি প্রভু না হেরিয়া।
কান্দিতে লাগিল দুঃখে বিকল হইয়া॥
অগণিত লোক আসে প্রভুর দর্শনে।
প্রভু না হেরিয়া সবে বলয়ে বচনে॥
বাচস্পতি প্রতি কহে বিনয় করিয়া।
একবার মাত্র দেখাও প্রভুকে আনিয়া॥
বাচস্পতি সবা প্রতি বলেন বচন।
গোপনেতে প্রভু কোথা করিল গমন॥
হেন বাক্য শুনি কার প্রতীতি নহিল।
বাচস্পতি প্রতি সবে কহিতে লাগিল॥
মোদের বঞ্চিয়া একা কর দরশন।
ইহা কভু নহে তব বিজ্ঞ আচরণ॥
নানা মতে তাঁরে সবে করয়ে দোষণ।
হেন কালে বিপ্র এক কৈল আগমন॥
তাঁর মুখে শুনে প্রভু কুলিয়া নগর।
বাচস্পতি কহে তবে সবার গোচর॥
তোমরা দোষহ মোরে কেন অকারণ।
কুলিয়া নগরে প্রভু চল সর্ব্বজন॥
সবা লয়া বাচস্পতি কুলিয়া চলিল।
তাঁহার কৃপায় সবে প্রভুকে হেরিল॥
বাচস্পতি হন সদা কারুণ্য অন্তর।
সর্ব্ব জীব প্রতি যাঁর সদয় অন্তর॥
যাঁর গৃহে মহাপ্রভু করি আগমন।
অগণিত জীবগণে করিল মোচন॥
সপার্ষদে প্রভু যাঁর গৃহেতে রহিল।
সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য গীতে কৃতার্থ করিল॥
বাচস্পতি হেন দয়াল কভু দেখি নাই।
যাহার কৃপায় পাই গৌরাঙ্গ নিতাই॥
জয় জয় বিদ্যা বাচস্পতি মহাশয়।
মো সম পতিত প্রতি হও গো সদয়॥
কায় মনে তব পদে লইল স্মরণ।
তুমি বিনা কেবা মোরে করিবে তারণ॥
একবার কৃপা দৃষ্টি কর মম প্রতি।
শ্রীগৌর সুন্দরে মোরে দেখাহ সম্প্রতি॥
গৌর প্রিয়জন তুমি গৌরাঙ্গের গণ।
তুমি বিনা কিশোরীর নাহি কোনজন॥

শ্রীহিরণ্যপণ্ডিত

জয় শচীনন্দন জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমধর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর॥
নদীয়া নিবাসী নাম হিরণ্য পণ্ডিত।
গৌর প্রেমময় তনু অদ্ভুত চরিত॥
হিরণ্য জগদীশ নাম ভাই দুই জন।
শ্রীগৌর সুন্দরে সদা সমর্পিত মন॥

পরম উদার বিপ্র পণ্ডিত সুজন।
বিষয় লালসা হীন প্রেমেতে মগন॥
কৃষ্ণ নামানন্দে সদা করয়ে যাপন।
মানসে স্মরয়ে সদা গৌরাঙ্গ চরণ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৯২ শ্লোকঃ
অপরে যজ্ঞ পত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ।
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহদ্বসৎ প্রভুঃ॥
ব্রজের দুই যজ্ঞ পত্নী এবে আগমন।
যাঁরা পূর্ব্বে কৃষ্ণে অন্ন করিল অর্পণ॥
তাঁরা আসি নবদ্বীপে জনম লভিল।
[1]হিরণ্য জগদীশ নাম ধারণ করিল॥
শ্রীহরি বাসরে দোঁহার নৈবেদ্য চাহিল।
পূর্ব্ব ভাব অনুরূপ কৃপা প্রদর্শিল॥
বাল্য চাপল্য রসে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
উচ্চঃ স্বরে কান্দিয়া ভূমিতে গড়ি যায়॥
সকলে কহয়ে নিমাই কান্দ কি কারণ।
যাহা চাহ বল তাহা আনিব এখন॥
প্রভু কহে আজি একাদশী উপবাস।
সবে যাহ হিরণ্যপণ্ডিতের পাশ॥
বিষ্ণুর নৈবেদ্য যাহা করেছে রচন।
তাহা আনি দিলে স্থির হবে মোর মন॥
তবে সবে বিপ্র গৃহে করিল গমন।
বারতা শুনিয়া বিপ্র সবিস্ময় মন॥
শিশুর এমত ভাব করিয়া শ্রবণ।
নৈবেদ্য লইয়া বিপ্র কৈল আগমন॥
প্রভুকে হেরিয়া বিপ্র প্রেমাকুল মন।
নয়নে হেরয়ে রূপ দিয়া প্রাণ মন॥

প্রভুর বৈভব হেরি করয়ে চিন্তন।
এমত বৈভব নহে জীবেতে গণন॥
আপনার ইষ্টে বিপ্র করি দরশন।
কি আনন্দ হৈল চিত্তে না যায় কথন॥
স্বস্নেহে প্রভুর করে নৈবেদ্য অর্পিল।
সুখে লয়া গৌরচন্দ্র গ্রহণ করিল॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি গৌর অবতার।
ছলেতে করয়ে কৃপা করুণা পাথার॥
ভক্ত দ্রব্য সদা প্রভু আপনে চাহি খায়।
অভক্তের দ্রব্য প্রতি উলটি না চায়॥
হিরণ্যেরে কৃপা লাগি প্রভু গৌরহরি।
হেন রঙ্গ করিলেন কৃপা দৃষ্টি করি॥
শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের মহিমা অপার।
নিতাই গৌরাঙ্গ পদে সদা মন যাঁর॥
কায়মনে আশ্রিয়াছে দোঁহার চরণ।
দোঁহার সেবন বিনা নহে তাঁর মন॥
যাঁর গৃহে নিতাই চাঁদ করি আগমন।
বিলাস করিল যত না যায় বর্ণন॥
সপার্ষদে যাঁর গৃহে কৈল অবস্থান।
তথায় করিল বহু দস্যু পরিত্রাণ॥
অপূর্ব্ব করতা সেই অদ্ভুত ঘটন।
যাহার শ্রবণে মিলে নিতাই চরণ॥
হিরণ্যের ভাগ্য সীমা কে কহিতে পারে।
যাঁর গৃহে নিতাই রহে আনন্দ অন্তরে॥
সর্ব্বাঙ্গেতে বিভূষিত রত্ন আভরণ।
গৌর প্রেমে মত্ত সদা নিত্যানন্দ মন॥
নিতাই অঙ্গে অলঙ্কার করিয়া দর্শন।
হরিবারে দস্যু এক করয়ে যতন॥

[1] হিরণ্য—জগদীশ শ্রীজয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল মতে হিরণ্য ও জগদীশ দুইভাই। এই জগদীশ পণ্ডিত যশোড়ার জগদীশ পণ্ডিত নহে।

একদা সদল বলে কৈল আগমন।
নিদ্রায় মোহিত হয়্যা কৈল পলায়ন॥
দ্বিতীয় দিবসে হেরে হিরণ্য ভবন।
চারিদিকে পদাতিক করিছে শোভন॥
তৃতীয় দিবসে আসি যত দস্যুগণ।
হিরণ্য ভবনে ঢুকি হারাল লোচন॥
হেরিতে নারয়ে দস্যু পড়ে চারি দিকে।
চরম দুর্গতি পায় কর্ম্ম ফল ভুগে॥
তবে ইন্দ্র দেব করে প্রবল বর্ষণ।
দুঃখেতে কাতর হৈল যত দস্যুগণ॥
দস্যুগণের মধ্যে প্রধান যেই জন।
সহসা সুবুদ্ধি তাঁর কৈল আগমন॥
তিনদিনের বিপর্য্যয় করিয়া চিন্তন।
নিতাই চরণাম্বুজে সমর্পিল মন॥
সকাতরে হৃদে স্মরে নিতাই চরণ।
কহে এ বিপদে রক্ষ পতিত পাবন॥
না জানি মহিমা তব করিল হেলন।
কৃপা কর পাদ পদ্মে লইল স্মরণ॥
নিতাই চরণে যবে লইল স্মরণ।
দয়াল নিতাই কৈল সবার শুদ্ধ মন॥
দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচায়ে কৈল শুভ বুদ্ধি দান।
দৃষ্টি শক্তি সবাকার করিল প্রদান॥
পতিত পাবন প্রভু নিতাই সুন্দর।
পতিতের লাগি যাঁর কারুণ্য অন্তর॥
একবার তাঁর পদে যে লয় স্মরণ।
শত অপরাধী হইলেও করয়ে মোচন॥
প্রাতে দস্যুগণ আসি ধরিল চরণ।
নিতাই প্রসাদে সবে পেল প্রেমধন॥
দয়াল নিতাই কৈল গৌর প্রেমদান।
নিতাই করুণা বিনা কারো নাহি ত্রাণ॥
হিরণ্যের ঘরে নিতাই দস্যু উদ্ধারিল।
তাঁর ভক্তি বশে বহু বৈভব দেখাইল॥
নিতাই বৈভব হেরি বিপ্র প্রেমমন।
কায়মনে সেবিলেন নিতাই চরণ॥
হিরণ্যের সেবা বশ নিত্যানন্দ রায়।
বৈভব প্রকাশি কৃপা করিল তাহায়॥
নিত্যানন্দ কৃপাযোগ্য হিরণ্য মহামতি।
যাহার স্মরণে ঘুচে অশেষ দুর্গতি॥
জয় জয় বিপ্রবর কৃপা কর মোরে।
তোমার নিতাই পদে রাখহ আমারে॥
পতিত পাবন এই প্রেম অবতারে।
এ হেন নিতাই বিনা ভজিব কাহারে॥
তোমার করুণা বিনা না হেরি উপায়।
কিশোরীর কেবা আছে করিবে সহায়॥

শ্রীশ্রীমান পণ্ডিত

জয় শচীনন্দন জয় গৌর হরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমের ভাণ্ডারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র শ্রীমান পণ্ডিত।
গৌর প্রেম পারিষদ অদ্ভুত চরিত॥
দেউটি ধারণ যাঁর গৌরাঙ্গ সেবন।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন॥

তথাহি – শ্রীগৌঃ গঃ—(কৃষ্ণদাস)—
"প্রভু নৃত্যে শ্রীমান পণ্ডিত দেউটি ধরিলেন।
পূর্ব্বে শোভন নাম বৃন্দাবনে ছিলেন॥"

শোভন নামেতে সেবক ছিল বৃন্দাবনে।
তেঁহ এবে অবতীর্ণ লীলার কারণে॥
পূর্ব্বভাবে ভাবান্বিত তনু প্রাণ মন।
দেউটি ধারণ কার্য্য যাহার সেবন॥
প্রেমাবেশে গৌর যবে করয়ে নর্ত্তন।
দেউটি ধরয়ে বিপ্র করিয়া যতন॥
দেবীভাবে নাচে প্রভু চন্দ্রশেখর ঘরে।
সম্মুখে দেউটি ধরে আনন্দ অন্তরে॥
প্রভুর প্রকাশ তেঁহ অগ্রেতে হেরিল।
তার দ্বারে ভক্তগণ সকলে জানিল॥
প্রভু যদি গয়া হৈতে কৈল আগমন।
ভেটিবারে পণ্ডিত চলয়ে সুখ মন॥
বিদ্যাবিলাসী প্রভুর প্রেমের বিকাশ।
হেরিয়া পণ্ডিত বুঝে প্রভুর প্রকাশ॥
বিষ্ণুপাদ পদ্মের কথা কহিতে কহিতে।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু পড়িল ধরাতে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু করয়ে ক্রন্দন।
হেরিয়া ভকতগণ প্রেমেতে মগন॥
স্বেত-কম্প-পুলকাদি হুঙ্কার গর্জ্জন।
হেরিয়া পণ্ডিত হৈল সবিস্ময় মন॥
কতক্ষণে বাহ্য পায়া প্রভু গৌরহরি।
পণ্ডিতেরে সম্ভাষিয়া কহে দৈন্য করি॥
কালি শুক্লাম্বর ঘরে কর আগমন।
কহিব সকল কথা সবার সদন॥
শুনি মহানন্দে পণ্ডিত করিল গমন।
অতি প্রাতে শ্রীবাস গৃহে কৈল আগমন॥
এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস ভবনে।
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প ফুটে সর্ব্বক্ষণে॥
যতেক বৈষ্ণব প্রাতে করি আগমন।
প্রেমানন্দে কুন্দ পুষ্প করয়ে চয়ন॥

সে দিবস কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ভক্তগণ।
আসি কুন্দ পুষ্প সবে করিছে চয়ন॥
সেকালে আসিল তথা শ্রীমান পণ্ডিত।
সবারে কহিল যত প্রভুর চরিত॥
সবার জীবন ধন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বিদ্যাবিলাসে মত্ত রহে নিরন্তর॥
বিদ্যাগর্ব্ব হুঙ্কারে করে জগত স্তম্ভিত।
প্রেম না প্রকাশে হেরি দুঃখ ভক্ত চিত॥
সেইত নিমাই গয়াধামেতে চলিল।
গৃহেতে আসিয়া দিব্য ভাব প্রকাশিল॥
পূর্ব্বের সকল ভাব হৈল অন্তর্দ্ধান।
বিদ্যাগর্ব্ব ত্যজি প্রেমনীরে ভাসমান॥
অত্যাদ্ভুত প্রেমৈশ্চর্য্য প্রকাশ করিল।
পণ্ডিত মুখে শুনি সবে বিস্ময় মানিল॥
মৃতক শরীরে সবে পাইল পরাণ।
প্রেমানন্দে কহে হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
পরম দয়াল প্রভু শচীর নন্দন।
যাহার প্রকাশে ধন্য হবে ত্রিভুবন॥
মহানন্দে হরি ধ্বনি করে সর্ব্বজন।
সবাকার যে আনন্দ বলে কোনজন॥
মহানন্দে শুক্লাম্বর ভবনে চলিল।
প্রাণনাথে হেরি সবে বিহ্বল হইল॥
নিজ প্রাণনাথে হেরি শ্রীমান পণ্ডিত।
আনন্দে বিভোর হৈল হেরিয়া চরিত॥
অপূর্ব্ব প্রেম বৈভব করিল দর্শন।
দাস বিনা হেন তত্ত্ব না জানে কোনজন॥
শ্রীমান সর্ব্বকাল গৌরাঙ্গের দাস।
তেকারণে হেরিলেন এমত প্রকাশ॥
দাস বিনা প্রভু প্রকাশ হেরিবারে নারে।
দাস দ্বারে ব্যক্ত করে অখিল সংসারে॥

ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস পণ্ডিত শ্রীমান।
দেখাহ গৌরাঙ্গ লীলা করি কৃপাদান ॥
দাস অনুদাস রূপে করি অঙ্গীকার।
প্রভুর প্রকাশ মোরে দেখাহ একবার ॥
গৌরাঙ্গের দাস তুমি গৌর প্রিয়জন।
তুমি বিনা কিশোরীর আছে কোনজন ॥

শ্রীবনমালী পণ্ডিত

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণ্য হৃদয় ॥
জয় জয় সীতানাথ পতিত পাবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
নদীয়া নিবাসী শ্রীবনমালী পণ্ডিত।
গৌর প্রেম পারিষদ অদ্ভুত চরিত ॥
সর্ব্বগুণ যুক্ত বিপ্র পণ্ডিত সুজন।
আস্বাদয়ে গৌর প্রেম করিয়া যতন ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ১৪৯ শ্লোকঃ
বেনুঞ্চ মুরলী যোঽধান্নাম্না মালাধরো ব্রজে।
সোঽধুনা বনমাল্যাখ্যঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ (কৃষ্ণদাস)—
"বনমালী পণ্ডিত পূর্ব্বে মালাধর ছিলা ॥"
ব্রজে মালাধর নাম সখা একজন।
কৃষ্ণের মুরলী বেণু করিত বহন ॥
সেই মালাধর এবে কৈল আগমন।
বনমালী পণ্ডিত নাম করিল ধারণ ॥
পূর্ব্বভাবে ভাবান্বিত পণ্ডিতের মন।
গৌর সহ প্রেমরঙ্গে করয়ে ভ্রমণ ॥
নবদ্বীপে বিহরয়ে গৌরগণ সঙ্গে।
গৌর প্রেমলীলা হেরে প্রেমানন্দ রঙ্গে ॥
একদা ঈশ্বরাবেশে শ্রীশচীনন্দন।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি দেখাইল সর্ব্বজন ॥
প্রভু করে সুবর্ণের শ্রীহল মুষল।
পণ্ডিত বনমালী হেরি হইল বিহ্বল ॥
শ্রীবাস ভবনে লীলা করে বিশ্বম্ভর।
ভাব অনুরূপ হেরে যত সহচর ॥
বলরামাবেশে নাচে শ্রীশচীনন্দন।
শ্রীরামের মুখে শুনি আসে বিপ্রগণ ॥
পণ্ডিতগণ করে হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন।
তার মধ্যে বনমালী পণ্ডিত একজন ॥
সেকালেতে লাঙ্গল তেঁহ করিল দর্শন।
কবি কর্ণপুর সুখে করয়ে বর্ণন ॥

তথাহি চৈঃ চঃ (কাব্যে)-৮ম সর্গে ৪৬/৪৭ শ্লোকঃ
তত্রৈব কশ্চিদ্বপ্রাগ্র্যো বনমালী মহাশয়ঃ।
অপশ্যৎ পর্ব্বতাকারং হলং কাঞ্চন নির্ম্মিতম্ ॥
দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ো ভূত্বা লোচনাশ্রু ঝবাকুলঃ।
পুলকৌঘপরীতাঙ্গো ন সস্মার তদা তনুম্ ॥
প্রভুর বৈভব বিপ্র করি দরশন।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে প্রেমাকুল মন ॥
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণ সহ কৈল গোচারণ।
এবে তৈছে গৌর সহ কীর্ত্তনে মগন ॥
গৌর প্রিয় পারিষদ পণ্ডিত বনমালী।
পূর্ব্বভাবে বিহরয়ে হয়া কুতূহলী ॥
পণ্ডিত সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি গৌর জানাল যাহারে ॥
ব্রজের পার্ষদ বিপ্র নদে আগমন।
তাহার মহিমা বুঝে আছে কোনজন ॥
জয় জয় বনমালী পণ্ডিত মহাশয়।
বারেক করুণা কর ঘুচুক সংশয় ॥
মায়া মোহ তমাচ্ছন্ন তনু প্রাণ মন।
কিশোরীর কৃপা কর লইল শরণ ॥

শ্রীপরমেশ্বর মোদক

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রেমানন্দ কন্দ॥
জয় জয় গদাধর মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ॥
নদীয়া নিবাসী পরমেশ্বর মোদক।
সর্ব্বকাল হন যেবা গৌরাঙ্গ সেবক॥
প্রভুর বাটীর পাশে তাঁহার ভবন।
হেরয়ে গৌরাঙ্গ লীলা ভরিয়া নয়ন॥

তথাহি :—শ্রী গৌঃ গঃ (রামাই)
"মধুর নামেতে যেই দাস পূর্ব্বকালে।
মোদক পরমেশ্বর কহিল বিবরিয়ে॥"
মধুর নামেতে দাস ছিল ব্রজপুরে।
তেঁহ এবে অবতীর্ণ নদীয়া নগরে॥
পূর্ব্বভাবে ভাবান্বিত তনু প্রাণ মন।
সেবয়ে গৌরাঙ্গ চাঁদে করিয়া যতন॥
বাল্যলীলা খেলা করে প্রভু গৌরহরি।
পূর্ব্বে যৈছে লীলা কৈল বৃন্দাবন পুরী॥
বাল্য লীলারঙ্গে গৌরচন্দ্র বারে বারে।
পরমেশ্বর ঘরে যায় মহানন্দ ভরে॥
দুগ্ধ খণ্ড মোদক তেঁহ গৌরচন্দ্রে দেয়।
মোদক খায়া মহাপ্রভু মহাসুখ পায়॥
পরম বাৎসল্য তাঁর গৌরচন্দ্র প্রতি।
গৌর বাল্য-লীলা হেরে মহানন্দে মাতি॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর নীলাচলে গেল।
প্রভুকে দেখিতে তেঁহ প্রেমেতে চলিল॥
সস্ত্রীক ক্ষেত্র মাঝে করিলেন গমন।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে পুলকিত মন॥
প্রভুকে মিলিয়া তেঁহ বলেন বচন।
আসিল মুকুন্দার মাতা দর্শন কারণ॥
শুনি প্রভু শচীসুত সঙ্কোচিত মন।
দোঁহাকার প্রীতি বশ প্রভু অনুক্ষণ॥

তথাহি :—শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ডে ১২ পরিঃ।
"নদীয়া নিবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর॥
বালক কালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান।
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয় প্রভু তাহা খান।
প্রভু বিষয় স্নেহ তার বালক কাল হৈতে।
সে বৎসর সে আইল প্রভুকে দেখিতে॥"
প্রভু প্রতি মোদকের প্রীতি অতিশয়।
বাৎসল্যভাবে সেবা করে আনন্দ হৃদয়॥
সস্ত্রীক করিল বহু গৌরাঙ্গ সেবন।
যাহার মোদকে বদ্ধ গৌরাঙ্গের মন॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে গৌর অবতার।
ভাব অনুরূপ সেবে আনন্দ অপার॥
ব্রজ পরিকর সব নদে আগমন।
আপনি প্রকাশি প্রভু জানায় সর্ব্বজন॥
গৌর পরিকর শ্রীমোদক মহাশয়।
নদীয়ায় বিলসয়ে প্রফুল্ল হৃদয়॥
হেরিয়া গৌরাঙ্গ লীলা পুলকিত মন।
লীলার সহায় কৈল করিয়া সেবন॥
গৌরপ্রিয় পরমেশ্বর মোদক মহামতি।
যাহার প্রসাদে মিলে গৌরাঙ্গেতে রতি॥
ওহে শ্রীপরমেশ্বর মোদক মহাশয়।
দেখায়া গৌরাঙ্গ লীলা পুরাহ আশয়॥
শ্রীগৌর চরণে রতি দেহ একবার।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা করুণা তোমার॥

ইতি—

শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব মহিমা বর্ণনে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আদি পার্ষদ মহিমা কথনং নাম দ্বিতীয় লহরী সমাপ্ত।

একাদশী ব্রত নির্ণয়

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের ২য় ভাগের ১২ বিলাসের বর্ণন এইরূপ।

হে মহাদেবী! একাদশী দিনে আহার করিলে যমদূতেরা তাহার মুখে অগ্নিবর্ণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥১১॥

তথাহি—৩১ শ্লোকঃ (কাত্যায়ন স্মৃতি)
অষ্টাবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যোঅপূর্ণাশীতি বৎসরঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥
আট বৎসরের পর আশীতি বর্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করা আবশ্যক ॥

তথাহি—৭ শ্লোকঃ—
একাদশী চ সম্পূর্ণা বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা।
বিদ্ধা চ বিবিধা ঃ ...জাবিদ্ধাতু পূর্ব্বজা ॥১
একাদশী দ্বিবিধ—সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। বিদ্ধা ও নানাবিধ, তন্মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিবে ॥১

তথাহি ১২২ শ্লোকঃ (ভবিষ্য পুরান)
আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহুর্ত্তদয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥২
অরুণোদয় কাল অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্ব হইতে পরদিবস সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত একাদশী বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণা বলে। ইহাই অরুণোদয় বিদ্ধা ॥২

তথাহি—১২৯ শ্লোকঃ (পদ্মপুরাণ)
অরুণোদয় বেলায়াং দশমীমাশ্রিতা ভবেৎ।
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষ্যেদ বিচারয়ন ॥৩
অরুণোদয় কালে একাদশী যদি দশমী মিশ্রিত হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে; এ বিষয়ে কোনও বিচার করিতে হইবে না ॥৩

তথাহি—১০৯ শ্লোকঃ (নারদ পুরাণ)
বহুবাক্য বিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তুপারণম্ ॥ ৪ ॥
যে স্থলে বহু বাক্যের বিরোধ হেতু সন্দেহ জন্মায়, সে স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

উপবাস দিবস কৃত্য

তথাহি—১১ শ্লোকঃ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)
উপবাস ফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভুক্ত চতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রৌনাহর্নক্তং মধ্যমে ॥ ১ ॥
যিনি উপবাসের ফলপ্রাপ্তি কামনা করেন তিনি পূর্ব্বদিনে (দশমীতে) রাত্রি ভোজন, পরদিনে (দ্বাদশীতে) রাত্রিভোজন এবং মধ্যদিনে একাদশীতে দিবা ও রাত্রি এই ভোজন চতুষ্টয় বর্জ্জন করিবে।

তথাহি – ৪০ শ্লোক (মহাভারত)
অষ্টৈতান্য ব্রতঘ্নানি আপোমূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণ-কাম্যাচগুরোর্ব্বচনমৌষধম্ ॥ ২ ॥
জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণ-কামনা, গুরুবাক্য ও ঔষধ এই আটটি ব্রত নষ্ট করে না।

তথাহি—১৭ শ্লোকঃ (পদ্মপুরাণ)
পরভাশোঽপি বামেরু! সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যং সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিংপুনশ্চান্ন সংক্রিয়া ॥৩॥
হে সুন্দরী! হরিবাসরে যখন যজ্ঞীয় হবি অথবা যব ও গোধূম চূর্ণ প্রস্তুত রোটিকা বিশেষও অভক্ষ্য, তখন অন্ন পাকের কথা আর কি বলিব।

॥ শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ॥

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১.৫০
২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—৬.০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১.৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন : ভিক্ষা—৭.০০
(স্থান মাহাত্ম্যসহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থের ভ্রমণ পথ নির্দেশ)
৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—১০.০০
(পঞ্চশতাধিক গৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবন চরিত্র সম্বলিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে)
৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—৫.০০
৭। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি ধর্ম্ম : ভিক্ষা—২.০০
৮। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত : ভিক্ষা—৬.০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
৯। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার : ভিক্ষা—৮.০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
১০। শ্রীশ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ : ভিক্ষা ২.০০
১১। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলা রহস্য : ভিক্ষা—৩.০০
১২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিচয় : ভিক্ষা—৩.০০
১৩। শ্রীঅভিরাম লীলামৃত : ভিক্ষা—১৫.০০

॥ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ॥

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagadguru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan), Shri Chaitanya Doba, P.O. Halishar and Printed by self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone : (92) 2415).
Editor : Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৮.০০ প্রতি সংখ্যা—২.০০

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শ্রীগোপাল প্রকট ও শ্রীগৌরাঙ্গ সহ মিলন

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত রাগমার্গীয় বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের সর্ব্বাদি সূত্রধার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীহট্ট জেলার পূর্ণিপাট গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার রচিত রূপাভিসার বিষয়ক পদের বর্ণন—

"নব যৌবনী, চন্দ্র বদনী, বৃন্দাবন বাটে।
মাধবেন্দ্র পুরী, রচিত ভাষ, বর্ণি পূর্ণিপাটে॥"

মাধবেন্দ্র পুরী কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কৈশোরে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। বৈরাগ্য দেখিয়া পিতা বিবাহ দেন। বিষ্ণুদাস নামক এক পুত্র সন্তান জন্মকালে পত্নী বিয়োগ ঘটে, কিছুদিন পরে চাকদহের নিকট বিষ্ণুপুর গ্রামে আসিয়া চতুষ্পাটি খোলেন। সে সময় শ্রীমদদ্বৈত প্রভু ও শ্রীপাদ পুরীর সহিত মিলন ঘটে। কিছুদিন পরে অদ্বৈত প্রভুর সমীপে পুত্র বিষ্ণুদাসকে রাখিয়া দক্ষিণদেশে গমন করত: শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল দেবকে প্রকট করতঃ চন্দনোদ্দেশ্যে নীলাচলে গমন উপলক্ষ্যে শান্তিপুরে আগমন করেন।

শান্তিপুরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর আগমন কাল সম্পর্কে শ্রীচূড়ামণি দাসের শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয় গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"যে দিবস অদ্বৈতের সাথ দরশন। সে দিবসে নিত্যানন্দ লভিল জনম॥"

প্রভু নিত্যানন্দের জন্মকাল সম্পর্কে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের ১৪ অধ্যায়ের বর্ণন যথা—

"তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে। শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥"

১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম হওয়ায় ঐ দিবস অদ্বৈত সহ মাধবেন্দ্র পুরীর মিলন ঘটে। শ্রীগোপাল প্রকট বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

"এইমত বৎসর দুই করিল সেবন। একদিন পুরী গোসাই দেখিল স্বপন॥"

স্বপ্নাদেশ অনুরূপ শ্রীগোপাল দেবের প্রকটের দুই বৎসর পরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী চন্দন উদ্দেশে আগমন করেন। অতএব ১৩৯৩ শকাব্দের মাঝামাঝি শ্রীগোপাল দেব প্রকটিত হন।

তারপর মাধবেন্দ্র পুরী নীলাচল হইতে চন্দন লইয়া রেমুনায় আগমন করত: গ্রীষ্মকালে শ্রীগোপীনাথ দেবের অঙ্গে চন্দন লেপন করেন। পুনরায় নীলাচলে গমন করতঃ চতুর্ম্মাস্য উদযাপন করেন। তারপর ঝারিখণ্ডের হ্রদতীরে এক অপ্রাকৃত বট বৃক্ষতলে বসিয়া গলিত পত্র ভক্ষণ করত: অষ্টমাস শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটের জন্য আরাধনা করেন। সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গ দেব আবির্ভূত হইয়া প্রেমশক্তি সঞ্চার করেন। তারপর পরমানন্দ পুরী আদি সপ্ত শিষ্য তথায় আসিলে তাহাদের বিষ্ণুমন্ত্রে পুরশ্চরণ করতঃ একচাক্রায় প্রভু নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। ১৪০৭ শকাব্দের পরে কোন এক সময়ে তীর্থ ভ্রমণ কালে মাধবেন্দ্র পুরী সহ প্রভু নিত্যানন্দের মিলন ঘটে। তৎপরে ১৪১২ শকাব্দের ৫ই বৈশাখ সোমবারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চূড়াকরণ উৎসবে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে দেখা যায়। ঐ সময় কিছুদিন নবদ্বীপে অবস্থান করেন। চূড়াকরণের পূর্ব্বে ৭ই ফাল্গুন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি পূজনের পূর্ব্বে নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর জন্মতিথির পূজা করেন।

তথাহি—শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়ে—

"মাধবেন্দ্র কৈল জন্ম তিথির পূজন।"

প্রভুর চূড়াকরণের কিছু পরে মাধবেন্দ্র পুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করেন এবং কতদিন পরে রেমুনায় অন্তর্দ্ধান করেন। নবদ্বীপে অদ্বৈত প্রভুর সহিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলনের অর্থাৎ ১৪২৬ শকাব্দের পূর্ব্বেই মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তর্দ্ধান ঘটে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

৭ম বর্ষ—১ম সংখ্যা—ফাল্গুন—১৩৮৮ সাল, শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৫

: বিজ্ঞপ্তি :

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুণাবলে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকাটি বর্ত্তমান বর্ষ (১৯৮২ খৃঃ) হইতে ত্রৈমাসিকরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার বার্ষিক চাঁদা ৮·০০, প্রতি সংখ্যা—২·০০ ধার্য্য করা হইয়াছে। ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে।

আপনি নিয়মিত বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিত ভক্তগণের মধ্যে প্রচার করে গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টা করতঃ লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব-শাস্ত্র প্রচারের সহায়তা করুন।

নিবেদক—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

(সম্পাদক, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী)

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর,

জেলা ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাসে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ে শ্রীরূপ কবিরাজের বিশেষ বিবরণ

রূপ কবিরাজ যথা অপরাধ কৈল।
কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থে মৃত্যু হৈয়া ভূত হৈল ॥
যদ্যপি এ অন্যত্র কহিব বিবরিয়া।
তথাপি কহিয়ে এথা সঙ্ক্ষেপ করিয়া ॥
উত্তম কুলেতে জন্ম অতি শিষ্টাচার।
গুরুকৃপা তাঁহারে কহিয়ে শিষ্য যাঁর ॥
শ্রীচৈতন্য প্রিয় লোকনাথ কৃপাময়।
তাঁর শিষ্য শ্রীনরোত্তম মহাশয় ॥
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তাঁর শিষ্য রূপ কবিরাজ গৌড় হৈতে।
শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গেলেন ব্রজেতে ॥
গুরু কৃষ্ণ একই যে সুদৃঢ় বিশ্বাস।
গুরু আজ্ঞা লৈয়া কৈল রাধাকুণ্ডে বাস ॥
পূর্ব্বে ব্যাকরণ আদি কৈল অধ্যয়ন।
শ্রীভাগবত আদি পড়িতেই হৈল মন ॥
গুরু আজ্ঞা লৈয়া শ্রীমুকুন্দ দাস স্থানে।
করিল আরম্ভ ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী গৌড়ে আইলা।
রূপদাস গোস্বামীর গ্রন্থাদি পড়িলা ॥
প্রেমভক্তি রসাস্বাদে সদা মগ্ন হৈল।
শ্রীকুণ্ড নিবাসী সবে দেখি সুখ পাইল ॥
শ্রীমুকুন্দ কথোদিন করি বিদ্যাদান।
অপ্রকট হৈলা কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া তান্ ॥
তাঁর অপ্রকট হৈলে কথোদিন পরে।
অপরাধ কৈল কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী দ্বারে ॥
একদিন ভাগবত পাঠারম্ভ কালে।
আইলেন কুণ্ডবাসী বৈষ্ণব সকলে ॥
সবাকার মান্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
তেঁহ আইলেন মনে মহাসুখ মানি ॥
সবে মহানন্দে তাঁর সম্মান করিল।
রূপ কবিরাজ কিছু আদর না কৈল ॥

তথাপিহ তাঁর কিছু না জন্মিল মনে।
বসিলেন হর্ষ হৈয়া শ্রীকথা শ্রবণে ॥
রূপ কবিরাজ ঠাকুরাণী প্রতি কয়।
এককালে দুই কর্ম্ম কৈছে যুক্তি হয় ॥
অতিশয় আর্ত্তি দেখি নাম গ্রহণেতে।
শ্রীভাগবত শ্রবণ বা হয় কি রূপেতে ॥
ঠাকুরাণী কহে, এই অভ্যাস জিহ্বার।
শ্রবণের বাধা ইথে না হয় আমার ॥
শুনি ক্রোধাবেশে রহিলেন রূপদাস।
সেইক্ষণে রূপের হইল সর্ব্বনাশ ॥
প্রথমেই হেয় বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবেতে।
তৈছে কৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ বৈষ্ণবেতে ॥
পরম দুর্ল্লভ ভক্তিপথে হৈল হীন।
না রহিল সে প্রেমাবেশের কিছু চিন ॥
সর্ব্ব প্রকারেও বড় মানি আপনারে।
অন্যত্রেও অপরাধ উপার্জ্জন করে ॥
করিতে পৃথক মত হৈল মহাআর্ত্তি।
অন্যে বহির্ম্মুখ পথে করায় প্রবৃত্তি ॥
ঘুচিল সে তেজ দেহাগ্নি হীন অঙ্গার।
আপনার জ্ঞানে হৈল কুষ্ঠের সঞ্চার ॥
কিছুদিনে ব্যক্ত হৈল বহির্ম্মুখ ক্রিয়া।
লাঘব প্রযুক্ত গৌড়ে গেলা পলাইয়া ॥
কপট রূপেতে গেলা ইষ্টদেব স্থানে।
তথা ব্যক্ত হৈল লজ্জা পাইলা আপনে ॥
রূপ কবিরাজ গুরু ত্যাগি এই কথা।
সর্ব্বত্র ব্যাপিল সবে কহে যথা তথা ॥
হইল লাঘব গৌড়ে নারে স্থির হৈতে।
উৎকলে প্রবেশ কৈল ঘুরিয়া গ্রামেতে ॥
তথা কুষ্ঠরোগ দেহ খণ্ড খণ্ড হৈল।
পাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ কথোদিনে মৈল ॥
ভূত হৈয়া কোন জনে করিয়া গ্রহণ।
জানাইল অপরাধে হইলু এমন ॥

এমন বৈষ্ণবগুণ শুন শ্রোতাগণ।
সত্য সত্য বলি ইহা শাস্ত্রের বচন॥
হংস হংসী দেখ পক্ষী জনম লইয়া।
আহারে যায় দুঁহে নিয়ম করিয়া॥
বৈষ্ণব দর্শন বিনা না করে আহার।
সে মর্ম্ম জানিল ব্যাধ বহু চেষ্টা পর॥
ব্যাধবেশ ছাড়ি ধরে বৈষ্ণব লক্ষণ।
হংসীকে হংস তবে বলে যে বচন॥
প্রাতে আজি হৈল দেখ বৈষ্ণব দর্শন।
এবে চল যাই মোরা করিতে ভোজন॥
এতেক শুনিয়া হংসী হংসকে কহিল।
ব্যাধপুত্র ভণ্ড এই এখানে আইল॥
এতেক শুনিয়া হংস করে যে বিনয়।
বৈষ্ণবের দ্বেষ তুমি কেমনে করয়॥
ক্ষুদ্র জীব হয়্যা কর বৈষ্ণব নিন্দন।
ভণ্ড হউক তবু সে বৈষ্ণব লক্ষণ॥
এতেক বলিয়া দুঁহে গমন করিল।
ব্যাধের নিকটে সেই আসিয়া পড়িল॥
তখন দেখিয়া ব্যাধ আনন্দিত হৈল।
দুঁহাকে ধরিয়া শীঘ্র আঁচলে পুরিল॥
রাজার নিকটে তবে দিলা শীঘ্র করি।
তখন রাখিল রাজা পিঞ্জরেতে ভরি॥
পিঁজরা হইতে হংস বলে যে বচন।
পিঁজরাতে রাখিলে রাজা বল কি কারণ॥
পক্ষী জন্ম লয়ে মোরা কি কর্ম্ম করিনু।
সে প্রেম রতন ধন হেলাতে হারানু॥
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈনু অসৎ বিলাস।
তেকারণে লাগি গেল কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
এই ব্যাধপুত্র দেখ আনিল ধরিয়া।
বিশ্বাস করিনু তারে বৈষ্ণব দেখিয়া॥

অন্যের ঘরের দ্রব্য অন্যে নাহি জানে।
যদি বা জানয়ে দেখ করি অনুমানে॥
অনুমানে বিদ্যমানে দেখিলে জানয়।
বিবরিয়া কহ রাজা আপন আশয়॥
এতেক শুনিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
রাজমহিষী মোর ব্যাধিতে পড়িল॥
বৈদ্যমুখে শুনিলাম ঔষধ করণ।
হংস বধ করি হৈল তবে প্রয়োজন॥
এতেক শুনিয়া হংস বলে যে বচন।
সকলের মূল রাজা শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সর্ব্বধর্ম্ম সার।
সত্য সত্য দেখ রাজা করিয়া বিচার॥
সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় শ্রীকৃষ্ণ ভজনে।
ভাগবতে ব্যাসদেব করেন বর্ণনে॥
অনিত্য শরীর এই জলবিম্ব প্রায়।
ব্যাধিতে ঘেরিল দেহ কহি যে তোমায়॥
দিনে দিনে এই দেহ হইবে জর্জ্জর।
ইহার ঔষধ খুঁজে সেইত পামর॥
এই দেহ দেখ রাজা চিরকাল নয়।
আয়ুশেষে ঔষধেতে কি কাজ করয়॥
নিরন্তর কৃষ্ণরস পান যেবা করে।
তাহার শরীরে ব্যাধি রহিতে না পারে॥
রসের শরীর সেই শুনহ রাজন্।
দুঃখে সুখে দেখ তার সমান কারণ॥
দুঃখ সুখ দেখ তেঁহ না করে বিচার।
ভ্রমর স্বভাব সেই জানিহ তাঁহার॥
সেইমত কৃষ্ণভক্ত না জানে যে আন।
নিজ প্রাণ প্রাণ নহে কৃষ্ণ তার প্রাণ॥
তার সাক্ষী দেখ ব্রজে গোপগোপীগণ।
শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া বহু করে আকিঞ্চন॥

গুরু পরিজনে যত ভৎর্সন করয়।
তথাপি ছলেতে কৃষ্ণে যাইয়া মিলয়॥
বিবরিয়া কহি রাজা শুনহ নির্দ্ধার।
আরোপে স্বরূপ দেখ করিয়া বিচার॥
বিচার করিতে মনে না কর অলস।
বিচারে জানিবে রাজা সুদৃঢ় মানস॥
যৈছে শুন তৈছে দেখ তৎপর হইবে।
তবে সে সাধন রাজা করিতে পারিবে॥
পূর্ণ ভগবান যেঁহো রাখাল স্বরূপ।
তাঁর পরিকর যেই সেই রসকূপ॥
শুনিয়া তখন রাজা করিয়া বিনয়।
পিঞ্জর ঘুচায়ে তবে দিল যে বিদায়॥
তবে হংস হংসী সেই করিল গমনে।
আরোপ কহিনু এই শোধিতে আপনে॥
তবে শ্রীনিবাস সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
প্রেমেতে পূরিত দেহ গুণ যে প্রচুর॥
বাউলের প্রায় প্রেমে নহে সম্বরণ।
দেখি অভিরাম পুনঃ কৈলা আলিঙ্গন॥
প্রেমেতে অস্থির হৈলা স্থির করাইলা।
কহনে না যায় সেই অভিরাম লীলা॥
তবে শ্রীনিবাসে পুনঃ বলেন বচন।
বৃন্দাবনে শীঘ্রগতি করহ গমন॥

[1]শ্রীরূপের স্থানে তুমি হবে উপাসনে।
শুনি শ্রীনিবাস গেলা করিয়া ক্রন্দনে॥
বৃন্দাবনে কৈলা তিঁহ যমুনা দর্শন।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন॥
যমুনা দেখিয়া তিঁহ করেন প্রণাম।
অস্পর্শী পাপিষ্ঠ আমি পুর মোর কাম॥
গৌড়দেশ হইতে আমি আইনু এখানে।
মোর প্রাপ্তি হয় যেন শ্রীরূপের স্থানে॥
কেনকালে তথা এক ব্রজমায়ি গেলা।
শ্রীরূপের প্রাপ্তি হৈল তিঁহ যে কহিলা॥
তাহা শুনি শ্রীনিবাস মূর্চ্ছিত হইয়া।
যমুনার তটে তিঁহ রহিল পড়িয়া॥
তখন [2]গোপাল ভট্ট আইল এখানে।
শ্রীনিবাসে দেখি তাঁর হয় উদ্দীপনে॥
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখিতে সুন্দর।
চেতন করিয়া তাঁরে বলেন সত্বর॥
কোথা হৈতে আইলে তুমি ব্রাহ্মণ তনয়।
বিবরিয়া কহ মোরে যাউক সংশয়॥
এত শুনি শ্রীনিবাস বলেন কান্দিয়া।
দীক্ষিত হইব বলি আইনু ভ্রমিয়া॥
মহাপ্রভু সংগোপন শুনিলাম সেখানে।
আকাশবাণীতে এই শুনিনু শ্রবণে॥

---

১) শ্রীরূপ—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা পূর্ব্বাবতারে ব্রজে শ্রীরূপমঞ্জরী ছিলেন। তিনি গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নবাবদত্ত নাম দবীর খাস। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করতঃ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন।

২) গোপাল ভট্ট—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ছয় গোস্বামীর একজন। তিনি পূর্ব্ব অবতারে ব্রজে শ্রীগুণমঞ্জরী ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। ত্রিমল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তাঁহার জেঠা ও কাকা ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে যখন তাঁহার গৃহে চতুর্মাস্য করেন তখন তিনি শিশু ছিলেন। তিনি প্রভুর আদেশমত পিতা জ্যেষ্ঠাদির অন্তর্দ্ধানে বৃন্দাবনে আগমন করিলে ক্ষেত্র হইতে মহাপ্রভু ডোর কৌপীন ও আসন প্রেরণ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীরূপসনাতনাদির সঙ্গে অবস্থান করতঃ প্রভুদত্ত দ্রব্য শিরে ধারণ করিয়া প্রভু নির্দ্দেশিত কার্য্য সম্পাদনা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণনগরে যাহ কহিল আমারে।
এই মনোবৃত্তি যত কহিনু তোমারে॥
অভিরাম দিলা এবে শক্তি সঞ্চারিয়া।
শ্রীরূপের স্থানে দীক্ষা লইতে কহিলা॥
তিঁহো দীক্ষা মন্ত্র দিবেন সেখানে।
এথানে শুনি শ্রীরূপ হৈলা সংগোপনে॥
এখন আমারে কেবা করিবে নিস্তার।
শুনিয়া গোপাল ভট্ট কৈলা অঙ্গীকার॥
শ্রীরূপে আমায় এক নহি যে অভিন্ন।
তোমারে দিইবে দীক্ষা আর কেবা অন্য॥
এত বলি শ্রীনিবাসে উপাসক কৈলা।
[1]মদনগোপাল [2]গোপীনাথ সেবা দিলা॥
সে মর্ম্ম কহি যে তার শুন শ্রোতাগণ।
গুরু আজ্ঞা লয়ে করে বিগ্রহ সেবন॥
উদাসীন নহে সেবা করে অঙ্গীকার।
শ্রীনিবাস আরোপ সেই করি যে বিচার॥
গৃহে মাতা পিতা তার পত্র পাঠাইল।
গোপাল নিকটে সেই পত্র যে পড়িল॥

পত্র পাঠ করি গোপাল আছয়ে বসিয়া।
পুনঃ শ্রীনিবাসে তিঁহ বলেন ডাকিয়া॥
নিজগৃহে যাহ তুমি শুন শ্রীনিবাস।
লইয়া চৈতন্যগুণ করহ প্রকাশ॥
চৈতন্য স্বরূপ তাঁর হয় লীলাগুণে।
প্রকাশ করহ গ্রন্থ সে গৌড় ভুবনে॥
এতেক বলিয়া শীঘ্র গোপাল উঠিয়া।
গাড়িতে ভরিলা গ্রন্থ কুলুপ খুলিয়া॥
তবে শ্রীনিবাসে পুনঃ কৈলা আলিঙ্গন।
[3]শীঘ্রগতি পাঠাইলা এ গৌড় ভুবন॥
গাড়িতে করিয়া গ্রন্থ আনে শ্রীনিবাস।
[4]বিষ্ণুপুরে আসি গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥
সেই সব ক্রিয়া মুদ্রা কে বুঝিতে পারে।
কলিতে চৈতন্যগুণ ঘুষিবা সংসারে॥
অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়।
ভক্তগণ মাত্র তাহা দেখিবারে পায়॥
তাঁর ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা বুঝিতে সংশয়।
অভিরামলীলা গ্রন্থে প্রকাশ করয়॥

---

১) শ্রীমদন গোপাল—শ্রীমদনগোপাল শ্রীপাদ্ সনাতন গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহন শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দ্বারা প্রকটিত হন। অদ্বৈত প্রভু মথুরায় চৌবেকে অর্পণ করেন। আর শ্রীপাদ্ সনাতন গোস্বামী চৌবের ভবন হইয়া আনিয়া প্রেমসেবা স্থাপন করেন।

২) গোপীনাথ—শ্রীরাধা গোপীনাথ দেব শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী (মতান্তরে শ্রীমধু পণ্ডিত) কর্তৃক বংশীবট তট হইতে প্রকটিত হন। এতদ্বিষয়ে মৎ প্রণীত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন গ্রন্থে বিষদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

৩) শীঘ্রগতি পাঠাইলা—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্যামানন্দ ও নরোত্তমের সমভিব্যহারে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভক্তিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড় দেশাভিমুখে রওনা হন।

৪) বিষ্ণুপুর—বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়্গপুর হইয়া মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপুর ষ্টেশন। তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ হইতে বাসে বিষ্ণুপুর যাওয়া যায়।

অকৈতব লীলা এই করি যে বর্ণন।
যাহা শ্রবণেতে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
সামান্ত মানুষ প্রায় সে সব আচার।
বিচার করিতে তাহা হয় চমৎকার॥
আপনা আপনি মোরে লাগয়ে সন্দেহ।
তথাপি মালিনী নাথ করে অনুগ্রহ॥
সন্দেহ ভঞ্জন মোর করেন গোসাঞি।
তাহাতে সহায় পুনঃ হয়েন নিতাই॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলামৃত বর্ণনে
শ্রীনিবাসসহ মিলন নামক
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাময়।
জয় জয় অভিরাম ভক্ত জনাশ্রয়॥
জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈতচন্দ্র।
জয় রূপ সনাতন গৌরভক্ত বৃন্দ॥
জয় জয় গৌরভক্ত করিয়ে স্মরণ।
সবে মিলি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন॥
মোর মন শুদ্ধ সবে করহ সদাই।
অহর্নিশি অভিরাম গুণ যেন গাই॥
সেই ব্রজপুরী কর এ গৌড় ভুবনে।
মোর বাঞ্ছা পুনঃ তোমা সবার মিলনে॥
অতেব স্বরূপ লাগি ভ্রমিতে লাগিলা।
দেখি কোনরূপে কেবা কেমনে রহিলা॥
তবে কায়মনোবাক্যে হইব ঐক্যতা।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই সাধনের কথা॥
পূর্ব্ব উক্তি ভেদ উক্তি করি বিবেচনা।
যার যেই রতি শুদ্ধ ভাবের যাজনা॥
নিজ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণের সেবন।
তাহাকে জানি যে স্থির রতির লক্ষণ॥
চঞ্চল হইলে রতি বেশ্যা মধ্যে গণি।
কৃপা করি অভিরাম লিখনে আপনি॥
লিখিতে সন্দেহ যদি হয়ত আমার।
আপনি কহেন পুনঃ উপায় তাহার॥
সহজ ব্রজের রস জগতে বিহরে।
অন্ধজন নাহি পায় রহে বহুদূরে॥
বস্তুতত্ত্ব নাহি জানে নাহি জানে রতি।
তার প্রাপ্তি নাহি হয় সে ভাব পিরীতি॥
অসম্ভবে স্থায়ী রতি সম্ভবেতে রহে।
অসম্ভবে যজে তাহা গ্রন্থকার কহে॥
সেই অসম্ভব কর্ম্ম হইল আমার।
স্বরূপ দেখিলে বাঞ্ছা করিতে আচার॥
তাহাতে রসের যদি পাই যে উদয়।
তবে সে আরোপ সিদ্ধ জানিব নির্ণয়॥
মান অভিমান তাহে না রহিবে আর।
ছলেতে ভ্রমিয়া দেখ বিশ্বাস তাহার॥
যৈছে গুরু সাধ্য করে তৈছে শিষ্য সাধে॥
তাহে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ কিছুই না বাধে॥
এইত কহিনু শুন গৌর ভক্তগণ।
পূর্ব্বাপর অভিরাম করেন ভ্রমণ॥
বিস্তারি কহিব তাহা শুন শ্রোতাগণ।
প্রধান গোপাল জানে লীলার সন্ধান॥
গৌর মনোবৃত্তি সেই জানে অভিরাম।
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সেই ব্রজেতে শ্রীদাম॥
এ মর্ম্ম জানিবে যেই উপাসকজন।
আদি অন্ত মধ্য লীলা করি যে বর্ণন॥

বাল্য গৌগণ্ড কিশোর হয় তিন লীলা।
বাল্য পৌগণ্ড তিঁহো সাধিতে লাগিলা॥
কৈশোর বয়স তাঁর দেখি মনোহর।
জানিয়া করেন লীলা গৌরাঙ্গ অন্তর॥
সদা কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়ে অভিরাম।
একদিন শচীগৃহে করেন পয়ান॥
শচীর কোলেতে বসি রহে গৌররায়।
বাৎসল্য ভাবে দেখ তাহারে কাঁদায়॥
সে মর্ম জানেন সব দ্বাদশ গোপাল।
গৌর প্রেমে দেখ সব হয়ে মাতোয়াল॥
শচীর কোলেতে বসি রহে গৌর হরি।
হাঁরেরে বলিয়া নাচে করিয়া চাতুরী॥
চূড়া ধড়া অভিরাম করেন সাজন।
অভিরাম লীলা দেখ হয়ে উদ্দীপন॥
মা'ার অঞ্চল ধরি কাঁদে গৌর রায়।
ননী দে দে বলি তিঁহো রব যে উঠায়॥
দেখিয়া শচীর মনে হয় চমৎকারে।
নদীয়া নাগরীগণে ডাকেন সবারে॥
দেখ দেখ আসি ইহা যত নদেবাসী।
নিমাঞে ক্ষেপায় আজি সখা সব আসি॥
ননী দে দে বলি কেন ধূলাতে লুটায়।
গোয়ালিনী নহি আমি কি হবে উপায়॥
ব্রাহ্মণী হইয়া ননী পাই যে কেমনে।
পুরাণে শুনেছি যৈছে নন্দের ভবনে॥
সেই অভিপ্রায় দেখি আপনার ঘরে।
সবাকে ডাকিয়া শচী পরামর্শ করে॥
আর এক অপরূপ দেখহ চাতুরী।
আঙ্গিনা উপরে বসি পূরয়ে মুরলী॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া পুনঃ করে নর্ত্তনে।
ভাই ভাই বলি ডাকে মধুর বচনে॥
পুনঃ শিশুগণ সনে করে কোলাকুলি।
কেহ চেলা হয়ে কেহ করে ঠাকুরালী॥
শ্রীদাম বলিয়া সেই বালকের নাম।
ইহার মাধুরী দেখি অতি অনুপম॥
নৃত্যেতে আনন্দ বড় নিত্যানন্দ রাম।
[১]সুন্দরানন্দাদি কবি গৌরীদাস নাম॥
এসব লইয়া কৈল বাৎসল্য সকল।
দেখি শচীমাতা হয় প্রেমেতে বিহ্বল॥
প্রধান গোপাল জানে সন্ধান লীলার।
বাসুদেব ঘোষে দেখে সে সব আচার॥
পৌগণ্ড বয়সে কৈলে বিদ্যার আরম্ভ।
হরি হরি বলি সদা করি বুলে দম্ভ॥
[২]দিক্‌বিজয়ী আদি পরাভব কৈল।
কৃষ্ণতত্ত্ব বস্তু সব স্থাপন করিল॥

---

১) সুন্দরানন্দ—সুন্দরানন্দ দ্বাদশ গোপালের একজন। পূর্ব্ব ব্রজে সুদাম সখা ছিলেন। যশোহর জেলায় হলদা মহেশপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জাম্বীর বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প ফুটাইয়া ছিলেন।

২) দিক্‌বিজয়ী—দিক্‌বিজয়ীর নাম কেশব কাশ্মীর। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী। তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। গুরু পরম্পরা যথা—নারায়ণ, হংস, সনক, নারদ, নিম্বাদিত্য, শ্রীনিবাসাচার্য্য, বিশ্বাচার্য্য, পুরুষোত্তম, বিলাসাচার্য্য, স্বরূপ, মাধব, বলভদ্র, পদ্মাচার্য্য, শ্যামাচার্য্য, গোপাল, কৃপাচার্য্য, দেবাচার্য্য, সুন্দর ভট্ট, পদ্মনাভ ভট্ট, উপেন্দ্র ভট্ট, রামচন্দ্র ভট্ট, বামন ভট্ট, কৃষ্ণ ভট্ট, পদ্মাকর ভট্ট, শ্রবণ ভট্ট, ভূরি ভট্ট, মাধব ভট্ট, শ্যাম ভট্ট, গোপাল ভট্ট, বলভদ্র ভট্ট, গোপীনাথ ভট্ট, কেদার ভট্ট, গোকুল ভট্টের শিষ্য কেশব কাশ্মীর।

জীবের সে সাধ্য নাহি দেখি যে কাহার।
কৈশোর বয়সে কৈলা সন্ন্যাস আচার॥
কুলীন ব্রাহ্মণগণে করাতে আচার।
অতেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম করেন প্রকাশ॥
তবে সার্ব্বভৌম আদি হৈলা পরাজয়।
বেদান্ত শ্রবণ তাঁর মুখেতে করয়॥
সপ্তাহ দিবস তিঁহো বেদান্ত কহিল।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম রাখি শক্তি প্রকাশিল॥
নিজশক্তি প্রকাশিয়া করেন স্থাপন।
হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে হরে তার মন॥
হরি সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম সর্ব্ববেদ সার।
[1]সার্ব্বভৌম সনে বহু করেন বিচার॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই জগতে বিহরে।
তা সনে বিচার করি কে জিনিতে পারে॥
মূল বৃক্ষ হয় যেই চৈতন্য গোসাঞি।
শাখা-উপশাখা বৃক্ষ জন্মিল তথাই॥
পল্লব পত্রেতে বৃক্ষ হইল শোভন।
পুনশ্চ স্বরূপ তাঁর পারিষদগণ॥
স্থানে স্থানে দেখ সব করেন প্রকাশ।
অভিরাম লীলা লিখি করিয়া নির্য্যাস॥
কোন শাখা কৈছে গুণ করি পরীক্ষণ।
নিজে অভিরাম সেই করিলা ভ্রমণ॥

ভ্রমিতে লাগিলা সেই বিগ্রহ দেখিয়া।
প্রণাম করেন তাঁরে বিশ্বাস করিয়া॥
এইমত সবাকারে করেন দর্শন।
মনোবৃত্তি বুঝি তথা করেন মিলন॥
নিজ ভাবে মত্ত সদা করয়ে উদয়।
ভাবের উপরে ভাব একত্র মিলয়॥
সেই ব্রজ পরিকর গৌরাঙ্গের সঙ্গে।
গৌর মনোবৃত্তি বুঝি বুলে নানারঙ্গে॥
স্বভাব ভাবেতে পুরুষ প্রকৃতি সে হয়।
মিলন করিলে তাহে হয়েন উদয়॥
এ মর্ম্ম জানিবে যেই রসিকের গণ।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন॥
আরোপে স্বরূপ সদা করাই ঘটনে।
মহত্ত করিবে সঙ্গ শয়নে স্বপনে॥
সেই ব্রজ পরিকর যে জন হইবা।
তার দ্বারে অভিরাম সেবা নিয়োজিবা॥
তবে বাঞ্ছা তাহে মোর হইবে পূরণ।
আনুকূল্য করি সেবা করিবে স্থাপন॥
তবে সে মহত্ত গুণ গাইব সদাই।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই বলিহারি যাই॥
বিস্তারিয়া কহি তাহা শুন শ্রোতাগণ।
ব্রজের নিগূঢ় রস কর আস্বাদন॥

---

১) সার্ব্বভৌম—সার্ব্বভৌমের নাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রতিভায় "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতা। যবনগণ কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলে সার্ব্বভৌম নীলাচলে গমন করেন। ক্ষেত্ররাজ প্রতাপ রুদ্র তাঁহাকে সসম্মানে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। তদবধি ক্ষেত্রবাস করেন। মহাপ্রভু ক্ষেত্রে গমন করিলে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে তাঁহার সহিত মিলন ঘটে। মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তি পথে আনয়ন করেন। তাঁহার গৌর সেবার মহিমা অবর্ণনীয়। তাঁহার বিদ্যাগর্ব্ব খণ্ডনকালে যখন প্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন; সে সময় ক্ষণমধ্যে শত শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুর স্তব করেন। তাহাই শ্রীচৈতন্য শতক নামে প্রসিদ্ধ।

ছল উক্তি করি দেখ মিলিবা তথাই।
সাধন ভজন কর ব্রজ অনুযাই॥
কায়মনোবাক্যে সদা করিবা বিশ্বাস।
অভিরাম লীলা এই স্বরূপে প্রকাশ॥
স্বরূপ করিলে স্থায়ী জানিবে আচার।
রূপেতে স্বরূপ লৈকা ঘটাব তাঁহার॥
যৈছে রূপ তৈছে যদি হয়েন স্বরূপ।
তাহার আশ্রয়ে নিলে সেই রসকূপ॥
অতএব সাধুসঙ্গ সর্বোপরি সার।
আরোপ করিয়া সাধ্য জানিবা নির্দ্ধার॥
এ মর্ম গোসাঞি জীউ কহেন আপনে।
ব্যবহার পরমার্থ করেন স্থাপনে॥
এ মর্ম বুঝিতে কেবা পারিবে নির্ণয়।
নীচ দ্বারা অভিরাম প্রকাশ করায়॥
হীনকূলে জন্ম মোর জানে সর্ব্বজনে।
সেইত স্বরূপ রহে জাতি-বন্ধুগণে॥
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বড় হয় যে সবার।
উঞ্ছবৃত্তি করি করে সেবার শুশার॥
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই শুন শ্রোতাগণ।
সংসারে বৈষ্ণব কথা অপূর্ব্ব কথন॥
মহান্ত বৈষ্ণব যার প্রেমচিত্ত হয়।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা কার্য্য না করয়॥
নিরপেক্ষ রূপে করে বিষয় ব্যবহার।
তাহাতে বৈরাগ্য দেখি গোসাঞি বিচার॥
সেইত আরোপে আমি সাধন করিলা।
[১]কালিদাস আরোপ সে গোসাঞি কহিলা॥
সে আরোপ সাধ শিশু বুঝি মোর মন।
বৈরাগ্য হইয়া করে জীবের তারণ॥
মোর মনোবৃত্তি কেবা জানিবে নির্ণয়।
তব দেহে রহি পুনঃ ভ্রমণ করয়॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ জানে সর্ব্বজনে।
সত্য সত্য বলি তাহা এ বেদ পুরাণে॥

তথাহি—
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
যেমন অধীন সেই শুন তার যোড়া।
কার কার বৃষ যেন থাকে নাক ফোঁড়া॥
বান্ধি রাখিয়াছে ভক্ত হৃদয়ের মাঝে।
তিলেক সাধ নাহি দেখ যাই কোন কাজে॥
তার সাক্ষী দেখ সেই আরোপ বিচারি।
ধ্রুব প্রহ্লাদ তায় দেখহ নির্দ্ধারি॥
কায়মনোবাক্যে শিশু করিবে বিশ্বাস।
তব দ্বারা নিজগুণ করিব প্রকাশ॥
অভিরাম লীলা এই ঘোষিবে সংসারে।
প্রকাশ স্বরূপ হৈল পহলানপুরে॥
রূপ স্বরূপ মোর বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে তার অমৃতের খনি॥
নামরূপ বিগ্রহ সেই এক বস্তু হয়।
সাধ্য বিনা দেখ তাহা কারে না মিলয়॥
সাধ্য বিনা সিদ্ধ বস্তু না পায় সন্ধান।
বিস্তারি কহি যে তাহা শুনহ বচন॥
গ্রাম্য কথা কন যদি ব্রজবাসীগণে।
সে কথা জানিহ চারি বেদের সমানে॥

---

১) কালিদাস—কালিদাস সপ্তগ্রামবাসী। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জাতি খুড়ো। তিনি বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদোদক খাতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সদা কৃষ্ণতত্ত্ব বার্ত্তা করেন সবাই।
কহিতে শুনিতে তাহা কোটি সুখ পাই॥
সখাগণ লয়া কৃষ্ণ যাই গোচারণে।
অপূর্ব্ব বনের ফল পাড়িয়া তখনে॥
কৃষ্ণকে দিইব বলি করি যে চিন্তন।
আগে আস্বাদন পিছে করাই ভোজন॥
তালবন খেজুর বন বহুলা বন নাম।
সেইত দ্বাদশ বন কৃষ্ণের বিশ্রাম॥
শারি শুক কোকিল আদি ময়ূরের গণ।
এসব স্মরণে হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন॥
অতএব কর সদা ব্রজবাসীর সঙ্গ।
তাহার মিলনে উঠে প্রেমের তরঙ্গ॥
এতেক শুনিয়া শিষ্য কহে করপুটে।
আমারে রাখহ যদি আপন নিকটে॥
শ্রীচরণকমল সদা করিব নিরীক্ষণ।
থাকিব পশ্চিম পার্শ্বে এ সত্য বচন॥
মরণে জীয়নে সদা রহি তব পাস।
তবে সে তোমার গুণ হইবে প্রকাশ॥
এই বাঞ্ছাপূর্ণ যদি না কর আমার।
নিজেতে কুখ্যাতি তব ঘোষিবে সংসার॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ গোসাঞি কহিলা।
এতেক আক্ষেপ শিষ্য কেন বা করিলা॥
যুগে যুগে অবতার মোর যত হয়।
ভক্ত বিনা ঠাকুরালী কেবা সে করায়॥
হেন ভক্তজন সঙ্গ না ছাড়ি স্বপনে।
তোমারে কহি যে শিষ্য শুনহ বচনে॥
হয় নয় দেখ তুমি আরোপ সাধিয়া।
ভ্রমণ করহ সব মহত দেখিয়া॥
মহত হইলে জানে মহতের গুণ।
অভিরাম সেবা সবে করিবে স্থাপন॥
মোর নাম দেখ সবে লইবে সাদরে।
ভিক্ষা ছল করি পত্র লিখিহ আমারে॥
তাহাতে হইবে বাঞ্ছা সকল পূরণ।
এইত আরোপ সাধ্য করহ এখন॥
তাহে দুঃখ সুখ কিছু না ভাবিহ মনে।
কায়মনোবাক্যে কর মহত মিলনে॥
আমারে যেমন ভাব করিবে উদয়।
সেই ভাব সাধুসঙ্গ করিলে মিলয়॥
এখানে সেখানে ভাব হইবে সমান।
সত্য সত্য বলি শিষ্য শুনহ সন্ধান॥
সেইত আরোপ সাধ্য জানিহ নির্য্যাস।
অভিরাম লীলা মোর স্বরূপে প্রকাশ॥
স্বরূপ দেখিলে তাঁরে করি নুতি স্তুতি।
প্রণাম করিয়া তাঁর বুঝি মনোবৃত্তি॥
স্বরূপ মিলিলে রূপ জানি যে নির্ণয়।
সমুদ্র হইতে পয় আকাশে উঠয়॥
আকাশাদি গুণ যৈছে পর পরভূতে।
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পশ্চাতে করিব পঞ্চ গুণের বিচার।
শুনিয়া সকল জীব হইবে নিস্তার॥
যেখানের পয় দেখ সেখানে তিষ্ঠিত।
সামান্য দর্শিয়া কহি উৎকৃষ্ট বিহিত॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুটে দেখ এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশে পরকাশে॥
জলের ভিতরে চন্দ্র মিশ্রিত না হয়।
এইমত প্রতি ঘটে ভগবান রয়॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীব হয়।
সকল ঘটেতে কৃষ্ণ করেন উদয়॥
করণ কারণ কর্ত্তা হয় ভগবান।
সর্ব্বঘটে দেখ তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥

জন্তু মধ্যে দেখ বোধ আছে যে সবার।
বিষয় বুঝিয়া সবে করে যে আচার॥
সুকর্ম-কুকর্ম দুই তার মধ্যে হয়।
বিবরিয়া কহি তাহা শুনহ নির্ণয়॥
যে যেমন ভাবনা করে সেই বস্তু পায়।
সুফল-কুফল সেই শ্রীকৃষ্ণ যোগায়॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজয়ে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এতেক শুনিয়া শিষ্য করে যে বিনয়।
বিবরিয়া কহ মোরে হইল বিস্ময়॥
পাপ-পুণ্য দুই পথ কহিলে আপনি।
পুণ্যেতে উদয় কৃষ্ণ দাতা শিরোমণি॥

তথাহি—
বহু জন্মানি পুণ্যানি রতিঃ স্যাৎ শ্যামসুন্দরে॥
বহু জন্মাবধি যেই পুণ্য করি থাকে।
সে সব লোকের মনে কৃষ্ণ কথা লাগে॥
সদা কৃষ্ণতত্ত্ব বার্ত্তা করে সঙ্গ করি।
সে সঙ্গে থাকেন কৃষ্ণ আপনি শ্রীহরি॥
পাপ-পুণ্য দুই সেই তাঁহার স্বজনে।
পাপীর সঙ্গেতে কৃষ্ণ থাকেন কেমনে॥
এই কথা বিবরিয়া কহিবে আমারে।
পাপ-পুণ্যফল লোক জানে ত সংসারে॥
তবে কেন পাপবাঞ্ছা করে জীবগণে।
শুনিব তোমার কাছে অপূর্ব কথনে॥
পুনশ্চ গোসাঞিজীউ বলেন হাসিয়া।
সুপথ-কুপথ কৃষ্ণ দিলেন দেখিয়া॥
ফলাফল দেখ তথা আছে যে বিচার।
চিত্রগুপ্ত সেই সব করেন নির্দ্ধার॥

সুপথ বাঞ্ছয়ে দেখ পুণ্যবানজন।
বিবরিয়া কহি শুন তার আচরণ॥
পুণ্যবান হৈলে স্বর্গে করে যে নিবাস।
ইহলোকে আসি পুনঃ করে সে প্রকাশ॥
আত্মনিন্দা করি করে মহতে সম্মান।
মহত প্রসঙ্গ তেঁহ সদা করে ধ্যান॥
মধুর বাক্যেতে করে মহত অর্চ্চন।
করণ-কারণ সেই মহত সেবন॥
সেই দেহে দেখ কৃষ্ণ করেন বিলাস।
স্বপনে না চলে তিঁহো অসতের পাশ॥
আপনি সহায় কৃষ্ণ হয়েন তাহারে।
গুণ বিনা দোষ কভু না করে বিচারে॥
অবিধেয় কার্য্য যদি হয় ভাগ্য হৈতে।
তাঁর প্রিয়জন সেই তরে তাঁহা হৈতে॥
দুর্দ্দৈবে পড়িয়া যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই প্রভু গিয়ে তার চুলে ধরি আনে॥
সুজন কুসঙ্গ যদি ছাড়িতে না পারে।
আপনা আপনি সেই করয়ে ধিৎকারে॥
কৃষ্ণকথা বিনা সেই সকল কুকথা।
আপন সুখ বৃথা সেই বৃথা সব কথা॥
সে কথা মহৎ যেই মনে নাহি করে।
কাকের সমাজে যেন হংস সেই চরে॥
কাকের সদৃশ সেই হয় যে কুজন।
বিবেচনা নাহি তার শুনহ কথন॥
উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে রহে ঘোলা মালা জল।
তাহে স্নান করে সদা বায়স সকল॥
আরোপ বিচারি শিষ্য শুনহ এখনে।
আত্মশ্লাঘা বাক্যে দেখ সেইত কুজনে॥
পরকে বুঝায় ধর্ম্ম আপনি না বুঝে।
অমৃত থাকিতে সেই বিষ লয় খুঁজে॥

তথাহি—স্কন্দ পুরাণে—
নিন্দন্তি যে হরে ভক্তান্নরা পাপেন মোহিতাঃ।
পৃথিব্যাং যানি পাপানি গৃহ্নন্তিতে নরাধমাঃ।
মহত নিন্দনে হয় কৃষ্ণের মিলন।
সুপথ ছাড়িয়া করে কুপথে গমন॥
পাপেতে পাপীর মন পূর্ণ হয় তায়।
শ্রীকৃষ্ণ আপনি তারে সে ভোগে ভুঞ্জায়॥
চিত্রগুপ্ত স্থানে পাপ লিখান তাহার।
শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ যম জানিহ নিশ্চয়॥
একেতে অধিক কৃষ্ণ উদয় করিলা।
সেই অভিপ্রায় মোর অভিরাম লীলা॥
কৃষ্ণকায় হৈতে দেখ সখার উৎপত্তি।
অতেব প্রকাশি তাঁর সে ভাব পিরীতি॥
কৃষ্ণ শক্তি ধরি সদা করি কৃষ্ণ কর্ম।
এবে গৌরলীলা করি বুঝি তাঁর মর্ম॥
চৈতন্যের মনোবৃত্তি জানিয়া নির্দ্ধার।
স্বরূপের দ্বারা পুনঃ করিব বিচার॥
অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়।
সে লীলা প্রকাশ করি হইয়া সহায়॥
দ্বাদশ গোপাল আর মহান্তেরগণ।
নিজ নিজ শক্তি সবে করেন স্থাপন॥
যার যেই পরিকর হয় সেই রূপ।
তাহার মিলনে শিষ্য হয় রস কূপ॥
পূর্বাপর দেখ তুমি করিয়া বিচার।
যার যেহ ভাব হয় সেই গুরু তার॥
ভাব শুদ্ধ হইলে তার শুদ্ধ হয় রতি।
ভাব আস্বাদনে মিলে সে ভাব পিরীতি॥
পিরীতি রতন সেই লুকান না রয়।
উদ্দীপন হৈলে সে হিয়াতে জাগায়॥
অনুমান নহে মোর যত কর্ম করি।
হয় নয় দেখ শিষ্য মনেতে বিচারি।
পূর্বাপর মোর লীলা জানে যে সবাই।
সে সাধ্য সাধন শিষ্য করহ সদাই॥
সর্বত্রে সমান ভাব করিবে উদয়।
তাহাতে জানিবে সেই সাধন নির্ণয়॥
অভিরাম লীলা মোর জানে জগজনে।
প্রধান বলিয়া মোরে ডাকে সখাগণে॥
সকলের দুঃখ সুখ করি যে পোষণ।
অতেব প্রধান মোরে বলে ব্রজজন॥
সেইত ব্রজের রস জগতে বিহরে।
মিলন করিলে তাহা জানিবে আচারে॥
এতেক শুনিয়া শিষ্য আনন্দিত হৈলা।
কহনে না যায় সেই অভিরাম লীলা॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া উল্লাস।
অভিরাম লীলা করি স্বরূপে প্রকাশ॥
স্বরূপে স্বরূপে সদা করিব ঘটন।
কার কৈছে মনোবৃত্তি জানিব এখন॥
সেইত আরোপ সাধ্য গৌর ভক্তগণ।
সবে মিলি কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ॥
দন্তে তৃণ করি ভিক্ষা মাগি সবাকারে।
সেবা দিয়া রাখ যদি এ দীন পামরে॥
পূর্বাপর দেখ সবে করিয়া নির্ণয়।
অনুগত বিনা কৈছে কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ করি নিবেদন।
সবে মিলি শুদ্ধ কর মোর মন॥
অতএব অনুগত হইনু সবার।
তোমরা স্বরূপ সেই হওত আমার॥
অনুমানে অভিরাম লীলা না করিলা।
বিদ্যমান দেখি সব ভ্রমিতে লাগিলা॥

সেই সব ক্রিয়া মুদ্রা করিয়ে সাধন।
বিবরিয়া কহি তাহা গৌর ভক্তগণ॥
লীলার প্রধান দেখ ভাই অভিরাম।
পূর্ব্বাপর লীলা কৈলা জানিয়া সন্ধান॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আসি করেন বিলাস।
শুদ্ধ কাষ্ঠ রোপি প্রথম করেন প্রকাশ॥
ষোলশাঙ্গে বাহু কাষ্ঠ বাম হাতে ধরি।
গর্জ্জন করেন তাহা বাজায়ে মুরলী॥
হেনকালে পিতধড়া পড়য়ে খসিয়া।
সে কাষ্ঠ মালিনী ধরে আঙ্গুলে করিয়া॥
সেইত মালিনী গুণ কহনে না যায়।
চতুর্ভুজা হয়া তিঁহো প্রকাশ দেখায়॥
মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যে দেখ করেন প্রকাশ।
মালিনীর মনোবৃত্তি কহি যে নির্য্যাস॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুই করেন পোষণ।
ব্যবহার পরমার্থ তায় করেন স্থাপন॥
এ মর্ম বুঝিবে সেই রসিক সুজনে।
অভিরাম লীলা এই শুন শ্রোতাগণে॥
অভিরাম লীলাগ্রন্থ তাঁহার স্বরূপ।
রূপের স্বরূপ এই হয় রসকূপ॥
রূপ হৈতে স্বরূপ পাই স্বরূপে রাগ।
তাহে প্রবেশিলে লজ্জা ধৈর্য্য হয় ত্যাগ॥
বেদগর্ভে প্রেম স্থাপন করেন গোসাঞি।
মম ভাগ্যে তাহা আমি দেখিবারে পাই॥
সেই দশা অভিরাম করিল আমারে।
বাউল হইয়া বুলি মহতের দ্বারে॥
গুণাগুণ কিছু তথা না করি নির্ণয়।
সর্ব্বত্রে সমান ভাব করি যে উদয়॥
মরিব বাঁচিব বলি তাহা নাহি জানি।
শয়নে স্বপনে আসি কহেন মালিনী॥
কেন বা হইলে শিষ্য বাউলের প্রায়।
শত্রু মিত্র না বুঝিয়া ঝাঁপহ তাহায়॥
এতেক শুনিয়া শিষ্য কহিতে লাগিলা।
কহনে না যায় এই অভিরাম লীলা॥
শুন শুন শ্রোতাগণ না ভাবিহ আন।
যে মালিনী সেই বৃন্দা ব্রজেতে বলান॥
ইহাতে সন্দেহ কেহ না করিহ মনে।
রমণীর শ্রেষ্ঠা তিঁহো জানে ব্রজজনে॥

তথাহি—শ্রীগোপালচম্পক
দিবা গোষ্ঠে চ গোপাল কামিনী রাসমণ্ডলে।
পূর্ব্বে বৃন্দাবতী খ্যাতা ইদানীং মালিনী স্মৃতা॥
পূর্ব্বাপর দুই দেখ করি যে বিচার।
মালিনী আসিয়া স্ফুরে হৃদয়ে আমার॥
আপনার গুণে তিঁহো আপনি কহায়।
কাষ্ঠের পুতলি যৈছে কুহকে নাচায়॥
মোর জিহ্বা বীণারূপ তিঁহো বীণাধারী।
তাঁর মনে যেই ভাব উঠায় উচ্চারি॥
আরোপ করিয়া স্থায়ী শুন শ্রোতাগণে।
তবে সে স্বরূপ মিলে লীলা আস্বাদনে।
নিজ ভাব স্থায়ী সদা করিবে উদয়।
তবে সে আরোপ সাধ্য জানিবে নির্ণয়॥
পূর্ব্বে উক্তি ভেদ উক্তি করি বিবেচনা।
যার যেই রতি শুদ্ধ ভাবের যাজনা॥
নিজ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণের সেবন।
অভিরামলীলা এই অপূর্ব কথন॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দুই ত্রিমান।
এ দুই লীলার বৃন্দা হয়েন প্রধান॥
শ্রীদামের শক্তি সেই হয় বৃন্দাবতী।
শ্রীমতি রাধিকা সনে সতত বসতি॥

কৃষ্ণ সখাগণ মধ্যে প্রধান শ্রীদাম।
গৌরলীলা করে এবে ভাই অভিরাম ॥
ব্রজে কৃষ্ণ মনোবৃত্তি করান সাধন।
সখা-সখী লয়া সব করান মিলন ॥
এ মর্ম কহি যে শুন গৌর ভক্তগণ।
কৃষ্ণের দূতিকা বৃন্দা অপূর্ব্ব কথন ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ তাঁর অন্তরে বাহিরে।
রাধাকৃষ্ণলীলা হয় দেখি তাঁর দ্বারে ॥
দর্প করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষে।
অভিরাম লীলাগ্রন্থ জগতে প্রকাশে ॥
এই কলিযুগে দেখ হৈলা অবতীর্ণ।
অর্দ্ধ নাকে দেখাইলা উপাসনা চিহ্ন ॥
অদ্যাবধি চূড়া-ধড়া বেত্র বাঁশী রয়।
উপাসনা বস্তু তাঁরে দেখিলে উদয় ॥
এ মর্ম জানিয়া দেখ চৈতন্য নিতাই।
ভাই অভিরাম বলি গরজে সদাই ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
ভাই অভিরাম গুণ ঘোষেণ একান্ত ॥
ব্রজলীলা উদ্দীপন হইল এখন।
আনন্দিত হয়া সবে করেন নর্ত্তন ॥
প্রেমেতে বিহ্বল সবে হরিবোল বলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ পড়ে ক্ষিতিতলে ॥
দেখিয়া চৈতন্য তাহা আনন্দিত মন।
ভাই অভিরাম লয়া কৈলা আলিঙ্গন ॥
সেই গৌর মনোবৃত্তি জানি অভিরাম।
শ্রীকৃষ্ণনগরে আসি করিলা বিশ্রাম ॥
সেখানে বসতি গোসাঞি করেন আপনি।
বিহার করেন সঙ্গে করিয়া মালিনী ॥
কন্যা সখী সেই দেখ বড় ভাগ্যবান।
গোসাঞের হৈলা পুত্র দেখ বিদ্যমান ॥

সেখানে করিলা লীলা যতেক প্রকাশ।
সে লীলা বর্ণনে আগে হয়েছে নির্য্যাস ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ করিয়া নির্দ্ধার।
বেদগর্ভ দ্বারে তিঁহো করিলা প্রচার ॥
সেই বেদগর্ভ মোর হয়েন সহায়।
শ্রীরামকানাই হইতে পাইনু তাহায় ॥
বাঙ্গাল কৃষ্ণ গোপীনাথ কৈলা প্রকাশ।
শ্রীপাট খোড়ালুকে তার হয় যে নিবাস ॥
তাহার চরিত্র যত হয় চমৎকার।
সে সব প্রসঙ্গ আগে হয়েছে বিস্তার ॥
ধন্য ধন্য প্রভু মোর শ্রীরাম কানাই।
শ্যামসুন্দর সনে দিলেন মিলাই ॥
তাঁহার গুণের কিছু না হয় তুলনা।
শ্রীহরি বল্লভ সনে করান ঘটনা ॥
সে সব চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
মদনমোহন পাইনু তাঁহার কৃপায় ॥
তিঁহো দয়া করি দিল শ্রীচৈতন্য পাশ।
তবে বেদগর্ভ মোরে করেন বিশ্বাস ॥
তিঁহো অভিরাম পদ দেখান আমারে।
সহায় মালিনী পুনঃ জানান সবারে ॥
অভিরাম দীক্ষা মোর শিক্ষা যে মালিনী।
এসব প্রসঙ্গে উপাসনা তত্ত্ব জানি ॥
নামরূপী বিগ্রহ সেই এক বস্তু হয়।
সাধ্য বিনে দেখ তাহা কারে না মিলয় ॥
সাধক হইয়া যেবা নিত্য সেবা করে।
পুরুষ প্রকৃতি তিঁহ দুই দেহ ধরে ॥
পুরুষ প্রকৃতি বৃন্দা দুইরূপ ধরি।
রমণীর শ্রেষ্ঠা তিঁহ দেখিতে মাধুরী ॥
বীরা বৃন্দা বংশী এই হয় তিন দূতী।
বীরা ব্রজে থাকে বৃন্দা অতি শুদ্ধমতি ॥

দূতীর প্রধান সেই বৃন্দা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণপ্রিয়গণের তিঁহ সুপ্রিয় বাদিনী॥
যৈছে রূপ তৈছে গুণ দেখিতে উজ্জ্বলা।
ব্রজের মোহিনী হৈতে মোহিনীতে বরা॥
কৌশল্যা কামিনী কন্যা তাঁর যূথ হয়।
কুমুদী রাগমল্লিকা শারকাচ্ছা রয়॥
এই ত বৃন্দার যূথ রহে বৃন্দা সনে।
সেই ত রত্ন বেদী হয় ষট্‌কোণে॥
এই ছয় মঞ্জরী তথা সেবাতে আছয়।
রাধাকৃষ্ণ লীলা বৃন্দা ঘটনা করয়॥
মান অভিমান বৃন্দা না করে বিচার।
আরোপে দেখিয়া তাহা কহি যে নির্দ্ধার॥
শিক্ষাগুরু হয় বৃন্দা জানিয়ে আমার।
শ্রীকৃষ্ণ আপনি শিক্ষা লয়েন যাঁহার॥
সেইত বৃন্দার গুণ কহনে না যায়।
দুর্জ্জয় রাধার মান ভঞ্জন করায়॥
বিবরিয়া কহি শুন গৌর ভক্তগণ।
বৃন্দার চরিত্র সেই অপূর্ব্ব কথন॥
একদিন বৃন্দাবতী বাজাইয়া মুরলী।
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া তিঁহো করে নানা কেলী॥
এখানে রাধিকা রহে সঙ্কেতে বসিয়া।
বসিয়া রহেন সব গোপীকা লইয়া॥
কৃষ্ণের বিলম্বে রাধা উৎকণ্ঠিত হইলা।
মান করি আপনার কুঞ্জেতে চলিলা॥
সেইত মদনকুঞ্জে করেন রচন।
নয়নে না দেখি তিঁহো শ্রীকৃষ্ণ বরণ॥
তমালের বৃক্ষ লিপে চন্দন দিইলা।
শ্যামবর্ণ সখীগণে দিলেন ছাড়ায়া॥
কোকিল ময়ূরী সেই কুঞ্জে না রাখিলা।
আপনার কেশ সব চন্দনে লেপিলা॥
আছিলা অঙ্গেতে তিল দেখিয়া তখন।
তাহাকে চন্দন দিয়া করেন লেপন॥
দর্পণ আনিয়া রাধা দেখেন বদন।
ভ্রূদ্বয়ে লেপন সব দিইলা চন্দন॥
এই মত রহে রাধা মানেতে বসিয়া।
এখানে সঙ্কেতে কৃষ্ণ রাধা না দেখিয়া॥
আকুল হইয়া কৃষ্ণ করেন ভাবনা।
তখন জানিয়া বৃন্দা রাধার মন্ত্রনা॥
শ্রীদামের শক্তি বৃন্দা জানেন নির্ণয়।
দিবারাত্রে যত লীলা ব্রজে মাত্র হয়॥
কোন লীলা অগোচর নাহিক তাঁহার।
মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করেন সবার॥
সেই বৃন্দাবতী মোরে হয়েন সদয়।
নীচ দ্বারা দেখ তিঁহো প্রকাশ করায়॥
অলস করিয়া যদি না যাই লিখিতে।
তখন দেখান মোরে সে প্রেম পিরীতে॥
প্রেমের সমুদ্র বৃন্দা পিরীতি কাণ্ডারী।
আরোপে স্বরূপ লয়া কহি যে বিচারি॥
সামান্য জানিলে জানে উৎকৃষ্ট বিহিত।
আনন্দে করুক সেই সে প্রেম পিরীত॥
আগেতে সামান্য এই কহি শ্রোতাগণ।
তবে সে জানিবে সবে সাধ্য যে সাধন॥
বন মধ্যে দেখ এক থাকে সিংহরাজ।
ব্যাঘ্রাদি ভল্লুক থাকে তাহার সমাজ॥
সেই বনে এক বৃষ চরিবারে গেলা।
বাঘ ভাল্লুক সনে দেখ হৈল তার মেলা॥
দেখিয়া তখন বৃষ করে যে চিন্তন।
শ্রীকৃষ্ণ আমারে এই করিলা শাসন॥
কারণ করণ কর্ত্তা হয় ভগবান।
হীন দ্বারে বুঝি কৃষ্ণ বধেন পরাণ॥

অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া নির্ণয় না জানি।
ত্রিগুণা গুণেতে তিঁহো বান্ধেন আপনি ॥
রজ সত্ব তম এই তিন গুণ হয়।
এই তিন রূপে কৃষ্ণ মন যে হরয় ॥
সদাই হইয়া বশ থাকি যে বন্ধনে।
যেমন করম ভোগ রাখেন তেমনে ॥
এ ভব সংসারে মিছা জনম হইল।
সদাই ব্যাধিতে মোর শরীর জারিল ॥
কৃষ্ণ রস পান কৈলে ব্যাধি দূরে রয়।
ক্ষুধা ব্যাধি হৈলে জীব আহার করয় ॥
আহারে ঔষধ তার হয়ত সেবন।
তেমতি হয় জীব সে জীবের জীবন ॥
এ সব ভাবনা বৃষ করিছে যখন।
সে বাঘ ভল্লুক তারে বলে যে বচন ॥
কোথা হৈতে এই বনে করিলে গমন।
পরিচয় দেহ আগে হও কোন জন ॥
তাহা শুনি কহে বৃষ সাহস করিয়া।
সিংহত জামাতা মোর আনহ ডাকিয়া ॥
শুনিয়া ব্যাঘ্রাদি সবে বিস্ময় হইল।
সিংহকে ডাকিতে শীঘ্র গমন করিল ॥
যাইয়া সিংহের কাছে বলিল সকল।
শুনিয়া তখন সিংহ মনে বিচারিল ॥
ত্রিভুবনে আছে কেবা শ্বশুর আমার।
কে বুঝি সঙ্কটে পড়ি করয়ে ফুৎকার ॥
এ বাঘ-ভল্লুক আদি হীন জাতি হয়।
তেই সে আমার দোহাই দিয়াছে নিশ্চয় ॥
আমার আশ্রিত আসি হৈল কোনজন।
অবশ্য রাখিব আমি তাহার জীবন ॥
এতেক বিচারি সিংহ সবাকে লইয়া।
বৃষের নিকটে শীঘ্র মিলিল যাইয়া ॥
আসিয়া তখন সিংহ বলিল সবারে।
আমার শ্বশুর বটে জানিহ ইহারে ॥
সিংহের প্রসাদে বৃষ নির্ভয় হইল।
আশ্বাস করিয়া সবে গমন করিল ॥
বিচরণ করে বৃষ নির্ভয়ে তখন।
এইত আরোপ সাধ্য শুন শ্রোতাগণ ॥
যখন যেমন ভাব হয় যে উদয়।
সেরূপ স্বরূপ লয়া মিলন করয় ॥
তাহাতে জানিয়ে সেই সাধ্য সাধন।
সে সব প্রসঙ্গ হয় অপূর্ব্ব কথন ॥
সে সব প্রসঙ্গ মোরে কহেন মালিনী।
মোর উপাসনা বস্তু বৃন্দা ঠাকুরাণী ॥
বৃন্দা অনুগত সদা করি যে ভজন।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করিয়া ঘটন ॥
সেই ব্রজ পরিকর এ গৌড় ভুবনে।
ত্রিবিধ হইয়া কৃষ্ণ করেন ভজনে ॥
একেতে হয়েন তিন করিয়া চাতুরী।
শিব-ব্রহ্মা-বিষ্ণু বলি তিন অধিকারী ॥
এ তিন মন্ত্রেতে জীব করে যে ভজন।
গুরু ক্রিয়া মুদ্রা সবে করেন সাধন ॥
এইত আরোপ সাধ্য জানিবার তরে।
ছল করি ভ্রমি এই সংসার ভিতরে ॥
দেখি কোন দ্বারে কৈছে ভক্তির উদয়।
অভিরাম নাম কেবা লয় কি না লয় ॥
যার যেই পরিকর হয় সেই রূপ।
বুঝিয়া লইব কৈছে হয় রসকূপ ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে কেলা স্বয়ং প্রকাশ।
এবে আবির্ভাবে তথা করেন বিলাস ॥
রাঢ়দেশে আবির্ভাব নিজ শক্তি ধরি।
পহলানপুরে কিছু প্রেমের চাতুরী ॥

শ্রীনিবাস দ্বারে কিছু করিলা সঞ্চার ।
বেদগর্ভ আচার্য্য সেই শিষ্য যে তাঁহার ॥
বেদগর্ভ আচার্য্যে প্রেম স্থাপিলা গোসাঞি ।
শুন শুন শ্রোতাগণ কহি যে বুঝাই ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে গোসাঞি করেন নিবাস ।
স্বয়ং লুটিছে প্রেম কহি যে নির্য্যাস ॥
নিজেতে লুটিলা প্রেম লুটি শিষ্য দ্বারে ।
এ সব চাতুরী তাঁর কে বুঝিতে পারে ॥
অতএব বিস্তারি কহি শুন শ্রোতাগণ ।
আবির্ভাব রূপে জীবে করেন তারণ ॥
সকল জীবেতে তিঁহো উদয় করিলা ।
কহনে না যায় সেই অভিরামলীলা ॥
ধনেতে দেহেতে দেখ হয় সমতুল ।
তথাপি জানিহ দেহ সকলের মূল ॥
হরি বিনা ধর্ম্ম কভু নহে উপার্জ্জন ।
কায়মনোবাক্যে যদি নিষ্ঠা হয় মন ॥
সাধক হইয়া যেবা নিত্য সেবা করে ।
মান অভিমান নাহি তাহার শরীরে ॥
ভক্তিভাবে গুরুপদ করহ স্মরণ ।
তাহাতে হইবে সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বেদগর্ব্তে প্রেম সেই করিয়া স্থাপন ।
বিষ্ণুপুরে গোসাঞি পুনঃ করিলা গমন ॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস ॥

ইতি শ্রীঅভিরামলীলা সূত্র বর্ণনে শ্রীবেদগর্ব্ত আচার্য্যের প্রেম স্থাপন নামক অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ ঃ

বন্দেহহং শ্রীগুরো শ্রীযুত পাদকমলং ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় নিত্যানন্দরাম ॥
জয় জয় গুরু গোসাঞি তোমার চরণ ।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
অতএব কহি এই অভিরাম লীলা ।
ব্যবহার পরমার্থ দেখ গোসাঞি স্থাপিলা ॥
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ ।
অভিরাম বলে লিখি মোর কিবা দোষ ॥
সাহস করিয়া থাকি কলম ধরিয়া ।
হৃদয়ে স্ফুরয়ে সূত্র আপনি আসিয়া ॥
অলস করিয়া যদি না যাই লিখিতে ।
তখন দেখান মোরে সে প্রেম পিরীতে ॥
প্রেমের সমুদ্র তায় পিরীতি কাণ্ডারী ।
শ্রীনিবাস গুণ সেই কহি যে বিচারি ॥
অভিরাম শক্তি তারে সঞ্চারিয়া দিলা ।
রসরাজ নরোত্তম অষ্টকে কহিলা ॥

তথাহি অষ্টকে ঃ—
সর্ব্বলোক তারণেন শ্রীনিবাস বন্দিতঃ ।
সর্ব্বলোক পূজ্যদেবঃ শক্তিলোক মোহিতঃ ॥
ত্বম্ হি প্রভাব শক্তির্লোক হর্ষ-বর্দ্ধনঃ ।
মাম্পুনাতু সোহভিরাম নামভক্তি বন্দনঃ ॥
লোকের তারণ লাগি করেন প্রবন্ধ ।
সে মর্ম্ম লিখিলা এই করিয়া আনন্দ ॥
জয় জয় অভিরাম কর মোরে দয়া ।
কৃপা করি এ পতিতে দেহ পদ ছায়া ॥

সর্ব্বলোক পূজ্য দেব শক্তিলোক আর ।
প্রভাব শক্তিতে মনমোহেন সাতার ॥
প্রেমুহর্ষ হৈলা লোক দেখিয়া প্রকাশ ।
সেই শ্রীনিবাস গুণ কহি যে নির্যাস ॥
জয় জয় অভিরাম করিয়ে স্মরণ ।
মোর মুখে বক্তা হয়া করাহ লিখন ॥
যৈছে শুনি তৈছে লিখি আরোপ করিয়া ।
বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসে দিলা পাঠাইয়া ॥
সে সব প্রসঙ্গ আগে হয়েছে বর্ণন ।
শ্রীনিবাস সহ বিষ্ণুপুরেতে মিলন ॥
অভিরামলীলা সেহ হয় অকৈতব ।
স্বরূপ ব্যতিরেকে তাহা নহে অনুভব ॥
স্বরূপ করিয়া স্থায়ী শুন শ্রোতাগণ ।
করিতে পারিবে তবে লীলা আস্বাদন ॥
গুপ্ত বৃন্দাবন প্রায় বিষ্ণুপুর গ্রাম ।
মদনমোহন পুনঃ মিলে অভিরাম ॥
দুঁহার দর্শনে দুঁহা হয়েন আনন্দ ।
শত মুখে বলি তবু নাহি তার অন্ত ॥
দুঁহার মাধুর্য্য রূপে দুঁহাতে বিভোর ।
কিবা শোভা হয় সেই মন্দির ভিতর ॥
মেঘেতে বিজলি যৈছে হয়েন বিদিত ।
দেখি গ্রামবাসী সব হয় যে মোহিত ॥
দুঁহার সমান বেশ সমান করণি ।
ভাই অভিরাম বলে খাইব নবনী ॥
আবা আবা হৈ হৈ দেয় যে ঘন ঘন ।
হেনকালে শ্রীনিবাস করে যে মিলন ॥
দণ্ডবত হয়া তিঁহ পড়িলা অঙ্গনে ।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ করেন স্তবনে ॥
কৃপা করি এ পতিতে করিলা উদ্ধার ।
শ্রীনিবাস আইলা এই নফর তোমার ॥
ভাব সম্বরণ কর মালিনীর নাথ ।
কৃপা করি এ পতিতে কর আত্মসাৎ ॥
শয়নে স্বপনে তোমা করি নিরীক্ষণ ।
মোর ভাগ্যে বিষ্ণুপুরে পাইনু দরশন ॥
ইবে কেন মোর পানে না চাও ফিরিয়া ।
মদনমোহন সনে রহিলে ভুলিয়া ॥
নিজ ভৃত্য বলি মোরে না করিলে মনে ।
শুনিয়া গোসাঞি কৈলা ভাব সম্বরণে ॥
আসি শ্রীনিবাসে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন ।
ব্রজের বারতা বসি পুছেন তখন ॥
কহ কহ শ্রীনিবাস গোসাঞি কহিলা ।
বৃন্দাবনে কার স্থানে দীক্ষিত হইলা ॥
শুনেছি শ্রীরূপ তথা সংগোপন হয় ।
[১]শ্রীজীব গোপাল ভট্ট কেমন আছয় ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকয়ে কোথায় ।
রঘুনাথ দাস তিঁহ মিলয়ে কাহায় ॥
কি কর্ম্ম করয়ে সেই বলহ লক্ষণ ।
সে সব প্রসঙ্গ কহ তৃপ্ত হোক মন ॥

---

১) শ্রীজীব—শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুত্র। তিনি ব্রজে বিলাস মঞ্জরী ছিলেন। শ্রীরূপসনাতনাদির গৃহত্যাগ কালে তিনি শিশু ছিলেন। বড় হইয়া মায়ের মুখে পিতা ও জেঠাদ্বয়ের গৃহত্যাগ ও বৈরাগ্যের কাহিনী শ্রবণ করত: বৈরাগ্যের উদয় হয়। গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে নবদ্বীপে প্রভু নিত্যানন্দ সহ মিলন। কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতি সমীপে অধ্যয়ন। পরে বৃন্দাবনে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পদাশ্রয় করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, লিখন ও শ্রীনিবাসাদির দ্বারায় ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন।

এত শুনি শ্রীনিবাস করেন বিনয়।
তোমার কৃপাতে মোর স্বরূপ মিলয়॥
গোসাঞি গোপাল ভট্ট আদেশ করিলা।
তাঁর স্থানে দীক্ষিত সেই আমিত হইলা॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীজীব গোসাঞি।
গোবর্দ্ধন নিকটেতে থাকেন সদাই॥
সেখানে আছেন পুনঃ রঘুনাথ দাস।
নাম সেবা গুঞ্জামালা তাঁহার বিশ্বাস॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন তথা সদা বিরাজয়।
রাধা নামে দেখ তিঁহো নিয়ম করয়॥
ব্রজের নিগূঢ় রস করিয়া আস্বাদ।
কৃপা করি দিলা মোরে করিয়া প্রসাদ॥
ব্রজের নিগূঢ় বস্তু জগতে বিহরে।
সে সব বর্ণন গ্রন্থ আনি বিষ্ণুপুরে॥
পথেতে সকল গ্রন্থ লুটিল চুয়াড়ে।
সে গ্রন্থ পাইনু এই রাজার ভাণ্ডারে॥
পূর্ব্বাপর এই সব কহিনু নির্ণয়।
তব শ্রীচরণপদ্ম করিয়ে আশ্রয়॥
পুনশ্চ গোসাঞিজীউ করি নিবেদন।
গ্রন্থ দিয়া শিষ্য মোর হইল রাজন॥
আশীর্ব্বাদ কর তুমি হইয়া সদয়।
নিঃসন্তান মোর শিষ্য করি যে বিনয়॥
রাজপাট্ রাখ এই শক্তি যে সঞ্চারি।
তখন গোসাঞি শুনি কহেন নির্দ্ধারি॥
পুত্র যে হইবে শুন এইত রাজার।
আমারে দেখায় যদি আপন ভাণ্ডার॥
মিষ্টান্ন পিঠা পানা যত আছে আরে।
মনোবৃত্তি বুঝি ইবে খাওয়াবে আমারে॥
এ মর্ম্ম কহিনু সব তোমারে গোপনে।
শীঘ্র কহ গিয়া রাজা মহিষীর গণে॥

শুনি শ্রীনিবাস তবে আনন্দিত হৈলা।
রাজমহিষীগণে কহিতে চলিলা॥
রাজার সহিত তাঁর মহলে চলিলা।
দেখিয়া মহিষীগণ আসন দিইলা॥
স্তুতিস্তুতি করি সবে করেন প্রণাম।
শ্রীনিবাস বলে সব পূর্ণ হবে কাম॥
তোমাদের গৃহে আজি গোপাল আসিবে।
তাঁর মনোবৃত্তি বুঝি সেবন করিবে॥
তবে পুত্রবান রাজা হইবে এখন।
এত বলি শ্রীনিবাস করেন গমন॥
সে মর্ম্ম জানিয়া রাজমহিষীর গণ।
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত করে আয়োজন॥
সেই রাজমহিষী দেখ হয় সাতজনা।
তার মধ্যে ছোট রাণী হয় বিচক্ষণা॥
দধি-দুগ্ধ-ছানা-ননী কটোরা পুরিয়া।
পসরা সাজায়া বৈসে সম্মুখে রাখিয়া॥
তবে সে শ্রীনিবাস গোসাঞি নিকটে।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করি করপুটে॥
প্রধান গোপাল তুমি ব্রজেতে আছিলা।
ভরণ-পোষণ তথা সবার করিলা॥
এবে গৌর মনোবৃত্তি করিতে সাধন।
পুনঃ বিষ্ণুপুরে কর প্রকাশ এখন॥
সাক্ষাত ব্রজের রস তোমাতে উদয়।
সত্য সত্য বলি এই জানিয়া নির্ণয়॥

তথাহি—অষ্টকঃ (গীতি)
প্রভাব পৃথিবীমণ্ডলে। বিচিত্র ভাব উজ্জ্বলে॥
শ্রীদাম নাম ধারণ। জগৎ পবিত্র কারণ॥
প্রসন্ন হে দয়াময়। অভিরাম মহাশয়॥ ১।
তোমার প্রভাব দেখ পৃথিবী মণ্ডলে।
বিচিত্র হয়েন ভাব দেখিতে উজ্জ্বলে॥

শ্রীদাম বলিয়া নাম করিলা ধারণ।
জগত পবিত্র হয় তাহার কারণ॥

তথাহি—
মহানুভাব বিস্তর। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্টান্তর॥
মাধুর্য্য ভাববেষ্টিত। সুদাম দাম বেষ্টিত॥
সখ্যভাব সার মূর্ত্তি। গৌরকান্তি দর্শন॥
প্রসন্ন হে দয়াময়। অভিরাম মহাশয়॥ ২।

মহা অনুভাব তব অপূর্ব্ব লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে সদা করহ চিন্তন॥
সুদাম দাম বেষ্টিত দেখি তোমা সঙ্গে।
সখ্যভাব সার মূর্ত্তি বুল নানা রঙ্গে॥
গৌরকান্তি দরশনে হরিলা সে মন।
তোমার যতেক লীলা মোর উপাসন॥

তথাহি :—
নীলবস্ত্র কক্ষেবেত্র অধরে মুরলী মোহন।
চারুকেশ দিব্যবেশ বনমালা শোভিন॥
নিত্যরঙ্গ নয়নভঙ্গ তালরাগ গায়ন।
প্রসন্ন হে দয়াময় অভিরাম মহাশয়॥৩॥

তুমিত ব্রজের লীলা কর মূর্ত্তিমান।
নীলবস্ত্র কক্ষে বেত্র মুরলীর গান॥
গানেতে মগন হৈলা যত পুরুষ নারী।
চারুকেশ পূর্ণবেশ বনমালাধারী॥
নিত্যরঙ্গ নয়নভঙ্গ তাল রাগ গান।
তোমার মাধুরী দেখি শুনি হরে প্রাণ॥

তথাহি :—
রাধাকুণ্ডে স্নানকর্ত্রী প্রকৃত্যাঃ বেশধারিণী।
মধ্যক্ষীণ বয়ঃ নবীন বৃন্দাবতী চ রূপিণী॥
কৌষেয় বস্ত্র চলিতনেত্র পদ্মগন্ধ মণ্ডিতে।
বিবিধ রাস রসবিলাস চারু চতুর পণ্ডিতে॥
নয়নবিলাস চিদ্বিলাস নিত্যরাসাশ্রয়।
প্রসন্ন হে দয়াময় অভিরাম মহাশয়॥৪॥

পুরুষ প্রকৃতি ব্রজে দুই কার্য্য কৈলা।
রাইকুণ্ডে স্নান করি প্রকৃতি হইলা॥
মধ্যক্ষীণ বয়নবীন বৃন্দা রূপ ধরি।
কৌষেয় বস্ত্র চলিত তাহা করিয়া চাতুরী॥
অঙ্গের সৌরভ তায় পদ্মগন্ধ বাস।
তাহাতে অধিক হয় রসের বিলাস॥
চারু চতুর পণ্ডিত সব জানহ সন্ধান।
নয়ন ভঙ্গিতে রস কৈলা মূর্ত্তিমান॥
চিত্ত বিলাস রস সেই যুগল মধুর।
নিত্যরাসে সেই রস করিলা প্রচুর॥

তথাহি :—
প্রফুল্ল রক্তচন্দন সর্ব্বগাত্র শোভন।
মন্দহাস বিবিধ বাস বাহুযুগ্ম শোভন॥
চারুতিলক অলক ভাল মন্দ মধুর ভাষ।
প্রসন্ন হে দয়াময় অভিরাম মহাশয়॥৫॥

প্রফুল্ল রক্তচন্দন সর্ব্বগাত্রে লয়।
মৃদুহাস বিবিধ বাস বাহুযুগ হয়॥
চারুতিলক অলকা সেই শোভে ভালে।
মন্দমধুর ভাষ সেই দেখি কুতূহলে॥

তথাহি :—
ধীরললিত প্রেমগলিত কৃষ্ণ ইচ্ছা কারিণী।
ভাবপূর্ণ ধীর নয়ন হংসগমন গামিনী॥
স্পৃষ্ট মধ্য কৃষ্ণসঙ্গ রঙ্গকুঞ্জ গামিনী।
প্রসন্ন হে দয়াময় অভিরাম মহাশয়॥৬॥

ধীর ললিত দেখি সেই প্রেমেতে গলিত।
কৃষ্ণ ইচ্ছা কারিণী তিঁহো প্রেমজড়িত॥
ভাবপূর্ণ নয়ন হংসবত গামিনী।
সে সব সঙ্গেতে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥

পৃষ্ঠ মধ্যে কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গ কুঞ্জে বাস।
সে প্রেম পিরীতি সদা করেন বিলাস॥
তথাহি :—
সৎ সখীপতি কৃষ্ণপ্রীতি প্রেমভাজন।
নিত্যদেহ ভাবলেহ ভক্তি প্রেমদায়ক॥
ভাবভূরি সিদ্ধকারী প্রেমসিন্ধু নায়ক।
প্রসন্ন হে দয়াময় অভিরাম মহাশয়॥৭॥
সৎসখী পতি কৃষ্ণপ্রেমের ভাজন।
নিত্য সেবা ভাব লেহ জানেন কারণ॥
ভাবভূরি সিদ্ধকারী প্রেমসিন্ধু দাতা।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই সাধনের কথা॥
তথাহি :—
তুষ্টি পুষ্টি রুষ্ট কেলি সিদ্ধপ্রেম নিত্যাদং।
যঃ পঠেৎ ত্রিসন্ধ্যানিত্যং প্রেমভক্তি বর্দ্ধনং॥
সিদ্ধকামস্তস্য নিত্যং সর্ব্বপাপ নাশনং।
প্রসন্ন হে দয়াময় অভিরাম মহাশয়॥৮॥
সকল করিলা তুষ্ট পুষ্টি অভিলাষ।
রুষ্ট কেলি কৃষ্ণ সঙ্গে কুঞ্জেতে বিলাস॥
সিদ্ধ প্রেম তার পুনঃ সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
এইত অষ্টক যেবা ত্রিসন্ধ্যা পঠয়॥
নিত্য ভক্তি বাড়ে তার সিদ্ধ হয় কাম।
অতএব কর কৃপা প্রভু অভিরাম॥
তোমার যতেক গুণ কহনে না যায়।
প্রকাশ করহ ইবে হইয়া সদয়॥
বিষ্ণুপুরে রাজগৃহে করহ ভোজন।
সকল মহিষী তথা কৈল আয়োজন॥
এতেক শুনিয়া গোসাঞি আনন্দিত হৈলা।
শ্রীনিবাস সহ রাজগৃহেতে চলিলা॥
দেখেন মহিষীগণ একত্রে বসিয়া।
সামগ্রী সকল রাখে প্রস্তুত করিয়া॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী আদি অনেক প্রকার।
সে মর্ম্ম জানিয়া তিঁহো করেন ফুৎকার॥
রাখাল স্বভাব সেই না জানে সবাই।
কনিষ্ঠা মহিষী বৈসে পসরা সাজাই॥
দধি দুগ্ধ ছানা ননী কটোরাতে পুরি।
স্বরূপ উদয় যেন কৃত্তিকা সুন্দরী॥
সেই ভাবে গোসাঞি তারে করা সম্ভাষণ।
পুনশ্চ মধুর বাক্যে বলেন বচন॥
ক্ষুধায় আকুল আমি দেখহ বিচারি।
দধি দুগ্ধ ননী ছানা দেহ কর পুরি॥
বহু শ্রম করি মাতা আইনু এখানে।
ননী ছানা দেহ আজি উদর পুরণে॥
তখন শুনিয়া রাণী আনন্দিত হৈলা।
ননীর কটোরা ধরি করেতে দিইলা॥
পূর্ব্বভাবে দেখ তথা করেন ভোজন।
পসরা উজাড় সব করিয়া তখন॥
শুন রাজমহিষী তুমি আমার বচন।
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর ভক্ষণে এখন॥
রাজার নন্দন আমি পূর্ব্বেতে আছিলা।
বৃষভানু পিতা মোর তোমারে কহিলা॥
কৃত্তিকা হয়েন সেই আমার জননী।
বৃকভানুপুরে তিঁহো হয় শিরোমণি॥
পুত্রকন্যা দেখ তাঁর না ছিল কখন।
বহুত করিলা তিঁহো দেব আরাধন॥
সেইত তপস্যা ফলে আসি তাঁর ঘরে।
বহুত নবনী মাতা খাওয়ান সাদরে॥
সেই উদ্দীপন মোর হইল এখন।
তব বাঞ্ছা পূর্ণ হৈবে করাহ ভোজন॥
সে মর্ম্ম শুনিয়া সব মহিষীর গণ।
রাজাকে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন॥

মিষ্টান্ন সামগ্রী দেখ না কৈল ভোজন।
ননী আনি দেহ বলি চাহেন এখন ॥
দধি দুগ্ধ ননী ছানা খায়েন সাদরে।
আর আন বলে প্রভু পেট নাহি ভরে ॥
নবনী আনহ গ্রামে গোপেরে ডাকাইয়া।
ক্ষণেকে পসরা দিলে উজাড় করিয়া ॥
ভোজন চাতুরী কিছু কহনে না যায়।
সাক্ষাতে দেখহ রাজা কহি যে তোমায় ॥
এতেক শুনিয়া রাজা গমন করিল।
শ্রীনিবাস আচার্যে পুনঃ কহিতে লাগিল ॥
তুমিত ঠাকুর মোরে হওত সদয়।
অভিরাম লীলা শুনি হইনু বিস্ময় ॥
দধি দুগ্ধ ননী ছানা করিলা প্রচুর।
সকল খাইয়া আরো মাগেন ঠাকুর ॥
চারি পাঁচি মন দধি দুগ্ধ ছানা ননী।
একাকী করিল ভক্ষণ আইলাম শুনি ॥
এসব চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
বিবরিয়া কহ মোরে সেসব নির্দ্ধারি ॥
তখন শুনিয়া তাঁরে কহে শ্রীনিবাস।
ব্রজবাসী তাঁর দেহে করেন বিলাস ॥
মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করেন সদাই।
সখা সখীগণ দেখ তাঁহা ছাড়া নাই ॥
এখনি কহি যে সব যাহত শুনিয়া।
গোপঘরে দেহ তুমি লোক পাঠাইয়া ॥
ত্বরায় আনহ দধি দুগ্ধ ছানা ননী।
আমিত যাইয়া ইবে খাওয়াব আপনি ॥
এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত হয়া।
সামগ্রী আনান সব লোকে আজ্ঞা দিয়া ॥
দধি দুগ্ধ ছানা ননী প্রস্তুত হইলা।
দেখি শ্রীনিবাস লয়া আপনি চলিলা ॥
যাইয়া গোসাঞে সেই করান ভোজন।
ভোজন চাতুরী সেই অপূর্ব্ব কথন ॥
ভোজন করিয়া সঙ্গে উঠিয়া গোসাঞি।
হস্তের আঙ্গুল চিহ্ন রাখেন তথাই ॥
দালানে রাখিয়া চিহ্ন নদীতে আইলা।
মুখ প্রখ্যালন করি নদীকে কহিলা ॥
বিড়াই বলিয়া নাম হইল এবার।
রাজার নন্দনে স্রোত বাঙ্কিবে তোমার ॥
তথাপি বহিবে স্রোত ঘুষিবে সবাই।
এত বলি শ্রীনিবাসে মিলিলা তথাই ॥
সেখানেতে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইয়া।
মহা মহাপ্রসাদ সে দিলেন বাঁটিয়া ॥
তথাপি প্রসাদ শেষ পাত্র নাহি টুটে।
দেখি শ্রীনিবাস কহে গোসাঞি নিকটে ॥
কি করিব বল গোসাঞি উপায় ইহার।
প্রসাদ আছয়ে শেষ বাটিতে তোমার ॥
রাজমহিষীরা আদি দাসদাসীগণে।
আকণ্ঠ পূর্ণিত হৈল প্রসাদ সেবনে ॥
রাজপরিবারে আর না পারে খাইতে।
আজ্ঞা হয় গ্রামবাসীগণে বাঁটি দিতে ॥
শুনিয়া গোসাঞি তাঁরে বলেন হাসিয়া।
তুমিত প্রসাদ লয়া দেহত বাঁটিয়া ॥
তোমার হস্তের দ্রব্য অক্ষয় অব্যয়।
যত ব্যয় কর তুমি তত সেই হয় ॥
শুনি শ্রীনিবাস পুনঃ করেন বিনয়।
তোমার অধর গুণ প্রসাদে আক্ষয় ॥
পূর্ব্বাপর দেখ তুমি করিয়া বিচার।
তব শেষ উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণ খায়েন চাটিয়া ॥
তাহে কৃষ্ণ কত দেখ পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি তবু নাহি তার অন্ত ॥

এত বলি শ্রীনিবাস করেন গমন।
গ্রামবাসীগণে কৈল প্রসাদ বণ্টন॥
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দিত হৈলা।
হরিধ্বনি করি সবে গৃহেতে চলিলা॥
তবে শ্রীনিবাস শীঘ্র স্নানক্রিয়া করি।
গোসাঞে তাম্বুল দিয়া কহে করযুড়ি॥
তাম্বুল বনায়া ছিল মহিষীর গণ।
এলাইচ মসলাদি কে করে গণন॥
এখন তাম্বুল খেয়ে গোসাঞি উঠিলা।
বিধুর হইয়া রাজা প্রণাম করিলা॥
ধূলায় ধূসর রাজা ক্ষিতি লোটাইয়া।
দেখিয়া গোসাঞি উঠি কহেন ডাকিয়া॥
উঠ উঠ রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমার গৃহেতে কৃষ্ণ হৈলা অধিষ্ঠান॥
রাণীর হস্তেতে কৈলা নবনী ভক্ষণ।
সেই পুণ্যফলে হৈবে তোমার নন্দন॥
এত বলি চলি গেলা শ্রীনিবাস লইয়া।
কহিতে লাগিলা তারে নিভৃতে যাইয়া॥
ব্যবহার পরমার্থ করহ স্থাপন।
তাহাতে রহিয়া কর শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
শ্রীচৈতন্য মনোবৃত্তি সাধিবার তরে।
সঞ্চার করিনু শক্তি তোমার উপরে॥
বৃন্দাবনে পাঠাইনু করিয়া চাতুরী।
শ্রীজীব হয়েন সব গ্রন্থের অধিকারী॥
সেই সব গ্রন্থ দেখ তোমায় সঁপিলা।
মোর মনোবৃত্তি জীব জানিতে পারিলা॥
কহনে না যায় সেই শ্রীজীবের গুণ।
পশ্চাতে কহিব তার স্বরূপ কথন॥
এত বলি শ্রীনিবাসে করি আলিঙ্গণে।
মদনমোহন সঙ্গে করিয়া মিলনে॥
বিষ্ণুপুর হৈতে তবে গমন করিলা।
স্বরূপ বর্ণন এই অভিরাম লীলা॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে শ্রীনিবাস সহ বিষ্ণুপুরে মিলন নামক উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

বিংশতি পরিচ্ছেদ :

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় অভিরাম ভক্ত জনাশ্রয়॥
জয় জয় গৌরভক্ত করি যে স্মরণ।
অভিরামলীলা এই করি যে বর্ণন॥
অভিরাম বক্তা কভু শ্রোতা যে মালিনী।
সে সব প্রসঙ্গে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥
অভিরাম লীলা এই হয় অকৈতব।
স্বরূপ ব্যতিরেক তাহা নহে অনুভব॥
স্বরূপ করিয়া স্থায়ী শুন শ্রোতাগণে।
তবেত পারিবে তাঁর লীলা আস্বাদনে॥
একদিন অভিরাম বলেন বচন।
শুনহ মালিনী প্রিয়া অপূর্ব্ব কথন॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করিতে সাধন।
দ্বাদশ গোপাল আদি মহান্তের গণ॥
নিজ নিজ শিষ্য করি শক্তি সঞ্চারিলা।
গুরু ক্রিয়া মুদ্রাশিষ্য সাধিতে লাগিলা॥
মোর শাখা বেদগর্ভ আচার্য্য প্রধান।
শ্রীপাট কৈয়ড়ে কৈনু তাহার স্থাপন॥
গর্ভে থাকি তিঁহ কৈলা বেদ উচ্চারণ।
বৃন্দাবনে পুনর্ব্বার করিলা গমন॥

মোর ক্রিয়া মুদ্রা দেখি ভ্রমে যে সদাই।
সে মর্ম্ম মালিনী মোরে কহত বুঝাই॥
তখন মালিনী শুনি করেন বিনয়।
কহিতে লাগিলা সব ভক্তের আশয়॥
বেদগর্ভ আচার্য্য সেই ভক্ত শিরোমণি।
ভ্রমণ করয়ে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥
বাহ্য অন্তর তার সম সাধ্য হয়।
বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে ভাব আস্বাদয়॥
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া তুমি কৈলা যত লীলা।
প্রেম অনুরাগে সেই ভ্রমিতে লাগিলা॥
কভু হাসে কভু কাঁদে স্থান পরিক্রমে।
যমুনাতে পড়ে কভু স্বরূপের ভ্রমে॥
মদনগোপাল দেখ সেখানে মিলয়।
তাহারে লইয়া পুনঃ তটেতে উঠয়॥
শুনি ব্রজবাসী সব দেখিতে আইলা।
শ্রীজীব গোপালভট্ট তাহারে কহিলা॥
মদনগোপাল তুমি পাইলে কেমনে।
বিবরিয়া কহ তাহা শুনি আচরণে॥
তবে বেদগর্ভ শুনি করেন বিনয়।
কেমনে কহিতে বল ভজন নির্ণয়॥
আপন ভজন কথা কহিব কেমনে।
সত্য সত্য বলি দেখ শাস্ত্রের প্রমাণে॥

তথাহি :—

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমারোপসাধং।
অপমানং তপোধনং নবগোপ্যানি যত্নতঃ॥

আয়ুবিত্ত গৃহছিদ্র কেবা কারে কয়।
সে মন্ত্র আরোপসাধ্য কহনে না হয়॥
অপমান তপোদন কহিলে সব হ্রাস।
কেমনে কহিব এই ভজন নির্য্যাস॥

শ্রীজীব গোপালভট্ট শুনিয়া উল্লাস।
অভিরাম শিষ্য দ্বারা করেন প্রকাশ॥
প্রেমেতে বিহ্বল সদা হয় যে উন্মত্ত।
বেদগর্ভ সনে জীব করেন সিদ্ধান্ত॥
শুন শুন বেদগর্ভ কহি যে তোমায়।
আপন ভজন কথা না কহ কাহায়॥
মোর আগে এত কেন করহ চাতুরী।
নিজভাব সাধ্য কহ না করিহ চুরি॥
তোমাতে আমাতে দেখ নাহি যে বিভিন্ন।
একদেহ হৈতে হৈলা বিলাসের জন্য॥
পুর্ব্বাপর কহি সেই করি বিবেচনা।
যার যেই রতি শুদ্ধ ভাবের যাজনা॥
নিজ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণের সেবন।
তাহাকে জানিহ স্থির রতির লক্ষণ॥
তুমি বেদগর্ভ জান ব্রজের কারণ।
মদনগোপাল লয়া করিবে সেবন॥
রাধিকা হইতে দেখ মঞ্জরীর গণ।
রাধার বিলাস মূর্ত্তি করে যে ধারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সহিত কুঞ্জে করিয়া বিহার।
তুমিত সহায় এক জানহ আচার॥
বৃন্দা অনুগত সব হয় যে করনি।
সে মর্ম্ম জানে দেখ রাধাবিনোদিনী॥
বৃন্দারূপগুণ সেই কহনে না যায়।
রাধালীলা কৃষ্ণলীলা পোষক করায়॥
বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেম সেবা প্রাপ্তি হয় সখী সঙ্গে স্থিতি॥
বৃন্দার সেবিত সেই বৃন্দাবন পুরী।
কুঞ্জে কুঞ্জে করে লীলা কিশোর কিশোরী॥
বৃন্দাবতী দ্বারী তথা থাকেন সদাই।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই বলিহারি যাই॥

শুন শুন বেদগর্ভ কহি যে নির্দ্ধারি।
ষট্‌কোণ সম্মুখ কোণে বৃন্দা যে দ্বারী॥
তথাহি :—গোপাল চম্পু॥
বৃন্দাবতী গৌরবর্ণা চিত্রবস্ত্র সুশোভিতা।
স্বর্ণভূষা পুষ্পমালা বিভূতি মোহিনী বরা॥
ষট্‌কোণ সম্মুখ কোণে শ্রীবৃন্দাবতী চ রূপিণী॥
দিব্যরূপ ধরাসিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনাধিশ্বরী॥
নির্য্যাস নিগূঢ় কথা শুনহ এখন।
বৃন্দার যূথের সেই আছে নিরূপণ॥
তথাহি :—নারদস্য কারিকায়াম্॥
কৌশল্যা কামিনী কন্যা কুমুদী রাগমল্লিকা।
শারকাচ্ছা ষড়েতাশ্চ যূথপর্ব্ব নিগদ্যতে॥
বৃন্দাবতী গৌরবর্ণা দেখিতে উজ্জ্বল।
চিত্র বস্ত্র পরিধান করে ঝলমল॥
স্বর্ণভূষা পুষ্পমালা অঙ্গেতে ভূষণ।
বিভূতি মোহিনী বরা দেখি হরে মন॥
ষট্‌কোণ সম্মুখ কোণে বৃন্দা যে রূপিণী।
বৃন্দাবন অধিশ্বরী হয় সোহাগিনী॥
কৌশল্যা কামিন্য কন্যা রহে সেই যূথে।
কুমুদী রাগমল্লিকা শাবকাছা সাথে॥
এই ছয় যূথ রহে বৃন্দাবতী সনে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা সেই করিলা পোষণে॥
শুন বেদগর্ভ পুনঃ কহি সারাৎসার।
সকল যূথের কার্য্য গোচর আমার॥
অতএব কহি এবে তব মনোবৃত্তি।
চতুর পণ্ডিতা সেই হয় বৃন্দাবতী॥
রসিক হইলে জানে রসের সন্ধান।
সদাই করেন বৃন্দা রসমূর্ত্তিমান॥
সে রস না হয় পুষ্ট অনুগত বিনে।
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা করেন সাধনে॥

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা হয় গূঢ়তর।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাব অগোচর॥
সেই লীলা জানে মাত্র মঞ্জরীর গণ।
কৃষ্ণলীলা রাধালীলা অপূর্ব্ব কথন॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ মিলন করিয়া।
রসের অলসে কুঞ্জে রহেন শুইয়া॥
প্রেম বৈচিত্র্যেতে দুঁহে দেখেন স্বপন।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই শুনহ লক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাধা আমারে ছাড়িলা।
কিসের লাগিয়া আমি মুরলী শিখিলা॥
বিচ্ছেদ উৎকণ্ঠা সেই হৃদয়ে উদয়।
মুরলী ফেলিয়া কৃষ্ণ ক্রন্দন করয়॥
এইমত রাধা পুনঃ উৎকণ্ঠিত হয়া।
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধা বেশর ফেলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ আমারে যদি ছাড়িলা এখন।
বেশর পরিব আর কিসের কারণ॥
আঁধারে করিত আলো বেশর আমার।
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া কুঞ্জে করিনু বিহার॥
এইমত দুঁহে ফেলে মুরলী বেশর।
দেখি হাস্য উঠাইল মঞ্জরী সকল॥
সে মর্ম্ম জানিয়া তবে বৃন্দাঠাকুরাণী।
কৃষ্ণপ্রিয়গণের সে সুপ্রিয়বাদিনী॥
নিজ যূথগণে শীঘ্র বলেন বচন।
রসভঙ্গ করে দেখ মঞ্জরীর গণ॥
ছয়ের রক্ষক ছয় থাকহ যাইয়া।
বেশর মুরলী রাখ গোপন করিয়া॥
এতেক শুনিয়া দেখ বৃন্দা যূথগণ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সনে করেন মিলন॥
বেশর মুরলী তথা লইয়া তখনে।
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাশ রাখেন গোপনে॥

পুনশ্চ কহেন সব মঞ্জরীর গণে।
সেবা ছাড়ি হাস্য ইথে করত কেমনে॥
রাত্র শেষ হৈল ডাকে ময়ূর-ময়ূরী।
সেবা ত্রুটী কৈলে কেন শ্রীরূপমঞ্জরী॥
কোকিল বানরীগণ ফুৎকার করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা ভঙ্গ করে রব দিয়া॥
তখন রাধাকৃষ্ণ উঠি বলেন বচন।
মুরলী বেশর বৃন্দা না দেখি কেমন॥
কেবা চুরি কৈলা দেখ মুরলী বেশর।
শুনিয়া তখন বৃন্দা করেন উত্তর॥
নাগর নাগরী দুঁহে রসেতে মগন।
প্রেমবৈচিত্রতে দুঁহে দেখিয়া স্বপন॥
মুরলী বেশর ফেলি করেন রোদন।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই শুন শ্রোতাগণ॥
শুনিয়া রাধিকাজীউ লজ্জিতা হইলা।
মুরলী বেশর সেই বৃন্দাকে মাগিলা॥
তবে বৃন্দাবতী শুনি বলেন বচন।
বেশর মুরলী দেহ মঞ্জরীর গণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী শুনি তখন হাসিয়া।
বেশর মুরলী দিলা বৃন্দা আজ্ঞা পায়া॥
তবে বেশভূষা পুনঃ দুঁহার করিলা।
কুঞ্জেতে বিলাস করি গৃহেতে চলিলা॥
রাধাকৃষ্ণলীলা বৃন্দা হয় অধিকারী।
শুন বেদগর্ত্ত তব ভজন নির্দ্ধারি॥
এত শুনি বেদগর্ত্ত হয় যে আনন্দ।
আমার ভজন জীব করেন সিদ্ধান্ত॥
যৈছে শুনি তৈছে দেখি সিদ্ধান্তের সার।
বুঝিলাম গোসাঞিজীউ পণ্ডিত ভাণ্ডার॥
আমার নিগম এই ভজন নির্ণয়।
সকল কহিল গোসাঞি বুঝিয়া আশয়॥

অন্যের মনের কথা অন্যে নাহি জানে।
মোর মনোবৃত্তি জীব জানে অনুমানে॥
অনুমানে বিদ্যমান দেখিলে জানয়।
এবে সে গোসাঞিজীউ প্রকাশ করয়॥
তবে সে ঘুষিবে এই অভিরাম লীলা।
তখন গোসাঞি মর্ম্ম শ্রীজীব জানিলা॥
বেদগর্ত্ত আচার্য্যের সে বাসাতে আনিয়া।
মদনগোপালে দিলা আসন পাতিয়া॥
তবে বেদগর্ত্ত সেই আসন দেখিয়া।
মদনগোপালে তথা দিলা বসাইয়া॥
প্রেম পিরীত দোঁহার কে করে গণন।
মালিনী আশ্রয় লয়া করি যে বর্ণন॥
অভিরাম শ্রোতা তাহে বক্তা যে মালিনী।
সে সব প্রসঙ্গ উপাসনা তত্ত্ব জানি॥
সেই উপাসনা বস্তু হয় রসকূপ।
গোসাঞি শ্রীজীব দ্বারে লীলার স্বরূপ॥
পশ্চাতে কহিব তাহা করিয়া নির্ণয়।
বেদগর্ত্ত শ্রীজীব দেখি স্বরূপে উদয়॥
রসিক হইলে জানে রসের সন্ধান।
গোসাঞি শ্রীজীব দ্বারে হয় অধিষ্ঠান॥
মদনগোপাল সেবা তারে নিয়োজিলা।
বেদগর্ত্ত আচার্য্য লয়া সেবা প্রকাশিলা॥
এইত কহিলা শুন মালিনীর নাথ।
মদনগোপাল রহে বেদগর্ত্ত সাথ॥
শ্রীজীব নিকটে তবে হইয়া বিদায়।
দুঁহার চরিত্র কিছু কহনে না যায়॥
হাসিতে হাসিতে সেই কহেন মালিনী।
তোমার যে লীলা নাথ সব আমি জানি॥
বেদগর্ত্তে প্রেম তুমি করিয়া স্থাপন।
পাঠাইয়া দিলা তারে করিতে ভ্রমণ॥

ভ্রমণ করিতে সেই গেলা বৃন্দাবনে।
তবে তুমি বিষ্ণুপুরে করিলে গমনে॥
তথায় মিলিলা পুনঃ সেই শ্রীনিবাস।
শ্রীনিবাস দ্বারে পুনঃ করিলে প্রকাশ॥
বিষ্ণুপুর হৈতে দেখ কৈয়ড়ে আসিলা।
কহনে না যায় তব অভিরামলীলা॥
বৃন্দাবন হৈতে সেই গমন করিলা।
শ্রীপাট কৈয়ড়ে আসি তোমারে মিলিলা॥
মদনগোপাল তথা স্থাপন করিলা।
ব্যবহারে রহি সেই সেবা প্রকাশিলা॥
তার পরিবার যত হয় রসময়।
শ্রীজীব স্বরূপে পুনঃ ভাণ্ডারী করয়॥
তাহার চরিত্র যত কহি যে নির্দ্ধার।
মদনগোপাল সেবা কৈলা অঙ্গীকার॥
সেবার সুসার তিঁহ করে যে সদাই।
পুনশ্চ তোমার শক্তি প্রকাশ তথাই॥
এইমত দুঁহে মিলি করেন বর্ণন।
বেদগর্ব্ভের মদনগোপাল হইল স্থাপন॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে বসি কথোপকথন।
মালিনী বক্তা কভু শ্রোতা অভিরাম॥
এ মর্ম্ম মালিনী সব গোসাঞে কহিলা।
শ্রীজীব স্বরূপ দ্বারে গ্রন্থ সমর্পিলা॥
অভিরাম মালিনী পদ করিয়ে আশ্রয়।
শ্রীজীব গোসাঞি দ্বারে স্বরূপ উদয়॥
সেইত স্বরূপে তিঁহো সেবা নিয়োজিলা।
আরোপে সাধিয়া গ্রন্থ পূর্ণ যে করিলা॥
এই অভিরাম লীলা করিয়া বর্ণন।
শ্রীজীব স্বরূপে দেখ করিলা পোষণ॥
এ মর্ম্ম রসিক হৈলে জানিবে নির্ণয়।
আরোপ স্বরূপ আসি করিলা উদয়॥

শ্রীজীব স্বরূপ পাদপদ্ম করি ধ্যান।
শ্রীদাম স্বরূপ তথা হয় অধিষ্ঠান॥
শ্রীদাম শ্রীমতী কভু নহেন বিভিন্ন।
স্বরূপে শ্রীজীব দ্বারে শক্তি অবতীর্ণ॥
শয়নে স্বপনে সদা করি যে নির্ণয়।
পুত্র বাৎসল্যে যেন হয়েন আশ্রয়॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা যদি রাখহ এবারে।
শ্রীজীব স্বরূপ,শক্তি ঘুষিবে সংসারে॥
এই অভিরাম লীলা হয় অকৈতব।
স্বরূপ ব্যতিরেকে তাহা নহে অনুভব॥
স্বরূপে স্বরূপ দেখ স্বরূপ স্থাপিলা।
প্রকাশ করিলা গ্রন্থ অভিরাম লীলা॥
ঠাকুর নন্দন তায় সহায় হইয়া।
ভাণ্ডারে রাখিলা গ্রন্থ নকল করিয়া॥
গ্রন্থের স্বরূপ সেই অভিরাম হয়।
দ্বাদশ গোপাল আদি তাহাতে উদয়॥
অতএব এই গ্রন্থ করিতে পূজন।
জল-তুলসী দেখ আছয়ে নিয়ম॥
শ্রীজীব আশ্রিত দুই হইলা পূজারী।
বক্রেশ্বর স্বরূপ তায় প্রেমের গাগরি॥
এ দুই শাখাতে কৈলা স্বরূপ প্রকাশ।
অভিরাম শক্তি দেহে করে যে বিলাস॥
অভিরাম লীলা এই কে জানে নির্ণয়।
সন্তান-সন্ততি দেখ করিলা উদয়॥
সবেমাত্র মনোবৃত্তি জানেন চৈতন্য।
অর্দ্ধনাকে দেখাইলা উপাসনা চিহ্ন॥

তথাহি :—

যো ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন তুল্য বেশধারকো।
দিব্যবেণী বেত্রপাণি বৎস সঙ্গ রক্ষকঃ॥

গৌরচন্দ্র সঙ্গে গৌড়দেশ মধ্যে বাসকো।
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীন তারক: ॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে তিলক রামদাস ॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলসূত্র বর্ণনে বেদগর্ভ
আচার্য্যের শ্রীজীউ সহিত বৃন্দাবনে মিলন
এবং মদন গোপাল প্রাপ্তি ও স্থাপন
নামক বিংশতি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সঙ্গোপন প্রসঙ্গ ঃ

যন্নাম কীর্ত্তনং দানতপো যাশদি সৎফলং।
তং নিত্যং পরমানন্দং হরিং নর অনুস্মর ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুণমনি ধাম ॥
জয় জয় গৌরভক্ত করিয়ে স্মরণ।
সবে মিলি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন ॥
অভিরাম লীলা সেই কে জানে নির্দ্ধার।
রূপের স্বরূপ দেখি করি যে বিস্তার ॥
আপনার লীলা গোসাঞি কহেন আপনি।
তাহাতে শ্রোতা সেই হয়েন মালিনী ॥
অভিরাম শ্রোতা কভু বক্তা যে মালিনী।
শ্রীকৃষ্ণনগরে সেই অমৃতের খনি ॥
একদিন কানুকৃষ্ণে বলেন বচন।
সঙ্গোপন হব আমি শুন বিবরণ ॥
যার যেই পরিকর হয় সে স্বরূপ।
তাহার মিলনে দেখ উঠে রসকূপ ॥
কানুকৃষ্ণ শুনিয়া সে সব বিবরণ।
ধূলায় ধূসর হয়ে করেন ক্রন্দন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তিঁহো যুড়ি দুইকর।
কহিতে লাগিলা গোসাঞি বরাবর ॥
কেমনে থাকিব আমি তোমার বিহনে।
তাহার উপায় তুমি করহ এক্ষণে ॥
তোমা না দেখিলে মোর নাহি রহে প্রাণ।
ইহার উপায় কর প্রভু অভিরাম ॥
কানুকৃষ্ণে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
মায়িক হইয়া কেন করিছ রোদন ॥
তোমা ছাড়া আমি নহি জান কদাচন।
এই স্থান ছাড়া পুনঃ না হব কখন ॥
নিরন্তর পরিবার রক্ষা যে করিব।
সহায় করিয়া তোমা সকল সাধিব ॥
বলিতে বলিতে গোসাঞি সৃজিলা উপায়।
দৈবে ভাস্কর এক আইল তথায় ॥
তখন কহেন গোসাঞি ডাকিয়া ভাস্করে।
মোর প্রতিমূর্ত্তি গড়ি দেহত আমারে ॥
আজ্ঞা মাত্র ভাস্কর সে মূর্ত্তি যে গড়িলা।
গোসাঞি লইয়া তাহা কানুকৃষ্ণে দিলা ॥
সন্ধ্যা হইলে গোসাঞি নিয়া নিজ ঘর।
বিম্বছিদ্রে প্রবেশয় প্রতিমা ভিতর ॥
এই মত প্রত্যাবধি প্রতিমা ভিতরে।
কানুকৃষ্ণে দেখাইয়া যাতায়াত করে ॥
কানুকৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করি নানামতে।
উপদেশ দিলা যত কে পারে বর্ণিতে ॥
যতেক নিগূঢ় কথা সকল কহিলা।
কে পারে বুঝিতে সেই অভিরাম লীলা ॥
ইষ্ট নিগমের কথা সকল বলিলা।
স্বরূপে বর্ণন এই অভিরাম লীলা ॥
আগেতে মালিনী জীউ হৈলা সঙ্গোপন।
আশীর্ব্বাদ করি কানুকৃষ্ণে বিলক্ষণ ॥

কানুকৃষ্ণ গোসাঞে শক্তি সমর্পিয়া।
মালিনী আছেন দেখ স্বর্ণকান্তি হয়া॥
কানুকৃষ্ণে পুনঃ সেই বলেন বচন।
আমিত এবে দেখ হৈনু সঙ্গোপন॥
তুমিত ব্রাহ্মণ ছাওয়াল গোস্বামীর সূত্র।
আমাদের পুত্র নাই তুমি হৈলে পুত্র॥
অতঃপর কানুকৃষ্ণে শক্তি সঞ্চারিলা।
স্বরূপ বর্ণন এই অভিরাম লীলা॥
শুন শুন শ্রোতাগণ বলিয়ে নির্দ্ধার।
সন্তান সন্ততি গোসাঞি করিলা বিস্তার॥
বংশের বিস্তার সেই শ্রীকৃষ্ণনগরে।
গোপীনাথ সেবে সবে আনন্দ অন্তরে॥
চৈত্রমাসে মধুকৃষ্ণা সপ্তমী দিবসে।
প্রতিমূর্ত্তি প্রবেশিয়া গোসাঞি রহিলা।
অন্যদিন মত আর বাহির না হইলা॥
তুহার শ্রীপ্রতিমূর্ত্তি রহে কৃষ্ণনগরে।
অদ্যাবধি ভক্তগণ দরশন করে॥
অভিরাম মালিনী হইলা সঙ্গোপন।
শ্রীঅভিরাম লীলামৃত হৈল সঙ্কলন॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে সঙ্গোপন
প্রসঙ্গ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

শ্রীমৎ অভিরাম গোস্বামী কৃত—
শ্রীগঙ্গাস্তবম্

শ্রীনিত্যানন্দনন্দিন্যৈ নমঃ।
শ্রীরাধাযুগপদ্ধরিশ্চমুদিতৌ গোলকমধ্যে মিথঃ,
প্রেমাবিষ্ট তয়া পরা বিগলিতৌ তদ্বস্তু গঙ্গাবনৌ।
সা ত্বং সূর্য্যসুতা সুতা হি কৃপয়া জাতাধুনাধিশ্বরি,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥১॥
মাতস্তেঽবনীমণ্ডলে দশহরা শ্রীজন্মযাত্রাতিথিঃ,
খ্যাতা ত্বং দশজন্ম পাপমনীদানীং পুনঃ সা হি সা।
গূঢ়ং তত্ত্বমহত্ত্বমাদ্ভুতমিদং উক্তৈ কবেত্বং ব্রুবন্,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥২॥
লীলা তে পরমাদ্ভুতা বলসুতা শ্রীসূতিকামন্দিরে,
স্তন্যং ত্বাং ত্যজতীং পিতা সমদিশৎ জ্ঞাত্বা
প্রভু জাহ্নবীম্।
শিষ্যেনাং তদনঙ্গমঞ্জরি হরিরূপাং হি শিষ্যাং কুরু,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥৩॥
ইত্থং বৈতদনঙ্গমঞ্জরি মুখাচ্ছ্রুত্বা সুগোপাসনং,
জাতাহ্লাদমনা ভৃশং প্রভু সুতে স্তন্য নিশীর প্রিয়ম।
সর্ব্বানেব জনান্ প্রিয়ৌ চ পিতরৌ সুপ্রেম্নি চামজ্জৎ,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥৪॥
ত্বাং বৈ দেবগণা মুরারিরপি চ শ্রীশঙ্করোঽপীশ্বরঃ,
সেবিত্বা পরমাদরেণ কৃতিনো যেঽন্যে মনুষ্যা পরে।
সংসিদ্ধিং পরিলেভিরে ভগবতঃ পাদাম্বু মাঃ শুভে,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥৫॥
শ্রীদামা হি সখা প্রভোরনুচরঃ পর্য্যেম্যাহং ভূতলঃ,
তত্তদ্বস্তু কুতঃ কুতঃ সমজনি জ্ঞাতুং সমস্তং ব্রজে।
জানে দ্বাদশধা প্রমণ্য হসতীং প্রথীং স্বকাং চাক্ষতাং,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥৬॥
দেবী ত্বং দ্রবরূপিনী প্রথমতঃ পশ্চান্মহারূপিনী,
সাক্ষান্মন্মথমন্মথা রসনিধিঃ কৃষ্ণস্য বামে স্থিতা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবাসিনী ভগবতী-শ্রীরাধিকা শিষ্যিকা,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥৭॥
মাতস্তচ্চরণৌ ভজন্তি পরমা যে কেঽপি বা কেনচিন্,

নামাভাসভৃতা তথা কিমু পুনর্বিজ্ঞান মাত্রেন তে ।
তেষামিষ্টগতিং দদাসি কৃপয়া কৃপয়া কৃষ্ণ স্বরূপে কিল,
নিন্দানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জির ॥৮॥
অদ্বৈতাদি গদাধর প্রভৃতয়ঃ শ্রীবাসরামৌ হরিঃ,
নিত্যানন্দ শচীসুতৌ নরহরির্বক্রেশ্বরো রাঘবঃ ।
প্রেমার্থ পরিসেবিতা ভগবতি শ্রীপ্রেমনীরে তব,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥৯॥
ত্বং হি শ্বেত বিশুদ্ধ চম্পকনিভা শ্রীকৃষ্ণ কান্তা প্রিয়া,
নিত্যানন্দ গৃহেইধুনা বিহরসি স্বেচ্ছাময়ী লীলয়া ।
পিত্রানন্দ বিধায়িনী হরিময়ী ভাগীরথী জাহ্নবী,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥১০
যে চ ত্বাং ভুবি ভাবুকা অনুগতাঃ প্রেম্নো বরামঞ্জরি,
সেবন্তে মনসা সমুজ্জ্বলময়ীরাগানুগামার্গতঃ ॥
তেভ্যঃ কান্তক সেবনং হরিপদং সংপ্রাপয়ন্ত্যাশ্চ বৈ,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥১১
ধৎসে ত্বং বহুধা বপুংষি জননি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো যথা,
কার্য্যার্থং নিতরাং বিভান্তি কলয়া তান্যেয় লীলাস্তব ।
মূলং কিন্তু মনোহরং বপুরিদং যম্মে তয়া দর্শতে,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥১২
যদ যৎ তীর্থ মিহাস্তি বিশ্বজননি প্রার্থ্যং পবিত্রং পরং,
সান্নিধ্যাচ্চ হরে স্তবাপি মুনিভিঃ সংকীর্ত্তিতং
পূর্ব্বজৈঃ ।
কে জানন্তি মহত্ত্বমদ্ভুত মহো জানন্তি জানন্ত বৈ,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥১৩
শ্রীচৈতন্য হরেঃ প্রকাশ সময়ে পদ্মাবতী নন্দনাৎ,
রূপাচ্চৈব বলাৎ স্বয়ং ভগবতো যা জন্মলীলা কৃতা ।
কল্লোলাপ্লবনং গৃহস্য নিতাং প্রেমাব্ধি সংমজ্জনী,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা-
মঞ্জরী ॥১৪॥

দৃষ্টা ত্বং নববালিকা ততো দ্রবময়ী তস্মাৎ বরামঞ্জরী,
শ্রীমন্মমঞ্জরী মধ্যগা নিধুবনে কৃষ্ণস্য বামে স্থিতা ।
পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবাসী নিজগণান্ সংভোজয়ন্তী হরিম্,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী॥১৫॥
দেবিত্বং বৃষ ভানুজা সুখকরী শ্রীমঞ্জরীনাং গণাস্বা-
মারাধ্য,
সুদুর্ল্লভাং ব্রজভুবি শ্রীপ্রেমমূর্তি কিল ।
চৈত্তীং বৃত্তিমবাপুরিঙ্গিতধিয়ঃ শ্রীপ্রাণনাথান্তিকে,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি॥১৬॥
শ্রীবৃন্দাবন কেলি-কুঞ্জ মদনে শ্রীরত্ন সিংহাসনে,
রাধানন্দ সুতৌ মুদা বিলাসিতৌ তদ্দাসিকানাং
গণৈঃ ।
যস্যাস্তে বচসা ন্যসে বয়দথো শ্রীরূপমঞ্জর্য্যসৌ,
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥১৭॥
রূপং তে মধুরং পরাৎপরতরং মূলং হি দৃষ্টং ময়া,
শ্রীমত্যাশ্চরণ প্রসাদ বলতো জ্ঞাতঞ্চ তত্ত্বং কিয়ৎ ।
মাতা ত্বং হিতকারিণী কৃপয় মাং দেহি পদং মুর্দ্ধনি,
নোপেক্ষ স্ব দয়া সুধাব্ধি হৃদয়ে ভৃত্যং নিজং
সর্ব্বথা ॥১৮॥
এতচ্ছ্রীপাদ কন্যা গুণগণ মহিমোৎকীর্ত্তনং দীপ্ত-
ভাবং,
সাক্ষাদ জ্ঞানমূলং শময়তি সুমহৎ কীর্ত্তিদং
তাপহন্তৃ ।
সর্ব্বেষাং পাপসংখস্যোপশম জনকং প্রেম সম্বন্ধ
কঞ্চ,
ভক্ত্যা যুক্তো পঠেদ্ যঃ স জীয়তি সততং
প্রেমমালাং লভেত ॥১৯॥
গোপালোহহং প্রসিদ্ধো ব্যরচয়মমৃতং রামদাসো
হি নাম্না,

স্তোত্রং শাস্ত্রার্থ-সারং কলিমলমথনং দেবি
ভৃত্যাস্ত্বদাম্মি।
কিন্ত্বজ্ঞস্যাননে যে ভগবতি কৃপয়া বাচিতং
স্ফোরিতং যৎ,
তৎ সম্পূর্ণং ভবেত্বৎ পদযুগ কমলে স্থাপিতঞ্চাস্ত
নিত্যম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীঅভিরাম গোস্বামী কৃতং শ্রীনিত্যানন্দ-
সুতাগঙ্গাস্তোত্রং সর্ব্বাপরাধ ভঞ্জনং নাম
সমাপ্তম্।

বঙ্গানুবাদ :

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাসিন্ধু ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা শ্রীবসুধা জয়।
জয় জয় বীরচন্দ্র জীবের আশ্রয় ॥
জয় জয় গঙ্গামাতা ভুবন পাবনী।
নিত্যানন্দ কন্যারূপে জন্মিল অবনী ॥
ব্রজের শ্রীদাম সখা ঠাকুর অভিরাম।
লীলার সহায় লাগি এল গৌড়ধাম ॥
প্রণমিয়া প্রকাশিল যত গৌরগণ।
গঙ্গা-বীরচন্দ্র গুণ জানায় ভুবন ॥
প্রভু নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গাঠাকুরাণী।
মহিমা জানাল তাঁর গাহি স্তব বাণী ॥
গোলকেতে বিরাজিত যুগলকিশোর।
দোঁহারে হেরিয়া দোঁহে ভাবেতে বিভোর ॥
সহসা বিরহ স্ফূর্ত্তি দোঁহার হইল।
নয়ন সলিলে শ্বেত জল নিকসিল ॥
তাহাতে জন্মিল গঙ্গা ভুবন পাবনী।
তেঁহ সূর্য্য সুতার সুতা বিদিত অবনী ॥১॥
ওহে গঙ্গাদেবী, দশহারায় আবির্ভাব।
সেই শুভ তিথির হয় অদ্ভুত প্রভাব ॥
এই শুভ তিথিতে তোমায় করিলে অর্চ্চন।
দশ জন্মার্জ্জিত পাপ প্রশমিত হন ॥
ভক্তজন জানে মাত্র তোমার মহিমা :
সর্ব্বগতি দাত্রি তুমি করুণার সীমা ॥২॥
আবির্ভূতা হয়া তুমি সুতিকা মন্দিরে।
স্তন না করিলে পান, মাতা উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥
অন্তরে জানিয়া কহে প্রভু নিত্যানন্দ।
জাহ্নবা অর্পহ মন্ত্র যাউক সব দ্বন্দ্ব ॥
তবেত জাহ্নবা দেবী যুগল মন্ত্র দিল।
মন্ত্র পায়া গঙ্গাদেবী স্তন পান কৈল ॥
তবে মাতা পিতাদিক সবে সুখ মন।
গঙ্গার মহিমা হৈল বিদিত ভুবন ॥৩-৪॥
শঙ্করের শিরভূষা সেব্য দেবগণ।
কৃষ্ণের আদর পাত্রী ভুবন পাবন ॥
পরম আদরে তোমায় মনুষ্যের গণ।
সেবিয়া লভয়ে সিদ্ধি কৃতার্থ জীবন ॥৫॥
ব্রজের শ্রীদাম আমি কৃষ্ণ অনুচর।
গণসহ প্রভুর লাগি ভ্রমি চরাচর ॥
দ্বাদশ প্রণামে তোমার শকতি জানিল।
অক্ষত দেহ, হাস্যময়ান তোমায় হেরিল ॥
তবেত জানিল তোমা নিজ প্রভুশক্তি।
তোমার শরণে জীবের উপজে ভকতি ॥৬॥

জলরূপী রূপে তোমা করেছি দর্শন ।
মহারূপময়ী হেরি গোবিন্দ সদন ॥
শ্রীরাধার শিষ্যারূপে পদাঙ্গুষ্ঠবাসিনী ।
রাধাকৃষ্ণ সেবা পরাভক্তি স্বরূপিণী ॥৭॥

নানা ভাবে কর জীবে অভীষ্ট প্রদান ।
শ্রদ্ধায় ভজয়ে যেবা কি গতি তাহান্ ॥
নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-গৌরাঙ্গসুন্দর ।
রাম-হরি-শ্রীবাস নরহরি-বক্রেশ্বর ॥
শ্রীরাঘবাদি যত হয় গৌরাঙ্গের গণ ।
তব নীর সেবয়ে সদা প্রেমের কারণ ॥
কৃষ্ণকান্তা প্রিয়া শ্বেত চম্পক বরণা ।
ভাগীরথী জাহ্নবী তুমি জন্মিলে অধুনা ॥
স্বেচ্ছাবশে নিত্যানন্দ গৃহে আবির্ভাব ।
পিতামাতায় সুখ দিয়া দেখালে প্রভাব ॥১০॥

প্রেম-বরা মঞ্জরী তুমি তুমি ভুবন পাবনী ।
তব অনুগতা জনের মহিমা কি জানি ॥
রাগানুগা মার্গে ভজে তোমার শরণে ।
কৃষ্ণ পাশে কান্তারূপে করাও সেবনে ॥১১॥

সর্ব্ব অবতার মূল কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে ।
ধর্ম্ম সংস্থাপনে অংশ করয়ে ধারণে ॥
সেরূপ তুমিও জীবের পাবন কারণ ।
জলময়ী মূর্ত্তি আদি করহ ধারণ ॥
আজিত যে মূর্ত্তি মোরে করালে দর্শন ।
সকলের মূল ইহা জানিল কারণ ॥১২॥

ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত যত মহাতীর্থগণ ।
শ্রীহরি ও সান্নিধ্যে তোমা হইল এমন ॥
পূর্ব্বের মহর্ষিগণ কহে এই কথা ।
অপূর্ব্ব মহিমা তব কে জানে সে গাথা ॥১৩॥

গৌর অবতারে বলরাম আগমন ।
নিত্যানন্দ নামে পদ্মাবতীর নন্দন ॥
নিত্যানন্দ ঘরে তুমি যবে জনমিলে ।
প্রেম-সমুদ্রে সবায় মাজ্জিত করিলে ॥১৪॥

প্রথমে নববালিকা রূপ করিনু দর্শন ।
দ্রবময়ী মূর্ত্তি পাছে পাইনু দর্শন ॥
বরাপ্রেমমঞ্জরী রূপে মঞ্জরীর মাঝে ।
মাধবের বামে হেরি নিধুবন মাঝে ॥
পাছে হেরি মাধবের পদাঙ্গুষ্ঠ বাসিনী ।
নিজগুণে কর সবা হরি সোহাগিনী ॥১৫॥

রাধার সুখদায়িনী তুমি তার পরিজন ।
প্রেমমূর্ত্তি মঞ্জরীরূপে সেবে মঞ্জরীর গণ ॥
তোমা সেবি লভে প্রাণনাথের সেবন ।
ইঙ্গিতে মাধবের কর সন্তোষ সাধন ॥১৬॥

বৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে রত্ন সিংহাসনে ।
বিহরয়ে শ্রীরাধামাধব সুখ মনে ॥
দাসীগণ পরিবৃতা শ্রীরূপমঞ্জরী ।
রাধামাধবে সেবে তোমা আজ্ঞা অনুসারী ॥১৭॥

সর্ব্ব মাধুর্য্যের নিলয় তোমার স্বরূপ ।
রাধার প্রসাদে আজি হেরি যে সেরূপ ॥
তোমার তত্ত্ব মুই কিছু জানিনু এখন ।
হিতকারিণী জননী কৃপা কর প্রদর্শন ॥
কৃপা করি শ্রীচরণ শিরে কর দান ।
উপেক্ষা নাহিক কর কর ভৃত্য জ্ঞান ॥১৮॥

নিত্যানন্দ সুতাগঙ্গার যেবা গুণ গায় ।
ভাবমাধুর্য্যে দীপ্ত হয় তাহার হৃদয় ॥
অজ্ঞান অবিদ্যানাশ মহতীকীর্ত্তি দান ।
পাপ নাশি শ্রীমাধবে সম্পর্ক বিধান ॥

ভক্তিভাবে এই স্তব যে করে পঠন।
সর্ব্বত্র বিজয়ী লভে শুদ্ধ ভক্তিধন ॥১৯॥
অভিরাম দাস আমি ব্রজের গোপাল।
এ স্তব রচিনু আমি ভৃত্য সর্ব্বকাল ॥
শাস্ত্রসার কলিমলমথন স্তবামৃত।
অজ্ঞ আমি তব কৃপায় হইল স্ফুরিত ॥
সম্পূর্ণ হউক তব চরণ প্রসাদে।
কুসুমাঞ্জলি রূপে অর্পিত শ্রীপদে ॥২০॥
ব্রজের শ্রীদাম সখা অভিরাম নামে।
এ স্তব রচিয়া কৈল ভুবন পাবনে ॥
নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গার মহিমা গাহিল।
পরম অমৃত বস্তু কিঞ্চিৎ আস্বাদিল ॥
অভিরাম পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
কিশোরী করিল তার উচ্ছিষ্ট চর্ব্বন ॥

অভিরাম শাখা নির্ণয়

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথি নং ১৪৪০)

অভিরাম চন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত।
তা সবার নাম গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত॥
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ ॥
বুঢ়ন গ্রামেতে হরিদাসের বসতি।
হেলাগ্রামে পাখিয়া গোপাল দাসের স্থিতি ॥
পাকমালাটিতে বাস গুলফনারায়ণ।
সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন ॥
দাড়িয়া মোহন নাম বলে সর্ব্বজনে।
কিবা যে শোভন দাড়ি অতি বিলক্ষণে ॥
মহিনা মুড়িতে বাস সত্য রাঘব নাম।
সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান ॥
ভঙ্গ মোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥
দ্বীপাগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গন কৃষ্ণদাস নিশ্চিত ॥
মালদহে মুরারী দাস করেন বসতি।
পানিহাটীতে ঠাকুর মোহনের স্থিতি ॥
রাধানগরেতে বাস যদু হালদার।
হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্ত নগর ॥
মহেশ গ্রামেতে বাস গোপাল দাস নাম।
কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান ॥
পাটলা গ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ।
নীলাচলে স্থিতি গোপীনাথ দাস আখ্যান ॥
চুনাখালী বাসী দাস নন্দ কিশোর।
পাতা গ্রামে বিদুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার ॥
বিনুপাড়া বাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম।
গৌরাঙ্গ পুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান ॥
গোপাল ভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস।
অঙ্গশাখা আচার্য্য জানিবা নির্য্যাস ॥
বিল্ব গ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম।
সাড়ে চব্বিশ শাখার কহি নাম গ্রাম ॥
শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥

ঃ সূচীপত্র ঃ

শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহ—

(মধ্যভাগে শ্রীগোপীনাথ দেব, দক্ষিণে শ্রীবলরাম ও
বামে ঠাকুর অভিরাম বিরাজিত)

Shripad Ishvarpuri, R N. 32785/78 February—1982
7th Year—Vol—1

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১.৫০
২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (১ম-সংস্করণ) : ভিক্ষা—৭.০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১.৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন : ভিক্ষা—৭.০০
(স্থান মাহাত্ম্যসহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থের ভ্রমণ পথ নির্দ্দেশ)
৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—১০.০০
(পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবন চরিত্র সম্বলিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে)
৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—৫.০০
৭। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি ধর্ম্ম : ভিক্ষা—২.০০
৮। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত : ভিক্ষা—৬.০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
৯। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার : ভিক্ষা—৬.০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
১০। শ্রীশ্রীসীতা দ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ : ভিক্ষা—২.০০
১১। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলা রহস্য : ভিক্ষা—৩.০০
১২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিচয় : ভিক্ষা—৩.০০
১৩। শ্রীঅভিরাম লীলামৃত : ভিক্ষা—১৫.০০

॥ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ॥

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, চৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিসহর, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

বি দ্র.—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভি পি:তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল—স্বতন্ত্র।

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagad guru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan), Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar and Printed by self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone : Bhat. - 2415) Editor Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

ঃ নিয়মাবলী

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ষান্মাষিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায়, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক)—৫·০০, প্রতি সংখ্যা—২·৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে পত্রিকা-প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় পত্র এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাকটিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

যোগাযোগ ঃ—**শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী** (সম্পাদক, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী) শ্রীচৈতন্য ডোবা,
পোঃ হালিসহর, জেলা ২৪ পরগনা, পঃ বঃ

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের সমাপ্তিকাল

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের লিখনকাল সম্পর্কে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন যথা—

শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যোঽহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবনে। পনর শত তিন শকাব্দে যখন॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমীতে। পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে বর্ণন যথা—

শাকেসিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যোঽহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

সিন্ধু (৭), অগ্নি (৩), বাণ (৫), ইন্দু (১)=১৫৩৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পঞ্চমীতে রবিবারে বৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। উপরোল্লেখিত প্রমাণদ্বয়ে ১৫০৩ ও ১৫৩৭ শকাব্দ চিহ্নিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ দাস বিরচিত শ্রীপ্রেমবিলাস ১৫২২ শকাব্দ ও শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত শ্রীযদুনন্দন দাস বিরচিত শ্রীকর্ণানন্দ ১৫২৯ শকাব্দে লিখিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৫০৩ শকাব্দে লিখিত বলিয়া ধরা যায়। যেহেতু শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ১৩ বিলাসে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত উক্ত 'রায় রামানন্দ' সংবাদ উল্লেখিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

[শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের মুখপত্র]

ষষ্ঠ বর্ষ :: দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৫

সন—১৩৮৮ সাল, ৩০শে শ্রাবণ

শ্রীঝুলন পূর্ণিমা

ক চাঁদা (সডাক) — ৫.০০

প্রতি সংখ্যা ২.৫০

Statement about ownership and other particulars about newspaper.

SHRIPAD ISHVARPURI

FORM—IV

[See Rule 8]

1.	Place of Publication	:	Shri Chaitanya Doba, P.O. Halisahar, 24 Parganas, West Bengal.
2.	Periodicity of its Publication	:	Half-yearly
3.	Printer's Name	:	Shri Kishori Das Babaji
	Nationality	:	Citizen of India
	Address	:	Shri Chaitanya Doba P.O. Halisahar, 24 Parganas.
4.	Publisher's Name	:	Shri Kishori Das Babaji,
	Nationality	:	Citizen of India
	Address	:	Shri Chaitanya Doba, P.O. Halisahar, 24 Parganas.
5.	Editor's Name	:	Shri Kishori Das Babaji,
	Nationality	:	Citizen of India
	Address	:	Shri Chaitanya Doba, P.O. Halisahar, 24 Parganas.
6.	Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital	:	Shri Kishori Das Babaji, Citizen of India, Shri Chaitanya Doba, P.O. Halisahar, 24 Parganas.

I, Shri Kishori Das Babaji, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Shri Kishori Das Babaji,
Publisher, Shripad Ishvar Puri.

Date : 25. 8. 81

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

এতদ্বারা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে এই ষান্মাসিক পত্রিকাটিকে ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এতদ্বিষয়ে গ্রাহকগণের সক্রিয় সহ-যোগিতা কামনা করি। গ্রাহকবৃন্দের আগ্রহের উপরই ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিরূপিত হইবে। আপনি নিয়মিত চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিত ভক্তগণের মধ্যে প্রচার করে গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টাকরতঃ অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়তা করুন।

নিবেদক—
সম্পাদক
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

মহান্তের প্রিয় সেই শ্রীরঘুনন্দন।
মহাপ্রভু দিলা যারে শ্রীমাল্য চন্দন ॥
সে মর্ম্ম জানিয়া তারে বলেন বচন।
কত শক্তি ধর তুমি শ্রীরঘুনন্দন ॥
আমার প্রণাম তুমি লহ যে এখনে।
সকল মহান্তের প্রিয় হইলে যখনে ॥
ভায়া নিত্যানন্দ আদি রহে সর্ব্বজন।
সবার আগেতে লইলে মাল্য চন্দন ॥
এতেক শুনিয়া সবে কাতর হইয়া।
শ্রীরঘুনন্দনে রাখে গৃহে লুকাইয়া ॥
পিতামাতা আদি করি কাঁদে সর্ব্বজনে।
অভিরাম হটে পুত্র মরিবে এখনে ॥
পাষাণ বিদীর্ণ যার দণ্ডবত্তে হয়।
হেনকালে মহাপ্রভু সেখানে মিলয় ॥
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি বলেন হাসিয়া।
লুকায়ে রহিলে তুমি কিসের লাগিয়া ॥
অভিরাম পদ ভরে ক্ষিতি টলমল।
সুরধনী বহে যাঁর নয়ন যুগল ॥
পূর্ব্ব অবতারে যেই বহিল রাজ্যভার।
গোবর্দ্ধন ধারণে সেই আনন্দ অপার ॥
এতেক শকতি ধরে ভাই অভিরাম।
ষোল সাঙ্গে কাষ্ঠ যেবা মুরলী বাজান ॥
তারে লুকাইতে চাহ কেমন করিয়া।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তিঁহ বুলেন ভ্রমিয়া ॥
তাঁহার প্রতিজ্ঞা দেখ কে ভাঙ্গিতে পারে।
প্রকাশ করিয়া দেখ ভ্রমেণ সংসারে ॥

একদিন [১]সূর্য্যদাস পণ্ডিত আলয়।
নিত্যানন্দ বিবাহ লাগি বিতণ্ডা করয় ॥
বসুধা জাহ্নবা কন্যা আছিল তাহার।
নিত্যানন্দে দিব বলি কৈলা অঙ্গীকার ॥
পুনশ্চ তাহার রতি চঞ্চল হইল।
অবধৌতে কন্যা দিলে না রহিবে কুল ॥
বাউলের প্রায় সেই করয়ে কীর্ত্তন।
যারে দেখে তারে করে প্রেম আলিঙ্গন ॥
হরি হরি বলি তারে নাচায় সদাই।
মূর্চ্ছিত হয়েন কভু ধুলায় লুটাই ॥
ইহারে না দিব কন্যা কহি সারাৎসার।
ইহা শুনি অভিরাম গেলা তার ঘর ॥
তখন পণ্ডিত ছিল ভবানী পূজায়।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই কহি যে তোমায় ॥
মন্দির দাওয়াতে লম্ফ দিয়া যে উঠিলা।
দেখি সূর্য্যদাস সেই কহিতে লাগিলা ॥
রাখাল বৈরাগ্যদশা বুলহ ভ্রমিয়া।
দেবীর মন্দিরে চাপ গরিমা করিয়া ॥
দেবীকে দেখিয়া কেন সম্ভ্রম না কৈলা।
এত শুনি অভিরাম তখনি নাবিলা ॥
প্রণাম দিইলা তার দেবীকে প্রবলে।
মন্দির সহিত দেবী ফাটিল সকলে ॥
দেখি সূর্য্যদাস মনে হইলা বিস্ময়।
চরণ ধরিয়া তাঁর করেন বিনয় ॥
রক্ষা কর অভিরাম লইনু শরণ।
দেহ গৃহ পরিবার তোমা সমর্পণ ॥

১। সূর্য্যদাস পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শালিগ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিত ও শ্রীনৃসিংহ চৈতন্য এই চার ভাই। সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ।

যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব সে কর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিছু তোমার যে মর্ম্ম॥
তোমার চাতুরী কেহ জানিতে নারিলা।
কহনে না যায় এই অভিরাম লীলা॥
জয় জয় অভিরাম কর মোরে দয়া।
কাতর দেখিয়া মোরে দেহ পদ ছায়া॥
সর্ব্বনাশ কৈনু এই তোমা উপেক্ষিয়া।
এখন জানিনু যত তোমার মহিমা॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে অভিরাম।
ধন্য ধন্য বলি এই নবদ্বীপ গ্রাম॥
এতেক প্রকাশ কৈল নদীয়া নগরে।
তথাপি না জানে গৌর নিতাই সুন্দরে॥
শুন কহি সূর্য্যদাস তুমিত পণ্ডিত।
বিচার করহ দেখি আমার সহিত॥
প্রভু নিত্যানন্দে কেন অবিশ্বাস কৈলে।
সাক্ষাত ঈশ্বর তাঁহা জানিতে নারিলে॥
তেজিয়ান পুরুষের নাহি দোষগুণ।
সদাই আনন্দ রসে হয়েন মগন॥
তথাহি—শ্রীভাগবতে—
ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্।
তেজিয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥
ভ্রমর জানয়ে যৈছে কমল মাধুরী।
রসিক জানেন সেই রসের চাতুরী॥
সদা রসে উন্মত্ত সেই নাহি বাহ্যজ্ঞান।
যারে তারে কোল দিয়া করে প্রেমদান॥
যুগে যুগে অবতার যে হয় যাহার।
তাহাকে বিতরণ করে প্রেমের ভাণ্ডার॥
জাতিকুল বিচার কভু নাহিক তাহার।
নীচ যবন আদি না করে বিচার॥
তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে—
চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনশ্চ যতীশ্চ শ্বপচাধমঃ॥
নিত্য আনন্দ সেই নিত্যানন্দ রায়।
দীনহীন আদি করি সকলে তরায়॥
এমন দয়াল দেখ নাহি ত সংসারে।
বসুধা জাহ্নবা কন্যা দেহত তাঁহারে॥
পূর্ব্বাপর দেখ তুমি বিচার করিয়া।
যার যেই সেই তারে মিলিল আসিয়া॥
তবে সূর্য্যদাস শুনি বলেন তখন।
নিত্যানন্দে দুই কন্যা করিনু সমর্পণ॥
অভিরাম সনে হট কেহ না করিলা।
আবির্ভাব হয়ে মুই তব দেহেতে রহিবা॥
শীঘ্রগতি আসি তুমি করহ মিলন।
হেনকালে অভিরাম করেন গমন॥
[১]শ্রীরঘুনন্দন বসি আছেন যেখানে।
দেখি অভিরাম তারে করেন প্রণামে॥

১। শ্রীরঘুনন্দন বসি—শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের যেখানে মিলন ঘটিয়াছিল সেই স্থানের নাম 'বড়ডাঙ্গি', শ্রীপাট খণ্ডে বিরাজিত শ্রীনরহরি ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে অনতিদূরে অদ্যাপি 'বড়ডাঙ্গি' স্থান বিরাজিত। শ্রীরঘুনন্দনকে দর্শনের জন্য ঠাকুর অভিরাম শ্রীখণ্ডে পোঁছিলে পিতা মুকুন্দদাস পুত্র রঘুনন্দনকে ঘরে কপাট দিয়া লুকাইয়া রাখিলেন যাহাতে ঠাকুর অভিরামের প্রণামে পুত্রের কোন অমঙ্গল না ঘটে। অভিরাম বিমুখ হইয়া বড়ডাঙ্গি নামক স্থানে অসিলেন। তথাহি—পদং

"বড়ডাঙ্গি নামে, স্থান নিরজনে, নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝে তার মন, শ্রীরঘুনন্দন, অলক্ষিতে মিলে আসি॥"

মোর দণ্ডবৎ লহ শ্রীরঘুনন্দন।
কত শক্তিধর তুমি দেখিব এখন॥
এত বলি দণ্ডবৎ তাহারে যে দিলা।
মহাপ্রভু আবির্ভাবে সে দেহ রহিলা॥
দুই চারি দণ্ডবত লইয়া তখন।
তথাপি ঠেকিলা সেই শ্রীরঘুনন্দন॥
পুনঃ দণ্ডবত লহ বলেন হাসিয়া।
তখন হস্তের টাড গিয়াছে ফাটিয়া॥
দেখি অভিরাম তাহা বলেন তখন।
চৈতন্য বিলাস দেহ শ্রীরঘুনন্দন॥
চৈতন্য তোমাতে আসি আবির্ভাব হৈলা।
তেঁই মোর দণ্ডবতে তুমিত বাঁচিলা॥
এতেক বলিয়া তারে আশ্বাস করিয়া।
[১]বঙ্কিম রায়ের সহিত মিলিল আসিয়া॥
তাহারে প্রণাম করি বলেন তখন।
মোর দণ্ডবত তুমি লহ যে এখন॥
এক দণ্ডবত দিয়া দেখেন চাহিয়া।
কিশোরী পানেতে তিঁহ পড়িল হেলিয়া॥
তখন বঙ্কিম রায় বলেন তাঁহারে।
আমার কুখ্যাতি কৈলা এ ভব সংসারে॥
তোমার চরিত্র যত কহনে না যায়।
ব্রজেতে আছিলা তুমি সবার সহায়॥
ইবে কেন মোরে তুমি দিইলে প্রণাম।
বিবরিয়া কহ মোরে ভাই অভিরাম॥
ইহা শুনিয়া পুন বলেন অভিরাম।
প্রকাশ হইলা এবে বঙ্কিম রায় নাম॥
[২]শ্রীপাট খণ্ডেতে তুমি করহ নিবাস।
নরহরি লয়ে কর প্রেমেতে বিলাস॥
[৩]নরহরি জানে সব রসের সন্ধান।
অশেষ বিশেষে রস করিবে চর্ব্বন॥
এত বলি অভিরাম গমন করিলা।
শ্রীকৃষ্ণনগরে পুনঃ মালিনী মিলিলা॥
দুঁহেতে বসিয়া তথা কথোপকথন।
হেনকালে কৃষ্ণানন্দ বলেন বচন॥
কি করিব বল ইবে মালিনীর নাথ।
সেবা দিয়ে কৃপা করে কর আত্মসাৎ॥
মো হেন পতিত দেখ স্থির নহে মন।
কি কার্য্য করিতে আইনু কি করি এখন॥
এতেক শুনিয়া তারে বলেন গোসাঞি।
শুন শুন কৃষ্ণানন্দ তোমারে বুঝাই॥
সাধনে ভজনে সদা স্থির যে থাকিয়া।
গুরু ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা করহ বুঝিয়া॥
সাধিতে ভজিতে সদা থেক না ভুলিয়া।
সেখান দিয়াছ খত কত যে করিয়া॥

১। বঙ্কিম রায়—এখানে শ্রীনরহরি ঠাকুরের প্রাণধন শ্রীবঙ্কিম রায় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা পাঠোদ্ধার জনিত বা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া মনে হয়। পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের বর্ণনে শ্রীখণ্ডে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীগোপীনাথ দেব। তথাহি—পদং

"শ্রীরঘুনন্দন অতি, হই হরষিত মতি, গোপীনাথে নাড়ু দিয়া করে॥"

অদ্যাপিও শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি ঠাকুরের প্রাণধন শ্রীগোপীনাথ দেব নাম ধারণ পূর্ব্বক বিরাজিত রহিয়াছেন।

২। শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—শ্রীপাট শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া ষ্টেশনে নামিয়া কাটোয়া-বর্দ্ধমান রেলপথে প্রথম ষ্টেশন শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। এখানে ঠাকুর নরহরি আদি প্রভৃত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের প্রকটভূমি।

৩। নরহরি - নরহরি ঠাকুর শ্রীখণ্ড নিবাসী। পিতার নাম নারায়ণ দাস, ভ্রাতাদ্বয় মুকুন্দ ও মাধব। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন। তিনি ব্রজের মধুমতী সখী ছিলেন।

জননী জঠরে দেখ যখন আছিলা।
দান ধর্ম্ম পুন্য মনে অনেক করিলা॥
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুখে বন্ধনে আছিলা।
আপনার হাতে দেখ খতে সই দিলা॥
ইসাদ উত্তম আছে কি ভাবিছ মনে।
কি বোল বলিবে সাধু মহাজন স্থানে॥
নিদানে হিসাব হবে কৃষ্ণ ভজনের।
সুদ বাঁটা বিকিতে হইবে বড় ফের॥
আসলে উসুল নাহি নাহি কিছু স্থিত।
হরি নামে কেমনে করিবে পরিমিত॥
দিবস রজনী কত কর নানা ফন্দি।
খ্যাতি করি করহ খতের কিস্তিবন্দী॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিবে কিনারা।
তবে সে খালাস হবে খত যাবে চেরা॥
বিফলে জনম যায় রাখিবে আপনা।
শৈশব হইতে কর ব্যবহার স্থাপনা॥
মহাজন স্থানে তুমি লহ গিয়া পুঁজি।
অমূল্যরতন ধন লহ গিয়ে খুঁজি॥
হস্ত কর তরাজু মনকে কর সের।
অমূল্যরতন ধন তৌল ফেরে ফের॥
বেপারি চিনিয়া কর জিনিষে পত্তন।
[১]দ্বীপাদ্বারহাটা হবে করহ গমন॥
সেখানে গোপাল লয়ে করহ স্থাপন।
তাঁহা হৈতে পাইবা তুমি অমূল্যরতন॥
স্থাপন করি গোপালে সেবন করহ।
তবে সে হইবে তোমা সাধু অনুগ্রহ॥

এতেক শুনিয়া তিঁহ করেন বিনয়।
যাহা আজ্ঞা কর মোরে করিব নিশ্চয়॥
আপনি যাইয়া কর সেখানে প্রকাশ।
তবে সে সকল লোকে করিবে বিশ্বাস॥
ইহা শুনি অভিরাম আনন্দিত হৈলা।
কৃষ্ণানন্দ অবধৌতে লইয়া চলিলা॥
দ্বীপদ্বারহাটা শীঘ্র আইলা তখন।
দেখিতে আইলা তথা গ্রামবাসীগণ॥
গ্রামের সার্থক আজি সাধু আগমনে।
এত বলি গ্রামবাসী করে নিবেদনে॥
আমাদের গ্রামে রহি করহ নিবাস।
আমরা করিব তোমা সেবার প্রকাশ॥
বাসাঘর করি সবে দিইব এখনে।
আজ্ঞাকারী হয়ে সদা করিব সেবনে॥
ইহা শুনি অভিরাম বলেন তখন।
তোমাদের গ্রামে কর গোপাল স্থাপন॥
কৃষ্ণানন্দ অবধৌত সেবাতে রহিবা।
সেবা আনুকুল্য আসি সবাই করিবা॥
এতেক শুনিয়া সবে করেন বিনয়।
মো সবার ভাগ্যে আসি হইলে উদয়॥
মহান্ত স্বভাব সেই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥
মায়ামুগ্ধ জীবে নাহি জ্ঞানের উদয়।
সত্য সত্য বলি তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
তথাহি—শ্রীভাগবতে—
মতির্ণকৃষ্ণেপরতঃ স্বতো বা

১। দ্বীপাদ্বারহাটা—দ্বীপাদ্বারহাটা হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে শেওড়াফুলী হইয়া তারকেশ্বর রেলপথে হরিপাল ষ্টেশন তথা হইতে বাসে যাইতে হয়।

মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বনানাম্ ॥
ইন্দ্রিয় লালসে লোকভ্রমে যথা তথা।
অহর্নিশি চিন্তা করে নিজ ধর্ম্ম কোথা ॥
সন্তের সঙ্গেতে মন তিলেক করিলে।
এ ভব সমুদ্র সে তরিবে অবহেলে ॥
তথাহি—মোহমুদ্গরে—
মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেশাৎ কালঃ সর্ব্বং।
ইহ খলু সজ্জনসঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহেন গোসাঞি।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ কৈলে বলিহারি যাই ॥
ইবে শীঘ্রগতি যাহ আপন ভবন।
বাসাঘর করি কর গোপাল স্থাপন ॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত হয়া।
বাসাঘর শীঘ্র গতি দিলা যে করিয়া ॥
তবে কেহ কেহ আনে সামগ্রী সেবার।
মিষ্টান্ন আদি করি অনেক প্রকার ॥
সামগ্রী দেখিয়া তবে গোসাঞি কহিলা।
গোপালে ভোগ দাও সময় হইলা ॥
এত শুনি কৃষ্ণানন্দ অবধৌত কয়।
গোপালের সেবা কিছু না জানি নির্ণয় ॥
শয়নে স্বপনে তোমা করি নিরীক্ষণ।
দেখিব দুঁহাতে বসি করিবে ভোজন ॥
আমিত সামগ্রী দিব দুঁহার সম্মুখে।
একত্রে খাইবে বসি দেখিব কৌতুকে ॥
ইহা শুনি অভিরাম গোপাল লইয়া।
পুলীন ভোজন দুঁহে করিলেন গিয়া ॥
আচমন করি পুনঃ বসিলা আসনে।
কৃষ্ণানন্দ আনি দিলা তাম্বুল তখনে ॥
তাম্বুল খাইয়া গোসাঞি কহিলা তখন।
প্রসাদ পাও কৃষ্ণানন্দ শুনহ বচন ॥
প্রসাদ লইলা পুনঃ দেহ ভক্তগণে।
প্রসাদ পাইয়া হবে সফল জীবনে ॥
প্রসাদে বিশ্বাস কৈলা গ্রামবাসীগণে।
কৃষ্ণানন্দ অবধৌত করিলা বন্টনে ॥
তবে গ্রামবাসীগণ হইলা বিদায়।
ভায়া অভিরাম গুণ কহনে না যায় ॥
সে রাত্রি রহিলা তথা করিয়া শয়ন।
প্রাতঃকালে উঠি কৈলা মুখ প্রখ্যালন ॥
তখন আসিয়া কহে শ্রীকৃষ্ণানন্দ।
আমি অস্পর্শী শিষ্য হইলাম মন্দ ॥
কৃপা করি এ পতিতে করিলা স্থাপন।
নিজ শক্তি প্রকাশহ আপনার গুণ ॥
তখন শিষ্যের মর্ম্ম জানিয়া গোসাঞি।
সে দন্তধাবন কাটী পুতিলেন তথাই ॥
দিব্য আম্র তরুবর দুই শাখা হৈলা।
দেখিতে দেখিতে শাখা বাড়িতে লাগিল ॥
ইহা দেখি সবাকার হইল বিস্ময়।
কৃষ্ণানন্দ অবধৌত আনন্দ হৃদয় ॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস ॥

ইতি শ্রীঅভিরামলীলা সূত্র বর্ণনে কৃষ্ণানন্দ অবধৌত স্থাপন নামক একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য অভিরামচন্দ্র।
জয় জয় নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥
জয় জয় গৌরভক্ত করিয়ে স্মরণ।
সবে মিলি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন॥
অস্পর্শী পামর মুই হই নীচাচার।
নিজগুণে এ পতিতে করহ উদ্ধার॥
কি করিতে কিনা করি বুঝিতে না পারি।
নামাভাস অভিরাম কৈলা অধিকারী॥
সেবা যোগ্য নহি মুই কি করি এখন।
হেনকালে অভিরাম বলেন বচন॥
কেন বা এতেক শিষ্য করহ ভাবনা।
সাধুসঙ্গ কৈলে পূর্ণ হইবে বাসনা॥
তথাহি—মোহমুদ্গরে—
নলিনীদলগত জলবত্ তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।
ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
নলিনীর দলগত যেমন জীবন।
তেমনি জানিবে সব জীবের জীবন॥
পদ্মপত্রে জল যৈছে না রয় স্থিরতা।
সংসারে জীব তৈছে জানিবে সর্ব্বথা॥
জীবন সার্থক কর সাধুসঙ্গ করে।
যাহাতে হইবে পার এ ভব সংসারে॥
তরণী লইয়া গুরু ঘাটে ঘাটে রয়।
কায়মানোবাক্যে তাঁর লইবে আশ্রয়॥
সাধুসঙ্গ বিনা কিছু হইবার নয়।
ক্ষণেক সাধুসঙ্গ কৈলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়॥
অতএব ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ কর।
সেই তরি তরিবারে এ ভব সংসার॥
আরোপ করিয়া দেখ সে সব সন্ধানে।
সত্য সত্য বলি তাহা এ বেদ পুরাণে॥

তথাহি —
দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজেগুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥
সামান্য উত্তম দেখ দুইত প্রকার।
যে যৈছে ভাবয়ে তৈছে সিদ্ধি প্রাপ্তি তার॥
তোমারে কহি যে শিষ্য রজনী পণ্ডিত।
উৎকৃষ্ট দর্শিয়া কহি সামান্য বিহিত॥
মহামুনি ভরদ্বাজ শুনহ বচন।
বহু দিন পর্য্যন্ত করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
দৈবযোগে একদিন শবরের গণে।
ভ্রমণ করয়ে তারা মৃগ অন্বেষণে॥
যেই বনে ভরদ্বাজ ভজনে আছিলা।
সেই বনে মৃগ সব দেখিতে পাইলা॥
বনে বনে মৃগ সব আনে তাড়াইয়া।
মুনির সম্মুখে মৃগ পড়িল আসিয়া॥
তার মধ্যে এক মৃগী গর্ভিনী আছিল।
ছাওয়াল প্রসবি সে পলাইয়া গেল॥
উদর হইল খালি হইল সবল।
উর্দ্ধ পুচ্ছ করি মৃগ পালায় সকল।
মহত দর্শনে দেখ তরে মৃগগণ।
শুনহ রজনী তুমি অপূর্ব্ব কথন॥
সাধুর স্মরণ দেখ করে যেই জন।
দেবগৃহ পরিবার হয় যে শোধন॥
দর্শন করিলে হয় বিঘ্ন সব নাশ।
পরশ করিলে পায় সাধন নির্য্যাস॥

স্বর্গেতে সুরাপা দিলে হয় যে উজ্জ্বল।
মহত চরণামৃতে ভজন নির্ম্মল॥
এমন মহত গুণ কহনে না যায়।
আপনা ঘুচায়ে সেই হয়েন সহায়॥
বিবরিয়া কহি শুন রজনী পণ্ডিত।
তবে সে জানিবে তুমি সে প্রেম পিরীত॥
সেইত মুনির কাছে রহে মৃগ পুত্র।
চমৎকার হয় সেই মুনির চরিত্র॥
ধ্যান ভঙ্গ হৈল মুনি দেখেন চাহিয়া।
শাবক রাখিয়া মৃগী গেছে পলাইয়া॥
এখন অতিথি মৃগ হইল আমার।
দুগ্ধের ছাওয়াল এই বাঁচাইতে ভার॥
সাধন ভজন আর আমি না করিব।
নগরে নগরে দুগ্ধ মাগিয়া আনিব॥
দুগ্ধ দিয়া মৃগী পুত্র করিব পালন।
তবে সে আমার ধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
শান্ত্য গুণ ধরে দেখ যত মুনিগণ।
আপনার দুঃখ সুখ না করে চিন্তন॥
এতেক বলিয়া মুনি নগরে নগরে।
দুগ্ধ মাগিয়া মৃগশিশু পালন করে॥
এই মত বহু দিন করেন পালন।
যৌবন পাইল মৃগী অপূর্ব্ব কথন॥
দিনে দিনে বাড়ে মৃগী মুনির আশ্রয়।
তাহার নিকটে রাখি সাধন করয়॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি মুনি ভজনে নিপুণ।
হেনকালে মৃগী ধরে স্বভাবের গুণ॥
আর মৃগপাল দেখি চলিল সেখানে।
এখানে মুনির দেখ হৈল বাহ্য জ্ঞানে॥
মৃগী না দেখিয়া মুনি আকুল হইল।
আমায় না বলি মৃগী কোথায় চলিল॥

মৃগ মৃগ বলি মুনি ভাবেন বসিয়া।
হেনকালে আত্মা গেল ঘট যে ছাড়িয়া॥
চিত্রগুপ্ত সেই পাপ লিখিলা তখন।
দূতে আজ্ঞা দিয়া তারে করেন তাড়ন॥
তখন বলেন মুনি হইয়া কাতর।
কোন পাপ কৈনু আমি সংসার ভিতর॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ করিনু ভজন।
তবে কেন এত মোরে করিলে তাড়ন॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মোর সদা মন রয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে জিহ্বা আনন্দ হৃদয়॥
হেন কৃষ্ণ ভক্তে কৈছে করিলে শাসনে।
বহু পাপে মুক্ত হয় শ্রীকৃষ্ণ ভজনে॥
ইহার প্রমাণ দেখ কহে ভাগবতে।
যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি কহি যে তোমাতে॥
ঈশ্বরের দত্ত এই রাজ্য অধিকারী।
অতএব গুণাগুণ কহিবে বিচারী॥
ইহা শুনি চিত্রগুপ্ত বলেন বচন।
প্রাপ্তিকালে কৈলে পাপ না হয় খণ্ডন॥
অজ্ঞানের পাপ হৈলে জ্ঞানেতে সে হরে।
জ্ঞানগত পাপ হৈলে খণ্ডিতে না পারে॥
যৈছে পাপ তৈছে করি তার প্রায়শ্চিত্ত।
অতএব নাম মোর হয় চিত্রগুপ্ত॥
উপরোধ রাখিয়া কার্য্য না করি কাহার।
পাপ পুণ্য লিখি আমি করিয়া বিচার॥
শুন শুন মুনিবর করি নিবেদন।
শিশুকাল হৈতে কৈলে শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
তথাপি পক্বতা তব না হৈল ভজনে।
মৃগী মৃগী বলি প্রাণ ত্যজিলে সেখানে॥
অধন যতন করি ধন খুয়াইলা।
আপন করম দোষে আপনি পড়িলা॥

কৃষ্ণ সেবা না ভাবিয়া ভাবিলে হরিণী।
অতএব প্রাপ্তি তব হয় মৃগযোনী॥
এবার জন্মিয়া কর কৃষ্ণে গাঢ় রাগ।
নির্ম্মল বস্ত্রেতে যৈছে না হয় অন্য দাগ॥
কৃষ্ণময় কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাহে নেত্র পড়ে তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিহারে॥
এতেক শুনিয়া মুনি হইল বিস্মিত।
যে ভাব হইবে প্রাপ্তি তাহাই মিলিত॥
অতএব ভাব যেই সেই হয় গুরু।
মরণে জীয়নে সেই বাঞ্ছাকল্পতরু॥
এ দেশে আর নাহি রব যাব বৃন্দাবন।
সেখানে লইব মৃগ যোনীতে জনম॥
চিত্রগুপ্ত জানিলেক সে সব আচার।
বৃন্দাবনে মৃগী গর্ব্ভে জন্মহ এবার॥
তখন চালিলা মুনি সেই বৃন্দবন।
হরিণী দ্বারেতে সেই হইল জনম॥
জননীর গর্ব্ভবাস দারুণ বন্ধনে।
বিপদ সময়ে তথা কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
হা কৃষ্ণ রমানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
এইবার মুক্ত কর গর্ব্ভের বন্ধন॥
জানিয়া শুনিয়া কৃষ্ণ না কৈনু ভজনা।
পুনঃ পুনঃ হয় তেঁই গর্ব্ভের যাতনা॥
এবার জন্মিলে কৃষ্ণ করিব ভজন।
পুনঃ যেন আর গর্ব্ভে না পাই যাতন॥
জন্মিয়া সদাই কৃষ্ণ করিব সাধনে।
আস্বাদ করিব তাঁর দেখি পঞ্চগুণে॥
তবে মুনিবর জন্মে মৃগরূপ হয়া।
সাধন করেন তিঁহ ভ্রমণ করিয়া॥
সখাগণ লয়ে কৃষ্ণ করে গোচারণ।
সেখানে যাইয়া মৃগ কর যে দর্শন॥
জিহ্বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা তার নড়ে।
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ নাসা তিঁহ লাভ করে॥
মুরলীর ধ্বনি শুনি কর্ণ তৃপ্ত কৈলা।
শ্রুতিমূলে প্রবেশিয়া হৃদয়ে স্ফুরিলা॥
রাধাকৃষ্ণ বলি মৃগ ডাকে উচ্চস্বরে।
কৃষ্ণ পদতলে মৃগ প্রাপ্তিকালে পড়ে॥
দেখিয়া তাহার গুণ হয় চমৎকার।
পুনশ্চ সাধন করে মুনির কুমার॥
বিবরিয়া কহি শুন রজনী পণ্ডিত।
সে সাধ্য সাধন কথা অপূর্ব্ব চরিত॥
ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্য সেই দুইত প্রকার।
বিস্তারি কহিব তাহা করিয়া নির্দ্ধার॥
শান্ত্য সেবানিষ্ঠা সেবা কায়বাক্যমনে।
ঈশ্বর ভজিয়া ঐশ্বর্য্য পায় সেই জনে॥
দ্বারকা বৈভব প্রাপ্তি হয় মুনিগণ।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তথা হয় নারায়ণ॥
বৈভব বিলাস তথা করেন প্রকাশ।
শুনহ রজনী তোমা কহি যে নির্য্যাস॥
একদিন সেই মুনি করেন সাধন।
কায়মনোবাক্যে করে সেবার নিয়ম॥
দৈবযোগে একদিন সেবা ত্রুটি হইলা।
সে মর্ম্ম তখন মুনি কিছু না জানিলা॥
শীতল সামগ্রী মুনি আনে একদিনে।
ছাঁচার জল তাহে লাগিল কেমনে॥
সে সামগ্রী লইয়া মুনি কৃষ্ণে সমর্পিলা।
উক্ত উপরোধে খেয়ে কহিতে লাগিলা॥
অস্পর্শীর প্রায় মুনি তব আচরণ।
নীচকূলে পুনর্ব্বার হইবে জনম॥
নীচের আচার প্রায় দেখি যে তোমার।
অশুচি সামগ্রী মোরে করালে আহার॥

শুনহ রজনী তুমি পণ্ডিত উত্তম।
সেবা ত্রুটী হৈলে দেখ বড়ই বিষম ॥
মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন।
গ্রামবাসী লয়ে কর সেবার নিয়ম ॥
গ্রামের সার্থক হয় সাধু আগমনে।
মদনমোহন পুর ঘুষিবে এক্ষণে।
যৈছে নাম তৈছে গ্রাম একই স্বরূপ।
এই গ্রামবাসীগণ হয় রসকূপ ॥
মহৎ সন্তান জানে মহতের গুণ।
প্রকাশ করিলা দেখ মদনমোহন ॥
এই গ্রামে আছে বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
তোমারে আসিয়া আজি করিবে মিলন ॥
শাস্ত্র বিচার করিবে বহু তোমার সহিত।
তোমারে কহি যে শুন রজনী পণ্ডিত ॥
গুরু শিষ্য ভিন্ন নহে জানিহ নিশ্চয়।
শিষ্য দেহে গুরু দেখ সদা বিরাজয় ॥
যৈছে গুরু তৈছে শিষ্য সাধেন নির্য্যাস।
মুই মূঢ় দ্বারা তিঁহ করেন প্রকাশ ॥
তাঁহার চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
মূর্খ অন্ধ জ্বরাতুরে চেতন করায় ॥
শাস্ত্র পড়ি পণ্ডিতগণ বুলেন ভ্রমিয়া।
সে মর্ম্ম লিখি আমি অনুভব করিয়া ॥
শাস্ত্র অধ্যয়ন নাহি না জানি অলঙ্কার।
কিবা দোষ কিবা গুণ না করিও বিচার ॥
অভিরাম লীলা এই হয় অকৈতব।
স্বরূপ বিহনে তাহা নহে অনুভব ॥
অভিরাম বক্তা কভু পণ্ডিত হয় শ্রোতা।
পণ্ডিত লইয়া কহেন সাধনের কথা ॥
তুমি ভাগ্যবান হয়ে জন্মিলে সংসারে।
নদীর প্রভাবে দেখ কাষ্ঠ উঠে তীরে ॥
সেই কাষ্ঠে হৈলা এই মদনমোহন।
পুনশ্চ বকুল বৃক্ষ করিলাম রোপণ ॥
এ দুই সমতাভাব জানিবে আমায়।
বকুলের বৃক্ষ বহু করিবে সহায় ॥
ফল ফুলে সেবা কর মদনমোহনে।
যখন যেমন ভাব সেবিবে তেমনে ॥
পঞ্চভাব দেখ সদা করিয়া আশ্রয়।
দর্শনের গুণে শান্ত জানিহ নিশ্চয় ॥
উৎকণ্ঠা হয়েন সবে কৃষ্ণ দরশনে।
সে মর্ম্ম জানিয়া আমি করাই মিলনে ॥
দেখিয়া সকল সখা আনন্দিত মন।
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া তবে করে গোচারণ ॥
মমতা বাৎসল্যে দেখ সেবন করাই।
সখ্যভাবে দেখ কভু উচ্ছিষ্ট খাওয়াই ॥
রাখাল স্বভাব সেই জানে সর্ব্বজন।
আগে আস্বাদন পিছে করাই ভোজন ॥
এ মর্ম্ম জানিতে নারে ব্রহ্মার শকতি।
বিস্তারি কহিব শুন সে প্রেম পিরীতি ॥
পিরীতি রতন সেই লুকান না রয়।
উদ্দীপন হৈলে সেই হিয়ায় জাগয় ॥
উদ্দীপন বিভাবের শুনহ লক্ষণ।
স্বরূপ দর্শনে সব কৃষ্ণ উদ্দীপন ॥
মুরলীর ধ্বনি বসন্ত কোকিল আর।
চন্দ্র দরশন আদি বহুত প্রকার ॥
যে সব দেখিলে কৃষ্ণ হয় উদ্দীপন।
অতএব ফুল দেখি পাড়ি যে তখন ॥
অপূর্ব্ব মঞ্জরী তার কভু পরি কানে।
এ ভাব আশ্রয় পায় সেই ব্রজজনে ॥
সেই সখ্যভাব গুণ কহনে না যায়।
দাস্য হয়ে দেখ সখ্য মধুর ঘটায় ॥

বিবরিয়া কহি শুন রজনী পণ্ডিত।
ভাব সিদ্ধ হৈলে জানে সে প্রেম পিরীত॥
পঞ্চভাবাধিকারী আমার ভগিনী।
অতএব হয় সেই সাধ্যা শিরোমণি॥
এ সব সিদ্ধান্ত রস কহনে না যায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
মূঢ় বুঝাইতে এই করি যে আভাস।
অকৈতব কৃষ্ণ লীলা করি যে প্রকাশ॥
মোর ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
তাহা শিখাইলা লীলা আচরণ দ্বারে॥
মেঘেতে বিজলি যৈছে হয়ে যে শোভিত।
একেতে অনেক ঠাঁই হয় যে বিদিত॥
সেই মত কৃষ্ণলীলা করি যে পোষণ।
নিগম ভজনে মোর জানে কোনজন॥
আপনি রাধিকা কভু জানিতে না পারে :
অন্যের কা কথা শিষ্য কহি যে তোমারে॥
সখাগণ লয়ে যবে আসি গোচারণে।
উৎকণ্ঠা হয়েন রাধা গোপীগণ সনে॥
বিশাখাকে মর্ম্ম কথা কহেন কাঁদিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গেল শ্রীদাম ভাঙ্গাইয়া॥
মোর প্রিয় মর্ম্ম ভাই হয়েন শ্রীদাম।
মোন প্রাণ কাড়ি নিল নবঘন শ্যাম্॥
কাহারে কহিব আমি কেবা মানে দুঃখ।
জানিয়া শ্রীদাম কেন না দিইল সুখ॥
দিবা রাত্রে যত লীলা ব্রজে মাত্র হয়।
শ্রীদামের অগোচর কোন লীলা নয়॥
মোর মনোবৃত্তি সব করেন পোষণ।
তবে কেন কাড়ি নিল আমার জীবন॥

এতেক বলিয়া রাধা গৃহেতে চলিল।
আক্ষেপ উৎকণ্ঠা তাঁর বাড়িতে লাগিল॥
এখানে রহেন কৃষ্ণ সখাগণ সনে।
উৎকণ্ঠা হয়েন রাধা পড়ে তাঁর মনে॥
দুঁহা দরশনে দুঁহার উৎকণ্ঠা বাড়য়।
সুবল মধু মঙ্গল দেখ মোরে লিপ্ত হয়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হইলা উল্লাস।
শ্রবণে বাড়য়ে সুখ বিঘ্ন হয় নাশ॥
এ সব সিদ্ধান্ত রস বড়ই মধুর।
ভক্তগণ পিয়ে সদা হইয়া চতুর॥
অভক্ত জনের ইথে না হয় প্রবেশ।
তাহারে জানাব এই কহি যে সে লেশ॥
অভিরাম লীলা এই কহনে না যায়।
আপনার লীলা সেই আপনি লিখায়॥
রসিক হইলে জানে রসের সন্ধান।
অশেষ বিশেষে রস করে মূর্ত্তিমান॥
মমতাবাৎসল্যে সেই করিয়ে পালন।
শান্ত্য হইয়ে সেই করি যে দরশন॥
সখ্য হয়ে কৃষ্ণ সঙ্গে সমান করণ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামে দেখ হইলেন সম॥
সখ্যেতে মধুর বৈয়ে কহিব নির্ণয়।
দাস্য হয়ে দেখ কৃষ্ণে সেবন করয়॥
রাধিয়া স্মরিয়া কৃষ্ণ হয় অচেতন।
সখ্যভাবে সেই রস করি যে পোষণ॥
কামবানে দেখি কৃষ্ণ হয়েন বিভোলে।
তখনে শ্রীদাম সখা করিলেন কোলে॥
শ্রীদাম পরশে কৃষ্ণ হইল শীতল।
সে মর্ম্ম জানেন মাত্র ঠাকুর সুবল॥
একদিন রাধা আসি সঙ্কেতে রহিলা।
তার্কীক স্বরেতে গান গাইতে লাগিলা॥

তখন জানিল কৃষ্ণ সে সব সন্ধান।
সুবল মধুমঙ্গলে ঠারি করেন পয়ান॥
রাধিকার গানে কৃষ্ণ হইলা আকুল।
লতা আড়ে শুনে গান শ্রীমধু মঙ্গল॥
সুবল সখার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ কৌতুক সে দেখেন চাহিয়া॥
দুঁহার চাতুরী দেখি হয়ে চমৎকার।
দুঁহেতে করেন সেই সখ্যের আচার॥
দুঁহের অধরামৃত দুঁহে করে পান।
সখ্য ভাবে দেখ রস করে মূর্ত্তিমান॥
অকৈতব ভাব সখ্য দেখহ সাক্ষাতে।
বাম উরে দিলা কৃষ্ণ রাধিকা বসিতে॥
রাধিকা লইয়া কৃষ্ণ বেশ বনাইলা।
সে হাস্য কৌতুকে আসি মধুর বসিলা।
স্বাভাবিক ভাব সেই হইল উদয়।
সম্ভ্রম না দেখ রাধা শ্রীকৃষ্ণে করয়॥
মধুর রতিতে রাধা হয়েন উন্মত্ত।
না জানে কৃষ্ণের সনে হয়ে পরতত্ত্ব॥
গুরু গৌরবত্ব গোপী না রাখিল কেহ।
যৈছে গোষ্ঠে কৃষ্ণ সঙ্গে করি বুলি লেহ॥
তৈছে গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে করেন বিহার।
তাহাতে গোপীর বশ নন্দের কুমার॥
যে সখ্যে আমরা বশ না পারি করিতে।
সে সখ্যে আচরে গোপী শ্রীকৃষ্ণ সহিতে॥
পঞ্চভাবে দেখ রাধা করিল সেবন।
সখ্যভাবে কৈল দেখ মধুর ঘটন॥
কৈতব থাকিতে দেখ ভজন না হয়।
অকৈতব ভাব সখ্য তাহাতে মিলয়॥
এইত কহিনু শুন রজনী পণ্ডিত।
বিস্তার কহি যে সেই মুনির চরিত॥

সেইত মুনি দেখ সেবা টুটি কয়িলা।
নীচকুলে দেখ তার জনম হইলা॥
যেমন তেমন কুলে জনম হউক।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যেন না হয় বিমুখ॥
উত্তম কুলেতে যদি লয় যে জনম।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিমুখ হইল সে অধম॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে—

বিপ্রাদ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যেতদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকলং ন চ ভূরি মানঃ॥

অতএব কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
মুচিপুত্র রুইদাস ভাগবতে কয়॥
সেই রুইদাস গুণ কহি যে তোমারে।
রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করে॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যার হয়েন করতা।
যজ্ঞ পূর্ণ হইলে বাজিবে জয় ঘণ্টা॥
ব্রাহ্মণ ভোজন সাঙ্গ করি যুধিষ্ঠির।
জয়ঘণ্টা না বাজিল হইল অস্থির।
রোদন করিয়া গেল শ্রীকৃষ্ণ নিকটে।
কহিতে লাগিল তাঁরে করি করপুটে॥
কি করিব বল কৃষ্ণ উপায় এখন।
জয় ঘণ্টা নাহি বাজে হইল কেমন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন হাসিয়া।
অঙ্গহীন হইল যজ্ঞ দেখহ বুঝিয়া॥
সকলের মূল হয় বৈষ্ণব ভোজন।
আমিহ তাঁহার সেবা করি যে চিন্তন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
বৈষ্ণব কাহাকে বল কহত নির্ণয়॥

বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
কেমনে চিনিব তাঁরে কহত যুকতি ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন তাঁহারে।
বৈষ্ণব চিনিলে জানে সাধন নির্দ্ধারে ॥
বিলাসের দেহ মোর বৈষ্ণব স্বরূপ।
প্রেমের গঠিত তাহা হয় রসকূপ ॥
যাহার দর্শনে হয় প্রেমের উদয়।
তাহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব নিশ্চয় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ প্রণমিয়া।
বৈষ্ণব খুঁজিয়া বুলে ভ্রমণ করিয়া ॥
এইমত পঞ্চভাই ভ্রমিতে লাগিলা।
পথিমধ্যে রুইদাসে দেখিতে পাইলা।
রুইদাসে নিমন্ত্রণ যুধিষ্ঠির কৈলা।
এখানে দ্রৌপদী সতী পাক আরম্ভিলা ॥
ক্ষণেকে করিলা পাক সহস্র ব্যঞ্জন।
সুবর্ণের থালে অন্ন করেন সাজন ॥
তবে যুধিষ্ঠির তারে দিইলা আসন।
রুইদাস জলপাত্র লইলা তখন ॥
আসনে বসিলা জলপাত্র যে লইয়া।
তখন দ্রৌপদী দিইলা অন্ন সাজাইয়া ॥
সে অন্ন ব্যঞ্জন দেখি রুইদাস মনে।
সকল মিশাইয়া কৃষ্ণে কৈলা সমর্পণে ॥
কতক্ষণ মৌন হয়ে রহে রুইদাস।
শ্রীকৃষ্ণে করান তিঁহ ভোজন বিলাস ॥
দেখিয়া দ্রৌপদী মনে করে অবিশ্বাস।
নীচের আচার এই করে রুইদাস ॥
নীচকুলে জন্মাইয়া না জানে আস্বাদ।
পাইলেই খায় এই করিয়া আহ্লাদ ॥
বহু শ্রম করি আমি করিনু রন্ধন।
আস্বাদ বিস্বাদ কিছু না কৈল গ্রহণ ॥
যেমন বীজেতে জন্ম সেই গুণ ধরে।
বুঝিনু নিতান্ত আমি দেখিয়া আচারে ॥
সুগন্ধি দুর্গন্ধি এই নাসাতে না পায়।
আস্বাদ না বুঝে জিহ্বা কেমনে যে খায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেহে কেমনে রহিলা।
অবিশ্বাস দেখি জয় ঘন্টা না বাজিলা ॥
তবে রুইদাস গেলা আপন আলয়।
জয় ঘন্টা না বাজিল রাজার বিস্ময় ॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির গেলা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করি করপুটে ॥
কি করিব বল কৃষ্ণ উপায় এখন।
জয় ঘন্টা না বাজিল কিসের কারণ ॥
আপনি করিলে আজ্ঞা বৈষ্ণব সেবিতে।
সে মর্ম্ম তোমার কিছু নারিনু বুঝিতে ॥
কায়মনোবাক্যে সেই বৈষ্ণব সেবিলা।
তথাপি জয়ঘন্টা দেখ কেন না বাজিলা ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
জানিয়া শুনিয়া পাপ করিলে কেমন ॥
বৈষ্ণবের দ্বারে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহাপ্রেমীর প্রেমেতে পড়ে বাজ ॥
শিরে বজ্র পড়ে কিম্বা পুত্র মরি যায়।
বৈষ্ণব বিচ্ছেদ কথা সহনে না যায় ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম করয়ে উদয়।
তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
প্রেমী জনা অভিপ্রায় মর্ম্ম না বুঝিয়া।
এই পথে কতজন রহিল পড়িয়া ॥
অবিশ্বাস কেন সবে কৈলা বৈষ্ণবেতে।
মহা মহাপাপ হয় কহে ভাগবতে ॥
গঙ্গায় মরয়ে জীব সেই মুক্ত হয়।
বৈষ্ণব দ্বেষীতে গঙ্গা ফিরিয়া না চায় ॥

মহত দ্বারেতে পাপ কৈলে কোনজন।
বিবরিয়া কহ মোরে সত্য যে বচন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
কায়মনোবাক্যে মোরা বৈষ্ণব সেবয় ॥
এইমত বলিলা কৃষ্ণে মিলি পঞ্চভাই।
তখন দ্রৌপদী দেবী আইল তথাই ॥
নুতি স্তুতি করি কৃষ্ণে করেন বিনয়।
অবিশ্বাস রুইদাসে আমিত করয় ॥
তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা বুঝিতে সংশয়।
সহস্র ব্যঞ্জন তেঁহ একত্র করয় ॥
বহু শ্রম করি পাক করিনু বসিয়া।
কেন না খাইলা তেঁহ আস্বাদ বুঝিয়া ॥
তব দাসী হয়া এই অপরাধ কৈলা।
কেন বা জনম মোর অবলা করিলা ॥
অবলা অখল মতি বুঝিতে নারিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥
আমিত তোমার দাসী নিতান্ত জানহ।
এবার সঙ্কটে মোরে কর অনুগ্রহ ॥
অবলার বুদ্ধি কভু নাহি হয় গাঢ়।
বামার স্বভাব সেই মান হয় দড় ॥
মানের গরিমা করি না চিনি আপনা।
সংসারে কুখ্যাতি মোর রহিল ঘোষণা ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন নির্দ্ধারে।
মোর সাধ্য নহে তোমা করিতে নিস্তারে ॥
যেখানের অপরাধ সেখানে যাইয়া।
মিনতি করহ তারে প্রণাম করিয়া ॥
এতেক উত্তর যদি শ্রীকৃষ্ণ করিলা।
সবে আসি রুইদাস নিকটে মিলিলা ॥
নুতি স্তুতি করি তারে প্রণাম করয়।
পুনশ্চ যাইবে তুমি মোদের আলয় ॥
দেখিয়া শুনিয়া সেই হইলা কাতর।
কেন বা আইলে সবে অস্পর্শীর ঘর ॥
আজ্ঞা না করিলে কেন লোক পাঠাইয়া।
যে আজ্ঞা করিতে তাহা করিতাম গিয়া ॥
ইহা শুনি যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
তব দ্বারে অপরাধ দ্রৌপদী করয় ॥
অবিশ্বাস করি তোমা করালে ভোজন।
জয় ঘন্টা না বাজিল তাহার কারণ ॥
সেই অপরাধ ইবে ক্ষেম দ্রৌপদীরে।
ইহা শুনি রুইদাস কহে যোড় করে ॥
মোর মাতা হয় দেখ দ্রুপদ নন্দিনী।
শিক্ষা করাইলে তায় দোষ নাহি গণি ॥
মাতা যে পুত্রকে পালন সদাই করয়।
তাড়ন ভৎ´সন কভু করেন বিনয় ॥
মাতা পুত্র কৈছে কেবা ধরে তার দোষ।
দ্রৌপদী ভৎ´সনে মোর হইল সন্তোষ ॥
এতেক শুনিয়া কহে দ্রৌপদী তখনে।
কৃপা করি মোর গৃহে যাইবে আপনে ॥
আজি হৈতে রতি মোর বৈষ্ণবে হইলা।
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না জানিলা ॥
অনন্ত বৈষ্ণব সব অনন্ত মহিমা।
হেনজন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥
শুদ্ধভাব করি কৃষ্ণে বৈষ্ণব সেবয়।
তাহাতে দেখিনু কৃষ্ণ সদা তৃপ্ত রয় ॥
সাক্ষাতে দেখিনু তাহা না শুনি শ্রবণে।
মোর দোষ রুইদাস করিবে মোচনে ॥
নুতি স্তুতি করি পুনঃ কৈলা নিমন্ত্রণ।
দ্রৌপদী আসিয়া গৃহে করেন রন্ধন ॥
পূর্ব্বমত পাক তিঁহ সকল করিলা।
রুইদাসে যুধিষ্ঠির শীঘ্র যে আনিলা ॥

তবে পুনর্ব্বার আসি আসনে বসিলা।
তখনে দ্রৌপদী অন্ন ব্যঞ্জন দিইলা॥
তবে রুইদাস কৃষ্ণে কৈলা সমর্পণ।
আরোপে তাঁহার সেবা করিয়া তখন॥
পুনশ্চ প্রসাদ লয়ে ভোজনে বসিলা।
গ্রাসে গ্রাসে জয় ঘণ্টা বাজিতে লাগিলা॥
যুধিষ্ঠির পিতৃলোক আনন্দিত হৈলা।
সাধুপুত্র বলি তারা নাচিতে লাগিলা॥
পুনশ্চ সে রুইদাস ভোজন করিয়া।
গমন করেন যে তেঁহ পানড়া লইয়া॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
আমরা উচ্ছিষ্ট তব করিব ভোজন॥
স্তুতিস্তুতি করে বহু রাজা যুধিষ্ঠির।
রুইদাস ভাবে তখন মন করি স্থির॥
আমিত শ্রীকৃষ্ণে দেহ কৈনু সমর্পণ।
সদাই তাঁহার সাধ্য করি যে সেবন॥
আত্মা সমর্পণ সেই অপূর্ব্ব কথন।
দেহের কারণ কিছু না করি চিন্তন॥
এতেক ভাবিয়া মনে পানড়া রাখিলা।
সে পানড়া যুধিষ্ঠির গোপনে লইলা॥
ব্যবহার পরমার্থ সেই উজ্জ্বল করিলা।
কহনে না যায় এই অভিরাম লীলা॥
আরোপে স্বরূপ আসি হইলা উদয়।
রসিক করিবে মাত্র ইহার নির্ণয়॥
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ।
অভিরাম বলে লিখি মোর কিবা দোষ॥
যৈছে শুনি তৈছে দেখি সহায় গোসাঁই।
আরোপে স্বরূপ লয়া ঘটনা করাই॥
তাহাতে সাধন সাধ্য জানিহ নির্ণয়।
অভিরাম শিষ্য দ্বারে ভ্রমণ করয়॥

সেই ব্রজ পরিকর এ গৌড় ভুবনে।
দেখি কেবা কোনরূপ আছেন কেমনে॥

যার যেই পরিকর হয় সেইরূপ।
মিলনে জানিবা কৈছে হয় রস কূপ॥

ব্রজের নিগূঢ় রস জগতে বিহরে।
অন্ধজন নাহি পায় রহে বহুদূরে॥

বস্তু তত্ত্ব নাহি জানে নাহি জানে রতি।
তার প্রাপ্তি নাহি হয় এ ভাব পিরীতি॥

হেনকালে কহে সেই রজনী পণ্ডিত।
মদনমোহনপুরে করিলা স্থাপিত॥

এই গ্রামবাসী চাহে তোমার দর্শন।
ইহা শুনি অভিরাম বলেন বচন॥

আগে গিয়ে বল তুমি গ্রামবাসীগণে।
পশ্চাতে যাইয়া আমি করিব মিলনে॥
ইহা শুনি রজনী পণ্ডিত করিলা গমন।
শীঘ্রগতি গোসাঞি তথা দিলা দরশন॥
দেখি গ্রামবাসীগণ করেন বিনয়।
সাধু আগমনে গ্রাম সার্থক যে হয়॥
রজনী পণ্ডিতে তবে বলে যে বচন।
মিষ্টান্ন সামগ্রী আনি করাহ ভোজন॥
সে মর্ম্ম জানিয়া পুনঃ কহেন গোসাঞি।
মদনমোহন সেবা করাহ সবাই॥
সেইত ব্রজের বস্তু মদনমোহন।
পুলিন ভোজন দুঁহে করিব এখন॥
এত শুনি গ্রামবাসী সামগ্রী দিইলা।
রজনী পণ্ডিত তথা পূজারী হইলা॥
নিজ শক্তি সঞ্চারিয়া বলেন গোসাঞি।
মদনমোহন সেব ব্রজ অনুযাই॥

[1]ভাঙ্গামোড়া গ্রাম সেই বড়ই সুন্দর।
রজনী পণ্ডিত্রে স্থাপন কৈলা পুনর্ব্বার॥
এতেক বলিয়া গোসাঞি ভোজন করিলা।
আচমন করি পুনঃ তাম্বুল খাইলা॥
রজনী পণ্ডিতে তথা করিয়া স্থাপন।
পুনশ্চ গোসাঞি শীঘ্র করিলা গমন॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে রজনী পণ্ডিত-সহ পুনর্মিলন নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাধাকৃষ্ণ মহং বন্দে বন্দে বৃন্দা সহচরীং।
বৃন্দাবনং সদা বন্দে বন্দে বৃন্দা যূথেশ্বরীং॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অভিরাম শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
জয় জয় গৌরভক্ত করিবে স্মরণ।
সবে মিলি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন॥
কাতর হইয়া ভিক্ষা মাগি সবাকারে।
পতিত বলিয়া ঘৃণা না কর আমারে॥
অকৈতব লীলা এই কে জানে নির্দ্ধার।
রূপের স্বরূপ দেখি করি যে বিস্তার॥
রূপস্বরূপ সেই বিচারিলে জানি।
বিচারিলে উঠে তায় অমৃতের খনি॥
রূপের স্বরূপ সেই স্বরূপের রাগ।
তাহে প্রবেশিলে লজ্জা ধৈর্য্য হয় ত্যাগ॥
রাধিকা স্বরূপ দেখি শ্রীদাম ঠাকুর।
তাঁহার স্বরূপ হয় বৃন্দা রসকূপ॥
বৃন্দাবতী জানে সব রসের সন্ধান।
তাহার আশ্রয় রস দেখ মূর্ত্তিমান॥
কিবা রূপ কিবা গুণ দেখি মনোহরা।
ব্রজের মোহিনী হৈতে মোহিনী সে বরা॥
তথাহি—
বৃন্দাবতীঃ গৌরবর্ণা চিত্রবস্ত্র সুশোভিতা।
স্বর্ণভূষা পুষ্পমালা বিভূতি মোহিনীবরা॥
ষট্‌কোণ সম্মুখে কোণে শ্রীবৃন্দাবতী চ রূপিণী।
দিব্যরূপ ধরা সিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীঃ॥
তথাহি —নারদস্ত কারিকায়াম্—
কৌশল্যা কামিনী কচ্ছা কুমুদী নাগমল্লিকা।
শারকাখ্যা যড়েতাশ্চ যূথপার্শ্বে নিগদ্যতে॥
এ সব প্রসঙ্গ মোরে লেখান গোসাঞি।
পুনশ্চ মালিনী দিলা আরোপ দেখাই॥
তাহে বেদগর্ভ আসি হয়েন সহায়।
লিখিতে সন্দেহ হৈলে কহেন উপায়॥
অভিরাম স্থানে প্রেম পাইলা যখনে।
স্বরূপ বিচারি কৈলা অষ্টক বর্ণনে॥
যেঁহত ব্রজেতে ছিলা ঠাকুর শ্রীদাম।
এবে সে গৌরাঙ্গ সঙ্গে তারা অভিরাম॥
সেই অভিরাম পদ করি যে আশ্রয়।
মুকুন্দ পণ্ডিত সাধ্য করেন নির্ণয়॥
দীক্ষামন্ত্র দিলা তারে বহু কৃপা করি।
আপনার লীলা তিঁহো কহেন বিস্তারি॥
যৈছে গুরু সাধ্য করে তৈছে শিষ্য সাধে।
তাহে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ কিছুই না বাদে॥

১। ভাঙ্গামোড়া—হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারায় নামিয়া দামোদর নদীর অপর পারে অবস্থিত। এখানে শ্রীপাট ও সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

গুরু ক্রিয়া মুদ্রা শিষ্য ধরেন সদাই।
সাধন ভজন করে সেই অনুযাই॥
শ্যামরায় লয়ে তিঁহ সেবা নিয়োজিলা।
গ্রামবাসীগণ আনি সামগ্রী দিইলা॥
দেখিয়া গোসাঞিজীউ হইলা উল্লাস।
শ্যামরায় কৈলা এই সেবার প্রকাশ॥
ব্রজের বান্ধব সেই হয় শ্যামরায়।
ব্রজলীলা প্রকাশিবা হইয়া সহায়॥
শুনহ পণ্ডিত তোমা কহি সারাৎসার।
মন শুদ্ধ হৈলে জানে ভজন নির্দ্ধার॥
সেইত আরোপ শিষ্য করিহ বিচারি।
মন নিষ্ঠা হৈলে মিলে স্বরূপ তাঁহারি॥
স্বরূপ স্বরূপ দেখ করিল মিলন।
সে আরোপ সাধ্য তুমি করহ এখন॥
ভ্রমর জানয়ে যৈছে কমল মাধুরী।
রসিক জানয়ে তৈছে রসের চাতুরী॥
বিবরিয়া কহি শুন সে সব আশয়।
রুইদাস মনোবৃত্তি সাধন নির্ণয়॥
মনের চাঞ্চল্য তার তিলেক না রয়।
একদিন গঙ্গাযাত্রী তাহারে মিলয়॥
নুতি স্তুতি করি সেই বলে যে বচনে।
কোথায় গমন সবে করিবে এখনে॥
তথি মধ্যে এক বিপ্র বলেন তাহারে।
গঙ্গাস্নানে যাই মোরা কহি যে তোমারে॥
শুনি রুইদাস তারে করে যে বিনয়।
তুমি ভাগ্যবান শুন ব্রাহ্মণ তনয়॥
অস্পর্শী পামর মুই হই নীচাচার॥
এক তিল অবকাশ নাহিক আমার॥
পতিত পাবনী গঙ্গা সংসার তারিলা।
হেন গঙ্গাস্নান ক্রিয়া করিতে নারিলা॥
মোর এক কথা রাখ ব্রাহ্মণ নন্দন।
চারি কড়া কড়ি মোর লহত এখন॥
ফুলরম্ভা দিবে মোর গঙ্গায় যাইয়া।
চারি কৌড়ি লহ মোর কাপড়ে বাঁধিয়া॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র কড়ি তার লৈলা।
গঙ্গায় যাইয়া নিজে দান ধ্যান কৈলা॥
রুইদাস কড়ি বলি নাহি তার মনে।
কাপড় পরিতে তিঁহ জানেন তখনে॥
তবে সেই কড়িতে বিপ্র ফুলরম্ভা আনি।
রুইদাস সামগ্রী গঙ্গা লইবে আপনি॥
এতেক শুনিয়া গঙ্গা আনন্দিত হইয়া।
রুইদাসের সামগ্রী নিল দুহস্ত তুলিয়া॥
হস্তের কঙ্কন এক দিইলা প্রসাদ।
সে কঙ্কন লইলা বিপ্র হইয়া আহ্লাদ॥
অমূল্য কঙ্কন সেই পাইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনি লইব বলি করেন চিন্তন॥
রুইদাস সনে আর না মিলি এখানে।
পথ ছাড়ি অন্য পথে করিল গমনে॥
মহত দ্বারে অপরাধ ব্রাহ্মণ করিলা।
তাহার গৃহেতে লক্ষ্মী তখন ছাড়িলা॥
লক্ষ্মীছাড়া হইয়া তার রহে পরিবার।
তখন ভাবেন সেই ব্রাহ্মণ কুমার॥
গৃহেতে নাহিক লক্ষ্মী গেছেন ছাড়িয়া।
কঙ্কন বিক্রয় কোথা করিব যাইয়া॥
এতেক ভাবিয়া বিপ্র করেন গমন।
রাজস্থানে বিচিব সেই গঙ্গার কঙ্কন॥
অন্যলোক মূল্য দিতে নারিবে ইহার।
এতেক বলিয়া বিপ্র গেল রাজদ্বার॥
সে বীর বিক্রম রাজা হয় অধিকারী।
তাহারে কঙ্কন দিল দেখিতে মাধুরী॥

কঙ্কন পাইয়া রাজার হইল আনন্দ।
শতমুখে বলি তবু নাহি তার অন্ত ॥
তখন কঙ্কন দেখি বলেন রাজন্।
কত ধন চাহ তুমি ব্রাহ্মণ নন্দন ॥
যত ধন লইতে পার যাহত ভাণ্ডারে।
কৃপা করি এ কঙ্কন দেহত আমারে ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ বলেন বচন।
এক মোট দিলে ধন দিইব কঙ্কন ॥
দূতে আজ্ঞা দিল রাজা তখন শুনিয়া।
ব্রাহ্মণ বালকে ধন দেহত যাইয়া ॥
তখন চলিল দূত লইয়া ব্রাহ্মণ।
বোঝা বাঁধি তার মাথে দিল বহু ধন ॥
ধন পাইয়া দ্বিজ আনন্দিত হইলা।
চাল ডাল কিনি কিছু গৃহেতে চলিলা ॥
এখানে কঙ্কন রাজা লইয়া তখন।
রাণীর হস্তেতে দিয়া করেন মিলন ॥
যুবতী হইল রাণী কঙ্কন পরশে।
হৃদয় আনন্দ সেই প্রেমরসে ভাসে ॥
কঙ্কন পাইয়া রাণী বলেন রাজায়।
কঙ্কনের যোড় কই দেহত আমায় ॥
কোথায় পাইলে তুমি এমন কঙ্কন।
যোড় ভাঙ্গি কারে তুমি দিইলে রাজন ॥
তোমার নিকটে আমি স্ত্রীহত্যা হইব।
আত্মঘাতী হয়া আজি অবশ্য মরিব ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হইয়া কাতর।
দূতে আজ্ঞা দিল আন ব্রাহ্মণ কুমার ॥
ইহা শুনিয়া দূত তার করিল গমন।
ধরিয়া আনিল শীঘ্র ব্রাহ্মণ নন্দন ॥
রাজার সাক্ষাতে দূত তাহারে দিইলা।
কঙ্কনের যোড় দেহ রাজন কহিলা ॥

তখন ব্রাহ্মণপুত্র ভাবে মনে মন।
কোথায় পাইব আর তেমন কঙ্কন ॥
পুনর্ব্বার রাজা তাকে বলেন ডাকিয়া।
কি করিছ দ্বিজপুত্র ভাব কি লাগিয়া ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র করেন বিনয়।
কঙ্কন আনিতে আর মোর সাধ্য নয় ॥
এতেক শুনিয়া রাজা দূতে আজ্ঞা দিয়া।
তাড়ন করেন বিপ্রে কঙ্কন লাগিয়া ॥
তখন কাতর বিপ্র বলেন বচন।
পীড়নেতে প্রাণ যায় শুনহ রাজন ॥
মহতের দ্বারে বিপ্র অপরাধ কৈল।
তার প্রতিফল বিপ্র পাইতে লাগিল ॥
তবে পুনঃ পুনঃ দূত কহে যে তাহারে।
কঙ্কন আনহ দ্বিজ কহি যে তোমারে ॥
পুনশ্চ শুনিয়া দ্বিজ বলেন বচন।
মোর সঙ্গে চল দূত দিব যে কঙ্কন ॥
এতেক শুনিয়া দূত তখন চলিল।
গঙ্গায় যাইয়া বিপ্র তপ আরম্ভিল ॥
তখন ডাকিয়া গঙ্গা বলেন বচন।
মহতের দ্বারে পাপ করিলে ব্রাহ্মণ ॥
তাঁর ঠাঁই গিয়া যদি চাহ পরিহার।
তবে সে তরিবে তুমি ব্রাহ্মণ কুমার ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র ভাবিত হইয়া।
রুইদাস সনে পুনঃ মিলিল যাইয়া ॥
দেখি রুইদাস উঠি করে যে বিনয়।
অস্পর্শী নিকটে কেন গমন করয় ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র কাঁদিতে লাগিলা।
তব দ্বারে অপরাধ আমিত হইলা ॥
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
আমি কোন জীব হই শিশু অল্পমতি ॥

তুমি কৃষ্ণভক্ত বলি জানিনু এক্ষণ।
ব্রহ্মহত্যা করে রাজা করহ রক্ষণ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা আছে ব্রাহ্মণের হিতে।
তারপর আজ্ঞা আছে গোধন পালিতে॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ কহে রুইদাস।
তব দুঃখ কেন হৈল কহত নির্য্যাস॥
বিবরিয়া কহ মোরে আপনি এখন।
মোর সাধ্য হয় যদি করিব পালন॥
পুনশ্চ শুনিয়া বিপ্র কহিতে লাগিলা।
পূর্ব্বাপর ঘটনা সব তাহারে কহিলা॥
তব দ্বারে অপরাধ হইল যখন।
তোমার আশ্রয় এই করিলা এখন॥
মহত্ত আশ্রয় যদি লয় কোনজন।
তাঁহার প্রভাবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
শুন শুন রুইদাস কহি যে তোমায়।
সাধুর মহত্ত্ব যত কহনে না যায়॥
স্মরণ করিলে সাধু সে হয় পবিত্র।
দেব গৃহপরিজন শুদ্ধ হয় চিত্ত॥
অতএব সাধুসঙ্গ সকলের সার।
আপনে বুঝিয়া তাহা করহ বিচার॥
এত শুনি রুইদাস বলে যে বচন।
কঙ্কন দিইব শুন ব্রাহ্মণ নন্দন॥
প্রকাশ না কর তুমি কাহার নিকটে।
এই নিবেদন তোমা করি করপুটে॥
এতেক বলিয়া গঙ্গা করে আরাধন।
কাষ্ঠের ডুঙ্গিতে গঙ্গা অইলা তখন॥
কৃষ্ণভক্ত রুইদাস জানেন সন্ধান।
আরোপ করিতে কাষ্ঠে গঙ্গা অধিষ্ঠান॥
কাষ্ঠের ডুঙ্গিতে গঙ্গা হইল উদয়।
দেখি রুইদাস তারে করেন বিনয়॥

ভুবন পাবনী গঙ্গা তারিলে সংসারে।
অতেব আইলা তুমি এই নীচ দ্বারে॥
অস্পর্শী পামর মুই হই নীচাচার।
কৃপা করি এ পতিতে করহ উদ্ধার॥
ভজন পূজনে কভু নাই যে সমর্থ।
অধম তারিতে তুমি হও বলবন্ত॥
এত শুনি গঙ্গাদেবী বলেন বচন।
রুইদাস কর কেন এতেক স্তবন॥
তোমার দৈন্যেতে তুষ্ট দেব মুনিগণ।
আমিহ তোমার কাছে আইনু এখন॥
কিসের লাগিয়া মোরে কৈলে আরাধন।
বিবরিয়া কহ মোরে শুনিব এখন॥
তবে রুইদাস কহে দন্তে তৃণ ধরি।
তোমার কঙ্কন যোড় দেহ কৃপা করি॥
এতেক শুনিয়া গঙ্গা আনন্দিত হৈলা।
কঙ্কন দিইয়া তারে গমন করিলা॥
তবে রুইদাস পুনঃ করে যে প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করি গঙ্গা হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
পুনঃ রুইদাস সেই ব্রাহ্মণে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা বিপ্রে কঙ্কন দিইয়া॥
এ মর্ম্ম কাহারে তুমি না বল ব্রাহ্মণ।
শীঘ্রগতি রাজস্থানে দেহত কঙ্কন॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র কঙ্কন লইয়া।
শীঘ্রগতি রাজদ্বারে মিলিল আসিয়া॥
তখন রাজাকে দিল সেইত কঙ্কন।
কঙ্কন পাইয়া রাজা বলে যে বচন॥
এ কঙ্কন কোথা পাইলে ব্রাহ্মণ কুমার।
বিবরিয়া কহ মোরে করিয়া নির্দ্ধার॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র করেন বিনয়।
কহিতে নারিব আমি কঙ্কন নির্ণয়॥

সে মর্ম্ম কহিতে মোর নাহিক শকতি।
খালাস করহ মোরে যাই যে সম্প্রতি ॥
গৃহ পরিবার মোর জীবন সংশয়।
বিবেচনা না করিয়া করহ অন্যায় ॥
ঈশ্বরের দত্ত এই রাজ অধিকার।
অতএব গুণাগুণ করেন বিচার ॥
রাজা হয়ে অবিচার করিলে আমার।
সাধুসঙ্গ করি তরি এ ভব সংসার ॥
আমার দেখহ সেই রাখিল জীবন।
রুইদাস দিল মোরে এইত কঙ্কন ॥
তার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম করয়ে উদয়।
তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
এতেক শুনিয়া রাজা করেন বিনয়।
তুমি ভাগ্যবান সাধু করিলে নির্ণয় ॥
মো হেন পতিত দেখ নাহি ত্রিভুবনে।
পাপাত্মা নরাধম হই দীনহীনে ॥
কঠিন শরীর তাহে লোকে উপহাস।
এইত আরোপ সাধ্য করিব নির্য্যাস ॥
কায়মনবাক্যে এই করিব এখন।
নিজ কন্যা রুইদাসে করি সমর্পণ ॥
ব্রাহ্মণ পুত্রকে রাজা বিদায় করিয়া।
শীঘ্রগতি রুইদাসে মিলিল আসিয়া ॥
দেখি রুইদাস তারে করেন বিনয়।
অস্পর্শী নিকটে কেন কহ মহাশয় ॥
এতেক শুনিয়া রাজা লাগিল কহিতে।
নিজ কন্যা দান আমি করিব তোমাতে ॥
তবে রুইদাস শুনি বলেন বচন।
অবিজ্ঞের মত কথা বলিলে কেমন ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি রাজ অধিকারী।
পূর্ব্বাপর কেন তুমি না কহ বিচারি ॥

জ্ঞাতি বন্ধুগণ আদি তোমার ছাড়িবে।
কোন সাহসে কন্যা আমারে দিইবে ॥
এ কথা না বলিও মোরে শুনহ রাজন।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা বলেন তাহারে।
নিজ কন্যা দিব আমি কে রাখিতে পারে ॥
তুমি রুইদাস কিছু না কর সংশয়।
কন্যা দিয়া তব সেবা করিব নিশ্চয় ॥
এত বলি রুইদাসে লইয়া চলিল।
নিজ কন্যা লয়ে তারে সমর্পণ কৈল ॥
শ্রীকৃষ্ণ আপনি আসি হয়েন সহায়।
রুইদাস দ্বারে তিঁহো প্রকাশ করয় ॥
বিস্তারিয়া কহি শুন মুকুন্দ পণ্ডিত।
কৃষ্ণ ভক্তজন হয় সংসারে পূজিত ॥
সেইত আরোপ সিদ্ধ করহ নির্ণয়।
তোমারে কহিনু এই শুনহ নিশ্চয় ॥
বেদগর্ভ মোর প্রিয় শাখাতে গণন।
গর্ভে থাকি বেদ তিঁহ করে উচ্চারণ ॥
তিঁহ মোর লীলা গুণ জানে যে নির্ণয়।
স্বরূপ সন্ধানে মোর সাধন করয় ॥

তথাহি—অষ্টক - (গীতি)

যো ব্রজে ব্রজেন্দ্রসুন্দরতুল্য বেশধারকো
দিব্য বেনুবেত্রপানি বৎসসঙ্গ রক্ষকঃ।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে গৌড়দেশ মধ্যে বাসকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম চন্দ্র দীনতারকঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাপর দেখ শিষ্য করিয়া বিচার।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামে এক জানিহ নির্দ্ধার ॥

শুদ্ধ তুল্য সমবেশ করিয়ে ধারণ।
বেত্র হস্তে বৎস সঙ্গে গোষ্ঠেতে গমন॥
পরে গৌর সঙ্গে গৌড়দেশেতে প্রকাশ।
গৌর মনোবৃত্তি সদা ধরেন নির্য্যাস॥

তথাহি—

শ্যামলাঙ্গ পীতবাসঃ দীর্ঘলোল লোচনঃ
লম্বিতরুতুল্য মাল্য ভালে দিব্য চন্দনঃ।
যঃ পুরা শ্রীকৃষ্ণরাম বাহু যুদ্ধ যোজকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীনতারকঃ॥
শ্যাম অঙ্গ পীতবাস দেখিতে সুন্দর।
লম্বিতরু তুল্য মালা চন্দনে ভূষর॥
যে পুরা কৃষ্ণরাম বাহু যুদ্ধ কৈলা।
সহজ ব্রজের রস তাহা আস্বাদিলা॥

তথাহি

প্রেমোন্মত্ত সদা নৃত্য দক্ষ দন্তী নাশনঃ
যো দদাতি পামরায় ভক্তিরত্ন ভূষণং।
কীর্ত্তনে বলিষ্ঠ কাষ্ঠ বেনুতুল্য ধারকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীন তারকঃ॥
প্রেমে মত্ত দেখ সদা নাহি বাহ্য জ্ঞান।
যেঁহ দেয় পামর জনে প্রেমভক্তি দান॥
কীর্ত্তনে বলিষ্ঠ কাষ্ঠ বেনু তুল্য ধরি।
গৌরমনোবৃত্তি বুঝি বলে হরি হরি॥

তথাহি—

পূজ্য শিশু ঘোষজন মধ্য দেশ বাসকঃ
সুরত তাপশীল ন কৃষ্ণ পুষ্প চম্পকঃ।
গৌড়দেশে গৌর সঙ্গে ভিন্ন দেহ ধারকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীনতারকঃ॥ ৪॥
সকলের প্রিয় পূজ্য ঘোষে সর্ব্বজন।
গৌড়দেশে আসি জীবে করেন তারণ॥

রাধা লাগি অচেতন শ্রীকৃষ্ণ যখন।
চম্পক পুষ্পের মালা হয়ে উদ্দীপন॥
সুশীতল করে তাঁরে করিয়া মিলন।
কহনে না যায় কিছু অভিরাম গুণ॥
গৌর সঙ্গে গৌড়দেশে হৈলা অবতীর্ণ।
এক আত্মা দুই দেহ বিলাসের জন্য॥

তথাহি—

প্রেমমত্ত বেনুলিপ্ত মন্দ মন্দ ভাষিতঃ
উচ্চ গীত উচ্চ বাদ্য সিংহ কম্প তর্জ্জিতঃ।
গ্রাম সূর্য্য কোটী তুল্য দিব্যতেজো ধারকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীন তারকঃ॥ ৫॥
প্রেমমত্ত বেনুলিপ্ত অধরে মুরলী।
সিংহ যে কম্পিত হয় দেখি নৃত্য কেলী॥
গ্রাম সূর্য্য কোটীতুল্য দিব্য তেজ হয়।
দেখি বেদগর্ভ্ভ তাহা আনন্দ হৃদয়॥

তথাহি—

স্বঃপিতা মর্কট শক্তি বেদগর্ভ্ভ ঠাকুরে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রৌতি রৌতি চন্দ্রবাহু সাদরে।
কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্বসারং রত্নধাম ধারকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীন তারকঃ॥ ৬॥
বেদগর্ভ্ভ আচার্য্য দেখ হয় প্রিয়োত্তম।
নিজ শক্তি মর্কট সেই জানে লীলাক্রম॥
যখন যে ভাব হয় উদয় তাঁহার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সদা তারয়ে সংসার॥
চন্দ্রতে শীতল সদা করেন যেমন।
সেই মত হয় সেই প্রিয় ভক্তজন॥
বাহু প্রসারিয়া তারে আদর করিয়া।
কৃষ্ণ ভক্ত তত্ত্ব সার লয়েন যাইয়া॥
হেন ভক্ত বেদগর্ভ্ভ কহিলাম সার।
প্রেমরত্নময় দেহ ভাণ্ডার তাহার॥

তথাহি—
কিম্বা সিদ্ধ সাধ্য কার্য্য দিব্যকান্তি মালিনী
বক্রকেশ শুদ্ধ বেশ যুগ্মপাদ সেবিনী।
নিজবেশ পরিক্ষিপ্য স্ত্রীবেশ ধারকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীন তারকঃ ॥ ৭ ॥
সাধক হইয়া তিঁহো নিত্য সেবা করে।
নিজবেশ তেয়াগিয়া স্ত্রীর বেশ ধরে ॥
পুরুষ প্রকৃতি তিঁহো হয় সোহাগিনী।
মনহরা কান্তিরূপ ধরেন মালিনী ॥
বক্রকেশ শুদ্ধবেশ চতুর্ভুজা হৈলা।
বেদগর্ভ দ্বারে কিছু প্রকাশ করিলা ॥
তথাহি—
খণ্ডিতার্য্য খণ্ডতেজো দীনদৈন্য নাশকো
লোমাবলী বক্র দৃষ্টি প্রতিবাদি ভেদকঃ।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে গৌড়দেশ মধ্যে বাসকো
মাম্পুনাতু সোঽভিরামচন্দ্র দীনতারকঃ ॥ ৮ ॥
মালিনী করেন সব বাঞ্ছিত পূরণ।
লোমাবলা বক্র দৃষ্টি দেখি হরে মন ॥
এই ত আরোপ সাধ্য জানিহ নির্য্যাস।
তোমারে কহিনু পণ্ডিত করিয়া প্রকাশ ॥
শ্যামরায় লয়ে এবে করহ সেবন।
আর কিবা চাহ তুমি বলহ এখন ॥
অকৈতব লীলা এই কে জানে নির্দ্ধার।
রসিক জানিবে মাত্র আরোপ বিচার ॥
আরোপে স্বরূপ যেবা ঘটাইবে আনি।
আস্বাদের দ্বারে উঠে অমৃতের খনি ॥
স্বরূপে আরোপে যদি হয় যে ঐক্যতা।
ভ্রমিতে না হয় মনে নাহি লাগে ব্যথা ॥
কায়মনবাক্যে যদি সমান সে হয়।
অভিরাম লীলা সেই আরোপে বুঝয় ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হয়ে এক মন।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন ॥
মো বড় পাপীষ্ঠ দেখ হই নীচাচার।
কৃপা করি অভিরাম করেন উদ্ধার ॥
মাতা জ্বরাতুরা মোর আছেন সংসারে।
জ্ঞাতি বন্ধুগণে সঁপি আইনু তাঁহারে ॥
মাতার যতেক স্নেহ পুত্র প্রতি হয়।
তদধিক স্নেহ মোরে গোসাঞি করয় ॥
সত্য সত্য কহি তাহা মিথ্যা কভু নহে।
আরোপ সাধিয়া তাহা দেখি নিজ দেহে ॥
অভিরাম বক্তা কভু শ্রোতা যে মালিনী।
সে সব প্রসঙ্গে উঠে অমৃতের খনি ॥
কি কহিব দুঁহা মর্ম্ম সে সব চাতুরী।
আপনা শুধিতে কিছু লিখি যে বিস্তারি ॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস ॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে মুকুন্দ পণ্ডিতসহ কথন নামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদংদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অভিরাম শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীশ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এ সব প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করি যে দর্শন ॥

সদাই আনন্দ হয় স্বরূপে উদয়।
বিস্তারি কহি যে তাহা মালিনী আশ্রয়॥
আরোপে স্বরূপ আনি দেখিলা তখনে।
সাধ্য সাধন তাহা করি যে তখনে॥
সাধ্য বিনে সিদ্ধবস্তু কেহ নাহি পায়।
মালিনী স্বরূপ সেই ঘটন করয়॥
একদিন কৌতুকেতে কহেন মালিনী।
ব্রজের প্রধান দেখ ছিলে যে আপনি॥
মনোবৃত্তি সবাকার জানহ নির্ণয়।
এবে গৌর সঙ্গে আসি হইলে উদয়॥
গৌর মনোবৃত্তি কিবা কহত আমারে।
সংশয় হইল নাথ কহ সারাৎসারে॥
তিঁহো বা সন্ন্যাস কেন করিলা গ্রহণ।
সংসারে না হয় বুঝি শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
যে সংসার হৈতে দেখ উৎপত্তি হইলা।
মাতা বন্ধুগণে পুনঃ কেমনে ছাড়িলা॥
মাতাসম গুরু দেখ নাহি পরাৎপর।
তার সেবা ছাড়ি গেলা গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
কেমনে হইবে তার ভজন সাধন।
কেন না করিলা তিঁহো মাতার সেবন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ যেঁহ করেন স্থাপন।
তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা হইল কেমন॥
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি কহিলা।
শুনহ মালিনী তুমি কহি গৌরলীলা॥
স্বয়ং ভগবান সেই গোলোকের পতি।
ভক্তাধীন বলি তাঁর আছয়ে খিয়াতি॥
যুগে যুগে আসি ইহ লীলা যে করেন।
স্বভাবের অধীন হৈয়া ধরে তার গুণ॥
ইবে ভক্তরূপ সেই হয়ে গৌরহরি।
শুনহ মালিনী তার যতেক চাতুরী॥

কলিঘোর অন্ধকারে জীব নষ্ট হয়।
শচীগর্ভে আবির্ভাব হয়েন উদয়॥
সেইত ব্রজের দেখ করিতে আচার।
অবতীর্ণ গৌরহরি ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ভূমিষ্ঠ সে গৌরচন্দ্র হইলা যখন।
স্তন পান না করি তিঁহো করেন রোদন॥
ক্রন্দনের ছলে হরিনাম লওয়াইলা।
গৌরহরি বলি লোক ডাকিতে লাগিলা॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ কহেন মালিনী।
নিম্ববৃক্ষে বাঁধা কেন ছিলা গৌরমণি॥
কেন না খাইলে দুগ্ধ মাতার তখন।
বিবরিয়া কহ তাহা শুনিব কারণ॥
শুনিয়া তখন পুনঃ কহেন গোসাঞি।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই বলিহারি যাই॥
বিনা উপাসক সেই শচী ঠাকুরাণী।
বিবরিয়া কহি তাহা শুনহ মালিনী॥
হরিনাম বিনা তাহা অশুচি যে রয়।
অতএব দুগ্ধ তার মুখে না করয়॥
তিনদিন দুগ্ধ তার না করে ভক্ষণ।
পুনশ্চ অদ্বৈত সনে করেন মিলন॥
তারে হরিনাম দিলা সঙ্কেত করিয়া।
তিঁহো যে শচীকে পুনঃ কহেন যাইয়া॥
শুন শচী ঠাকুরাণী আমার বচন।
তব শিশু দুগ্ধ তোমা খাইবা এখন॥
অদীক্ষিত হয়ে তুমি আছহ কেমনে।
স্নান করি বৈস তোমা করি উপাসনে॥
এতেক শুনিয়া শচী হৈলা আনন্দিত।
শীঘ্রগতি স্নান করি হইলা দীক্ষিত॥
উপাসনা করাইয়া কহেন অদ্বৈত।
দুগ্ধ খাওয়াও শচী ইবে লয়ে নিজসুত॥

তাহা শুনি শচীদেবী আনন্দিত হয়া।
দুগ্ধপান করাইলা নিমাই লইয়া॥
নিমাই খাইল দুগ্ধ শচীর আনন্দ।
শত মুখে বলি তবু নাহি তার অন্ত॥
পুনশ্চ শুনিয়া সেই কহেন মালিনী।
অদীক্ষিত গর্ব্বেবাস করে গৌরমণি॥
এমন সঙ্গেতে তিঁহো রহেন কেমনে।
বিবরিয়া এই কথা কহিবে আপনে॥
ইহা শুনি অভিরাম বলেন বচন।
শুনহ মালিনী সেই অপূর্ব্ব কথন॥
জীবের নিস্তার হেতু গৌর অবতার।
হরিনাম প্রকাশিয়া করিলা নিস্তার॥
শচী ঠাকুরাণী দেখ অদীক্ষিত ছিল।
তারে নিস্তারিয়া পুনঃ ভক্তি লওয়াইল॥
যবনের ঘরেতে উত্তম জাতি যায়।
বিষয় কার্য্যেতে সেই দিবস গুঙায়॥
আইল আপন ঘরে নিজ কার্য্য করি।
তাহাতে না যায় জাতি কহি যে বিচারি॥
যবনের হস্তে দেখ খাইলে জাতি যায়।
যবন আচার যত সকল করায়॥
যবনের যে পথে যায় সেই পথ তার।
আর কোনমতে তার নাহিক নিস্তার॥
অদীক্ষিতার গর্ব্বে বাস করে গৌরহরি।
তাহাতে না দোষ গণি শুনহ নির্দ্ধারি॥
শুনহ মালিনজীউ কহি যে তোমারে।
নিজ কার্য্য লাগি সবে আইলা সংসারে॥
মাতা পিতা বন্ধুগণ করিয়া আশ্রয়।
সাধন ভজন সবে করেন নির্ণয়॥
শিক্ষা করাইবা সেই মাতা বন্ধুগণে।
ধরাইবা সবে দেখ শিক্ষা আচরণে॥
তারা না ধরয়ে যদি শিক্ষা আচরণ।
হেন বন্ধু ত্যাগে দোষ নাহিক কখন॥
সাধন ভজন তাহা করিলা নিশ্চয়।
কহিনু মালিনীজীউ ইহার আশয়॥
ত্যাগ কৈলে কিছু দোষ নাহিক তাহার।
এইত আরোপ শিষ্য সাধিবে নির্দ্ধার॥
এত বুঝাইল দেখ তবু নাহি বুঝে।
পশুপ্রায় ঘৃণা করি ততক্ষণে ত্যজে।
পরমার্থে নাহি মন ব্যবহারে মরে।
গায়ে অন্ন মাখিলে কৈছে পেট কার ভরে॥
ব্যবহারে রহি শিষ্য বিয়োগী সদাই।
তাহাতে ধিৎকার দিয়া আমাতে ঘটাই॥
মাতা বন্ধুগণ যদি হয় আজ্ঞাকারী।
তথাপি না বুঝে মর্ম্ম কেহ যে তাহারি॥
যদি বা বুঝয়ে কেহ সেই সব মর্ম্ম।
ক্ষণেকে ভুলয়ে সেই ব্যবহারের ধর্ম্ম॥
মনের তাদৃশ যদি না পায় ভক্তিতে।
তাহাতে ধিৎকার দিয়া ঘটায় আমাতে॥
করিবা উদ্বেগ কল গোসাঞের সনে।
ছাড়িয়া না দিবা যেঁহ জীয়নে মরণে॥
ইহাদের ভোগ যৈছে সাধন হইলে।
তথাপি স্থাপিবা গোসাঞি প্রকাশ করিলে॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ কহেন মালিনী।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই কহিলে আপনি॥
ব্যবহারে করিল শিষ্য সাধন নির্য্যাস।
তবে সে তাহারে কেন করিলে উদাস॥
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
নামাভাস কেন তারে কৈলে অধিকারী॥
আনুকুল্য করিতে কেহ নাহিক তাহার।
কেমনে করিবে তব সেবার প্রচার॥

বাউলের প্রায় শিষ্য ভ্রমিবে সদাই ।
সাধন ভজন করে ব্রজ অনুযাই ॥
সেই গৌরভক্তগণ এ গৌড় ভুবনে ।
অভিরাম বলি তাহা করেন মিলনে ॥
তব নাম শুনি সবে আনন্দ হৃদয় ।
বিবরিয়া কহ মোরে সে সব নির্ণয় ॥
এত শুনি অভিরাম কহিতে লাগিলা ।
পূর্ব্বাপর হয় দেখ মোর যত লীলা ॥
লীলার প্রধান আমি জানে সর্ব্বজনে ।
গৌর মনবৃত্তি বুঝি করিয়ে মিলনে ॥
অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায় ।
পুনশ্চ করিবা লীলা প্রকাশ তাহায় ॥
দ্বাদশ গোপাল আর মহান্তের গণ ।
নিজ নিজ শক্তি সবে করিল স্থাপন ॥
যার যেই পরিকর সে হয় তেমন ।
তাহার মিলনে দেখি স্বরূপ লক্ষণ ॥
মিলন করিলে তার জানি যে আচার ।
শুনহ মালিনী কহি সে সব নির্দ্ধার ॥
সেই ব্রজ পরিকর হয়েন সবাই ।
সকলে সমান ভাব করি যে তথাই ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ মালিনী কহিলা ।
কহনে না যায় তব সেই সব লীলা ॥
কিবা গৌর মনোবৃত্তি সাধহ আপনে ।
বিস্তারিয়া কহ তাহা করিব শ্রবণে ॥
কেন বা গোপালে তুমি প্রণাম করিলা ।
সে মর্ম্ম আমারে তুমি এখনি কহিবা ॥
কিবা মনোবৃত্তি সেই সাধহ নিশ্চয় ।
কৃপা করি কহ মোরে যাউক সংশয় ॥
তব মনোবৃত্তি সেই না জানিলা কেহ ।
সকলের মনে কৈছে লাগিলা সন্দেহ ॥
দ্বাদশ গোপাল আর মহান্তের গণ ।
গোপাল লাগিয়া কেন করেন চিন্তন ॥
ইহা শুনি অভিরাম বলেন তখন ।
গোপাল প্রসঙ্গ সেই অপূর্ব্ব কথন ॥
সেই মনোবৃত্তি মোর জানে গৌরাঙ্গে ।
মিলন করিনু দেখ গোপালের সঙ্গে ॥
প্রণাম করিনু তারে করিতে প্রকাশ ।
সেই দেহে দেখ গৌর করেন বিলাস ॥
তাহার শ্রবণে হয় ভক্তির উদয় ।
বিবরিয়া কহি শুন তাহার নির্ণয় ॥
একদিন মহাপ্রভু আনন্দিত হৈয়া ।
কহিতে লাগিলা মোরে গোপনে আসিয়া ॥
গোপালের সম প্রিয় নাহি মোর কেহ ।
শুন ভায়া অভিরাম করি অনুগ্রহ ॥
গোপালের ক্রিয়া মুদ্রা কহনে না যায় ।
সদা কৃষ্ণনাম তিঁহ উচ্চস্বরে গায় ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সদা হয় যে উন্মত্ত ।
বাহ্য ক্রিয়াতে গেলে কহে কৃষ্ণতত্ত্ব ॥
সে মর্ম্ম জানিলা তার বলিনু বচন ।
অশুচি স্থানেতে কৃষ্ণ করহ ভজন ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ কহেন আমারে ।
কালাকাল নাহি দেখ কৃষ্ণ ভজিবারে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নর যেবা করয়ে স্মরণ ।
নিত্যরূপী কৃষ্ণনামে যার আছে মন ॥
জলের ভিতরে পদ্ম উঠে যেনমতে ।
নরকে উদ্ধার হয়ে উঠে তেনমতে ॥
এতেক শুনিয়া মোর আনন্দ হইলা ।
গুরু 'গোপাল' বলি নাম যে রাখিলা ॥
তাহা হৈতে উদ্দীপন হইল আমার ।
শুন ভাই অভিরাম কহিনু নির্দ্ধার ॥

ভক্ত হৈতে আমি হৈলা আমা হৈতে ভক্ত।
অতএব ভক্ত কিছু বলে হয় শক্ত ॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ শুনহ মালিনী।
সে সব প্রসঙ্গে উঠে অমৃতের খনি ॥
এতেক কহিলা মোরে আপনে চৈতন্য।
[১]বক্রেশ্বর পণ্ডিত শাখা হয়ে ধন্য ॥
তাহার দর্শন লাগি, কহিনু সবারে।
কৈছে [২]গোপালগুরু দেখিব তাহারে ॥
গোপালের গুরু সেই হইল কেমনে।
দণ্ডবত দিয়া তার দেখি আচরণ ॥
এতেক শুনিয়া সব মহান্তের গণ।
মহাপ্রভু স্থানে গিয়া বলেন বচন ॥
গুরু গোপাল পড়ে অভিরাম হটে।
আপনি আসিয়া রাখ বিষম সঙ্কটে ॥
অভিরাম হটে কার নাহি নিস্তার।
এখন আপনি কর গোপালে উদ্ধার ॥
পূর্ব্বাপর দেখ তুমি বিচার করিয়া।
প্রহ্লাদে রাখিলে যৈছে অগ্নিতে যাইয়া ॥
সেইমত রাখ যদি আপনি এখন।
তবে সে গোপালগুরু পাইবে তারণ ॥
শ্রীরঘুনন্দনে যৈছে হইলে সহায়।
আবির্ভাব হয়ে দণ্ডবত লও তায় ॥
অভিরাম দণ্ডবতে পাষাণ দ্রবিলা।
কহনে না যায় কিছু তাঁহার যে লীলা ॥
এত শুনি মহাপ্রভু বলেন হাসিয়া।
অভিরাম হট করে কিসের লাগিয়া ॥
সদা মোর নামগুণে হয়েন উন্মত্ত।
ভায়া অভিরাম ছাড়া নাহি যে স্বতন্ত্র ॥
আমিহ তাঁহাকে দেখি হই যে চঞ্চল।
রাধিকার রঙ্গী ভঙ্গী দেখিয়া সকল ॥
এইত কহিনু শুন মহান্তের গণ।
গোপালগুরুকে ইবে করিব রক্ষণ ॥
আবির্ভাব হয়ে তার দেহেতে রহিব।
অভিরাম দণ্ডবতে তাহারে বাঁচাব ॥
ইহাতে ভাবনা কেহ না কর সংশয়।
অভিরাম আসি তারে প্রকাশ করয় ॥
গুপ্তধন ব্যক্ত করে ভায়া অভিরাম।
ব্রজের প্রধান যেহ হয়েন শ্রীদাম ॥
তাঁহার চরিত্র কিছু না যায় কথন।
সকল ভাবেতে ব্রজে করেন পোষণ ॥
সত্য সত্য বলি তাহা নাহিক সন্দেহ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম ব্রজে হই এক দেহ ॥
মনাভীষ্ট সখা মোর শ্রীদাম হইলা।
মনোবৃত্তি বুঝি মোর করে সব লীলা ॥
না বলিতে করে কার্য্য বুঝি মোর মন।
ত্রেতাযুগে রাজ্য ভার করিলা ধারণ ॥
পুনঃ ব্রজে গোবর্দ্ধন করিলা ধারণ।
পূর্ব্বাপর কহিলাম মহান্তের গণ ॥
বিবরিয়া কহি পুনঃ শুনহ বচন।
যশোদা আমার মাতা বলেন তখন ॥
ইন্দ্রসনে দেখ ব্রজে বিতণ্ডা হইলা।
শিলাবৃষ্টি ঝঞ্ঝা নিলে উৎপাত করিলা ॥

১। বক্রেশ্বর পণ্ডিত—বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধ, ব্রজের শশিরেখা ও তুঙ্গবিদ্যার মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব। তিনি ক্ষেত্রধামে শ্রীরাধাকান্তের সেবায় বিরাজ করিতেন।

২। গোপালগুরু—শ্রীগোপালগুরু শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য। তাহার পূর্ব্বনাম মকরধ্বজ। মহাপ্রভু তাহার নাম গোপালগুরু রাখেন।

গিরিপূজা কৈল বলি হৈল অপমান।
সে মর্ম্ম শ্রীদাম বুঝি কহিল সন্ধান॥
পর্ব্বত গুহাতে চল ব্রজবাসী লয়া।
গিরিকে ধারণ করি রহিব যাইয়া॥
প্রধান শ্রীদাম বাক্য না করি লঙ্ঘনে।
প্রধান সখার গুণ গায় জগজনে॥
এইত আরোপ সাধ্য গৌর ভক্তগণ।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন॥
ইহা শ্রবণেতে মিলে নিজ উপাসনা।
আরোপ স্বরূপ লয়া করাও ঘটনা॥
জানিতে পারিবে সবে সাধন নির্য্যাস।
অভিরাম কৈলা এই আরোপে প্রকাশ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ না ভাবিহ আন।
গোপালের দেহে গৌর হৈল অধিষ্ঠান॥
তখন অভিরাম তারে দেখিতে চলিলা।
গোপাল রহিল কোথা সকলে কহিলা॥
তবে বক্রেশ্বর কহে পণ্ডিত ঠাকুর।
ভাই অভিরাম রাখ আমার অঙ্কুর॥
রোপণ করিতে বীজ অঙ্কুর হইলা।
পল্লব না জন্মে তুমি কেমনে ভাঙ্গিবা॥
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া।
দেখিব গোপালে আমি কষনি করিয়া॥
আমার সাক্ষাতে তারে আন শীঘ্রগতি।
প্রণাম দিইয়া তারে রাখিব খিয়াতি॥
দেখিহ সিংহের দুগ্ধ রহে স্বর্ণপাত্রে।
অতেব আইনু আমি পরীক্ষা করিতে॥
কষিয়া দেখিলে মোর সন্তোষ হইবে।
মাটির হইলে পাত্র ফাটিয়া যাইবে॥
যৈছে গুরু তৈছে শিষ্য হয় এক রূপ।
তাহার মিলনে দেখ হয় রসকূপ॥

বিবরিয়া কহি শুন পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শিষ্য হৈলে সে জানে গুরুর অন্তর॥
তবে সে জানি গাঢ় প্রেমের উদয়।
সত্য সত্য বলি তাহা শুনহ নির্ণয়॥
যারে লোভ বলি সেই হয় যে সবল।
সকল ছেদিয়া করে বৈরাগ্য উজ্জ্বল॥
পুনশ্চ পণ্ডিত শুনি করেন বিনয়।
গোপালে রাখহ ইবে হইয়া সদয়॥
এতেক বলিয়া তারে করায় মিলন।
দেখেন গোপালের তিঁহো হাস্য যে বদন॥
রসিক হইলে জানে রসের সন্ধান।
অশেষ বিশেষে রস করে মূর্ত্তিমান॥
দুঁহার নয়ন বাণে দুঁহাতে বিভোর।
দণ্ডবতে অভিরাম বুঝেন অন্তর॥
গোপাল রহিল বসি হৈয়া মৌন মনে।
অন্তর্মনা চেষ্টা সিদ্ধ আছেন ভজনে॥
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ অরুণ নয়ন।
দেখি অভিরাম তারে কৈলা আলিঙ্গন॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া উল্লাস।
আরোপে কহিলা সেই স্বরূপ প্রকাশ॥
এ মর্ম্ম কহিতে কিছু করি যে সন্দেহ।
সবে মিলি গৌরভক্ত কর অনুগ্রহ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
সেইসব পরিকর তোমরা একান্ত॥
এ মর্ম্ম কহিলা মোরে আপনি গোসাঞি।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই বলিহারি যাই॥
সবে মিলি গৌরভক্ত করহ আশ্বাস।
চরণ চরণ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
তবে সে বর্ণিতে পারি দুঁহার আশয়।
বিস্তারি বলিব তাহা হইয়া নির্ভয়॥

মহাপ্রভু আবির্ভাব গোপালে হইয়া।
অভিরাম দণ্ডবত দিলেন আসিয়া॥
যেখানের দণ্ডবত সেখানে রহিলা।
মহাপ্রভু আবির্ভাবে গোপাল বাঁচিলা॥
যাঁর দণ্ডবত দেখ সেই সে লইলা।
মালিনী হইয়া শ্রোতা সকল শুনিলা॥
সেই অনুসারে এই করিনু বর্ণন।
গুরু গোপাল নাম সেই করিলা স্থাপন॥
এ মর্ম্ম জানিয়া কহে মুকুন্দ পণ্ডিত।
অভিরাম গুণ এই সংসারে বিদিত॥
তোমার আশ্রিত আমি হইনু এখন।
কৃপা করি এ পতিতে করিলে তারণ॥
অভিরাম দীক্ষা মোর শিক্ষা যে মালিনী।
দু'হার প্রসঙ্গে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥
সেই উপাসনা বস্তু জগতের আশ্রয়।
আরোপ সাধিয়া তাহা করিবা নির্ণয়॥
সোনাতলা গ্রামে রহে মুকুন্দ পণ্ডিত।
সেবা দিয়া গোসাঞি তাঁরে করিলা স্থাপিত॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস।

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে মুকুন্দ পণ্ডিত সহিত মিলন নামক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অভিরাম শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এসব প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করি যে দর্শন॥
সদাই আনন্দ হয় স্বরূপে উদয়।
বিস্তারি কহিব তাহা মালিনী আশ্রয়॥
সাধ্য বিনে সিদ্ধবস্তু কেহ নাহি পায়।
মালিনী স্বরূপ তাহা ঘটনা করয়॥
ব্রজের প্রধান সেই বৃন্দা ঠাকুরাণী।
সেই অভিরাম সঙ্গে হয়েন মালিনী॥
শুন শুন শ্রোতাগণ না ভাবিহ আন।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দুই মূর্ত্তিমান॥
সহজ ব্রজের লীলা নহে অনুমানে।
সেই ব্রজ পরিকর এ গৌড় ভুবনে॥
সেই পুরা ব্রজাঙ্গনা গৌরাঙ্গের সনে।
সে মর্ম্ম বুঝিয়া অভিরাম বুলে রঙ্গে॥
কিবা রঙ্গিভঙ্গী সেই দেখি মন হরে।
প্রকাশ করিলা তিঁহ নিজ শক্তি দ্বারে॥
হয় নয় দেখ তাহা গৌর ভক্তগণ।
[1]দুঃখী শ্যামদাস জানে সেই আচরণ॥

১। দুঃখী শ্যামদাস—প্রভু শ্যামানন্দের নামান্তর। শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের প্রকাশ রূপে অবতীর্ণ হন। উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে সদ্‌গোপকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। তাঁহার বাল্যনাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। নব্য যৌবনে গৃহত্যাগ করতঃ কালনায় শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হন। গৌরীদাস শিষ্য হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ কতককাল তাঁহার সেবা করেন পরে বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং নিকুঞ্জ বনে শ্রীমতীর শ্রীচরণের নুপুর প্রাপ্ত হইয়া শ্যামানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। কতদিনে শ্রীনিবাস নরোত্তমসহ গোস্বামীগ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসেন তারপর উৎকলে গমন করি গৌরাঙ্গের শুদ্ধ প্রেম আচণ্ডালে বিতরণ করেন। ১৫৫২ শকাব্দে আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্যামানন্দ প্রভু অপ্রকট হন।

[১]গৌরীদাস পণ্ডিতের উপশাখা হয়।
যৈছে গুরু তৈছে শিষ্য সাধন করয়॥
বৃন্দাবনে গেলা সেই দুঃখী শ্যামদাস।
ললিতা আশ্রয় তিঁহ জানিহ নির্য্যাস॥
নিভৃত নিকুঞ্জে সেই সেবা নিয়োজিল।
রঙ্গকুঞ্জে ঝাড়ুদারী করিতে আইল॥
সেই কুঞ্জে দ্বারী দেখ রহে বৃন্দাবতী।
ললিতার সনে তাঁর অকথ্য পিরীতি॥
সুবল মধুমঙ্গল যৈছে শ্রীদামে আশ্রয়।
ললিতা বৃন্দায় তৈছে ঐক্য ভাব হয়॥
বৃন্দার আশ্রিত পুনঃ ছয় সখী হয়।
রাধাকৃষ্ণ আনি কুঞ্জে মিলন করয়॥
এ মর্ম্ম জানয়ে যেই রসিক সুজন।
বৃন্দা যে দুয়ারী হয়ে করান মিলন॥
সে রস কৌতুকে দুঁহে বিভোর হইয়া।
রসের অলসে কুঞ্জে রহিল শুইয়া॥
নিদ্রায় আকুল তথা নাহিক চেতন।
কুলুপ ঘুচিয়া পড়ে নূপুর তখন॥
সে মর্ম্ম রাধিকা দেখ কিছুই না জানে।
নিশি অবশেষে গৃহে করিলা প্রস্থানে॥
অরুণ উদয় হৈতে চরণ দেখিল।
নূপুর পড়িল কোথা ভাবিতে লাগিল॥
এখানে কুঞ্জেতে ঝাড়ু দেয় শ্যামানন্দ।
নূপুর পাইয়া তথা পরম আনন্দ॥
গোপন করিয়া সে যে নূপুর রাখিলা।
পুনশ্চ রাধিকা ডাকি কহিতে লাগিলা॥
কুঞ্জেতে হারানু এক পায়ের নূপুর।
অন্য লোকে পাইলে মোর যাইবেক কুল॥
বৃন্দাবতী দ্বারী দেখ থাকেন হইয়া।
চোরের ঠিকানা ইবে দিবে যে করিয়া॥
দ্বারী থাকিতে চুরী কেন বা যাইবা।
বৃন্দাকে ধরিয়া আন নূপুর লইবা॥
এতেক শুনিয়া শীঘ্র ললিতা চলিলা।
বৃন্দাকে যাইয়া কুঞ্জে কহিতে লাগিলা॥
তোমার সেবিত এই হয় বৃন্দাবন।
আজ্ঞাকারী হয় তব বনদেবীগণ॥
নূপুর দেখ রাধার কে করিল চুরি।
তুমি ত জবাব কর হও যে দুয়ারী॥
এতেক শুনিয়া বৃন্দা চতুর পণ্ডিত।
দুঃখী শ্যামদাসে শীঘ্র করিল বিদিত॥
ঝাড়ুদারী কর সব কুঞ্জেতে সদাই।
নূপুর পাইলে কিবা কহত সুধাই॥
সত্য করে কহ মোরে না কর সংশয়।
তুমিত নূপুর পাও জানিছে হৃদয়॥
দিবারাত্রে যত লীলা ব্রজে মাত্র হয়।
শ্রীদামের শক্তি আমি জানি যে নির্ণয়॥
চতুরের কাছে তুমি কর চতুরাল।
রাধার নূপুর দেখ ঘুচুক জঞ্জাল॥
ললিতা বৃন্দাকে দেখ নহেত বিভিন্ন।
এক আত্মা দুই দেহ বিলাসের জন্য॥

১। গৌরীদাস—শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শালিগ্রামে জন্ম। কালনায় আসিয়া অবস্থান করেন। সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য চার ভাই। গৌরীদাস ছিলেন ব্রজের সুবল সখা। গৌরীদাস পণ্ডিতের পত্নীর নাম বিমলা, দুই পুত্র রঘুনাথ ও বলরাম। গৌরীদাসের প্রাণধন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ অদ্যাপি শ্রীপাট কালনায় বিরাজিত। তথায় প্রভু দত্ত শ্রীগীতাগ্রন্থ ও বৈঠা অদ্যাপি বিদ্যমান।

তথাহি—ভজন তত্ত্বে—
সাধনং পশ্চিম দ্বারে তাম্বুল সেবামেবচ।
ললিতাসহ বৃন্দয়া ঐক্যভাব সমন্বিতা॥
সবাই সবার দেখ আনুকূল্য করে।
ইহাতে বুঝিয়া দেহ নূপুর আমারে॥
গোষ্ঠেতে গোপাল মধ্যে শ্রীদাম প্রধান।
সুবল মধুমঙ্গল দেখ হয় অধিষ্ঠান॥
শ্রীদাম সহায় দেখ করেন সবার।
শ্রীদাম জানেন সেই সবার আচার॥
শ্রীদামেতে সব সখা অনুগত হয়।
আপনি রাধিকা দেখ তাহে লিপ্ত রয়॥
শ্রীদাম শ্রীমতি সেই একই শরীর।
যে ভক্ত বুঝিতে পারে সেই ভক্ত ধীর॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহি যে তোমারে।
শুনিয়া নূপুর তুমি দেহত আমারে॥
শ্রীদামের গুণ দেখ জগতে বিদিত।
শ্রীদাম দেহেতে রাধা রহেন আশ্রিত॥
রাধা উৎকণ্ঠাতে হয় কৃষ্ণ অচেতন।
শ্রীদাম আসিয়া কোলে করেন তখন॥
শ্রীদাম পরশে কৃষ্ণ চেতন পাইয়া।
সুবল মধুমঙ্গল মিলেন আসিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ সহায় দেখ করেন সদাই।
যার যেই শিষ্য সেই সাধে অনুযাই॥
আমারে ললিতা বহু করিল ভর্ৎসন।
নূপুর লাগিয়া মোরে করিল তাড়ন॥
শীঘ্রগতি চল তুমি ললিতা নিকটে।
এত শুনি শ্যামানন্দ কহে করপুটে॥
ললিতা বৃন্দাতে কভু না ভাবি দুষ্কর।
নূপুর পেয়েছি দিব রাধাকে সত্বর॥
তাঁহার চরণে আমি দিব পরাইয়া।
তখন ললিতা জানি মিলিল আসিয়া॥
পুনশ্চ ললিতা তারে কহিতে লাগিলা।
নূপুর না পেয়ে রাধা বৃন্দাকে তর্জ্জিলা॥
বৃন্দাকে নূপুর তুমি দেহ শ্যামানন্দ।
এখন তোমাকে কিছু না বলি ভালমন্দ॥
রাধিকা নূপুর তুমি দেহত ত্বরায়।
আমরা পরাব সেই রাধিকার পায়॥
তোমা সম চতুর যে নাহি মোর গণে।
নূপুর করিয়া চুরি রাখহ গোপনে॥
নূপুর লাগিয়া রাধা উৎকণ্ঠিতা হৈলা।
রোদন করিয়া মোরে কহিতে লাগিলা॥
বৃন্দাবতী দেখ মোর লীলার সহায়।
সকলে লইয়া কেন মিলন করায়॥
মনোবৃত্তি না বুঝিয়া করেন বিশ্বাস।
কোন সখী দেখ মোর কৈল সর্ব্বনাশ॥
কুলের কলঙ্ক মোর হইল এখন।
যশেতে লাগিল দাগ হইবে মরণ॥
এত শুনি শ্যামানন্দ কহিতে লাগিলা।
নিত্য স্থানে ঝাড়ু দিতে নূপুর পাইলা॥
নূপুর দিইব তাঁর চরণে পরাই।
অনুগত হয়া তাঁর মিলিব তথাই॥
এতেক শুনিয়া বৃন্দা ললিতা তখন।
রাধিকা নিকটে গিয়া বলেন বচন॥
শ্যামানন্দ পাইল সেই নূপুর তোমার।
স্বহস্তে পরাবে বলি আশয় তাহার॥
এতেক শুনিয়া রাধা বলেন হাসিয়া।
পরশ করিবে তিঁহ কেমন করিয়া॥
শুনিয়া ললিতা বৃন্দা বলেন তখন।
পুরুষ প্রকৃতি দেখ তোমার সৃজন॥

পরম দেবতা তুমি সবার আশ্রয়।
তুমি সিদ্ধবস্তু ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
প্রকৃতি মায়ায় সৃষ্টি হয় যায় রয়।
ঈশ্বর আরাধ্য যেহ প্রকৃতি আশ্রয়॥
প্রকৃতির পরিতোষ করেন প্রকৃতি।
অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে আপনি প্রকৃতি॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
রসিক জানয়ে সব রসের চাতুরী॥
এতেক শুনিয়া রাধা বলেন বচন।
শুনহ ললিতা বৃন্দা অপূর্ব্ব কথন॥
কৃষ্ণকায় হৈতে দেখ সবার উৎপত্তি।
মন শুদ্ধ হৈলে মিলে সে ভাব পিরীতি॥
পিরীতি রতন সেই লুকান না রয়।
উদ্দীপন হৈলে সেই হৃদয়ে জাগয়॥
নূপুর ঠিকানা মোর হইল এখন।
নিজ কার্য্যে যাও সবে করহ গমন॥
এতেক শুনিয়া তবে গোপীকা চলিলা।
নিজ গৃহকার্য্য সবে করিতে লাগিলা॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া উল্লাস।
অভিরাম লীলা এই স্বরূপে প্রকাশ॥
তবে শ্যামানন্দ রহে কুঞ্জের নিভৃতে।
কিশোরী আইলা দেখ তাহারে মিলিতে॥
দেখি শ্যামানন্দ তাঁরে আনন্দে বিভোর।
পরাইল চরণে তাঁর সেই যে নূপুর॥
নূপুর সৌরভ নিল নাসাতে তখন।
নাসাতে সঞ্চারে সেই নূপুরের গুণ॥
এ মর্ম্ম তাহার কেহ না জানে নির্ণয়।
নূপুর স্বরূপ উঠে নাসাতে উদয়॥
দেখিয়া সবার মনে হয় চমৎকার।
গুরুদ্রোহী শ্যামানন্দ করে যে আচার॥

বৃন্দাবন পুরীময় হৈল বড় গোলে।
গোসাঞি পাঠান পত্র মহান্ত সকলে॥
শুনি গৌরীদাস আদি যত সখাগণ।
সবে ব্রজপুরে আসি করেন মিলন॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
শ্যামানন্দ সনে সবে করেন সিদ্ধান্ত॥
কোথায় পাইলে তুমি তিলক এমন।
গুরুক্রিয়া মুদ্রা ছাড় কিসের কারণ॥
এত শুনি শ্যামানন্দ করে যে বিনয়।
সদাই হই যে আমি গুরুর আশ্রয়॥
গুরু ক্রিয়া মুদ্রা সদা করি যে ধারণ।
ললিতা আশ্রয়ে মিলে রাধিকা চরণ॥
ইহা শুনি মহান্তগণ হয়ে চমৎকার।
শ্যামানন্দ লয়ে সবে করেন বিচার॥
গুরু ক্রিয়া মুদ্রা তুমি ধরিলে কেমনে।
সুবলের অনুগত না দেখি আচরণে॥
তার ক্রিয়া মুদ্রা তব না দেখি তিলকে।
সকলে উপেক্ষা করি করহ কৌতুকে।
তোমারে এখন মোরা করিব শাসনে।
তিলকে কল্লাই তব করিব ছেদনে॥
এতেক বলিয়া তার তিলক মুছিলা।
পুনশ্চ নাসাতে দেখে তিলক হইলা॥
যতবার মুছে তিলক ততবার হয়।
স্বরূপ তিলক সেই লুকান না রয়॥
তখন দেখিয়া সবে বিস্ময় হইলা।
শ্যামানন্দে ডাকি সবে কহিতে লাগিলা॥
শুন শুন শ্রোতাগণ না ভাবিহ আন।
ভাই অভিরাম জানে সকল সন্ধান॥
মোর দোষ নাহি কিছু কখন কি করি।
ভাবেতে পশিয়া সেই স্বরূপ বিচারি॥

রূপ স্বরূপ এই বিচারিয়া জানি। বিচারিতে উঠে তার অনুভব ধ্বনি ॥
বিবরিয়া কহি তাহা শুন শ্রোতাগণ। অভিরাম আসি মোরে কহেন সন্ধান ॥
আরোপ করিলে স্থায়ী স্বরূপ মিলয়। সামান্যে উত্তম মিলে দেখি যে বিষয় ॥
এ মর্ম্ম বুঝিতে যেবা পারিবে তাঁহার। শ্যামানন্দ আচারে সবে চমৎকার ॥
শ্যামানন্দ দেখ সেই সাধে নিজ কাজ। সেইত আরোপ সাধ্য করিল নির্য্যাস ॥
ক্ষুদ্র জীব হয়ে কহি সে সব আশয়। আপনি গোসাঞিজীউ করান উদয় ॥
রাধিকার কৃপা সেই হৈল শ্যামানন্দে। তিলক উজ্জ্বল দেখি হইল আনন্দে ॥
নূপুর কল্লাই সেই তিলকেতে রয়। দেখি [1]হৃদানন্দ তাহা আনন্দ হৃদয় ॥
মোর শিষ্য হয়ে কৈল সাধন নির্য্যাস। শিষ্য হয়ে গুরু গুণ করিলে প্রকাশ ॥
এত বলি শ্যামানন্দে কৈলা আলিঙ্গন। দক্ষিণ দেশেতে তারে পাঠান তখন ॥
শুনি শ্যামানন্দ মনে আনন্দিত হৈলা। ব্রজবাসী সনে তথা মিলিতে চলিলা ॥
সকলের অনুমতি লইয়া সাদরে। শ্যামানন্দ কার্য্য এই করিলা বিস্তারে ॥
তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা কে জানে নির্ণয়। আরোপ সাধিতে কিছু কহি যে আশয় ॥

সুবল অনুগত সে শুন শ্রোতাগণ। ইবে গৌরীদাস সেই অপূর্ব্ব কথন ॥
শ্রীপাট অম্বিকা আসি করিলা নিবাস। নিতাই চৈতন্য তথা স্বরূপ প্রকাশ ॥
সে মর্ম্ম গোসাঞিজীউ কহিলা আমারে। শ্রীরূপ স্বরূপ দুই কহিয়ে বিচারে ॥
শুন শুন শ্রোতাগণ না ভাবিহ আন। পূর্ব্বাপর অভিরাম লীলার প্রধান ॥
যেই অভিরাম সেই হয়েন শ্রীদাম। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ রাম ॥
একদিন আসি সবে পণ্ডিতে মিলিলা। দেখি গৌরীদাস মনে আনন্দিত হৈলা ॥
নিতাই চৈতন্য লয়ে কহেন গোপনে। তব দুটি ভাই সদা করিব দর্শনে ॥
তিলেক ছাড়িয়া দুঁহা নাহি দিব আর। গৌরীদাস মনোবৃত্তি না জানে দুঁহার ॥
জগতের নাথ যেহ সবার আশ্রয়। তাহাকে রাখিতে চায় আপন আলয় ॥
এতেক শুনিয়া কহে নিতাই চৈতন্য। তুমি গৌরীদাস হও জগতের ধন্য ॥
সকল জীবের লাগি ভ্রমি যে সদাই। তব মনোবৃত্তি কিবা কহত বুঝাই ॥
এতেক শুনিয়া সেই কহে গৌরীদাস। দুই ভাই রহি মোর পূর অভিলাষ ॥
দর্শন করিব সদা আমিত দুঁহার। এই বাঞ্ছা হয় মোর কর অঙ্গীকার ॥

১। হৃদয়ানন্দ—হৃদয়ানন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র। হৃদয়ানন্দ, নয়নানন্দ দুই ভাই। গদাধর পণ্ডিত হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করেন। গৌরীদাস পণ্ডিত তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবায় নিয়োগ করেন।

এত শুনি মহাপ্রভু বলেন হাসিয়া।
দুঁহার স্বরূপ রাখ প্রকাশ করিয়া॥
তাহা দরশন তুমি করহ সদাই।
স্বরূপে রহিব দুঁহে জানিহ হেথাই॥
এত শুনি গৌরীদাস বলেন কাঁদিয়া।
স্বরূপে হইব তৃপ্ত কেমন করিয়া॥
আত্মমত সেবা চর্চ্চা করিব সদাই।
শ্রীহস্তে খাইবে তুলি দেখি দুটি ভাই॥
এই বাঞ্ছা পূর্ণ মোর কর দুইজনে।
শ্রীরূপ স্বরূপ দুই করিব মিলনে॥
এত শুনি নিত্যানন্দ বলেন হাসিয়া।
প্রতিমূর্ত্তি আন দুই এখন করিয়া॥
চারি বিগ্রহে বসি একত্রে এখন।
সামগ্রী আনহ তুমি করিব ভোজন॥
শুনি গৌরীদাস পুনঃ আনন্দিত হয়া।
শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি আনিল যাইয়া॥
দেখি মহাপ্রভু তারে বলেন বচন।
সামগ্রী আনহ শীঘ্র যাইয়া এখন॥
শুনি গৌরীদাস পুনঃ গমন করিলা।
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত আনিয়া দিইলা॥
তবে চারিজনে বসি ভোজন করয়।
দেখি গৌরীদাস হৈলা আনন্দ হৃদয়॥
এইমত প্রতিমূর্ত্তি রহে তাঁর ঘরে।
পুনঃ মহাপ্রভু আইলা শ্রীকৃষ্ণনগরে॥
অভিরাম সনে আসি গোপনে বসিলা।
মনোবৃত্তি সব তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
সঙ্গোপন হব আমি কহি যে তোমারে।
প্রতিমূর্ত্তি সেবা মোর গৌরীদাস করে॥
তোমা সম প্রিয় মোর নাহি কোনজন।
অতএব কহি শুন করিয়া গোপন॥
সংগোপন হৈব আমি কহি যে নির্য্যাস।
পুনঃ নিত্যানন্দ গৃহে করিবে প্রকাশ॥
মোর মনোবৃত্তি অন্য কেহ না জানিবে।
তব দণ্ডবতে তথা প্রকাশ হইবে॥
বসুধা জাহ্নবা তথা করিবে পালন।
তাহার গর্ব্ভেতে মোর হইবে জনম॥
এতেক বলিয়া তিঁহ গমন করিলা।
মনোবৃত্তি অভিরাম তাঁহার বুঝিলা॥
সে মর্ম্ম জানিয়া সব করে সেই কর্ম্ম।
রসিক বিহনে তাহা কে জানিবে মর্ম্ম॥
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ রহে গঙ্গাপারে।
একদিন অভিরাম মিলিলা তাঁহারে॥
দেখি নিত্যানন্দ তাঁরে দিইলা আসন।
আলিঙ্গন করি দুঁহে বসিলা তখন॥
তবে নিত্যানন্দ কহে ভাই অভিরাম।
তব মনোবৃত্তি কিছু না জানি সন্ধান॥
কি করি আইলা তুমি আমার মন্দিরে।
বিবরিয়া কহ মোরে করিয়া নির্দ্ধারে॥
ইহা শুনি অভিরাম কহিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কৈছে দেখিতে আইলা॥
শুনি নিত্যানন্দ তবে আনন্দিত হয়া।
আপন নন্দনে শীঘ্র দেখান আনিয়া॥
মনোবৃত্তি অভিরাম সাধন করয়।
প্রণাম করিতে শিশু তখনি মরয়॥
নিত্যানন্দ কোলে শিশু মরিল তখন।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন॥
দেখি নিত্যানন্দ বড় হইলা ভাবিত।
বসুধা জাহ্নবা শুনি হইলা মূর্চ্ছিত॥
তবে মৃত পুত্র সেই নিতাই লইয়া।
গঙ্গাকে দিয়া আইলা স্নান যে করিয়া॥

এইমত যতবার পুত্র তার হয়।
অভিরাম দণ্ডবতে সকল ময়য়॥
শুনিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়।
অভিরাম মনোবৃত্তি কেহ না জানয়॥
সন্তান হইলে তিঁহো যায়েন দেখিতে।
তাঁর দণ্ডবত কেহ না পারে লইতে॥
পুত্রশোকে নিত্যানন্দ কাতর হইলা।
তবে পুনর্ব্বার আর সন্তান জন্মিলা॥
তখনে সে অভিরাম মালিনী সহিত।
এখানে সে নিত্যানন্দ হয়েন ভাবিত॥
এবে যদি অভিরাম না করে গমন।
তবেত বাঁচিবে এই আমার নন্দন॥
পুত্রোৎসব লাগি সেই প্রভু নিত্যানন্দ।
নিমন্ত্রণ করিলেন যতেক মহান্ত॥
প্রধান গোপালে মাত্র নিমন্ত্রণ নাই।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রভু বলেন তথাই॥
অভিরামে নিমন্ত্রণ কেন না দিইলা।
ইহার বিশেষ কথা আমারে কহিবা॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু বলেন তাঁহারে।
অভিরাম নিঃসন্তান করিল আমারে॥
অতএব নিমন্ত্রণ না দিনু তাহায়।
এই গঙ্গাপারে নাবিক না করিবে লায়॥
নাবিকগণে বহু করেছি সাবধান।
কেহ না করিবে পার তাহারে এখন॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত হৈলা।
এখানেতে অভিরাম সে মর্ম্ম জানিলা॥
মালিনী সহ আছেন শ্রীকৃষ্ণনগরে।
হেনকালে বক্রেশ্বর মিলিলা তাঁহারে॥
দেখিয়া মালিনী শীঘ্র দিলেন আসন।
দুই জনে বসি করেন কথোপকথন॥

বক্রেশ্বর কহে শুন অভিরাম ভাই।
পুত্রোৎসবে নিমন্ত্রণ করেন নিতাই॥
তোমাকে হয়েছে কিবা কহত আমারে।
প্রধান গোপাল তুমি ঘোষায় সংসারে॥
হাসিয়া তখন গোসাঞি করেন উত্তর।
আবাহন নাহি মোর শুন বক্রেশ্বর॥
ইহা শুনি বক্রেশ্বর হইয়া বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করিয়া বিনয়॥
তোমা বিনা মহোৎসব কভু পূর্ণ নয়।
তব ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা কেহ না বুঝয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কভু তোমা ছাড়া নয়।
সত্য সত্য বলি তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
হেন অভিরাম তোমা কে করে হেলন।
যাবে কিনা যাবে বল সত্য যে বচন॥
শুনি অভিরাম পুনঃ বলেন হাসিয়া।
বিনা আবাহনে যাব কেমন করিয়া॥
সে মর্ম্ম জানিয়া পুনঃ কহেন মালিনী।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই কহিলা আপনি॥
রাখালের নাহি দেখি মান অভিমান।
পূর্ব্বাপর দেখ তুমি সবার প্রধান॥
প্রধান স্বীকার দেখ করে যেইজন।
সকলে সমান স্নেহ করে যে পালন॥
গুণবিগুণ দোষ সে না লয় কাহার।
সেইত আরোপ সাধ্য জানিহ নির্দ্ধার॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ কহেন গোসাঞি।
পশ্চাতে মিলিব আমি যাইয়া তথাই॥
এত শুনি বক্রেশ্বর গমন করিলা।
এখানে গোসাঞিজীউ উপায় সৃজিলা॥
মালিনী সহিত তবে পরামর্শ করি।
গমন করিলা শীঘ্র বলি গৌরহরি॥

দেখিতে দেখিতে গেলা গঙ্গা সন্নিধানে।
নাবিকেরে ডাকি তবে বলেন বচনে॥
গঙ্গাপার করি মোরে দেহত ত্বরায়।
শুনিয়া নাবিকগণ কহে যে তাঁহায়॥
কিবা নাম হয় তব বঠ কোনজন।
পরিচয় দেহ পার করিব এখন॥
বিনা পরিচয়ে পার করিতে নারিবা।
পার কৈলে নিত্যানন্দ মস্তক ছেদিবা॥
তবে অভিরাম শুনি বলেন হাসিয়া।
পার হৈতে মানা সেই করে কি লাগিয়া॥
বিবরিয়া কহ মোরে নাবিকের গণ।
এহেন কটকিনা করে কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া কহে নাবিক সকল।
পুত্র শোকে নিত্যানন্দ হয়েন আকুল॥
অভিরাম গোপাল এক তেজস্বী আছয়।
তাঁর দণ্ডবতে তাঁর পুত্র যে মরয়॥
অতেব করিতে পার তাঁরে মানা হয়।
সেই অভিপ্রায় দেখি তোমায় নিশ্চয়॥
গঙ্গার পশ্চিম ধারে নৌকা না রাখিলা।
পূর্ব্ব ধারেতে নৌকা ডুবাতে লাগিলা॥
মহাগোল পড়ি গেল করে ধাওয়া ধাই।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ এই বলিহারি যাই॥
পুনঃ অভিরাম কহে নাবিকের গণে।
নৌকা ডুবাও সবে কিসের কারণে॥
পুত্রোৎসব করে সেই আপনি নিতাই।
মোরে নিমন্ত্রণ আছে জানে যে সবাই॥
বিলম্ব না কর গঙ্গা পার করিবারে।
প্রিয় সখা অভিরাম জানিহ আমারে॥
এতেক শুনিয়া তবে সেই নাবিকগণ।
প্রভু নিত্যানন্দে গিয়া বলে যে তখন॥
যাঁরে মানা কৈলে গঙ্গা পার করিবারে।
তিঁহো পার কৈতে গঙ্গা বলয়ে সবারে॥
এখানেতে অভিরাম উপায় সৃজিলা।
বহির্ব্বাস গঙ্গায় পাতি পার যে হইলা॥
সে সব চরিত্র দেখি লোকেতে বিস্ময়।
নিত্যানন্দ কাছে গিয়া বলিল নির্ণয়॥
শুনি নিত্যানন্দ বড় কাতর হইল।
সকল মহান্ত লয়ে মিলিতে চলিল॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন সবে আরম্ভ করিয়া।
ভাই অভিরাম তাহা দেখিতে পাইয়া॥
সেই গঙ্গা পার হৈলা বহির্ব্বাসে বসি।
নৃত্য আরম্ভিলা তথা বাজাইয়া বাঁশী॥
সদা প্রেমে মত্ত তিঁহো নাহি বাহ্য জ্ঞান।
ব্রজেতে বলান যেঁহো প্রধান শ্রীদাম॥
তবে গঙ্গাতটে উঠি মিলিলা সবারে।
অভিরাম মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে॥
একে একে সবাকারে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ না যায় ধারণ॥
তবে নিত্যানন্দ পুনঃ অভিরাম লয়ে।
আপন আলয়ে গেলা আনন্দিত হয়ে॥
হেনকালে অভিরাম বলেন বচন।
ক্ষুধায় পীড়িত মোরে করাহ ভোজন॥
এতেক শুনিয়া তবে নিতাই সুন্দর।
ভোজন করান তাঁরে অঙ্গন ভিতর॥
বসুধা জাহ্নবা দেখি আনন্দিত মনে।
শশব্যস্ত হয়ে তাঁরে বসান আসনে॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী সব দিলা যে তখন।
ভাই অভিরাম বসি করেন ভোজন॥
মিষ্টান্ন পকান্ন সব দিলেন যে আনি।
বসুধা জাহ্নবা সেই দুই ঠাকুরাণী॥

কৌতুকেতে অভিরাম করেন ভোজন ।
যত আনেন তত খান অপূর্ব্ব কথন ॥
ক্ষনেকে ভাণ্ডার সব উজার করিলা ।
কহনে না যায় সেই অভিরাম লীলা ॥
তবে নিত্যানন্দ আসি করেন বিনয় ।
তব ক্রিয়া মুদ্রা দেখি হইনু বিস্ময় ॥
ব্রজের প্রধান তুমি ছিলে যে শ্রীদাম ।
সে প্রেম পিরীতি ভুল কৈছে অভিরাম ॥
ব্রজের আচার তুমি এখন ভুলিয়া ।
সকল খাইলে তুমি কেমন করিয়া ॥
ব্রজেতে আনিতে যত বন ফল পাড়ি ।
সবে খাইতাম বসি করিয়া চাতুরী ॥
ইবে সবাকারে কেন না করিলে মনে ।
একলা খাইলে তুমি কোন আচরণে ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহেন গোসাঞি ।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই শুনহ নিতাই ॥
রাখাল স্বভাব মোর জানে সর্ব্বজন ।
আগে আস্বাদন পিছে করাই ভোজন ॥
ব্রজের আচার মোর কহিনু নির্ণয় ।
আস্বাদ বুঝিলে কৈছে ত্রুটি তাহে হয় ॥
ভাণ্ডারে যাইয়া তুমি দেখহ এখন ।
এত বলি অভিরাম কৈলা আচমন ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ভাণ্ডার দেখিতে ।
দ্বিগুণ সামগ্রী তথা হয় আস্বাদিতে ॥
দেখি নিত্যানন্দ হৈলা আনন্দিত মন ।
ভাই অভিরাম লয়ে কৈলা আলিঙ্গন ॥
তবে অভিরাম কহে শুনহ নিতাই ।
মহান্তগণেরে চল ভোজন করাই ॥
মণ্ডলী করিয়া চল বসিব সবাই ।
শুনি আনন্দিত তবে হয়েন নিতাই ॥

সারি সারি বৈসে সব আঙ্গিনা বেড়িয়া ।
প্রভু নিত্যানন্দ দিলা পাত যে পাতিয়া ॥
অন্ন যে ব্যঞ্জন বসুধা জাহ্নবা দিলা ।
মিষ্ট অন্ন আনি পরিবেশন করিলা ॥
হরি হরি বলি সব মহান্তের গণ ।
আনন্দিত হয়ে সবে করেন ভোজন ॥
ভোজন করিয়া পুনঃ আচমন কৈলা ।
আচমন করি পুনঃ আসনে বসিলা ॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ তাম্বুল যে দিলা ।
তখনে তাম্বুল সবে খাইতে লাগিলা ॥
হেনকালে অভিরাম বলেন বচন ।
পুত্রোৎসব নিত্যানন্দ করিলে এখন ॥
কেমন সন্তান দেখি হইল তোমার ।
দণ্ডবত দিয়া তার দেখিব আচার ॥
এত শুনি সবাকার হইল বিস্ময় ।
বসুধা জাহ্নবা আসি করেন বিনয় ॥
এবার সন্তান তুমি রাখহ আমার ।
নিঃসন্তান হৈলে হয় সংসারে ধিৎকার ॥
তব দণ্ডবতে দেখ লাগয়ে সংশয় ।
যত পুত্র হৈল মোর সব যে মরয় ॥
পুত্রহীন জন বাঞ্ছে আপন মরণ ।
ইবে পুত্র শোক দিলে মরিব এখন ॥
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া ।
কেন বা কাতরা হও মায়ীক হইয়া ॥
মোর দণ্ডবত দেখ লহে কোনজন ।
স্বয়ং স্বরূপ হৈলে বাঁচিবে এখন ॥
ইহা শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত হৈলা ।
নিজ পুত্র কোলে করি তখন আনিলা ॥
দেখি অভিরাম তাঁরে করেন প্রণাম ।
শিশুর চরিত্র দেখি অতি অনুপম ॥

হাস্য বদন শিশু সেই করেন তখন।
দেখি অভিরাম তারে আনন্দিত মন॥
তুই তিন প্রণাম দিয়া দেখেন কষিয়া।
কষিতে উজ্জ্বল হয় না যায় ফাটিয়া॥
দেখেন জগত প্রিয় অবতীর্ণ হৈলা।
কোলে লয়ে অভিরাম নাচিতে লাগিলা॥
নাচিতে নাচিতে তিঁহো বলেন বচন।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ শুন মহান্তের গণ॥
যে না দেখেছ গোরা দেখ আরবার।
পুনর্ব্বার সেই গোরা বীর অবতার॥
এত শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত হৈলা।
ভায়া অভিরাম বলি আলিঙ্গন কৈলা॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
শ্রীঅভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে বীরচন্দ্র মিলন
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুণমণি নাম॥
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ।
অভিরাম লীলা কিছু করি যে বর্ণন॥
পুনঃ নিত্যানন্দে কহে ভাই অভিরাম।
তোমার চরিত্র দেখি অতি অনুপম॥
কার সাধ্য তব লীলা করিতে নির্ণয়।
নিজ শক্তি দ্বারে পুনঃ প্রকাশ করয়॥
বাউলের প্রায় তব শিষ্যের করণি।
আরোপে সাধন সাধ্য করাও আপনি॥
তোমার চরিত্র যত সংসারে ঘুষিলা।
তব নাম করি শিষ্য ভ্রমিতে লাগিলা॥
আচার বিচার তার নাহি বাহ্যজ্ঞান।
আরোপ স্বরূপ লয়া করে মূর্ত্তিমান॥
সে আরোপ সাধ্য শিষ্য করে যে সদাই।
তাহাতে হইবে প্রাপ্তি বলিহারি যাই॥
বিবরিয়া সেই কথা কহ অভিরাম।
তুমিত আছিলে ব্রজে প্রধান শ্রীদাম॥
এতেক শুনিয়া গোসাঞি মনের আনন্দে।
কহিতে লাগিলা সব সেই নিত্যানন্দে॥
সে মর্ম্ম জানহ তবু কহি যে তোমারে।
এক ব্রজমাই বাল্য করান সবারে॥
বাসি শয্যোপরি সেই রুটি বনাইয়া।
দন্ত ধাবন আদি না করে যাইয়া॥
তবে রূপ সনাতন আসি তার ঘরে।
বহু আকিঞ্চনে শিক্ষা আচরিলা তারে॥
সে শিক্ষা লইয়া সেহ লাগিল সাধিতে।
বাল্য না খাইলা কৃষ্ণ দেখি কালাতীতে॥
কালাতীত হৈল সেই জানিয়া নির্দ্ধার।
[1]সনাতনে ব্রজমাই করে যে ধিৎকার॥

১। সনাতন—শ্রীসনাতন গোস্বামী ষড় গোস্বামীর অন্যতম। রূপ, সনাতন ও অনুপম তিনভাই। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী, সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। সনাতন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নবাব-দত্ত নাম সাকর মল্লিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন নাম রাখেন। তাঁহার বংশ বিবরণ কর্ণাট অধিপতি সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ, তাঁহার তুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। ভ্রাতৃবিরোধে রূপেশ্বর পৌলস্ত্য রাজ্যে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে বাস করেন। পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ। তৎপুত্র কুমারদেবের পুত্র শ্রীসনাতন গোস্বামী। ১৪৩৬ শকাব্দে রামকেলিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলন হয়। পরে গৃহত্যাগ করিয়া প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে অবস্থান করতঃ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন।

এই রুটি তুমি খাও শুন সনাতন।
তব শিক্ষা লয়ে কৃষ্ণ না পাই দর্শন॥
কি কার্য্য করিলি মোর আরোপ ভাঙ্গিয়া।
বাসি শয্যোপরি কৃষ্ণ খাইত আসিয়া॥
আচারে বিচারে কৃষ্ণ কেহ নাহি পাই।
কি আচারে ব্যাধ পাইল কহত বুঝাই॥
কেহ বলে বয়েসেতে পায় ভগবানে।
পঞ্চ বৎসরের ধ্রুব পাইল কি কারণে॥
যদি কেহ রূপ হৈলে কৃষ্ণ কৃপা করে।
কুব্জা পাইল কেন কোন রূপ ধরে॥
কেহ বলে ধন হৈলে পায় জগন্নাথ।
দাসীপুত্র বিদুর সেই পাইল রাধানাথ॥
ইহা না বুঝিয়া মোর আরোপ ভাঙ্গিলা।
সংস্কার করি দেখ কি কার্য্য করিলা॥
এত শুনি সনাতন হইয়া কাতর।
ব্রজমাই স্থানে মাগিল পরিহার॥
ব্রজমাই দ্বারে মোর হৈল অপরাধ।
মর্ম্ম না জানিয়া কৈনু সেবার যে বাদ॥
অপরাধ ক্ষম মোর শুন ব্রজমাই।
তব দ্বারে বাল্য সেবা করেন কানাই॥
ইহা শুনি ব্রজমাই গমন করিলা।
পূর্ব্বমত বাল্য সেই করিতে লাগিলা॥
নিজ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণের সেবন।
তাহাকে জানিহ স্থির রতির লক্ষণ॥
মন দিয়া শুন নিতাই কহি বিবরণ।
সাধক হইলে করে আরোপ সন্ধান॥
[১]মুকুন্দ দাসের শুন আরোপ নির্ণয়।
চিকিৎসা করেন বৈদ্য কুলেতে উদয়॥
সখ্যভাবে মত্তসদা নাহি বাহ্যজ্ঞান।
একদিন রাজস্থানে করেন গমন॥
ময়ূরের পাখা দেখি গোষ্ঠে গেলা মন।
তাহা দেখি মুকুন্দের হইল উদ্দীপন॥
মঞ্চ হৈতে মুকুন্দ ভূমে যায় পড়ি।
শুন ভাই নিত্যানন্দ সে ভাব বিচারি॥
বাহ্য অর্দ্ধ অন্তর সেই সম সাধ্য হয়।
নিজ নিজ ভাব আসি করয়ে উদয়॥
ভাব গুরু হয় সেই শিষ্য তনু মন।
নানারূপে দেখ সেই করায় নর্ত্তন॥
সে মর্ম্ম জানিতে তার কেহত নারিলা।
বাহ্য অর্দ্ধ অন্তর সেই সাধিতে লাগিলা॥
বাহ্য জ্ঞান হৈল তবে উঠে যে মুকুন্দ।
হরি হরি বলি নাচে পাইয়া আনন্দ॥
তখন মুকুন্দে ডাকি বলে সে রাজন্।
মঞ্চ হৈতে ভূমে পড় কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া সেই মুকুন্দ কহিল।
মৃগি রোগ মোর দেহে আসিয়া ধরিল॥
বহুদিন হৈতে আসি আমা আকর্ষিল।
যখন ঝাঁপয়ে বাহ্য জ্ঞান না রাখিল॥
তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা করয়ে উদয়।
রোগ স্থির হৈলে বাহ্যজ্ঞান পুনঃ হয়॥
এতেক শুনিয়া রাজা বলে যে তাহারে।
কিসে রোগ ভাল হইবে বলত আমারে॥
এতেক শুনিয়া তারে বলেন মুকুন্দ।
ঔষধ ধারণ কৈনু কৃষ্ণ গুণ তত্ত্ব॥
শুষ্ক কাষ্ঠ বাঁশ প্রায় হয় যে শরীর।
এ মর্ম্ম বুঝিবে সেই যেই হয় ধীর॥

১। মুকুন্দ দাস—মুকুন্দ দাস শ্রীখণ্ড বাসী শ্রীরঘুনন্দনের পিতা ও নরহরি ঠাকুরের ভ্রাতা।

শুষ্ক কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগয়ে যেমন।
সেই অভিপ্রায় দেহে ব্যধি আকর্ষণ॥
লোমে লোমে ব্যাধি সব ফলিলেক জারি।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম দেখহ বিচারি॥
আপনার পুত্র বলি যারে করে কোলে।
কি করিতে পারে বল তারে যম লইলে॥
মায়াময় জালে পড়ি দণ্ড চারি কাঁদে।
যম ডেলা পেটে দিয়া ধন কড়ি বাঁধে॥
ধন কড়ি পাইলে সবাই ভাল হয়।
ধর্ম্মপথে দিতে দেখ কিছুই নারয়॥

তথাহি—

ধর্ম্মস্য ফলমিচ্ছন্তি ধর্ম্মংনেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ফলং পাপস্য নেচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥

ধর্ম্ম আচরিলে হয় সুখ সর্ব্বক্ষণ।
ধর্ম্ম না করি সুখ ভোগে আকিঞ্চন॥
পাপ আচরিয়া দুঃখ না চাহে ভুগিতে।
পাপ কর্ম্ম করে সেই মনের সহিতে॥
ধন জন যৌবন কিছুই না রয়।
অবশ্য করিও তবে ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
তমগুণ যেই ধরে তারে দিলা ধন।
ধনসুখে গোঙাইয়া থাকে অনুক্ষণ॥
যত তত ধন হয় নাহি পূরে আশ।
অর্থ বিনে অন্য কর্ম্ম না করে প্রকাশ॥
অর্থ অনর্থ সেই ভাবে দিবারাতি।
অভাবে গোবিন্দ পদে নাহি করে মতি॥
নিরবধি পাপ হিংসা পাপে উপগত।
প্রতিষ্ঠা মার্গের তরে ধর্ম্ম করে যত॥
পরকে বুঝায় ধর্ম্ম আপনি না বুঝে।
অমৃত থাকিতে বিষ লয় সেই খুঁজে॥
বিষম বিষের কূপে করে অভিলাষ।
পাশরিতে পারে যেবা বটে তার দাস॥
রজঃ সত্ত্ব তম দেখ তিন গুণ হয়।
যে যাঁর স্বভাবে কার্য্য করেন উদয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন অধিকারী।
যাঁর যেই অধিকার কহি যে বিস্তারি॥
প্রাতঃকালে হয় দেখ ব্রহ্মার আমল।
ভরণপোষণ দেহে ভ্রমেণ সকল॥
দেহ স্থির কৈলে সত্ত্ব উদয় করিলা।
অর্চ্চন পূজন সেবা করিতে লাগিলা॥
ভজন সাধনে যদি আলস্য হইল।
তমোগুণ আসি দেহে প্রবেশ করিল॥
ব্রহ্মা সৃষ্টি দেখ বিষ্ণু করেন পালন।
তমোগুণে সদাশিব করে সংহারণ॥
রজ তম গুণে হয় রতি যে চঞ্চল।
সত্ত্বগুণে হয় দেখ রতি যে উজ্জ্বল॥
এ মর্ম্ম জানিয়া ভৃগু ব্রাহ্মণ কুমার।
কাহারে করিব গুরু করেন বিচার॥
উপাসনা লাগি ভৃগু করেন ভ্রমণ।
কষিয়া করিব গুরু দেখি আচরণ॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা সদা করেন সাধনে।
তাঁহার নিকটে ভৃগু করেন গমনে॥
প্রণাম করিয়া তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ায়।
কেমনে কষিব বলি চিন্তেন উপায়॥
পৃষ্ঠেতে চাপড় মারি ব্রাহ্মণ চলিলা।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা তারে অগ্নিতে ঘেরিলা॥
দেখিয়া ভৃগুর মনে হইল বিস্ময়।
তখনি লইল তেঁহ সমুদ্র আশ্রয়॥
জলের ভিতরে ভৃগু রহেন লুকিয়া।
দেখিয়া অগ্নি সেই গেল যে ফিরিয়া॥

তবে পুনর্ব্বার ভৃগু জটেতে উঠিয়া।
শিবের নিকটে শীঘ্র মিলেন যাইয়া॥
দেখি পঞ্চমুখে নাম করেন শঙ্কর।
তাঁহারে প্রণাম করি দাণ্ডায় সত্বর॥
কেমনে কষিব বলি চিন্তেন উপায়।
তাঁর পৃষ্ঠে এক কীল মারিয়া পলায়॥
তবে সদাশিব মহা হইল বিকল।
জটা ঘুরাইতে দানা বেরায় সকল॥
সে মর্ম্ম জানিয়া ভৃগু আপনি তখন।
সমুদ্রে যাইয়া পুন হয়েন গোপন॥
তবে দানা ফিরি গেল শিবের আলয়।
সে সব দেখিয়া ভৃগুর হইল বিস্ময়॥
তবে শীঘ্র গেল ভৃগু কৃষ্ণের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া লাথি মারেন তাঁহারে॥
লক্ষ্মীর সহিত কৃষ্ণ আছেন শয়নে।
হস্ততে ধরিলা কৃষ্ণ বিপ্রের চরণে॥
লক্ষ্মীকে তখন কৃষ্ণ বলেন বচন।
বিপ্রের চরণ আজি করিব পূজন॥
চন্দন তুলসী শীঘ্র আনহ যাইয়া।
বিপ্রের চরণে বাজে দেখিনু বুঝিয়া॥
আমার শরীর দেখ পাষাণ সমান।
ব্রাহ্মণে বাজিল কত চরণে এখন॥
লক্ষ্মীর সহিত কৃষ্ণ চরণ পূজিলা।
শুন নিত্যানন্দ এই তোমারে কহিলা॥
এত শুনি নিত্যানন্দ বলেন হাসিয়া।
বুঝিতে না পারি কিছু কহ বিস্তারিয়া॥
গুরু হয়ে শিষ্যে কৃষ্ণ করেন পূজন।
ইহার বিশেষ কথা বলহ এখন॥
ইহা শুনি অভিরাম হইলা সদয়।
ভক্ত গুণ দুঁহে মিলি প্রকাশ করয়॥

সত্বের উদয় দেখ সকলে সমান।
গুরু শিষ্যে এক আত্মা এ বেদ পুরাণ॥
ভক্তের মহত্ব কৃষ্ণ রাখেন আপনে।
পুনঃ ভৃগু মুনি পড়ে শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥
নতিস্তুতি করি কৃষ্ণে বলেন বচন।
কৃপা করি নিজ ভৃত্য করহ এখন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত হৈয়া।
দীক্ষামন্ত্র দিলা তারে কৃপা যে করিয়া॥
এইত কহিলা সেই ভৃগুর আশয়।
জানিয়া লইল সত্বগুণের আশ্রয়॥
রজ তম হয় যদি সত্বেতে মিশ্রিত।
তবে সে জানিতে পারে সে প্রেম পিরীত॥
আত্মা নিবেদনের সে শুনহ কথন।
দেহের লাগিয়া কিছু না করে চিন্তন॥
এমন প্রভুর পদে আত্মা সমর্পিয়া।
সকল বিষয় ছাড়ে প্রভু নাম লয়া॥
এইমত হয় মম শিষ্যের আচার।
শুন শুন নিত্যানন্দ কহি যে নির্দ্ধার॥
আরোপে করয়ে সাধ্য আমায় সদাই।
সকলে বিশ্বাস দৃঢ় বলিহারি যাই॥
শত্রু মিত্র নাহি জ্ঞান মিলে যে সবারে।
কেবা কোন রূপে আছে দেখে সে আচারে॥
ভিক্ষা ছল করি সেই ভ্রমিতে লাগিলা।
আরোপ স্বরূপ লয়ে ঘটনা করিলা॥
তাহাতে স্বরূপ যদি না হয় স্থিরতা।
আরোপে স্বরূপ পুনঃ হয় শ্রোতা বক্তা॥
সে মর্ম্ম কহি যে শুন গৌরভক্তগণ।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন॥
কভু নিত্যানন্দ বক্তা অভিরাম শ্রোতা।
সে সব প্রসঙ্গ কহি সাধনের কথা॥

যাহা বিনা গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥
জগতে কৃষ্ণের পর নাহি গুরুতর।
ব্রজে যত গোপগোপী তাঁর অনুচর ॥
তবে কেন গোপীগণ করেন ভর্ৎসন।
মানস করি করে তাঁরে প্রকাশ তাড়ন ॥
নন্দপুত্র বলি মাত্র জানেন সবাই।
সামান্য আচার প্রায় করেন তথাই ॥
দধি দুগ্ধ ননী আদি খায় চুরি করি।
চোরা চোরা বলে সব যত ব্রজনারী ॥
টিট্‌কারী দিয়া কেহ বাঁশী কাড়ি লৈলা।
সহজ মানুষ প্রায় আচরণ কৈলা ॥
অকৈতব লীলা সেই কৈতব না হয়।
সমভাব বিনা প্রেম না হয় উদয় ॥
সমভাবে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্তগণে।
কৃষ্ণবশ না হয় সহজ রতি বিনে ॥
আপনার দুঃখ সুখ নাহি তার মন।
সকল কৃষ্ণেতে দেখ করে সমর্পণ ॥
সেই ব্রজবাসী ভাব করিয়ে উদয়।
প্রভু নিত্যানন্দ বক্তা কহিলা নির্ণয় ॥
শুন ভাই অভিরাম কহি যে তোমারে।
তব ক্রিয়া মুদ্রা দেখি ঘোষয়ে সংসারে ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে বহু করিলে প্রকাশ।
নিজ শক্তি দ্বারে কৈলে প্রেমের বিলাস ॥
বসতি করিয়া তথা করিছ নানা কাজ।
দেখি অপূর্ব্ব লীলা তব এ জগত মাঝ ॥
শ্রীনিবাস দ্বারে দেখ প্রেম বিলাইলা।
কহনে না যায় তব অভিরাম লীলা ॥
সেই শ্রীনিবাস হয় ব্রাহ্মণ কুমার।
মহাপ্রভু সংগোপন শুনিয়া ধিৎকার ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি সকল তারিলা।
সকলের নীচ বলি মোরে উপেক্ষিলা ॥
এত বলি শ্রীনিবাস হৈলা মূর্চ্ছাপন্ন।
আকাশবাণীতে তারে করান চৈতন্য ॥
উঠ উঠ শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ কুমার।
শ্রীকৃষ্ণনগরে যাও পাইবে নিস্তার ॥
অভিরাম চৈতন্য দুঁহায় না ভাবিহ ভিন্ন।
এক আত্মা দুই দেহ বিলাসের জন্য ॥
চন্দ্রের উদয়ে যৈছে তিমির উজ্জ্বল।
তৈছে গৌর মনোবৃত্তি সাধেন সকল ॥
তবে শ্রীনিবাস আসি শ্রীকৃষ্ণনগর।
বকুলের তলে পড়ি ধূলায় ধূসর ॥
তখন মালিনী আসি দেখেন তাহারে।
ভূমিতে লোটায়ে বিপ্র দণ্ডবত করে ॥
ব্রাহ্মণ সন্তান সেই হয় শ্রীনিবাস।
মালিনী সঞ্চারে শক্তি করিতে প্রকাশ ॥
সে মর্ম্ম কহি যে সব শুন শ্রোতাগণ।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন ॥
অভিরাম স্থানে শীঘ্র মালিনী কহিলা।
ব্রাহ্মণ সন্তান এক অতিথি হইলা ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ দেখি যে তাহার।
দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ প্রায় দেখি যে আচার ॥
প্রেমে ছল ছল আঁখি লুটায় ধরণী।
তখন অভিরাম কহে শুনহ মালিনী ॥
পাঁচগণ্ডা কড়ি তারে দেহত লইয়া।
ভক্ষণ করুক কিছু নগরে যাইয়া ॥
এতেক শুনিয়া তবে মালিনী কহিলা।
ব্রাহ্মণ সন্তানে কেন এতেক কহিলা ॥
পাঁচ সাত দিন তার উপবাসে যায়।
পাঁচ গণ্ডা কড়ি যৈছে সামগ্রী মিলয় ॥

কেমনে হইবে তার উদর পূরণ।
আজ্ঞা কর প্রসাদ সে করাই ভোজন ॥
আকণ্ঠ পূরিয়া খাওয়াই ব্রাহ্মণনন্দনে।
পানড়া করিয়া দিই বলহ এক্ষণে ॥
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া।
এই পাঁচগণ্ডা কড়ি দেহত লইয়া ॥
পাত্রাপাত্র অগ্রে তাহা করিয়ে বিচার।
তবে সে করিব তারে শক্তির সঞ্চার ॥
কৌড়ি শীঘ্র দেহ লয়ে তাহারে যাইয়া।
তখন মালিনী দিলা কড়ি যে আনিয়া ॥
দেখি কৌড়ি শ্রীনিবাস লয়ে যে সাদরে।
সামগ্রী কিনিল তবে যাইয়া নগরে ॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সব লয় আয়োজন।
[১]রামকুণ্ড তটে আসি করে যে রন্ধন ॥
হেনকালে অভিরাম চিন্তেন উপায়।
অতিথি বৈষ্ণব চারি সেখানে পাঠায় ॥
এই মর্ম্ম জানিয়া তথা মালিনী চলিলা।
জল আনিবার ছল তখন করিলা ॥
রামকুণ্ড তটে সেই করেন রন্ধন।
সেখানে মালিনীজীউ করিলা গমন ॥
ডাকি শ্রীনিবাসে তিঁহো শক্তি সঞ্চারিলা।
কহনে না যায় সেই অভিরাম লীলা ॥
প্রভু নিত্যানন্দ বক্তা অভিরাম শ্রোতা।
অত্যন্ত নিগূঢ় শুন সাধনের কথা ॥
আমার বাউল স্বভাব লোকে উপহাস।
নীচ দ্বারা অভিরাম করেন প্রকাশ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি তার সদাই উন্মত্ত।
বিস্তারি কহি যে লীলা অভিরাম মহত্ব ॥

অভিরাম লীলা এই হয় অকৈতব।
স্বরূপ ব্যাতিরেক তাহা নহে অনুভব ॥
রূপ হৈতে স্বরূপ দেখি হয় মূর্ত্তিমান।
শুন শুন গৌরভক্ত সে সব সন্ধান ॥
যার যেই পরিকর হয় সেই রূপ।
তাহাতে বিচারি দেখ হয় রসকূপ ॥
সেইত ব্রজের রস জগতে বিহরে।
অন্ধজন নাহি পায় রহে বহু দূরে ॥
বস্তুতত্ত্ব নাহি জানে নাহি জানে রতি।
তার প্রাপ্তি নাহি হয় সে ভাব পিরীতি ॥
অসম্ভবে স্থায়ী রতি সম্ভবেতে রহে।
অসম্ভবে যজ্ঞে তাহা গ্রন্থকার কহে ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ যেই চরণারবিন্দ।
কৃপা করি দিলা মোরে অভিরাম চন্দ্র ॥
একদিন কৌতুকেতে মালিনী কহিলা।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ এক মনেতে পড়িলা ॥
তব নাম ছাড়ি শিষ্য লয় অন্য নাম।
বুঝিলাম পাইল সেই বৈকুণ্ঠের ধাম ॥
শুনি অভিরাম তাঁরে কহেন বিস্তারি।
শুনহ মালিনী তুমি না কর টিট্‌কারী ॥
গুরুবস্তু না জানিয়া কৃষ্ণে করে ভক্তি।
তাহে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে যায় অধোগতি ॥
গুরু ছাড়ি কৃষ্ণ যেবা করিবে ভজন।
নিশ্চয় জানিহ তার নরকে গমন ॥
নামরূপী হয় গুরু গুরুরূপী নাম।
সেইত চৈতন্য সঙ্গে ভাই অভিরাম ॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা জানিহ নিশ্চয়।
আরোপে স্বরূপ আসি হয়েন উদয় ॥

১। শ্রীরামকুণ্ড—ঠাকুর অভিরাম মহামহোৎসব কালে যে কুণ্ড খনন করেন তাহার নামই রামকুণ্ড।

উদয় হইলে বস্তু করেন ঘটনা।
সংসারেতে ব্যাপ্ত যেই রহিল ঘোষণা॥
ব্যবহার হৈতে পরমার্থের উৎপত্তি।
আচরণ ব্যতিরেকে নহে শুদ্ধ রতি॥
এতেক উত্তর কৈলা মালিনীর প্রতি।
নিত্যানন্দ মুখে আমি শুনিনু সম্প্রতি॥
শুন শ্রোতাগণ তাহা অমৃতের খনি।
নিজ শিষ্যে স্থির রতি ঘটান মালিনী॥
দেখিলে বাঁচয়ে প্রাণ না দেখিলে মরে।
ব্রজের নিগূঢ় বস্তু জগতে বিহরে॥
সে আরোপে সাধ্য এই করিবে এখন।
সদাই মিলিবে এই গৌর ভক্তগণ॥
সেই পুরা ব্রজাঙ্গনা গৌরাঙ্গের সনে।
মালিনী ভাসায় সেই প্রেমের তরঙ্গে॥
মালিনীর গুণ সেই জানে শ্রীনিবাস।
ব্যবহার পরমার্থ দুই করেন বিলাস॥
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ।
অভিরাম বলে লিখি মোর কিবা দোষ॥
সহজ ব্রজের রস দেখিবা এখন।
মোর প্রাণ বন্ধু হয় বৈষ্ণব চরণ॥
সেই গৌর ভক্তগণ এ গৌর ভুবনে।
বৈষ্ণব স্বরূপ হয়ে করেন সাধনে॥
রূপের স্বরূপ সেই হয়েন বৈষ্ণব।
ব্রহ্মা আদি দেবতার নহে অনুভব॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
রসিক হইলে জানে সে ভাব পিরীতি॥
বিলাসের দেহ দেখ হয়েন বৈষ্ণব।
প্রেমের স্বরূপ সেই করি অনুভব॥
সে প্রেম পিরীতে এই করিবা ঘটন।
মিলনে জানিবা তাঁর ব্রজ আচরণ॥

সমভাবে কৃষ্ণবশ হয় ভক্তগণে।
কৃষ্ণবশ না হয় সহজ রতি বিনে॥
দ্বাদশ গোপাল আর মহান্তের গণ।
সবে নিজ শক্তি দেখ করেন স্থাপন॥
সে প্রেম মাঝারে কেহ রহিল ডুবিয়া।
স্ত্রী পুত্র ছাড়িল কেহ উদাসী হইয়া॥
উদাস বৈরাগ্য সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধার।
তাহে কোন ছিদ্র হৈলে নাহিক নিস্তার॥
পশ্চাতে কহিব তাহা শুন শ্রোতাগণ।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন॥
আরোপে করিয়া স্থায়ী করিব বর্ণনে।
তবে সে পারিবে তাঁর লীলা আস্বাদনে॥
তবে শ্রীনিবাস রহে রামকুণ্ড তটে।
মালিনী দেখিয়া তিঁহ কহে করপুটে॥
অধমে নিস্তার এবে করহ আপনি।
মুই মূঢ় নীচ অতি ভজন না জানি॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ কহেন মালিনী।
আগেতে বৈষ্ণব সেবা করাহ আপনি॥
হেনকালে গেলা তবে বৈরাগী চারিজন।
মালিনী করিল সেই বাঞ্ছিত পূরণ॥
দেখি শ্রীনিবাস সেই বৈষ্ণবের গণে।
চরণ ধৌত করি বসালেন আসনে॥
করেন বৈষ্ণব সেবা আনন্দিত হয়া।
চারি পানড়া করি দিইলা আনিয়া॥
অভিরাম মনোবৃত্তি জানি শ্রীনিবাস।
বৈষ্ণব সেবাতে অগ্রে করেন বিশ্বাস॥
কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণব সেবা বড়।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে দেখ এই কথা দৃঢ়॥
বৈষ্ণবের দেহে গুরু কৃষ্ণের বিলাস।
এ মর্ম্ম জানিয়া সেবা করে শ্রীনিবাস॥

মালিনী সহায় তায় ত্রুটি নাহি হয়।
পূর্ণ ভোজন চারি বৈষ্ণবে করায়॥
আকণ্ঠ পূরিত হৈলা ভোজন করিয়া।
পুনঃ অভিরাম কাছে বসেন যাইয়া॥
শ্রীনিবাস গুণ কিছু কহনে না যায়।
বিশ্বাস করিয়া সেই সেবা যে করায়॥
বৈষ্ণবেতে বিশ্বাস সেই শ্রীনিবাস কৈলা।
কহনে না যায় সেই অভিরাম লীলা॥
শ্রীনিবাস আইলা পুনঃ প্রসাদ পাইয়া।
বকুলের তলে রহে শয়ন করিয়া॥
হেনকালে অভিরাম আইলা সেখানে।
দেখি শ্রীনিবাস তাঁরে করেন প্রণামে॥
স্তব স্তুতি করি পুনঃ বলে যে বচন।
কৃপা করি এ পতিতে করহ তারণ॥
প্রধান গোপাল তুমি লীলার সহায়।
আমারে রাখিলে তুমি বৈষ্ণব সেবায়॥
দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণ করিব ভজন।
মোর ভাগ্যে মহাপ্রভু হৈল সংগোপন॥
শ্রীচৈতন্য মনোবৃত্তি জানহ আপনি।
শুনি অভিরাম তারে বলেন তখনি॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি শুন শ্রীনিবাস।
দ্বিতীয় চৈতন্য তুমি করহ প্রকাশ॥
চৈতন্য স্বরূপ হয় চৈতন্য কীর্ত্তন।
ব্রজে রূপ সনাতন করিল বর্ণন॥
তোমা বিনে কেহ আর নহে অধিকারী।
গৌড়দেশে আনি তাহা দেহত বিস্তারি॥
আনিয়া কড়াপিঠে শক্তি যে সঞ্চারি।
তিনবার মারেন তিন কড়ার বাড়ি॥
তখন মালিনী জানি সে সব চাতুরী।
গোঁসাই নিকটে ভিতে আইল শীঘ্র করি॥
আইলা মালিনী তবে গোসাঞির নিকটে।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করি করপুটে॥
এত প্রেম ইহারে কেন করিছ সঞ্চার।
আপন ভাণ্ডার চাও করিতে উজাড়॥
তিন কড়া মারি সেই প্রেম সঞ্চারিলা।
এতেক বলিয়া তাঁর হস্তেতে ধরিলা॥
আর না মারিহ বলি কড়া যে লইল।
পুরী মধ্যে গিয়া সেই কড়া যে রাখিল॥
হাতেতে কড়া লইয়া চলেন মালিনী।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই অমৃতের খনি॥
আপনি গোসাঞিজীউ হয়েন সহায়।
লিখিতে সন্দেহ হৈলে ঘটনা করয়॥
রসিক হইলে মাত্র জানিবে আশয়।
নতুবা আরোপ সাধ্য কে করে নির্ণয়॥
আরোপে স্বরূপ দেখি হয়েন উদয়।
পশ্চাতে কহিব তাহা করিয়া নির্ণয়॥
অভিরাম লীলা কিছু কহনে না যায়।
আরোপে স্বরূপ আনি ঘটনা করয়॥
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ বিস্তার হইবা।
অতেব স্বরূপ যাহা বর্ণন করিবা॥
যখন যেমন ভাব স্বরূপ উদয়।
তখন তেমন ভাবে আরোপ সাধয়॥
অভিরাম পাদপদ্ম সদা করি ধ্যান।
স্বরূপ দর্শনে রস হয় মূর্ত্তিমান॥
অতেব স্বরূপে আমি করি যে আশ্রয়।
সে সব প্রসঙ্গে মোর আনন্দ হৃদয়॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৈষ্ণব সেবা নিরূপণ নামক ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অভিরাম শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এসব প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করি যে দর্শন॥
সদাই আনন্দ হয় স্বরূপে উদয়।
বিস্তারি কহিব তাহা মালিনী আশ্রয়॥
আরোপে স্বরূপ মোরে দেখান বিচারি।
দেখিলে বাঁচয়ে প্রাণ না দেখিলে মরি॥
অতেব আরোপ লয়া স্বরূপে ঘটাই।
মোর প্রাণ অভিরাম বলিহারি যাই॥
সহজ মানুষ প্রায় করে আচরণ।
সত্য সত্য বলি তাহা শুন শ্রোতাগণ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ যেই চরণারবিন্দ।
কৃপা করি দিলা মোরে অভিরামচন্দ্র॥
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ সেই কহি যে বিচারি।
আরোপে স্বরূপ হৈল ব্যাধি যে নির্দ্ধারি॥
সামান্য দর্শিয়া কহি উৎকৃষ্ট বিহিত।
তবে সে জানিতে পারি সে প্রেম পিরীত॥
সুধন্বা বলিয়া এক রাজার তনয়।
পীড়ায় কাতর তার মহিষী যে রয়॥
বৈদ্য আসি দেখি সেই রাজারে কহিল।
রাজহংস দেহ আনি ঔষধ করিব॥
শুনি ব্যাধগণে রাজা আনিল ধরিয়া।
কহিতে লাগিল হংস পক্ষীর লাগিয়া॥
রাজবাক্য শুনি সেই কহে ব্যাধগণ।
আমরা দুঃখী বড় শুনহ রাজন॥
তখন শুনিয়া রাজা বলে যে বচন।
হংস আনি দেহ বহু দিব যে রতন॥
এতেক শুনিয়া সব পাখমারাগণে।
হংস আনিবারে সবে গেল যে কাননে॥
স্থানে স্থানে পক্ষী মারি বুলে যে দেখিয়া।
হেনকালে এক ব্যাধ হংসকে দেখিলা॥
বৃক্ষের উপরে হংস হংসী আছয়।
তাহাকে মারিতে ব্যাধ সন্ধান করয়॥
সে মর্ম্ম জানিয়া বৃক্ষ ভাবিতে লাগিল।
আমার আশ্রয়ে হংস হংসী যে রহিল॥
আমিত স্থাবর জন্ম হইনু এখন।
কভু না করিনু গিয়া মহৎ দর্শন॥
সেই অপরাধে হয় স্থাবর জনম।
এই পক্ষী সাধু লয় আমার আশ্রম॥
সদা কৃষ্ণ নাম গান শুনায় আমারে।
পবিত্র হইনু এই সাধুর আচারে॥
শাপান্তরে পক্ষ জন্ম জানি যে তাহারি।
অভিরাম লীলা মধ্যে আরোপ বিচারি॥
আপনা শোধিতে এই করি যে লিখন।
তাহে রুষ্ট নাহি হও শুন শ্রোতাগণ॥
আপন করম দোষে হয় গতাগতি।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সদা রাখ রতিমতি॥
শ্রীগুরুর চরণে মন মগন যাহার।
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা জানে সে নির্দ্ধার॥
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিন এক দেহ হয়।
বৈষ্ণবেতে রতি গুরু কৃষ্ণ যে মিলয়॥
বিলাসের দেহ সেই বৈষ্ণব ঠাকুর।
প্রেমের গঠিত দেহ শ্রীগুরু প্রচুর॥
প্রাতে উঠিয়া বৈষ্ণব বুলে ক্ষিতিতলে।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ভজ সর্ব্ব জীবে বলে॥

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপা উপলক্ষ্যে প্রভু নিত্যানন্দ যে পুলীনভোজন লীলা করিয়াছিলেন তাহাই 'শ্রীদণ্ড মহোৎসব' নামে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ইহার সুনির্দ্দিষ্ট কাল নিরূপণ করিতে গেলে শ্রীদাস গোস্বামীর জীবন কাহিনী পর্য্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীদাস গোস্বামীর প্রথম মিলন ১৪৩১ শকাব্দের মাঘ মাসে।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা। তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥

দ্বিতীয় মিলন ১৪৩৬ শকাব্দে বৃন্দাবন যাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়দেশে আসিয়া কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শান্তিপুরে আসিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—মধ্যে ১৬ পরিচ্ছেদ—

"পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা। রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥"

তখন প্রভু বলিলেন, "আমি বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে তুমি নীলাচলে গমন করিও"।

প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কাল সম্পর্কে বর্ণন—

বৃন্দাবন হইতে যদি নীলাচলে আইলা। আঠার বর্ষ তাঁহাবাস কাঁহা নাহি গেলা॥

১৪৩৭ শকাব্দের শেষ ভাগে প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—অন্ত্যে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা। প্রভুপাশে চলিবাবে উদ্‌যোগ করিলা॥

হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী

এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥

রাত্রে উঠি একলা চলিলা পলাইয়া। দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া॥

এইমত বারে বারে পলায় ধরি আনে।

তবে রঘুনাথ বিচারিলা মনে। নিত্যানন্দ গোসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে।

পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন॥

১৪৩৮ ও ১৪৩৯ শকাব্দ এইভাবে কাটিল। ১৪৪০ শকাব্দের প্রারম্ভে চতুর্ম্মাস্য যাপন উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নীলাচল গমনের পূর্ব্বে শ্রীদাস গোস্বামী পানিহাটী গ্রামে গমনপূর্ব্বক প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে চিঁড়াদধি মহোৎসবের আয়োজন করেন। মহোৎসব অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই গৃহত্যাগ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা। চিঁড়াদধি মহোৎসব তাহাই করিলা॥

তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর। এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর॥

শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ

এই প্রমাণে ১৪৪৩ শকাব্দের মধ্যেই এই লীলা সংঘটিত হয়। অতএব উপরোল্লেখিত প্রমাণে ১৪৪০ শকাব্দের (১৫১৯ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটী গ্রামে শ্রীদণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

Shripad Ishvarpuri. R. N. 32785/78 September—1981
6th Year—Vol—2

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১.৫০
২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—৫.০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১.৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যাটন : ভিক্ষা—৭.০০
(স্থান মাহাত্ম্যসহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থের ভ্রমণ পথ নির্দ্দেশ)
৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা ৭.০০
(পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবন চরিত্র সম্বলিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে)
৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—৫.০০
৭। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি ধর্ম্ম : ভিক্ষা—২.০০
৮। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত : ভিক্ষা—৬.০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
৯। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার : ভিক্ষা—৬.০০
(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)
১০। শ্রীশ্রীসীতা দ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ : ভিক্ষা—২.০০
১১। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলা রহস্য : ভিক্ষা—৩.০০
১২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিচয় : ভিক্ষা—৩.০০

।। গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ।।

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা।
২। মহেশ লাইব্রেরী ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।
৩। সর্ব্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন, হাওড়া-৭১১১০৭।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডা[illegible]

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagad guru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan), Shri Chaitanya Doba P. O. Halishar and Printed by self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone : Bhat - 2415 Editor Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ষাণ্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাসে ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায়, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা-বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক)—৫·০০, প্রতি সংখ্যা—২·৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাইবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পত্রিকা-প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় পত্র এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাকটিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

যোগাযোগ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী (সম্পাদক, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী) শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিশহর, জেলা—২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

পত্রিকার পূর্ব্ব-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ২। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাবতার বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—ক) শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত (শ্রীবাসুদেব গোস্বামী) খ) শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীদেবকীনন্দন দাস) ৩। শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ৪। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অষ্টক ধ্যান সূচকাদি। ৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা নির্ণয় (শ্রীযদুনাথ দাস) ৬। শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা নির্ণয় (শ্রীঅভিরাম দাস) ৭। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা (কবি কর্ণপুর) ৮। বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী)।

পত্রিকার পূর্ব্ব প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যাই এখন পাওয়া যাইতেছে।

বিঃ দ্রঃ—গ্রাহকগণ সমীপে আবেদন প্রতিবর্ষ মাঘ মাসে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

পঞ্চম বর্ষ :: দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৪
সন—১৩৮৭ সাল, ৮ই ভাদ্র
শ্রীঝুলন পূর্ণিমা।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫'০০ প্রতি সংখ্যা—২'৫০

Statement about ownership and other particulars about newspaper.
SHRIPAD ISHVAR PURI
FORM—IV
(See Rule 8)

1. Place of Publication : Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas West Bengal.
2. Periodicity of its Publication : Half-Yearly
3. Printer's Name : Shri Kishori Das Babaji
   Nationality : Citizen of India
   Address : Shri Chaitanya Doba P. O. Halisahar, 24 Parganas.
4. Publisher's Name : Shri Kishori Das Babaji,
   Nationality : Citizen of India
   Address : Shri Chaitanya Doba, P. O. Halishar, 24 Parganas.
5. Editor's Name : Shri Kishori Das Babaji,
   Nationality : Citizen of India
   Address : Shri Chaitenya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas.
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital : Shri Kishori Das Babaji, Citizen of India, Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas,

I, Shri Kishori Das Babaji, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Shri Kishori Das Babaji,
Publisher, Shrpad Ishvar Puri.

Date : 25. 8. 80

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গগুরু ধাম ট্রাস্ট বোর্ড

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্ম স্থানোপরি বিরাজিত মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবার অধিগ্রহণ ও সংস্কার, জীর্ণ মন্দির সংস্কার, নাট মন্দির, রাস্তা, বৈষ্ণবখণ্ডাদি নির্মাণ ও শ্রীপাটের সুযোগ্য সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরু ট্রাষ্ট বোর্ড নামে একটি গভঃ রেজিষ্টার্ড ট্রাষ্টীবোর্ড গঠিত হইয়াছে। সংস্কার অভাবে এই তীর্থটি যে দ্রুত অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে; তাহা সুধী ভক্তমণ্ডলীর অজ্ঞাত নহে। তাই সুধীভক্ত মণ্ডলীর সমীপে একান্ত আবেদন সাধ্যমত সাহায্য পাঠাইয়া এই মহাতীর্থটিকে অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করুন।

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
(সম্পাদক শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম ট্রাষ্ট বোর্ড)
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ হালিসহর, জেলা ২৪ পরগণা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গোপীনাথ মহাপ্রভুর্বিজয়ত্তে যত্রাভি-
রামো মহান্ গোস্বামি শঙ্খবাহু-
দারু মুরলীং কৃত্বা সমাবাদয়ন্।
যৎক্রমুঃব্রজবাসি বৈষ্ণবগণাঃ শ্রীগুপ্ত-
বৃন্দাবনং তস্মিন্ শ্রীমতি চারু-
কৃষ্ণনগরে বাসো মদীয়োঽধুনা॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাময়।
জয় জয় অভিরাম ভক্তজনাশ্রয়॥
বিলোক হইতে শীঘ্র গমন করিলা।
পথেতে গোসাঞি জীউ নৃত্য আরম্ভিলা॥
ষোলশাঙ্গে যেই কাষ্ঠ তুলিতে নারিলা।
সেই কাষ্ঠ লয়া তিঁহ মুরলী পুরিলা॥
মুরলীর কাষ্ঠ শীঘ্র রাখিল পুতিয়া।
কাষ্ঠকে বহুত স্তুতি করেন বসিয়া॥
বকুলের বৃক্ষ হয়ে থাকহ এখন।
তোমায় করিবে লোক আসিয়া পূজন॥
বৎসরে বৎসরে পুষ্প হইবে তোমার।
পুষ্পবিনা ফল কভু না হইবে আর॥
বলিতে কহিতে বৃক্ষ হইল মঞ্জরী।
মদনমোহন তবে কহেন বিচারি॥
শ্রীকৃষ্ণনগর হৈল গুপ্ত বৃন্দাবন।
বকুলের বৃক্ষ দেখি হইল স্মরণ॥
শ্রীব্রজবল্লভ বলেন শুনিয়া তখনে।
বৃন্দাবন শোভা যেন কদম্ব কাননে॥
সেই অভিপ্রায় দেখি শ্রীকৃষ্ণনগর।
বকুলের বৃক্ষ শোভে অতি মনোহর॥
বকুলের পুষ্প দেখি আনন্দিত মনে।
কদম্বের পুষ্প যেন শোভে বৃন্দাবনে॥
শ্রীকৃষ্ণনগর আর শ্রীবৃন্দাবন।
দুই স্থান হয় শোভা একই সমান॥
এতেক প্রশংসি পুনঃ বলেন বচন।
শুন ভায়া অভিরাম করি নিবেদন॥
বকুলের তলে সবে আসন পাতিয়া।
নাম সংকীর্ত্তন আজি করিব বসিয়া॥
এতেক বলিয়া শীঘ্র আসন করিল।
সবে মিলি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল॥
সংকীর্ত্তন শব্দশুনি গ্রামবাসীগণ।
সবে মিলি কানাকানি করেন তখন।
কেহ কেহ বলে চল কীর্ত্তন শুনিব।
কেমন গোসাঞি মোরা সাক্ষাতে দেখিব॥
এতেক বলিয়া শীঘ্র আইলা তখন।
আনন্দিত হৈল সবে শুনি সংকীর্ত্তন॥
কেহ বলে এই বৃক্ষ এখানে না ছিলা।
আচম্বিতে এই বৃক্ষ কেমনে হইলা॥
কেহ কেহ বলে কাষ্ঠ মুরলী বাজাইয়া।
রোপিলা গোসাঞিজীউ শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই কাষ্ঠ বৃক্ষ হৈলা দেখহ বিচারি।
পুষ্প সব বিকশিত নবীন মঞ্জরী॥
তবে গ্রামবাসীগণ হইল বিস্ময়।
মো সবার ভাগ্যে ইঁহ করিল উদয়॥
গ্রাম পবিত্র হৈল সাধু আগমনে।
মিষ্টান্ন সামগ্রী আনি করায় ভোজনে॥
এতেক বলিয়া কেহ গমন করিলা।
কেহ যে গোসাঁঞি কাছে কহিতে লাগিলা॥
কীর্ত্তন রাখহ আজি করি যে বিনয়।
ভিক্ষা যে দিব মোরা হইবে সদয়॥
বহু নতি স্তুতি কৈলা কীর্ত্তন রাখিয়া।
মিষ্টান্ন আনিয়া তবে দিল সাজাইয়া॥

তখন গোসাঞি জীউ বলেন বচন।
শীঘ্র গতি আইস হেথা মদনমোহন॥
মিষ্টান্ন আনিলা দেখ গ্রামবাসীগণে।
ত্বরায় চলহ যাই করিব ভোজনে॥
এতেক শুনিয়া সবে করেন গমন।
আনন্দে করেন সবে পুলীন ভোজন॥
এই মত আগে তিঁহ প্রকাশ করিলা।
তখন গোপাল নাম শুনিয়া আইলা॥
গোসাঁঞে প্রণাম করি বলেন বচন।
তোমার আশ্রিত মুই হইনু এখন॥
নতি স্তুতি করি বহু করিল বিনয়।
তখন গোসাঁঞিজীউ হইল সদয়॥
আলিঙ্গন করি তারে শক্তি সঞ্চারিলা।
আশ্বাস করিয়া পুনঃ সেবা নিয়োজিলা॥
এই বৃক্ষের তুমি করহ সেবন।
আগুলিয়া রাখ বৃক্ষ করিয়া যতন॥
প্রকাশে গোসাঁঞিজীউ সকল নিস্তারি।
একদিন আইলা তথা এক ব্রহ্মচারী॥
বকুলের তলে আসি দেখিল চাহিয়া।
দৃষ্টিমাত্র সেই বৃক্ষ যায় ভস্ম হইয়া॥
তখন গোপাল আসি দেখিতে লাগিল।
গোসাঁঞের কাছে পুনঃ বৃত্তান্ত কহিল॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন বচন।
কেমন সন্ন্যাসী সেই কেমন লক্ষণ॥
তখন গোপাল কহে করিয়া নির্দ্ধার।
ব্রহ্মচারী প্রায় দেখি সকল আচার॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ বলেন গোসাঁঞি।
অগ্নি নিবৃত্ত শীঘ্র করহ তথাই॥
চরণামৃত লয়া সেই বৃক্ষোপরে দিবে।
উদক পাইয়া অগ্নি নিবৃত্তি পাইবে॥

শুনিয়া গোপাল তথা আইল সত্বর।
উদক দিল শীঘ্র অগ্নির উপর॥
উদক পরশে অগ্নি নিবৃত্তি হইল।
দেখি ব্রহ্মচারী তবে ভাবিতে লাগিল॥
গোপাল তখন তারে বলেন বচন।
ব্রহ্মচারী হয়া কেন হইলে এমন॥
গোসাঁঞি রোপিলা বৃক্ষ এখানে আসিয়া।
সে বৃক্ষ জ্বালাও তুমি কিসের লাগিয়া॥
এত শুনি ব্রহ্মচারী বলেন বচন।
কেমন গোসাঁঞি তব দেখিব এখন॥
এই মত দুঁহে হয় কথোপকথন।
হেনকালে গোসাঁঞিজীউ করেন গমন॥
দ্বাদশ সূর্য্যের যেন হইলা উদয়।
দেখি ব্রহ্মচারী মনে হইল বিস্ময়॥
তথাহি—অষ্টকে:—
প্রভাব পৃথিবীমণ্ডলে, বিচিত্র ভাব উজ্জ্বলে।
শ্রীদাম নাম ধারনঃ, জগৎ পবিত্র কারণঃ প্রসন্ন॥
হে দয়াময়, অভিরাম মহাশয়॥
বিস্ময় হইয়া তাঁরে বলেন বচন।
ঈশ্বর স্বরূপ তবে দেখি যে লক্ষণ॥
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া।
বসিয়া আছ তুমি কিসের লাগিয়া॥
শুনি ব্রহ্মচারী তবে লাগিলা কহিতে।
এথানে আইনু আমি তোমাকে দেখিতে॥
তখন গোসাঁঞিজীউ বলেন বচন।
পরিচয় দাও আগে হও কোনজন॥
শুনি ব্রহ্মচারী তবে দিলা পরিচয়।
অমৃতানন্দ নাম কহি যে নির্ণয়॥
শক্তি উপাসক মুই কহি যে নির্য্যাস।
ভ্রমণ করি যে সদা না করি নিবাস॥

এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন তখন।
কত শক্তি ধর তুমি দেখিব এখন ॥
কড়ার করিয়া দুঁহে পরীক্ষা করিবা।
পরীক্ষাতে যেই জন নিশ্চয় হারিবা ॥
সেইজন তার ঠাঁই উপাসনা হইবা।
শুনি ব্রহ্মচারী কহে কড়ার করিবা ॥
পুনশ্চ গোসাঁঞিজীউ বলেন বচন।
অগ্নি পরীক্ষা দুঁহে করিব এখন ॥
মালা তিলক দিব অগ্নিতে ডারিয়া।
সপ্তাহ দিবস বৈ দেখিব উঠাইয়া ॥
শুনি ব্রহ্মচারী বলে অবশ্য করিব।
দণ্ড কমণ্ডুল আমি অগ্নিতে ডারিব ॥
উভয় সম্বন্ধে দুঁহে অগ্নি সাজাইলা।
কাষ্ঠ সহিত তাহা অগ্নিতে ফেলিলা ॥
ব্রহ্মচারী দিল তবে দণ্ড কমণ্ডুল।
মালা তিলক বহির্ব্বাস গোসাঁই দিল ॥
সপ্তাহ দিবস বৈ দেখেন খুঁজিয়া।
দণ্ড কমণ্ডুল তার গেছে ভস্ম হৈয়া ॥
গোসাঁঞির মালা তিলক হইলা উজ্জ্বল।
দেখি ব্রহ্মচারী তাহা হইলা বিকল ॥
তবে ব্রহ্মচারী পুনঃ করে নিবেদন।
অপরাধ হৈল মম করহ মোচন ॥
অহঙ্কারে আমি তোমা চিনিতে নারিনু।
সেবক করহ এবে শরণ লইনু ॥
পতিত অধম মুই বড় নীচাচার।
কৃপা করি এ পতিতে করহ উদ্ধার ॥
তোমার চরিত্র দেখি হইনু বিস্মিত।
অপরাধ ক্ষম সব কহিনু বিহিত ॥
তখন গোসাঁঞিজীউ কাকুতি দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা তারে সেবক করিয়া ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়ে থাকহ এখন।
পূর্ব্বের স্বভাব যেন না হয় স্মরণ ॥
উপাসক করি তারে শক্তি সঞ্চারিলা।
প্রেমে পুলকিত হয়া নাচিতে লাগিলা ॥
দেখিয়া তাহার প্রেম হয়ে চমৎকার।
তখন সকল লোক করে যে বিচার ॥
এই ব্রহ্মচারী ছিল পরম যোগেন্দ্র।
না জানি গোসাঁই ইহায় দিল কি মন্ত্র ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গুরু কিবা তার ফল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র হইল পাগল ॥
ব্রহ্মচারী হয়া দেখ বৈরাগী হইল।
এক ধর্ম্ম ছাড়ি কেন আর ধর্ম্ম কৈল ॥
সেইত গ্রামেতে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মচারী বৈরাগী হৈল বড় অপমান ॥
পুনশ্চ আইলা সবে গোসাঁঞি সাক্ষাতে।
গোসাঁঞি নিকটে সবে লাগিলা কহিতে ॥
শুনহ গোসাঁঞিজীউ করি নিবেদন।
মো সবার অপমান কৈলে কি কারণ ॥
ব্রহ্মচারী হয় যেই মো সবার পূজিত।
বৈরাগী থাকিতে তাকে না হয় উচিত ॥
এতেক শুনিয়া তবে বলেন গোসাঁঞি।
বৈষ্ণব হইবে সব কিছু কিছু দোষ নাই ॥
সিদ্ধান্ত করিয়া সব শুনহ নিশ্চয়।
গমন না কর কেহ কহি যে নিশ্চয় ॥

তথাহি—গরুড় পুরাণে—

জন্তুনাম মানবঃ শ্রেষ্ঠঃ মানবানাঞ্চ বৈদ্বিজাঃ।
দ্বিজানাঞ্চ যতিঃ শ্রেষ্ঠো যতীনাম্ বৈষ্ণবো গুরুঃ।

শাস্ত্রমত হয় দেখ বৈষ্ণব প্রধান।
গরুড় পুরাণে দেখ আছয়ে প্রমাণ ॥
জন্তু মধ্যে হয় দেখ মনুষ্য প্রধান।

মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েন ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি জীতেন্দ্রিয় হয়।
বৈষ্ণব দেখিয়া গুরু করিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিপ্রগণ বলেন বচন।
এ সব সিদ্ধান্তে কিছু নাহি লয় মন ॥
গুরু ত্যাগ করি গুরু কেমনে করিলা।
এ সব সিদ্ধান্ত কিছু মনে না বুঝিলা ॥
গুরু ত্যাগ কৈলে হয় নরকে গমন।
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে কোন জন ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ বলেন গোসাঁঞি।
মন দিয়া শুন ইরে সকলে বুঝাই ॥
ভাগবতে দেখ সবে করিয়া বিচার।
ব্যাসদেব লিখিয়াছেন করিয়া বিস্তার ॥

তথাহি—আদি পুরাণে—
বৈষ্ণবঃ পরমোধর্ম্মঃ বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণব পরমারাধ্যঃ বৈষ্ণবঃ পরমোগুরুঃ ॥
অবৈষ্ণব গুরু দেখ কভু কর নাই।
অবৈষ্ণব ছাড়ি ভজ বৈষ্ণব গোসাঁঞি ॥
এত শুনি বিপ্রগণ বলেন বচন।
অবৈষ্ণব বল দেখি হয় কোনজন ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন হাসিয়া।
শাস্ত্র মত দেখ কহি মনে বিচারিয়া ॥

তথাহি—শাস্ত্রেঃ—
কৃষ্ণমন্ত্র বিহীনস্য পাপীষ্ঠস্য দুরাত্মনঃ।
শ্বানবিষ্ঠা সমং চান্নং জলঞ্চ মদিরাসমং ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র ছাড়ি যেবা অন্য মন্ত্র লয়।
সেই সে অবৈষ্ণব সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র লয়া যেবা না করে ভজন।
তাহাকে জানিহ সবে পশুর গণন ॥
তাহার হস্তের জল মদিরা সমান।
জানিয়া না ভজে কৃষ্ণ সেই ত অজ্ঞান ॥
এত শুনি বিপ্রগণ গেল নিজ ঘরে।
ঘরেতে বসিয়া সবে পরামর্শ করে ॥
কেমন গোসাঁঞি সেই কেমন আচার।
যবনের কন্যা আনি করে ব্যবহার ॥
সবে মিলি এই কথা কহিব তাহারে।
আর না থাকিবে গোসাঁঞি শ্রীকৃষ্ণনগরে ॥
শ্রীকৃষ্ণনগর এই সমাজের স্থান।
গ্রাম দুষ্ট হইবেক হৈবে অপমান ॥
অতএব আইস সবে অখ্যাতি করিবা।
অখ্যাতি হইলে গোসাঁঞি গ্রামে না রহিবা ॥
গ্রাম হৈতে যদি গোসাঁঞি না করে গমনে।
একে একে পাগল করিবে সর্ব্বজনে ॥
এই পরামর্শ তবে সকলে করিয়া।
অখ্যাতি করিলা সব নগর বেড়িয়া ॥
যবনের কন্যা এই গোসাঁঞি আনিলা।
শুনি সর্ব্বলোক তাঁরে অবিশ্বাস কৈলা ॥
মালিনীর অপমান করে দুষ্ট জনে।
শুনিয়া গোসাঁঞি তাহা বিচারিলা মনে ॥
শ্রীকৃষ্ণনগর এই বড় দুরাচার।
নিন্দুক পাষণ্ড এই কৈছে হবে পার ॥
কৃষ্ণানন্দ অবধৌতে গোসাঁঞি ডাকিলা।
তাহারে বৃত্তান্ত সব কহিতে লাগিলা ॥
তোমার লাগিয়া মোরে সকলে নিন্দিলা।
অমৃতানন্দ নাম তব পূর্ব্বেতে আছিলা ॥
ব্রহ্মচারী হয়ে তুমি করিলে বৈরাগ্য।
ইহা না মানয়ে দুষ্ট লোকেতে শলাস্য ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ করেন বিনয়।
আপনি দলিবে এই পাষণ্ড নিশ্চয় ॥

মহামহোৎসব বিনা না হয় প্রকাশ।
নিন্দুক পাষণ্ড তায় করিবে বিশ্বাস॥
মহামহোৎসব শীঘ্র করহ এখন।
নিমন্ত্রণ কর গিয়া মহান্তের গণ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ গমন করিলা।
[1]পানেটীতে গিয়া তবে সকলে মিলিলা॥
সেখানে মহাপ্রভু সবাকে লইয়া।
মহোৎসব করিছেন আনন্দিত হৈয়া॥
হেনকালে অভিরাম শুনিয়া কীর্ত্তন।
নৃত্য আরম্ভিলা তথা করিলা মিলন॥
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে রাখিলা কীর্ত্তন।
আলিঙ্গন করি দুঁহে বসিলা তখন॥
গোসাঁঞি কহেন শুন শ্রীচৈতন্য ভাই।
মহোৎসব আরম্ভ আমি করিনু তথাই॥
সবাকে যাইতে হবে শ্রীকৃষ্ণনগরে।
নিমন্ত্রণ করিলাম বলিহ সবারে॥
সামগ্রী সকল তথা প্রস্তুত হইলা।
গণ্ডন না করিহ এই তোমারে কহিলা॥
এতেক বলিয়া তিঁহ করেন গমন।
হেনকালে মহাপ্রভু বলেন তখন॥
এই মহোৎসব আগে কর সমাপন।
আজি বৈ কালি প্রাতে করহ গমন॥
এত শুনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভু লয়া।
কহিতে লাগিলা সব গোপনে যাইয়া॥
যবনের কন্যা সেই হরিয়া আনিলা।
কি কার্য্য করিলে তুমি তাহাকে রাখিলা॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ হইল লজ্জিত।
পুনশ্চ কহিলা তাঁর না জান চরিত॥
অভিরাম গুণ যত গোচর আমার।
ব্রহ্মা আদি নাহি জানে যে ভাব তাঁহার॥
কিসের লাগিয়া তাঁরে কৈলে অবিশ্বাস।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিহ নির্য্যাস॥
এত শুনি নিত্যানন্দ বলেন বচন।
অভিরাম সনে তবু না কর ভোজন॥
পুনঃ মহাপ্রভু কহে ভায়া নিত্যানন্দ।
অভিরাম বিনে মোর না হয় আনন্দ॥
এতেক বলিয়া তাঁরে করিলা গমন।
ভায়া অভিরামে ডাকি বলেন বচন॥
পুনশ্চ চৈতন্য কহে অভিরাম ভাই।
কন্যার বৃত্তান্ত সব কহত বুঝাই॥
কেমনে পাইলে কন্যা কহত আমারে।
তোমাকে দেখিয়া সবে অবিশ্বাস করে॥
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া।
বৃন্দাবতী আইলা সঙ্গে মালিনী হইয়া॥
এত শুনি মহাপ্রভু আনন্দিত মন।
ভায়া অভিরাম বলি কৈলা আলিঙ্গন॥
তথাহি—
দিবা গোষ্ঠে চ গোপালঃ কামিনী রাসমণ্ডলে,
পূর্ব্বে বৃন্দাবতী খ্যাতা ইদানীং মালিনী স্মৃতা।
ব্রজে বৃন্দা সমজ্ঞাতা ইদানীং মালিনী স্মৃতা॥
তব ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
প্রকাশ করহ গিয়া শ্রীকৃষ্ণনগরে॥
তব মনোবৃত্তি কেহ না জানে নির্দ্ধার।
শ্রীকৃষ্ণনগরে কর স্থাপন এবার॥
পশ্চাতে যাইব আমি সবাকে লইয়া।
মহোৎসব আয়োজন কর আগে গিয়া॥

১। পানেটী—পানেটীর বর্ত্তমান নাম পানিহাটী। পানিহাটী চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রানাঘাট রেলপথে সোদপুর ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত।

এতেক শুনিয়া তিঁহ করেন গমন।
শ্রীকৃষ্ণনগরে শীঘ্র আইলা তখন॥
আসিয়া সবার সনে মিলন করিলা।
মদনমোহনে ডাকি কহিতে লাগিলা॥
সবাকারে নিমন্ত্রণ আইলাম দিয়া।
সামগ্রী সকল রাখ ভাণ্ডারে পুরিয়া॥
মালিনীকে পুনর্ব্বার গোসাঁঞি কহিলা।
অবিশ্বাস তোমা লাগি আমাকে করিলা॥
এতেক শুনিয়া ভবে কহেন মালিনী।
মহামহোৎসব ইবে করহ আপনি॥
তবেত পাষণ্ড সব হইবে দলন।
শুনিয়া গোসাঞিজীউ বলেন বচন॥
এই পরামর্শ আমি করিনু এখন।
সামগ্রী প্রস্তুত তুমি করহ এখন॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন হাসিয়া।
যতেক সামগ্রী চাহ দিবত আনিয়া॥
শুনিয়া গোসাঁঞিজীউ আনন্দিত মন।
মালিনীর স্পর্শে সব হইলা আয়োজন॥
সামগ্রী সকল দেখি লোকে চমৎকার।
মিষ্টান্ন আদি করি অনেক প্রকার॥
সামগ্রী সকল তথা প্রস্তুত হইলা।
মহান্ত সকল তবু কেহ না আইলা॥
তখন গোসাঁঞিজীউ করেন নর্ত্তন।
হুঙ্কার দিয়া কত করেন গর্জ্জন॥
গোসাঁঞির ভরে ক্ষিতি করে টলমল।
ভাবিতে লাগিলা তথা মহন্ত সকল॥
তখন সে মহাপ্রভু বলেন বচন।
ভাবিতে লাগিলা সবে কিসের কারণ॥
মহান্ত সকল তবে করে নিবেদন।
কহিতে লাগয়ে ভয় দেখি আচরণ॥
অকস্মাৎ ক্ষিতি কেন করে টলমল।
ইহার বৃত্তান্ত কিবা বলহ সকল॥
এত শুনি মহাপ্রভু বলেন হাসিয়া।
অভিরাম গেলা সেই নিমন্ত্রণ দিয়া॥
অবিশ্বাস করি তাঁরে উপেক্ষা করিলে।
ভায়া অভিরাম হটে সবাই ঠেকিলে॥
উন্মত্ত করি অভিরাম করেন নর্ত্তন।
তাঁর পদ ভরে এই কাপে ত্রিভুবন॥
শীঘ্র করি চল সবে কহিনু নিশ্চয়।
শুনিয়া মহান্ত সব হইল বিস্ময়॥
তবে মহাপ্রভু লয়ে করেন বিচার।
কেন বা লাগয়ে কর্ণে তালি যে সবার॥
পুনর্ব্বার মহাপ্রভু বলেন বচন।
তাঁহার হুকারে তালি লাগয়ে এখন॥
এতেক শুনিয়া সবার হইল বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করিয়া বিনয়॥
তখন চৈতন্য শুনি হইলা উল্লাস।
ভায়া অভিরাম কৈলা শক্তিতে প্রকাশ॥
মনোবৃত্তি সবাকার জানিয়া তখন।
কহিতে লাগিলা পুনঃ মহান্তের গণ॥
শীঘ্রগতি চল তথা অবশ্য মিলিবা।
গউন হইবে ইবে অকার্য্য হইবা॥
এতেক শুনিয়া সবে হইয়া কাতর।
গমন করিলা সেই শ্রীকৃষ্ণনগর॥
তখন আছেন তিঁহ বিমর্ষ হইয়া।
হেনকালে মহাপ্রভু মিলিলা আসিয়া॥
দেখিয়া গোসাঁইজীউ আগ্রহ করিয়া।
বসিতে আসন দিল তখন আনিয়া॥
মহাপ্রভু লইয়া সবে বসিলা আসনে।
দেখি চমৎকার হৈল গ্রামবাসীগণে॥

দ্বাদশ সূর্য্য যেন হইলা উদয়।
শ্রীকৃষ্ণনগরে আজি না জানি কি হয় ॥
সবাকার মনোবৃত্তি জানিয়া তখন।
হেনকালে মহাপ্রভু বলেন বচন ॥
শুনহ মহান্তগণ হইয়া উল্লাস।
সাত সম্প্রদায় কর কীর্ত্তন প্রকাশ ॥
এতেক শুনিয়া সবে একত্র হইয়া।
কীর্ত্তন আরম্ভ কৈলা নগরে বেড়িয়া ॥
নগর কীর্ত্তন তবে আরম্ভ করিলা।
শুনি গ্রামবাসী সব দেখিতে আইলা ॥
তখন কুলীন সব করেন বিচার।
কুলের গরিমা গেলা আমা সবাকার ॥
কোথা হৈতে আইল দেখ এতেক বৈষ্ণব।
হরি হরি বলি পাগল করিলা সব ॥
এমন কীর্ত্তন মোরা কভু শুনি নাই।
কোথা হৈতে আইলা এইত গোসাঞি ॥
যবনের কন্যা দেখ আনিল হরিয়া।
মহোৎসব করে সব বৈষ্ণব লইয়া ॥
বৈষ্ণব হইল বলি নাহিক আচার।
যবনী হরণ কৈলা না করি বিচার ॥
বৈষ্ণব হইল বলি নাহি তার কুল।
যবন লইয়া তেঁই করে সমতুল ॥
এত শুনি বিপ্রগণ গেলা নিজ ঘরে।
কীর্ত্তনের শব্দ শুনি জ্বলি পুড়ি মরে ॥
নগর কীর্ত্তন করি মহান্তের গণ।
বকুলের তলে আসি করিলা আসন ॥
তখন গোসাঁঞিজীউ কহিতে লাগিলা।
সামগ্রী কিছু মোর প্রস্তুত হইলা ॥
এত শুনি মহাপ্রভু বলেন হাসিয়া।
মালিনীকে দাও সব সামগ্রী লইয়া ॥
মালিনী যাইয়া পাক আপনি করিবা।
সকল মহান্ত মিলি প্রসাদ পাইবা ॥
এত শুনি অভিরাম আনন্দ হইয়া।
শীঘ্র গতি মালিনীকে বলিলেন আসিয়া ॥
পাক কার্য্য করিবারে তোমারে কহিলা।
তখন শুনিয়া তিঁহ কহিতে লাগিলা ॥
পাক সেবা করিবারে বলিলা আমারে।
আয়োজন আনিবারে বলিব কাহারে ॥
শুনিয়া গোসাঁঞিজীউ বলেন বচন।
আমি আনি দিব যাহা চাহিবে যখন ॥
এতেক বলিয়া পুনঃ বিচারিয়া মনে।
দিব্য এক সরোবর করিলা সেই ক্ষণে ॥
তথি মধ্যে গোপীনাথ করিলা প্রকাশ।
দেখিয়া মালিনী তাহা হইল উল্লাস ॥
গোপীনাথে লয়া গেল রন্ধন শালাতে।
শুনিয়া মহান্তগণ আইলা দেখিতে ॥
শ্রীচৈতন্য বলে শুন অভিরাম ভায়া।
বড় সুখ দিলে তুমি আমারে আনিয়া ॥
গোপীনাথ দরশনে আনন্দ হইলা।
ব্রজের বান্ধব সেই এখানে আইলা ॥
সার্থক হইল মোর পাইনু দরশন।
শ্রীকৃষ্ণনগর এই গুপ্ত বৃন্দাবন ॥
শুনিয়া গোসাঁঞিজীউ বলেন তখন।
শুনহ চৈতন্য প্রিয় করি নিবেদন ॥
স্থির হয়া চল সবে বকুলের তলে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কর বসি কুতুহলে ॥
এত শুনি মহাপ্রভু সবারে লইয়া।
বকুলের তলে পুনঃ বসিল আসিয়া ॥
পাকেতে নিপুণ সেই হয়েন মালিনী।
গোপীনাথ বসি সব দেখেন আপনি ॥

সামগ্রী সকল পাক ক্ষণেকে করিলা।
দেখিয়া গোসাঁঞিজীউ আনন্দিত হৈলা॥
হেনকালে মহাপ্রভু করেন গমন।
তখন গোসাঁঞিজীউ দিলেন আসন॥
আসনে বসিয়া কহে ভায়া অভিরাম।
সামগ্রী সকল দেখি অতি অনুপম॥
কোথা হৈতে পাইলে তুমি এত আয়োজনে।
একলা মালিনী পাক করিলা কেমনে॥
শুনিয়া মালিনী তখন বলেন হাসিয়া।
আয়োজন গোপীনাথ দিলেন আনিয়া॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
গোসাঞে ডাকি পুনঃ কহিতে লাগিলা॥
অন্ন ব্যঞ্জন আগে দেহ গোপীনাথে।
গোপীনাথ খাইলে মোরা খাইব পশ্চাতে॥
এত শুনি অভিরাম গোপীনাথে লয়া।
ভোজন করান তাহা আপনি বসিয়া॥
মিষ্টান্ন আদি করি অনেক প্রকার।
ব্রহ্মা কহিতে নারে সংখ্যা যে তাহার॥
গোপীনাথ বসি তবে করেন ভোজন।
ভোজন করিয়া পুনঃ কৈলা আচমন॥
শীঘ্র গতি গিয়া তবে আসনে বসিলা।
তখন মালিনীজীউ তাম্বুল যে দিলা॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু আনন্দিত মন।
ভায়া অভিরাম বলি কৈলা আলিঙ্গন॥
আলিঙ্গন করি দুঁহে পুলকিত হয়া।
হেনকালে গোপীনাথ বলেন হাসিয়া॥
শীঘ্র গতি আইস দুঁহে শুনহ বচন।
মণ্ডলী করিয়া সবে করহ ভোজন॥
এত শুনি মহাপ্রভু শীঘ্র যে আইলা।
নিত্যানন্দ আদি করি সকলে কহিলা॥

ভোজন করিতে সবে করহ গমন।
বিলম্ব না কর শুন মহান্তের গণ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ বলেন হাসিয়া।
ভোজনে যাইব মোরা কেমন করিয়া॥
যবনের কন্যা বলি হইল অখ্যাতি।
কেমনে যাইতে বল মো সবারে তথি॥
তখন চৈতন্য পুনঃ করেন বিনয়।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিহ নিশ্চয়॥
মালিনীর অপমান করে যেইজন।
বৃন্দাবন প্রাপ্তি তার না হবে কখন॥
এতেক শুনিয়া তবে করেন বিচার।
কেমনে জানিব সেই কন্যার আচার॥
পবনে ডাকিয়া তবে বলেন বচন।
তোমা বিনে কেবা ইথে করিবে তারণ॥
অভিরাম হটে দেখ নাহিক নিস্তার।
হুঙ্কার কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥
তাঁর সনে হট কৈলে অকার্য্য হইবা।
ভোজন করিতে চল সবাই যাইবা॥
মণ্ডলী করিয়া তথা যখন বসিবা।
মালিনী আসিয়া পরিবেশন করিবা॥
তখন যাইয়া তুমি বিবস্ত্র করিবে।
কেমন আচার তার সাক্ষাতে দেখিবে॥
শুনিয়া পবন তবে কৈলা অঙ্গীকার।
অভিরাম শক্তি কন্যা বুঝিব আচার॥
যবনের কন্যা যদি হয়েন মালিনী।
বিবস্ত্র করিলে তারে জানিব তখনি॥
যবনের দেখ কভু নাহিক আচার।
ম্লেচ্ছের প্রায় সেই করে ব্যবহার॥
পবনে সহায় করি চলিল সবাই।
দেখি মহাপ্রভু মনে বড় সুখ পাই॥

শীঘ্রগতি আগে তিঁহ আপনি চলিলা।
সবাই আইল গোসাঞে কহিলা॥
শুনিয়া গোসাঞিজীউ আনন্দিত হয়্যা।
স্থান সংস্কার করি দিলেন আসিয়া॥
পত্র আনি মহাপ্রভু দিলেন আপনি।
মণ্ডলী করিয়া সবে বসিলা তখনি॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
মুনিগণ আদি করি নাহি তাঁর অন্ত॥
জলপাত্র আনি তবে সবারে যে দিলা।
পত্রোদক কর সবে গোসাঁঞি কহিলা॥
শুনি পত্রোদক করি আছেন বসিয়া।
মালিনী আইলা তবে প্রসাদ লইয়া॥
সুবর্ণের থালে হস্ত হইল বন্ধন।
হেনকালে পবন উঠি করিলা গমন॥
স্বভাব আপন তবে পবন ধরিলা।
শীঘ্রগতি মস্তকের বস্ত্র খসাইলা॥
বস্ত্র সহিত কেশ উড়ায় তখন।
হেনকালে অভিরামে বলেন বচন॥
শুনহ গোসাঞিজীউ হইনু লজ্জিত।
পবন আসিয়া দেখ কৈলা বিপরীত॥

তথাহি—
প্রেমামৃতেনরুন্দতী শক্তিরূপেন মালিনী।
অক্ষাপরিচিতাং শক্তিং মাধুর্য্যেন ভবিষ্যতি॥
দেখি অভিরাম তবে বলেন হাসিয়া।
বস্ত্র সম্বরণ কর চতুর্ভুজা হইয়া॥
দুই হস্তে থাল ধরি আছিলা তখন।
আর দুই হস্তে বস্ত্র কৈলা সম্বরণ॥
দেখিয়া সবার মনে হইল বিশ্বাস।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিলা নির্য্যাস॥
তখন সকল লোক করে হরিধ্বনি।
অন্ন ব্যঞ্জন আনি দিইলা মালিনী॥
মিষ্টান্ন আদি করি অনেক প্রকার।
ব্রহ্মা কহিতে সংখ্যা নারে যে তাহার॥
জয় জয় দিয়া সবে করেন ভোজন।
দেখিতে আইলা সব পাষণ্ডের গণ॥
সকল পাষণ্ড মিলি হাসিতে লাগিলা।
তখন পাষণ্ডগণে গোসাঞি কহিলা॥
কি দেখিয়া হাসিলে কেন কহত আমারে।
এইত প্রসাদ শেষ খাওয়াব সবারে॥
শুনিয়া পাষণ্ডগণ গেল পলাইয়া।
দেখিয়া মহান্তগণ বলেন হাসিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণনগর দেখ বড় দুরাচার॥
পাষণ্ডগণের কিসে হইবে নিস্তার॥
এত শুনি অভিরাম বলেন বচন।
বিবরিয়া কহি শুন মহান্তের গণ॥
পাষণ্ড বহুত দেখ আছে এই গ্রামে।
সবাকারে দলন আমি করিব ক্রমে ক্রমে॥
শুনিয়া মহান্তগণ আনন্দিত হৈলা।
ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈলা॥
পুনশ্চ বসিলা সবে আসনে যাইয়া।
সেখানে গোসাঞি দিলা তাম্বুল লইয়া॥
তখন মহান্তগণ বলেন বচন।
আপনি যাইয়া কিছু করহ ভোজন॥
অনুমতি লইয়া তবে গোসাঞি চলিলা।
হেনকালে মালিনী তবে কহিতে লাগিলা॥
সকলের সনে প্রসাদ না পাইল পবন।
শেষ প্রসাদ পাইবে সে শুনহ বচন॥
বৎসর বৎসর পবন আসি এই স্থানে।
স্বভাব প্রকাশি প্রসাদ পাইবে তখনে॥

এইত অভিশাপ আমি দিমু পবনে।
মিথ্যা না হইবে জেন আমার বচনে।।
শুনিয়া গোসাঞি তবে তাহে সায় দিলা।
মদনমোহনে ডাকি কহিতে লাগিলা।।
শেষ প্রসাদ যত আনহ ধরিয়া।
স্থান সংস্কার কর গোময় দিয়া।।
এতেক শুনিয়া তবে মদনমোহন।
শেষ প্রসাদ লয়া রাখিল তখন।।
শুনহ আমার প্রিয় মদনমোহন।
কেমনে করিব সব পাষণ্ড দলন।।
এতেক প্রকাশ কৈনু তবু না জানিলা।
প্রসাদ বলিয়া কেহ ভয় না করিলা।।
ব্রহ্মার দুর্লভ এই হয় যে প্রসাদ।
তাহার হেলনে হয় মহা অপরাধ।।
এতেক শুনিয়া কহে মদনমোহন।
পশ্চাতে করিও সব পাষণ্ড দলন।।
এখন আইস সবে প্রসাদ পাইব।
ক্ষুধায় আকুল মোরা কি আর কহিব॥
তখন গোসাঞি শুনি হইলা লজ্জিত।
ভোজন করিতে গেলা সবাই তুরিত॥
ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈলা।
তখন গোসাঞিজীউ উপায় সৃজিলা॥
দলন করিব বলি আইনু এখানে।
প্রসাদ হেলন কৈল পাষণ্ডের গণে॥
অবিশ্বাস করি সব না কৈলা ভোজন।
মার্জ্জার সৃজিয়া সব করিব দলন।
এতেক বলিয়া এক মার্জ্জার সৃজিলা।
'রোঙ্গা' বলি নাম তার গোসাঞি রাখিলা॥
সকল বৃত্তান্ত তারে কহেন বসিয়া।
ঘরে ঘরে যাহ রোঙ্গা প্রসাদ লইয়া॥
ঘরে ঘরে গিয়া তুমি করিবে যে কর্ম্ম।
সে সব বৃত্তান্ত কহি শুন তার মর্ম্ম॥
এ শেষ প্রসাদ তুমি করহ ভোজন।
ভোজন করিয়া শীঘ্র করহ গমন॥
পাষণ্ডজনার ঘরে প্রবেশ করিবে।
তিমিরে যাইবে যেন কেহ না জানিবে॥
রন্ধন শালেতে তার প্রবেশ করিয়া।
হাঁড়ির মধ্যেতে সব দিবে উগারিয়া॥
সেইত প্রসাদ সবে করিবে ভোজন।
প্রসাদের গুণ কিছু ধরিবে তখন॥

তথাহি—

সর্ব্ব পাপবিনির্ম্মুক্তো যোভুঙ্‌ক্তে।
অধরামৃতং বৈষ্ণবানামিতি॥

এতেক শুনিয়া রোঙ্গা বলেন বচন।
তিমির হইল ইবে করি যে গমন॥
দেখিয়া গোসাঞিজীউ হইলা উল্লাস।
পাষণ্ড দলন কর কহিনু নির্য্যাস॥
এতেক শুনিয়া রোঙ্গা প্রণাম করিয়া।
ব্রাহ্মণের ঘরে তবে গেলেন চলিয়া॥
রন্ধনশালাতে তার প্রবেশ করিলা।
তখন ব্রাহ্মণ সব ভোজনে বসিলা॥
এক পার্শ্বে বসি রোঙ্গা দেখেন চাহিয়া।
ব্রাহ্মণ সকল গেল ভোজন করিয়া॥
কুলুপ দ্বারেতে দিয়া করিল গমন।
হেনকালে রোঙ্গা উঠি গেল যে তখন॥
একে একে যত হাঁড়ি সব নাবাইলা।
হাঁড়ির ভিতরে সব উগারিয়া দিলা॥
সকল মিশ্রিত কৈল যে যার আস্বাদ।
অন্নের হাঁড়িতে দিল অন্ন যে প্রসাদ॥

শীঘ্রগতি তথা হৈতে করিলা গমন।
কুলুপ রহিল দ্বারে না জানে ব্রাহ্মণ ॥
আনন্দিত হয়া তবে গমন করিলা।
শীঘ্রগতি মার্জ্জার আসি তাঁহারে কহিলা ॥
শুনিয়া গোসাঞিজীউ বলেন তখন।
তুমি ইবে কর গিয়া প্রসাদ ভোজন ॥
এত শুনি রোঙ্গা তবে আনন্দিত হয়া।
প্রসাদ খাইলা শেষ আকণ্ঠ পুরিয়া ॥
প্রসাদ খাইয়া তবে করেন বিনয়।
কি কার্য্য করিব এবে কহত নির্ণয় ॥
তখন গোসাঞিজীউ বলেন হাসিয়া।
পাষণ্ডগণের পুনঃ দলহ যাইয়া ॥
এতেক শুনিয়া গেলা প্রতি ঘরে ঘরে।
এক রাত্রে রোঙ্গা সব কৈল একাকারে ॥
প্রাতঃস্নান করি লোক আইলা রান্ধিতে।
হাঁড়ি নাবাইতে সব দেখে আচম্বিতে ॥
অন্ন ব্যঞ্জন সব কোথা হৈতে আইলা।
কানাকানি করি সবে কহিতে লাগিলা ॥
বন্ধনের গৃহে আজি হৈল বিপরীত।
দেখিয়া সকল লোক হইলা ভাবিত ॥
শুনিয়া আইলা সবে দেখিতে তখন।
মহাপ্রসাদ প্রায় সেই অন্ন যে ব্যঞ্জন ॥
এই মত ঘরে ঘরে সবাই দেখিয়া।
পাষণ্ড সকল কহে একত্র বসিয়া ॥
কোথা হৈতে আইল দেখ এতেক প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের সনে কেবা করিল বিবাদ ॥
কেহ কেহ বলে শুন আমার বচন।
এমন আশ্চর্য্য দেখ কৈল কোনজন ॥
প্রসাদ আনিয়া কেবা ঘরে ঘরে দিল।
ব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু ভয় না করিল ॥

মো সবার জাতি কুল না রহিল আর।
কুলীন ব্রাহ্মণ বলি না কৈল বিচার ॥
হেনকালে এক বিপ্র বলেন ডাকিয়া।
প্রসাদ ভোজন কর সবাই যাইয়া ॥
অভিমান সনে হট কোন প্রয়োজন।
প্রসাদ পাইল যাঁর দেব মুনিগণ ॥
ব্রহ্মা আদি মুনিগণ সবাই আইলা।
অভিমান সনে হট কেহ না করিলা ॥
কোন যোগ্যতা দেখ আমা সবাকার।
প্রসাদ হেলন মোরা করিব তাঁহার ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ সেই হয় যে প্রসাদ।
ঘরে বসি পাইনু তাহা না করিহ বাদ ॥
এতেক শুনিয়া সবে করিল বিশ্বাস।
তন্মধ্যে এক বিপ্র কৈল উপহাস ॥
বুঝিলাম সবে মিলি করিবে ভোজন।
আমি না করিব সেই প্রসাদ সেবন ॥
এতেক শুনিয়া সবে বলেন তাহারে।
প্রসাদ পাইব মোরা কহিনু তোমারে ॥
এতেক বলিয়া সবে গমন করিলা।
নিজ নিজ গৃহে গিয়া কহিতে লাগিলা ॥
প্রসাদ আনহ সব করিব ভোজন।
আকণ্ঠ ভক্ষণে কর শরীর শোধন ॥
এতেক শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণী যাইয়া।
একে একে প্রসাদ সব দিলেন আনিয়া ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ সেই হয় যে প্রসাদ।
মধুর লাগয়ে যেন খাইতে আস্বাদ ॥
প্রসাদ প্রশংসি সবে করেন ভোজন।
প্রসাদে বিশ্বাস কৈলা সকল ব্রাহ্মণ ॥
তথি মধ্যে যেই বিপ্র পাষণ্ড আছিল।
সকল ব্রাহ্মণ মিলি গোসাঞে কহিল ॥

আপনি প্রসাদ যত দিয়াছ পাঠাইয়া।
কৃতার্থ হইনু মোরা ভোজন করিয়া ॥
তথি মধ্যে এক বিপ্র না কৈল বিশ্বাস।
তোমারে কহিনু এই করিয়া নির্য্যাস ॥
এতেক শুনিয়া গোসাঞি বলেন তখন।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রসাদ করিলা হেলন ॥
এমন প্রসাদ দেখ না খাইল যেই।
অস্পর্শীর দ্রব্য বুঝি খাইবেক সেই ॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত হৈলা।
গোসাঞে প্রণাম করি গমন করিলা ॥
নিজ নিজ গৃহে গিয়া বসিলা তখন।
হেনকালে আইল তথা পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ॥
তাহাকে দেখিয়া সবে করেন বিনয়।
গোসাঞের হটে তুমি পড়িলে নিশ্চয় ॥
শুনিয়া পাষণ্ড বিপ্র বলেন হাসিয়া।
সে সব প্রসাদ আমি দিয়াছি ফেলিয়া ॥
এতেক শুনিয়া সবে করে হাহাকার।
তোমার বদন মোরা না হেরিব আর ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র হইয়া কাতর।
সে স্থান ছাড়িয়া গেলা আপনার ঘর ॥
এখানে গোসাঞিজীউ উপায় সৃজিলা।
রোজাকে ডাকিয়া সব কহিতে লাগিলা ॥
এমন পাষণ্ড বিপ্র আছে এক জনা।
দমন করহ তুমি যাইয়া আপনা ॥
অস্পর্শীর দ্রব্য যত সকল আনিবে।
রন্ধনশালাতে লয়ে তাহারে যে দিবে ॥
তিমির হইলে তুমি করিহ গমন।
নিশীথ হইলে তবে যাইবে তখন ॥
এতেক শুনিয়া রোজা করেন বিনয়।
তিমির হইলা প্রায় যাই যে নিশ্চয় ॥

এতেক বলিয়া রোজা গমন করয়।
শীঘ্রগতি গেলা তবে ব্রাহ্মণ আলয় ॥
অস্পর্শীর দ্রব্য রোজা কিছু যে লইয়া।
পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ঘরে প্রবেশ করিয়া ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রোজা ভোজন করিয়া।
রন্ধনশালাতে তিঁহ আছে যে শুইয়া ॥
অতিধীরভাবে রোজা কপাট খুলিল।
জয় অভিরাম বলি প্রবেশ করিল ॥
সামগ্রী লইয়া রাখে হাঁড়ির ভিতর।
বাহিরে আসিতে রোজা ভাবিছে বিস্তর ॥
অভিরাম স্মরি মুই আইনু যে ঘরে।
অশক্ত হইতেছি কেন যাইতে বাহিরে ॥
কেমনে লঙ্ঘিব ইবে পাষণ্ড ব্রাহ্মণে।
পাষণ্ড পরশে মোর হইবে মরণে ॥
এতেক বিচারি রোজা মনেতে ভাবিয়া।
লম্ফ দিয়া পড়ে তবে বাহিরে আসিয়া ॥
তথাপি লাঙ্গুল তার পরশ হইল।
দেখিয়া তখন সেই ভাবিতে লাগিল ॥
পণ্ডিত স্পর্শিয়া মুই কি কার্য্য করিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥
আপনাকে নিন্দি বহু গমন করিল।
গোসাঞের কাছে গিয়া সকল বলিল ॥
বলহ গোসাঞিজীউ উপায় আমার।
পাষণ্ড পরশ হৈল না দেখি নিস্তার ॥
এতেক শুনিয়া গোসাঞি বলেন হাসিয়া।
কেন বা পরশ কৈলে সে পণ্ডিতে গিয়া ॥
অস্পৃশ্য হইল অঙ্গ তাহার পরশে।
এতেক শুনিয়া রোজা কাঁদিছে বিরসে ॥
তখন গোসাঞিজীউ বলেন বচন।
কেন বৃথা কাঁদ রোজা স্থির কর মন ॥

কেন বা করিলে তুমি পাষণ্ড স্পর্শন।
শুনিয়া করিল রোজা লাঙ্গুল ছেদন ॥
দেখিয়া গোসাঞি তখন আনন্দিত হৈলা।
শীঘ্রগতি তবে তারে আশীর্ব্বাদ কৈলা ॥
তখনে গোসাঞিজীউ প্রসাদ যে দিলা।
আনন্দিত হয়া রোজা ভোজন করিলা ॥
এখানে পাষণ্ড বিপ্র করে যেই সব।
বিবরিয়া কহি তাহা নহে অনুভব ॥
প্রাতঃস্নান করি সেই ব্রাহ্মণীর গণ।
রন্ধন করিতে তবে গেল যে তখন ॥
হাঁড়ি নাবাইয়া সেই পাইল দেখিতে।
অস্পর্শীর দ্রব্য রহে তাহার মধ্যেতে ॥
ব্রাহ্মণী কহেন শীঘ্র শুনহ ব্রাহ্মণ।
যবনের দ্রব্য দেখি হাঁড়িতে কেমন ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র কাঁদিতে লাগিলা।
যবনের প্রায় মোরে গোসাঞি করিলা ॥
এতেক বিষাদ বিপ্র মনেতে ভাবিয়া।
সকলের কাছে পুনঃ বলেন যাইয়া ॥
তোমরা বান্ধব সব হও যে সহায়।
এত বলি সবাকার ধরিলেন পায় ॥
তাহার কাকুতি দেখি বলে বন্ধুজন।
অহঙ্কার করি কৈলে প্রসাদ হেলন ॥
সেই অপরাধে দেখ হৈল এই কর্ম্ম।
তুমি যে করিলে নষ্ট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ॥
এত বলি এক বিপ্র তাহারে লইয়া।
গোসাঞি সাক্ষাতে সবে পড়িল যাইয়া ॥
তুমি রক্ষা কর প্রভু লইনু শরণ।
অপরাধী হৈল দেখ এইত ব্রাহ্মণ ॥
এতেক শুনিয়া তবে মহান্তের গণ।
কাকুতি দেখিয়া সবার বলেন বচন ॥

কিসের লাগিয়া সবে এমন হইলে।
গোসাঞির সনে হট কেন বা করিলে ॥
এতেক বলিয়া সবে হইলা সদয়।
তথাপি সে মহাপ্রভু ধিৎকার করয় ॥
এমন পাষণ্ড স্থান না দেখি যে আর।
অভিরাম দ্বারে এই হয় যে নিস্তার ॥
পুনর্ব্বার ডাকি তিঁহ কহে অভিরাম।
তোমার চরিত্র দেখি অতি অনুপম ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে দেখি অনেক ব্রাহ্মণ।
একলা আসিয়া সবে করিলে দলন ॥
আপনি দেখহ করি মনেতে বিচার।
অপরাধ ক্ষমি বিপ্রে করহ নিস্তার ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন বচন।
শুন শুন শ্রীচৈতন্য করি নিবেদন ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ দেখ এই যে প্রসাদ।
ইহাকে উপেক্ষা করি করয়ে বিবাদ ॥
তখন ব্রাহ্মণ সব এতেক শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা তাঁর চরণে ধরিয়া ॥
কৃপা করি কর সব পতিতে উদ্ধার।
প্রসাদ হেলন তব না করিব আর ॥
পুনশ্চ গোসাঞি কহে এতেক শুনিয়া।
অপরাধ ক্ষমি যদি শুনহ আসিয়া ॥
আজিকার মহোৎসবে সবাই আসিবে।
মণ্ডলী করিয়া সবে প্রসাদ পাইবে ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ করেন বিনয়।
বিনা আহ্বাহনে মোরা আসিব নিশ্চয় ॥
প্রসাদে বিশ্বাস মোরা নিশ্চয় করিনু।
তোমার কৃপাতে তবে আচরণ জানিনু ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ গোসাঞি কহিলা।
নিজ গৃহে যাহ যদি বিশ্বাস হইলা ॥

তখন সকল বিপ্র আজ্ঞা যে লইয়া।
গমন করিলা সবে প্রণাম করিয়া॥
এইরূপে অভিরাম করিলা দলন।
মহামহোৎসব তবে কৈলা সমাপণ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেইজন।
অভিরাম পদে তার শুদ্ধ হয় মন॥
বংশ বৃদ্ধি যশকীর্ত্তি হয় যে তাহার।
নিজ শক্তি দ্বারা কৈলা লীলার বিস্তার।
রূপের স্বরূপ দেখি হয় উদ্দীপন।
বিদায় হইলা সব মহান্তের গণ॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে মহামহোৎসব ও পাষণ্ডদলন নামক সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীগোপীনাথ মহাপ্রভুর্বিজয়তে
যত্রাভিরামো মহান্ গোস্বামী
মালিনী সহিতং শক্ত্যবতারং
সহগণ সহিতং সদা স্ফুরতু॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুণমনি নাম॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি যত ভক্তগণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি সবার চরণ॥
পতিত বলিয়া সবে করহ আশ্বাস।
অভিরাম লীলা এই করি যে প্রকাশ॥

তথাহি :—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপাত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥
বোবা হয়ে আছি মুই কহায় কথন।
অন্ধকে দিলে চক্ষু দেখে তারাগণ॥
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে যৈছে পাইয়া সহায়।
তৈছে অভিরাম মোরে করেন কৃপায়॥
অকৈতব লীলা সেই কে করে বর্ণন।
আপনি গোসাঞিজীউ করান লিখন॥
আপনি করায় কর্ম্ম আপনি সে লিখে।
আপনি করায় কর্ম্ম আপনি সে দেখে॥
অনুমান নহে তাঁর যত কর্ম্ম হয়।
বিবরিয়া কহি তাহা শুনহ নির্ণয়॥
একদিন অভিরাম মালিনী লইয়া।
নৃত্য আরম্ভিলা দুঁহে আনন্দিত হয়া॥
গ্রামবাসীগণ তাহা দেখিতে আইলা।
নৃত্যের আঁচল এক ব্রাহ্মণে বাজিলা॥
তখন দুর্ম্মতি বিপ্র হয়ে কোপানলে।
প্রকুতি হইয়া কন্যা আঁচল মারিলে॥
এই অপরাধে তুমি অন্ধক হইবা।
তখন মালিনীজীউ নৃত্য যে রাখিলা॥
গোসাঞে মালিনীজীউ বলিলা তখন।
আমারে শাপিল দেখ অবোধ ব্রাহ্মণ॥
বিনা দোষে বিপ্র শাপ কভু না লাগিবে।
ইহার কর্ত্তব্য গোসাঞি আপনি বুঝিবে॥
শুনিয়া গোসাঞি তবে বলেন তখন।
কোথা হৈতে আইল সে কেমন ব্রাহ্মণ॥
হেনকালে একলোক যাইয়া তখন।
তিঁহ কহে সেই বিপ্র বিদেশী ব্রাহ্মণ॥

সেই বিপ্র হয়েন চৌধুরীর ঠাকুর।
ব্রহ্ম মন্ত্র আছে তার কহিয়ে প্রচুর ॥
বড় জ্যোতির্ম্ময় তিঁহ জানি যে আচার।
জপ তপ অহর্নিশি দেখি যে তাহার ॥
শুনিয়া তখন পুনঃ গোসাঞি কহিলা।
মালিনীর অপমান কেন সে করিলা ॥
ক্ষুদ্র জীব হয়ে করে মালিনী নিন্দন।
গুরু শিষ্যে হইবে তার অপঘাত মরণ ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ মালিনী কহিলা।
ব্রাহ্মণে এতেক কেন নিগ্রহ হইলা ॥
পূর্ব্বাপর বিচার তুমি না করিলে মনে।
শ্রীকৃষ্ণ আপনি কৈলা ব্রাহ্মণ পূজনে ॥
পদপ্রহারণ কৈলা ব্রাহ্মণ কুমার।
সংসারে ঘোষয়ে দেখ সে সব আচার ॥
সেই কৃষ্ণ মনোবৃত্তি সাধহ আপনে।
কেন বা এতেক কৈলে ব্রাহ্মণ শাসনে ॥
তোমার চরিত্র কেবা জানিবে নির্দ্ধার।
পাষণ্ড জনারে তুমি করিবে সংহার ॥
সেই চৌধুরী হয় রাজ অধিকারী।
পাতসার আটকায় দাম চাতুরালি করি ॥
[১]যাদব সিংহ চৌধুরী নাম তার হয়।
তাহাকে তলব তবে পাতসা যে পাঠায় ॥
তাহাকে লইতে শীঘ্র উজীর আইলা।
চৌধুরী লুকাইতে তবে ঠাকুরে বান্ধিলা ॥
গুরুর বন্ধন দশা দেখি গ্রামবাসী।
যাদব সিংহের কাছে কহিলেন আসি ॥

উজীর আসিয়া তব ঠাকুরে বান্ধিলা।
সেবক হইয়া তুমি লুকায়া রহিলা ॥
গুরুর বন্ধন দশা সেবক হইতে।
অতেব আইনু মোরা তোমাকে কহিতে ॥
তখন শুনিয়া রায় হইল ভাবিত।
মিলিতে চলিল শীঘ্র উজীর সহিত ॥
নতি স্তুতি করি তারে বলিল যাইয়া।
আছিত হাজির ঠাকুর দেহত ছাড়িয়া ॥
শুনিয়া উজীর তারে বলিল বচন।
আমাকে না দিলে দেখা কিসের কারণ ॥
ভাল হৈল আইলা রায় শুন দূতগণে।
গুরু শিষ্যে বান্ধি আজি করহ বর্জ্জনে ॥
এতেক বলিয়া তিঁহ দূতে আজ্ঞা দিলা।
হস্তীর তলেতে লয়া বান্ধিয়া ফেলিলা ॥
মত্ত করিবর তার নাহি বাহ্য জ্ঞান।
হস্তীর চাপটে রায় হইল দুইখান ॥
ছিন্ন মস্তক পড়িয়া তার ফুৎকার করিলা।
[২]রাধাকান্তে মন্দির দিতে আক্ষেপ রহিলা ॥
বহু যত্ন করি বেদী বান্ধিনু তাঁহার।
অভিরাম হটে গুরু ঠেকিল আমার ॥
ছিন্ন মুণ্ড হয়ে এত করিছে বিনয়।
দেখিয়া উজীর তবে হইল বিস্ময় ॥
দেখিব গুরুর কৈছে ভজন ইহার।
হস্তীতলে দিব ফেলি ব্রাহ্মণ কুমার ॥
মত্ত করিবর সেই করিয়া গর্জ্জন।
ছিঁড়িয়া ফেলিল কন্ধেতে তখন ॥

১। যাদব সিংহ চৌধুরী—এখানে যাদব সিংহের নবরত্ন সভা ছিল। তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়—'যাদব সিংহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময়।'

২। রাধাকান্ত মন্দির—যাদব সিংহের অভিলাষিত শ্রীরাধাকান্ত দেবের মন্দির পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হয়। কৃষ্ণনগরে অদ্যাবধি সেই সেবা বর্ত্তমান।

স্কন্ধ নৃত্য করে মুণ্ড বলে হরি হরি।
গুরু শিষ্যে সিদ্ধ প্রাপ্তি করি যে নির্দ্ধারি॥
যৈছে গুরু তৈছে শিষ্য সাধন করিলা।
কহনে না যায় এই অভিরাম লীলা॥
তখন উজীর গেলা পাতসার নিকটে।
কহিতে লাগিলা সব করি কর পুটে॥
যাদব রায় চৌধুরীর শুন আচরণ।
হস্তীর তহশীলে তার হইল মরণ॥
হস্তীর দ্বারাতে তার হইল সংহার।
দেখিয়া শুনিয়া সব হইনু চমৎকার॥
সিদ্ধ প্রাপ্তি হৈল তার জানে সর্ব্বজন।
মরিয়া আক্ষেপ করে অপূর্ব্ব কথন॥
রাধাকান্তে মন্দির দিতে মনে মোর ছিলা।
দুর্দ্দৈব বিধাতা আসি বিবাদ লাগিলা॥
শুনিয়া তখন সবে হইলা উল্লাস।
মরিয়া আক্ষেপ কৈলা সাধম নির্য্যাস॥

তথাহি—শাস্ত্রং—

মনঃ কৃতং কৃতং কর্ম্মন শরীরং কৃতং কৃতং।
যেনৈবালিঙ্গিতা কান্তা তেনৈবালিঙ্গিতাসুতঃ॥
মন শুদ্ধ হৈলে তার শুদ্ধ হয় রতি।
জানিতে পারয়ে সেই সে ভাব পিরীতি॥
অনুরাগে দেখ প্রাপ্তি হইল তাহার।
সিদ্ধ দেহ হয়ে সাধ্য করিবা নির্দ্ধার॥
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ ত্রিবিধ প্রকার।
হরিদাস লয়ে গোসাঞি করেন বিচার॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হয়ে এক মন।
অভিরাম শাখা সূত্র করি যে বর্ণন॥
লঘু গুরু ক্রম ভঙ্গ না জানি নির্ণয়।
সকলে সমান ভাব করি যে উদয়॥
এই অভিরাম লীলা হয় অকৈতব।
স্বরূপ ব্যতিরেকে কভু নহে অনুভব॥
স্বরূপ করিয়া স্থায়ী জান শ্রোতাগণ।
তবে সে পারিবে তাঁর লীলা আস্বাদন॥
[1]শ্রীপাট কৈয়ড় আর শ্রীকৃষ্ণনগর।
দুই স্থানে লীলা তার অতি গূঢ়তর॥
ভাবিতে গণিতে দিন যায় যে বহিয়া।
হেনকালে অভিরাম বলেন আসিয়া॥
মোর ক্রিয়া মুদ্রা শিষ্য ধরহ সদাই।
সাধ্য সাধন কর মোর অনুযাই॥
আমার প্রতিজ্ঞা কেহ লঙ্ঘিতে নারিলা।
স্মরণ করিয়া দেখ সেই সব লীলা॥
কেন বা হইবে শিষ্য বাউলের প্রায়।
শত্রু মিত্র নাহি জ্ঞান ধর সব পায়॥
সে সব জীবের দেখ হবে কোন গতি।
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের ভকতি॥
বাহ্যেতে স্নেহ করে অন্তরে অবিশ্বাস।
সে সব জীবের দেখ হয় সর্ব্বনাশ॥
সে সব অন্তর আমি করিব শোধন।
নিজগুণ প্রকাশিব দিয়া দরশন॥
ব্রজের নিগূঢ় রস জগতে বিহরে।
অজ্ঞজন নাহি পায় রহে বহু দূরে॥
বস্তু তত্ত্ব নাহি জানে নাহি জানে রতি।
তার প্রাপ্তি নাহি হয় সে ভাব পিরীতি॥
মন শুদ্ধ কৈলে হয় শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
তবে গুরু ক্রিয়া মুদ্রা হয় উদ্দীপন॥

১। শ্রীপাট কৈয়ড়—কৈয়ড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বাঁকুড়া—রায়না ছোট লাইনের একটি ষ্টেশন। বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে দামোদর পার হইয়া বাসে শেয়ারা বাজার নামিয়া ছোট ট্রেনে কৈয়ড় ষ্টেশনে যাওয়া যায়। তথা হইতে শ্রীপাট সন্নিকটবর্ত্তী।

এ সব প্রসঙ্গ লিখি হইয়া উল্লাস।
হরিদাস গুণ কিছু করি যে প্রকাশ ॥
একদিন অভিরাম নৃত্য আরম্ভিলা।
শ্রীরামগোপাল লয়া ভাস্কর আইলা ॥
তাহাকে দেখিয়া পুন বলেন গোসাঞি।
অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখ শ্রীরামকানাই ॥
কি লাগি আনিলে তুমি এ দুই বিগ্রহ।
তখন ভাস্কর বলে কর অনুগ্রহ ॥
রিক্ত হস্তে কৈছে আসি দরশনে।
অতেব বিগ্রহ দুই আনিনু এখানে ॥
শুনিয়া গোসাঞিজীউ আনন্দ হৃদয়।
ব্রজের বান্ধব দুই আইল নিশ্চয় ॥
সে মর্ম্ম জানিনু দুই স্বরূপে দেখিয়া।
হেনকালে হরিদাস মিলিল আসিয়া ॥
দেখিয়া গোসাঞিজীউ বলেন তখন।
হরিদাস সেব দুই বিগ্রহ তখন ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে হরিদাস।
তোমা বিনা কারে মোর না হয় বিশ্বাস ॥
তোমার চরণ সদা করিব দর্শন।
সাক্ষাতে করিব সেবা করিবে ভোজন ॥
পুনশ্চ গোসাঞিজীউ বলেন হাসিয়া।
সামগ্রী আনহ তিনে খাইব বসিয়া ॥
শ্রীরাম গোপাল আমা না হয় বিভিন্ন।
এক আত্মা তিন দেহ বিলাসের জন্য ॥
তথাহি—
শ্রীকৃষ্ণঃ কায় কুহেন সখিকায়ে ভবিষ্যতি।
শ্রীরামকানাই জানে ব্রজের আচার।
শ্রীকৃষ্ণনগরে সব করিব বিহার ॥
এত শুনি হরিদাস করেন গমন।
মিষ্টান্ন আনিয়া শীঘ্র দিলেন তখন ॥
দেখিয়া গোসাঞিজীউ আনন্দিত হৈলা।
পুলীন ভোজন তিনে করিতে বসিলা ॥
এক মূর্ত্তি দেখি তিনে হয় এক রূপ।
এক দেহে তিন দেহ হয় রস কূপ ॥
দেখি মনে চমৎকার হৈলা হরিদাস।
কাহারে লইব মনে করিয়া বিশ্বাস ॥
বুঝিনু গোসাঞিজীউ করেন চাতুরী।
তিন এক মূর্ত্তি এই দেখি যে নির্দ্ধারি ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ উৎকণ্ঠিত মন।
প্রেমে পুলকিত ভূমে পড়িলা তখন ॥
বাহ্য অন্তর সেই সম সাধ্য হয়।
অন্তর দশাতে তাহা সব আস্বাদয় ॥
তথাহি—শ্রীদামলীলায়াম্—
প্রভাব পৃথিবীমণ্ডলে বিচিত্র ভাব উজ্জ্বলে।
শ্রীদাম নাম ধারণঃ জগৎ পবিত্র কারণঃ ॥
প্রসন্ন হে দয়াময় অভিরাম মহাশয় ॥
প্রভাব দেখি যে এই পৃথিবীমণ্ডলে।
বিচিত্র হয়েন ভাব দেখিতে উজ্জ্বলে ॥
ব্রজেতে বলান তিঁহ প্রধান শ্রীদাম।
কলিযুগে নাম ইবে ভায়া অভিরাম ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রিয় সেই শ্রীদাম গোপাল।
নিজ প্রেমে দেখে সদা হয়ে মাতোয়াল ॥
নিজ ভাব স্থায়ী করি রহে হরিদাস।
অন্তর দশাতে করে সাধন নির্য্যাস ॥
অভিরাম লীলা এই ব্রহ্মা অগোচর।
জানিতে পারয় মাত্র গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
অভিরাম দেহে সদা চৈতন্য বিলাস।
দেখি হরিদাস মনে হইলা উল্লাস ॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দুঁহে এক হয়।
অভিরাম বিনা সেই কোন লীলা নয় ॥

ব্রজেতে করিলা লীলা অকথ্য কথন।
সেই অভিরাম মোর হরিলেক মন।।
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর হয় তিন লীলা।
উৎকণ্ঠা আক্ষেপে রস উদয় করিলা।।

তথাহি—
শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ।।
ইহার প্রমাণ সত্য কহে ভাগবতে।
নৈষ্ঠিক ভজন সে কহি যে তোমাতে।।
দ্বারকাতে দেখ পূর্ব্বে হয় মোর লীলা।
আপন গরিমা সবে করিতে লাগিলা।।
সত্যভামা আদি করি হয় যত নারী।
ভীমার্জ্জুন গরুড় পুনঃ কহেন নির্দ্ধারি।।
পুনঃ আসি কামদেব বলেন তখনে।
মোর সম রূপবান নাহি ত্রিভুবনে।।
পুনশ্চ অর্জ্জুন ভীম গরুড় তখন।
মো সবার সম বীর আছে কোনজন।।
এইমত সবে মিলি করেন গরিমা।
তখন উপায় চিন্তি করিলাম সীমা।।
সেইত গরুড় বীরে বলিনু ডাকিয়া।
হনুমানে আন তুমি লঙ্কাতে যাইয়া।।
রাধাকৃষ্ণ ডাকিলেন কহিবে তাহারে।
শীঘ্রগতি আইস তুমি কহি সারাৎসারে।।
এতেক শুনিয়া তিঁহ গমন করিলা।
অপরূপ বর্ণন এই অভিরামলীলা।।
স্বরূপ করিয়া স্থায়ী শুন শ্রোতাগণ।
তবে সে পারিবে তাঁর লীলা আস্বাদন।।
শ্রীরামগোপাল বক্তা অভিরাম শ্রোতা।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ এই সাধনের কথা।।

কৃপা করি অভিরাম লিখান আমারে।
বুঝিতে না পারি কিছু কহি যে নির্দ্ধারে।।
পুনঃ আসি বেদগর্ভ হয়েন সহায়।
লিখিতে সন্দেহ হৈলে কহেন উপায়।।
তাঁহার চরণে আমি দণ্ডবত করি।
নৈষ্ঠিক ভজন এই কহি যে নির্দ্ধারি।।
যখন গরুড় বীর করেন গমন।
লঙ্কাতে যাইয়া পুনঃ করেন ভ্রমণ।।
পাক শাট মারি বীর বুলেন ভ্রমিয়া।
তখন জানিলা হনু সে সব গরিমা।।
দেখিয়া হনুরে গরুড় কহিতে লাগিলা।
রাধাকৃষ্ণ ডাকে তোমা কহিতে আইলা।।
শুনিয়া তখন হনু বলেন বচন।
কেমন সে রাধাকৃষ্ণ বলহ লক্ষণ।।
তখন বলিল গরুড় হনু বিদ্যমান।
পুনশ্চ কহিল তবে বীর হনুমান।।
গোপ অন্ন খায় সদা থাকে গোপ ঘরে।
সখাগণ লয়া নাকি ননী চুরি করে।।
গরুড় রাখাল সেই ফিরে বনে বনে।
তিলেক না রহে সেই সুজনের সনে।।
তাহার সমান শঠ নাহি ত্রিভুবনে।
পরকীয় রস সেই করেত যাজনে।।
রাখাল লইয়া তার দেখহ পিরীত।
পুনশ্চ গোপীকা মিলে রাধিকা সহিত।।
পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা তাহার অন্যত্র নাহি বাস।।
ব্রজ বন্ধুগণে সেইভাবে নিরবধি।
তার মধ্যে রাধিকার ভাবের অবধি।।
প্রৌঢ় নির্ম্মল রাগ প্রেম সর্ব্বোত্তম।
শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী আস্বাদনের কারণ।।

হেন সঙ্গ কৈছে আমি যাইব করিতে।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে দেখ তার নীতে।।
সদাই উৎকণ্ঠা তিঁহ শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া।
প্রেমিকার শিরোমনি বেশ বনাইয়া॥
কত রঙ্গি ভঙ্গি তার টেরছ চাহনি।
স্বপনেতে রাধাকৃষ্ণ আমি নাহি জানি॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ গরুড় চলিলা।
দ্বারকাতে গিয়া সব কহিতে লাগিলা॥
সে মর্ম্ম জানিয়া তার বলিনু বচন।
শুন ভায়া অভিরাম অপূর্ব্ব কথন॥
সেই নিষ্ঠা ভক্ত হয় বীর হনুমান।
রামসীতা মূর্ত্তি বিনা নাহি জানে আন॥
পুনশ্চ গরুড় বীরে বলিনু নির্ণয়।
রামসীতা নামে হনুর আনন্দ হৃদয়॥
এতেক শুনিয়া শীঘ্র গরুড় চলিলা।
লঙ্কাতে যাইয়া পুনঃ ভ্রমিতে লাগিলা॥
মালশাট মারি সেই বুলেন ভ্রমিয়া।
হেনকালে হনুমান দেখেন চাহিয়া॥
বজ্র বাঁটুল হনু তখন যে লইয়া।
গরুড়ের বক্ষ স্থলে আঘাত করিলা॥
বাঁটুল আঘাতে তিঁহ অস্থির হইলা।
হা রাম হা সীতা বলি ভূমিতে পড়িলা॥
রামসীতা শব্দ হনু শুনিয়া শ্রবণে।
এমন বন্ধুকে বধ করিনু কেমনে॥
বহু দিনে রাম নাম শুনাইলে মোরে।
প্রিয় বন্ধু বলি তারে করিল যে কোলে॥
অমৃত কুণ্ডের জল আনিয়া তখন।
মুখে জল দিতে সেই পাইল চেতন॥
পুনশ্চ কহেত হনু শুন প্রাণ সখা।
বহু ভাগ্যে তোমা সনে হৈল মোর দেখা॥

অপরাধ হৈল মোর করহ মোচন।
অহঙ্কার করি কৈনু পরমার্থ হিংসন॥
যার যেই পরিকর হয় সেইরূপ।
তব মুখে রাম নাম শুনি পাই সুখ॥
সর্ব্বাঙ্গ পুলক মোর রাম নামে হয়।
কহত গরুড় সখা আপন হৃদয়॥
কি কারণে আইলা তুমি কহত নিশ্চয়।
বিবরিয়া কহ মোরে শুনিব আশয়॥
তখন গরুড় বীর কহিতে লাগিলা।
রামসীতা তোমা লাগি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
এতেক শুনিয়া হনু করেন বিনয়।
শুনহ গরুড় সখা কহি যে নিশ্চয়॥
তব দ্বারে দেখ মোর হৈল অপরাধ।
মোর অপরাধ ক্ষমি করহ প্রসাদ॥
এতেক বলিয়া দুঁহে আলিঙ্গন কৈলা।
গরুড়ে বগলে ভরি গমন করিলা॥
শুন ভায়া অভিরাম কহি সারাৎসার।
পুনশ্চ অর্জ্জুন ভীমে কহিনু নির্দ্ধার।।
শীঘ্রগতি যাও দুঁহে স্নান করিবারে।
কামদেব আদি করি বলিনু সবারে।।
লক্ষ্মী সত্যভামা যত দ্বারকা নাগরী।
সবারে কহিনু আইস সীতা মূর্ত্তি ধরি।।
লক্ষ্মণ হইল দেখ ভায়া বলরাম।
সেরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছা হইলেন কাম।।
সীতা মূর্ত্তি রুক্মিনী আসি ধরিয়া তখন।
সে মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছা লক্ষ্মী আদিগণ।।
তবে ভীমার্জ্জুন গেলা করিবারে স্নান।
হেনকালে পথে পড়ে বীর হনুমান।।
দেখি ভীমার্জ্জুন তারে বলেন বচন।
পথ ছাড় হনুমান বলি যে এখন।।

কেমন চরিত্র তব কেমন আচার।
পথ মাঝে পড়ি রহ কেমন বিচার ॥
এতেক শুনিয়া হনু কহিতে লাগিলা।
আমাকে এতেক কেন ভর্ৎসনা করিলা ॥
ভাল হৈল দেখ দুঁহে যাহত লঙ্ঘিয়া।
নতুবা আমারে রাখ এক পাশ দিয়া ॥
শুনিয়া পুনশ্চ ভীম অর্জ্জুন তখন।
হনুকে লঙ্ঘিতে মনে বাঞ্ছে দুইজন ॥
তখন জানিলা সেই পবন কুমার।
শরীর হইল দীর্ঘ পর্ব্বত আকার ॥
দেখি ভীমার্জ্জুন তবে হয়েন বিস্ময়।
জানিনু শ্রীকৃষ্ণ আজি ইহার হৃদয় ॥
এত বলি নতি স্তুতি কৈল হনুমানে।
তখন জানিলা তিঁহ সে সব সন্ধানে ॥
ভীমার্জ্জুন লইয়া হনু কোলাকোলি কৈলা।
এক বগলেতে দুই বীরকে রাখিলা ॥
তবে পুনঃ হনুমান করেন গমন।
দ্বারকাতে গিয়া শীঘ্র করেন মিলন ॥
দর্শন করেন হনু উৎকণ্ঠা হইয়া।
তখন বুঝিনু তার সে মর্ম্ম জানিয়া ॥
ভূমে পড়ি দেখ হনু না করে প্রণাম।
সে সব চরিত্র দেখি অতি অনুপম ॥
শুন ভায়া অভিরাম কহি যে নিশ্চয়।
নিষ্ঠা ভক্ত হনুমানের জানিনু হৃদয় ॥
সীতা মূর্ত্তি নিরখয়ে বীর হনুমান।
মুরলী দেখিয়া মোর করয়ে সন্ধান ॥
জনক নন্দিনী সীতা দেখহ আমার।
পূর্ব্বাপর এক মূর্ত্তি আছয়ে তাহার ॥
কমললোচন রাম করেন চাতুরী।
মুরলী ধরেন কেন ধনুর্ব্বান ছাড়ি ॥
তখন জানিনু তার সেই সব মর্ম্ম।
নিষ্ঠা ভক্ত হইলে জানে গুরুর সে ধর্ম্ম ॥
গুরুর ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা করে নিরীক্ষণ।
তখন মুরলী আমি করিনু গোপন ॥
তবে হনুভূমে পড়ি প্রণাম করিয়া।
স্তব স্তুতি করে কত ক্ষিতি লুটাইয়া ॥
শ্রীনাথ জানকীনাথ সব তুমি বট।
শ্রীরামচরণে মোর মন হয় লট ॥
সদা জিহ্বা করে মোর রাম নাম গান।
শয়নে স্বপনে রাম করি যে ধিয়ান ॥
কমল লোচন পদে বিকিয়াছে মাথা।
ছাড়িতে না পারি পদ পাই বড় ব্যথা ॥
তখন জানিনু সেই হনুর চরিত।
মিলন করি যে শীঘ্র তাহার সহিত ॥
কোলেতে করিয়া তারে তুলি যে তখন।
বিবরিয়া কহি তাহা শুন আচরণ ॥
আজি কেন কহ হনু হৈলে তুমি ভারি।
বিবরিয়া কহ এবে বুঝিতে না পারি ॥
এতেক শুনিয়া হনু কহিতে লাগিলা।
ভীমার্জ্জুন তিনবীর বগলে রহিলা ॥
এত শুনি শীঘ্রগতি বলিনু তাহারে।
তিনবীর ছাড়ি দেহ কহি যে তোমারে ॥
তবে বীর হনুমান ছাড়িল তখন।
লজ্জিত হইয়া তিনে করেন গমন ॥
তবে বীর হনুমান করেন বিনয়।
তব ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা কে জানে নির্ণয় ॥
আপনি করায় কর্ম্ম আপনি সে দেখে।
অন্ধকে করায় চিত্র আপনি সে লেখে ॥
আপনি করাও কর্ম্ম আপনি সে ধর।
ঠক হাতে লড়ি দিয়া আপনি সে মার ॥

তোমার চরিত্র যত কহনে না যায়।
ব্রহ্মা আদি করি যাঁর সীমা নাহি পায় ॥
নীচ দ্বারে জাগ তুমি আপন গরিমা।
চিরকাল দেখি সব তোমার মহিমা ॥
সসাগরা পৃথিবী যেই করেন শাসন।
সে তিন বীরে এই করায় দলন ॥

তথাহি—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপাত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥

এতেক বলিয়া হনু করিলা গমন।
সেই অভিপ্রায় হরিদাসের করণ ॥
নিষ্ঠা ভক্ত হইলে জানে গুরুতত্ত্ব লীলা।
শুন ভায়া অভিরাম তোমারে কহিলা ॥
উৎকণ্ঠা আক্ষেপে শিষ্য করিছে ভজন।
হরিদাস উঠাইয়া কর আলিঙ্গন ॥
তখন গোসাঁই শুনি আনন্দিত হৈলা।
হরিদাসে আলিঙ্গিয়া কহিতে লাগিলা ॥
কহ হরিদাস তুমি নিজ বিবরণ।
কি ভাব্য ভাবনা কৈলে পড়িয়া এখন ॥
বাহ্য-অর্দ্ধ-অন্তর সে তিন দশা হয়।
বিবরিয়া কহ মোরে সে সব নির্ণয় ॥
বাহ্য দশাতে কর কেমন সাধন।
কহ কহ হরিদাস তাহার লক্ষণ ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ করেন বিনয়।
বুঝিতে না পারি কিছু সাধন নির্ণয় ॥
বাহ্যেতে প্রবর্ত্ত সদা করি দরশন।
যৈছে নাচায় তৈছে করি যে নর্ত্তন ॥
অর্দ্ধ বাহ্যেতে তাহা করি যে সাধন।
কভু গোপী মিলি কভু যাই গোচারণ ॥
তব ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা করি যে সাধনে।
অর্দ্ধ বাহ্যের এই শুনহ কারণে ॥
পুনশ্চ অন্তর দশা জানি যে নির্দ্ধার।
সখ্য ভাব সার মূর্ত্তি করি যে বিচার ॥
গৌরকান্তি দরশনে মন লয় বল।
ব্রজের মোহিনী বৃন্দা দেখিতে উজ্জ্বল ॥
নীলবস্ত্র পরিধান অধরে মুরলী।
পুরুষ প্রকৃতি রূপে করে নানা কেলি ॥
সেই বৃন্দাবতী গুণ কহনে না যায়।
সদাই করেন রাধাকৃষ্ণের সহায় ॥
সেখানে এখানে এক সমান করনি।
মালিনী দর্শনে উপাসনা তত্ত্ব জানি ॥
সেই উপাসনা বস্তু হয় রস কূপ।
নিজভাবে দেখ তাহা আরোপে স্বরূপ ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ যেই চরণার বৃন্দ।
কৃপা করি দিলা মোরে অভিরাম চন্দ্র ॥
রূপ স্বরূপ তব বিচারিলে জানি।
বিচারিলে উঠে এই অমৃতের খনি ॥
রূপ হৈতে স্বরূপ পাই স্বরূপের রাগ।
তাহে প্রবেশিলে লজ্জা ধৈর্য্য হয় ত্যাগ ॥
সেই ভাব সেই রূপ ধরিয়া তখন।
শ্রীকৃষ্ণে করিলা এই দেহ সমর্পণ ॥
কৃষ্ণে আলিঙ্গন কৈনু জনম সফলে।
এইত অন্তর দশা ভাব করি কোলে ॥
ভাবের স্বরূপ সেই গোপেন্দ্র নন্দিনী।
ভাব আস্বাদনে মিলে রাধাবিনোদিনী ॥
রসের স্বরূপ সেই যুগল কিশোর।
রস আস্বাদনে মিলে রসিক শেখর ॥
অন্তর দশার এই কহিনু করণ।
নিজভাবে কর সদা সাধ্য যে সাধন ॥

শুনহ গোসাঞিজীউ কহি সারাৎসার।
তোমার চরণ বিনা না জানি নির্দ্ধার ॥
তোমা বিনা কেহ মোর নাহিক গোসাঁঞি।
তব আজ্ঞাকারী আমি হই যে সদাই ॥
শুনিয়া তখন পুনঃ গোসাঁঞি কহিলা।
শ্রীরাম গোপাল লহ তোমারে দিইলা ॥
আমারে যেমন ভাব করিবে যখন।
শ্রীরামগোপাল লয়া করিবে তেমন ॥
সাক্ষাতে ব্রজের মোর শ্রীরামকানাই।
পুলিন ভোজন তিনে কৈলা এক ঠাঁই ॥
সাক্ষাতে দেখিলে তুমি সে সব আচার।
গোপালনগরে কর প্রকাশ দুঁহার ॥
সেথানে দুঁহারে লয়ে করহ গমন।
নিজ গুণ প্রকাশিবে দুঁহে দিয়া দরশন ॥
শ্রীরামগোপাল লয়া তবে হরিদাস।
[1]গোপালনগরে গেলা করিয়া বিশ্বাস ॥
দেখি গ্রামবাসীগণ আনন্দিত হইয়া।
বাসাঘর শীঘ্রগতি দিল যে করিয়া ॥
নিয়ম করিয়া কেহ সেবা নিয়োজিলা।
দধি-দুগ্ধ-ননী-ছানা আনিতে লাগিলা ॥
শ্রীরামগোপাল হরে সবাকার মন।
চমৎকার হয় সেই মধুর দরশন ॥
সেইত ব্রজের দেখ বটে দুটি ভাই।
হরিদাস প্রিয় তার বলিহারি যাই ॥
দুই ভাই বিনা হরিদাস নাহি জানে।
শয়নে স্বপনে ব্রজ ভাব আস্বাদনে ॥
শ্রীদাম অনুগ তিঁহ হয়েন সদাই।
ব্রজের আচার দেখ করেন তথাই ॥
কিবা রূপ কিবা বেশ দেখি মন হরে।
কেহ না চলয়ে তখন শ্রীকৃষ্ণনগরে ॥
গোপীনাথ পানে কেহ ফিরিয়া না চায়।
হেনকালে অভিরাম চিন্তেন উপায় ॥
কানু কৃষ্ণে ডাকি তবে কহিতে লাগিলা।
গোপীনাথ সেবা আমি তোমা নিয়োজিলা ॥
সেবার প্রতুল কিছু না হয় শুধার।
শ্রীরামগোপাল মন হরিল সবার ॥
গোপীনাথ সিদ্ধ দেখ স্থাপন আমার।
তাঁহার না হয় সেবা কেমন আচার ॥
শ্রীরামগোপাল করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
কানুকৃষ্ণ যাও দেখি তাঁদের সকাশ ॥
হরিদাসে ডাকি তুমি আনহ এখন।
অভিরামে ডাকে তোমা বলিবে বচন ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ গমন করিলা।
শীঘ্রগতি হরিদাসে ডাকিয়া আনিলা ॥
তবে হরিদাস আসি করেন বিনয়।
কিবা মনোবৃত্তি তব কহত নিশ্চয় ॥
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব সে কর্ম্ম।
তোমার প্রতিজ্ঞায় রাখ তোমার স্বধর্ম্ম ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ গোসাঞি কহিলা।
শ্রীরামগোপাল মন সবার হরিলা ॥
গোপীনাথ ঠাকুর দেখ আমার স্থাপিত।
তাহার না হয় সেবা হই যে ভাবিত ॥

১। গোপালনগর —হুগলী জেলায় অবস্থিত তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে ২০ এ বাসে দীঘরুই ঘাট পার হইয়া বাসে গোপালনগর যাওয়া যায়।

গোপাল নগর হৈতে যাহত উঠিয়া।
[1]গৌরাঙ্গপুরেতে রহ নগর ছাড়িয়া॥
এত শুনি হরিদাস করেন প্রণাম।
তুঁহার চরিত্র দেখি অতি অনুপম॥
শ্রীরামগোপালে তিঁহ কহিতে লাগিলা।
শুনি দুই ভাই তাহা আনন্দিত হৈলা॥
শীঘ্রগতি হরিদাস করহ গমন।
ভায়া অভিরাম বাক্য করহ পালন॥
পূর্ব্বাপর তাঁর লীলা কহনে না যায়।
নিজ গুণ প্রকাশিবে হইয়া সহায়॥
গৌরাঙ্গপুরেতে রহ বনাশ্রম করি।
তুঁহাকে লইয়া চল কহি যে নির্দ্ধারি॥
এখানে না রব মোরা তোমারে কহিলা।
তাহা শুনি হরিদাস কহিতে লাগিলা॥
কৃপা করি দুই ভাই যাইবে নিশ্চয়।
গৌরাঙ্গপুরেতে গিয়া হইবে উদয়॥
এত বলি দুটি ভাই লইয়া তখন।
গৌরাঙ্গপুরেতে শীঘ্র করিল গমন।
বনাশ্রম করি তাহা করেন নিবাস।
অতিথি না পায় তথা দেখি হরিদাস॥
দানী হয়ে পথ ব্রজে থাকেন বসিয়া।
অতিথি পাইলে পথে আনেন ধরিয়া॥
এই মত বনাশ্রমে রহে হরিদাস।
শ্রীরামগোপাল সেবা করেন প্রকাশ॥
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-ছানা আনি সর্ব্বলোক।
শ্রীরামগোপাল বসি দেখেন কৌতুক॥
মাধুরী গুণেতে সব সবাকার হরে।
দুটি ভাই দেখি কেহ নাহি যায় ঘরে॥
হরি হরি বলে লোক হইয়া উন্মত্ত।
বিস্তারি কহিব দুই ভ্রাতার মহত্ত্ব॥
শ্রীরামগোপাল অভিরাম ভিন্ন নয়।
সত্য সত্য বলি তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

তথাহি—

শ্রীকৃষ্ণঃ কায়কূহেন সখিকায়ে ভবিষ্যতি॥

অ অক্ষরে অভীষ্ট পূর্ব্ব সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভি অক্ষরে ভবিষ্যতা সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
রা অক্ষরে রাধা নাম কন্দর্প মোহিনী।
ম অক্ষরে হরে কৃষ্ণ ত্রিভুবন জিনি॥
গো অক্ষরে গোবিন্দ শাস্ত্রের প্রমাণ।
পা অক্ষরে পদ্ধতি সাধু শাস্ত্র জ্ঞান॥
ল অক্ষরে লুব্ধ মন মালিনীর সঙ্গে।
অতএব এক অঙ্গ হৈলা দুই অঙ্গে॥
অভিরাম লীলা এই কহনে না যায়।
ব্রজ লীলা প্রকাশিলা মালিনী সহায়॥
পশ্চাতে কহিব সব লীলার প্রকাশ।
হরিদাস গুণ আগে কহি যে নির্য্যাস॥
গৌরাঙ্গপুরেতে তিঁহ লয়া দুই ভাই।
একদিন অভিরাম গেলেন তথাই॥
তাঁরে দেখি হরিদাস আনন্দিত হৈলা।
চরণ ধৌত করি আসন যে দিইলা॥
আসনে বসিয়া তিঁহ বলেন বচন।
বনাশ্রম দেখি মোর উৎকণ্ঠিত মন॥
শীঘ্রগতি হরিদাস শুনহ আসিয়া।
শ্রীরামগোপাল সেব নগরে যাইয়া॥

১। গৌরাঙ্গপুর—হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে ২০ এ বাসযোগে দীর্ঘরুই ঘাট পার হইয়া বাসে গৌরাঙ্গপুর যাওয়া যায়।

[1]গৌরহাটী গ্রাম এই নিকটে দেখিয়ে।
দুটি ভাই লয়ে চল সেবা নিয়োজিয়ে॥
শুনি আনন্দিত মন হৈলা হরিদাস।
গৌরহাটী গ্রামে পুনঃ করেন প্রকাশ॥
নগরীয় লোক ডাকি কহে অভিরাম।
তোমাদের গ্রামে মোরা করিব বিশ্রাম॥
শ্রীরামগোপাল সেব গ্রামবাসীগণ।
নিজ পরিবার যৈছে কর আকিঞ্চন॥
এত শুনি গ্রামবাসী আইলা নিকটে।
কহিতে লাগিলা সবে আসি কর পুটে॥
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব সবাই।
গ্রামের সার্থক এই করিলে গোসাঞি॥
মো সবার ভাগ্যে তুমি হইলে উদয়।
শ্রীরামগোপাল মোরা সেবিব নিশ্চয়॥
সেবাতি রাখিয়া তুমি যাহত এখন।
তাহারে দিইব মোরা আনি প্রয়োজন॥
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া।
হরিদাসে দিয়াছি সেবা নিযুক্ত করিয়া॥
দানী হরিদাস বলি খ্যাতি যে হইলা
অতিথি না মিলে উপবাস যে করিলা॥
শুনি গ্রামবাসীগণ হইলা উল্লাস।
আমরা দিইব সেবা করিয়া প্রকাশ॥
এত বলি বাসা ঘর কৈলা গ্রামবাসী।
আনি আয়োজন কেহ দেয় রাশি রাশি॥
তবে তিনে বসি কৈলা পুলীন ভোজন।
সন্ধ্যাকালে কৈলা পুনঃ নাম সংকীর্ত্তন॥
নৃত্য কীর্ত্তন দেখে গ্রামবাসীগণ।
ভায়া অভিরাম সদা করেন গর্জ্জন॥
হুঙ্কার গর্জ্জনে সদা হয়ে পুলকিত।
হরি হরি বলি সবে হইল মূর্চ্ছিত॥
দেখি হরিদাস তাহা কীর্ত্তন রাখিলা।
গোসাঞি যাইয়া পুনঃ আসনে বসিলা॥
দেখি সর্ব্বলোক তাহা হইলা উল্লাস।
প্রসাদ আনিয়া পুনঃ দিলা হরিদাস॥
তবে সর্ব্বলোক আসি প্রসাদ লইয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেল গোপাল বলিয়া॥
শয়নে স্বপনে লোক দেখে দুটি ভাই।
শ্রীরামগোপাল বলি গায়েন সবাই॥
এই মত হরিদাস রহেন সেখানে।
পুনশ্চ গোসাঞি গেলা মালিনীর স্থানে॥
তখন মালিনীজীউ বলেন বচন।
শ্রীরামগোপাল কৈছে করিলে স্থাপন॥
তখন গোসাঞিজীউ কহিতে লাগিলা।
গৌরহাটী গ্রামে তার সেবা প্রকাশিলা॥
হরিদাস রহিলেন সেবাতে নিপুণ।
শ্রীরামগোপাল হরে সবাকার মন॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ মালিনী কহিলা।
নিষ্ঠা ভক্ত হরিদাস জানে ব্রজ লীলা॥
ব্রজের বসতি তিঁহ করিলা সদাই।
সাধন ভজন করে ব্রজ অনুযাই॥
শ্রীরামগোপাল লয়ে করেন বিহার।
সখ্যভাবে মত্ত সদা জানেন আচার॥
রাখাল ব্রজের বেশে শ্রীরামগোপাল।
দেখি হরিদাস প্রেমে সদা মাতয়াল॥
কহনে না যায় সেই দুঁহার চাতুরী।
হরিদাস দেখে সদা দুঁহার মাধুরী॥

১। গৌরহাটী—হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ। তথা হইতে বাসে গৌরহাটী যাওয়া যায়।

গোপবেশ করে নিত্য গোপের আশ্রয়।
সেই ভাব বর্ণ তাঁর হৃদয়ে স্ফুরয়॥
সাক্ষাতে সাধন করে বুঝি ব্রজ মর্ম্ম।
গোপবেশ বিনা সে না জানে কোন ধর্ম্ম॥
নিষ্ঠা চিত্ত হরিদাস জানেন আশ্রয়।
ব্রজেতে বসতি তিঁহ মানসে করয়॥
সাধ্য সাধন সেই করিল নির্য্যাস।
হরিদাস গুণ এই করিলে প্রকাশ॥
জয় শ্রীমালিনীনাথ করুণা সাগর।
পড়িয়া রহিল ভবে এ দীন পামর॥
কি করিব কোথা যাব কে হবে সহায়।
আপনি আসিয়া ইবে কহত উপায়॥
তবে সে তরিতে পারি মালিনীর নাথ।
মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাৎ॥
সাধন ভজন আমি কিছুই না জানি।
শয়নে স্বপনে স্মরণ অভিরাম মালিনী॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
শ্রীঅভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরামলীলা সুত্র বর্ণনে শ্রীহরিদাস
স্থাপন নামক অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

নবম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অভিরাম শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥
জয় গৌর ভক্তগণ করিয়া স্মরণ।
অভিরাম পদে মোর করহ বন্দন॥
অভিরাম তন্ত্র মন্ত্র অভিরাম ধ্যান।
ব্রজেতে প্রধান তিঁহ সবারে বলান॥
এবে কলি যুগে আসি হৈলা অবতীর্ণ।
অর্জ্জুনাকে দেখাইলা উপসনা চিহ্ন॥
অদ্যাবধি চূড়াধড়া বেত্র বংশী রয়।
সেই উপসনা বস্তু ধরিয়ে হৃদয়॥
এই উপাসনা বস্তু কহি সারাৎসার।
শ্রীরামকানাই পদে আশ্রয় নির্দ্ধার॥
শ্রীশ্যামসুন্দর তায় হয়েন ঠাকুর।
শ্রীহরিবল্লভ সহ গুণ যে প্রচুর॥
মদনমোহন সহ কর মোরে দয়া।
শ্রীচৈতন্য আসি মোরে দেহ পদছায়া॥
বেদগর্ভ আচার্য্য তায় করুণার সিন্ধু।
অভিরাম লীলামৃত চাখান এক বিন্দু॥
তাহাতে মালিনী আসি হয়েন সহায়।
লিখিতে সন্দেহ হইলে কহেন উপায়॥
শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া উল্লাস।
অভিরাম লীলা কিছু করি যে প্রকাশ॥
শিষ্য পুত্র দুই দেখ করিয়া বিচার।
শিষ্যেতে পুত্রের কার্য্য করেন নির্দ্ধার॥
একদিন অভিরাম ভ্রমণ করিয়া।
অদ্বৈত মন্দিরে তিঁহ রহেন যাইয়া॥
দেখি [১] সীতাঠাকুরাণী আনন্দিত হৈলা।
[২] অচ্যুত বিয়োগে তিঁহ কাঁন্দিতে লাগিলা॥

১। সীতাঠাকুরাণী—সীতাঠাকুরাণী শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী। সপ্তগ্রামের শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যারূপে প্রকট হন। দেবী পৌর্ণমাসী ও ব্রজের কনক সুন্দরী সখির মিলনেই সীতাঠাকুরাণী নামে ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে আবির্ভূতা হন।

২। অচ্যুত—অচ্যুত শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রথম পুত্ররূপে ১৪১৪ শকাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় আবির্ভূত হন। কার্ত্তিক ও ব্রজের অচ্যুতা গোপীর মিলনেই অচ্যুতানন্দের আবির্ভাব। অচ্যুতানন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য হন এবং প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে অবস্থান করেন।

তখন গোসাঞি শীঘ্র করিলা সঙ্কেত।
[1]কালিয়া কৃষ্ণদাস তবে হৈল উপনীত॥
কলিয়া কৃষ্ণদাস যদি গেলেন সেখানে।
তারে ডাকি অভিরাম বলেন সন্ধানে॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি সীতানাথ ঠাঁই।
অচ্যুতের প্রাপ্তি হইল কহিবে তথাই॥
মহাপ্রভু সনে তিঁহ রহে নীলাচলে।
পত্র লয়ে যাহ তুমি মিলিবে সকলে॥
এত শুনি কালিয়া কৃষ্ণ পত্র যে লইয়া।
শীঘ্রগতি নীলাচলে মিলিলেন গিয়া॥
দেখেন অদ্বৈত সনে নাচে গৌর রায়।
হেনকালে কালিয়া কৃষ্ণ পত্র যে দেখায়॥
সেই পত্র দেখি প্রভু উন্মত্ত হইলা।
ভাল হৈল অচ্যুতানন্দ অগ্রেতে চলিলা॥
[2]শ্যামদাস আচার্য্যে প্রভু বলেন তখন।
অচ্যুত বিয়োগে সীতা সংশয় জীবন॥
শ্যামদাস অচ্যুত হয়ে সাধ মাতৃকার্য্য।
এত বলি পাঠাইল অদ্বৈত আচার্য্য॥
শুনিয়া গেলেন তিঁহ সীতার নিকটে।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করি কর পুটে॥
কিসের লাগিয়া মাতা করহ রোদন।
শুনি সীতা ঠাকুরাণী বলেন তখন॥
কার মুখে দিব স্তন এ দুগ্ধ খাইতে।
শুনি শ্যামদাস তবে লাগিল কহিতে॥
তব স্তন পান আমি করিব এখন।
শুনি সীতা ঠাকুরাণী আনন্দিত মন॥
তবে স্তন পান তারে করান সাদরে।
শিষ্যেতে পুত্রের কার্য্য করে নিরন্তরে॥
এইত কহিলা গুরু শিষ্যের আচার।
পশ্চাতে কহিব তাহা করিয়া বিস্তার॥
তবে অভিরাম শীঘ্র করেন গমন।
পথেতে বাঙ্গাল কৃষ্ণদাসের মিলন॥
তিঁহ নতি স্তুতি করি বলেন বচন।
অস্পর্শী পামর মুই করহ তারণ॥
তোমার শরণ যোগ্য নহি মুই ছার।
কৃপা করি নিজ গুণে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি অভিরাম করেন আশ্বাস।
দীক্ষামন্ত্র দিয়া পুনঃ করেন প্রকাশ॥
শুনহ বাঙ্গাল কৃষ্ণ আমার বচন।
গোপীনাথ সেবা তুমি করহ স্থাপন॥
[3]শ্রীপাট খোঙালুকে গিয়া করহ নিবাস।
গোপীনাথ সেব তথা করিয়া বিশ্বাস॥
এত শুনি কহে সে বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস।
তুমি চল মোর সঙ্গে করিব প্রকাশ॥
ব্রজের বান্ধব তুঁহে জানিয়া সন্ধান।
তথাপি তোমারে সবে করেন সম্মান॥
সম্মানিক হইলে জানে সম্মান তাহার।
তুঁহার করিব সেবা জানিব আচার॥

১। কালিয়া কৃষ্ণদাস—কালিয়া কৃষ্ণদাস দ্বাদশ গোপালের একজন। পূর্ব্বে ব্রজে লবঙ্গ সখা ছিলেন। আকাই হাটে তাহার শ্রীপাট। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন।

২। শ্যামদাস আচার্য্য—শ্যামদাসাচার্য্য ইতি ছোট শ্যামদাস নামে খ্যাত। ইহার পরিচিতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

৩। শ্রীপাট খোঙালু—শ্রীপাট খোচালু হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারা হইয়া খোঙালু যাওয়া যায়।

পুনশ্চ গোসাঞি শুন আনন্দিত হইয়া।
খোডালুক গ্রামেতে দুঁহে মিলিলা আসিয়া॥
দেখ গ্রামবাসীগণ আনন্দিত হৈলা।
বাসাঘর শীঘ্রগতি করিয়া দিইলা॥
তবে গ্রামবাসীগণ আনি আয়োজন।
গোসাঁঞি নিকটে লয়া দিইলা তখন॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী দেখি গোসাঞি কহিল।
অপূর্ব্ব সামগ্রী গ্রামবাসী আনি দিল॥
এ সব সামগ্রী লইয়া দেহ গোপীনাথে।
ভোজন করাতে তুমি যাহ যে তুরিতে॥
এত শুনি বাঙ্গাল কৃষ্ণ বলেন বচন।
একত্র হইয়া দুঁহে করহ ভোজন॥
তবে সে হইবে বাঞ্ছাপূর্ণ যে আমার।
আপনি আসিয়া কর সেবা অঙ্গীকার॥
এত শুনি অভিরাম গোপীনাথ লইয়া।
ভোজনে বসিলা দুঁহে আনন্দিত হইয়া॥
ভোজন চাতুরী দুঁহার কহনে না যায়।
পুলীন ভোজন যৈছে দেখি অভিপ্রায়॥
সে বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস আনন্দিত মন।
গোপীনাথ লয়া তিঁহ করেন সেবন॥
সে সব চরিত্র ইবে শুন শ্রোতাগণে।
কৃষ্ণদাস বাঙ্গাল বলি ঘোষে সর্ব্বজনে॥
বাঙ্গাল দেশের সেই হয় কৃষ্ণদাস।
খোডালুকে কৈলা গোপীনাথের প্রকাশ॥
ব্রজভাবে গোপীনাথ করেন সেবন।
সদাই রহেন তিঁহ সেবাতে মগন॥
বেশভূষা করে তিঁহ নিজভাব ধরি।
হেনকালে শঙ্খ লয়া গেল এক নারী॥
এক পাশে তবে নারী রহিল দাঁড়ায়া।
গোপীনাথ বেশ ছাড়ি দেখেন চাহিয়া॥
সেবা ক্রটী হইল বলি করেন বিচার।
এমন পাপীষ্ঠ চক্ষু হইল আমার॥
সেবা ছাড়ি কেন চক্ষু যাহ অন্য স্থানে।
রতির চাঞ্চল্য হয় বেশ্যার সমানে॥
দেহ শুদ্ধ নহে তার শুদ্ধ নয় রতি।
আপনা না জানে সেই হয় কোন জাতি॥
সেই অভিপ্রায় মোর হইল এখনে।
সেবা ছাড়ি প্রকৃতি আমি হেরিব কেমনে॥
এতেক শুনিয়া সেই যুবতী চলিলা।
দেখিয়া বাঙ্গাল কৃষ্ণ তখন উঠিলা॥
পিছে পিছে তার গৃহে করেন গমন।
বাঙ্গালে দেখিয়া সব দিলা যে আসন॥
স্তব স্তুতি করি সবে করেন বিনয়।
গৃহের সার্থক আজি সাধুর উদয়॥
কৃপা করি আইলে এই পামর তারিতে।
কি কার্য্য করিব মোরা বলহ তুরিতে॥
সে সব আশয় বাঙ্গাল কহেন শুনিয়া।
কোন নারী সেবাকালে গেল শঙ্খ লয়া॥
নিভৃতে তাহারে আমি করিব দর্শন।
তবে সে হইবে তৃপ্ত মোর দুষ্ট মন॥
কায়মনোবাক্যে আমি করিব ঐক্যতা।
গোপীনাথ সেবা ছাড়ি আইলাম হেথা॥
শুনিয়া তখন গৃহ পরিবার গণ।
বাঙ্গালে ডাকিয়া কহে মধুর বচন॥
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব সে কর্ম্ম।
তুমিত ঠাকুর বট জান ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
এত বলি সেই নারী নিভৃতে পাঠাইলা।
তখন বাঙ্গাল কৃষ্ণ সেখানে চলিলা॥
নারী পাশে গিয়া তিঁহ বলেন বচন।
বিবস্ত্রা হইয়া তুমি দাঁড়াও এখন॥

মোর পাপচক্ষু দেখ আকর্ষণ কৈলা।
তোমার দর্শন লাগি এখানে আইলা॥
এতেক শুনিয়া নারী করেন বিনয়।
বিবস্ত্রা হইতে মোর কাঁপিছে হৃদয়॥
বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস তার শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিলা তারে নিজ বিবরণ॥
মন স্থির কর তুমি শুনহ বচন।
দূরে থাকি করি অঙ্গ তোমার দর্শন॥
শুনিয়া বিবস্ত্রা নারী হইল তখন।
দেখিয়া বাঙ্গাল তবে করিলা গমন॥
গৃহে আসি কৈলা দুই চক্ষুর তাড়ন।
গোপীনাথ দেখি তাহা বলেন তখন॥
কি কার্য্য করিলে তুমি কহত নির্ণয়।
বুঝিতে না পারি কিছু তোমার আশয়॥
শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় দু নয়ন।
সামান্য উত্তম দুই করে নিরীক্ষণ॥
সামান্য জানিলে জানে উৎকৃষ্ট বিহিত।
আনন্দে করুক সেই সে প্রেম পরীত॥
সহজ মানুষ প্রায় করে আচরণ।
তারে বলে সর্ব্বলোক করে কুকরণ॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত দেখ দুই দেহ হয়।
সাধ্য বিনে অপ্রাকৃত কভু না মিলয়॥
তৎভাবে ভাবিত চিত্ত হয় সর্ব্বকাল।
আপনার রাগে চিত্ত করিয়ে মিশাল॥
শ্রুতিগণ গোপীকার অনুগত হয়ে।
বৃন্দাবনে ক্রীড়া কৈলা গোপীদেহ পেয়ে॥
অনুগত বিনে কার্য্য কভু সিদ্ধ নয়।
শুনহ বাঙ্গাল কৃষ্ণ কহি যে নিশ্চয়॥
আপনা সাধক জ্ঞান করে যেইজন।
সামান্যে উত্তম তার হয় উদ্দীপন॥
সেই উদ্দীপন বলি শুনহ কথন।
রতির স্বভাবে কৃষ্ণ করেন স্ফুরণ॥
মুরলীর ধ্বনি বসন্ত কোকিল আর।
চন্দ্র দরশন আদি বহুত প্রকার॥
এ সব দেখিলে কৃষ্ণ হয় উদ্দীপন।
শুনহ বাঙ্গাল কৃষ্ণ আমার বচন॥
কেন বা অন্ধক হৈলে কহত নির্দ্ধারি।
কহনে না যায় কিছু তোমার চাতুরী॥
মোর সেবাচর্য্যা আর করিবে কেমনে।
তুমিত বসিয়া অন্ধ রহিলে এখনে॥
তোমার করিবে কেবা সেবার সহায়।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার উপায়॥
শুনিয়া বাঙ্গাল তখন হইলা ভাবিত।
গোপীনাথ বাক্যে তিঁহ হইলা মূর্চ্ছিত॥
তখন জানিলা সেই মালিনীর নাথ।
শীঘ্রগতি মিলিলেন বাঙ্গালের সাথ॥
দেখিলেন বাঙ্গাল আছে মূর্চ্ছিত হইয়া।
তাহারে উঠাইলা আসি হস্তেতে ধরিয়া॥
চৈতন্য করিয়া তারে বলেন বচন।
মূর্চ্ছিত হইলে তুমি কিসের কারণ॥
ইহার আশয় কিবা কহিবে আমারে।
বিবরিয়া কহ মোরে করি সারাৎসারে॥
শুনিয়া বাঙ্গাল কৃষ্ণ বলেন তখন।
আপনি আপন চক্ষু করিনু তাড়ন॥
গোপীনাথ সেবা মুই করিব কেমনে।
অন্ধক হইয়া এই রহিনু এখানে॥
কি করিব বল মোরে মালিনীর নাথ।
কৃপা করি এ পতিতে কর আত্মসাৎ॥
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি কহিলা।
সেবাকালে গোপীনাথে দেখিতে পাইবা॥

পিতাপুত্রে যৈছে লোক করে ব্যবহার।
তৈছে গোপীনাথ সনে তোমার আচার॥
এখন সেবাতে তুমি হওত নিপুণ।
প্রকাশ করিলা তোমা গোপীনাথ গুণ।
সংসারেতে যশকীর্ত্তি রহিল তোমার।
গোপীনাথ কৈলা এই তোমা অঙ্গীকার॥
গোপীনাথ ঠাকুর হয় জগত জীবন।
অন্ধকে দিইলা চক্ষু দেখে তারাগণ॥
আর পুনঃ কহে সেই মালিনীর নাথ।
থাকহ বাঙ্গাল তুমি গোপীনাথ সাথ॥
গোপীনাথ সেবা তুমি করিবে যখন।
সেকালে দেখিতে পাবে সেবার নিয়ম॥
অলকা তিলকা আদি করিবে সুঠাম।
গোপীনাথ শোভা দেখি নব ঘনশ্যাম॥
সাক্ষাতে ব্রজের নাথ হইলা উদয়।
দেখিয়া বাঙ্গাল তাহা আনন্দ হৃদয়॥
এই মত বাঙ্গাল রহে গোপীনাথ লয়ে।
হেনকালে অভিরাম বলেন ডাকিয়ে॥
শুনহ বাঙ্গাল তুমি আমার বচন।
বিবরিয়া কহি শুন সাধ্য সাধন॥
মায়ীক ভূতের নাহি কৃষ্ণ শ্রোতৃগান।
ইহার প্রমাণ সত্য ভাগবত পুরাণ॥
শাস্ত্র ভয়ে যেইজন করয়ে ভজন।
বৈধি ভক্তি বলি তারে পুরাণে লিখন॥
অতএব বৈধিভাব সকল ছাড়িবে।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা মনেতে চিন্তিবে॥
যত্ন করি নিজভাব করিবে গ্রহণ।
পঞ্চভাবে গোপীনাথ করহ সেবন॥
পঞ্চভাবে অধিকারী রাধাঠাকুরাণী।
সে সব প্রসঙ্গে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥
সেই উপাসনা বস্তু হয় রস রূপ।
নিজভাবে দেখ তাহা আরোপ স্বরূপ॥
একদিন নারদ গেলা নন্দের ভবন।
দেখিয়া যশোদা তারে দিলেন আসন॥
আসনে বসিয়া মুনি বলেন তখন।
দেখিব যশোদাদেবী তোমার নন্দন॥
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তোমার মন্দিরে।
দেখাও তাঁহার পদ রাখিব অন্তরে॥
তোমাকে কহিতে তেঁই আইনু যশোদা।
রাধিকাকে আন তুমি করিয়া মর্য্যাদা॥
দুর্ব্বাসার বরে রাধা নিষ্ট হস্তা হয়।
তাঁর হস্তে কৃষ্ণ যদি ভোজন করয়॥
দেহ পুষ্ট হয় আর পরমায়ু বাড়ে।
এইত রাধিকাগুণ বলিনু তোমারে॥
এতেক বলিয়া মুনি করিলা গমন।
হেনকালে কুন্দলতা মিলিল তখন॥
দেখিয়া তাহারে কহে যশোদা সুন্দরী।
বৃষভানুপুরে তুমি যাহ শীঘ্র করি॥
পত্র এক লয়া দিবা কীর্ত্তিকার পাশ।
রাধিকা পাঠাবে তিঁহ হইয়া উল্লাস॥
শুন কুন্দলতা এই কহিনু নিশ্চয়।
রাধিকা আনহ গিয়া হইয়া সদয়॥
এত শুনি কুন্দলতা গমন করিলা।
কীর্ত্তিকার কাছে পত্র তখন দিইলা॥
সন্তুষ্টা কীর্ত্তিকাদেবী পত্র যে পাইয়া।
কুন্দলতা সনে রাধা দিলেন পাঠাইয়া॥
শীঘ্রগতি গেলা রাধা নন্দের ভবন।
দেখিয়া যশোদাদেবী আনন্দিত মন॥
রাধিকা লইয়া শীঘ্র বলেন তখন।
তোমার হস্তেতে কৃষ্ণ করিবে ভোজন॥

তখন রাধিকা শুনি কহিতে লাগিলা।
আমারে এতেক কেন তাড়না করিলা ॥
কোন গুণে কৃষ্ণে আমি করাব ভোজন।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
জগতের নাথ তিঁহ রসিক শেখর।
গোপ গোপাল সঙ্গেতে রহে নিরন্তর ॥
সদাই রসিক তিঁহ রসিক সুজন।
অশেষ বিশেষে রস করেন চর্ব্বন ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ কহে যশোমতী।
পাকক্রিয়া তুমি রাধা কর শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া রাধিকা তবে বলেন হাসিয়া।
পাকক্রিয়া আয়োজন দেহত আনিয়া ॥
তখন যশোদাদেবী আনন্দিত হৈলা।
একে একে সামগ্রী সব দিইতে লাগিলা ॥
তবে পাকক্রিয়া রাধা করেন তখন।
ক্ষণেকে অনেক দ্রব্য করেন রন্ধন ॥
দুর্ব্বাসার বরে তিঁহ মিষ্ট হস্তা হয়।
তাঁহার হস্তেতে কৃষ্ণ ভোজন করয় ॥
অন্ন ব্যঞ্জন রাধা শ্রীকৃষ্ণে দিইলা।
ভোজন করিতে কৃষ্ণ তখন বসিলা ॥
দেখিয়া রাধিকাজীউ করেন স্তবন।
সুস্বাদ হইও সব অন্ন যে ব্যঞ্জন ॥
পুত্রভাবে স্নেহ করে রাধিকা সুন্দরী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ অনেক চাতুরী ॥
সে সব রহস্য কথা কি কহিব আর।
পশ্চাতে কহিব তাহা করিয়া বিস্তার ॥
ভোজন করিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
মন্দিরে গেলেন তিঁহ করিতে শয়ন ॥
তখন যশোদাদেবী আনন্দিতা হৈলা।
কৃষ্ণের শরীর পুষ্ট ভোজনে দেখিলা ॥
পরশ করিলে রাধা ধরে কত গুণ।
এখনি করাব কৃষ্ণ সনেতে মিলন ॥
এতেক বলিয়া দেবী যশোদা ত্বরিত।
কহিতে লাগিলা রাণী রাধিকা সহিত ॥
তোমার চরিত্র রাধা কহনে না যায়।
তুমি লক্ষ্মীরূপা হও দেখি অভিপ্রায় ॥
তোমার হস্তেতে কৃষ্ণ ভোজন করিয়া।
শরীরের পুষ্টি হইল দেখিনু বুঝিয়া ॥
পরশ করহ রাধা শ্রীকৃষ্ণ আমার।
ঘুষিবে সে তব গুণ জগত সংসার ॥
এতেক শুনিয়া রাধা করেন বিনয়।
শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শিতে মোর কোন শক্তি হয় ॥
পুনশ্চ শুনিয়া তারে কহেন যশোদা।
রাখিতে হইবে রাধা আমার মর্য্যাদা ॥
শুনিয়া রাধিকাজীউ আনন্দিত মন।
শয়ন মন্দিরে কৃষ্ণ করেন স্পর্শন ॥
দেখিয়া যশোদাদেবী আনন্দিত হয়া।
মন্দিরে কপাট শীঘ্র দিলেন যাইয়া ॥
রাধাকৃষ্ণের কৌতুক সেই শুনে যশোমতী।
পশ্চাতে কহিব তাহা দুঁহার পিরীতি ॥
রাধিকা গেলেন তবে যশোদা নিকটে।
দেখিয়া যশোদাদেবী কহে কর পুটে ॥
বহু ভাগ্যে রাধা তুমি আমার আলয়।
তোমার হস্তেতে কৃষ্ণ ভোজন করয় ॥
দিন পাঁচ সাত থাক আমার মন্দিরে।
পত্র যে পাঠাই আমি বৃষভানুপুরে ॥
এতেক শুনিয়া রাধা বলেন তখন।
সেখানে আমার মাতা করিবে রোদন ॥
ত্বরায় যাইব আমি কহি যে নিশ্চয়।
শুনিয়া যশোদা তার সম্মান করয় ॥

কুন্দলতা সনে রাধা দিলা পাঠাইয়া।
ত্বরায় কীর্ত্তিদা গৃহে মিলিলা আসিয়া॥
দেখিয়া কীর্ত্তিদাদেবী আনন্দিত মনে।
কুন্দলতা লইয়া দেবী বসিলা আসনে॥
দুঁহাতে অনেক হইল কথোপকথন।
তবে কুন্দলতা পুনঃ বলেন বচন॥
শীঘ্রগতি যাব আমি যশোদার পাশ।
আমার বিলম্বে তিঁহ করিবে হুতাশ॥
এত বলি কুন্দলতা গমন করিলা।
আসিয়া যশোদাসহ মিলন করিলা॥
তখন যশোদাদেবী বলেন বচন।
পৌর্ণমাসী ডাকি তুমি আনহ এখন॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধ লাগি কহিব তাহারে।
সকলের শ্রেষ্ঠ তিঁহ জানি যে নির্দ্ধারে॥
রাধিকারে বধূ আমি করিব কেমনে।
পরামর্শ করি দেখি পৌর্ণমাসী সনে॥
সকলের প্রিয় তিঁহ জানয়ে সবাই।
বৃষভানুপুরে তাঁরে দিব যে পাঠাই॥
রাজ অধিকারী তিঁহ বৃষভানু ঘোষ।
দুঁহাতে সমান বটি নাহি কিছু দোষ॥
এত শুনি কুন্দলতা করিলা গমন।
পৌর্ণমাসী ডাকি শীঘ্র আনিলা তখন॥
দেখিয়া যশোদাদেবী দিইলা আসন।
যশোদা পুনশ্চ তাঁরে বলেন বচন॥
শুন পৌর্ণমাসী তুমি আমার আশয়।
রাধিকাকে বধূ মোর করহ নিশ্চয়॥
এত শুনি পৌর্ণমাসী কহিতে লাগিলা।
হেন বাক্য কেন তুমি যশোদা কহিলা॥
বুঝিনু সকল আমি তোমার আশয়।
পর প্রেম যত প্রিয় নিজ প্রেম নয়॥
যে কর্ম্ম বাঞ্ছহ তুমি শুনহ যশোদা।
তাহাতে কুখ্যাতি হবে না রবে মর্য্যাদা॥
এত বলি কুন্দলতা যশোদা সন্তোষী।
নিজ কুঞ্জে গিয়া তিঁহ ভাবে অনর্নিশি॥
কি করিব কোথা যাব কে হবে সহায়।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কেবা ঘটনা করায়॥
হেনকালে গেল তথা বৃন্দাঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ প্রিয়গণের তিঁহ সুপ্রিয়বাদিনী॥
শ্রীদামের শক্তি বৃন্দা জানেন নির্ণয়।
দিবরাত্রে যত লীলা ব্রজে মাত্র হয়॥

তথাহি—শ্রীগোপাল চম্পকে—
দিবা গোষ্ঠে চ গোপালঃ কামিনী রাসমণ্ডলে।
পূর্ব্বে বৃন্দাবতী খ্যাতা ইদানীং মালিনী স্মৃতা॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বৃন্দাবতী প্রিয়।
মনোবৃত্তি বুঝি বৃন্দা তাহার আশ্রয়॥

তথাহি—
বৃন্দাবতী বনস্থানে মন্ত্রার্পিতা ভবিষ্যতি।
পৌর্ণমাসী চ সংযুক্তা রাধিকাশ্রয়তি॥
সিদ্ধমন্ত্র বৃন্দাকে দিলা পৌর্ণমাসী।
মন্ত্র বলে বনদেবীগণ তার দাসী॥
সেই মন্ত্র কিবা হয় কেহ নাহি জানে।
রাধাকৃষ্ণ যত লীলা কহে তার কানে॥
জয় জয় বীরা বৃন্দা কৃষ্ণ প্রিয়োত্তমা।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করে অতি মনোরমা॥
তবে পৌর্ণমাসী কহে শুন বৃন্দাবতী।
রাধাকৃষ্ণ অনুরাগ বাড়য়ে সম্প্রতি॥
বাহ্য অন্তর দুই স্থাপন করিবে।
আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধিকা হইবে॥

পতি উপপতি দুই করিবে স্থাপন।
স্বকীয়া পরকীয়া রস করাবে যাজন॥
চল বৃন্দাবতী যাই জটিলার ঘরে।
পুনশ্চ যাইব দুঁহে বৃষভানুপুরে॥
এত বলি পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে লইয়া।
তখন জটিলা গৃহে কহেন যাইয়া॥
তোমার পুত্রের বিয়া দেহত জটিলা।
শুনিয়া জটিলা তখন কহিতে লাগিলা॥
কার কন্যা বল বধু হইবে আমার।
শুনি পৌর্ণমাসী তবে কহেন নির্দ্ধার॥
বৃষভানু রাজকন্যা রাধিকা সুন্দরী।
হয় নয় দেখ তুমি মনেতে বিচারি॥
শুনিয়া জটিলা তখন বলেন বচন।
তব বাক্য পৌর্ণমাসী না করি হেলন॥
তব আজ্ঞাকারী আমি হই সর্ব্ব দিনে।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালনে॥
এত শুনি পৌর্ণমাসী আনন্দিত হৈলা।
বৃষভানুপুরে তবে গমন করিলা॥
কীর্ত্তিকার গৃহে গিয়ে করেন মিলন।
রাধিকার বিবাহ লাগি বলেন তখন॥
শুনিয়া কীর্ত্তিকাদেবী করেন বিনয়।
কোথায় করিবে কন্যা কহত নির্ণয়॥
এত শুনি পৌর্ণমাসী কহিতে লাগিলা।
জাবট জটিলা গৃহে সম্বন্ধ করিলা॥
এত শুনি কীর্ত্তিকাদেবী বলেন তখন।
তুমি যা করিবে তাহা কে করে লঙ্ঘন॥
এই মতে পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে লইয়া।
পরকীয় রস স্থায়ী করিল যাইয়া॥
স্বকীয় সম্বন্ধে কৃষ্ণ করিলে বারণ।
পরকীয় সম্বন্ধে কৃষ্ণ করান মিলন॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া উল্লাস।
অভিরাম লীলা এই করি যে প্রকাশ॥
আপনি গোসাঞিজীউ হইয়া সহায়।
আপনি আপন গুণ প্রকাশ করায়॥
সাধ্য সাধন সেই অপূর্ব্ব কথন।
কৃপা করি অভিরাম করান বর্ণন॥
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে যৈছে পাইলে সহায়।
তৈছে অভিরাম আসি আপনি লেখায়॥
নানা কর্ম্ম করি সদা মন স্থির নয়।
মালিনীর নাথ তায় হৃদয়ে স্ফুরয়॥
কি করিতে কিনা করি লাগয়ে সন্দেহ।
পৌগণ্ড বয়সে মোরে কৈলা অনুগ্রহ॥
চূড়া ধড়া বেত্র বাঁশী দেখি মন হরে।
সখা সখী লইয়া তথা নানা লীলা করে॥

তথাহি—

শ্রীকৃষ্ণঃ বিলাস নিমিত্তেন পুরুষাঙ্গং।
পরিক্ষিপ্ত স্ত্রীয়োহঙ্গং প্রকাশিতং॥
পুরুষ প্রকৃতি তিঁহ দুইরূপ হয়।
সে সব দেখিয়া মোর আনন্দ হৃদয়॥
কভু গোপী মিলে কভু মিলে ত গোপাল।
সকলের প্রিয় তিঁহ বলায় রাখাল॥
গোপীগণ মধ্যে প্রিয় হয় বৃন্দাবতী।
রমনীর শ্রেষ্ঠা তিঁহ হয়েন যুবতী॥

তথাহি—

বৃন্দাবতী গৌরবর্ণা চিত্রবস্ত্র সুশোভিতা।
স্বর্ণভূষা পুষ্পমালা বিভূতিমোহিনী বরা॥
ষট কোন্ সম্মুখে কোনে শ্রীবৃন্দাবতী চ রূপিনী।
দিব্য রূপধরা সিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনধীশ্বরী॥

অথ বৃন্দাযূথনির্ণয়—

কৌশল্যা কামিনী কন্যা কুমুদীরাগ মল্লিকা।
শারকান্তা ষড়েতাশ্চ যূথ পূর্ব্ব নিগন্ততে॥
সেই বৃন্দাবতী মোর হয়েন সহায়।
রাধাকৃষ্ণ লীলা তিঁহ ঘটনা করায়॥
সেই সব লীলা সদা করি নিরীক্ষণ।
শয়নে স্বপনে সদা করি যে সাধন॥
যৈছে সঙ্গ তৈছে ভাব হয় যে উদয়।
ভাব আস্বাদিতে তাহা বাউল করয়॥
অপযশ সংসারেতে রহিল আমার।
ক্ষুদ্র জীব হয়া করি এ সব আচার॥
প্রেম অনুরাগে কৃষ্ণ না পাই দেখিতে।
উৎকণ্ঠা হয় তার সেবা প্রকাশিতে॥
তবে দুই শ্রীবিগ্রহ করিনু প্রকাশ।
অহর্নিশি করি প্রেম সেবন উল্লাস॥
বস্ত্র অলঙ্কার বেশভূষণ করিলা।
সেবন করিতে পূর্ব্ব দুঃখ দূরে গেলা॥
দেখিলে বাঁচয়ে প্রাণ না দেখিলে মরি।
অতএব অভিরাম প্রকাশ যে করি॥
এই অভিরাম লীলা হয় অকৈতব।
স্বরূপ ব্যতিরেকে তাহা নহে অনুভব॥
স্বরূপ করিয়া স্থায়ী শুন শ্রোতাগণ।
তবে সে পারিবে তাঁর লীলা আস্বাদন॥
অভিরাম বক্তা তায় শ্রোতা যে মালিনী।
সে সব প্রসঙ্গে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥
সেই উপাসনা বস্তু হয় রস কূপ।
নিজভাবে দেখ তাহা আরোপে স্বরূপ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ যেই চরণার বৃন্দ।
কৃপা করি দিলা মোরে অভিরামচন্দ্র॥

একদিন কৌতুকেতে মালিনী কহিলা।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ এক মনেতে পড়িলা॥
তব নাম ছাড়ি শিষ্য লয় কৃষ্ণ নাম।
বুঝিলাম না পাবে সেহ বৈকুণ্ঠ ধাম॥
গুরু বস্তু না জানিয়া করে কৃষ্ণ ভক্তি।
তাহে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে যায় অধোগতি॥
না জানিয়ে নাম লয় স্বর্গবাস যায়।
কৃষ্ণের নিকটে সেই যাইতে না পায়॥
গুরু ছাড়ি কৃষ্ণ সেবা করয়ে ভজন।
নিশ্চয় জানিহ তার নরকে গমন॥

তথাহি—

তুলসী সেবা হরিহর ভক্তির্গঙ্গাসাগর-সঙ্গম মুক্তিঃ।
কিমধিকং কৃষ্ণে ভক্তির্নগুরোরধিকং নগুরোরধিকং॥
নাম রূপী হয় গুরু রূপী নাম।
সেইত চৈতন্য সঙ্গে ভাই অভিরাম॥
অভিরাম দেহে সদা চৈতন্য বিলাস।
প্রভু নিত্যানন্দ মুখে শুনিনু নির্য্যাস॥
একদিন আছি গৃহে করিয়া শয়ন।
আধ আধ নিদ্রা মোরে কৈল আকর্ষণ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ কহেন আসিয়া।
অভিরাম লীলা লিখ এখন উঠিয়া॥
সকলের প্রিয় দেখ ভাই অভিরাম।
তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা অতি অনুপম॥
এক দেহে দুই দেহ সহজে মিলানী।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করেন আপনি॥
সেই সব লীলা লেখ করি সারাৎসার।
মালিনী করেন সেই বৃন্দের আচার॥
যৈছে বৃন্দা তৈছে দেখ হয়েন মালিনী।
রাধিকার প্রিয় তিঁহ হয় সোহাগিনী॥

তবে বৃন্দাবতী গেলা পৌর্ণমাসী লয়া।
জাবটে জটিলা পাশ মিলিলা যাইয়া॥
সব গোপগণে ডাকি আনিলা তখন।
সবাই করহ সূর্য্য পূজার নিয়ম॥
সূর্য্য পূজা কৈলে গোবৎস বিবর্দ্ধয়।
পুত্র কন্যা সবাকার আয়ু যে বাড়য়॥
ইহা শুনি গোপনারী আনন্দিতা হৈল।
সূর্য্য পূজা লাগি পৌর্ণমাসীকে কহিল॥
কেবা আনুকুল্য করি করাবে পূজন।
শুনি পৌর্ণমাসী তবে বলেন তখন॥
ফল পুষ্পরত্নাদি দিবে আনাইয়া।
কন্যা বধূ এই ব্রত করিবে যাইয়া॥
গৌরী আরাধনা সবে করিবে সেখানে।
ললিতা বিশাখা আদি যত গোপীগণে॥
সকলে আনিবে হেথা বৃন্দা হৈলা দূতী।
শুনিয়া জটিলা তারে করে নতি স্তুতি॥
মোর বধূ লয়া তুমি করাহ পূজন।
রাধিকারে তাঁর হস্তে কৈলা সমর্পণ॥
এই মত ব্রজের যুবতী সব লইয়া।
সূর্য্য পূজা ছলে বৃন্দা যায় যে লইয়া॥
গোবর্দ্ধন নিকটে পূজা করে আরাধন।
সেখানে শ্রীকৃষ্ণসহ রহে সখাগণ॥
তখন শ্রীদাম সখা জানিয়া সন্ধান।
সবারে লইয়া শীঘ্র করেন পয়ান॥
দিবারাত্রে যত লীলা ব্রজে মাত্র হয়।
শ্রীদামের অগোচর কোন লীলা নয়॥
দেখি বৃন্দাবতী ডাকে শ্রীমধুমঙ্গল।
সূর্য্য পূজা কর তুমি গোপীর সকল॥
শুনিয়া রাখাল সব আনন্দিত হৈলা।
শ্রীমধু মঙ্গলে ডাকি কহিতে লাগিলা॥
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া তুমি করহ গমন।
হুঁহাতে আনিবে সূর্য্য পূজা আয়োজন॥
শ্রীমধু মঙ্গল শুনি আইলা ত্বরিত।
শ্রীকৃষ্ণ মিলান তথা গোপীর সহিত॥
শ্রীমধু মঙ্গল রহে কুন্দলতা আড়ে।
এ মর্ম্ম রসিক বিনে কে বুঝিতে পারে॥
সূর্য্য পূজা ছলে গোপী শ্রীকৃষ্ণ মিলিয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেল আনন্দিতা হইয়া॥
তখন নাগর কৃষ্ণ কুঞ্জেতে আছিলা।
শ্রীমধুমঙ্গল গিয়া শ্রীকৃষ্ণে মিলিলা॥
হুঁহে লয়া গেল সব পূজার আয়োজন।
সখাগণ মিলি সবে করেন ভোজন॥
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত ছানা অনেক প্রকার।
শরীর হইল তৃপ্ত ভোজনে সবার॥
এইমত ছলে বৃন্দা করান ঘটনা।
কহনে না যায় যত বৃন্দার মন্ত্রনা॥
বৃন্দার সেবিত সেই হয় বৃন্দাবন।
বৃন্দা আজ্ঞাকারী আদি পশুপক্ষীগণ॥
শারীশুক কোকিলাদি ময়ূর ময়ূরী।
রাধাকৃষ্ণলীলা দেখি বুলে নৃত্য করি॥
বিস্তারি কহিব তাহা শুন শ্রোতাগণ।
বৃন্দার আশ্রিত হয়া করিব বর্ণন॥
বৃন্দা অনুগত এই কহি সারাৎসার।
এবে সে গৌরাঙ্গসহ জাহ্নবী নির্দ্ধার॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে কৈলা লীলার প্রকাশ।
দেখিয়া মহান্তগণ হইলা উল্লাস॥
দ্বাদশ গোপাল আর মহান্তের গণ।
শ্রীকৃষ্ণনগর কৈলা গুপ্ত বৃন্দাবন॥
গৌরাঙ্গের মনোবৃত্তি জানিয়া সন্ধান।
নবনী-ভক্ষণ-লীলা কৈলা অভিরাম॥

রাসাধিক লীলা পুনঃ করেন মালিনী।
সে সব প্রসঙ্গে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥

তথাহি—
পুরা ব্রজাঙ্গনা যোষিৎ ইদানীং পুরুষোঽভবৎ।
যোষিত যস্মাৎকলৌ বিষ্ণুস্ততোহিপুরুষোঽঙ্গনা॥
সেই পুরা ব্রজাঙ্গনা গৌরাঙ্গের সঙ্গে।
গৌর মনোবৃত্তি বুঝি বুলে নানা রঙ্গে॥

তথাহি—
যতঃ পুংসাংপ্রকৃত্যাদৌ শ্রীরাধাপ্রাপ্তি লালসৈঃ।
পূর্ব্বে গোপীগণাঃ সর্ব্বে স্বরূপং বত কুর্ব্বতে॥
প্রকৃতির পরিতোষ করায় প্রকৃতি।
অতএব হৈলা কৃষ্ণ আপনি প্রকৃতি॥
প্রকৃতি মায়ায় সৃষ্টি হয় যায় রয়।
ঈশ্বর আরাধিক্য যেহ প্রকৃতি আশ্রয়॥
সেইত চৈতন্য প্রভু হয়ে শিরোমনি।
সে সব প্রসঙ্গে উঠে অমৃতের খনি॥
দয়াল চৈতন্য তিঁহ রসিক সুজন।
অশেষ বিশেষে রস কৈলা আস্বাদন॥
মানুষ সহজ প্রায় করেন আচার।
পশ্চাতে কহিব তাহা করিয়া বিস্তার॥
একদিন বৃন্দাবতী গোপীকা লইয়া।
সূর্য্য পূজা ছলে কৃষ্ণ দিলেন মিলিয়া॥
সে সব বারতা শুনি জটিলা তখন।
মোর বধূ দ্বিচারিণী দেখিব কেমন॥
সকলে কুখ্যাতি তার করয়ে সংসারে।
কৈছে সূর্য্য পূজা করে কেমন আচারে॥
এতেক বলিয়া পিছে যায় যে জটিলা।
তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধা কুঞ্জেতে মিলিলা॥
সে রস কৌতুক তথা জটিলা দেখিয়া।
কুঞ্জের দ্বারেতে শীঘ্র বসিল যাইয়া॥
তখন রসিক রায় চিন্তেন উপায়।
গৌরী দেহে আবির্ভূত হইয়া কহায়॥
গৌরী পিছে থাকি কৃষ্ণ বলেন তখন।
জটিলা পুত্রের দেখি সংশয় জীবন॥
সে বর প্রার্থনা যদি করয়ে আমারে।
তবে শিশুবৎস তার রাখিব সবারে॥
শুনিয়া জটিলা তাহা হইলা ভাবিত।
গৌরী আরাধনা তবে করেন ত্বরিত॥
কি করব বল দেবী কি হবে উপায়।
রাধিকা সঁপিনু আমি তোমার সেবায়॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া।
জটিলাকে কহে পুনঃ চাতুরী করিয়া॥
শুনহ জটিলাদেবী আমার বচন।
সূর্য্য পূজা কৈলে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
তোমার পুত্রের বিঘ্ন না থাকিবে আর।
তোমার বধুর গুণ ঘুষিবে সংসার॥
ইহার হস্তের দ্রব্য অমৃতের প্রায়।
বর মাগি যাহ তুমি হইবে সহায়॥
শুনিয়া জটিলা বহু করেন স্তবন।
প্রত্যহ করিবে বধু আসিয়া পূজন॥
গো বৎস আদি মোর চিরজীবি হয়।
এই বর দেহ দেবী কহিনু নিশ্চয়॥
এতেক বলিয়া গৃহে চলিলা জটিলা।
শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ কুঞ্জেতে রহিলা॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা সেই হয় অকৈতব।
জটিলা তাহার কৈছে পাবে অনুভব॥
দুষ্ট লোকে রাধিকার করে অপমান।
তখন জানিলা কৃষ্ণ সে সব সন্ধান॥

নাগর নাগরী দুঁহে রসিক সুজন।
অশেষ বিশেষে রস করে মূর্ত্তিমান॥
সে রস আশ্রয় বিনা ব্রজ প্রাপ্তি নহে।
সত্য সত্য বলি তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥

তথাহি—শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—
তত্তৎভাব মাধুর্য্যাদি শ্রুতিধৈর্য্যাদপেক্ষতে।
নাত্রশাস্ত্রং যুক্তিশ্চ তল্লাভঃ প্রীতিলক্ষণঃ॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে কৃষ্ণ প্রতি আশা।
লোভেতে হরিল চিত্ত কি আর জিজ্ঞাসা॥
বিবরিয়া বলি তাহা শুন শ্রোতাগণ।
অভিরাম লীলা এই অপূর্ব্ব কথন॥
একদিন দেখ কৃষ্ণ করেন চাতুরী।
রাধিকাকে কহে কৃষ্ণ গেঁড়ু কৈল চুরী॥
যশোদা নিকটে গোপীগণ সব গেল।
তখন নাগর কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিল॥
ধূলায় ধূসর হয়া করেন রোদন।
দেখিয়া যশোদা দেবী বলেন তখন॥
কহ কৃষ্ণ কি কারণে রোদন করয়।
গোপীগণ দেখ মোর আইল আলয়॥
গোপীরে দেখিয়া বুঝি করহ জঞ্জাল।
কেন বা আপদার ইবে করয়ে ছাওয়াল॥
ইহার বিশেষ কিবা বলহ এখন।
কেন বা এতেক কৃষ্ণ করহ রোদন॥
শুনিয়া তখন কৃষ্ণ বলেন বচন।
গেঁড়ুয়া আমার গোপী লইল এখন॥
হয় নয় দেখ মাতা আপনি সাক্ষাতে।
তখন গোপীরে দেবী লাগিলা কহিতে॥
কেমন চরিত্র দেখি তোমা সবাকার।
তুম্ভের ছাওয়ালে কেন কাঁদাও আমার॥

এতেক শুনিয়া গোপী বলেন বচন।
গেঁড়ুয়া লইব মোরা কিসের কারণ॥
তখন রসিক রায় কহিতে লাগিলা।
কাঁচলি ভিতরে গেঁড়ু রাধিকা রাখিলা॥
হয় নয় দেখ মাতা আপনি এখন।
কাঁচলি ঝাড়ুক দেখি সব গোপীগণ॥
এতেক শুনিয়া কহে যশোমতী মাতা।
কাঁচলি দেখহ ঝাড়ি বৃষভানু সুতা॥
শুনিয়া রাধিকাজীউ কাঁচলী ঝাড়িতে।
গেঁড়ুয়া পড়িল তার কাঁচলি হইতে॥
দেখিয়া যশোদা তাহা করেন ভৎর্সন।
কাঁচলি ভিতরে গেঁড় রাখ কি কারণ॥
বুঝিলাম নষ্ট বুদ্ধি তোমা সবাকার।
তুম্ভের ছাওয়াল সনে এমন আচার॥
তোমরা আমার কৃষ্ণে না করিহ সঙ্গ।
সাক্ষাতে দেখিনু আমি সবাকার রঙ্গ॥
কান্দিয়া বেড়ায় কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর।
বোধ না করহ গোপী সবে হও পর॥
পর কি জানয়ে দেখ পরের বেদন।
এতেক শুনিয়া গোপী করেন গমন॥
নিজ নিজ গৃহে গোপী তখন চলিলা।
এখানে যশোদা দেবী গৃহেতে রহিলা॥
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া তবে করান শয়ন।
কুম্ভলয়ে গেলা জল আনিতে তখন॥
সেখানে গোপীকা রহে শ্রীকৃষ্ণ সহিত।
দেখিয়া যশোদা মিলে গোপীরে ত্বরিত॥
কোথায় পাইলে কৃষ্ণ কহ গোপীগণ।
অপূর্ব্ব মাধুরী এই কৃষ্ণের বরণ॥
তোমাদের এই কৃষ্ণ দেহ একবার।
পুনশ্চ দিইব আমি কহিনু নির্দ্ধার॥

একবার এই কৃষ্ণ লইয়া যাই ঘরে।
ঘুষিবে গোপীর গুণ গোকুল নগরে ॥
তখন গোপীকা শুনি করেন বিনয়।
আমাদের কৃষ্ণ লয়া যাও যে নিশ্চয় ॥
বিধাতা নির্ম্মিত কৃষ্ণ দিইনু তোমারে।
আনিয়া না দিলে কৃষ্ণ যাব তব ঘরে ॥
এতেক বলিয়া গোপী শ্রীকৃষ্ণ দিইলা।
আনন্দে যশোদাদেবী কোলেতে করিলা ॥
কৃষ্ণ কোলে করি দেবী ঘরেতে আসিলা।
আপন ছাওয়াল কৃষ্ণে বুলেন খুঁজিয়া ॥
এই মত ঘরে ঘরে করেন গমন।
নিজ কৃষ্ণে না পাইয়া বলেন তখন ॥
গোকুলনগরে দেখ আছয়ে সবাই।
কোথাকারে গেলা কৃষ্ণ দেখিতে না পাই ॥
এত শুনি গোপনারী কহিতে লাগিলা।
কেনবা যশোদা তুমি বাউল হইলা ॥
যে কৃষ্ণ খুঁজহ তুমি সেই কৃষ্ণ কোলে।
ইহার আশয় কিবা কহ কৌতুহলে ॥
তখন যশোদা শুনি বলেন কাঁদিয়া।
এ কৃষ্ণ গোপীর দেখ আনিনু মাগিয়া ॥
আমার বৎস কৃষ্ণ শয়নে আছিলা।
কোন পথে দুষ্ট লোক চুরি যে করিলা ॥
এ কৃষ্ণ এখনি গোপী লইবে আসিয়া।
হেনকালে গোপীগণ মিলিল যাইয়া ॥
দেখিয়া গোপীরে রাণী করেন সম্মান।
তোমাদের এই কৃষ্ণ মোরে দেহ দান ॥
এতেক শুনিয়া গোপী বলেন বচন।
তোমারে দিইনু কৃষ্ণ করহ পালন ॥
সেই রাধাকৃষ্ণ লীলা কহনে না যায়।
বৃন্দাবতী আসি মোর হয়েন সহায় ॥

একদিন দেখ কৃষ্ণ নন্দের ভবনে।
রাধিকা সতীত্ব সেই করেন রক্ষণে ॥
ব্যাধি ছল করি কৃষ্ণ আছেন শয়নে।
দেখিয়া যশোদা তাহা করেন ক্রন্দনে ॥
গোপ গোপী আসি সব দেখেন তখন।
হেনকালে বৈদ্য হয়া গেলা নারায়ণ ॥
তাহাকে দেখিয়া গোপ গোপীর আনন্দ।
কহিতে লাগিলা সবে দেখ কৃষ্ণচন্দ্র ॥
তখন নাগর বৈদ্য খড়ি যে পাতিয়া।
কহিতে লাগিলা সব চাতুরী করিয়া ॥
দৈব ব্যাধিতে পড়ে এই নন্দের নন্দন।
গোপ জাতি মধ্যে সতী হয় যেই জন ॥
আভা কলসী করি জল আনিবে তুলিয়া।
সহস্র ধারাতে দিবে স্নান যে করিয়া ॥
তবে সে হইবে ভাল নন্দের নন্দন।
তখন যশোদাদেবী করেন রোদন ॥
কেবা সতী আছে এই গোপের রমণী।
সবে দধি-দুগ্ধ লয়ে করে বেচা কিনি ॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা বিনা কিছুই না জানে।
ক্রয় বিক্রয় দ্বারে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানে ॥
সেখানে তখন ছিল জটিলা কুটিলা।
কলসী লইয়া জল আনিতে চলিলা ॥
আভা সে কলসী তায় যমুনার জল।
পরশ করিতে তার খসিল সকল ॥
জটিলা কুটিলা তথা লজ্জিতা হইলা।
নিজ গৃহে দুইজন গমন করিলা ॥
পুনশ্চ যশোদাদেবী বলিল সবারে।
কেবা সতী আছ যাও জল আনিবারে ॥
শুনিয়া তখন কেহ উত্তর না দিল।
পুনশ্চ রসিক বৈদ্য খড়ি যে পাতিল ॥

লগ্ন স্থির করি বৈদ্য বলেন বচন।
রাধিকা বলায় সতী খড়ি যে এমন ॥
তখনি যশোদা কহে কাতর হইয়া।
মোর পুত্রদান রাধা দেহত্ত যাইয়া ॥
আগু কলসী লয়া জল আনহ আপনি।
রমণীর শ্রেষ্ঠা তুমি হও শিরোমনি ॥
এতেক শুনিয়া রাধা করেন বিনয়।
সংসারে কুখ্যাতি দেখ আমার করয় ॥
এ কর্ম্ম কেমনে আমি করিতে যাইব।
ছিদ্র কুম্ভ মধ্যে জল আনিতে নারিব ॥
তখন যশোদা শুনি বলেন বচন।
সহায় হইয়া কৃষ্ণে বাঁচাও এখন ॥
কৃষ্ণ কর্ম্ম কৈলে কভু কুখ্যাতি না হয়।
শুনিয়া তখন রাধা আনন্দ হৃদয় ॥
কৃষ্ণ প্রণমিয়া রাধা কলসী লইয়া।
যমুনার জল আনে কলসী পুরিয়া ॥
সহস্র ধারাতে জল লইয়া তখন।
স্নান করাতে কৃষ্ণ পাইল চেতন ॥
সে সব দেখিয়া লোক হয়্যা চমৎকার।
রাধিকার গুণ গায় জগৎ সংসার ॥
ধন্য ধন্য বলি রাধা বলে সর্ব্বজন।
সে মর্ম্ম জটিলা শুনি আনন্দিত মন ॥
রাধিকা লইয়া সবে করেন সম্মান।
সত্য সত্য বলে তাহা বেদ আর পুরাণ ॥

তথাহি—
দেবীকৃষ্ণময়ী রাধারাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্বজন সংমোহিনীবরা ॥
পরম দেবতা সেই রাধিকা সুন্দরী।
শ্রীদাম অনুজা তিঁহ কহি যে বিস্তারি ॥

যৈছে ভ্রাতা তৈছে ভগ্নি হয় রসকূপ।
ভাব আস্বাদনে দুঁহা একুই স্বরূপ ॥

তথাহি—
কামবাণেনজ্বরিতোঽতিক্ষীণঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ।
শ্রীদামেন রাধায়াম্ সংযুক্তঃ প্রাণপরিত্যাগঃ ॥
পঞ্চভাব অধিকারী হয়েন শ্রীদাম।
এবে সে গৌরাঙ্গ সঙ্গে ভায়া অভিরাম ॥

তথাহি—অষ্টকে—
রাধিকাঙ্গরত্নতুল্য দিব্যবর্ণ সুন্দরঃ।
সর্ব্বসাধু যুক্ত নিত্য রাধিকাত্ম সোদরঃ ॥
নিত্যকাল নৃত্যগীতি গৌরনাম কীর্ত্তনঃ।
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নাম ভক্তি বন্দনঃ ॥
রাধিকার অঙ্গ সেই শ্রীদাম ঠাকুর।
রত্নতুল্য দিব্যবর্ণ দেখি সুমধুর ॥
সর্ব্ব সাধু যুক্ত নিত্য রাধা সহোদর।
নিত্যকাল নৃত্যগীত গৌরাঙ্গ অন্তর ॥

তথাহি—
গোষ্ঠনাথ পুত্র সঙ্গে সর্ব্ব কার্য্য সাধনঃ।
প্রেম পূর্ণ গৌরচন্দ্র ভক্তিরত্ন ভূষণঃ ॥
শ্রীবৃন্দাত্ম দাস বর্গ সর্ব্ব ভাব পোষণঃ।
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নামভক্তি বন্দনঃ ॥
গোষ্ঠনাথ পুত্র সঙ্গে সর্ব্বকার্য্য কৈলা।
প্রেমপূর্ণ গৌরচন্দ্র সঙ্গেতে মিলিলা ॥
ভক্তিরত্ন ভূষণ সদা পঞ্চভাব হয়।
বৃন্দাত্ম দাসবর্গ সর্ব্বভাব উদয় ॥

তথাহি—
গৌরহস্ত ভ্রান্তি নিত্যানন্দ হস্ত স্কন্ধকঃ।
পূর্ব্ব জন্ম দীর্ঘ গর্ব্ব গৌরভাব পোষকঃ ॥

অদ্ভুত আত্মবৈভব লোক হর্ষ বর্দ্ধনঃ।
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নাম ভক্তি বন্দনঃ॥
ব্রজের নিগূঢ় বস্তু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
অভিরাম লয়ে তিঁহ রহে নিরন্তর॥
ব্রজের আচার সেই না জানয়ে অন্ধে।
গৌর হস্ত ভ্রান্তি নিত্যানন্দ হস্ত কন্ধে॥
পূর্ব্ব জন্ম দীর্ঘ গর্ত্ত ভাবের পোষণ।
অদ্ভুতাত্মা বৈভব লোকের হর্ষণ॥
ব্রহ্মাদি যোগী যাহা না পায় যে ধ্যানে।
হেন লীলা করে গৌর অভিরাম সনে॥
তথাহি—
গৌর প্রেমমত্ত নিত্যানন্দ ভ্রান্তি পূজিতঃ
স্বপ্রণাম মাত্র কৃষ্ণ বিগ্রহাদি ভেদিতঃ।
গৌর গৌর শব্দ সর্ব্বকালযুক্ত ভাষণঃ
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নাম ভক্তি বন্দনঃ॥
গৌর প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দেরে পূজিলা।
প্রণাম করিতে কৃষ্ণ বিগ্রহ ভেদিলা॥
গৌরী গৌর শব্দ বিনা নাহি জানে আন।
গৌর মনোবৃত্তি বুঝি করে প্রেমদান॥
তথাহি—
মালিনী নিবাসত্রাস নাত্র শাস্ত্র সাধনঃ
নৃত্য পৃষ্ঠ পক্ষ ভুরিবাহু কাষ্ঠ ধারণঃ।
সুপ্রভাব নৃত্য সর্ব্বলোক হর্ষ বর্দ্ধনঃ
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নাম ভক্তি বন্দনঃ॥

যেকালে যেমন লীলা হয় যে উদয়।
কৌতুকাদি কৃষ্ণ সঙ্গে তেমন করয়॥
পৃষ্ঠ বাহুক হয়া কেলি শ্রান্ত কৈলা।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম নিত্য সেবিতে লাগিলা॥
দেখিতে অদ্ভুত আত্মা বৈভব বিলাস।
অভিরাম শক্তি সেই মালিনী প্রকাশ॥

তথাহি—

মালিনী প্রভাব সত্ব প্রভাবেন মণ্ডিতঃ
রাধিকাব্রজেন্দ্র শুদ্ধ প্রেমদান পণ্ডিতঃ।
তদ্বিলাস দিব্যভাব সর্ব্ব জগদ্ব্যাপনঃ
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নাম ভক্তি বন্দনঃ॥
মালিনী প্রভাব সাত্বিক প্রভাবে উদয়।
ব্রজেন্দ্র সুন্দরী রাধা জানিবে নিশ্চয়॥
প্রেমদানে পণ্ডিত সে হয়েন মালিনী।
তদ্বিলাসী দিব্যভাব জগতে বাখানি॥
এই উপাসনা বস্তু সাধন নির্দ্ধার।
মালিনীর আশ্রিত হয়ে কহি সারাৎসার॥
যে কিছু কহিনু এই মালিনীর গুণে।
সদাই রাখি যেমন তাঁহার চরণে॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণদাস
বাঙ্গাল সহ বিলন নাম নবম পরিচ্ছেদ
সমাপ্ত।

দশম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অভিরাম শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥
জয় জয় গৌরভক্ত করুণাসাগর।
সবার চরণ রেণু শিরে রহে মোর॥
মো হেন পাপীষ্ঠ দেখ নাহি ত্রিভুবনে।
পাপ আত্মা নরাধম হই দীন হীনে॥
কঠিন শরীর তাহে লোকে উপহাস।
নীচ দ্বারা অভিরাম করেন প্রকাশ॥
তাঁর ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা দেখিয়া আকুল।
বাহ্য অন্তর দুই হয় সমতুল॥
সদাই উন্মত্ত প্রেমে হয় মাতোয়ার।
ব্রজবাসী মিলি সদা করেন বিহার॥
সে সব চরিত্র তাঁর বর্ণিব কেমনে।
হেনকালে অভিরাম বলেন বচনে॥
কেন বা হইলে শিষ্য এমন ভাবিত।
সাক্ষাতে ব্রজের দেখ সে প্রেম পিরীত॥
সেই ব্রজবাসীগণ এ গৌড় ভুবনে।
মোর নাম ভাব লয়া করহ মিলনে॥
দ্বাদশ গোপাল আর মহান্তের গণ।
সবাই সঞ্চারি শক্তি করেন স্থাপন॥
যার যেই পরিকর হয় সেই রূপ।
তাহারে জানিহ তুমি সেই রস কূপ॥
সেই সব পরিকরে মিলহ সদাই।
মোর ক্রিয়া মুদ্রা লয়ে সেব অনুযাই॥
কোন কোন দ্বারে রহে কেমন আচার।
ভাব আস্বাদনে তাহা জানিবে নির্দ্ধার॥
ঠাকুরের পুত্রের যদি ভাঙ্গে ঠাকুরাল।
তথাপি ঠাকুরালী চাল থাকে চিরকাল॥
যেমন বীজেতে জন্ম সেই গুণ ধরে।
সিংহী দুগ্ধ পানেও শৃগাল নিজ শব্দ করে॥
সামান্য উত্তম দুই করিয়ে বিচার।
বিবরিয়া কহি শিষ্য শুনহ নির্দ্ধার।
সামান্য জানিলে জানে উৎকৃষ্ট বিহিত।
আনন্দে করুক সেই সে প্রেম পিরীত॥
কাননের মধ্যে এক রহে সিংহ রায়।
ক্ষুধায় সিংহী তারে কহিল উপায়॥
প্রসব হইয়া আমি খাইতে না পাই।
শিকার করিয়া আন উদর পুরাই॥
এতেক শুনিয়া সিংহ চলিল তখন।
অন্য বনে গিয়ে রব করে যে ভীষণ॥
শব্দ শুনি পশুগণ ধাইয়া পলাল।
শৃগাল শাবক মাত্র এক সম্মুখে পড়িল॥
সেই শিশু লয়া সিংহ আনিল তখন।
সিংহীর নিকটে আনি কৈল সমর্পণ॥

জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত। অজ্ঞরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত॥
রাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা। সেই ক্ষণে তেঁহ তথা অদর্শন হৈলা॥
লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে। কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোনখানে॥
চিন্তায় আকুল লোকনাথে নিরখিয়া। শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া॥
এই উমরাও গ্রামে বিপিনে বসতি। এই যে কিশোরী কুণ্ড এথা মোর স্থিতি॥

ক

করালা—পীগ্রামের নিকট অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

দেখ এই কামাই, করালা গ্রামদ্বয়। কামাই গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয়॥
ললিতার স্থান এই করালা গ্রামেতে। লুধোলী গ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে॥
এই করালা গ্রামেতে চন্দ্রাবলী স্থিতি। করালায় পুত্র গোবর্দ্ধন যার পতি॥
* * * *
গোবর্দ্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিত। সখীস্থলী গ্রামে কভু রহে করালাতে।
পদ্মা আদি যূথেশ্বরী রহি এই ঠাঁই। কৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই॥
ওই যে পিয়াসো গ্রামে কৃষ্ণ পিয়াস হৈল। বলদেব আনি জল কৃষ্ণে পিয়াইল॥

কালীয় হ্রদ—কালীয় হ্রদ বৃন্দাবনে দ্বাদশ আদিত্য টিলার নিকটে অবস্থিত। এখানে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সমাধি বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ কালে কালীয় নাগকে অনুগ্রহ করেন।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে

কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া। কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া॥
কালীয় দমন করে কালিন্দীর জলে। কালি সর্প ফনে নাচে দেখয়ে সকলে॥
কালীয় সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা। এথা হইতে রমনক দ্বীপে পাঠাইলা॥
এ কালীয় হ্রদে স্নানাদিক করে যে। অনায়াসে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সে॥
বিষ্ণুলোকে যায় তথা দেহত্যাগ হৈলে। পুরানে কহয়ে আর নানা ফল মিলে॥
যে কদম্বে চড়ি কৃষ্ণ হ্রদে ঝাঁপ দিলা। সে বৃহৎ বৃক্ষে শোভা শাস্ত্রে প্রকাশিলা॥

কাম্যবন—কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রভৃত লীলাস্থল বিদ্যমান। এতদ্বিষয়ে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গের বর্ণন যথা—

"এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর। করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর॥
অহে শ্রীনিবাস, দেখ 'বিষ্ণু সিংহাসন'। 'শ্রীচরণকুণ্ড' এথা ধুইল চরণ॥
দেখ মহাতেজোময় 'শিব কামেশ্বর'। 'গরুড়-আসন-স্থান' অতি মনোহর॥
'শ্রীধর্ম্মকুণ্ড'—ধর্ম্মরূপে নারায়ণ। এথা বিলসয়ে শোভা না হয় বর্ণন॥
এই ত 'বিশোকা' নাম বেদী সবে জানে। 'পঞ্চ পাণ্ডবের কুণ্ড' দেখ এইখানে॥
এই 'মনি কর্ণিকা' সকল লোকে গায়। বিশ্বনাথ প্রভাবাদি অনেক এথায়॥

এ 'বিমল কুণ্ড' স্নানে সর্ব্বপাপ ক্ষয়। এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়॥
বিমল কুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়। এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায়॥
দেখহ 'যশোদা কুণ্ড' পরম নির্ম্মল। এথা গোচারয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল॥
দেখহ 'নারদ কুণ্ড'—নারদ এথানে। হৈল মহা অধৈর্য্য কৃষ্ণের লীলা গানে॥
এই যে 'কামনা কুণ্ড' জানে সর্ব্বজনা। এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা॥
এই 'সেতুবন্ধ কুণ্ড'—ইথে বহু কথা। সমুদ্র বন্ধন লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা॥
এই 'লুকলুকান মিচলী স্থান' হয়। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয়॥
মিচলীর অর্থ—নেত্র মুদ্রিত এথানে। লুকলুকানীতে সুখ বাঢ়ে লুকায়নে॥
'লুকলুকানী মিচলী কুণ্ড' সুশোভয়। এ অতি নিবিড় বন অন্ধকারময়॥
দেখ 'কাশীকুণ্ড-গয়া-প্রয়াগ-পুষ্কর। গোমতী-দ্বারকাকুণ্ড' নির্জ্জন সুন্দর॥
এই 'তপকুণ্ড'—মুনি তপস্যার স্থান। এই 'ধ্যান-কুণ্ড'—কৃষ্ণ কৈল রাধাধ্যান॥
'শ্রীচরণ-চিহ্ন' দেখ পর্ব্বত উপরে। এই 'ক্রীড়াকুণ্ডে' কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে॥
শ্রীদামাদি 'পঞ্চ গোপকুণ্ড' মনোহর। 'ঘোষরাণীকুণ্ড' এই পরম সুন্দর॥
ঘোষরাণী যশোধর গোপের দুহিতা। গোপরাজ কন্যার বিবাহ দিল এথা।
দেখহ 'বিহ্বলকুণ্ড'—রাই এইখানে। হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ-মুরলীর গানে॥
এই 'শ্যামকুণ্ড'—এথা শ্যাম রসময়। রাধিকার পথপানে নিরখিয়া রয়॥
'শ্রীললিতাকুণ্ড', এ 'বিশাখাকুণ্ড' নাম। এথা দোঁহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ মনস্কাম॥
দেখ 'মানকুণ্ড'—রাধা মানিনী এথায়। মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক কথায়॥
এ 'মোহিনী কুণ্ডে' কৃষ্ণ মোহিনী হইলা। যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা॥
দেখ এ 'মোহিনীকুণ্ড' 'গোদোহন স্থান'। 'বলভদ্র কুণ্ড' এই—ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
এই 'সূর্য্যকুণ্ড'—'কৃষ্ণকুণ্ড'—সন্নিধানে। কৃষ্ণে স্তুতি কৈলা সূর্য্য রহি এইখানে॥
'চন্দ্রসেন পর্ব্বতে' এ 'পিছলিনী শিলা'। এথা সখা-সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা॥
ভঙ্গিতে বসিয়া 'খর্ব্ব পর্ব্বত' উপরে। পিছলি নামযে—ঐছে পুনঃ পুনঃ করে॥
দেখ 'গোপিকারমন কামসরোবর'। কে বর্ণিতে এথা যে বিলাস মনোহর॥
এই 'কামসরোবর' মহাসুখময়। কামসরোবরে কামসাগর কহয়॥
দেখহ 'সুরভি কুণ্ড'—শোভা অতিশয়। গো-গোপ সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয়॥
এই 'চতুর্ভুজ কুণ্ড'—পরম নির্জ্জন। এথা যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন॥
দেখহ 'ভোজন স্থলী'— কৃষ্ণ এইখানে। করিলেন ভোজন কৌতুক সখাসনে॥
দেখহ 'বাজন শিলা' অহে শ্রীনিবাস। এথা নানা বাদ্যে হয় সবার উল্লাস॥
'পরশুরাম' স্থিতি স্থান করহ দর্শন। এথা সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ॥
এ 'সন্তনকুণ্ড', 'বেদকুণ্ড', 'দামোদর'। এ 'গন্ধর্ব্বকুণ্ড' 'পৃথুদক কুণ্ড' বর॥
দেখহ 'অযোধ্যা কুণ্ড'—পরম নির্জ্জন। বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ॥

'শ্রীনৃসিংহ কুণ্ড' দেখ 'আর্য্যকুণ্ড' আর। এ 'মধুসূদন কুণ্ড'—মহিমা অপার॥
'রোহিনী কুণ্ড', 'গোপাল কুণ্ড', 'গোদাবরী'। দেখহ 'দেবকী কুণ্ড' অপূর্ব্ব মাধুরী॥
'চৌর্য্য খেলাস্থান' এ পর্ব্বত—ব্যোমাসুরে। বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফাদ্বারে॥
দেখহ 'প্রহ্লাদ কুণ্ড', 'লক্ষ্মীকুণ্ড' আর। কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাই তার॥
'কৃষ্ণ ক্রীড়াস্থান' এই পর্ব্বত উপর। এথা হৈতে দেখ চতুর্দিক মনোহর॥
এই 'ধূলা উড়া গ্রাম' দেখ শ্রীনিবাস। ওথা গাভী পদরেণু ব্যাপিল আকাশ॥
'উধা' নামে গ্রাম ওই সর্ব্বলোকে কয়। ওথা রহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয়॥
এ 'আটোর-গ্রাম' রম্য নির্জ্জন এথায়। কৃষ্ণাষ্টপ্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায়॥
দেখহ 'কদম্বখণ্ডী', 'স্বর্ণহার গ্রাম'। 'রত্নকুণ্ড', 'চতুর্ম্মুখ-স্থান' অনুপম॥
স্বর্ণহার স্থানেতে বিলাস অতিশয়। সোন আর সোনহেরা নাম এবে কয়॥
দেখহ পর্ব্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে। যে আনন্দ পান তা কহিতে কেবা জানে॥"

এখান হইতে বর্ষানে যাওয়া যায়। এই কাম্যবনে বিচেল্লীবাস নামক স্থানে সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার শ্রীমদনমোহন সেবা বিরাজিত।

কৃষ্ণগঙ্গা—কৃষ্ণগঙ্গা মথুরায় অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"বিশ্রাম তীর্থেতে স্নান করি হর্ষ মনে। কৃষ্ণ গঙ্গাতীরে আইলা অম্বিকা কাননে॥
রাঘব পণ্ডিত দোঁহে কহে ধীরে ধীরে। দেখহ অপূর্ব্ব স্থান কৃষ্ণ গঙ্গাতীরে॥
এথা নন্দাদিক গোপ সুসজ্জ হইয়া। আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া॥
গোকর্ণাখ্য মহাদেব, অম্বিকা দোঁহারে। পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে॥
এই রম্য স্থানে নন্দ শয়নেতে ছিলা। অকস্মাৎ মহাকাল সর্পগ্রস্ত হৈলা॥
পিতা সর্পগ্রস্ত দেখি কৃষ্ণ সেই ক্ষণে। মন্দ মন্দ হাসি সর্পে স্পর্শিলা চরণে॥
প্রভু পাদপদ্ম স্পর্শে উল্লাস অন্তর। সর্প দেহ গেল, হৈল দিব্য কলেবর॥
পূর্ব্বে সুদর্শন নামে বিদ্যাধর ছিলা। বিপ্রশাপে সর্পদেহ প্রভুরে কহিলা॥

কেশীঘাট—বৃন্দাবনে ভ্রমর ঘাটের নিকট কেশীঘাট অবস্থিত।

তথাহি—আদিবরাহে

গঙ্গাশতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।
তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশীতীর্থে বসুন্ধরে॥
তস্মিন পিণ্ড প্রদানেন গয়াপিণ্ড ফলং লভেৎ॥

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"এই কেশীতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস। ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ॥
কেশীবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে। যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে॥

কোকিল বন—যাবটের পশ্চিমে কোকিল বন অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর। লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর॥
একদিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া। কোকিল সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া॥
সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর। যে শুনে যারেক তার ধৈর্য্য যায় দূর॥
জটিলা কহয়ে বিশাখারে প্রিয়বাণী। কোকিলে শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি॥
বিশাখা কহয়ে এই—মো সভার মনে। যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে॥
বৃদ্ধা কহে—যাও শুনি উল্লাস অশেষ। রাই-সখী সহ বনে করিলা প্রবেশ॥
হৈলা মহা কৌতুক সুখের সীমা নাই। সকলেই আসিয়া মিলিলা এক ঠাঁই॥
কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে। এ হেতু কোকিলা বন কহয়ে ইহারে॥"

খ

খদির বন—নন্দীশ্বরের নিকট অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"দেখহ 'খদির বন' বিদিত জগতে। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এথা গমন মাত্রেতে॥
অহে শ্রীনিবাস দেখ কৃষ্ণ এইখানে। সখা সহ নানা খেলা খেলে গোচারণে॥
দেখহ 'সঙ্গমকুণ্ড' অতি মনোরম। কৃষ্ণসহ গোপিকার এথা সুসঙ্গম॥
পরম নির্জ্জন এথা সুখে লোকনাথ। মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভূ-গর্ভের নাথ॥
এই যে 'কদম্বখণ্ডি' শোভা মনোহর। এথাদ্ভুত লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
'বকথরা গ্রাম'এ যাবট সন্নিধানে। বকাসুর কৃষ্ণ বধিলেন এইখানে॥
'নেওছাক স্থান' এই—দেখ শ্রীনিবাস। এথা কৃষ্ণের হয় ভোজন বিলাস॥
ছাক শব্দে ভক্ষণ সামগ্রী ব্রজে কয়। কৃষ্ণ ভুঞ্জিবেন তেঞি যশোদা প্রেরয়॥
আর যত গোপ বালকের মাতাগণে। সবে ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠায়েন এই বনে॥
এই 'ভাণ্ডাগোর গ্রাম' দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত বিলাস॥
এবে গ্রাম নাম লোকে 'ভাদালি' কহয়। এ কুণ্ডের স্নানাদিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

এ স্থান হইতে নন্দীশ্বরে যাওয়া যায়। এই ভাণ্ডাগোর কুণ্ডের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আদি বরাহ পুরাণের বচন যথা—হে মহাভাগে সেই স্থানে বৃক্ষগুল্ম-লতা-বেষ্টিত এক কুণ্ড আছে। যে ব্যক্তি অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই কুণ্ডে স্নান করে, সে বিদ্যাধর লোকে যাইয়া সুখভোগ করে, ইহা নিশ্চয় কহিলাম। হে ভূমি, তথাকার আমার আশ্চর্য্য পরম রহস্য বলিব—এথায় চতুর্বিংশতি দ্বাদশী তিথিতে উপবাসাদি দ্বারা আমার সেবার ব্যবস্থা আছে এবং সেই সকল লোক অর্দ্ধরাত্রে কর্ণের আনন্দপ্রদ গীত শ্রবণ করিয়া থাকে॥

খেলন বন—উজানির নিকট অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"দেখহ 'খেলন বন'—এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই॥

মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম। এ খেলন বনের 'শ্রীখেলা তীর্থ' নাম ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই 'রামঘাট' হয়। এথা রাসলীলা করে রোহিণী তনয় ॥
যথা কৃষ্ণ প্রিয়াসহ কৈল রাসকেলি। তথা হৈতে দূর—এ রামের 'রাসস্থলী' ॥
দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা। চৈত্র-বৈশাখ দুই মাস স্থিতি কৈলা ॥
শ্রীনন্দ যশোদা আদি প্রবোধে সবারে। সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥
নানা অনুনয় বিজ্ঞ রোহিণী তনয়। কৃষ্ণ প্রিয়াগণে নানা প্রকারে শান্তয় ॥
নিজ প্রিয় গোপীগণ মনোহিত করে। যে সব সহিত পূর্ব্বে বসন্ত বিহরে ॥
যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনি এইখানে। জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়ামনে ॥
এইখানে যমুনা পাইয়া মহাভয়। বলদেব পাদপদ্মে পড়ি প্রণময় ॥
শ্রীরাস বিলাসী রাম নিত্যানন্দ রায়। তীর্থ পর্য্যটন কালে রহিলা এথায় ॥
গোপ শিশু সঙ্গে সদা খেলায় বিহ্বল। ক্ষুধা হৈলে ভুঞ্জে দধি, দুগ্ধ ফলমূল ॥
নিতাই চাঁদের এথা অদ্ভুত বিহার। এই যে শাকট বৃক্ষ দন্তকাষ্ঠ তাঁর ॥
এই বৃক্ষতলে ধূলাবেদীর উপর। শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ হলধর ॥
শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বারবার। কতদিনে পাষণ্ডীর হইব উদ্ধার ॥
নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কতদিনে। হইবেন ব্যক্ত গিয়া দেখিব নয়নে ॥
রামঘাট নিকট দেখহ কচ্ছবন। কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে শিশুগণ ॥
দেখহ ভূষণ বন এ অতি নির্জ্জনে। কৃষ্ণে পুষ্পভূষা পরাইল সখাগণে।
এই আর দেখ কৃষ্ণ বিলাসের স্থান। এসব দর্শনে কার না জুড়ায় প্রাণ ॥

গ

গরুড় গোবিন্দ—শকটাগ্রামের নিকট অবস্থিত।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে

"গরুড়ঃগোবিন্দ এই দেখ শ্রীনিবাস। এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস ॥
শ্রীদাম গরুড় হৈয়া খেলয়ে আনন্দে। চতুর্ভুজ গোবিন্দ চড়য়ে তার স্কন্ধে ॥
গরুড় গোবিন্দ দুঁহু শোভা অতিশয়। এই হেতু গরুড় গোবিন্দ নাম কয় ॥"

গাঠুলি—গাঠুলি গোবর্দ্ধনের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান। গাঠুলির নামকরণ সম্পর্কে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"এথা হোলি খেলি দোঁহে বৈসে সিংহাসনে। সখী দুহুঁ বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে ॥
সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন। দেখয়ে বসনে গাঁঠি হাসে সখীগণ ॥
হইল কৌতুক অতি, দোঁহে লজ্জা পাইলা। কাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি দিলা ॥
এহেতু গাঠুলি,—এ গুলালকুণ্ড জলে। এবে কাণ্ড দেখে লোক বসন্তের কালে ॥
এত কহি গোপালের দর্শনে চলিলা। দেখি গোপালের রূপ অধৈর্য্য হইলা ॥
বিট্‌ঠলের সেবা—কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ। তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ ॥

* * * *

মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস। সর্ব্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত অভিলাষ॥

মাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক প্রকটিত গোপালের সেবা গোবর্দ্ধন পর্বতোপরি বিরাজিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে উঠিতেন না। সেজন্য মধ্যে মধ্যে যবন আক্রমণের ভয়ে গাঠুলী গ্রামে বল্লভ ভট্টের পুত্র বিটঠলের ভবনে শ্রীগোপালদেব আগমন করিয়া ভক্তদের দর্শন প্রদান করিতেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে শ্রীরূপাদি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ গোপালদেবের দর্শন লাভ করিতেন। বৃন্দাবন ভ্রমণ কালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানেই গোপালদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য-গীতাদি করেন।

তথাহি—ভক্ত

"গোবর্দ্ধন হৈতে এক ক্রোশ হয় দূর। গেঠোলা নামেতে গ্রাম লীলা চমৎকার॥"

গুলালডাঙ্গা—গোবিন্দ কুণ্ডের উত্তরে।

—শ্রীভক্তমাল—

"তথায় গুলালডাঙ্গা কবিখ্যাত স্থান। গুলাল খেলিলা তথা লোয়ে গোপীগণ॥
তাহার কিঞ্চিৎ দূরে এক বৃক্ষ হয়। কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তায়॥
অস্ত্রের আঘাতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। ভয়ে না কাটিল আর বিস্ময় হইল॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুঞি বহু জন্মে। আরাধনা করি বাস কৈনু ব্রজভূমে॥
হিংসা না করিহ মোরে করিনু মিনতি। এমতি জানিবে ব্রজের বৃক্ষ যত জাতি॥
দক্ষিণে গোবিন্দ কুণ্ড মহিমা অপার॥"

গোবিন্দ কুণ্ড—গোবর্দ্ধনে অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"এই শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক॥
এই শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড স্নানে ফল যত। পুরাণে প্রচার তাহা কে বর্ণিবে কত॥
এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানামতে। বহু ফল শক্রতীর্থ স্নান তর্পণেতে॥
কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন। এথাই গোপাল ছিলা হৈয়া সঙ্গোপন॥

এই স্থান হইতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগোপালদেবকে প্রকট করেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে আগমন করেন—সে সময় গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করতঃ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে শ্রীগোপালদেব গোপশিশুবেশে দর্শন প্রদান পূর্ব্বক দুগ্ধ অর্পণ করেন। তারপর রাত্রি শেষে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া বলিলেম।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

"শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী। ব্রজের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া। ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে। ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে॥

আদেশ অনুরূপ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগোপালদেবকে প্রকট করতঃ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি স্থাপন করেন।

সম্ভবতঃ ১৩৯২ শকের শেষভাগে শ্রীগোপালদেব প্রকট হন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সময়েই শ্রীবল্লভ-ভট্টের পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর শ্রীগোপালদেবের সেবাধিকারী হন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"মাধবেন্দ্র কৃপাতে গৌড়ীয়া বিপ্রদ্বয়। বৈরাগ্য প্রবল, প্রেমভক্তি রসময়॥
কহিতে কি—সে দুই বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥
শ্রীদাস গোস্বামি আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী॥"

শ্রীগোপালদেব বর্ত্তমানে শ্রীনাথজী নামে শ্রীনাথদ্বারায় অবস্থান করিতেছেন।

গোবর্দ্ধন গ্রাম—গোবর্দ্ধন গ্রাম গোবর্দ্ধনে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণকালে এই গ্রামে আসিয়া শ্রীহরিদেবকে দর্শন করেন।

তথাহি—চৈঃ চঃ মধ্যে ১৮ পরিঃ

"প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম। হরিদেব দেখি তাঁহা হইলা প্রণাম॥
মথুরা পদ্মের পশ্চিম দলে যার বাস। হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥

গৌরবাই—

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"নন্দাদিক সবে বাস কৈলা যেইখানে। গৌরবাই সে গ্রামের নাম কেনা জানে॥
যেরূপে প্রণাম হৈল শুনহ সে কথা। ঢানা নামে এক বৃহদ্ গ্রাম আছে তথা॥
সেই ঢানা গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার। শ্রীনন্দরায়ের সহ অতি প্রীতি তার॥
কুরুক্ষেত্র হৈতে নন্দ গমন শুনিয়া। মহাহর্ষে আগুসরি আনিলেন গিয়া॥
বাস করাইল—সে গৌরব সীমা নাই। এই হেতু গ্রাম নাম হৈল গৌরবাই॥
এবে সে গ্রামের নাম গৌরাই কহয়। ঢানা আয়োরে গ্রামাদি নিকটস্থ হয়॥

গোবর্দ্ধন গিরি—গোবর্দ্ধনের অবস্থিতি ও মহিমা সম্পর্কে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"অহে শ্রীনিবাস, গোবর্দ্ধনানন্দময়। মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয়॥
মথুরা পশ্চিমভাগে গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র। বিষম সংসার দুঃখ যায় দৃষ্টি মাত্র॥
মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন। গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন॥
অন্নকূট-গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে। তার গতাগতি কভু না হয় সংসারে॥
এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ বাম করে ধরি।' ব্রজ রক্ষা কৈল ইন্দ্র গর্ব চূর্ণ করি॥

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"দেখহ 'কুসুম সরোবর' এই বনে। দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুম চয়নে॥
এই যে 'নারদ কুণ্ড' নারদ এথাতে। তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥
এই 'রত্ন সিংহাসন' ইথে বহুকথা। রত্ন সিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এথা॥
শঙ্খচূড় বধের কারণ এথা হৈতে। যৈছে কৃষ্ণ বধে—অবিদিত ভাগবতে॥
এই দেখ 'পালিগ্রাম' অপূর্ব্ব উদ্যান। পালিতা নামেতে যূথেশ্বরী বাসস্থান॥
ওই দেখ দূরে যমুনা 'অত গ্রামেতে'। তথা বিলসয়ে কৃষ্ণ সখাগণ সাথে॥

'ইন্দ্রধ্বজ বেদী' এই—এথা নন্দরায়। করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায় ॥
এ 'ঋণমোচন-পাপমোচন' আখ্যান। ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান ॥
এই দেখ 'সঙ্কর্ষণ কুণ্ড' তেজোময়। এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥
এই 'পরাসৌলি গ্রাম'—দেখ শ্রীনিবাস। বসন্ত সময়ে এথা করিলেন রাস ॥
এই দেখ 'চন্দ্র সরোবর' অনুপম। এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম।
দেখহ 'গন্ধর্ব্ব কুণ্ড' অতি রম্যস্থান। এথা কৃষ্ণ গুণগানে গন্ধর্ব্ব বিহ্বল।
দেখ 'পৈঠ' নামে গ্রাম অতি সুশোভিত। পৈঠ নামে হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥
পৈঠ আদি রম্যস্থান দেখাইয়া। 'গৌরী তীর্থে' পণ্ডিত আইলা উলটিয়া ॥
গৌরী তীর্থে নীপ বৃক্ষরাজ মনোহর। 'নীপকুণ্ড' দেখ এই পরম সুন্দর ॥
এই 'আনিয়োর গ্রাম' গিরি সন্নিধানে। এথা যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে ॥
'অন্নকূট স্থান' এই দেখ শ্রীনিবাস। এ স্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥
এই 'শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড'—মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক ॥
কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন। এথাই গোপাল ছিলা হৈয়া সঙ্গোপন ॥
'দান নির্বর্ত্তন কুণ্ড' দেখ এইখানে। এ অতি গোপন স্থান—অন্যে নাহি জানে ॥
মাধবেন্দ্র পুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে। গোপাল ছিলেন যেথা দুগ্ধদান ছলে ॥
দেখহ 'অপ্সরাকুণ্ড' গোবর্ধন অন্তে। এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে ॥
এই দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন। 'শ্যামঢাক' কহে লোকে—এ অতি নির্জ্জন ॥
এত কহি আগে চলে মনের উল্লাসে। নিজ বাসা স্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে ॥
এই মোর গোফা—আমি রহিয়ে এথায়। দেখি গোবর্দ্ধন শোভা মহাসুখ পাই ॥
এই গোবর্ধন গুহা অতি মনোহর। এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর ॥
দেখ ঐরাবত পদচিহ্ন—ইন্দ্র এথা। কহিলেন কৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপাকথা ॥
দেখহ 'সুরভি কুণ্ড' মহিমা অপার। এথা নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কার ॥
দেখ 'রুদ্রকুণ্ড' শোভা নির্জ্জন কাননে। এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে ॥
এই যে 'কদমখণ্ডি'—কৃষ্ণ এইখানে। চাহি রহে রাধিকা গমন পথ-পানে ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই 'দানঘাটি স্থান'। রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্যদান ॥
'দানঘাট' পরম নির্জ্জন স্থান হয়। দানঘাট নাম কেহ 'কৃষ্ণবেদী' কয় ॥
এই দেখ 'ব্রহ্মকুণ্ড' মহিমা অপার। চারিপার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার ॥
দেখহ 'মানসগঙ্গা' শ্রীকৃষ্ণ এথায়। নৌকাবিহারাদি করে আনন্দ হিয়ায় ॥
এত কহি 'হরিদেবে' দর্শন করিয়া। গোবর্দ্ধন মহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া ॥
এই 'চক্রতীর্থ' দেখ অহে শ্রীনিবাস। ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলক্রীড়া এইখানে ॥
এই 'সোঁকরাই গ্রামে' কৌতুক বাড়িল। সখীগণ কৃষ্ণের শপথ করাইল ॥

গঙ্গা স্তব

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরল তরঙ্গে।
শঙ্কর মৌলি নিবাসিনি বিমলে, মম মতি রাস্তাং তব পদকমলে ॥
ভাগীরথি সুখদায়িনী মাতঃ, তব জল মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মাম অজ্ঞানম্ ॥
হরি পাদপদ্ম বিহারিণী গঙ্গে, হিমবিধু-মুক্তাধবল তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতি ভারং, কুরু কৃপয়া ভব সাগর-পারম্ ॥
তব জল মমলং যেন নিপীতং, পরম পদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যম শক্ত ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে।
ভীষ্ম জননি খলু মুনিবর কন্যে, পতিতোদ্ধারিণি ত্রিভুবন ধন্যে ॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার বিহারিণি গঙ্গে, বিধুবনিতাকৃত তরলাপাঙ্গে ॥
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃ স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ।
যম ভয় হারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষ বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥
পরিলসদঙ্গে পুণ্যে তরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্র মুকুট মনি রাজিত চরণে, সুখদে শুভদে সেবক-শরণে ॥
রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে ভগবতি কুমতি কলাপম্।
ত্রিভুবন সারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরুময়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে।
তব তট নিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য হি বাসঃ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিম্বা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা শ্বপচোগব্যূতি দীনঃ, ন চ তব দূরে নৃপতি কুলীনঃ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবর কন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখ মুক্তিঃ।
মধুর মনোহর পজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ কলিত-সুধাভিঃ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিত ফলদং বিগলিত ভারম্।
শঙ্কর সেবক—শঙ্কর রচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি চ সমাপ্তম্ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

Shripad Ishvarpuri, R. N. [illegible] February—1980
Postal Regd. No. W. B/NP—31 5th year—Vol—2

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১.৫০

২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত—(২য় সংস্করণ) ভিক্ষা—৩.০০

৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১.৫০

৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন : ভিক্ষা—৭.০০

(স্থান মাহাত্ম্যসহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থের ভ্রমণ পথ নির্দেশ)

৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী—(প্রথম খণ্ড) : ভিক্ষা—৭.০০

[পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের বিস্তারিত জীবন-চরিত তৎসঙ্গে তাঁহাদের পূর্বাবতার, পিতা-মাতা, জন্মভূমি, লীলাকাহিনী ও অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় সমসাময়িক পার্ষদবৃন্দের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হইয়াছে; বহু অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত তথ্যের বিচিত্র সমাবেশ। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।]

৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গণোদ্দেশাবলী—(১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—৫.০০

(শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও কবি কর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা সম্বলিত।)

৭। গৌরাঙ্গের ভক্তি ধর্ম্ম : ভিক্ষা—২.০০

(শ্রীগৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের আদর্শ জানিতে এই গ্রন্থ পড়ুন। আর কিভাবে পঞ্চরাত্র মতবাদ প্রকাশপূর্ব্বক রূপ কবিরাজ জগতকে বিপথগামী করিলেন তাহাও জানুন)

ঃ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্ব[illegible]

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagadguru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasagan, Shri Chaitanya Doba P. O. Halisahar and Printed by self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone; Bhat. - 2415
Editor : Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

[illegible]

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ষাণ্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হয়। [illegible] মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায়, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক)– ৫'০০, প্রতি সংখ্যা—২'৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পত্রিকা-প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় পত্র এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাকটিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

যোগাযোগ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী (সম্পাদক, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী) শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

পত্রিকার পূর্ব্ব-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ২। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাবতার বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—ক) শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত (শ্রীকাশুদেব গোস্বামী) খ) শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীদেবকীনন্দন দাস) ৩। শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ৪। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অষ্টক ধ্যান সূচকাদি। ৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা নির্ণয় (শ্রীযদুনাথ দাস) ৬। শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা নির্ণয় (শ্রীঅভিরাম দাস) ৭। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা (কবি কর্ণপুর) ৮। বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী)।

বিঃ দ্রঃ—গ্রাহকগণ সমীপে আবেদন প্রতিবর্ষ মাঘ মাসে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া,
কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

পঞ্চম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৩
সন—১৩৮৬ সাল, ১৪ই মাঘ
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫·০০ প্রতি সংখ্যা—২·৫০

সিদ্ধ শ্রীশ্রীগুরু প্রণালী স্মরণ

নবীন নীরদ শ্যাম, কাঞ্চন বরণী বাম,
নিভৃত নিকুঞ্জের ভিতর।
সখীগণ পরিবৃত, মঞ্জরীগণ সহিত,
বিরাজিত যুগল কিশোর ।।১।।
ললিতা সখীর বামে, অনঙ্গমঞ্জরী নামে,
সেবাপরা মম যূথেশ্বরী।
অনুগতা দাসীগণে, লইয়া আপন সনে,
সেবাঙ্গিত করে কৃপাকরি ।।২।।
নীলবর্ণ বসন, চম্পকবর্ণ বরণ,
শ্রীমতীর কেশসেবা যাঁর।
বৎসর দ্বাদশ, গোপকেশরী বেশ,
অনঙ্গমঞ্জরী নাম তাঁর ।।৩।।
শিখিপুচ্ছ বসন, গোরচনা বরণ,
কর্পূর তাম্বুল সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স এগার মাস,
শ্রীনবমঞ্জরী নাম তাঁর ।।৪।।
তারাবলি বসন, বিদ্যুৎদ্যুতি বরণ,
সুগন্ধি চন্দন সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স দশম মাস,
গুণমালা মঞ্জরী নাম তাঁর ।।৫।।
নীপনীভ বসন, উজ্জ্বল হেম বরণ,
শ্রীমতীর বস্ত্রসেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স নবম মাস,
কল্যাণী মঞ্জরী নাম তাঁর ।।৬।।
দাড়িম্বকুসুম বসন, চাসপুষ্পবর্ণ বরণ,
দিব্য পুষ্পমাল্য সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স অষ্টম মাস,
নাগবেণী মঞ্জরী নাম তাঁর ।।৭।।

ইন্দ্রধনু বসন, জবাকুসুম বরণ,
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স সপ্তম মাস,
কলহংসী মঞ্জরী নাম তাঁর ।।৮।।
পাণ্ডুবর্ণ বসন, পামকিঞ্জল্ক বরণ,
বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স ষষ্ঠ মাস,
অনিমামঞ্জরী নাম তাঁর ।।৯।।
নীলবর্ণ বসন, দাড়িম্বকুসুম বরণ,
সুবাসিত বারি সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স পঞ্চম মাস,
তলিনীমঞ্জরী নাম তাঁর ।।১০।।
বিচিত্র বর্ণ বসন, কেতকীকুসুম বরণ
মনোরম শয্যা সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স চতুর্থ মাস,
কন্দর্পমঞ্জরী নাম তাঁর ।।১১।।
শ্যামলবর্ণ বসন, জবাকুসুম বরণ,
পিকদানী ধারণ সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স তৃতীয় মাস,
কামনাগরী মঞ্জরী নাম তাঁর ।।১২।।
শ্যামলবর্ণ বসন, উজ্জ্বলহেম বরণ,
দিব্য পুষ্পমাল্য সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স দ্বিতীয় মাস,
শ্রীস্মর-মঞ্জরী নাম তাঁর ।।১৩।।
নীলবর্ণ বসন, রক্তাভপীত বরণ,
চামর ব্যজন সেবা যাঁর।
বৎসর একাদশ, বয়স প্রথম মাস,
প্রমোদ মঞ্জরী নাম তাঁর ।।১৪।।

অবশিষ্টাংশ প্রচ্ছদপটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঘরে গুরুজন মোর বড়ই বিষম।
বিলম্ব হইল বলি করিবে গর্জ্জন ॥
এতেক শুনিয়া বৃন্দা রাধিকা লইয়া।
গমন করেন গৃহে তখন যাইয়া ॥
দেখিয়া জটিলা তারে দিলা আসন।
আইস আইস বলে করিয়া যতন ॥
কোথা হইতে আইলা তুমি কহত নিশ্চয়।
বহু পুণ্যফলে আজি হইল উদয় ॥
শুনিয়া তখন বৃন্দা কহিতে লাগিলা।
তোমাকে দেখিতে আজি এখানে আইলা ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তোমা মনে মোর ভ্রম।
বলিয়া যাইব তার যত আছে ক্রম ॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী আজি করিবে আহার।
পিঠা পানা আদি করি অনেক প্রকার ॥
উদর পূর্ণিত করি আজি যে যাইবে।
দুঃস্বপ্ন তোমাকে কিছু করিতে নারিবে ॥
শুনিয়া জটিলা বহু করে নতি স্তুতি।
আজি মোর গৃহে তুমি রহ বৃন্দাবতী ॥
তখন বলিলেন বৃন্দা করিয়া বিনয়।
থাকিতে না পাব আমি কহি যে নিশ্চয় ॥
এত বলি বৃন্দাবতী গমন করিলা।
হেনকালে মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥
তব বাক্য শুনি পুনঃ হইনু বিস্ময়।
জটিলার গৃহে বৃন্দা কেমনে মিলায় ॥
ইহার আশয় মোরে কহ অভিরাম।
তব শক্তি করে লীলা অতি অনুপম ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ বলেন বচন।
শুন প্রিয় শ্রীচৈতন্য করি নিবেদন ॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী সবার পূজিত।
তাঁহার হয়েন বৃন্দা সদাই আশ্রিত ॥
কৃপা করি পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে লইলা।
সঙ্গেতে করিয়া তারে জাবত আইলা ॥
শুনিয়া জটিলা দেবী আইলা তখন।
পৌর্ণমাসী লয়া গৃহে করিলা গমন ॥
তখন রাধিকা আসি আসন যে দিলা।
চরণ ধৌত আসি জটিলা করিলা ॥
সর্ব্ববয়োধিকা সেই হয় পৌর্ণমাসী।
অতএব হয় তার সবে দাসদাসী ॥
তার সঙ্গে রহে বৃন্দা একত্রে বসিয়া।
জটিলা শুধান তারে বিনয় করিয়া ॥
কহ কহ পৌর্ণমাসী করি নিবেদনে।
তব সঙ্গে রহে ইহ হয় কোন জনে ॥
রূপে গুণে দেখি অতি হয়েন উজ্বলা।
ব্রজের রমণী হৈতে উৎকৃষ্টাতে বরা ॥
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার নির্ণয়।
শুনিতে হইল বাঞ্ছা কহি যে নিশ্চয় ॥
এতেক শুনিয়া তাহা কহে পৌর্ণমাসী।
সিদ্ধ কন্যা বৃন্দা নাম হয় মোর দাসী ॥
শুনিয়া জটিলা বহু প্রশংসা করিলা।
তখন রাধিকা লয়ে বৃন্দাকে সঁপিলা ॥
পুনশ্চ জটিলা তারে কহে প্রিয় বাণী।
আমার বধুকে লয়ে বেড়াবে আপনি ॥
সূর্য পূজা করিবারে বধু মোর যায়।
আপনি হইবে বৃন্দা সকল সহায় ॥
আজি হৈতে এই বধু তোমারে যে দিনু।
পৌর্ণ মাসী হৈতে গুণ তোমার জানিনু ॥
এইত কহিনু সেই বৃন্দার মিলন।
মাধুর্য্য ভাবের এই কহি যে লক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীরসামৃত সিন্ধৌ।
তত্তদ্ভাব মাধুর্য্যাদি শ্রুতি ধৈর্য্যাদপেক্ষতে।
নাত্রশাস্ত্রং ন যুক্তিশ্চ তল্লাভঃ প্রীতি লক্ষণঃ ॥

সেইত রাধার সনে রহে গোপীগণ।
শুদ্ধ মাধুর্য্য রস করেন চর্ব্বণ ॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে কৃষ্ণ প্রতি আশা।
লোভেতে হরিলা চিত্ত আর কি জিজ্ঞাসা॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরামলীলামৃত কহে রামদাস ॥

ইতি গোপীকা বস্ত্রহরণ নাম
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় অভিরাম ভক্তজনাশ্রয় ॥
চৈতন্য বলেন শুন অভিরাম ভাই।
লীলার প্রধান তুমি বলিহারি যাই ॥
নবদ্বীপ চল ভাই করি নিবেদন।
কলিতে সকল জীব করিবে তারণ ।।
তোমার যতেক গুণ কহনে না যায়।
পুনশ্চ করহ লীলা হইয়া সহায় ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো বলেন হাসিয়া।
শক্তিতে করিব লীলা সঙ্গেতে যাইয়া ॥
এতেক বলিয়া পুনঃ শক্তি প্রকাশিলা।
রামদাস মহান্ত সেই শক্তিতে হইলা ॥
তখন শ্রীচৈতন্যে তিঁহ বলেন বচন।
মম রামদাসে লয়ে করহ গমন ॥
রামদাসে লয়ে তুমি যাহত ত্বরায়।
পশ্চাতে মিলিব আমি সেই নদীয়ায় ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ গমন করিলা।
তখন গোসাঞি জীউ ভাবিতে লাগিলা ॥
ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ করেন সৃজন।
শক্তিতে হইল কন্যা অপূর্ব্ব কথন ॥

যমুনার স্রোত বহে দক্ষিণ জুড়িয়া।
সিন্দুকে ভরিয়া কন্যা দিলেন ভাসাইয়া ॥
সিন্দুক সহিত কন্যা কাজীপুর আইলা।
তটেতে লাগিয়া সিন্দুক তথাই রহিলা ॥
কন্যার বৃত্তান্ত এবে শুন শ্রোতাগণ।
শুনিলে হইবে প্রাপ্ত তাঁহার চরণ ॥
বৃন্দাবন প্রাপ্তি তার অবশ্য হইবে।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সমান দেখিবে ॥
প্রবেশ হইবা মাত্র দেখে তাঁর শক্তি।
ভুবনে ঘোষয়ে সব যাঁহার খিয়াতি ।।
মালীর মালঞ্চ সেই তটেতে আছিলা।
পরশ করিবা মাত্র চমৎকার হৈলা ॥
পুষ্প বৃক্ষ বলে সব আনন্দিত হইয়া।
দ্বাদশ বৎসর মোরা ছিলাম শুকাইয়া ।।
সিন্দুক পরশে মোরা পাইনু জীবন।
সিন্দুক ভিতরে বুঝি আছে সাধুজন ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১ম স্কন্ধে ঃ
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধন্তি বৈগৃহাঃ।
কিংপুনর্দর্শনং স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ।।
বৃক্ষগণ বলে ভাই শুনহ বচন।
সাধুর পরশে দেখ নবীন যৌবন ।।
সাধু সাধু বলিতে হৈল নবীন মঞ্জরী।
সাধুর মাহাত্ম্য কিছু বলিতে না পারি ।।
সাধুর মাহাত্ম্য কত কে পারে বর্ণিতে।
কত যে মাহাত্ম্য তাতে কে পারে বুঝিতে ।।
সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ক্ষণেক করিলে সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥
সার্থক হইল মোদের স্থাবর জনম।
বহু পুণ্যফলে হৈল সবার তারণ ॥

সেইত মালঞ্চ লোক দেখিতে আইল।
মালঞ্চ দেখিয়া পুনঃ মালীকে কহিল ॥
শুনিয়া মালীর মনে হৈলা চমৎকার।
সত্য কি মিথ্যা ইহা না জানি নির্দ্ধার ॥
শীঘ্রগতি মালী তবে দেখিতে আইল।
আত্মস্ফূর্তি নাহি সেই পথেতে চলিল ॥
দূরে থাকি মালী তবে দেখিল চাহিয়া।
বৃক্ষ মধ্যে পুষ্প সব রয়েছে ফুটিয়া ॥
ত্বর করে মালী তবে করেন গমন।
দেখিতে লাগিল সব মালঞ্চ তখন ॥
মালঞ্চ দেখিয়া মালী করেন ক্রন্দনে।
কোন সাধু আগমন কৈলে পুষ্পবনে ॥
সকল মালঞ্চ মালী করিছে ভ্রমণ।
আক্ষেপ করিয়া বহু করেন ক্রন্দন ॥
পাপাত্মা বলিয়া মোরে বঞ্চনা করিলা।
নদীর তটেতে আমি মূৰ্চ্ছিত হইলা ॥
মালীর বিলম্ব দেখি আর মালীগণ।
খুঁজিতে আইলা তারে সকলে তখন ॥
কিছুদূরে আসি সবে দেখিল চাহিয়া।
উচ্চঃস্বরে কাঁদে সবে মালী না দেখিয়া ॥
কেহ কেহ বলে দেখ মালঞ্চ ভিতর।
মরা বৃক্ষে ফুটেছে ফুল অতি মনোহর।
দেখিয়া পুষ্পের শ্রেণী কেহ বা কহিলা।
সাধুর আগমন বুঝি উদ্যানে হইলা।
সাধুর নিকটে সেই যাইতে না পারে।
এই মনোবৃত্তি তার কহিনু নির্দ্ধারে ॥
এতেক বলিয়া সবে বনে প্রবেশিলা।
সাধু সাধু বলি বৃক্ষে প্রণাম করিলা ॥
মালীগণ সব বৃক্ষে প্রণাম করিলা।
প্রণাম করিয়া পুনঃ নিবেদন কৈলা ॥
শুষ্ক হোয়ে ছিলে সবে দেখি বিকশিত।
কি কারণে হৈলে সবে এরূপ পুলকিত ॥
এত শুনি বৃক্ষ সব বলে যে বচন।
সাধুর পরশে মোরা পাইনু জীবন ॥
এতেক শুনিয়া মালী হইল বিস্ময়।
পুনরপি কহে বৃক্ষ করিয়া বিনয় ॥
আমরা পণ্ডিত বড় করাও দরশন।
সহায় হইয়া কর সবার তারণ ॥
কাতর হইয়া বৃক্ষ বলি যে তোমারে।
তোমা সব বিনে বন্ধু নাহিক সংসারে ॥
কাতর দেখিয়া বৃক্ষ বলে যে বচন।
নদীর তটেতে দেখ সাধুর আগমন ॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত হৈয়া।
নদীর তটেতে আসি দেখিল চাহিয়া ॥
নদীর তটেতে পড়ি আছে মালাকার।
তাহারে দেখিয়া সবে করে যে বিচার ॥
বিচার করিয়া কেহ বলিল বচন।
সিন্দুক দেখিয়া বুঝি হইল অচেতন ॥
এতেক বলিয়া সবে তাহাকে লইয়া।
জিজ্ঞাসা করিলা তারে সুস্থির করিয়া ॥
অচেতনে ছিলে তুমি কহ কি লাগিয়া।
ইহার বৃত্তান্ত সব কহত বসিয়া ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ কহিতে লাগিলা।
সাধু দরশন লাগি বহুত ভ্রমিলা ॥
পাপাত্মা বলি মোরে করেন চাতুরী।
কোথায় আছেন তিঁহ বুঝিতে না পারি ॥
এখানে আসিয়া পুনঃ ভাবি মনে মনে।
অচেতন হৈনু এই সিন্দুক দরশনে ॥
ইহা শুনি মালীগণ হইল বিস্মিত।
সিন্দুকে আছেন সাধু জানিনু নিশ্চিত ॥

সিন্দুক লইয়া চল করি যে গমন।
বিলম্বে নাহিক কাজ শুনহ বচন॥
এত বলি মালীগণ সিন্দুক লইয়া।
গমন করিলা গৃহে আনন্দিত হইয়া॥
গৃহেতে আসিয়া পুনঃ সিন্দুক খুলিলা।
সিন্দুক ভিতরে কন্যা দেখিতে পাইলা॥
আনন্দিত হয়া তাঁরে বাহির করিলা।
স্নান সংস্কার করি আসন যে দিলা॥
আসনে বসিয়া কন্যা বলেন বচন।
বহুদিন পর্য্যন্ত মোর না হয় ভোজন॥
এত শুনি মালীগণ আনন্দিত হয়া।
চরণ ধৌত শীঘ্র দিল যে করিয়া॥
চরণামৃত খেয়ে পুনঃ করিল প্রণাম।
তাঁহার চরিত্র দেখি অতি অনুপম॥
মালী কহে দেবকন্যা ছিলে কোন গ্রামে।
ইহার বিশেষ কথা কহিবে আপনে॥
এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন।
পরিচয় দিব পিছে করিয়া ভোজন॥
কন্যার বচন শুনি সব মালাকার।
মিষ্টান্ন আনিয়া দিল অনেক প্রকার॥
তখন যাইয়া কন্যা কৃষ্ণে সমর্পিলা।
জয় অভিরাম বলি ভোজনে বসিলা॥
ভোজন করিয়া পুনঃ কৈলা আচমন।
আসনে যাইয়া কন্যা বসিলা তখন॥
হেনকালে মালীগণ তাম্বুল যে দিলা।
তাম্বুল খাইয়া কন্যা কহিতে লাগিলা॥
পরিচয় দি যে ইবে শুন মালীগণ।
কায়মনোবাক্যে ইহা করহ শ্রবণ॥
বৃন্দাবন হৈতে আমি ভাসিয়া আইনু।
শুষ্ক মালঞ্চ দেখি তথা স্থিতি হইনু॥

অভিরাম শক্তি আমি জানিহ নিশ্চয়।
মালঞ্চ দেখিয়া শুষ্ক হইনু উদয়॥
প্রবেশ হইবা মাত্র শুনহ লক্ষণ।
শুকাইয়া ছিল বৃক্ষ পাইলা জীবন॥
পত্র পুষ্প ফলে বৃক্ষ হৈল সুশোভিত।
তোমরা দেখিতে তাহা কৈলে উপনীত॥
মালঞ্চ হইতে মোরে আনিলে এখানে।
সিন্দুক হইতে মোরে করিলে মোচনে॥
আমার বচন ইবে শুন মালীগণ।
সবার আশ্রিত ইবে হইনু এখন॥
কন্যা মত স্নেহ সেবা করিবে প্রচার।
"মালিনী" বলিয়া নাম রাখহ আমার॥
এবে তোমা সবাকার হইনু আশ্রয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য শুনহ নিশ্চয়॥
এই মত কিছুদিন মালী গৃহে স্থিতি।
সেবন করায় মালী করি নতি-স্তুতি॥
কন্যার প্রকাশ দেখি যত গ্রামবাসী।
কাজীর নিকটে সব কহিল যে আসি॥
শুনি কাজী বলে কহ তাঁহার প্রকাশ।
কোথা হৈতে আইল কন্যা কোথা ছিল বাস॥
এতেক শুনিয়া সবে কহিতে লাগিলা।
সিন্দুক সহিত কন্যা ভাসিয়া আইলা॥
নদীর তটেতে ছিল পুষ্পের উদ্যান।
সেখানে আসিয়া কন্যা করিল বিশ্রাম॥
সিন্দুক সহিত কন্যা তটেতে রহিলেন।
তাঁহার পরশ মাত্র প্রফুল্ল বৃক্ষগণ॥
দ্বাদশ বৎসর বৃক্ষ শুকায়ে আছিলা।
তাঁহার পরশে সব নবীন হইলা॥
সেইত সিন্দুক মালী আনিয়া তুরিতে।
বাহির করিলা কন্যা সিন্দুক হইতে॥

দেখিয়া কন্যার রূপ যত মালীগণ।
আনন্দিত হয়ে সবে করায় সেবন ॥
মিষ্টান্ন আনি পুনঃ মালীগণ দিলা।
ভোজন করিয়া কন্যা আসনে বসিলা ॥
যত হিন্দুগণ মোরা হইয়া বিস্মিত।
বুঝিতে নারিনু কিছু তাঁহার চরিত ॥
সোনার প্রতিমা হেন করি অনুমান।
দেখিতে নারিনু সেই হইনু অজ্ঞান ॥
মালীকে আনহ কাজী কহিনু সন্ধানে।
সিন্দুক সহিত কন্যা লহ তার স্থানে ॥
শীঘ্রগতি দেহ তথা লোক পাঠাইয়া।
সকল মালীকে হেথা আনহ ধরিয়া ॥
এতেক শুনিয়া কাজী বলেন বচন।
শীঘ্রগতি যাহ দূত আন মালীগণ ॥
কাজীর বচনে দূত গমন করিলা।
মালীকে যাইয়া সব কহিতে লাগিলা ॥
কাজী বলাইল সবে করহ গমন।
শীঘ্রগতি চল সবে না কর গউন ॥
এতেক শুনিয়া মালী করেন বিনয়।
কেন বা ডাকয়ে কাজী কহত নিশ্চয় ॥
এতেক শুনিয়া দূত লাগিলা কহিতে।
কিসের লাগিয়া ডাকে না পারি বলিতে ॥
ইহা শুনি মালী তবে গমন করিলা।
কাজীর সাক্ষাতে দূত তাহারে দিলা ॥
তখন বলিল মালী বিনয় করিয়া।
কিসের লাগিয়া তুমি ধরিয়া আনিলা ॥
তখন বলেন কাজী শুন মালীগণ।
সিন্দুক সহিত বহু পাইলে রতন ॥
সোনার সিন্দুক সেই রাখ ঘরে ভরি।
হেন কর্ম্ম করিয়াছ দেখহ বিচারি ॥

শুনিয়া কহে যে মালী জুড়ি দুই কর।
সিন্দুক পেয়েছি যদি লইবে সত্বর ॥
কাজী বলে সিন্দুকেতে কোন দ্রব্য ছিল।
শুনি মালাকারগণ বিস্মিত হইল ॥
হেঁটমুণ্ড হয়ে সবে করেন ভাবনা।
বুঝিতে না পারি ইহা কাহার মন্ত্রণা ॥
কোন দুষ্টলোক আসি ইহাকে কহিলা।
তেঁই সবাকারে কাজী ধরিয়া আনিলা ॥
কাজীর সাক্ষাতে মোরা বরঞ্চ মরিবা।
কন্যা আনি দিলে ইহা অখ্যাতি হইবা ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে কাজীকে কহিলা।
সিন্দুক ভিতরে কিছু ধন নাহি ছিলা ॥
এতেক শুনিয়া কাজী ক্রোধান্বিত হৈলা।
দূতে আজ্ঞা দিয়া সব মালীরে বাঁধিলা ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন বহু করিলা তাড়ন।
পুনশ্চ কহিলা সব মালাকারগণ ॥
অবিচারে কেন কাজী বন্ধন করিলা।
সিন্দুক ভিতরে এক কন্যা মাত্র ছিলা ॥
আর কোন দ্রব্য তাহে না ছিল তখন।
কোন দুষ্টলোক বল কহিল এমন ॥
বিচার না করি কেন কৈলে অপমান।
তোমার সাক্ষাতে আজি ত্যজিব পরাণ ॥
এতেক শুনিয়া কাজী লাগিলা কহিতে।
সিন্দুক সহিত কন্যা আনহ ত্বরিতে ॥
ইহা শুনি মালীগণ বলে যে বচন।
দেবকন্যা বাঞ্ছ তুমি হইয়া যবন ॥
কাজী হয়া অবিচার কেন বা করিবে।
মহত অপরাধে গ্রাম উজাড় হইবে ॥
সাধুর স্বভাব দেখ মর্য্যাদা স্থাপন।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন ॥

মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
তোমারে কহিনু কাজী শুনহ নির্য্যাস॥
সাধুর মাহাত্ম্য যদি তুমি না রাখিবে।
পিতৃ মাতৃ দুই কুল নরকে যাইবে॥
এতেক শুনিয়া কাজী দূতে আজ্ঞা দিলা।
মালীর কাছেতে মোর অপরাধ হৈলা॥
তাড়না করিনু এত অগ্রে না বুঝিয়া।
বুঝিতে নারিনু কিছু বিষয়ী হইয়া॥
মালীর বন্ধন দূত ঘুচাও এখন।
দুষ্টের কহনে আমি করানু বন্ধন॥
এতেক শুনিয়া দূত হইল বিস্ময়।
বন্ধন ঘুচায়ে সব করয়ে বিনয়॥
নতি-স্তুতি করি কাজী করে যে বিনয়।
সিন্দুক সহিত কন্যা আনহ নিশ্চয়॥
নিজ কন্যা মত আমি সেবন করিবা।
তবে সে আমার মন প্রসন্ন হইবা॥
বহুদিন হৈতে মোর মনে আছে সাধ।
এখানে আনিতে কন্যা না কর বিবাদ॥
হিন্দুর দেবতা আমি করিব সেবন।
মিষ্টান্ন দিয়া আমি করাব ভোজন॥
বিষয়ী হইয়া আমি হইনু অজ্ঞান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু তবে না জানি সন্ধান॥
মহতের অপরাধ এখন করিলা।
দুষ্টলোক বাক্যে তোমা সকলে বান্ধিলা॥
তোমরা সবাই সাধু জানিনু এখন।
সাধুর নিকটে দেখ যায় সাধু জন॥
যেমন সঙ্গেতে থাকে তেমন সে হয়।
সত্য সত্য বলি ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

তথাহি ঃ

সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি। ইতি॥

পুনশ্চ কহিলা কাজী শুনহ বচন।
আমার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবনে॥
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম কহে সর্ব্বজনে।
হেন জন্ম কাটাইনু কুজনের সনে॥
অধর্ম্ম বিনা যে কভু না করিনু ধর্ম্ম।
হীন সঙ্গে থাকি মুঞি করি হীন কর্ম্ম॥
তোমরা সকল মালী না করিহ ঘৃণা।
সাধুর মাহাত্ম্য ইহে যাইবেক জানা॥
বৃথা জন্ম হৈল মোর যবনের ঘরে।
মো সম পাপীষ্ঠ নাহি কেহ যে সংসারে॥
এতেক শুনিয়া মালী বলে যে বচন।
কন্যার নিকটে মোরা যাই যে এখন॥
তোমার মিনতি তাঁরে সকল কহিব।
আসিতে চাহেন যদি তবে যে আনিব॥
পুনশ্চ তখন কাজী বলে যে বচন।
আমার নিমিত্ত তাঁরে কর নিবেদন॥
অস্পর্শী পামর আমি বড় দুরাচার।
তাঁহার দরশনে মুই হইব নিস্তার॥
এতেক শুনিয়া মালী বিদায় হইলা।
যাইয়া কন্যার কাছে কহিতে লাগিলা॥
মালীগণ কহে, কন্যা কহিব কি আর।
দেখিয়া কাজীর ভক্তি হই চমৎকার॥
তোমার প্রসঙ্গে কাজী অচেতন হৈল।
মুখে জল দিয়া তার চেতন করিল॥
চেতন পাইয়া পুনঃ বলে যে বচন।
এমন কুলেতে কেন হইল জনম॥
অস্পর্শী পাপীষ্ঠ আমি যবন হইনু।
হিন্দুর দেবতা কেমন সেবিতে নারিনু॥
তবে আমা সবাকারে বলিল বচন।
কন্যা আনি দেহ শীঘ্র করাব সেবন॥

নিজ কন্যা মত স্নেহ করিব বিশ্বাস।
কায়মনোবাক্যে তোমা কহিনু নির্য্যাস॥
বহুত মিনতি মোর কহিবে তাঁহারে।
যবন আচার কাজী কিছুই না করে॥
নীচ যবন যদি না হইবে পার।
মহতের গুণ কৈছে বুঝিবে সংসার॥
সাধুর স্বভাব এই ভুয়াতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥
সকলে সমান স্নেহ বলে সর্ব্বজনে।
আমার নিমিত্ত তাঁর ধরিবে চরণে॥
এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন।
সবাই চলহ যাই কাজীর ভবন॥
প্রকাশ করিব তাহা শুনহ নিশ্চয়।
সত্য সত্য বলি ইহা না কর সংশয়॥
অগ্রে একজন তথা করহ গমন।
কাজীকে কহিবে মোর যতেক নিয়ম॥
মিষ্টান্ন দিয়া তাঁর করিবে সেবন।
গোগৃহ বিনা বাস না করে কখন॥
কন্যার বচনে মালী গমন করিলা।
কাজীকে যাইয়া শীঘ্র কহিতে লাগিলা॥
মালীর মিলনে কাজী করেন বিনয়।
একেলা আইলে কেন কহত নির্ণয়॥
শীঘ্রগতি বল মালী করি নিবেদন।
কন্যার বিলম্বে মোর না রহে জীবন॥
এতেক শুনিয়া মালী কহনে বচনে।
স্থির হয়ে শুন কাজী তাঁহার নিয়মে॥
নিয়ম করেন কন্যা বহুদিন হৈতে।
তাঁহার নিয়ম মত হইবে সেবিতে॥
তখন শুনিয়া কাজী বলেন বচন।
যেমন নিয়ম আছে করিব তেমন॥

আজ্ঞাকারী হয়ে তাঁর সেবন করিবা।
আপনে আসিয়া তিঁহ সাক্ষাতে দেখিবা॥
পুনশ্চ কহিলা মালী শুনহ বচন।
আপনি করহ শীঘ্র গোগৃহে মার্জ্জন॥
এতেক শুনিয়া কাজী তখনি উঠিয়া।
গোগৃহ মার্জ্জন কৈলা স্বহস্তে করিয়া॥
তাহা দেখি মালাকার আনন্দিত মন।
কাজী প্রশংসিয়া গেল আপন ভবন॥
আসিয়া কন্যার কাছে কহিতে লাগিলা।
তোমার নিয়ম সব কবুল করিলা॥
কাজীর চরিত্র দেখি হইনু বিস্মিত।
তোমা আকর্ষণ বুঝি হইল নিশ্চিত॥
এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন।
এখনি চলহ সেই কাজীর ভবন॥
এতেক বলিয়া কন্যা গমন করিলা।
পূজারী হইয়া মালী সঙ্গেতে চলিলা॥
তবে গ্রামবাসী লোক আইলা দেখিতে।
আনন্দিত হয়ে গেলা কাজীকে কহিতে॥
চাতকের প্রায় কাজী আছেন বসিয়া।
হেনকালে গ্রামবাসী কহিল যাইয়া॥
তোমার সার্থক কাজী হইল এতদিনে।
তোমার সমান দেখি নাহিক ভুবনে॥
মালীগণ সনে কন্যা করেন গমন।
পথি মধ্যে তুমি গিয়া করহ মিলন॥
এত শুনি কাজী তবে আনন্দিত হৈলা।
পুষ্প রথ সাজাইয়া লইতে আইলা॥
পথি মধ্যে আসি কাজী করিলা দর্শন।
অষ্টাঙ্গ হইয়া কাজী করে যে স্তবন॥
মো বড় পাপীষ্ঠ ছিলা পতিত অধম।
এতদিনে হৈল মোর সফল জনম॥

মোরে ঘৃণা নাহি করে দিলেন দরশন।
তোমার প্রকাশে হবে পাষণ্ড দলন॥
মো সম পাষণ্ড কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
পবিত্র করিলে মোরে দিয়া দরশনে॥
মহা মহা পাপ যার নহে এক কোণ।
সে পাপ করিলা মুই করহ তারণ॥
এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন।
সকল পাপের রাজা সাধু যে নিন্দন॥
শিরে বজ্র পড়ে কিম্বা পুত্র মরি যায়।
সাধুর বিচ্ছেদ তবু কর্ণে না শুনায়॥
পশ্চাতে কহিব ইহা করিয়া বিস্তার।
সাধুদ্রোহী হৈলে হয় সংসারে ধিৎকার॥
এতেক শুনিয়া কাজী হইলা বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা পুনঃ করিয়া বিনয়॥
নিবেদন করি কন্যা শুনহ বচন।
মোর ভাগ্যে রথে চড়ি করহ গমন॥
কাজীর বচনে কন্যা রথারোহণ কৈলা।
টানিতে না হয় রথ আপনি চলিলা॥
দেখিয়া তাঁহার শক্তি সবে চমৎকার।
শূন্যেতে ভ্রময়ে কন্যা না দেখে যে আর॥
কেহ কেহ ঊর্দ্ধমুখে বলেন চাহিয়া।
গগনে পশিল রথ ভ্রমণ করিয়া॥
এতেক বলিয়া সবে করেন রোদন।
প্রাপ্ত ধন হারাইয়া দরিদ্র যেমন॥
সেইমত কাজী হৈলা ভাবিয়া কাতর।
বিনয় করিয়া বহু করে যে ফুৎকার॥
বড় সাধ ছিল কন্যা করিব সেবন।
স্বহস্তে করিনু আমি গোগৃহ মার্জ্জন॥
এতেক বিষাদ কাজী করে করপুটে।
তখন আইল কন্যা কাজীর নিকটে॥
কন্যাকে দেখিয়া সবে আনন্দিত হৈলা।
হারাইয়া রত্ননিধি পুনঃ যে পাইলা॥
পূর্ব্বমত কন্যা প্রতি স্নেহ যে করিলা।
রথের চৌদিক বেড়ি সবাই চলিলা॥
শীঘ্রগতি গেলা কন্যা কাজীর ভবনে।
গোগৃহে লইয়া কাজী দিলা যে আলয়ে॥
তখন বসিলা কন্যা আসনে যাইয়া।
মালীগণে জলপাত্র দিল যে আনিয়া॥
পুনশ্চ বলে কাজী শুনহ বচনে।
জলপাত্র লয়ে জল আনহ এখানে॥
নূতন বাসন মালী তখন লইয়া।
আনিতে গেল যে জল আনন্দিত হয়া॥
জল আনি মালী তবে ধোয়ায় চরণ।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ এই শুন শ্রোতাগণ॥
পুনঃ কহে কাজী তবে দূতেরে ডাকিয়া।
দোকানী-পসারী সব আনহ যাইয়া॥
কাজীর বচনে দূত করিল গমন।
দোকানী-পসারী সনে পথেতে মিলন॥
দূত বলে সবাকার কোথায় গমন।
পসারি বলিল যাই কাজীর ভবন॥
কাজীর গৃহেতে শুনি সাধু যে আইলা।
তাঁহার দরশন লাগি সবাই চলিলা॥
গ্রামের সার্থক হৈল সাধু আগমনে।
মিষ্টান্ন লইয়া যাই করাব ভোজনে॥
শুনিয়া তখন দূত কহিতে লাগিলা।
তোমা সবা আনিবারে কাজী আজ্ঞা দিলা॥
কাজীর তলপ হয় তোমা সবাকারে।
মিষ্টান্ন প্রায় বুঝি খাওয়াবেন তাঁরে॥
শীঘ্রগতি চল সবে যাইব ত্বরিত।
মিলন করিবে আগে কাজীর সহিত॥

এতেক বলিয়া সবে গমন করিলা।
কাজীর সাক্ষাতে দূত পসারি দিইলা॥
তখন পসারিগণ বলিল বচন।
দূত পাঠাইয়াছিলে কিসের কারণ॥
কন্যাকে দেখিতে মোরা আসি যে নিশ্চয়।
হেনকালে দূত তব পথেতে মিলয়॥
শুনিয়া তখন কাজী বলিল বচন।
এতদিনে হৈল মোর সার্থক জীবন॥
সাক্ষাতে দেখহ সবে সাধুর আগমন।
আনি দেহ মিষ্টান্ন করাব ভোজন॥
প্রতিদিন আনি দিবে কন্যার সাক্ষাতে।
বিলম্ব না হয় যেন আসিবে ত্বরিতে॥
উচিত বেতন আমি দিবত সবারে।
শুনিয়া পসারিগণ বলিল তাহারে॥
নিজ হৈতে আজি মোরা করাব ভোজন।
কালি হৈতে লইব সবে উচিত বেতন॥
এতেক বলিয়া সবে আইলা ত্বরিত।
পশ্চাতে আইলা কাজী পসারী সহিত॥
সামগ্রী কন্যাকে দিয়া প্রণাম করিলা।
মাধুর্য্য দেখিয়া তাঁর বহু প্রশংসিলা॥
এসব দেখিয়া কাজী বলিল বচন।
মিষ্টান্ন আনিলে যদি করাহ ভোজন॥
নূতন বসন তথা দিলা যে আনিয়া।
তখন সেবয়ে মালী পূজারী হইয়া॥
তবে মিষ্টান্ন কন্যা ভোজন করিলা।
আচমন করি পুনঃ আসনে বসিল॥
তাম্বুল আনিয়া তবে মালীগণ দিলা।
তাম্বুল খাইয়া কন্যা কহিতে লাগিলা॥
শুন শুন মালীগণ আমার বচন।
প্রসাদ লইয়া সবে করহ ভোজন॥
এতেক শুনিয়া মালী প্রসাদ পাইয়া।
বণ্টন করয়ে শীঘ্র আনন্দিত হয়া॥
গ্রামবাসী আদি করি যত লোক ছিল।
জয় জয় দিয়া সবে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদ পাইয়া সবে করিল প্রণাম।
পবিত্র হইল এই কাজীপুর গ্রাম॥
তখন কন্যাকে কাজী বলিল বচন।
যত অপরাধ মোর করহ মোচন॥
কাজীর বচন কন্যা শুনিয়া তখন।
মোর সাধ্য নহে কিছু করিতে খণ্ডন॥
যেখানের অপরাধ সেখানে যাইয়া।
তাহার চরণে কাজী পড়হ লুটিয়া॥
চরণে ধরিয়া তার মাগ পরিহার।
তবে সে হইবে কাজী আপন নিস্তার॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি না কর গউন।
মহত্ত অপরাধ তব হইবে মোচন॥
এতেক শুনিয়া কাজী গমন করিলা।
মালীর চরণ ধরি কহিতে লাগিলা॥
তোমা সবাকার দ্বারে হইল অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ॥
কাজীর কাকুতি দেখি বলে মালীগণ।
চরণ ছাড়হ ইবে করি নিবেদন॥
তোমাতে আমাতে এক হইনু এখনে।
অপরাধ গেল সব কন্যা দরশনে॥
এতেক শুনিয়া কাজী প্রফুল্লিত হয়া।
কোলাকুলি করে সব মালীকে লইয়া॥
তোমরা আমার বন্ধু হইলে পূজিত।
দেখি সবাকার গুণ হইনু বিক্রীত॥
কন্যার সেবন ইবে করহ সদাই।
তোমা সবাকার গৃহে খরচ পাঠাই॥

এতেক শুনিয়া মালী করিল বিনয়।
তোমার পালিত মোরা হইবে নিশ্চয়॥
এইমত দুঁহে দুঁহা প্রশংসা করিয়া।
কন্যার নিকটে সবে মিলিলা আসিয়া॥
একে একে কৈলা বৃক্ষ সেবার প্রকাশ।
পূজারী হইয়া মালী রহে তাঁর পাশ॥
এইত কহিনু সব কন্যার নির্ণয়।
ইহার শ্রবণে হবে ভক্তির উদয়॥
ভক্তি করি যেই নর করে অধ্যয়ন।
ধর্ম্মের সহিত তাঁর বাড়য়ে কল্যাণ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সবে করিবে শ্রবণ।
অচিরাতে অভিরাম করিবে তারণ॥
শ্রবণ করিতে আনমনা যেই হয়।
অবশ্য জানিবে তার কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
শ্রীঅভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলামৃত বর্ণনে
মালিনী বিবরণ নাম
তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং গোপীনাথমহাপ্রভুবিগ্রহতে।
হ্যভিরামো মহান্ গোস্বামী মালিনীসহিতং
শরণমিতি॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুণমণি নাম॥
সেই নিত্যানন্দে পুনঃ করি নমস্কার।
আনিয়া আমার প্রভু করিলা প্রচার॥
তাঁহার যতেক গুণ কহি যে বিস্তার।
মহাব্যাধি হৈতে মোরে করিলা নিস্তার॥
একদিন আছি গৃহে শয়ন করিয়া।
আধ আধ নিদ্রা মোরে ধরিল আসিয়া॥
হেনকালে আসি তিঁহো কহেন চেতনে।
উঠ উঠ ওরে শিশু শুনহ বচনে॥
আমার যতেক লীলা করহ বর্ণন।
শুনিয়া হইবে সুখী প্রিয় ভক্তগণ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
ব্রজেতে আমার গুণ ঘুষেন একান্ত॥
বিস্মৃতি হইয়া দেখ আমারে ভুলিয়া।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইল আসিয়া॥
তখন না করে মনে এখনে খুঁজিলা।
সেখানে যাইব আমি তোমারে কহিলা॥
শ্রীদাম লাগিয়া তথা সবে অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইব আমি শুনহ বচন॥
অনুমান নহে মোর যত কর্ম্ম করি।
হয় নয় দেখ আগে মনেতে বিচারি॥
প্রকাশ করিয়া তাহা করিব মিলন।
বিদ্যমান দেখি সব করহ বর্ণন॥
এত বলি মোর মাথে চরণ ধরিলা।
চরণ পরশে লীলা স্মরণ হইলা॥
অতএব যত লীলা করিয়ে বর্ণন।
আপনি লিখান মোকে করিয়া যতন॥
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ।
অভিরাম বলে লিখি মোর কিবা দোষ॥
বৃন্দাবনে অভিরাম আছেন বসিয়া।
শক্তিতে প্রকাশ কৈল দক্ষিণ আসিয়া॥
আপনি পশ্চিম দিয়া করেন ভ্রমণ।
চারিদিক আগুলিলা একাই চারিজন॥
একে একে বিবরণ বলিব সবার।
বাহুল্য হইবে বলি না করি বিস্তার॥

পশ্চাতে বলিব সব শক্তির লক্ষণ।
নিজেতে গোসাঞি জীউ করেন ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে লাগিলা তিঁহো মনেতে ভাবিয়া।
কেবা কোন রূপে আছে দেখিব করিয়া॥
আমাকে রাখিয়া সবে করিল গমন।
দণ্ডবত দ্বারা সব বুঝিব এখন॥
স্বয়ং রূপ হয় যদি লইবেক সেহ।
নতুবা কাহার সাধ্য না পারিবে কেহ॥
ভ্রমণ করিব সব বিগ্রহ দেখিয়া।
দেখি কেবা কোনরূপে আছেন বসিয়া॥
একে একে সবাকার করিব দর্শন।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি বুঝিব এখন॥
দেখি কায় কত শক্তি দিয়াছে চৈতন্য।
দুই কার্য্য হেতু আমি হৈব অবতীর্ণ॥
ব্রজেতে কৃষ্ণে বহু সেবন করিলা।
তখন আমাকে কৃষ্ণ আপনি কহিলা॥
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জনে।
বশ যে হইনু দেখ তোমার সেবনে॥
বলরাম আদি করি যত সখাগণ।
সবার অপেক্ষা শক্তি দিলাম এখন॥
এমন পিরীত সেই শ্রীকৃষ্ণ সহিত।
মনে না করিয়া গেলা হইয়া বিস্মৃত॥
বুঝিব এবে তাঁর প্রিয় হয় কেবা।
কাহার প্রেমেতে বশ পাইবেন সেবা॥
সেবাবশ হয়া সেই প্রেমেতে চলিলা।
অতেব আমারে তিঁহ বিস্মৃত হইলা॥
এতেক ভাবিয়া মনে করেন ভ্রমণ।
যেখানে বিগ্রহ আছে করেন দর্শন॥
দর্শন করিয়া তাঁরে বলেন হাসিয়া।
কেবা কোনরূপে আছ দেখিব করিয়া॥

এতেক বলিয়া তাঁরে দণ্ডবত দিলা।
দণ্ডবত করি শীঘ্র দেখিতে লাগিলা॥
দণ্ডবত দ্বারে সেই বিগ্রহ সংশয়।
মনেতে জানিলা কেহ নাহিক নিশ্চয়॥
সেই স্থান হৈতে পুনঃ গমন করিলা।
বহু দেবালয় সেই ক্ষণেকে ভ্রমিলা॥
যতেক বিগ্রহ দেখি করেন প্রণাম।
ফাটিতে লাগিল সব দেখি অভিরাম॥
লক্ষ কোটি বিগ্রহ সব করিলা উজাড়।
তখন গোসাঞি মনে করেন বিচার॥
বহুত বিগ্রহ এই করিনু ভ্রমণ।
কৃষ্ণের স্বরূপ মাত্র দেখি যে লক্ষণ॥
কোথায় করিলা তিঁহ স্বয়ং পরকাশ।
গৌর বিগ্রহ বুঝি করিলা সন্ন্যাস॥
এতেক বলিয়া শীঘ্র করেন গমন।
জয়দেব সনে হৈল পথেতে মিলন॥
তখন গোসাঞি জীউ বলেন বচন।
পরিচয় দেহ মোরে না কর বঞ্চন॥
ঈশ্বর স্বরূপ তব দেখি যে লক্ষণ।
দণ্ডবত লও তুমি শুনহ বচন॥
এত শুনি জয়দেব করেন বিনয়।
ব্রাহ্মণ ছাওয়াল আমি শুনহ নিশ্চয়॥
তব দণ্ডবত যোগ্য নহি মুই ছার।
সেবা যোগ্য হই মুই কর অঙ্গীকার॥
কোথা হৈতে আইলে তুমি কহত নির্ণয়।
কৃপা করি কহ মোরে নিজ পরিচয়॥
এতেক শুনিয়া তবে বলেন হাসিয়া।
মোর পরিচয় লবে কিসের লাগিয়া॥
তথাপি তোমারে আমি কহি যে বচন।
বৃন্দাবন হৈতে আমি করি আগমন॥

ভ্রমিয়া গৌড়দেশ করিব উদ্ধার।
তব গৃহে ভিক্ষা আজি ব্রাহ্মণ কুমার॥
ব্রজের প্রধান যেই আছিলা শ্রীদাম।
তাহার স্বরূপ আমি শুনহ বিধান॥
নবদ্বীপে আইলা আগে যত সখাগণ।
অভিরাম বলি নাম হইল এখন॥
সখাগণ লাগি এবে করিয়ে ভ্রমণে।
দেখি কেবা কোনরূপে রহে কোনস্থানে॥
ভ্রমণ কি যে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বিগ্রহ দেখিব অগ্রে দণ্ডবত দিয়া॥
বহুত বিগ্রহ ইবে করিনু দর্শন।
দণ্ডবত লৈতে নারে ফাটয়ে তখন॥
এক দণ্ডবত কেহ নারিলা লইতে।
তোমারে আছে যে ইবে পরিচয় দিতে॥
ইহা শুনি জয়দেব হইয়া কাতর।
বিনয় করেন বহু যুড়ি দুই কর॥
কৃপা করি চল তুমি আমার আলয়।
তোমাকে দিব যে আমি নিজ পরিচয়॥
এতেক শুনিয়া দুঁহে করেন গমন।
জয়দেব গৃহে গিয়া দিলেন আসন॥
শীঘ্রগতি গিয়া তিঁহ আসনে বসিলা।
বসিয়া গোসাঞি জীউ কহিতে লাগিলা॥
শুন শুন জয়দেব আমার বচন।
তোমার হস্তেতে আজি করিব ভোজন॥
এত শুনি জয়দেব পূজারী ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা তাতে সব বিবরিয়া॥
তখন পূজারী সব বুঝিয়া বিহিত।
মিষ্টান্ন আদি করি আনিলা ত্বরিত॥
দেখিয়া গোসাঞি জীউ কহিতে লাগিলা।
তোমার হস্তেতে আজি ভোজন করিবা॥

এতেক শুনিয়া তিঁহ হইয়া উল্লাস।
স্বহস্তে করান শীঘ্র ভোজন বিলাস॥
ভোজন করিয়া পুনঃ গোসাঞি কহিলা।
পূজারী প্রকৃতি তুমি কোথায় পাইলা॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন বচন।
জগন্নাথ কৈলা মোরে আগেতে স্থাপন॥
প্রকাশ করিয়া তিঁহ বলেন বচন।
সমুদ্র নিকটে মুই করি যে গমন॥
দারুব্রহ্ম হয়ে পুনঃ সেখানে থাকিবা।
অভিরাম আসি তাহা প্রকাশ করিবা॥
এসব নির্ণয় তবে শুনিয়া তখন।
আরোপে স্বরূপ দেখি করি যে বর্ণন॥
স্বরূপ ব্যতিরেক রূপ না হয় স্থিরতা।
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ এই সাধনের কথা॥
স্বরূপে প্রকাশ করি অভিরাম লীলা।
জয়দেব বক্তা হয়ে কহিতে লাগিলা॥
দক্ষিণ দেশের লোক বড় দুরাচার।
পাষণ্ড সকল পুনঃ করিবে নিস্তার॥
পুনশ্চ কহি যে শুন কন্যার আশয়।
দক্ষিণ হইয়া তিঁহ আইলা নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণের কন্যা ইহ সেই ত দুঃখিত।
বিবরিয়া কহি শুন ইহার চরিত॥
পুত্র কন্যা যত হয় সব তার মরে।
জগন্নাথে কন্যা দিব মাননা সে করে॥
বংশ বৃদ্ধি হয় যদি আমা সবাকার।
কন্যা দিয়া সেবা মোরা করিব তোমার॥
এইমত মাননা যে করে সর্ব্বজন।
জগন্নাথে কন্যা দিতে আইলা ব্রাহ্মণ॥
পথিমধ্যে জগন্নাথ স্বপ্নেতে কিরায়।
আমি না লইব কন্যা শুন অভিপ্রায়॥

এই কন্যা দেহ লয়ে জয়দেব স্থানে।
তাঁর সেবা কৈলে হবে আমার সেবনে॥
স্বপ্ন বাক্যে কন্যা তবে লইয়া ব্রাহ্মণ।
এখানে আসিয়া মোরে বলেন বচন॥
জগন্নাথে কন্যা দানে সভাকেরগণ।
সবার মানসা দেখি করিনু মানস॥
আমাদের বংশ বৃদ্ধি হয় যদি তবে।
কন্যা দিয়া যাব মোরা পূজারী করিবে॥
এই কন্যা লয়ে মোরা যাইতেছি দিতে।
হেনকালে জগন্নাথ কহিলেন স্বপ্নেতে॥
এই কন্যা জয়দেবে কর সমর্পণ।
পূজারী হইয়া তাঁর করিবে সেবন॥
'জয় পদ্মা' বলি তবে হইবেক নাম।
শীঘ্রগতি যাহ লয়ে কেন্দুবিল্ব গ্রাম॥
এই গ্রামে আসি পুনঃ করিলা গমন।
কন্যা দিয়া গেলা মোরে আপন ভবন॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ আনন্দিত হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল তাহা জয়দেব লইয়া॥
পরিচয় লয়ে তার গমন করিলা।
পথি মধ্যে আসি পুনঃ লোকে জিজ্ঞাসিলা॥
সত্য করি গ্রামবাসী বলহ বচন।
তোমাদের গ্রামে কেবা আছে সাধুজন॥
বহু দিন হৈতে আমি করি যে নিয়ম।
শীঘ্রগতি কহ মোরে তাহার কি নাম॥
তখন সে গ্রামবাসী বলে যে বচন।
এই গ্রামে আছে সাধু মদনমোহন॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ কহিতে লাগিলা।
বুঝি কোন মূর্তি আসি এখানে রহিলা॥
পরিচয় লহ তাঁর করিয়ে গমন।
সখাগণ [illegible]॥

দর্শন করিয়া তাঁরে কখনি কহিব।
কেমন সে আতিমূর্তি সাক্ষাতে দেখিব॥
পুনশ্চ কহেন তবে গ্রামবাসীগণ।
তোমরা আমার বন্ধু হইলে এখন॥
হিতকারী হৈলে সেই হিতকথা কয়।
তাহার স্বরূপ সেই জানিহ নিশ্চয়॥
যেমন সজেতে থাকে ধরে তার গুণ।
মনে মনে এক হৈলে বন্ধু সেইজন॥
এতেক বলিয়া গেলা সবাকে লইয়া।
হরিধ্বনি কৈলা বহু মন্দির বেড়িয়া॥
লোক সংঘটনে তিঁহো দণ্ডবত কৈলা।
মন্দির নিকটে যেন ভূমিকম্প হৈলা॥
দণ্ডবত দিয়া পুনঃ দেখেন চাহিয়া।
মদনমোহন তবু না যায় কাটিয়া॥
আর এক দণ্ডবত তখন করিলা।
পুনর্ব্বার উঠি তাহা দেখিতে লাগিলা॥
মদনমোহন তবু আছেন বসিয়া।
মন্দিরের দ্বার মাত্র গিয়াছে বাঁকিয়া॥
পুনঃ এক দণ্ডবত করেন তখন।
ঘাড় বাঁকা হৈল সেই মদনমোহন॥
নতি স্তুতি করি তিঁহ কহিতে লাগিলা।
মোরে দণ্ডবত দিয়া কি কার্য্য করিলা॥
তিন দণ্ডবত মোরে দিলা কি লাগিয়া।
কেনে অপমান কৈলে ঘাড় বাঁকাইয়া॥
কলঙ্ক ঘুষিবে মোর ভুবন ভরিয়া।
অপরাধ ক্ষম মোর আপনে আসিয়া॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ গোসাঞি কহিলা।
নিয়ম করিবে এই জন্মিতে লাগিলা॥
দণ্ডবত দিয়া সদা করি যে [illegible]।
কেবা কোনরূপে আছে দেখিব [illegible]॥

এতেক শুনিয়া তিঁহ হইলা কাতর।
বসিতে আসন দিলা মন্দির ভিতর॥
তখন গোসাঞি জীউ বলেন বচন।
মন্দির ভিতরে মোর নাহি প্রয়োজন॥
সব সখাগণে আগে মিলন করিয়া।
তবে সে মন্দিরে আমি বসিব যাইয়া॥
এখানে আসন দিহ বসিব অঙ্গনে।
নিয়ম করিয়াছি যাহা ছাড়িব কেমনে॥
নিয়ম যে হৈলে ভঙ্গ অপরাধ হয়।
বিচারিয়া দেখ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ব্রজের নিয়ম মোর জানে সর্ব্বজনে।
ছাড়িতে না পারি মোর সে সব আচরণে॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ মনে বিচারিলা।
অনুরাগে অভিরাম ভ্রমিতে লাগিলা॥
সেবা করি মনোবৃত্তি সকল শুনিব।
অপরাধ হৈলে মোর মিনতি করিব॥
এতেক চিন্তিয়া মনে আসন লইয়া।
আঙ্গিণা উপরে আসন পাতিয়া॥
তখন গোসাঞি জীউ আসনে বসিলা।
মদনমোহন পুনঃ পূজারী ডাকিলা॥
পূজারী শুনিয়া তখন আইলা ত্বরিত।
দেখিয়া তাঁহার রঙ্গ হইলা ভাবিত॥
পুনশ্চ কহিলা তারে মদনমোহন।
সামগ্রী আনহ কিছু না কর গউন॥
শুনিয়া পূজারী শীঘ্র গমন করিলা।
মিষ্টান্ন আদি করি অনেক আনিলা॥
সকল সামগ্রী দিলা তাঁহার আসনে।
মদনমোহন আসি করান ভোজনে॥
ব্রজেতে কৃষ্ণের সহ ভোজন করিলা।
সেই সব আচরণ তখনে করিলা॥

ভোজন করিয়া তবে কৈলা আচমনে।
পুনশ্চ বসিলেন দুঁহে যাইয়া আসনে॥
তাম্বুল আনিয়া তবে পূজারী যে দিলা।
তখন তাম্বুল দুঁহে খাইতে লাগিলা॥
তবে পুনর্ব্বার কহে মদনমোহন।
সখার প্রধান তুমি শুনহ বচন॥
ব্রজেতে কৃষ্ণের সহ থাকে সখাগণে।
মর্ম্মকথা কহে কৃষ্ণ সুবলের সনে॥
কৃষ্ণের যখন বাঞ্ছা রাধা প্রাপ্তি হয়।
ছলেতে সুবল আনি মিলন করায়॥
একদিন সখাগণ করে গোচারণ।
রাধিকা স্মরিয়া কৃষ্ণ হৈল অচেতন॥
তখন আসিয়া তুমি দিলে দরশন।
তোমাকে দেখিয়া কৃষ্ণ পাইলা চেতন॥
রাধাভ্রমে কৃষ্ণ তবে ধরে তব গলে।
সবে মাত্র তুমি তাহা জানিতে পারিলে॥
জানি তবে মনোভাব লাগিলা কহিতে।
ত্বরা করি যাহ সুবল রাধারে আনিতে॥
শুনিয়া সুবল তবে করেন বিনয়।
কেমনে মিলাব রাধা হইল সংশয়॥
মনেতে ভাবিয়া সুবল চলে রাজপথে।
হেনকালে দেখা হইল জটিলার সাথে॥
জটিলা কহেন তারে মধুর বচন।
কহত কোথা সুবল যাও কি কারণ॥
শুনিয়া সুবল তবে বলেন বচন।
আজিকার দুঃখ মাতা কি কব এখন॥
সবে করিতেছি মোরা গোষ্ঠে গোচারণ।
এক গাভী বৎস ইবে হারা যে এখন॥
বৎস না পাইয়া মোরা আকুল সবাই।
ভ্রমণ করিয়া মোরা খুঁজিয়া বেড়াই॥

শুনিয়া জটিলা তবে বলেন বচন।
সুবাসিত জল মুখে দেহত এখন ॥
শুনিয়া সুবল বলে চাতুরী করিয়া।
কৃষ্ণ ব্যাকুল হৈলা বাছুর লাগিয়া ॥
সেই বৎস না পেয়ে কৃষ্ণ কাঁদে উচ্চঃস্বরে।
অতেব খুঁজিয়া বুলি নগরে নগরে ॥
কি কার্য্যে জটিলা মাতা যাহত আপনে।
আমিহ তোমার গৃহে করিব গমনে ॥
সেখানে খাই জল রাধিকার ঠাঁই।
এতেক বলিয়া গেলেন সুবল তথাই ॥
সুবল দেখিয়া রাই বলেন বচন।
কেমনে আছেন কহ নন্দের নন্দন ॥
শুনিয়া সুবল তবে কহিতে লাগিলা।
তোমাকে স্মরিয়া কৃষ্ণ মূরছি পড়িলা ॥
তাঁহারে শ্রীদাম পুনঃ করিলেন কোলে।
তোমার ভ্রমেতে কৃষ্ণ ধরে তাঁর গলে ॥
সে মর্ম্ম জানিয়া শ্রীদাম বলেন ত্বরিতে।
ত্বরা করি যাহ তুমি রাধারে আনিতে ॥
ঝট করি চল রাধা না কর গউন।
শুনিয়া রাধিকা তবে বলেন বচন ॥
কেমনে যাইতে বল আমারে সেখানে।
দিবস মিলন আমি করিব কেমনে ॥
শুনিয়া সুবল বলে বিনয় করিয়া।
গমন করহ রাধা মোর বেশ ধরিয়া ॥
তব বেশ বনাইয়া দেহত আমায়।
রন্ধন করি যে আমি রন্ধনশালায় ॥
এতেক শুনিয়া রাধা নিজ বেশ দিলা।
সুবলের বেশ রাধা তখনে পরিলা ॥
নিজ অঙ্গ নিহারিয়া দেখিতে লাগিলা।
রাখাল হইল বেশ কুঁচ না ঢাকিলা ॥
সুবলে ডাকিয়া রাধা বলেন বচন।
মোর যাওয়া হল নারে গেষ্ঠেতে এখন ॥
পয়োধর দেখ সুবল কেন না লুকায়।
কেমনে যাইব পথে কি হবে উপায় ॥
হেনকালে এক বৎস দেখিতে পাইলা।
সে বৎস লইয়া কোলে রাধিকা চলিলা ॥
পুনর্ব্বার দেখে রাধা আপন চরণ।
পায়ের আলতা দেখি ভাবেন তখন ॥
আলতা ঢাকিব কিসে চিন্তেন উপায়।
হেনকালে রাধা আনি সুবল যোগায় ॥
বাধা পায়ে পরিয়া তবে রাধিকা সুন্দরী।
গমন করিলা পথে বলিয়া শ্রীহরি ॥
তখন জটিলা দেবী পাইলা দেখিতে।
সুবলের বেশ রাধা নারিল চিনিতে ॥
কোথায় পাইলে সুবল এইত বাছুর।
শুনিয়া তখন রাধা বলেন মধুর ॥
বাছুর পাইনু শুন গোকুল নগরে।
তোমার আগারে ছিলা জানিনু নির্দ্ধারে ॥
ইবে কৃষ্ণ প্রাণ পাবে দেখিয়া বাছুর।
রসিক সুজন সেই হয়েন চতুর ॥
এতেক শুনিয়া তবে গেলেন জটিলা।
শ্রীহরি বলিয়া পুনঃ রাধিকা চলিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতে সেই আছেন বসিয়া।
সুবলের বেশে রাধা মিলিলেন গিয়া ॥
তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ হইল কাতর।
রাধিকা রহিলা কোথা কহ না উত্তর ॥
রাধিকা আমারে বুঝি ছাললা এখন।
পুনঃ রাধিকা স্মরি হৈল অচেতন ॥
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি বিভোল হইলা।
'রাধা রাধা' বলি তিঁহ অচেতন হৈলা ॥

ত্বরায় যাইয়া রাধা কৃষ্ণকে উঠায়।
রাধিকা পরশে কৃষ্ণ চৈতন্য যে পায়॥
কোলেতে করিয়া পুনঃ বলেন বচন।
সুবলের বেশে আমি করিনু গমন॥
দুঁহাতে দুঁহার মুখ করে নিরীক্ষণ।
মেঘেতে বিজলী যৈছে করয়ে শোভন॥
দুঁহার নয়ন বাণে দুঁহা সে জুড়ায়।
কিবা সে মুখের হাসি মুখেতে মিলায়॥
দুঁহুক অধর দুঁহে সদা করে পান।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা রসমূর্ত্তিমান॥
মিলন করিয়া তবে রাধিকা সুন্দরী।
গমন করিলা শীঘ্র বলিয়া শ্রীহরি॥
সুবলের বেশে রাধা সুবলকে দিইলা।
আপনার বেশ তবে আপনি লইলা॥
শুন ভায়া অভিরাম আমার বচন।
তোমার সমান দেখ নহে কোনজন॥
বলিলে কৃষ্ণের কার্য্য করেন সুবল।
তোমার যতেক গুণ দেখি যে নির্ম্মল॥
বলিলে করেন কার্য্য সেই ত মধ্যম।
না বলিলে করে কার্য্য সেই ত উত্তম॥
কৃষ্ণের মনের কার্য্য করহ বিচারি।
সে কার্য্য করিলে তুমি বলিতে না পারি॥
সুবলে তোমায় এক ব্রজে ছিল বাস।
আমাকে প্রণাম দিয়া কৈলে উপহাস॥
সুবল হইতে তুমি আমার প্রধান।
তোমার যতেক গুণ সর্ব্বশাস্ত্রে গান॥
তথাহি—শ্রীমুখবচনং॥
"কৃষ্ণ বিঘটিতং সহায়ঃ শ্রীদামঃ॥
একদিন কৈল কৃষ্ণ জাবট গমন।
দিবসে রাধার সনে হইল মিলন॥

কি কহিব তব গুণ না যায় কথন।
মন দিয়া শুন তাহা করি নিবেদন॥
মিলন করিয়া দুঁহে শয়ন করিলা।
জটিলা আসিয়া তথা আপনি দেখিলা॥
মন্দিরে কুলুপ তবে দিল যে তখন।
যশোদার কাছে আসি বলেন বচন॥
শুন শুন নন্দরাণী কি কহিব আর।
আপনি দেখহ গিয়ে কৃষ্ণের আচার॥
রাধিকার সনে কৃষ্ণ করেন সঙ্গম।
দুঁহাকে দেখি ঘর করিনু মুদন॥
এতেক শুনিয়া রাণী তাহারে কহিলা।
আপনি আপনা বুঝি অখ্যাতি করিলা॥
শ্রীদাম কৃষ্ণেতে এই করিলা ভোজন।
বেশ বনাই দি এই দুঁহার এখন॥
শ্রীদামের বশ কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
তিলেক তাহার সঙ্গ কভু না ছাড়য়॥
দুগ্ধের চাওয়াল মোর শুনহ জটিলা।
এমন অখ্যাতি কেন কৃষ্ণের করিলা॥
শুনিয়া জটিলা পুনঃ করেন বিনয়।
আপনি চলহ তথা দেখিবে নিশ্চয়॥
তখন যশোদা রাণী হইয়া ভাবিত।
নন্দ ঘোষ আদি করি ডাকিলা ত্বরিত॥
সবাকে লইয়া তথা করেন গমন।
শ্রীদাম যাইয়া কুলুপ খুলে যে তখন॥
কুলুপ খুলিয়া তবে রাধাকে উঠায়।
উঠিয়া কুলুপ রাধা দিলা অভিপ্রায়॥
শ্রীদাম কৃষ্ণে পুন করিল শয়ন।
গলাগলি করি দুঁহে থাকেন তখন॥
শ্রীমতী যাইয়া শীঘ্র করেন রন্ধন।
নন্দাদি জটিলা তবে আইলা তখন॥

কুলুপ খুলিয়া তিঁহ দিল যে যাইয়া।
দেখিতে লাগিল সবে প্রবিষ্ট হইয়া॥
তখন যশোদা কহে শুনহ জটিলা।
না দেখিয়া না শুনিয়া অখ্যাতি করিলা॥
শ্রীদামকৃষ্ণেতে এই করয়ে শয়ন।
এত অপমান কৈলে কিসের কারণ॥
শ্রীদাম কৃষ্ণেতে দেখ একই জীবন।
গলাগলি করি দুঁহে করেন শয়ন॥
তখন জটিলা কহে শুনহ নিশ্চয়।
শ্রীমতীর প্রায় দেখি হইনু বিস্ময়॥
পুনশ্চ যশোদা তারে বলেন বচন।
নিজ গৃহে গিয়া তুমি দেখহ এখন॥
শুনিয়া জটিলা তবে সবাকে লইয়া।
দেখিতে আইল তবে শীঘ্র করিয়া॥
রন্ধনশালাতে রাধা আছেন তখন।
দেখিয়া তাহাকে লোক বলেন বচন॥
সতীকে অসতী কেন করহ জটিলা।
এতেক বলিয়া বহু ভর্ৎসনা করিলা॥
সবাকে জটিলা তবে করেন স্তবন।
এখন জানিলা রাধা সতীর লক্ষণ॥
মিছা কানাকানি করে যত দুষ্ট লোক।
শ্রীদাম কৃষ্ণেতে করে যতেক কৌতুক॥
শ্রীদাম শ্রীমতী দুঁহে এক বর্ণ হয়।
ইহা না জানিয়া তেঁই নানা কথা কয়॥
শ্রীদামে শ্রীকৃষ্ণ দেখ যত লীলা করে।
শ্রীমতী প্রশংসি সবে আইলেন ঘরে॥
শুন শুন অভিরাম কহিনু নিশ্চয়।
না বলিতে কর কার্য্য দেখি যে আশয়॥
তোমার যতেক গুণ নাহি হয় সংখ্যা।
অপরাধ হৈল মোর এবে কর রক্ষা॥
অনুরাগে বুঝিলাম করহ ভ্রমণ।
আমার বাঁকালে ঘাড় কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি কহিলা।
ঘাড় বক্র নহে তব প্রকাশ হইলা॥
এই বিষ্ণুপুর হৈল গুপ্ত বৃন্দাবন।
বিরাজ করহ তুমি মদনমোহন॥
শীঘ্রগতি যাই আমি ভ্রমণ করিতে।
পুনশ্চ তোমার সনে আসিব মিলিতে॥
এতেক বলিয়া তবে করেন গমন।
দুঁহার চরিত্র কিছু না হয় বর্ণন॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরামলীলামৃত বর্ণনে মদনমোহন
মিলন নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং গোপীনাথ মহাপ্রভুর্বিজয়তে।
যাত্রাভিরামো মহান গোস্বামী ইতি॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুণমণি নাম॥
কাতর হইয়া তব লইনু স্মরণ।
অভিরাম পাদপদ্ম করিয়ে বন্দন।
তাঁহার চরিত্র যেন গাই যে সদাই।
গাইতে শুনিতে মুই কোটি সুখ পাই॥
দুই কার্য্যে অভিরাম করেন ভ্রমণ।
জীবের তারণ আর বিগ্রহ দর্শন॥
পথিমধ্যে লোক ডাকি বলেন বচন।
তোমাদের গ্রামে কেবা আছে সাধুজন॥

শুনি গ্রামবাসী সেই কহিতে লাগিলা।
সাধু মাত্র কৃষ্ণরায়[১] এখানে আইলা॥
তাঁহার বৃত্তান্ত সব শুনিলা নিশ্চয়।
তখন গোসাঞি জীউ আনন্দ হৃদয়॥
শীঘ্রগতি গেল চলি সবাকে লইয়া।
আনন্দ হইল তাঁর দর্শন পাইয়া॥
এক দণ্ডবত দিয়া দেখেন চাহিয়া।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির তার পড়িছে ফুটিয়া॥
তখন সে কৃষ্ণরায় বলেন বচন।
মোর অপমান কৈলে কিসের কারণ॥
শরীর ফুটিয়া মোর রুধির পড়িলা।
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি কহিলা॥
এহো রক্ত নহে তব চুয়াইছে ঘাম।
প্রকাশ হইল এবে কৃষ্ণরায় নাম॥
এত শুনি কৃষ্ণরায় আনন্দ অন্তর।
বসিতে আসন দিলা মন্দির ভিতর॥
তখন গোসাঞি জীউ বলেন বচন।
মন্দির ভিতরে আমি না যাব এখন॥
অঙ্গনে আনিয়া দেহ আসনে বসিব।
তোমার হস্তেতে আমি ভোজন করিব॥
এতেক শুনিয়া তবে আসন লইয়া।
অঙ্গনেতে দিল তবে শীঘ্র যে পাতিয়া॥
তখন গোসাঞি গিয়া আসনে বসিলা।
চরণ ধৌত আসি পূজারী করিলা॥
পুনঃ কৃষ্ণরায় তাঁরে বলেন বচন।
মিষ্টান্ন আনহ-গিয়া করাব ভোজন॥

শুনিয়া পূজারি হৈলা আনন্দ হৃদয়।
সামগ্রী আনিয়া শীঘ্র করেন বিনয়॥
কোথায় রাখিব কহ সামগ্রী এখনে।
শুনিয়া কহিলা তবে রাখহ আসনে॥
পূজারি তখন সব সামগ্রী রাখিয়া।
জলপাত্র করি জল দিলেন আনিয়া॥
দুঁহেতে বসিয়া তাহা ভোজন করিলা।
আচমন করি পুনঃ আসনে বসিলা॥
তাম্বুল আনিয়া শীঘ্র দিলেন পূজারি।
তাম্বুল খাইয়া দুঁহে করেন চাতুরী॥
গোসাঞি কহিলা এবে শুন কৃষ্ণরায়।
তোমার কাছেতে হবে হঃ যে বিদায়॥
এতেক বলিয়া তিঁহ গমন করয়।
বাসুলী আসিয়া তবে পথেতে মিলয়॥
দেখিয়া বাসুলী কহে যাহ কোথাকারে।
সে সব বৃত্তান্ত এবে কহিবে আমারে॥
এতেক শুনিয়া তবে বলেন গোসাঞি।
দুই কার্য্য হেতু আমি ভ্রমিয়া বেড়াই॥
জীবের তারণ আর বিগ্রহ দর্শন।
প্রকাশ করিব সব করিয়া ভ্রমণ॥
এতেক শুনিয়া দেবী করেন বিনয়।
আমার প্রকাশ তুমি কর নিশ্চয়॥
বনাশ্রম হইয়া আমি রব কতকাল।
সেবা মোর নাহি হয় বড়ই জঞ্জাল॥
শুনিয়া দেবীর কথা কহেন গোসাঞি।
রাজসেবা হবে তব থাকহ হেথাই॥

১। কৃষ্ণরায়—শ্রীকৃষ্ণরায়দেব মেদিনীপুর জেলার বগড়ী নামক স্থানে বিরাজিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া খড়্গপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নামি বাসে ঘাটাল, তথা হইতে বগড়ী যাওয়া যায়।

শুনিয়া তাহার বাক্য আনন্দিত হৈলা।
বিক্রমপুরেতে[২] সেই বাসুলী রহিলা॥
বাসুলীকে আশ্বাস দিয়া চলিলা তুরিতে।
কাজীপুরে হৈলা দেখা মালিনী সহিতে॥
মালিনী আসিয়াছিলা স্নান করিবারে।
তখনে গোসাঞিজীউ ডাকিলা তাহারে॥
শীঘ্রগতি আইস তুমি নদী পার হৈয়া।
ভ্রমণ করি যে আমি তোমার লাগিয়া॥
পার যে হইব নদী আমি সে কেমনে।
সদাই বেড়িয়া মোরে রহে দাসীগণে॥
এতেক ভাবিয়া মনে বলেন তখন।
শুনহ সকল দাসী আমার বচন॥
এই নদী সবে দেখি করহ সাঁতার।
পুনশ্চ আসিব হেথা যাইয়া ওপার॥
এতেক শুনিয়া দাসী কহিলা তখনি।
তুঁমত আগেতে পার হও যে আপনি॥
দাসীর বচন শুনি মালিনী তখন।
তড়েতে হইয়া পার করিলা মিলন॥
মিলন করিয়া শীঘ্র গমন করিলা।
এখানে যাইয়া দাসী কাজীরে কহিলা॥
মালিনী লইয়া গেল এক যে উদাসী।
বহুদূর লয়ে গেল দেখ সবে আসি॥
এত শুনি কাজীগণ বলে যে ডাকিয়া।
উদাসী সহিত আজি আনিব ধরিয়া॥
এতেক বলিয়া সবে রণেতে সাজিয়া।
গোসাঞি নিকটে সবে আইল ধাইয়া॥

এখানে বিল্লক গ্রামে[১] মালিনী লইয়া।
নদীর তটেতে দুঁহে আছেন বসিয়া॥
মুরলীর কাষ্ঠ তবে দেখেন সেখানে।
সে মর্ম্ম গোসাঞিজীউ জানেন সন্ধানে॥
সবার মুরলী পূর্ব্বে একত্র করিয়া।
স্রোতেতে সকলে মিলি দিলা ভাসাইয়া॥
যমুনার স্রোত যায় দক্ষিণ বহিয়া।
অতেব সে কাষ্ঠ হেথা আইলা ভাসিয়া॥
হেনকালে কাজীগণ আইলা তুরিতে।
ক্রোধ প্রকাশিয়া সবে লাগিলা কহিতে॥
উদাসী হইয়া তব কেন হেন রীত।
বুঝিতে পারি যে এই তোমার চরিত॥
বৈরাগী হইয়া কেন না চিন আপনা।
যবনের কন্যা কেন করিলে বাসনা॥
গ্রামবাসী লোক সব আইলা দেখিতে।
গোসাঞে সকল লোক লাগিলা কহিতে॥
কোথা হৈতে আইলে তুমি কেমন উদাসী।
যবনী হরিয়া বুঝি হবে গ্রামবাসী॥
এতেক শুনিয়া গোসাঞি করেন বিচার।
কেমনে করিব এবে প্রকাশ ইহার॥
প্রকাশ না হৈলে লোক না যাবে প্রত্যয়।
নদীতটের কাষ্ঠ এই ধরাব নিশ্চয়॥
সেই কাষ্ঠ শীঘ্র গিয়া তুলিল গোসাঞি।
এক হস্তে ধরি কাষ্ঠ বলেন তথাই॥
এই কাষ্ঠ সবে মিলি তুলহ ত্বরিতে।
মোর সনে যুদ্ধ তবে করিবে পশ্চাতে॥

১। বিল্লক গ্রাম—বিল্লক হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ.বাসে বিল্লক গ্রামে যাওয়া যায়।

২। বিক্রমপুর—বিক্রমপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ১৬নং বাসে বিক্রমপুর যাওয়া যায়। আরামবাগের সন্নিকটবর্ত্তী।

দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিলা।
শতলোক পারে নাই কেমনে তুলিলা॥
এতেক ভাবিয়া সবে করিল বিনয়।
কাষ্ঠ ধরা কভু আমাদের সাধ্য নয়॥
তখন গোসাঞিজীউ ডাকিয়া মালিনী।
তাঁহারে বলিলা কাষ্ঠ ধরহ আপনি॥
শুনিয়া মালিনী তবে নিকটে যাইয়া।
এক অঙ্গুলীতে কাষ্ঠ তুলিলা ধরিয়া॥
দেখিয়া তাঁহার শক্তি সবে চমৎকার।
দেবকন্যা বলি সবে করে যে বিচার॥
ষোলশাঙ্গে যেই কাষ্ঠ তুলি না পারে।
সেই কাষ্ঠ দেখ কন্যা অঙ্গুলিতে ধরে॥
এতেক বলিয়া সবে হইল সন্তোষ।
মর্ম্ম না জানিয়া মোরা মিছা কৈনু রোষ॥
উদাসীন বেশ মাত্র ইঁহ সাধুজন।
জীবের নিমিত্তে বুঝি করেন ভ্রমণ॥
সবাকার মনোভাব গোসাঞি জানিয়া।
মালিনীর হাতে কাষ্ঠ তখন লইয়া॥
মুরলী বাজায়ে কত করেন গর্জ্জন।
বকুলের বৃক্ষতলে করিলা আসন॥
মুরলী রাখিয়া তলে আসনে বসিলা।
হেনকালে কাজীগণ কহিতে লাগিলা॥
আমাদের ঘরে কন্যা ছিলে এতদিন।
আশীর্ব্বাদ কর এবে না ভাবিহ ভিন॥
এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন।
খানাকুল[১] হৈল নাম কাজীপুর এখন॥
প্রণাম করিয়া তবে যত কাজীগণ।
গমন করিল গৃহে করিয়া ক্রন্দন॥
রোদন করিয়া বহু বিকল হইলা।
তাঁহার যতেক গুণ ঘুষিতে লাগিলা॥
তখনে গোসাঞিজীউ ভাবেন বসিয়া।
কেমনে আসিব সব সখারে মিলিয়া।
এতেক বিচারি মনে করেন সৃজনে।
মালিনীরে অপ্রকট করিব কেমনে॥
ফুৎকার করিয়া তবে বলেন বচন।
শুনহ মালিনী কহি তোমারে এখন॥
অপ্রকট হয়ে তুমি থাকহ সম্প্রতি।
পুনশ্চ মিলিব আমি তোমার সংহতি॥
এতেক শুনিয়া কহে মালিনী হাসিয়া।
কেমনে থাকিব কোথা গোপনে যাইয়া॥
তখন গোসাঞিজীউ বলেন বচন।
মুরলী ভিতরে তুমি রহ যে এখন॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো প্রবেশ করিলা।
গোপনে তাঁহারে রাখি গোসাঞি চলিলা॥
গোপনে থাকিয়া তবে করেন বিনয়।
কোথায় যাইবে তুমি কহত নির্ণয়॥
শুনিয়া গোসাঞি পুনঃ কহিতে লাগিলা।
মোর মনবৃত্তি সব কেমনে জানিলা॥
জানিলে কহিতে হয় শুনহ মালিনী।
শ্রীকৃষ্ণ হইলা সেই রাধিকার ঋণী॥
সে ঋণ শোধিবে তিঁহ নদীয়া আসিয়া।
অতেব মিলিব আমি তাঁহারে যাইয়া॥
কলিতে করিবে তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণ।
কপট সন্ন্যাসী মাত্র বৈরাগ্য লক্ষণ॥
রাধা প্রেমে মত্ত সদা করিয়া ফুৎকার।
তাঁহার যে ক্রিয়া মুদ্রা করিবে প্রচার॥
তাঁর অভিপ্রায় সদা হইবে ভাবিত।
পুরুষ হইয়া সব প্রকৃতি আশ্রিত॥

১। খানাকুল—খানাকুল হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে খানাকুল যাওয়া যায়।

অন্তরেতে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌর নিশ্চয় ।
পুরুষ প্রকৃতি দেখি হইবে বিস্ময় ॥
বাহ্যেতে রাধার ভাব করিয়া ধারণ ।
হৃদয়ে ধরিয়া সদা করিবে সাধন ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ কহেন মালিনী ।
আপনি কহিলে যাহা পূর্ব্বের কাহিনী ॥
সে সব শুনিয়া মোর হইলা উল্লাস ।
বিবরিয়া কহ পুনঃ করিয়া নির্য্যাস ॥
শুনিয়া সন্দেহ কিছু হয় মোর মনে ।
কেমনে বৈরাগ্য তিঁহ করিবে এক্ষণে ॥
ব্রজেতে অনেক যেহ করিলা বিলাস ।
সে কেমনে রবে কহ করিয়া সন্ন্যাস ॥
পুনশ্চ গোসাঞি তারে বলেন হাসিয়া ।
রাধার কুটিল প্রেম দেখহ বুঝিয়া ॥
সেইত প্রেমেতে কভু নাহিক বিকার ।
শুদ্ধ সত্য প্রেম সেই কহিয়ে নির্দ্ধার ॥
শ্রীকৃষ্ণ হয়েন পূর্ব্বে ত্রিবিধ প্রকার ।
তিন স্থানে করে লীলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
দ্বারকা মথুরা সেই বৈভব বিলাস ।
তথাপি তাহাতে কৃষ্ণ না হয় উল্লাস ॥
সাধারণী সামঞ্জস্য দুই প্রায় হয় ।
তাহাতে নাগর কৃষ্ণ বশ নাহি হয় ॥
কেবল পীরিতি ভাব রাধার সহিত ।
কহনে না যায় সেই তাঁহার চরিত ॥
লক্ষ্মী আদি করি মন সব যে হরিলা ।
কেবল রাধার মন হরিতে নারিলা ॥
একদিন কৌতুকে কৃষ্ণ আসেন বসিয়া ।
রাসলীলা কৈলা কৃষ্ণ সবাকে লইয়া ॥
হেনকালে রাধা আসি প্রবেশ করিলা ।
নারায়ণ মূর্ত্তি দেখি ভাবিতে লাগিলা ॥

পুনশ্চ প্রণাম করি বলেন বচন ।
শ্রীকৃষ্ণ সহিত যেন পাই যে মিলন ॥
এতেক বলিয়া রাধা করেন গমন ।
তখন আইল কৃষ্ণ লজ্জিত বদন ॥
বিষন্ন হইয়া তবে সৃজিলা উপায় ।
রাধিকা বিহনে রাসলীলা নাহি হয় ॥
রাসছাড়ি কেন রাধা গেলা মান করি ।
রাধা অন্বেষিতে গেলা আপনি শ্রীহরি ॥
তটস্থ ভাবিয়া কৃষ্ণ হইলা কাতর ।
আর না করিবে মোরে রাধা যে আদর ॥
যতেক তাঁহার গুণ পুরাণে বাখানি ।
রাধা অদর্শনে মোর আকুল পরাণি ॥
অনেক বিলাপ পথে করেন বসিয়া ।
হেনকালে দিলা বৃন্দা তাঁহারে মিলায়া ॥
আগেতে আইলা কৃষ্ণ পিছেতে কিশোরী ।
কহনে না যায় সেই দুঁহার চাতুরী ॥
এক পথে দুইজন মিলিল আসিয়া ।
দুঁহার হইল মান দুঁহাকে দেখিয়া ॥
মস্তক করিয়া হেঁট দুঁহেতে রহিলা ।
তখন হাসিয়া বৃন্দা কহিতে লাগিলা ॥
কি লাগিয়া দুঁহে দুঁহা মান যে করয় ।
বিবরিয়া কহ মোরে দুঁহার আশয় ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন ।
অসতী হইল রাধা দেখ আচরণ ॥
পরের নায়ক রাধা আঁচলে রাখিয়া ।
অপরে আইলা তেঁই উপেক্ষা করিয়া ॥
এতেক শুনিয়া রাধা করেন ভৎর্সন ।
আপনি হইলে ভ্রষ্ট সে দেখে তেমন ॥
শুনহ প্রধান বৃন্দা আমার বিনয় ।
অন্যের নহে কাজ কৃষ্ণ রাখে যে হৃদয় ॥

ইহার দরশন মোর না হয় উচিত।
ভ্রমর সমান মাত্র দেখি যে চরিত॥

নানা পুষ্পের মধু যেখানে যা পায়।
স্বাদ বিস্বাদ কিছু না জানি যে যায়॥

এই অভিপ্রায় কৃষ্ণে দেখি যে লক্ষণ।
আপনি দেখহ বৃন্দা সে সব আচরণ॥

এতেক শুনিয়া বৃন্দা কহিতে লাগিলা।
মিথ্যা অপমান দুঁহে দুঁহার করিলা॥

দুঁহার ছটায় দেখ দুঁহারে ঢাকয়।
যে যার স্বভাব মত ভৎর্সনা করয়॥

আমার বচন দুঁহে শুনহ এখন।
ত্বরায় আসিয়া দুঁহে করহ মিলন॥

তবে সে আমার বাক্য সত্য যে মানিবে।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা মিলন হইবে॥

এতেক শুনিয়া রাধা হইলা উল্লাস।
মিলন করিতে সেই হইল আভাস॥

সেইত রাধার ভাব লইয়া আপনে।
সেই অঙ্গ পরশ এবে নহে কাহাসনে॥

বিশুদ্ধ তাঁহার প্রেম নাহিক বিকার।
পরশ করেন মাত্র ব্রজেন্দ্রকুমার॥

দ্বিভুজ মুরলীধর তাঁহার সেবন।
গোপবেশ দেখি তাঁর জুড়ায় নয়ন॥

চাতকের নিষ্ঠ যৈছে জানহ নিশ্চয়।
কহিতে শুনিতে সেই লাগয়ে বিস্ময়॥

বিষ্ণুপদ হৈতে গঙ্গা আইলা ভুবনে।
সংসার তারিলা তিঁহো দিয়া দরশনে॥

যেই গঙ্গা সেই কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
তথাপি চাতকের না পুরে আশয়॥

ডাকিয়া বলে পক্ষী বরঞ্চ মরিব।
স্বধর্ম্ম যাইবে গঙ্গা জল না খাইব॥

চাতকের প্রায় নিষ্ঠা কৃষ্ণ ভক্তগণ।
গঙ্গাজল হয় তবু না করে গ্রহণ॥

সেই সব অভিপ্রায় চৈতন্য হইলা।
আপনায় নিজবস্তু সাধিতে লাগিলা॥

সেই সখা সখী সঙ্গে লইয়া বেহার।
সকল করিবে নিজ ভাব অঙ্গীকার॥

যতঃ পুংসাং প্রকৃত্যাদো
শ্রীরাধা প্রাপ্তি লালসৈঃ।
পূর্ব্ব গোপীগণাঃ সর্ব্বে
স্বরূপংবত কুর্ব্বতে॥

পুরুষ হইয়া সবে প্রকৃতি আশ্রয়।
লালসা না হলে কিছু আস্বাদ না হয়॥

যেমন রাধার চেষ্টা কৃষ্ণ প্রতি হয়।
সে সব চৈতন্য ইবে ধরিল হৃদয়॥

হৃদয়ে ধরিয়া সদা করিবে আস্বাদ।
আস্বাদের দ্বারে সবে পাইবে আহ্লাদ।

দুই দেহে এক দেহ চৈতন্যের রঙ্গ।
স্বপনে না করে আর প্রকৃতির সঙ্গ॥

এইত কহিলাম শুন তাঁহার চরিত।
রসিক নহিলে কেবা যায় যে প্রতীত॥

নিজ প্রিয়জন সঙ্গে স্বরূপাদিগণ[১] ।
ব্রজের নিগূঢ় রস করে আস্বাদন ॥
আস্বাদের দ্বারে রস জগতে ব্যাপিলা ।
অন্ধজন নাহি পায় দূরেতে রহিলা ॥
এতেক শুনিয়া পুন কহেন মালিনী ।
তব মুখে শুনিলাম অমৃতের খনি ॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি মিলিয়া ত্বরিত ।
ত্বরায় আসিহ হেথা না হই ভাবিত ॥
তোমা অদর্শনে মোর হিয়া না জুড়ায় ।
নিরখি যে তব মুখ চাতকীর প্রায় ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ গোসাঞি কহিলা ।
তোমার বিচ্ছেদে মোর দুঃখ যে হইলা ॥
তব দুঃখে দুঃখী মুই করি যে বিনয় ।
মিলন করিয়া তথা আসিব নিশ্চয় ॥
এতেক বলিয়া শীঘ্র করেন গমন ।
স্নান লাগি নদীতে গেলেন তখন ॥
রত্নাকর নদী সেই সদা প্রবাহিত ।
গোসাঞির কৌপীন সেই হরে আচম্বিত ॥
ক্রোধেতে গোসাঞি তারে দিলা অভিশাপ ।
করপুটি রত্নাকর করে যে বিলাপ ॥
না জানি করিনু দোষ ক্ষমহ আমারে ।
সাধ্য আছে কার তব বাক্য খণ্ডিবারে ॥
নতিস্তুতি করি বহু করিলা বিনয় ।
তবে অভিরাম পুনঃ বলেন তাহায় ॥
অন্ধবত হয়া থাক তিনশত যে বৎসর ।
পরে এক চক্ষু তুমি পাবে "রত্নাকর" ॥
"দ্বারকেশ্বর" বলি নাম কেহ বা কহিবে ।
"কানানদী" নামে তোমা সবাই ডাকিবে ॥
এতেক বলিয়া শীঘ্র করিলা গমন ।
নদীয়া নগরে আসি করেন মিলন ॥
পূর্ব্বের দেখিয়া বেশ মগ্ন যে হইলা ।
তখন চৈতন্য আসি কহিতে লাগিলা ।
কোথা হৈতে অভিরাম করিলে গমন ।
তোমার দর্শনে মোর হৈলা উদ্দীপন ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো বলেন তখন ।
একে একে বহুদেশ করিনু ভ্রমণ ॥
বুঝিতেছি তোমার মন ভ্রমণ করিয়া ।
কায় কত শক্তি তুমি দিয়াছ আসিয়া ॥
এত শুনি মহাপ্রভু বলেন বচন ।
তোমায় আমায় এক জানে সর্ব্বজন ॥
কাহতে শুনিতে দুঁহে হইলা উল্লাস ।
শক্তি যে সঞ্চারি তাঁরে কহেন নির্য্যাস ॥
আমার যতেক শক্তি তোমারে দিলাম ।
আসিয়া মিলিলে তুমি লীলার প্রধান ॥

১। স্বরূপাদিগণ—স্বরূপাদি পার্ষদবর্গ। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের একজন। তিনি রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাব-উপযোগী পদরচনা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত। নবদ্বীপে তাহার আবির্ভাব। তাঁহার পিতা পদ্মগর্ভাচার্য্য শ্রীহট্টের ভিটা দিয়া গ্রাম হইতে অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আগমনকরতঃ জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। তথায় তাঁহার জন্ম হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে তিনি বিরহে নবদ্বীপ হইতে কাশীধামে গমন করতঃ চৈতন্যানন্দ নাম যা সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলিত হন। যোগপট্ট না গ্রহণ করায় স্বরূপ নামে খ্যাত হন। মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিলেই তিনি মিলিত হন এবং তদবধি নীলাচলে অবস্থান করিয়া দিবানিশি প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেন। তিনি প্রভুর ক্ষেত্রলীলাকে করচাকারে লিপিবদ্ধ করেন তাহাই "স্বরূপের কড়চা" নামে খ্যাত।

মম মনোবৃত্তি বুঝি লীলা কর ভাই।
গৌরলীলা কর ইবে বলিহারী যাই॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো বুঝিলা আশয়।
তব মনোবৃত্তি কহি শুনহ নির্ণয়॥
সাঙ্গোপাঙ্গ লয়া তুমি আইলে এখানে।
দুই-তিন কার্য্য তবে করিবে আপনে॥
বৃন্দাবনে রাধাপ্রেমে হইলে মোহন।
সেই সব আচরণ করিবে এখন॥
বৃন্দাবনে যত দুঃখ রাধাকে যে দিলা।
সেইসব দুঃখ ইবে অঙ্গীকার কৈলা॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" করি রাধা হয় অচেতন।
"রাধা রাধা" করি তুমি হইবে তেমন॥
রাধিকার অনুরূপ না পার ভজিতে।
অতএব ঋণী হৈলা কহে শাস্ত্রমতে॥

তথাহি-শাস্ত্রং—

ঋণসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষী মৃগাদয়ঃ।
উৎপতন্তিনিনঃ সর্ব্বেন ত্যজন্তি সুতাদয়ঃ॥
শুনিয়া চৈতন্য তাঁরে বলেন তথাই।
বড় সুখ দিলে মোরে অভিরাম ভাই॥
সে সব বলহ এবে বিস্তার করিয়া।
শুনিয়া যজিব তাহা এখানে আসিয়া॥
এত শুনি অভিরাম বলেন বচন।
মন দিয়া শুন ভাই সে সব আচরণ॥
ঋণহারী হয়ে দেখ আছয়ে যেজন।
পুনশ্চ আসিয়া সেই করিবে শোধন॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীব হয়।
ঋণহারী হয়ে সেই ভ্রমণ করয়॥
বৃক্ষের উপরে বৃক্ষ করে আরোহণ।
ঋণের স্বভাব সেই জানিহ লক্ষণ॥
বৃক্ষ হয়ে ঋণ তার শোধিতে লাগিলা।
পূর্ব্বেতে তাহার ঋণ সেজন ধরিলা॥
পশু হয়া জন্মে যেই সংসার ভিতরে।
ঋণহারী হয়ে পুনঃ থাকে তার ঘরে॥
বহু শ্রম করি তার তনু হয় ক্ষীণ।
আপনা বিকায়া সেই শোধে যত ঋণ॥
পুনশ্চ কহি যে শুন আর যে নির্ণয়।
বিবরিয়া কহি তাহা শুনহ আশয়॥
তথাহি-শাস্ত্রং—
"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনাৎ॥
কত জন্ম জন্মিয়াছি নির্ণয় না জানি।
রমণী জননী হয় জননী রমণী॥
ক্ষণে পিতা পুত্র হয় পুত্র হয় পিতা।
বুঝিতে দুষ্কর বড় আশ্চর্য্য এ কথা॥
মনুষ্য হইয়া দেখ যার ঋণ করে।
আপনা বিকায়া দেখ রহে তার ঘরে॥
আজ্ঞাকারী হয়া সেই করয়ে সেবা।
সেবন করে যে ঋণ যতেক শোধন॥
সেই অভিপ্রায় ঋণ তব রাধা স্থানে।
আপনি দেখহ ইহা করি অনুমানে॥
রাধিকার যতগুণ করহ বিচার।
সেইমত হইয়া ইবে করহ আচার॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো করেন বিনয়।
সবাই লইব চল রাধার আশ্রয়॥
রাধিকার হস্তে সবে করিলা ভোজন।
সবাই শোধন কর রাধিকার ঋণ॥
রাধার যতেক গুণ গোচর তোমার।
চারিভাবে সেবা তিঁহ করেন সবার॥
দরশনে হয় শান্তি শুনহ লক্ষণ।
দাস্যভাবে সবাকারে করেন সেবন॥

সখাভাবে পুনর্ব্বার করেন ভর্ৎসন ।
বাৎসল্য ভাবেতে স্নেহ করায় ভোজন ।।
এই চারিভাবে রাধা সেবন করিলা ।
অতেব সবাই ঋণী তাঁর ঠাঁই হইলা ।।
এতেক শুনিয়া তাঁরে গোসাঞি কহিলা ।
শীঘ্রগতি চল সবে গউন না করিবা ।।
রাধার যতেক গুণ করিব আস্বাদ ।
সেই দ্বারা করিব সব ভক্তকে প্রসাদ ।।
কলিযুগে ধর্ম্ম কর্ম্ম না দেখি যে আর ।
অতএব জীব সব করিব নিস্তার ।।
জগতে রাধার নাম করিব বিদিত ।
অশেষ বিশেষে তাঁর ঘুষিব চরিত ।।
এত শুনি মহাপ্রভু বলেন বচন ।
আমার অগোচর হয় রাধিকার গুণ ।।

তথাহি—

মম নাম শতং জপাৎ রাধা নামহি কেবলং ।
রাধানাম শতং জপ্যং ন জানে তস্য কিং ফলং ।।
রাধিকা সহিতং নাম যে নরাণাং হৃদি বর্ত্ততে ।
সম্মুখে রহিতং কৃষ্ণ পুচ্ছ হস্তে যথা অহিঃ ।।
শত শত বার যদি কৃষ্ণ নাম লয় ।
রাধিকার এক নাম বলিলে সে হয় ।।
শত শত বার যদি রাধা নাম লয় ।
আমি না জানি যে তার কত ফলোদয় ।।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোটি আহ্লাদিনী শক্তি ।
হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে ভক্তি ।।
মনুষ্য কঠিন দক্ষ বড় মূঢ় হীন ।
তার সঙ্গ মোর যেন নহে একদিন ।।
তিলার্দ্ধ তার সঙ্গ মোর যেন নয় ।
শুন ভায়া অভিরাম কহিনু নিশ্চয় ।।

শ্রীমতী হয়েন দেখ তোমার অনুজা ।
গন্ধর্ব্বা বলিয়া যাঁরে দেবে করে পূজা ।।
এতেক শুনিয়া পুনঃ বলেন গোঁসাই ।
বৈরাগী হইয়া সবে ভ্রমিব সদাই ।।
বৃন্দাবন লীলা সব প্রকাশ করিব ।
আনন্দে রাধার গুণ সবাই গাইব ।।
কিশোর কিশোরী লীলা হয় বৃন্দাবনে ।
সেই সব লীলা ইবে করিব যাজনে ।।
হরি সংকীর্ত্তন আগে আরম্ভ করিব ।
স্থাবর জঙ্গম আদি সকল তারিব ।।

তথাহি—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।
কলিযুগে হরিনাম সর্ব্ব বেদসার ।
এই ধর্ম্ম আচরি জীব হইবে নিস্তার ।।

তথাহি—

কলৌ ঘোরতমাচ্ছন্নে সর্ব্বাচার বিবর্জ্জিতে ।
শচীগর্ভ ইতি খ্যাতস্তিভলো গোলোকেশ্বরঃ ।।
কলিকাল মহাঘোর দেখি অবিশ্বাস্য ।
শচীগর্ভে আসি তাহা করিলা প্রকাশ ।।
তমাচ্ছন্ন সবাকার হইল এখনে ।
আপনি তারিবে জীব দেখি আচরণে ।।
দোষের সমুদ্র কলি দেখি যে ধিৎকার ।
হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে করিব উদ্ধার ।।
দক্ষিণ যাইব আগে শুনহ নিশ্চয় ।
প্রকাশ করিব তথা ভক্তির উদয় ।।
অপ্রকটে জগন্নাথ আছেন সেখানে ।
তোমার কৃপায় তাহা জানি অনুমানে ।।
দারুব্রহ্ম হয়া তিঁহ সেখানে রহিবে ।
তাঁহার দর্শনে জীব সকল তরিবে ।।

এতেক শুনিয়া পুনঃ কহেন চৈতন্য।
গোপনে যাইব তথা না জানিবে অন্য ॥

ঘরে ঘরে বলি সবে করিব গমন।
বিদায় হইব তথা করিয়া যতন ॥

সবাকার স্থানে বহু করিব বিনয়।
শাস্ত্র পড়িবারে মোরা যাইব নিশ্চয় ॥

এই ছলে জগন্নাথে মিলন করিবা।
মো সবার মনোবৃত্তি অন্যে না জানিবা ॥

মন্দির ভিতরে তাঁর করিব স্থাপন।
পূজারী রাখিয়া তবে করাব সেবন ॥

এই পরামর্শ করি সবে গেল ঘরে।
যে যাহার বিবরণ কহেন সবারে ॥

শাস্ত্র পড়িবারে মোরা দক্ষিণ যাইব।
বহুত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সেখানে শুনিব ॥

এইমত ঘরে ঘরে সবাই কহিলা।
প্রাতঃকালে আসি তবে মণ্ডলী করিলা ॥

জয় সঙ্কীর্ত্তন বলি করেন গমন।
শীঘ্রগতি আইলেন অদ্বৈত ভবন[১] ॥

অদ্বৈত গৃহেতে সবে করিলেন স্থিতি।
সেইদিন রহি তথা করিলেন যুকতি ॥

তখন গোসাঞিজীউ বলেন হাসিয়া।
ভ্রমণ করহ সবে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥

হরি সঙ্কীর্ত্তন করি করহ গমন।
বহুত বিগ্রহ সবে করিলা স্থাপন ॥

১। অদ্বৈত ভবন—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ভবন শান্তিপুরে অবস্থিত। তাঁহারই আহ্বানে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সপার্ষদে আবির্ভূত হইয়া প্রেমলীলা করিয়াছেন। ১৩৫৫ শকাব্দে (১৪৩৩ খৃ:) মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণার নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকুবের পণ্ডিত, মাতার নাম শ্রীলাভা দেবী। বাল্যনাম কমলাক্ষ। পূর্ণতর কৃষ্ণ, উজ্জ্বল সখা, সম্পূর্ণা মঞ্জরী ও সদাশিবের মিলনে কমলাক্ষ নামে অবতীর্ণ হন। কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের অমাত্য ছিলেন। কুবের পণ্ডিতের বংশবিবরণ যথা—নারায়ণভট্ট (শাণ্ডিল্য গোত্র চতুর্ব্বেদী)—আদি বরাহ—বৈনেতেয়—সুবুদ্ধি - বিবুধেশ—গুহ—গঙ্গাধর—সুহাস—শকুনি—আকাশবাণী (আকাই)—নারায়ণপঞ্চতপা—অগ্নিহোত্রী—পৃথ্বীশ্বর কুলপতি—শরভ আচার্য্য (মাড়ড়া)—মওওঝা (মাতঙ্গ ওঝা)—জিন্মনী (জৈমনী)—সায়ন আচার্য্য—আড়ো ওঝা (আরুণি)—যদুনাথ পণ্ডিত—শ্রীপতি—কুলপতি—ঈশান—বিভাকর—প্রভাকর—নরসিংহ আড়িয়াল (সাত পুত্র—কন্দর্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর, মহাদেব, নারায়ণ, পুরন্দর ও গঙ্গাধর)—বিদ্যাধর—ছকড়ি (দুই পুত্র—কুবের, নীলাম্বর)—কুবের পণ্ডিত (সাত পুত্র—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাস, কীর্ত্তিচন্দ্র ও কমলাক্ষ)—কমলাক্ষ (ছয় পুত্র—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, জগদীশ, স্বরূপ)। কমলাক্ষই পরবর্ত্তীকালে অদ্বৈত আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। পিতৃ-মাতৃ অন্তর্দ্ধানে গয়া কার্য্য করিয়া তীর্থভ্রমণকালে বৃন্দাবনে কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহনকে প্রকট করেন। পরে তাঁহাকে চৌবের হস্তে অর্পণ করিয়া নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখার নির্ম্মিত চিত্রপট, গণ্ডকী হইতে শালগ্রাম শিলাগ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে আগমন করেন। কতদিনে চন্দনোদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। তারপর সপ্তগ্রামবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা শ্রী ও সীতা দেবীকে বিবাহ করেন। কতকাল গৌরাঙ্গসহ বিহার করিয়া গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের পঁচিশ বৎসর পরে ১৪৮০ শকাব্দে অন্তর্দ্ধান করেন।

পশ্চাতে কহিব সব শক্তির প্রকাশ।
প্রকট দেখিয়া আগে কহি যে নির্য্যাস॥
চৈতন্য বলেন শুন অভিরাম ভায়া।
কুলীন গ্রামেতে[১] স্থিতি করহ যাইয়া॥
কুলীন গ্রামের গুণ কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম কৃষ্ণ গুণ গায়॥
সঙ্কীর্ত্তন শব্দ শুনি গ্রামবাসীগণ।
দেখিতে আইলা সবে করিয়া যতন॥
নতিস্তুতি করি সবে করিলা প্রণাম।
মো সবার ভাগ্যে আজি করহ বিশ্রাম॥
সঙ্কীর্ত্তন রাখ আজি করি নিবেদন।
মিষ্টান্ন আনি যে কিছু করহ ভোজন॥
শুনিয়া চৈতন্য পুনঃ বলেন বচন।
বিশ্রাম করহ আজি হৈল বড় শ্রম॥
তখন আসন দিলা গ্রামবাসীগণ।
চরণ ধৌত পুনঃ করিলা তখন॥
মিষ্টান্ন দিলা কেহ আসনে আনিয়া।
দেখিয়া গোসাঞি কৌউ বলেন হাসিয়া॥
মিষ্টান্ন আইল দেখ মহান্তেরগণ।
মনের আনন্দে কর পুলীন ভোজন॥
এতেক শুনিয়া সবে ভোজনে বসিলা।
ব্রজের আচার প্রায় করিতে লাগিলা॥
ভোজন চাতুরী যত না যায় কথন।
পুনঃ উঠি সবে তবে করে আচমন॥
আসনে বসিয়া তবে বলেন ডাকিয়া।
গ্রামবাসীগণ যাও প্রসাদ লইয়া॥
ঘরে ঘরে যাহ সবে না কর গুঊন।
প্রাতে আসিয়া পুনঃ করিহ মিলন॥
এতেক শুনিয়া সবে প্রণাম করিয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেলা প্রসাদ লইয়া॥
সেই রাত্রি তথা থাকি করিলা গমন।
আনন্দিত হয়া সদা করেন ভ্রমণ॥
তবে শ্রম সবাকার জানিয়া গোসাঞি।
রেমুনার হাটে[২] চল থাকিব তথাই॥
এতেক শুনিয়া সবে গমন করিলা।
নাম সঙ্কীর্ত্তন পথে করিতে লাগিলা॥
সঙ্কীর্ত্তন শব্দ শুনি গ্রামবাসীগণে।
শীঘ্রগতি আসে সবে করেন মিলনে॥
প্রণাম করিয়া সবে বলে যে বচন।
মো সবার ভাগ্যে আজি করহ গমন॥
গ্রামের সার্থক হয় সাধু আগমনে।
আনন্দে করিব আজি সবার সেবনে॥
শুনিয়া চৈতন্য তবে কহে অভিরাম।
লোকগণে সুধাও দেখি এই কোন গ্রাম॥
এত শুনি অভিরাম বলেন বচন।
হেথা আইস গ্রামবাসী শুনহ বচন॥

১। কুলীন গ্রাম—কুলীন গ্রাম বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে হাওড়া–বৰ্দ্ধমান কর্ড লাইনে কামারকুণ্ডু-শক্তিগড় ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী জৌগ্রাম ষ্টেশন। তথা হইতে তিন মাইল দূরে বসু রামানন্দাদি অগণিত গৌরাঙ্গপার্ষদের বিহারভূমি।

২। রেমুনার হাট—রেমুনা উৎকলের বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রেমুনায় "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। শ্রীগোপীনাথদেব মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" নামে অভিহিত হন। এখানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধি বিদ্যমান।

কোন গ্রামে আছ সবে কহত নিশ্চয়।
রেমুনা যাইব মোরা করি যে আশয় ॥
এত শুনি গ্রামবাসী বলে যে বচন।
রেমুনাতেই আছি মোরা করি নিবেদন ॥
এতেক শুনিয়া গেল আনন্দিত হয়া।
গ্রামবাসী দিলা শীঘ্র আসন পাতিয়া ॥
চরণ ধৌত করি আসনে বসিলা।
হেনকালে গ্রামবাসী কহিতে লাগিলা ॥
সেবার সামগ্রী কিবা করিব এখন।
আজ্ঞা কর মো সবারে করি আয়োজন ॥
শুনিয়া গোসাঞিজীউ বলেন বচন।
ব্রাহ্মণ গৃহেতে আজি করিব ভোজন ॥
শুনিয়া চৈতন্য তাহা হইলা উল্লাস।
সকলে লইয়া কৈলা কীর্ত্তন প্রকাশ ॥
তখন গোসাঞিজীউ নৃত্য আরম্ভিলা।
ব্রজলীলা সবাকার স্মরণ হইলা ॥
চিত্তমন সবাকার লইল হরিয়া।
মূর্চ্ছিত হইলা কেহ ভুমিতে পড়িয়া ॥
প্রেমে মহাপ্রভু আসি কৈলা আলিঙ্গন।
ভায়া অভিরাম বলি করেন গর্জ্জন ॥
দুঁহে আলিঙ্গন করি ভুমিতে পড়িলা।
হেনকালে নিত্যানন্দ [১] আসিয়া ধরিলা ॥
তবে গ্রামবাসী বলে রাখহ কীর্ত্তন।
সর্বে স্থির হয়া আজি করহ ভোজন ॥
প্রেমে গরগর দেখ হইলা দুইজন।
মিনতি করিয়া বলি রাখহ কীর্ত্তন ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা করহ যাইয়া।
পাক করি বিপ্রগণ আছে যে বসিয়া ॥
এত শুনি অভিরাম স্থির যে হইয়া।
ভোজন করিতে গেলা সবাকে লইয়া ॥
নিজ নিজ স্থানে বসিলা তখন।
জলপাত্রে জল দিলা গ্রামবাসীগণ ॥
অন্ন ব্যঞ্জন কৃষ্ণে করি সমর্পণ।
সবাকারে আনি তবে দিলা ব্রাহ্মণ ॥
ক্ষীর আদি আনি দিলা অনেক প্রকার।
ক্ষীর খেয়ে মহাপ্রভু আনন্দ অন্তর ॥
ভোজন করিয়া শীঘ্র কৈলে আচমনে।
আচমন করি তবে বসিলা আসনে ॥
তথা আসি গ্রামবাসী তাম্বুল দিলা।
তাম্বুল খাইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
শুন ভায়া অভিরাম আমার বচন।
ক্ষীর আস্বাদন আজি হইল কেমন ॥
শুনিয়া গোসাঞিজীউ বলেন বচন।
এই ক্ষীর আজি কৃষ্ণ করিলা ভোজন ॥

১। নিত্যানন্দ—প্রভু নিত্যানন্দ বীরভূম জেলার একচক্রাধামে হাড়াই পণ্ডিতের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। ব্রজের বলরামই নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হন। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম শ্রীসুন্দরামল ওঝা। হাড়াই পণ্ডিতের সাত পুত্র—নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। ১৩৯৫ শকাব্দে প্রভু নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর গর্ভে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিংশতি বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করতঃ নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ সহ মিলন করেন। গৌরাঙ্গের সহিত কীর্ত্তন বিলাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে দার পরিগ্রহ করেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবী তথায় আবির্ভূত হন। আচণ্ডালে গৌড়দেশে প্রেম প্রচার করিয়া ১৪৭৩ শকাব্দে অপ্রকট হন।

কৃষ্ণের অধরামৃত জানি যে নিশ্চয়।
অধরের গুণ এই ক্ষীরেতে যে রয়॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু হইলা উল্লাস।
আপনি আপনা তাহা করেন প্রকাশ॥
এইমত লীলা করে শ্রীশচীনন্দন।
অভিরাম লয়ে রস করেন চর্ব্বন॥
প্রিয় অভিরাম সেই করিলেন সঙ্গ।
বুঝনে না যায় সেই দুঁহাকার রঙ্গ॥
কেন বা আনিলা তাঁরে বৃন্দাবন হৈতে।
যে ভক্ত হইবে ধীরে পারিবে জানিতে॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃত সূত্র
বর্ণনং কৃষ্ণময় মিলন কাজীদলন
ও দক্ষিণ গমন নামক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলামৃত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং গোপীনাথ মহাপ্রভু-
বিজয়েতে যাত্রাভিরামো মহান্।
গোস্বামী মালিনী সহিতং শরণমিতি॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুণমনি নাম॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাঁহার কৃপায় পাইনু চৈতন্য নিতাই॥
সবে মিলি কর যদি পতিতে আশ্বাস।
অভিরাম লীলা কিছু করি যে প্রকাশ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দেখিনু সকল।
মিছা মায়াজালে মরি হইয়া বিকল॥
ধন জন মিছা সব দেখি লাগে সন্দে।
আপন আপন করি ডুবি ভব বন্দে॥
পুত্র পরিবার দেখ যার যত আছে।
যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ কাছে॥
যখন জীবন হরি পায় সমাধান।
শ্মশান বলিয়া তারে দেখিয়া ডরান॥
মায়াময় জালে পড়ি দণ্ড চারি কাঁন্দে।
ক্ষণেকে পাশরি সেই ধন কাড় বাঁধে॥
ধন কড়ি পাইলে দেখ সবাই ভাল হয়।
ধর্ম্মপথে দিতে দেখ কিছুই না চায়॥
ধন জন জীবন কিছুই না রয়।
ইহা দেখি মম মনে লাগয়ে বিস্ময়॥
ধন জন অভিরাম সকল আমার।
অভিরাম বিনে মোরে কে করিবে পার॥
সাহস করিয়া মুই লইনু স্মরণ।
অভিরাম গুণ কিছু করিব বর্ণন॥
আকাশ উপরে যৈছে উড়ে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
গমন করিলা সবে রেমুনা হইতে।
ভ্রমিয়া সকল জীব লাগিলা তারিতে॥
শীঘ্রগতি সমুদ্রের ধারেতে আইলা।
স্নানক্রীড়া সবে মিলি করিতে লাগিলা॥
পুনশ্চ চৈতন্য কহে শুন অভিরাম।
কোথায় করিবে বল যাইয়া বিশ্রাম॥
জলক্রীড়া করি এই হইলাম শান্ত।
চলিতে নারিবে আর যতেক মহান্ত॥
এত শুনি অভিরাম বলেন বচন।
শীঘ্রগতি চল সবে করিব ভোজন॥
জগন্নাথ সনে আগে করিব মিলন।
এত শুনি সবাকার আনন্দিত মন॥

শুষ্ক বস্ত্র পরি তথা গমন করিলা।
নাম সঙ্কীর্ত্তন পথে করিতে লাগিলা॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন পথে করিয়া তখন।
জগন্নাথ সনে গিয়া করিলা মিলন॥
আনন্দিত হৈয়া সবে দর্শন করিয়া।
বটবৃক্ষ তলে সবে বসিল যাইয়া॥
হেনকালে অভিরাম বলেন বচন।
কহ শুনি জগন্নাথ নিজ বিবরণ॥
তোমাকে করিলা কেবা এমন প্রকাশ।
দেখি মো সবার মনে হইল উল্লাস॥
এত শুনি জগন্নাথ বলেন বচন।
ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মোরে করিলা স্থাপন॥
শুনিয়া গোসাঞিজীউ বলেন তাঁহারে।
শুন শুন জগন্নাথ কহি যে তোমারে॥
তোমার লাগিয়া মোরা করি যে ভ্রমণ।
তোমার দরশনে জীব হইবে তারণ॥
দক্ষিণ দেশের লোক বড় দুরাচার।
তোমার দর্শনে সব পাইবে নিস্তার॥
পুনশ্চ গোসাঞি কহে চৈতন্যে ডাকিয়া।
ইহার করহ সেবা ভক্তি প্রকাশিয়া॥
সবাই আচরি ভক্তি করহ প্রচার।
ভক্তভাব বিনা সেই না হয় প্রচার॥
প্রকাশ করিব তবে পূজারী রাখিয়া।
সেবন করিব ইহা যতন করিয়া॥
প্রসাদ লইলে সবে করিয়া বিশ্বাস।
তবে সে হইবে সব ভক্তির প্রকাশ॥
এত শুনি জগন্নাথ আনন্দিত মন।
পূজারী ডাকিয়া শীঘ্র বলেন বচন।
সবাই করিব আজি পুলীন ভোজন।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি করহ রন্ধন॥
শুনিয়া পূজারী গেলা আনন্দিত হয়া।
শীঘ্রগতি পাক সেবা করিল যাইয়া॥
বহু সামগ্রী সব ক্ষণেকে করিলা।
অন্ন ব্যঞ্জন সব বাসনে সাজিলা॥
পূজারী আসিয়া পুনঃ বলেন বচন।
শীঘ্রগতি চল সবে করিবে ভোজন॥
তখন গোসাঞি জীউ হইয়া আহ্লাদ।
কহিতে লাগিলা তবে আনহ প্রসাদ॥
বটবৃক্ষ তলে আজি সবাই বসিয়া।
প্রসাদ পাইব ইবে আকণ্ঠ পুরিয়া॥
শুনিয়া পূজারী তবে গমন করিলা।
অন্ন ব্যঞ্জন শীঘ্র আনিয়া যে দিলা॥
পুলীন ভোজন তবে করেন নিশ্চয়।
নিজ নিজ ভাব তথা হইলা উদয়॥
মত্ত হস্তী প্রায় সেই ভাবের উদয়।
ভায়া ভায়া বলি সবে গর্জ্জন করয়॥
তবে সবাকারে স্থির গোসাঞি করিলা।
আচমন করি পুনঃ গোসাঞি কহিলা॥
দক্ষিণ দেশের লোক হইল নিস্তার।
রাঢ় দেশে এই ভক্তি করিব প্রচার॥
এত বলি জগন্নাথে কৈলা নিবেদন।
পুনশ্চ মিলিব এবে করি যে গমন॥
সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে সব ভ্রমণ করিব।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণ প্রকাশিয়া দিব॥
এত শুনি জগন্নাথ হইয়া কাতর।
বিদায় হইয়া গেলা মন্দির ভিতর॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু বলেন বচন।
অভিরাম আনি ইহা হবে তনু মন॥
কেমনে যাইব কহ এ স্থান ছাড়িয়া।
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া॥

শুনহ চৈতন্য প্রিয় আমার বচন।
পুনশ্চ ইহার সনে করিব মিলন ॥
এখন চলহ শীঘ্র নদীয়া নগরে।
পাষণ্ড সংহারি সব লইব ত্বরে ॥
নদীয়া নগরে বহু পাষণ্ড অপার।
ভক্তি প্রকাশি তথা করিব বিস্তার ॥
হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে সব লওয়াইবা।
সন্ধ্যার বারণ যেন কভু না করিবা ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে[১] আমি করিব প্রকাশ।
একলা যাইব আমি কহিনু নির্য্যাস ॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি সবারে লইয়া।
পুনশ্চ মিলিব আমি তোমারে আসিয়া ॥
এতেক শুনিয়া সবে গমন করিলা।
একলা গোসাইজীউ বিল্লোক আইলা ॥
মালিনী সহিত আসি করিলা মিলন।
দুঁহেতে বসিয়া দুঁহে কথোপকথন ॥
তবে গ্রামবাসীগণ আইলা দেখিতে।
দর্শন করিয়া সবে লাগিলা কহিতে ॥
এতদিন কোথা ছিলে কহত নির্ণয়।
চমৎকার দেখি সব হইনু বিস্ময় ॥
শুনিয়া গোসাঞি জীউ বলেন বচন।
উদাসী বৈরাগী মোরা করিয়ে ভ্রমণ ॥
তবে শ্রেষ্ঠলোক সব প্রত্যহ আসিয়া।
মিষ্টান্ন সামগ্রী সব দেয়ন্ত যে আসিয়া ॥
শিষ্টলোক সবে তথা দেখে যে তখন।
দুষ্টলোক আসি সদা করে যে নিন্দন ॥
তখন গোসাঞিজীউ করেন বিচার।
কেমনে করিব এই পাষণ্ড সংহার ॥
প্রকাশ করিয়া সব ভক্তি লওয়াইবা।
তবে সে পাষণ্ডগণ আমারে জানিবা ॥
এতেক বিচারি মনে করেন গর্জ্জন।
হেনকালে আইলা তথা বন্ধু দুইজন ॥
মহানুভাবে দেখ হইলা উদয়।
রূপের স্বরূপ আসি তাঁহাতে মিলয় ॥
দুঁহাকে দেখিয়া তবে কহেন গোসাঞি।
কোথা হইতে আইলে দুঁহে কহত বুঝাই ॥
এতেক শুনিয়া দুঁহে বলেন বচন।
বৃন্দাবন হৈতে মোরা করি যে গমন ॥
তোমার আশ্রিত হইয়া এখন রহিব।
ভিক্ষা করি আনি তব সেবন করিব ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন বচন।
শ্রীকৃষ্ণনগরে আজি করহ গমন ॥
এতেক শুনিয়া দুঁহে তখন চলিলা।
নগরে নগরে সদা ভ্রমিতে লাগিলা ॥
উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করে দুইজন।
হেনকালে দুষ্টলোক বলে যে বচন ॥
হরি সঙ্কীর্ত্তন কর কিসের লাগিয়া।
ভ্রমণ করহ কেন বৈরাগী হইয়া ॥
পাটুয়া পাষণ্ড সব করে যে নিন্দন।
এতেক শুনিয়া দুঁহে করেন গমন ॥
শীঘ্রগতি গেলা তবে গোসাঞির পাশ।
পাষণ্ড বৃত্তান্ত সব কহেন নির্য্যাস ॥
শ্রীকৃষ্ণনগর হৈলা দ্বিতীয় নদীয়া।
নিন্দন করয়ে লোক বৈষ্ণব দেখিয়া ॥
পাটুয়া পাষণ্ড সব বড় দুরাচার।
আপনি যাইয়া কর পাষণ্ড সংহার ॥

১। কৃষ্ণনগর - কৃষ্ণনগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া—তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২০ক বাস-যোগে দীবরুই ঘাট পার হইয়া শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে যাওয়া যায়।

এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া।
পাষণ্ড দলিব তথা প্রকাশ করিয়া॥
এত শুনি দুঁহাকার আনন্দ হইলা।
মিষ্টান্ন আনিয়া তথা ভোজন করিলা।
তবে পুনরপি দুঁহে করেন বিনয়।
শুন ভায়া অভিরাম কহি যে নিশ্চয়॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে সবে করহ গমন।
ত্বরায় যাইয়া কর পাষণ্ড দলন॥
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি কহিলা।
হেনকালে এক রাণ্ডি কাঁদিতে লাগিলা॥
তাহারে গোসাঞিজীউ বলেন বচন।
পথে বসি কাঁদ কেন কহ বিবরণ॥
এতেক শুনিয়া রাণ্ডি কাঁদিতে কাঁদিতে।
কহিতে লাগিলা তবে গোসাঞি সাক্ষাতে॥
সেইত গ্রামেতে এক আছেন ভবানী।
মোর পুত্র ভক্ষণ সেই করিলা আপনি॥
এতেক শুনিয়া তারে বলেন বচন।
কেমন ভবানী সেই দেখাহ লক্ষণ॥
আশ্বাস পাইয়া রাণ্ডি গোসাঞি লইয়া।
দূর হৈতে দিলা সেই ভবানী দেখাইয়া॥
তখন গোসাঞি কহে আইস মোর সাথে।
তোমার বালক দিব দেখিবে সাক্ষাতে
এত শুনি ব্রাহ্মণী আনন্দিত হইয়া।
বাসুলীর কাছে গেলা গোসাঞি লইয়া॥
বাসুলী দেখি তিঁহ বলেন তাহারে।
কেমন আচার কর কহিবে আমারে॥
শুনিয়া বাসুলী এত ভাবেন তখনে।
গোসাঞি সাক্ষাতে আমি বলিব কেমনে॥
যোড়হাত করি তারে বলেন বচন।
শুনহ গোসাঞিজীউ করি নিবেদন॥
এই গ্রামে বহুদিন হইল স্থাপনে।
সেই হৈতে নর আমি করি যে ভক্ষণে॥
শুনিয়া গোসাঞিজীউ বলেন হাসিয়া।
ব্রাহ্মণী বালকে আজি দেহত আনিয়া॥
দুঃখীজনে দুঃখ দাও কেমন আচার।
এসব আচরণ কর কেমন বিচার॥
ব্রাহ্মণী বালকে তুমি দেহত আনিয়া।
মিষ্টান্ন ভোজন কর এখানে বসিয়া॥
আজি হইতে নর তুমি না কর ভক্ষণ।
নিয়ম করহ এই শুনহ বচন॥
শুনিয়া বাসুলী পুনঃ বলেন গোসাঞি।
মিষ্টান্ন খাইতে কভু মোর প্রীতি নাই॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ ভাবেন তখনে।
বাসুলীর অহঙ্কার ঘুচাব কেমনে॥
বাসুলীকে পুনরায় গোসাঞি কহিলা।
অহঙ্কারে মোর বাক্য হেলন করিলা॥
যেই মুখে নর তুমি ভক্ষণ করিবে।
এই সত্য বলি তব দাঁত খসি যাবে॥
দেখিতে দেখিতে দন্ত খসিতে লাগিলা।
তখন বাসুলী দেবী ভাবিতা হইলা॥
কৃতাঞ্জলি করি পুনঃ বলেন বচন।
অপরাধ হৈল মোর করহ তারণ॥
তব আজ্ঞা লঙ্ঘি মুই কৈনু অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ॥
যে আজ্ঞা করিবে মোরে পালন করিব।
এবার লঙ্ঘন কৈলে অপরাধী হৈব॥
এত শুনি অভিরাম বলেন হাসিয়া।
ব্রাহ্মণীর বালক তুমি দেহত আনিয়া॥
তবে সে তোমার আমি কহিব বিহিত।
নতুবা শরীর তব হইবে নিহিত॥

শুনিয়া বাসুলী স্তব করেন বিনয়।
ব্রাহ্মণীর পুত্র দিক নাহিক সংশয় ॥
এতেক বলিয়া তিঁহ আহুতি হইতে।
ব্রাহ্মণীর পুত্র আনি দিল যে সাক্ষাতে ॥
তখন গোসাঞিজীউ ছাওয়াল লইয়া।
ব্রাহ্মণীকে পুত্র দিয়া বলেন হাসিয়া ॥
আমার বচনে তুমি করহ গমন।
আপনি বাসুলী তব দিলা যে নন্দন ॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি আপনার ঘরে।
এতেক শুনিয়া রাণ্ডি আনন্দ অন্তরে ॥
প্রণাম করিয়া তবে করে যে গমন।
তাহাকে দেখিয়া লোক বলে যে বচন ॥
কেমনে পাইলে পুত্র কহত নির্ণয়।
চমৎকার দেখি এই হইনু বিস্ময় ॥
তবে ব্রাহ্মণী সেই কহিতে লাগিলা।
আমার ভাগ্যেতে এক গোসাঞি আইলা ॥
পথি মধ্যে বসি মুই করি যে ক্রন্দন।
হেনকালে আসি তিঁহ বলেন বচন ॥
কি লাগি কাঁদহ তুমি কহত নিশ্চয়।
তখন কহিনু তাঁরে করিয়া বিনয় ॥
শুনিয়া পুনশ্চ মোরে বলিলা বচন।
কেমন ভবানী সেই দেখাহ এখন ॥
তখন তাহাকে আমি সঙ্গেতে করিয়া।
বাসুলীর কাছে দুঁহে মিলিনু যাইয়া ॥
বাসুলীকে তিঁহ বহু করিল ভর্ৎসন।
শীঘ্রগতি আনি দেহ ব্রাহ্মণী নন্দন ॥
তখন বাসুলী তাঁরে উপেক্ষা করিলা।
তথাপি গোসাঞিজীউ কহিতে লাগিলা ॥
অহঙ্কার করি তুমি না চিন আপনা।
অতএব হৈব দুঃখ পাইবে যাতনা ॥
মুখদন্ত ইবে তব পড়িবে খসিয়া।
তখন বাসুলী পড়ে অজ্ঞান হইয়া ॥
দেখিতে বিবর্ণ হইল বড় চমৎকার।
তবেত ছাওয়াল দিয়া মাগে পরিহার ॥
সে সব শুনিয়া লোক বলেন বচন।
কেমন গোসাঞি তিঁহ কহত লক্ষণ ॥
তখন কহেন রাণ্ডি প্রণাম করিয়া।
ভ্রমণ করেন তিঁহ বৈরাগী হইয়া ॥
জীবের নিমিত্তে সদা করেন ভ্রমণ।
পাষণ্ড জনার সেই করিবে দলন ॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত হৈলা।
গোসাঞি প্রশংসা করি গমন করিলা ॥
সেখানে বাসুলী বহু করেন স্তবন।
রক্ষা কর অভিরাম লইনু শরণ ॥
একসের অন্ন তুমি আপনি দিবে।
আপন কাছেতে তুমি আমারে রাখিবে ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন বচন।
একসের অন্ন দিয়া করাব ভোজন ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আগে করি যে গমনে।
প্রকাশ করিয়া তোমা লইব সেখানে ॥
এতেক বলিয়া তবে গমন করিলা।
পথেতে গোসাঞিজীউ নৃত্য আরম্ভিলা ॥
তবে সে গোসাঞিজীউ শীঘ্র যে আইলা।
বিল্লোক গ্রামেতে পুনঃ সবারে মিলিলা ॥
বাসুলী বৃত্তান্ত সব কহিতে লাগিলা।
মদনমোহন শুনি কহিতে লাগিলা ॥
শুন ভায়া অভিরাম করি নিবেদন।
মিষ্টান্ন লইয়া তুমি করহ ভোজন ॥
এত শুনি অভিরাম বলেন বচন।
সামগ্রী আনিয়া দেহ করি যে ভোজন ॥

ভোজন করিয়া পুনঃ আচমন কৈলা।
আচমন করি তবে আসনে বসিলা॥
মদনমোহন ডাকি কহেন তখনে।
সবে মিলি কর আজি নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন তবে সবে আরম্ভিলা।
নৃত্য কীর্ত্তন সবে করিতে লাগিলা॥
সঙ্কীর্ত্তন শব্দ শুনি যত গ্রামবাসী।
মিলন করিলা সবে শীঘ্রগতি আসি॥
তখনে গোসাঞিজীউ বলেন ডাকিয়া।
হরিধ্বনি কর সবে কীর্ত্তনে আসিয়া॥
এতেক শুনিয়া সবে হইয়া উল্লাস।
কীর্ত্তনে আসিয়া শীঘ্র করেন প্রবেশ॥
হরিধ্বনি দিয়া সবে করে কোলাহল।
প্রেমে পুলকিত কেহ হইল বিভোল॥
দেখিয়া গোসাঞিজীউ হইলা উল্লাস।
নাম সঙ্কীর্ত্তনে সবে করিলা বিশ্বাস॥
পুনশ্চ সবারে ডাকি বলেন বচন।
বড় শ্রম হৈল আজি রাখহ কীর্ত্তন॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দ হৃদয়।
কীর্ত্তন রাখিয়া সবে করেন বিনয়॥
শুনহ গোসাঞিজীউ করি নিবেদনে।
পবিত্র হইনু মোরা তব দরশনে॥
আজ্ঞা কর আজ গৃহে করি যে গমন।
পুনশ্চ তোমার সনে করিব মিলন॥
এতেক বলিয়া সবে করিয়া প্রণাম।
গোসাঞি প্রশংসি গৃহে করিল বিশ্রাম॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণনগর
আগমন ও বাসুলী সহিত মিলন নামক
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রীরাধাবিনোদৌ বিজয়েতাম্ ॥

॥ নিবেদন ॥

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গদেবের অহৈতুকী করুণাশক্তি বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের সপ্তমতম গ্রন্থ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিচয় নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

ব্রজমণ্ডল অনাদির আদি গোবিন্দ মুরলীমনোহর গোপবেশধারী শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহারভূমি।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যে ২১ পরিঃ—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

সেই গোপবেশ বেণুধারী শ্রীকৃষ্ণ এই ভূমিতে প্রকট বিহার করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও সপরিবারে বিহার করিতেছেন। ভাগ্যবান জন অদ্যাপি তাঁহার প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনই বৃন্দাবন ছাড়া হন না।

তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—৫।১৭৮ শ্লোকঃ।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ।
নিবসাম্যনয়া সার্দ্ধমহমত্রৈব সর্ব্বদা॥"

মুরলীমনোহর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সখীগণ পরিবৃত শ্রীমতী রাধিকা সহ শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মহিমা অবর্ণনীয়। দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ উদ্ধব বৃন্দাবনে আগমন করতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য সম্যক উপলব্ধি করতঃ তিনি বৃন্দাবন বাসের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং। বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং॥
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা। ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥

তাই অদ্যাপিও ব্রজলীলামৃত-ভজনশীল সাধকগণের ব্রজধামে অবস্থান করিবার উৎকণ্ঠা প্রবল।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রকটের পর তাঁহার প্রপৌত্র ব্রজনাভ মথুরায় রাজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্বরূপ লীলাস্থলগুলির নামকরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করেন। কালচক্রে সেইসকল লীলাস্থলগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল। কলিযুগ পাবনাবতার রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া লুপ্ত ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলগুলি প্রকট করতঃ তাহাদের মহিমা প্রচার করেন। কালচক্রে লুপ্ত লীলাস্থলগুলির প্রকট কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদগণকে শক্তি সঞ্চার করতঃ বৃন্দাবনে বাস করাইলেন। তাঁহারা প্রভুর আদেশক্রমে বৃন্দাবনের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া লীলাস্থলগুলি প্রকট করেন এবং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া সেবার প্রকাশ করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু তীর্থভ্রমণকালে বৃন্দাবনে গমন করতঃ কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহন দেবকে প্রকট করেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগোপালদেবকে প্রকট করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি স্থাপন করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ ভ্রমণ অন্তে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ অপেক্ষায় কতককাল

বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পরে ভূগর্ভ ও লোকনাথ, তৎপরে সুবুদ্ধি রায়, রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্টাদি অগণিত গৌরাঙ্গ পার্ষদ ব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলগুলি প্রকট করেন এবং শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিয়া সেবা স্থাপন করতঃ লুপ্ত চিন্ময়ধামকে জগতে বিদিত করেন।

শ্রীল নরহরি দাস বিরচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে ব্রজমণ্ডলে বিরাজিত লীলাস্থলগুলির পরিচয় বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে গোবর্দ্ধন নিবাসী শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী সঙ্গে লইয়া ব্রজমণ্ডলে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলি দর্শন করান এবং প্রসঙ্গে লীলাস্থানগুলির মহিমা বর্ণন করেন।

বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বৈচিত্র্যময় বর্ণন হইতে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আহরণ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগী হইয়াছি। এতৎসঙ্গে শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীভক্তমাল গ্রন্থাদি হইতে তথ্যাদি গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীল গোস্বামীপাদগণ ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলাস্থলগুলি প্রকট করিলেও কালচক্রে আবার কিছু কিছু লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তৎসঙ্গে স্থান মাহাত্ম্যও ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন অবিদিত হইতেছে। তাই সেই সকল চিন্ময় নিত্য-লীলাস্থলগুলির মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হইয়াছি। শাস্ত্র প্রমাণে যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভব হইল তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। পরবর্ত্তীকালে আরও মহিমা জ্ঞাত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে লিপিবদ্ধ করিবার বাঞ্ছা রহিল। আর কোন ভাগ্যবান বিস্তারিত লীলারহস্যসহ লীলাস্থলের পরিচয় ও অবস্থিতি সম্যক জ্ঞাত হইয়া লিপিবদ্ধ করতঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

অগণিত শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল ও মহিমা অবর্ণনীয়। ব্রজমণ্ডলে বিরাজিত লীলাস্থলগুলি সম্পূর্ণ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। শ্রীল নরহরিদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহারই উচ্ছিষ্ট চর্ব্বন করিলাম। গ্রন্থের বর্ণনে আমার বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। অদোষদরশী পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করিয়া ব্রজলীলাস্থল মহিমা আস্বাদন ও দর্শন করতঃ কৃতার্থ হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। আর আমার বর্ণনে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হইলে কোন মহানুভব তাহার সংশোধন বাক্য জানাইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। সম্যকভাবে তীর্থমহিমা জ্ঞাত হওয়া ও প্রচার করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির,
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর,
২৪ পরগণা।

নিবেদক —
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিচয়

গ্রন্থারম্ভ

শ্রীশ্রীমথুরা মহিমা

ত্রিভুবনন্দিত শ্রীশ্রীমথুরামণ্ডল দ্বিভুজ মুরলী মনোহর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলাভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিজড়িত মথুরামণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল মহিমারাশি বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখিত রহিয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রের প্রমাণাদি উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীল নরহরি দাস বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুকরণে কিঞ্চিৎ মহিমা বর্ণিত হইল।

—তথাহি—শ্রীআদি বরাহে—

"বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মমমণ্ডলম্। যত্র তত্র নরঃ স্নাতোমুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ" ॥ ১ ॥

বিংশতি যোজনবিশিষ্ট মথুরা মণ্ডলের যেখানে সেখানে স্নান করিলে মানুষ সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হয়।

—তথাহি—তত্রৈব—

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্য নহি বিদ্যতে। যস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়ান্তু সর্ব্বদাঃ ॥ ২ ॥

মথুরার সমান তীর্থ ত্রিলোকে নাই। যে মথুরাতে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি। ২।

—তথাহি—তত্রৈব—

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষনম্। মথুরা গীয়তাং নিত্যং কর্ম্মণা মনসাপি চ ॥ ৩ ॥

যদি কেহ ভগবৎ প্রেমরূপ পরমসিদ্ধি এবং ভববন্ধন হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা মথুরার কীর্ত্তন করুক। ৩।

—তথাহি—স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদ বাক্যম—

ত্রিংশদ্বর্ষ সহস্রানি ত্রিংশদ্বর্ষ শতানি চ। যৎ ফলং ভারতে বর্ষে তৎফলং মথুরাং স্মরণ ॥ ৪ ॥

ত্রিশ সহস্র ও ত্রিশ শত বৎসরে ভারতের অনুষ্ঠানে বাসে যে ফল হয় মথুরা স্মরণ মাত্রেই সেই ফল লাভ হয়। ৪।

—তথাহি—তত্রৈব—

"রজসাং গণনাভূমেঃ কালেনাপি ভবেন্নৃপ। মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে" ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মথুরামণ্ডলে যে সকল তীর্থ আছে তাহাদের সংখ্যা হয় না। ৫।

—তথাহি—পাদ্মে—পাতালখণ্ডে—

"ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে। যত্র তত্র মৃতস্যাস্য মাথুরে জন্ম জায়তে" ॥ ৬ ॥

মথুরা দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি মথুরা না দেখিয়া যেখানে সেখানে মৃত্যু হইলে তাহার মথুরায় জন্ম হইয়া থাকে। ৬।

—তথাহি—তত্রৈব—

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে" ॥ ৭ ॥

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা ধন্যা, যথায় একদিন বাস করিলে শ্রীহরিভক্তি উৎপন্ন হয়। ৭।

—তথাহি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"হত্বা চ লবণং রক্ষো মধু পুত্রং মহাবলম্। শত্রুঘ্নো মথুরা নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥

তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ। সর্ব্বপাপ হরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ" ॥ ৮ ॥

যে মধুবনে শত্রুঘ্ন মধু রাক্ষসের পুত্র মহাবলশালী লবণকে বধ করিয়া মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করেন। সেই সর্ব্ব-পাপহারী তীর্থে মহাদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। ৮।

—তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরের ৫ম তরঙ্গে—

"শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সর্ব্বোত্তম। বিংশতি যোজন সীমা অতি মনোরম ॥
মথুরামণ্ডল সীমা—যাযাবর হৈতে। শৌকরী-বটেশ্বর পর্য্যন্ত—শাস্ত্রমতে ॥
যাযাবর বিপ্র নামে 'যাযাবর' স্থান। আদি শূকরের নামে 'শৌকরী' আখ্যান ॥
'বটেশ্বর শিব' যেঁহো সবার পূজিত। শ্রীশূরসেনের রাজ্য সবার বিদিত ॥
'বরাহ দশন হ্রদ'—এবে কহয়ে লোকেতে। 'যাযাবর শৌকরী' প্রসিদ্ধ পুরাণেতে ॥
যৈছে 'যাযাবর শৌকরী' সীমার প্রচার। ঐছে সর্ব্বদিশা বিশযোজন বিস্তার ॥
বহু তীর্থ হয় এই বিশ যোজনেতে। তার মধ্যে বিশেষ কহয়ে পুরাণেতে ॥
দ্বাদশ যোজন ব্যাপ্ত মথুরামণ্ডল। তথা বহু তীর্থ রামকৃষ্ণ ক্রীড়াস্থল ॥
তথাপি বৈশিষ্ট্য এই মথুরা প্রবরা। চতুর্বিংশতি ক্রোশময়ী মনোহরা ॥
কুমুদবনাদি দ্বাদশারণ্য সংযুতা। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী সর্ব্বত্র-বিদিতা ॥
তথাপি বৈশিষ্ট্য শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি। ক্লেশঘ্ন 'কেশবদেবের' কর্ণিকায় স্থিতি ॥
পশ্চিম পত্রেতে 'হরিদেব' মনোহর। গোবর্দ্ধন নিবাসী পরমানন্দ কর ॥
উত্তরে 'গোবিন্দ' পরমানন্দময়। যাঁহার দর্শন সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় ॥
পূর্ব্বপত্রে 'বিশ্রান্তি' সংজ্ঞকদেবস্থিতি। যাঁহার দর্শনে মনুষ্যের হয় মুক্তি ॥
শ্রীবরাহ দেব শোভে দক্ষিণ পত্রেতে। সর্ব্ব সিদ্ধি মনুষ্যের যার কৃপা হৈতে ॥"

মথুরামণ্ডলে দ্বিভুজ মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবসানের পর শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ শ্রীকৃষ্ণের লীলানুরূপ লীলাস্থলীর নামকরণ করেন।

—তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"মথুরামণ্ডলে রাজা বজ্রনাভ হৈলা। কৃষ্ণলীলা নামে বহু গ্রাম বসাইলা ॥
শ্রীবিগ্রহ সেবা কৈলা কুণ্ডাদি প্রকাশ। নানারূপে পূর্ণ হইল তাঁর অভিলাষ ॥
কথোদিন পরে সব হৈল লুপ্তপ্রায়; তীর্থপ্রসঙ্গাদি কেহো না করে কোথায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার। মথুরা আইলা হইলা কৌতুক অপার ॥
করিয়া ভ্রমণ কিছু দিগ্ দর্শাইলা। সনাতন-রূপ দ্বারে সব প্রকাশিলা ॥
যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দোঁহার। তথাপি করিলা শাস্ত্র রীত অঙ্গীকার ॥

নানা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া সঙ্কলন। করিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুইজন ॥
গুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি। ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ রসের মাধুরী ॥
প্রভু প্রিয় রূপ সনাতনের কৃপায়। মথুরা মহিমা এবে সর্বলোকে গায় ॥"

মথুরার লীলাস্থলী সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতের বাক্য যথা—

—৪র্থ প্রক্রম ৪র্থ সর্গ—

"শৃণুষ্ব করুণাসিন্ধো মাথুরস্য কথাং শুভম্। আদৌ মধুপুরীং পশ্য রাজধানীং সুশোভনাম্ ॥ ১ ॥
ত্রিযু পরিসরেষুচ্চৈর্দুর্গং প্রাচীরমুত্তমম্। পুর্য্যাঃ পূর্ব্বে দক্ষিণাভিমুখে বহুতিভাস্বজা ॥ ২ ॥
উত্তরে দক্ষিণে চাপ্তো দ্বারৌ রত্নবাটিকৌ। রাজবাটীং নৈঋর্তে স্যান্নানারত্ন বিভূষিতাম্ ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং দ্বারৈশ্চ রত্নযজ্ঞৈঃ সমন্বিতাম্। বাট্যা উত্তর পার্শ্বে চ বেদীং রাজোপবেশনাম্ ॥ ৪ ॥
বায়ব্যাং পশ্য পুর্য্যাশ্চ বন্ধনাগারমেব চ। তস্যাপি দক্ষিণে মৃদ্রস্থানং পশ্য যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥
অত্র প্রস্তরমারুহ্য স্থিতঃ স চ ক্ষণং প্রভো। কৃষ্ণস্য মূত্রচিহ্নোজয়ং বক্ততে প্রস্তরোপরি ॥ ৮ ॥
অত এব জনাঃ সর্ব্বে মৃদ্রস্থানং বদন্তি হি। উদ্ধবস্য গৃহং পশ্য দক্ষিণেঽস্য তদেব তম্ ॥ ৯ ॥
রজকস্য গৃহং পশ্যোদ্ধবস্য গৃহপূর্ব্বতঃ। রজকস্য গৃহাৎ পূর্ব্বে মালাকারগৃহং তথা ॥ ১২ ॥
অস্যাপি দক্ষিণে কুব্জাগৃহং দেবাবিনির্ম্মিতম্। কুব্জায়া নৈঋর্তে রঙ্গ স্থলং পরমশোভনম্ ॥ ১৩ ॥
রঙ্গস্থলস্যাগ্নিকোণে বসুদেবগৃহং শুভম্। উগ্রসেনগৃহস্তস্য চৈশান্যাং বিধিনা কৃতম্ ॥ ১৪ ॥
অস্যাপি দক্ষিণে পশ্য কৃষ্ণমূর্ত্তিং গতশ্রমাম্। দৃষ্টা তাং শ্রীগৌরচন্দ্রঃ পুলকাঙ্গো বভূব হ ॥ ১৫ ॥
বিশ্রামং শ্রমশান্ত্যর্থ কংখালীতি সংজ্ঞকম্। প্রিয়ানাং তিন্দুনামানাং সপ্তর্ষিমোক্ষকোটিকম্ ॥ ১৬ ॥
বোধিশিবগণেশাদি দ্বাদশ ঘট সংজ্ঞকম্। ক্রমাদ্দক্ষিণতো জেয়ং তীর্থরাজং মহাপ্রভুম্ ॥ ১৭ ॥
পুর্য্যাশ্চ দক্ষিণে রঙ্গভূমিং কৃষ্ণসুখপ্রদম্। অস্যাশ্চ দক্ষিণে কূপং পশ্য শ্রীকৃষ্ণহেতবে ॥ ১৮ ॥
কংসেন খনিতং তেন কংসকূপমিতীর্য্যতে। অস্যাপি নৈঋর্তে কুণ্ডমগস্ত্যেন বিনির্ম্মিতম্ ॥ ১৯ ॥
পুর্য্যাশ্চোত্তরতঃ সপ্তসামুদ্রকুণ্ডসংজ্ঞকম্। প্রস্তরং পশ্য দেবক্যাঃ পুত্রনাশায় নির্ম্মিতম্ ॥ ২০ ॥
কংসেনেতি হসন্তস্তং পুনঃ প্রাহ হসন্দ্বিজঃ। অস্যাপ্যুত্তরতঃ পশ্য লিঙ্গং ভূতেশ্বরং প্রভো ॥ ২১ ॥
পুনশ্চ যমুনাং পশ্য সরস্বতীসমন্বিতাম্। দশাশ্বমেধঘট্টঞ্চ তত্রৈব সোমতীর্থকম্ ॥ ২২ ॥
কর্ণাভরণসংজ্ঞঞ্চ নারাতীর্থাভিধানকম্। সংযমাখ্যককুণ্ডাদি পুরা প্রসর সঙ্কুলম্ ॥ ২৩ ॥

মথুরায় বিরাজিত চব্বিশ ঘাট সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণন যথা—

—তথাহি—মথুরাখণ্ডে—

"চতুর্বিংশামি তীর্থামিততীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে। দশাশ্বমেধ পর্য্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥

বিশ্রান্তির উত্তরে দশাশ্বমেধ পর্যন্ত দ্বাদশ ও দক্ষিণে মোক্ষ তীর্থ পর্যন্ত দ্বাদশ মথুরায় প্রবাহিত যমুনায় এই চব্বিশতীর্থ বিরাজমান।

—তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"অহে শ্রীনিবাস! এই অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত। শ্রীযমুনাতীর্থ চতুর্বিংশতি বিদিত ॥
এই অবিমুক্ত তীর্থস্নানে মুক্তি হয়। প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি সুনিশ্চয় ॥
এই দেখ 'গুহ্য তীর্থ' এথা স্নান কৈলে। সংসারেতে মুক্ত হয় বিষ্ণুলোক মিলে ॥

দেবের দুর্লভ এ প্রয়াগ তীর্থ নাম। অগ্নিষ্টোম ফল মিলে এথা কৈলে স্নান ॥
এই 'কনখল তীর্থ'—এথা কৈলে স্নান। পরম ঐশ্বর্য লভে, পুরাণে প্রমাণ ॥
এই দেখ 'মহাতীর্থ তিন্দুক' আখ্যান। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এথা কৈলে স্নান ॥
এই 'সূর্য্য তীর্থ' পাপ নাশয়ে সকলি। এথা তপ কৈলা বিরোচন পুত্র বলি ॥
চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ-সংক্রান্তি-রবিবারে। রাজসূয়-ফল লভে স্নান যেই করে ॥
এই দেখ 'বটস্বামি তীর্থ' তীর্থোত্তম। বটস্বামী সূর্য এথা বিখ্যাত ভুবন ॥
ভক্তি পূর্ব্ব এ তীর্থ সেবনে রোগ-ক্ষয়। ঐশ্বর্য্য লভ্য, উত্তম গতি অন্তে হয় ॥
এই 'ধ্রুবতীর্থ' ধ্রুব তপস্যার স্থান। ধ্রুবলোক প্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান ॥
দেখ 'ঋষিতীর্থ' ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এ তীর্থের স্নানে ॥
এই 'মোক্ষতীর্থ' ঋষিতীর্থ দক্ষিণেতে। এথা মোক্ষপ্রাপ্ত অবগাহন মাত্রেতে ॥
এই 'কোটিতীর্থ' দেবদুর্লভ—এথায়। স্নানদান করে যে সে বিষ্ণুলোক পায় ॥
এই 'বোধিতীর্থ' এথা পিণ্ড প্রদানেতে। পিতৃলোক প্রাপ্তি হয় কহে পুরাণেতে ॥
এ দ্বাদশতীর্থ শুভ বিশ্রাম দক্ষিণে। সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় এ সব স্মরণে।
দেখ 'নবতীর্থ' অসিকুণ্ড উত্তরেতে। ঐছে তীর্থ না হয়, না হবে পৃথিবীতে ॥
ত্রৈলোক্য বিদিত এই তীর্থ সংযমন। এথা স্নানে ফল-বিষ্ণুলোকেতে গমন ॥
এ 'ধারাপতন তীর্থ'—স্নানে হরে শোক। পায় মহৈশ্বর্য্য প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক ॥
এ 'নাগতীর্থ'—তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে। স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি, মৈলে পুনর্জন্ম নহে ॥
সর্ব্বপাপ নাশে 'ঘণ্টাভরণ' প্রধান। সূর্য্যলোকে পূজ্য এথা করয়ে যে স্নান ॥
এই 'ব্রহ্মতীর্থ'—তীর্থোত্তম এ বিদিত। স্নানাদিতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই 'সোমতীর্থ' স্থল। দেখহ যমুনা বারি বহয়ে নির্ম্মল ॥
এথা অভিষিক্ত হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সোমলোকে সুখী হৈবে নাহিক সংশয় ॥
'সরস্বতী পতন-তীর্থে' যেই স্নান করে। অবর্ণ হয়েন যতি পাপ যায় দূরে ॥
'চক্রতীর্থ' বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস। এথা স্নান করয়ে ত্রিরাত্র উপবাস ॥
স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়। কহিতে কি পরম দুর্লভ ফল পায় ॥
দেখহ 'দশাশ্বমেধ তীর্থে' পূর্ব্বে ঋষি। এথা প্রভু পূজা সদা কৈল সুখে ভাসি ॥
হেন তীর্থ নিহত যে সবে স্নান করে। স্বর্গপদ দুর্লভ না হয় সে সবারে ॥
এই 'বিঘ্নরাজতীর্থ' কল্মষ নাশয়। এথা স্নান কৈলে বিঘ্নরাজ না পীড়য় ॥
এই দেখ 'কোটিতীর্থ' পরম মঙ্গল। এথা স্নানমাত্রে মিলে গঙ্গাকোটি ফল ॥
বিনা বিশ্রান্তি উত্তর দক্ষিণে তাহার। দ্বাদশ দ্বাদশ চতুর্বিংশতি প্রচার ॥
অহে শ্রীনিবাস, চতুর্বিংশতি ঘাটেতে। মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দচিতে ॥
প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ। তাহা এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীর বিবরণ

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের ২৬ মালার বর্ণন অনুরূপ বর্ণিত হইল—

'সপ্তগিরি' 'চারিধাম' 'দ্বাদশ যে বর্ণ'। 'দ্বাদশ উপবন' হয় পরম শোভন ॥
'ত্রিসপ্ত' 'কদমখণ্ডী' 'সপ্তবট' হয়। 'সপ্ত নদী' 'সপ্ত সরোবর' বিরাজয় ॥
'চৌরাশীটি কুণ্ড' হয় 'চৌরাশীটি কূপ'। অসংখ্য লীলার স্থান লীলা অনুরূপ ॥

সপ্ত গিরি

"বর্ষানের 'গিরি নন্দীশ্বর' গিরিবর। কাম্যবনে 'গিরি কৃষ্ণপদ চিহ্নধর' ॥
'চরণ প্রহার' বলি খ্যাত ত্রিজগতে। অদ্যাপি দর্শন চিহ্ন চরণ যাহাতে ॥
কদম্বখণ্ডীর গিরি পরম মোহন। যথা গূঢ় রাসলীলা সহ গোপীগণ ॥
অদ্যাবধি গিরিবর পরম সুরম্য। বৈদ্যনাথরূপে তথা কানন সুরম্য ॥
'চরণ পাহাড়ি' যথা চরণে গঙ্গা হয়। গো মহিষ আদি তথা পদচিহ্ন রয় ॥
সপ্তম শ্রীগোবর্দ্ধন যাহার মহিমা। বেদ বিধি অগোচর না হয় বর্ণিমা ॥"

—চারিধাম—

চারিধাম হয় শ্রীমান মথুরামণ্ডলে। যাহার প্রকাশ রূপ অন্য অন্য স্থলে ॥
'রামনাথ' 'বৈদ্যনাথ' 'জগন্নাথ ক্ষেত্র'। 'শ্রীলদ্বারিকানাথ' পরম মহত্ব ॥

—দ্বাদশ বন ও উপবন—

"মথুরামণ্ডল মধ্যে চব্বিশ কানন। নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের পরম মোহন ॥
দ্বাদশ বন আর দ্বাদশ উপবন।
যমুনার পশ্চিমে হয় সপ্তবন। মধু-তাল-কুমুদ-বহুলা-কাম্যবন ॥
বৃন্দাবন আর যে তমাল নামে বন। এই সপ্ত আর পঞ্চ পূর্ব্বাপর হন ॥
ভদ্র-ভাণ্ডীর-বেল-লোহ-মহাবন। এই পঞ্চ একত্রেতে দ্বাদশ কানন ॥
আর উপবন সেহ হয় যে দ্বাদশ।
অম্বিকা কানন কোটি আর যে খেলন। লেউছা কাজেও নাই হয় উপবন ॥
ভবন কোকিল বচ্ছ মুঞ্জাবতী বন। আর যে বিলাস বন দ্বাদশ কানন ॥

—তথাহি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে—৪র্থ প্রক্রম ৩য় সর্গ—

"কালিন্দ্যাঃ পশ্চিমে ভাগে মধু বৃন্দাবনং পরম্। কুমুদং খদিরঞ্চৈব তালকাম্যবহুকম ॥ ৫ ॥
অস্যাঃ পূর্ব্বে ভদ্র বিল্বলোহভাণ্ডার নামকম্। মহদ্বনঞ্চ রসিকৈর্ধ্যায়ন্তে প্রীতিহেতবে ॥ ৬ ॥
ভদ্র শ্রীলোহভাণ্ডীর-মহাতাল খদিরকম্। বহুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥ ৭ ॥
যমুনা পশ্চিমে ভাগে কংসস্য সদনং পরম্। অস্যোত্তরে মহারম্যং বৃন্দারণ্যং সুদুর্লভম্ ॥ ৯ ॥
কুমুদাখ্যবনং তস্যা নৈর্ঋতে সুখদং হরেঃ। তদ্দক্ষিণে খদিরাখ্যং বনং কৃষ্ণ সুখপ্রদম্ ॥ ১০ ॥
মথুরা পশ্চিমে তালবনং কেশববল্লভম্। নদী তত্র মানসাখ্যা গঙ্গা ভুবনী পাবনী ॥ ১১ ॥

মথুরা পশ্চিমে গোবর্দ্ধনো নাম মহাগিরিঃ। তস্যাপি পশ্চিমে কাম্যবনং কৃষ্ণ রসায়নম্ ।। ১৩ ।।
ঐশান্যাং মথুরায়াশ্চ বহুলাখ্যবনং শুভম্। মনোগঙ্গা সমুত্তীর্য যত্র ক্রীড়তি কংসহা ।। ১৫ ।।
মোহনাখ্য বনং চৈব কথিতামি মহাভুজ। বনানি সপ্ত যমুনা পশ্চিমেঽপরং শৃণু ।। ১৬ ।।
তস্যাঃ পূর্ব্বকূলে পঞ্চবনানি রসিকেশ্বর। তৎকৃপাপারবশ্যেন লক্ষ্যতে বিপুলং ময়া ।। ১৭ ।।
যমুনায়াঃ সুনিকটে মহারণ্যং সুদুর্ল্লভম্। বিল্বং তৎপশ্চিমে রম্যং কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদম্ ।। ১৮ ।।
তস্যোত্তরে লোহনামবনং ভদ্রবনং তথা। ভাণ্ডীরক বনং রম্যং কৃষ্ণভক্তিপ্রদং মহৎ ।। ১৯ ।।
দ্বাদশৈতদ্বনং রম্যং মথুরামণ্ডলং প্রভো ।। ২০ ।।

—সপ্তবট—

সপ্ত বটবৃক্ষ কৃষ্ণলীলা অনুকূল। অতিশয় উচ্চ হন অতিশয় স্থূল ॥
'ভাণ্ডীর' নামেতে বট যার বৃক্ষতলে। সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নানা খেলা খেলে ॥
'শৃঙ্গার' নামেতে বট রাধা প্রেয়সীরে। তার তলে বসি শৃঙ্গার কৈল নিজ করে ॥
'বংশীবট' নামে বৃক্ষ তার তলে দাণ্ডাইয়া। বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া ॥
'অক্ষয় বটের' তলে রাসাদিক করে। 'সঙ্কেত যে বটে' প্যারী সহিত বিহরে ॥

★ ★ ★

'নন্দবট' নন্দ মহাশয়ের পিরীতি। গোচারণকালে স্নিগ্ধ তলে বসি তথি ॥
বন্ধুগণ সহ নানা কথোপকথনে। বসিয়া করয়ে মিষ্ট অন্ন জল পানে ॥
শ্রীমন্নন্দরাজ রাজসুখ অনুকূল। ধন্য সে পরম সেই শ্রেষ্ঠ বটমূল ॥

★ ★ ★

'জাবটের বট' যথা শ্রীমতীর গৃহ। কে কহিতে পারে তার মহিমা সমূহ ॥

সপ্তনদী

সপ্তনদী হয় মহামহিমা অপার। প্রত্যেক কহিতে নারি গুণের বিস্তার ।।
কৃষ্ণগঙ্গা-পাতাল-জাহ্নবী-সরস্বতী। মানসগঙ্গা-অলকানন্দা-যমুনা-গোমতী ।।

সপ্ত সরোবর

'নয়ন' নামেতে সরোবর রমণীয়। 'নারায়ণ সরোবর' মহামহোদয় ॥
'চন্দ্র সরোবর' তীরে কুসুম বেহার। নন্দগ্রামে 'পাবন সরোবর' মনোহর ।।
বিশাখা সখীর পিতা পাবন আহীর। তাহার নির্ম্মিত হয় সুখময় নীর ।।
'প্রেম সরোবর' যবে কিশোরী কিশোর। সঙ্কেত মিলন হৈলে গোপনে দোঁহার ।।
বিচ্ছেদ কালেতে দোঁহার নয়ন ঝরিল। তাহাতে সুন্দর সরোবর নিরমিল ।।
'মান সরোবর' যার পরম মাধুরী। মান করি যথা গিয়া বসিলা কিশোরী ।।
কৃষ্ণের সুখদ লাগি আনন্দ জনক। অতিশয় মহিমা পাবন সর্ব্বলোক ।।

—চৌরাশী কুণ্ড—

১। অসিকুণ্ড (মথুরা) ২। অর্ঘকুণ্ড (কাম্যবন) ৩। অযোধ্যাকুণ্ড (কাম্যবন) ৪। অপ্সরাকুণ্ড (গোবর্দ্ধন)
৫। করেলকুণ্ড (নন্দীশ্বর) ৬। ঋণমোচনকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৭। কাশীকুণ্ড (কাম্যবন) ৮। কামনাকুণ্ড (কাম্যবন)

৯। ক্রীড়াকুণ্ড (কাম্যবন) ১০। কিশোরীকুণ্ড (উমরাও) ১১। কুণ্ডলকুণ্ড (বৈঠান) ১২। কৃষ্ণকুণ্ড (কাম্যবন, নন্দীশ্বর, বেলবন) ১৩। কিশোরীকুণ্ড (উমরাও গ্রাম) ১৪। গয়াকুণ্ড (কাম্যবন) ১৫। গন্ধর্ব্বকুণ্ড (কাম্যবন, গোবর্দ্ধন) ১৬। গুলালকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ১৭। গুপ্তকুণ্ড (গেঁদুখোর) ১৮। গোমতী কুণ্ড (কাম্যবন) ১৯। গোলাব-কুণ্ড (গেঠেল) ২০। গোবিন্দকুণ্ড (বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন) ২১। গোপালকুণ্ড (কাম্যবন) ২২। গোদাবরীকুণ্ড (কাম্যবন) ২৩। ঘোষরাণীকুণ্ড (কাম্যবন) ২৪। চতুর্ভুজকুণ্ড (কাম্যবন) ২৫। শ্রীচরণকুণ্ড (কাম্যবন) ২৬। তপকুণ্ড (কাম্যবন) ২৭। দামোদরকুণ্ড (কা[illegible]বন) ২৮। দাননিবর্ত্তনকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ২৯। দাবানলকুণ্ড (গহ্বরবন) ৩০। দ্বারকাকুণ্ড (কাম্যবন) ৩১। দোহিনীকুণ্ড (গহ্বরবন) ৩২। দেবাশীষকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৩৩। দেবকীকুণ্ড (কাম্যবন) ৩৪। ধর্ম্মকুণ্ড (কাম্যবন) ৩৫। ধানকুণ্ড (কাম্যবন) ৩৬। ধোয়ানিকুণ্ড (নন্দীশ্বর) ৩৭। নারদকুণ্ড (কাম্যবন, গোবর্দ্ধন, যাবট) ৩৮। নীপকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৩৯। নৃসিংহকুণ্ড (কাম্যবন) ৪০। প্রয়াগকুণ্ড (কাম্যবন) ৪১। প্রহ্লাদকুণ্ড (কাম্যবন) ৪২। পানীহারীকুণ্ড (নন্দীশ্বর) ৪৩। পীবনকুণ্ড (যাবট) ৪৪। পঞ্চগোপকুণ্ড (কাম্যবন) ৪৫। পঞ্চপাণ্ডবকুণ্ড (কাম্যবন) ৪৬। পুষ্করকুণ্ড (কাম্যবন) ৪৭। পৃথু-দককুণ্ড (কাম্যবন) ৪৮। পৌর্ণমাসীকুণ্ড (নন্দীশ্বর) ৪৯। বলভদ্রকুণ্ড (কাম্যবন) ৫০। ব্রহ্মকুণ্ড (গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন) ৫১। বিমলকুণ্ড (কাম্যবন) ৫২। বিশাখাকুণ্ড (কাম্যবন, নন্দীশ্বর) ৫৩। বিহ্বলকুণ্ড (কাম্যবন) ৫৪। বৃষভানুকুণ্ড ( ) ৫৫। বেদকুণ্ড (কাম্যবন) ৫৬। ভানুখোরকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৫৭। মধুসূদনকুণ্ড (কাম্যবন, নন্দীশ্বর) ৫৮। মানকুণ্ড (কাম্যবন) ৫৯। মাল্যহারীকুণ্ড (রাধাকুণ্ড) ৬০। মুক্তাকুণ্ড (নন্দীশ্বর, যাবট) ৬১। মুনিশীর্ষকুণ্ড (গোধূলী, গোবর্দ্ধন) ৬২। মোহিনীকুণ্ড (কাম্যবন) ৬৩। যশোদাকুণ্ড (কাম্যবন, নন্দীশ্বর) ৬৪। রাধাকুণ্ড (ছত্রবন) ৬৫। রাধাকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৬৬। রত্নকুণ্ড (কাম্যবন) ৬৭। রুদ্রকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৬৮। রোহিনীকুণ্ড (কাম্যবন) ৬৯। ললিতাকুণ্ড (নন্দীশ্বর ;কাম্যবন) ৭০। লাড়িলীকুণ্ড (যাবট) ৭১। লক্ষ্মীকুণ্ড (কাম্যবন) ৭২। লোচনকুণ্ড (বৃন্দাবন) ৭৩। শ্যামকুণ্ড (গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন) ৭৪। শীতলাকুণ্ড (গহ্বরবন) ৭৫। শিবখোরকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৭৬। শ্রীদামাদি পঞ্চ গোপকুণ্ড (কাম্যবন) ৭৭। সঙ্গমকুণ্ড (খদিরবন) ৭৮। সন্তনকুণ্ড (কাম্যবন) ৭৯। সঙ্কর্ষণকুণ্ড (গোবর্দ্ধন, বহুলাবন) ৮০। সাহসিকুণ্ড (নন্দীশ্বর) ৮১। সুরভিকুণ্ড (গোবর্দ্ধন) ৮২। সূর্য্যকুণ্ড (গোবর্দ্ধন, কাম্যবন) ৮৩। সেতুবন্ধকুণ্ড (কাম্যবন) ৮৪। সাতোক্রাকুণ্ড (বেহুলাবনের নিকট)।

—চৌরাশীকূপ—

১। গোপকূপ (রাধাকুণ্ড ও মহাবন) ২। নন্দকূপ (বৃন্দাবন) ৩। বেণুকূপ (বৃন্দাবন) ৪। সপ্তসামুদ্রিককূপ (মহাবন) ৫। নন্দনকূপ (সাতোঞা) ৬। কুব্জাকূপ (মথুরা) ৭। কৃষ্ণকূপ (মথুরা) ৮। চতুঃসামুদ্রিককূপ (মথুরা)। ৮৪টি কূপের মধ্যে ৮টি কূপ বর্ণিত হইল।

—ত্রিসপ্ত কদমখণ্ডী—

১। কদমখণ্ডী (গোবর্দ্ধনে রুদ্রকুণ্ডের নিকট) ২। কদম্বকানন (গোবর্দ্ধনে সেতুকন্দরার নিকট) ৩। কদম্বকানন (নন্দীশ্বরের বায়ুকোণে গেন্দুখোরের নিকট) ৪। কদম্বকানন (নন্দীশ্বরের ঈশানে কৃষ্ণকুণ্ডে অবস্থিত) ৫। কদম্বকানন (যাবট) ৬। কদম্বখণ্ডি (খদিরবনের নিকট সঙ্গমকুণ্ডের নিকট) ৭। কদমখণ্ডি (বিছোর গ্রামের নিকট তিলোয়ার গ্রামে) ৮। কদম্বকানন (শেষশায়ী) ৯। কদম্বখণ্ডী (কাম্যবনে স্বর্ণহার গ্রামে) ১০। কদম্বকানন (বৃন্দাবন)। ৩৭টি কদমখণ্ডীর মধ্যে ১০টি কদমখণ্ডী বর্ণিত হইল।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে গোবর্দ্ধন নিবাসী শ্রীল রাঘব পণ্ডিত শ্রীব্রজমণ্ডলে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলগুলি পরিদর্শন করান। পরিক্রমার ক্রম শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গের বর্ণন অনুক্রমে নিম্নে বর্ণিত হইল—

মথুরা (সনোড়িয়া বিপ্রভবন, কেশব মন্দির, দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ স্বায়ম্ভুব মূর্ত্তি দর্শন, ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল, বিশ্রামতীর্থ (গতশ্রমদেব), অবিমুক্ততীর্থ, গুহ্যতীর্থ, প্রয়াগতীর্থ, কনখলতীর্থ, তিন্দুকতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, বট স্বামী-তীর্থ (বটস্বামীসূর্য্য), ধ্রুবতীর্থ; ঋষিতীর্থ, মোক্ষতীর্থ, কোটিতীর্থ, বোধিতীর্থ, নবতীর্থ, অসিকুণ্ড, সংযমনতীর্থ, ধারাপতনতীর্থ, নাগতীর্থ, ঘণ্টাভরণ তীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, সোমতীর্থ, সরস্বতীপতনতীর্থ, চক্রতীর্থ, দশাশ্বমেধতীর্থ, বিঘ্নরাজতীর্থ, কোটিতীর্থ, গোকর্নাখ্য বিশ্বনাথতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, বৈকুণ্ঠতীর্থ, অসিকুণ্ডতীর্থ (বরাহ, নারায়ণী, লাঙ্গলী, বামনদেব), চতুঃ সামুদ্রিক কূপ, সুদামা মালীর ভবন, রজকবধস্থান, ধনুর্ভঙ্গ স্থান, কুবলয় দলন স্থান, মল্লযুদ্ধস্থান, কংস নিধান স্থান, কুব্জা কূপ; বলদেবকুণ্ড, কৃষ্ণকূপ), মধুবন, তালবন, কুমুদবন, দতিহা, আয়োরে, গৌরবাই, তারাগ্রাম, যষ্টীকরাটবী, শকটারোহন, শঙ্কটাগ্রাম, গোবিন্দগরুড়, আয়ারে, গৌরবাই, গন্ধেশ্বর স্থান, সাতোঞ, বহুলাবন, সকর্ষণকুণ্ড, মান সরোবর, ময়ূর গ্রাম, দক্ষিণ গ্রাম, বসতি গ্রাম, রালগ্রাম, আরিট গ্রাম, রাধা-কুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, মানস পাবন ঘাট, মাল্যহারিকুণ্ড, শিবখোরকুণ্ড, ভাহুখোরকুণ্ড, মুখরাই গ্রাম, কুসুম সরোবর, নারদকুণ্ড; রত্নসিংহাসন, পালিগ্রাম, অঞ্জগ্রাম, ইন্দ্রধ্বজ বেদী, ঋণমোচন কুণ্ড, পাপমোচন কুণ্ড, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, পরাসৌলী, চন্দ্রসরোর, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, পৈঠগ্রাম, গৌরীতীর্থ, নীপকুণ্ড, আনিয়োর গ্রাম, অন্নকূপ স্থান, গোবিন্দ কুণ্ড, দাননিবর্ত্তন কুঞ্জ, অপ্সরাকুণ্ড, রাঘব গোফা, সুরভিকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, কদমখণ্ডী, দানঘাটি, কৃষ্ণবেদী, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসগঙ্গা, গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র, চক্রতীর্থ, সাঁকরাই, সখীথরা গ্রাম, পুনঃ রাধাকুণ্ড তীর, গোবিন্দঘাট, নিমগ্রাম, পাটল গ্রাম, ডেরাবলি গ্রাম, নবাগ্রাম, কুঞ্জরা, সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম, মোরমাথ্যা, কেওনাই (কোনাই), ভদাবর, মঘেরা, রাধাকুণ্ড তীর, গোবর্দ্ধন, গাঠুলী, গুলালকুণ্ড, রেহেজ গ্রাম, দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড, প্রমোদনা গ্রাম, সেতুকন্দরা, কদম্বকানন, ইন্দ্রোলি, কনোয়ারো গ্রাম, কাম্যবন, [বিষ্ণুসিংহাসন, শ্রীচরণকুণ্ড, শিব কামেশ্বর, গরুড় আসন স্থান, ধর্ম্মকুণ্ড, বিশোকাবেদী, মনিকর্ণিকা, বিমলকুণ্ড, যশোদাকুণ্ড, নারদকুণ্ড, কামনাকুণ্ড, সেতুবন্ধকুণ্ড, লুকলুকান মিছলীস্থান, কাশীকুণ্ড, গয়া-প্রয়াগ-পুষ্কর-গোমতী দ্বারকাকুণ্ড, তপকুণ্ড, ধ্যানকুণ্ড, শ্রীচরণচিহ্ন, ক্রীড়াকুণ্ড, গোপকুণ্ড, ঘোষরাণীকুণ্ড, বিহ্বলকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, মানকুণ্ড, মোহিনীকুণ্ড, বলভদ্রকুণ্ড, চন্দ্রসেন পর্ব্বত, পিছিলনী শিলা, গোপীকারমন, কামসরোবর, সুরভীকুণ্ড, চতু-র্ভুজকুণ্ড, ভোজনস্থলী, বাজন শিলা, পরশুরাম স্থান, সন্তনকুণ্ড, বেদকুণ্ড, দামোদরকুণ্ড, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, পৃথুদক কুণ্ড, অযোধ্যাকুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড, আর্য্যকুণ্ড, মধুসূদন কুণ্ড, রোহিনী কুণ্ড, গোপাল কুণ্ড, গোদাবরী কুণ্ড, দেবকী কুণ্ড, প্রহ্লাদ কুণ্ড, লক্ষ্মীকুণ্ড], ধূলাউড়া গ্রাম, উধাগ্রাম, আটোর গ্রাম, কদম্বখণ্ডী, স্বর্ণহার গ্রাম, রত্নকুণ্ড, চতুর্মুখ, বর্ষান, সাঁকরিখোর, দান-মান-বিলাস পর্ব্বত, চিকসৌলী, গহ্বর বন, শীতলাকুণ্ড, রোহিনী কুণ্ড, ডভারো গ্রাম, মুক্তাকুণ্ড, ভাহুখোর, পিয়াল সরোবর, পিলুখোর, প্রেম সরোবর, বিহ্বল কুণ্ড, সঙ্কেতকুঞ্জ, কৃষ্ণকুণ্ড, নন্দীশ্বর [পাবন সরোবর, তড়াগতীর্থ, ক্ষুন্নাহার সরোবর, ধোয়ানী কুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, ললিতা কুণ্ড;

সূর্য্যকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, পৌর্ণমাসী কুণ্ড, নান্দীমুখীর আলয়, যশোদা কুণ্ড, করেল কুণ্ড, মধুসূদন কুণ্ড, পানিহারী কুণ্ড, সাহসী কুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, যোগিয়া, উধোক্রিয়া, গোশালা, নন্দগ্রাম], গেন্দুখোর, কদম্বকানন, গুপ্তকুণ্ড, মেহেরান গ্রাম, যাবট (কৃষ্ণকুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, পীবনকুণ্ড, লাড়িলীকুণ্ড, নারদকুণ্ড), কোকিলাবন, আঁজনক গ্রাম, বিজো-আরি, পরসোগ্রাম, শীগ্রাম, কামাইগ্রাম, করালাগ্রাম, লুধোলীগ্রাম, পিয়াসো, সাহার, সাঁখি, রামকুণ্ড, ছত্রবন, উমরাও, কিশোরী কুণ্ড, নরীসেমরী, খদিরবন, সঙ্গমকুণ্ড, কদম্বখণ্ডি, বকথরা, নেওছাক, ভাণ্ডাগোরগ্রাম, পুনঃ নন্দীশ্বর, পাবন সরোবর, বৈঠান গ্রাম, নৃপবন, কৃষ্ণকুণ্ড, কুণ্ডলকুণ্ড, বেড়োখোর কুঞ্জ, চরণপাহাড়ি, হারোয়াল গ্রাম, সাতোএা গ্রাম, সূর্য্যকুণ্ড, নন্দন কূপ, বিছাশিলা, পাইগ্রাম, চলনাশিলা, কামরিগ্রাম, বিছোরগ্রাম, ভিলোয়ার গ্রাম, শৃঙ্গারবট, লালাপুর গ্রাম, বাসোসীগ্রাম, পয়গ্রাম, কোটরবন, দধিগ্রাম, শেষশায়ী, ক্ষীরসমুদ্র, খানিগ্রাম (ব্রজের সীমা), বনচারী, খরয়ো, উজানি, খেলনবন, রামঘাট, কচ্ছবন, ভূষণবন, অক্ষয়বট, ভাণ্ডীরবট, আরাগ্রাম, মুঞ্জাটবী, ভাণ্ডারীগ্রাম, তপোবন, গোপীঘাট, চীরঘাট, নন্দঘাট; ভয়গ্রাম, বৎসবন, উনাইগ্রাম, বালহারা গ্রাম, পরিধমস্থান, সেই, এচোমুহা, অঘবন, সপোলী, জয়েতগ্রাম, সোয়ানো গ্রাম, তরোলী, বরোলী, কৃষ্ণকুণ্ডটীলা, মঘেরাগ্রাম, আটসুগ্রাম, শক্রস্থান, বরাহরগ্রাম, হরাসলীগ্রাম, পুনঃ নন্দঘাট, সুরুখুরু, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, ছাহেরী, মাঠগ্রাম, বিল্ববন, লোহবন, নৌকাক্রীড়া ঘাট, মহাবন, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, রমনকবালু, গোপকূপ, রেণুকা গ্রাম, রাজগ্রাম, সকরোলী, রাবল, কংসকারাগার, বিশ্রামতীর্থ, অম্বিকা কানন, কৃষ্ণগঙ্গা, অক্রুরতীর্থ, ভোজনস্থল, বৃন্দাবন [ভোজনটীলা, সনোরথ, কালিয়া হ্রদ, দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ, প্রস্কন্দনতীর্থ, আমলীতলা, শৃঙ্গারবট, চীরঘাট, নিধুবন, কেশীঘাট, ধীরসমীর, মনিকর্নিকা, বংশীবট, যমুনা-পুলীন, নিকুঞ্জবন, রাসস্থলী, বেণুকূপ দাবানলে স্থান]।

অ

অক্রুরতীর্থ—অক্রুরতীর্থ মথুরায় অবস্থিত। কংসের আদেশে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার কালে এইস্থানে আসেন এবং এইস্থানে অবগাহন কালে ডুব দিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বৈভব দর্শন করেন। তদবধি এইস্থান অক্রুরতীর্থ নামে খ্যাত। অক্রুরতীর্থের মহিমা সম্পর্কে শাস্ত্রের বর্ণন যথা—

তথাহি—শ্রীসৌরপুরাণে

"অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপ বিনাশনম্। অক্রুরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ॥
পূর্ণিমায়াং তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ। স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষতঃ॥"

তথাহি—আদিবরাহে

"তীর্থরাজং হি চাক্রুরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থবগাহতাৎ॥
অক্রুরে চ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। রাজসূয়শ্চ মেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে

"দেখ শ্রীঅক্রুরতীর্থ—তীর্থ শ্রেষ্ঠ হয়। সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয়॥
কহিব কি ফল-স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে। মুক্ত হয় সংসারে—বিশেষ কার্ত্তিকে॥
সর্ব্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়। অক্রুরতীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয়॥
সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে। রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে॥"

অহে শ্রীনিবাস। এই অক্রুর গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ছিলেন নিভৃতে॥
বৃন্দাবনে লোকভিড়—এ হেতু এথায়। ভিক্ষা করিতেন আসি উল্লাস হিয়ায়॥
দেখ শ্রীনিবাস! এ পরম রম্য স্থানে। করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণে॥
অন্ন লাগি কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা। গোপশিশু বাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা॥
সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল। পুনঃ কৃষ্ণ মুনিপত্নী আগে পাঠাইল॥
মুনি পত্নীগণ তাহা মনের আনন্দে। এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে॥
গণসহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথাই। ভোজন কৌতুক যত তার অন্ত নাই॥
হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয়। এ ভোজন স্থান নাম সকলে জানয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণকালে মথুরা হইতে লোকভিড়ের জন্য অক্রূরতীর্থে আসিয়া অবস্থান করেন। তথা হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে এইস্থানে ভিক্ষা নির্ব্বাহন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—মধ্যে ১৮ পরিঃ—

"লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া। একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিলা আসিয়া॥
* * * সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
* * * মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥"

অক্রূরে ভোজন ও আমলীতলায় অবস্থান রঙ্গে প্রভু কয়েকদিন যাপন করেন। সহসা প্রভু একদিন ভাবাবেগে অক্রূরতীর্থের জলে ঝাঁপ দেন।

তথাহি—তত্রৈব

একদিন অক্রূরঘাটের উপরে। বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল। ব্রজবাসী লোক গোলক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে। ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল। ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥"

অক্ষয়বট—রামঘাট হইতে কচ্ছবন-ভূষণবন হইয়া ভাণ্ডীরবট গমন পথে অক্ষয়বট বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে

"চলয়ে ভাণ্ডীর পথে উল্লাস অন্তরে। এবে লোক কহয়ে অক্ষয়বট তারে॥"

তথাহি—ভক্তমাল

"আদি আবাগ্রাম" যথা 'মুঞ্জাটবী বন'। তথায় 'অক্ষয়বট' দাবাগ্নি মোচন॥"
"অক্ষয়বটের তলে রাসদিক করে॥"

অগ্রবন শ্রীমন্মহাপ্রভু অগ্রবনে জগদগ্নির আশ্রমে গিয়াছিলেন।

তথাহি—রত্নাকরে

" 'প্রয়াগ' হইতে ক্রমে আসি 'অগ্রবনে।' আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে॥
তাঁর ভার্য্যা রেণুকা, 'রেণুকা নামে গ্রাম।' যথা জন্ম লভিলেন শ্রীপরশুরাম॥"
রেণুকা হইতে শীঘ্র রাজগ্রাম দিয়া। এই বৃক্ষতলে রহে গোকুলে আসিয়া॥"

অঘবন—সেই গ্রাম হইতে এচোমুহা হইয়া অঘবনে যাওয়া যায়। শ্রীব্রজবিলাস স্তবের ৯৫ শ্লোকে বর্ণিত

রহিয়াছে যে, এইস্থানে বলবান দ্বারী অগ্রে স্থিত পাপিষ্ঠ অঘাসুরের ভীষণ দাবানলের ন্যায় প্রবল বিষে বিষাক্ত উদরে প্রবিষ্ট প্রাণশ্রেষ্ঠ বয়স্যগণকে ব্যগ্র দেখিয়া ক্রোধে সবেগে প্রবেশপূর্বক সেই দুষ্টকে বধ করতঃ নিজ সখাগণকে রক্ষা করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে

"অঘাসুর বধে কৃষ্ণ—এই 'সর্পস্থলী।' অঘবন নাম, লোকে কহয়ে 'সপৌলী॥"
এথা পুষ্পবর্ষে দেব, জয়ধ্বনি করে। এ হেতু 'জয়েতগ্রাম' কহয়ে ইহারে॥
সবে কহে—অঘাসুর বধে এ সমান। তেঞি এ 'সোয়ানো গ্রাম' সেহোনা আখ্যান॥
এই দেখ তরোলী, 'বরোলী' গ্রামদ্বয়। পূর্ব্বে গোপকৃত নাম—সকলে কহয়॥
অহে শ্রীনিবাস, আর দেখ বস্যস্থান। এথা বিহরয়ে নন্দপুত্র ভগবান॥
এত কহি 'কৃষ্ণকুণ্ডটালায়' চড়িয়া। চতুর্দ্দিকে চাহে মহা-প্রফুল্লিত হৈয়া॥
শ্রীনিবাস কহে—দেখ 'মঘেরা' এ গ্রাম। পূর্ব্বে জানাইল 'মাধহেরা' হয় নাম॥
অহে দেখ 'তমাল কানন' ঐখানে। বাঢ়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে॥
এত কহি কৌতুকে নামিয়া টালা হৈতে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে পরম স্নেহেতে॥
এ 'আটসুগ্রামে' মহাকৌতুক হইল। অষ্টবক্রমুনি এথা তপস্যা করিল॥
এই 'শক্রস্থান,' এবে 'শকরোয়া' কয়। ব্রজে বৃষ্টি করি শক্র এথা পাইল ভয়॥
এই 'বরাহর গ্রামে' বরাহ রূপেতে। খেলাইলা কৃষ্ণপ্রিয় সখার সহিতে॥
দেখ 'হরাসলীগ্রাম' অহে শ্রীনিবাস। এই রাসস্থলী—কৃষ্ণ এথা কৈল রাস॥
এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া। পুনঃ 'নন্দঘাটে' আইলা মহাহর্ষ হৈয়া॥
* * * ঐছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈয়া।
'সুরুখুরু গ্রামে' আসি সেদিন রহিলা॥ তথা যৈছে কৃষ্ণ প্রসন্ন দেবগণে।
তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস-নরোত্তমে॥

এখান হইতে ভদ্র বনে গমন করেন।

অদ্বৈতবট—বৃন্দাবনে দ্বাদশ আদিত্যটিলার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তমাল

"টিলার পূর্ব্বেতে অদ্বৈতবট নাম। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যথা করিলা বিশ্রাম॥"

অদ্বৈতপ্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে এইস্থানে আসিয়া অবস্থান করেন এবং শ্রীমদনমোহন দেবকে প্রকট করতঃ স্থাপন করেন।

তথাহি – শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ

"এক বটবৃক্ষতলে রহিল শুতিয়া॥"
শেষরাতে নিদ্রাবেশে দেখয়ে স্বপন। শ্রীনন্দনন্দন আসি দিলা দরশন॥
মোর এক দিব্যমূর্ত্তি মহামণিময়। মদনমোহন নাম কুঞ্জ মধ্যে রয়॥
দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে যমুনার তীরে। অল্প মৃত্তিকাতে আচ্ছাদিত কলেবরে॥

অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করতঃ এই বৃক্ষতলে ঝুপড়ি বান্ধিয়া সেবা স্থাপন করেন। একজন ব্রজবাসী

বৈষ্ণবকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজে বন ভ্রমণে গমন করেন। এদিকে যবনগণ হিন্দুদেবতাদের প্রকট বার্ত্তা পাইয়া অপহরণ করিতে আগমন করিল। বিগ্রহ পুষ্পমধ্যে লুকাইলে যবনগণ বিফল মনোরথ হইয়া গমন করিল। প্রভাতে পুজারী শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। তারপর অদ্বৈতপ্রভু আগমন করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। শেষে অদ্বৈতপ্রভুর প্রীতিবশে মদনমোহন পুষ্পমধ্য হইতে গোপাল স্বরূপে প্রকট হইলেন। পরিশেষে পূর্ব্বস্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর। কথোদিন ছিলা এই বনের ভিতর॥
এই বটবৃক্ষতলে কৃষ্ণ আরাধায়। কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশয়॥

* * * *

যে বটবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি। সর্ব্বত্র হইল সে অদ্বৈতবট খ্যাতি॥
এ অদ্বৈতবট দৃষ্টে সর্ব্বপাপক্ষয়। পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥"

—0—

অন্নকূটগ্রাম—অন্নকূটগ্রাম গোবর্দ্ধনে অবস্থিত। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগোপালদেবকে প্রকট করিয়া অন্নকূট গ্রামের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি শ্রীমন্দির স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

"অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি। রাজপুতলোকের সেই গ্রামে বসতি॥"

আ

আঁজনকগ্রাম—আঁজনক গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"নন্দীশ্বরের পূর্ব্বে আঁজনকগ্রাম। কৃষ্ণরাই চক্ষে পরাইলেন অঞ্জন॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে

"রাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জনে। হইলা ভূষিতা নানা রত্নাদি ভূষণে॥
কেশ বন্ধনাদি করি অঞ্জন পরিতে। অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে॥
সেইক্ষণে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে। এথা আসি কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে॥
আগুসরি আনি কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা। বৃন্দাবিরচিত পুষ্পাসনে বসাইলা॥
দেখে অঙ্গশোভা—নেত্রে না দেখে অঞ্জন। জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ॥
রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া। দিলেন রাধিকানেত্রে মহাহর্ষ হৈয়া॥
অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল। এ হেতু এ স্থান নাম 'আঁজনক' হৈল॥"

আনিয়োর গ্রাম-গোবর্দ্ধনে অবস্থিত।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে

এই 'আনিয়োর গ্রাম' গিরি সন্নিধানে। এথা যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে॥
নন্দাদিক গোপ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি। কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্দ্ধনগিরি॥

বিবিধ সামগ্রী গোবর্দ্ধনে ভোগ দিলা। কৃষ্ণ একরূপে তথা সকল ভুঞ্জিলা॥
মেঘ হৈতে গভীর বচন উচ্চারয়। 'আনিঔর,, আনিঔর' বার বার কয়॥
গোপ-গোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার। এই হেতু 'আনিয়োর' নাম সে ইহার॥"

আমলিতলা—আমলিতলা বৃন্দাবনে অবস্থিত। এখানে বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ করেন।

শ্রীভক্তমাল—

"বিল্বমঙ্গলজীর আমলতলা স্থান। যথায় পাইলা সাধু কৃষ্ণ দরশন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণকালে আমলিতলায় উপবেশন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ—মধ্যে ১৮ পরিঃ।

"প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে" স্নান। 'তেঁতুলিতলাতে' আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণ লীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন। তার তলে পিড়ি বান্ধা পরম চিক্কন॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। বৃন্দাবন শোভা দেখি যমুনার নীর॥
তেঁতুলিতলাতে বসি করেন নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

কেশিস্নান করিয়া কালিদহে যাবার পথে এখানে আসিয়া কৃষ্ণদাস রাজপুর প্রভুর দর্শন লাভ করেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"এ তিন্তিড়ী বৃক্ষ পুরাতন অতিশয়। এথা রাধাকৃষ্ণ সখীসহ বিলসয়॥
পূরব সোঙরি কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি। এথা আসি বসিল সুখের সীমা নাই॥"

আয়োরেগ্রাম—কুমুদবনের অপর পারে গৌরবাইর নিকট অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"দ্বারকা যাইয়া শীঘ্র বধি শিশুপালে। মথুরা আইলা দন্তবক্র বধচ্ছলে॥
দন্তবক্রে বধিয়া যমুনা পার হৈলা। যথা নন্দাদিক তথা ত্বরায় চলিলা॥
কৃষ্ণ দেখি ধায় গোপ আনন্দে বিহ্বল। 'আয়োরে' 'আয়োরে' বলি করে কোলাহল॥
মিলিলা সবারে কৃষ্ণ, কৃষ্ণসবে লৈয়া। নিজালয়ে আইলা যমুনা পার হৈয়া॥
হইলা পরমানন্দ ব্রজে ঘরে ঘরে। পূর্ব্বমত সবাসহ শ্রীকৃষ্ণ বিহরে॥
'আয়োরে' বলিয়া গোপ যেথানে মিলিল। 'আয়োরে' নামেতে গ্রাম তথায় হইল॥"

আরিটগ্রাম—গোবর্দ্ধনে অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"এই আগে দেখহ আরিট নামে গ্রাম। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপম॥
আরিষ্ট অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি। পরম কৌতুকে তাঁরে ধরিলা শ্রীহরি॥"

এই আরিটি গ্রামেই শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড বিরাজিত। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দ্রষ্টব্য।

উমরাই গ্রাম—উমরাই গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"শাখীর ঈশাণকোণে উমরাই গ্রাম। প্যারী যথা হৈলা রাজা রাজপাট ধাম॥"

ছত্রবনে শ্রীকৃষ্ণকে রাজা করিয়া সখাগণ কৃষ্ণের দোহাই দিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, এখানে যে কেহ পুষ্পচয়নে আসিবে তাহাকে কৃষ্ণ সমীপে লইয়া দণ্ড প্রদান করিবেন। এই বাক্য শুনিয়া তখন ললিতাদেবী বলিলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে বার বার। রাধিকার রাজ্যে কে করয়ে অধিকার॥
ঐছে কত কহি ললিতাদি সখীগণ। রাধিকারে উমরাও কৈলা সেইক্ষণ॥"
উমরাও যোগ্য সিংহাসনে বসি রাই। সখীগণ প্রতি কহে চতুর্দ্দিকে চাই॥
মোর রাজ্যে অধিকার করে যেইজন। পরাভব করি তারে আন এইক্ষণ॥"

শ্রীরাধার আদেশ পাইয়া সখীগণ বৃন্দার বিনির্ম্মিত পুষ্পযষ্টি লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য রওনা হইলেন। এদিকে সুবলাদি সখাগণ চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র সখীগণকে আসিতে দেখিলেন। মধুমঙ্গল ভয়ে পলায়নের চেষ্টা করিলে সখীগণ তাহাকে ধরিয়া পুষ্পমালায় বন্ধন করিলেন। তারপর উমরাও সমীপে আনিলেন। উমরাও বলিলেন, তোমরা কার রাজ্যে কার অধিকার স্থাপন করিতে চাও? তোমাদের সহিত তোমাদের রাজায় দণ্ড প্রদান করিব। মধুমঙ্গল হেঁট মাথায় বলিলেন, 'এমন দণ্ড করুন যেন আমার পেট ভরে।' উমরাও বলিলেন, এই পেটুক ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দাও, রাজার সমীপে যাক। সখীগণ ছাড়িয়া দিলে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইয়া সমস্ত বলিয়া বসিলেন, তোমায় রাজা করিয়া এই শাস্তি পাইলাম। উমরাও এর প্রতাপে তার রাজ্যে কে রাজ্য বিস্তার করিতে পারে, জগতের ধৈর্য্য হরণকারি কন্দর্প যাঁহার কটাক্ষে কম্পিত হয়। তুমি নিজাঙ্গ সমর্পণ করিয়া উমরাও শরণ লও। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'তোমার বাক্য যথার্থ, কিন্তু তোমার বন্ধন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত।' মধুমঙ্গল বলিলেন 'আমি তোমার মঙ্গল চাই। আমার অপমানের জন্য আমি দুঃখিত নয়।' এই বলিয়া মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক শ্রীরাধার সমীপে উপনীত হইলেন।

তথাহি—তত্রৈব

"প্রাণনাথ গমন দেখিয়া সুখে রাই। হইলেন অধৈর্য্য—লজ্জার সীমা নাই।
উমরাও-বেশ রাই ঘুচাইতে চায়। সখী কহে এই বেশে রহিবে এথায়॥
রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণ দেখি দুয়ে। হইলা অস্থির, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥"

শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা দেখিয়া মধুমঙ্গল তাহাকে রাধার সমীপে আনিয়া তাহার দক্ষিণে বসাইলেন।

"রাধিকার প্রতি মধু কহে বার বার। এবে কৃষ্ণ লহ রাজ্যে কর অধিকার॥
কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন রত্ন। সে তোমার ভেট—তা লইবে করি যত্ন॥"

মধুমঙ্গলের বচনে ললিতা হাস্য করিয়া তাহার মুখে মোদক প্রদান করিলেন। তখন মধুমঙ্গল বলিলেন, 'আমায় বাঁধিয়া যে দোষ করিয়াছ লক্ষ লাড্ডু ভুঞ্জাইলে সেই দোষ মোচন হইবে'। তারপর মধুমঙ্গল মোদক ভক্ষণ করতঃ বহু কার্য্য আছে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

"উমরাও, রাজা—দোঁহে নিকুঞ্জ ভবনে। করিলা প্রবেশ অতি উল্লাসিত মনে॥
সুরত সমরে দোঁহে শ্রমযুক্ত হৈলা। বিবিধ কৌতুকে সখী শ্রম দূর কৈলা॥
ওহে শ্রীনিবাস, রঙ্গ কহিতে কি আর। উমরাও গ্রাম নাম এ হেতু ইহার॥

এখানে কিশোরীকুণ্ড তীরে লোকনাথপ্রভু অবস্থানকালে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১ম তরঙ্গে।

"ছত্রবন পার্শ্বে উমরাও নামে গ্রাম। তথা শ্রীকিশোরীকুণ্ড শোভা অনুপম॥
সেইস্থানে কতদিন রহেন নির্জ্জনে। করিব বিগ্রহ সেবা এই চেষ্টা মনে॥

লকুসুম বসন, উজ্জ্বল হেম বরণ,
যাবক রচনা সেবা যাঁর।
সর একাদশ, মনোহর গোপীবেশ,
শ্রীপ্রেমমঞ্জরী নাম তাঁর ॥১৫॥
লবর্ণ বসন, পীতবর্ণ বরণ,
সদা শ্রীচরণ সেবা যাঁর।
সব দশম, বয়স মাস অষ্টম,
শ্রীগোপীমঞ্জরী নাম তাঁর ॥১৬॥
শ্রীপ্রেমমঞ্জরী সঙ্গে, শ্রীগোপীমঞ্জরী রঙ্গে,
সেবাঙ্গীতে রবে বিরাজিতে।

কবে হেন দিন হবে, নবীনা কিশোরী ভাবে,
আস্বাদিব যুগল পীরিত ॥১৭॥
বসি অনঙ্গানন্দাম্বুজে, নবীনা কিশোরী সাজে,
নিয়োজিয়া নিজ মনপ্রাণ।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব, দুহু অঙ্গ নিরখিব,
মনানন্দে করিব সেবন ॥১৮॥
ছাড়ি অন্য অভিলাষ, সদা সেবা করি আশ,
অনুরাগে করিব ব্রজবাস।
শ্রীপ্রেমমঞ্জরী যবে, মোরে প্রেমসেবা দিবে,
সেদিনে পূরিবে অভিলাষ ॥১৯॥

শ্রীগুরুরূপা-মঞ্জরী স্মরণ

শ্রীপ্রেমমঞ্জরী পদ, মোর ধন সম্পদ,
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনের মূল।
যার কৃপা শক্তিবল, সদাই মোর সম্বল,
প্রেমভক্তি লাভে অনুকূল ॥১॥
তেঁহ মোর প্রাণধন, ব্রত-তপ-আভরণ,
তেঁহ মোর জীবনে-জীবন।
যাহার মহিমারাশী, সুনির্ম্মল পূর্ণশশী
মোর তম কৈল বিনাশন ॥২॥
যাহার করুণা রবি, মোর ভাগ্যে প্রতিচ্ছবি,
দুরাশার আশার আকাশ।
যদি মোর ভাগ্যাকাশে, সুনির্ম্মল জ্যোতি ভাসে,
পূর্ণ কৈল মোর সর্ব্ব আশা ॥৩॥
দেখাইল গৌরপদ, বুঝাইল প্রেমাস্পদ,
শিখাইল প্রাপ্তির বিধান।

যুগল ভজনরীতি, তাঁর প্রেমসেবা প্রাপ্তি,
সর্ব্বতত্ত্ব করাল শিক্ষণ ॥৪॥
তেঁহ যবে কৃপা করে, অনঙ্গমঞ্জরী করে,
লয়া মোবে করিবে অর্পণ।
দেখাবে যুগলরূপ, নাহি যার অনুরূপ,
করুণা করিবে প্রদর্শন ॥৫॥
নিজ প্রিয়দাসী বলি, ডাকিবে করুণা বুলি,
সেবাঙ্গিত করিবে অর্পণ।
নয়ন সফল হবে, সকল অনর্থ যাবে,
সর্ব্বাভীষ্ট হইবে পূরণ ॥৬॥
অনঙ্গাম্বুজে দিবে স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
দাসীমাঝে করিবে গণণ।
কবে হেন ভাগ্য হবে, নিভৃত নিকুঞ্জে গিয়ে,
গুরুপদ করিবে সেবন ॥৭॥

Shripad Ishvarpuri, R. N. 32785/78 February—1980
Postal Regd. No. W. B./NP—31 5th Year—Vol—1

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১·৫০
২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২·০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১·৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন : ভিক্ষা—৭·০০

(স্থান মাহাত্ম্য সহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থের ভ্রমণ পথ নির্দেশ)

৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী—(প্রথম খণ্ড) : ভিক্ষা—৭·০০

[পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের বিস্তারিত জীবন-চরিত তৎসঙ্গে তাঁহাদের পূর্বাবতার, পিতা-মাতা, জন্মভূমি, লীলাকাহিনী ও অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় সমসাময়িক পার্ষদবৃন্দের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত তথ্যের বিচিত্র সমাবেশ। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।]

৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গণোদ্দেশাবলী—(১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—৫·০০

(শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা সম্বলিত।)

ঃ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagadguru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan), Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar and Printed by self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone : Bhat. - 2415). Editor : Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

ঃ নিয়মাবলী ঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় যাণ্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক)—৫'০০, প্রতি সংখ্যা—২'৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পত্রিকা-প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাকটিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

॥ কলিকাতার যোগাযোগ ॥

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)

ফোন ঃ ২৪-৬৬২৩

৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য্য এণ্ড কোং)

ফোন ঃ ২৩-৭০০৭

১০, ওয়াটার লু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৬৯

শ্রীগিরিধারী মল্লিক

ফোন ঃ ৫২-২২৭৮

১৫ ইউ, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকতা—৩৭

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

সম্পাদক—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

চৈতন্যডোবা

পোঃ—হালিসহর জেলা—২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবানুকুল্যের জন্য এই পত্রিকার প্রয়াস। যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া আপনি এই পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করুন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুসন্ধান পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তাই এতদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

চতুর্থ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৩
সন—১৩৮৬ সাল, ২৯শে শ্রাবণ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫'০০ প্রতি সংখ্যা—২'৫০

পত্রিকার পূর্ব্ব-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ২। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাবতার বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—ক] শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত (শ্রীবাসুদেব গোস্বামী) খ] শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীদেবকীনন্দন দাস) ৩। শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ৪। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অষ্টক-ধ্যান সূচকাদি। ৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা নির্ণয় (শ্রীযদুনাথ দাস) ৬। শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা নির্ণয় (শ্রীঅভিরাম দাস) ৭। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা (কবি কর্ণপুর) ৮। শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (স্বরচিত পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদের জীবন-চরিত বিষয়ক) ৯। বৃহৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী)

Statement about ownership and other particulars about newspaper

SHRIPAD ISHVARPURI

FORM—IV

[See Rule 8]

1. Place of Publication :	Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas, West Bengal.
2. Periodicity of its Publication :	Half-yearly
3. Printer's Name :	Shri Kishori Das Babaji,
Nationality :	Citizen of India
Address :	Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas.
4. Publisher's Name :	Shri Kishori Das Babaji,
Nationality :	Citizen of India
Address :	Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas.
5. Editor's Name :	Shri Kishori Das Babaji,
Nationality :	Citizen of India
Address :	Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas.
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital :	Shri Kishori Das Babaji, Citizen of India, Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas.

I, Shri Kishori Das Babaji, hereby declare that the particulars given above are true above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- **Shri Kishori Das Babaji.**
Publisher - **Shripad Ishvar Puri.**

Date : 8. 8. 1979

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদৌ বিজয়েতাম্

লঘুঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা

শ্রীকৃষ্ণস্য রূপাদিকং ॥

সুধালাবণ্যমাধুর্য্যদলিতাঞ্জনচিক্কণঃ ।
ইন্দ্রনীলমণিঃ কিংবা নীলোৎপলরুচিপ্রভা ॥ ১ ॥
কিংবা নব্যতমালোঽপি মেঘপুঞ্জমনোহরঃ ।
প্রভামারকতী কান্তিঃ সুধালাবণ্য বারিধি ॥ ২ ॥
পীতবস্ত্রপরিধানো বনমালাবিভূষিতঃ ।
নানা রত্নভূষিতাঙ্গোনানাকেলিরসাকরঃ ॥ ৩ ॥
দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশোঽপি বহু গন্ধসুগন্ধিতঃ ।
নানা পুষ্পমালয়া চ চূড়াদীপ্তির্মনোহরা ॥ ৪ ॥
শ্রীমল্লালাটপাটীরতিলকালক-শোভিতঃ ।
নীলোন্নত ভ্রূবিলাস-কামিনীচিত্তমোহনঃ ॥ ৫ ॥
দ্যূর্ণমানং সুনয়নং রক্ত-নীলোৎপলপ্রভং ।
খগেন্দ্র চঞ্চুলাবণ্য-সুনাসাগ্রজ সুন্দরঃ ॥ ৬ ॥
মনোহারি কর্ণযুগ্মং মনিকুণ্ডলশোভিতং ।
নানামনি-কুণ্ডলাঢ্য-গণ্ডস্থল-বিরাজিতঃ ॥ ৭ ॥
মুখপদ্মং সুলাবণ্যং কোটিচন্দ্রপ্রভাকরং ।
নানাহাস্য সুমধুরশ্চিবুকো দীপ্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৮ ॥
কণ্ঠদেশঃ সুলাবণ্যো মুক্তামালা-বিভূষিতঃ ।
ত্রিভঙ্গো ললিত স্নিগ্ধগ্রীবস্ত্রৈলোক্য মোহনঃ ॥ ৯ ॥
বক্ষঃস্থলঞ্চ লাবণ্যৈ রমনীরমনোৎসুকং ।
মনিকৌস্তুভ বিদ্যুত্তামুক্তাহার বিভূষিতং ॥ ১০ ॥
আজানুলম্বিতভুজৌ কেয়ূরবলয়ান্বিতৌ ।
রক্তোৎপলহস্তপদ্মৌ নানাচিহ্ন সুশোভিতৌ ॥ ১১ ॥
গদা-শঙ্খ-যবচ্ছত্র চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কুশশোভিতৌ ।
ধ্বজ-পদ্ম যূপ-হল-ঘট-মীন বিরাজিতৌ ॥ ১২ ॥
উদরঞ্চ সুমধুরং লাবণ্যকেলি সুন্দরং ।
পৃষ্ঠ পার্শ্বসুধারম্যং রমনীকেলি লালসং ॥ ১৩ ॥
কটি বিম্বসুধাম্ভোজং কন্দর্পমোহনোৎসুকং ।
রামরম্ভে ইবোরূ দ্বৌ নারীমোহন কারকৌ ॥ ১৪ ॥
জানু দ্বৌ চ সুলাবণ্যৌ মধুরৌ পরমোজ্জ্বলৌ ।
পাদপদ্মৌ সুমধুরৌ রত্ন নূপুর ভূষিতৌ ॥ ১৫ ॥
জবাপুষ্প সমরুচী নানাচিহ্ন সুশোভিতৌ ।
চক্রার্দ্ধচন্দ্রাষ্টকোণ ত্রিকোণ যবশোভিতৌ ॥ ১৬ ॥
অম্বরচ্ছত্র কলশ শঙ্খ-গোষ্পদ-স্বস্তিকৌ ।
অঙ্কুশাম্ভোজধনুষা জাম্ববেন চ শোভিতৌ ॥ ১৭ ॥
অঙ্গুল্যোঽরুণভাঃ সম্যক্ নখচন্দ্র সমন্বিতাঃ ।
শ্রীযুতৌ চরণাম্ভোজৌ নানা প্রেম সুখার্ণবৌ ॥ ১৮ ॥
এতেষাং কৃষ্ণরূপানাং তুলনা নহি বিদ্যতে ।
কিঞ্চিদুদ্দীপনার্থায় দিঙ্মাত্রমিহদর্শিতং ॥ ১৯ ॥

অথ বয়স্যাঃ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য সখিবৃন্দঞ্চ কথ্যতে ।
অগ্রগামী বয়স্যানাং প্রলম্বারাতিরগ্রজঃ ॥ ২০ ॥

বয়স্য ভেদাঃ ॥

সুহৃৎ সখি প্রিয়সখাঃ প্রিয়নর্ম্মসখস্তথা ।
বয়স্যাঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য স্ফুটমত্র চতুর্বিধাঃ ॥ ২১ ॥

তত্র সুহৃৎ ॥

সুভদ্রঃ[১] কুণ্ডলো দণ্ডী মণ্ডলোঽমী পিতৃব্যজাঃ ।
সুনন্দো নন্দিরানন্দী ইত্যাত্যা বান্ধবঃ স্মৃতাঃ ॥ ২২ ॥

১। এতদাদি সুভদ্র জঙ্গল পর্য্যন্তোঽংশঃ পুস্তকান্তরে নাস্তি, তত্রতু বৃহদ্ভাগীয় পর্জন্যাদি গুরুবর্গস্ত দেহরক্ষী

শুভদো মণ্ডলী ভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্র-ভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্র-মহাগুণাঃ ॥ ২৩ ॥
কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তিঃ সুরপ্রভঃ।
রণস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠকল্পাঃ সংরক্ষণায়মে ॥ ২৪ ॥
পিতৃভ্যামভিতো ভীতচিত্তাভ্যাং দুষ্ট কংসতঃ।
প্রাণকোট্যধিক প্রেষ্ঠপুত্রাভ্যাং বিনিযোজিতাঃ ॥
অত্রাধ্যক্ষোঽম্বিকাসুনুর্বিজয়াক্ষস্তপস্থয়া।
যঃ কিলাম্বিকয়ালেভেধাত্র্যোপাস্য সদাম্বিকা ॥ ২৫ ॥
তত্র সুভদ্রঃ ॥
সুচিক্কনো নীলবর্ণঃ সুভদ্রো দীপ্তিমান ভবেৎ।
পীতবস্ত্র পরিধানো নানাভরণশোভিতঃ ॥ ২৬ ॥
উপনন্দঃ পিতাতস্য তুলামাতা পতিব্রতা।
পরমোজ্জ্বল কৈশোরঃ পত্নী কুন্দলতাভবেৎ ॥ ২৭ ॥
অথ সখায়ঃ ॥
বিশাল-বৃষভোজস্বি-দেবপ্রস্থবরূথপাঃ।
মন্দারঃ[২] কুসুমাপীড় মনিবন্ধ করাস্তথা ॥ ২৮ ॥
মন্দরশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দকুলিকাদয়ঃ।
কনিষ্ঠ কল্পাঃ সেবায়াং সখায়ো বিপুলাগ্রহাঃ ॥ ২৯ ॥
অথ প্রিয়সখাঃ ॥
শ্রীদামা[৩] দামা সুদামা বসুদামা তথৈব চ।
কিঙ্কিনি ভদ্রসেনাংশু স্তোককৃষ্ণা বিলাসিনঃ ॥ ৩০ ॥
পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাক্ষ কলবিঙ্ক-প্রিয়ঙ্করাঃ।
শ্রীদামাদ্যাঃ সমাস্তত্র শ্রীদামা পীঠমর্দ্দকঃ ॥ ৩১ ॥
সমস্তমিত্র, সেনানাং ভদ্রসেনশ্চমূপতিঃ।
স্তোক কৃষ্ণো যথার্থাখ্যঃ কৃষ্ণস্য প্রত্যানন্তরঃ ॥ ৩২ ॥
রময়ন্তি প্রিয় সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈরমী।
নিযুদ্ধ দণ্ড যুদ্ধাদিকৌতুকৈরপিকেশবৎ ॥ ৩৩ ॥
এতত্তে প্রিয়সখাঃ শান্তাঃ কৃষ্ণপ্রাণ-সমামতাঃ ॥ ৩৪ ॥
অথ প্রিয়নর্ম্মসখাঃ ॥
সুবলার্জ্জুনগন্ধর্ব্ব-বসন্তোজ্জ্বলকোকিলাঃ।
সনন্দন-বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখামতাঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্ররহস্যন্তু নাস্ত্যেব যদমীষাং ন গোচরঃ।
মধুমঙ্গল পুষ্পাঙ্কহাসঙ্কাদ্যা বিদূষকাঃ ॥
শ্রীমান্ সনন্দনস্তত্র সৌহৃদানন্দ সুন্দরঃ।
মূর্ত্তিমানেব রসবাডুজ্জ্বলশ্চ মহোজ্জ্বলঃ ॥
বিলাসিশেখরো যস্য বিলাসেন বশীকৃতঃ ॥ ৩৬ ॥
তত্রদৌ শ্রীদামা ॥
শ্রীদামাশ্যামলরুচিরঙ্গকান্তির্মনোহরা।
পীতবস্ত্র পরিধানো রত্নমালাবিভূষিতঃ ॥ ৩৭ ॥
বয়ঃ ষোড়শবর্ষঞ্চ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো বহুকেলিরসাকরঃ ॥ ৩৮ ॥
বৃষভানুঃ পিতা তস্য মাতা চ কীর্ত্তিদাসতী।
রাধানঙ্গমঞ্জরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
তত্র সুদামা ॥
ঈষদ্গৌরঃ সুদামা চ দেহকান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্রপরিধানো রত্নাভরণভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥
পিতা চ মটুকো নাম রোচনা জননী ভবেৎ।
সুকিশোরবয়োবেশঃ নানাকেলিরসোৎ করঃ ॥ ৪১ ॥
১। অথ সুবলঃ ॥
সুবলস্য গৌরকান্তির্নীলবস্ত্র মনোহরঃ।
নানারত্নভূষিতাঙ্গো নানা পুষ্প বিভূষিতঃ ॥ ৪২ ॥
সার্দ্ধ দ্বাদশবর্ষীয়ঃ কৈশোরবয়সোজ্জ্বলঃ।
সখীভাবং সমাশ্রিত্য নানাসেবাপরায়ণ তঃ ॥ ৪৩ ॥

সুবলাৎ ধাত্রীনাঞ্চ লক্ষণানিরুক্তি। প্রারম্ভে চ যে সূত্রিতাঃ সতীব্রত্যা ইত্যয়ং, শ্লোকস্য চ বর্ত্ততে। বৃহদ্ভাগে উক্তত্বাৎ পুনরুক্তিভিয়া অত্র তে শ্লোকানোক্তাঃ ॥

২। মন্দার ইত্যত্র মরন্দ ইতি চ পাঠঃ। ৩। অথ প্রিয়সখা দাম-সুদামবসুদামকাঃ। ইতি চ পাঠঃ।

দ্বয়োর্মিলন নৈপুণ্যো মধুরো ভাবভাবিতঃ।
নানাগুণ-সুখপেতঃ কৃষ্ণপ্রিয়তমোভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

২। অর্জ্জুনঃ ॥
রক্তোৎপলনিভাকান্তির্জ্জুনোদীপ্তিমানভবেৎ।
বসনে চন্দ্রকান্তিশ্চ নানারত্ন সুশোভিতঃ ॥ ৪৫ ॥
পিতা সুদক্ষিণস্তস্য ভদ্রা চ জননী ভবেৎ।
জ্যেষ্ঠোভ্রাতা বসুদামা দ্বয়োঃ প্রেম পরিপ্লুতঃ ॥
সার্দ্ধাশ্চতুর্দ্দশ সমাবয়ঃ কৈশোরকোজ্জ্বলঃ।
নানা পুষ্প ভূষিতাঙ্গো বনমালা বিভূষিতঃ ॥ ৪৭ ॥

৩। গন্ধর্ব্বঃ ॥
নিশাকর প্রভাকান্তির্গন্ধর্ব্বোরূপবান ভবেৎ।
রক্তবস্ত্র পরিধানো নানাভরণ সংযুতঃ ॥ ৪৮ ॥
বয়ো দ্বাদশ বর্ষঞ্চ কিশোরবয়সোজ্জ্বলঃ।
নানা পুষ্পভূষিতাঙ্গো গন্ধর্ব্বশ্চ সুশোভিতঃ ॥ ৪৯ ॥
মাতা মিত্রা সুসাধ্বীচবিনাকোজনকো মহান্।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তরো নানাকেলিকুতূহলঃ ॥ ৫০ ॥

৪। বসন্তঃ ॥
ঈষদ্গৌরাঙ্গকান্তিশ্চ বস্ত্রং চন্দ্রসমোজ্জ্বলং।
নানামনিভূষিতাঙ্গো বসন্ত উজ্জ্বলো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
একাদশবর্ষবয়া নানামাল্য বিভূষিতঃ।
মাতা চ শারদী সাধ্বী পিঙ্গলো জনকোমহান্ ॥ ৫২ ॥

৫। উজ্জ্বলঃ ॥
রক্তবর্ণপ্রভা কান্তিরুজ্জ্বলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
তারাবলী-সমং বস্ত্রং মুক্তাপুষ্প বিরাজিতঃ ॥ ৫৩ ॥
সাগরাখ্যঃ পিতা তস্য মাতাবেনী পতিব্রতা।
ত্রয়োদশবর্ষবয়াঃ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৪ ॥

৬। কোকিলঃ ॥
শুভ্রকান্তিঃ সুলাবণ্যঃ কোকিলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
নীলবস্ত্রপরিধানো নানারত্ন বিভূষিতঃ ॥ ৫৫ ॥
বর্ষৈকাদশকং মাসাশ্চত্বারো যদ্বয়ঃক্রমঃ।
জনকঃ পুষ্করো নাম মেধা মাতা যশস্বিনী ॥ ৫৬ ॥

৭। সনন্দনঃ ॥
ঈষদ্গৌরাঙ্গ কান্তিশ্চ শোভিতশ্চ সনন্দনঃ।
নীলবস্ত্রপরিধানো নানাভরণভূষিতঃ ॥ ৫৭ ॥
সার্দ্ধাশ্চতুর্দ্দশ সমাবয়ো মাল্যবিরাজিতঃ।
অরুণাক্ষঃ পিতা তস্য মাতা চ মল্লিকা ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
শ্রীমান্ সনন্দনস্তত্রসৌহৃদানন্দসুন্দরঃ।
মূর্ত্তিমানের রাসরাড়ুজ্জ্বলশ্চমহোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৯ ॥

৮। বিদগ্ধঃ ॥
রূপং চম্পকবর্ণাঢ্যংবিদগ্ধোদীপ্তিমান ভবেৎ।
শিখিকণ্ঠবর্ণবাসা মুক্তামালা বিভূষিতঃ ॥ ৬০ ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণঃ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
পিতা চ মটুকো নাম জননী রোচনা ভবেৎ ॥ ৬১ ॥
সুদামাচাগ্রজভ্রাতা ভগিনী সুশীলাপি চ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো যুগ্মভাব বিভাবিতঃ ॥ ৬২ ॥

—তত্র শ্রীমধু মঙ্গলঃ ॥
ঈষচ্ছ্যামলবর্ণোঽপি শ্রীমধুমঙ্গলো ভবেৎ।
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালাবিরাজিতঃ ॥ ৬৩ ॥
পিতা সান্দীপনির্দেবো মাতা চ সুমুখী সতী।
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামহী ॥ ৬৪ ॥
বিদূষকঃ কৃষ্ণসখঃ শ্রীমধুমঙ্গলঃ সদা ॥ ৬৫ ॥

— অথ শ্রীবলরামঃ ॥
শুভ্রঃ স্ফটিকবর্ণাঢ্যোবলরামোমহাবলঃ।
নীলবস্ত্রপরিধানোবনমালা বিরাজিতঃ ॥ ৬৬ ॥
দীর্ঘকেশঃ সুলাবণ্যশ্চূড়াচারুর্মনোহরা ॥ ৬৭ ॥
রত্নকুণ্ডলযুগ্মঞ্চ কর্ণযুগে বিরাজিতং ॥ ৬৮ ॥
নানাপুষ্পমনোহারঃ কণ্ঠদেশে সুশোভিতঃ।
কেয়ূরবলয়ৌ যুগ্মৌবাহুযুগে বিরাজিতৌ ॥ ৬৯ ॥

রত্ননূপুর যুগ্মঞ্চ পাদযুগ্মে সুশোভিতং।
বন্ধুসেবঃ পিতা তস্য মাতা চ রোহিণী ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
নন্দোমিত্রং পিতুস্তস্য মাতা সাধ্বী যশোমতী।
ভ্রাতা কনীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সুভদ্রা ভগিনী চ সা ॥ ৭১ ॥
বয়ঃ ষোড়শবর্ষঞ্চ কিশোর পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো নানাকেলিরসাকরঃ ॥ ৭২ ॥

—অথ বিটাঃ ॥

কড়ার-ভারতীবন্ধ-গন্ধবেদাদয়ো বিটাঃ।
বিবিধাঃ সেবকাস্তস্য সেবাসৌখ্যপরায়ণাঃ ॥ ৭৩ ॥

— অথ চেটাঃ ॥

চেটা ভঙ্গুর ভৃঙ্গার সান্ধিক[১] গ্রহিলাদয়ঃ।
রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ ॥
শালিকস্তালিকো[২] মালী মানমালাধরাদয়ঃ ॥৭৪॥৭৫॥
তন্মেনুশৃঙ্গমুরলীযষ্টি-পাশাদিধারিনঃ।
অমীষাং ঘটকাশ্চামী ধাতুনাং চোপহারকঃ ॥ ৭৬ ॥

—তত্র তাম্বুলিকাঃ ॥

পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলালাপকলাঙ্কুরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ ॥ ৭৭ ॥
সুবিলাস-বিলাসাক্ষ-রসাল-রসশালিনঃ।
জম্ব লাদ্যাশ্চ তাম্বুল পরিষ্কার বিচক্ষণাঃ ॥ ৭৮ ॥

—জলসেবকাঃ ॥

পয়োদবারিদাদ্যাশ্চ নীরসংস্কারকারিনঃ।

বস্ত্রসেবকাঃ (রজকাঃ)

বস্ত্রোপচারনিপুনাঃ সারঙ্গ বকুলাদয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

বেশকারিণঃ ॥

প্রেমকন্দোমহাগন্ধঃ সৈরিন্ধ্র মধুকন্দলাঃ।
মকরন্দাদয়শ্চামী সদা শৃঙ্গার কারিণঃ ॥ ৮০ ॥

গান্ধিকাঃ ॥

সুমনঃ-কুসুমোল্লাস-পুষ্পহাস-হরাদয়ঃ।
গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি-পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ ॥
দক্ষাঃ সুবন্ধ কর্পূর সুগন্ধ-কুসুমাদয়ঃ ॥ ৮১ ॥

নাপিতাঃ ॥

নাপিতাঃ কেশ সংস্কারে মর্দ্দনে দর্পণার্পণে।
কোষাধিকারিণঃ স্বচ্ছ সুশীলপ্রগুণাদয়ঃ[৩] ॥

অপরাঃ ॥

বিমলঃ কোমলাদ্যশ্চ স্থালীপীঠাদিধারকাঃ ॥ ৮২ ॥

পরিচারিকাঃ ॥

ধনিষ্ঠা চন্দনকলা-গুণমালা-রতিপ্রভাঃ।
না তরুণীন্দু[৪] প্রভাশোভারম্ভাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ।
গৃহমার্জ্জনসংস্কারালে[৫] পক্ষীরাদিকোবিদাঃ ॥ ৮৩ ॥

—অথ চেট্যঃ ॥

চেট্যঃ কুরঙ্গীভৃঙ্গারী-সুলম্বালম্বিকাদয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

অথ চরাঃ ॥

চতুরশ্চারনোধীমান্ পেশলাদ্যাশ্চরোত্তমাঃ।
চরন্তিগোপগোপীষু নানাবেশেন যে সদা ॥ ৮৫ ॥

—অথ দূতাঃ ॥

দূতা বিশারদো তুঙ্গবারঙ্কমনোরমাঃ।
নীতিসারাদয়ঃ কেল্পৌ কেন্দৌ গোপীকুলেষু চ[৬] ॥৮৬॥

—অথ শ্রীকৃষ্ণস্য দূতীপ্রকরণং ॥

পৌর্ণমাসী বীরাবৃন্দাবংশীনান্দীমুখী তথা।
বৃন্দারিকা তথা মেলামুরল্যাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ ॥ ৮৭ ॥

১। সন্ধিকা গান্ধিকাদয়ং। ইতি চ পাঠঃ।
২। তালিক স্থলে তাতিক ইত্যাপি পাঠো দৃশ্যতে।
৩। শীতলপ্রগুণাদয়ঃ। ইতি চ পাঠঃ।
৪। না তরুণীন্দুপ্রভা ইতি চ পাঠঃ।
৫। গৃহ সম্মার্জ্জনাজ্ঞে পক্ষীপাবর্ত্তাদিকো বিদাঃ। ইতি চ পাঠ ॥
৬। রামকুলেষু চ, পাঠান্তরং।

নানা সন্ধান-কুশলা দ্বয়োর্মিলনকারিণী ।
কুঞ্জাদিসংক্রিয়াভিজ্ঞাকুলা তাস্থ বরীয়সী ॥ ৮৮ ॥

—তত্র পৌর্ণমাসী ॥

পৌর্ণমাস্যা অঙ্গকান্তিস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা ।
শুক্লবস্ত্রপরিধানা বহুরত্নবিভূষিতা ॥ ৮৯ ॥
পিতাসুরতদেবশ্চ মাতা চন্দ্রকলা সতী ।
প্রবলস্তু পতিস্তস্যা মহাবিদ্যাযশস্করী ॥ ৯০ ॥
ভ্রাতাপি দেবপ্রস্থশ্চ ব্রজেসিদ্ধা শিরোমণিঃ ।
নানাসন্ধানকুশলা দ্বয়োঃ সঙ্গমকারিণী ॥ ৯১ ॥

—তত্রবীরা ॥

বীরা নাম বরাদূতী খ্যাতাস্যা পূজিতা ব্রজে ।
বীরা প্রগল্ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তিপেশলা ।
এষা শ্যামলকান্তিশ্চ শুক্লাভ বসনোজ্জ্বলা ।
নানারত্ন পুষ্পমালা-ভূষণৈর্ভূষিতাপি চ ॥ ৯২ ॥
কবলঃ পতিবেতস্যা মাতা চ মোহিনী সতী ।
তস্যাঃ পিতা বিশালোঽপি ভগিনী কবলা ভবেৎ ॥
জটিলায়াঃ প্রিয়তমা জাবটাখ্য পুরস্থিতা ॥ ৯৩ ॥
নানাসন্ধাননিপুণা দ্বয়োর্মিলনচেষ্টিতা ॥ ৯৪ ॥

—তত্র বৃন্দায়া বিশেষঃ ॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বৃন্দা কান্তির্মনোহরা ।
নীলবস্ত্রপরিধানা মুক্তা-পুষ্পবিরাজিতা ॥ ৯৫ ॥
চন্দ্রভানুঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা ।
পতিরস্যা মহীপালো মঞ্জরীভগিনী চ সা ॥ ৯৬ ॥
বৃন্দাবন-সদাবাসা নানাকেলীরসোৎসুকা ।
উভয়োর্মিলনাকাঙ্ক্ষা তয়োঃ প্রেমপরিপ্লুতা ॥ ৯৭ ॥

—তত্র নান্দীমুখী ॥

নান্দীমুখী গৌরবর্ণা পট্টবস্ত্র বিধারিণী ।
সান্দীপনিঃ পিতা তস্যা মাতা চ সুমুখী সতী ॥ ৯৮ ॥
জ্ঞাতা মধুমঙ্গলোঽস্যাঃ পৌর্ণমাসী পিতামহী ।
নানারত্নভূষিতাঙ্গী কৈশোরবয়সোজ্জ্বলা ॥ ৯৯ ॥
নানা সন্ধান কুশলা নানা শিল্প বিধায়িনী ।
দ্বয়োর্মিলননৈপুণ্যা সদা প্রেমযুতা ভবেৎ ॥ ১০০ ॥

— অথ সাধারণভৃত্যাঃ ॥

শোভনদীপনাদ্যাশ্চ দীপিকাধারিণো মতাঃ ।
সুধাকর-সুধানাদ-সানন্দাদ্যা মৃদঙ্গিণঃ ।
কলাবন্তস্তু মহতীবাদিনো গুণশালিনঃ ॥ ১০১ ॥
বিচিত্ররাবমধুররাবাদ্যাস্তস্য বন্দিনঃ ।
নর্ত্তকাশ্চন্দ্রহাসেন্দুহাস-চন্দ্রমুখাদয়ঃ ॥ ১০২ ॥
কলকণ্ঠ-সুকণ্ঠশ্চ সুধাকণ্ঠাদয়োঽপরাঃ ।
ভারতঃ সারদো বিদ্যাবিলাস সরস্বাদয়ঃ ॥
সর্ব্বপ্রবন্ধনিপুণারসজ্ঞাস্তালধারিণঃ ॥ ১০৩ ॥
কঞ্চুকাদিবিনির্মাতা রোচিকো নাম-সৌচিকঃ ।
নির্ণেজকাস্তু সুমুখো দুর্লভো রঞ্জনাদয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
পুণ্যপুঞ্জস্তথা ভাগ্যরাশিরিত্যস্যহড্ডিপৌ ॥ ১০৫ ॥
স্বর্ণকারাবলঙ্কারকারৌ রঙ্গন-টঙ্কনৌ ।
কুলালৌ মল্লনীপারীকারৌপবন-কর্ম্মঠৌ ॥ ১০৬ ॥
বর্দ্ধকী বর্দ্ধমানাখ্যঃ খট্টাশকটকারকৌ ।
সুচিত্রশ্চ বিচিত্রশ্চ খ্যাতৌ চিত্রকরাবুভৌ ॥ ১০৭ ॥
দামমন্থানকুঠারপেটা-শিক্যাদিকারিণঃ ।
কারবঃ কুণ্ড-কণ্ঠোল-করণ্ড-কটুলাদয়ঃ ॥ ১০৮ ॥
মঙ্গলা[১] পিঙ্গলা গঙ্গা পিশঙ্গী মণিকস্তনী ।
হংসী বংশীপ্রিয়েত্যাদ্যা নৈচিক্যস্তস্য সুপ্রিয়াঃ ॥ ১০৯ ॥
পদ্মগন্ধ-পিশঙ্গক্ষৌ বলীবর্দ্দাবতি প্রিয়ৌ ।
সুরঙ্গাখ্যঃ কুরঙ্গোঽস্যদধিলোভাভিধঃ কপিঃ ॥ ১১০ ॥
ব্যাঘ্র-ভ্রমরকৌশ্বানৌরাজহংসঃ কলস্বনঃ ।
শিখীতাণ্ডবিকাভিখ্যঃ শুকৌদক্ষবিচক্ষণৌ ॥ ১১১ ॥

১। মঙ্গলা স্থলে ধূমলা। ইতি পাঠান্তরং ।

স্থানবিবরণং ॥

বৃন্দাবনং মহোদ্যানং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সাদপি ।
ক্রীড়াগিরির্যথার্থাখ্যঃ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনো মতঃ ॥১১২॥
নীলমণ্ডপিকা খট্টঃ কন্দরা মণিকন্দলী ।
খট্টোমানসগঙ্গাযাঃ পারঙ্গোনাম বিশ্রুতঃ ॥ ১১৩ ॥
সুবিলাসতরা নাম তরির্যত্র বিরাজতে ।
নাম্না নন্দীশ্বরঃ শৈলো মন্দিরং স্ফুরদিন্দিরং ॥ ১১৪ ॥
আস্থানীমণ্ডপঃ পাণ্ডুগণ্ডশৈলাসমোজ্জ্বলঃ ।
আমোদবর্দ্ধনো নাম পরমামোদবাসিতঃ ॥ ১১৫ ॥
পাবনাখ্যং সরঃ ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জস্ফুরত্তটং ।
কুঞ্জংকাম-মহাতীর্থং মন্দারো মণিকুট্টিমঃ ॥ ১১৬ ॥
ন্যগ্রোধরাজোভাণ্ডীরঃ কদম্বস্তু কদম্বরাট্ ।
অনঙ্গরঙ্গভূর্নাম লীলাপুলীনমুচ্যতে ॥ ১১৭ ॥
যমুনায়া মহাতীর্থং খেলাতীর্থং তদুচ্যতে ।
পরমপ্রেষ্ঠয়াস র্দ্ধং সদা যত্র স খেলতি ॥ ১ ৮ ॥

—অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাণি ॥

শরদিন্দুস্তুমুকুরো ব্যজনং মধুমারুতং ।
লীলাপামং সদাস্মেরং গেণ্ডকশ্চিত্রকোরকঃ ॥ ১১৯ ॥
শিঞ্জিনী মঞ্জুলশরঃ মনিবন্ধাটনীযুগং ।
বিলাসকার্ম্মনং নাম কার্ম্মুকং স্বর্ণচিত্রিতং ॥ ১২০ ॥
দিব্যংস্তুস্ফুরন্মুষ্টিস্তুষ্টিদা নাম কর্ত্তরী ।
মন্দ্রঘোষো বিষাণোহস্য বংশীভুবনমোহিনী ॥ ১২১ ॥
রাধাহৃন্মীনবড়িশীমহানন্দাভিধাপি চ ।
ষড়ন্ধ্রবন্ধুরা বেনুখ্যাতা মদন[১] ঝঙ্কৃতিঃ ॥ ১২২ ॥
কাকলী মূকিত পিতা মুরলী সরলাভিধা ।
গৌড়ী চ গুর্জ্জরী চেতি রাগাবত্যন্তবল্লভৌ ॥ ১২৩ ॥

জপ্যঃ সাধ্যাঙ্কিতঃ প্রেষ্ঠাভিধানং মনুরদ্ভুতঃ ।
দণ্ডস্তু মণ্ডনো নাম বীণা নাম তরঙ্গিনী ॥
পাশৌ পশুবশীকারো দোহন্যমৃতদোহনী ॥ ১২৪ ॥
—অথ ভূষণানি ॥
অম্বার্পিতা মহারক্ষা নবরত্নাঙ্কিতাভুজে ॥ ১২৫ ॥
অঙ্গদে রঙ্গদাভিখ্যে চক্রনে নাম কঙ্কনে ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতং বাসো নিগমশোভনং ॥ ১২৬ ॥
কিঙ্কিনী কলঝঙ্কারা মঞ্জীরৌ হংসগঞ্জনৌ ।
কুরঙ্গনয়না-চিত্তকুরঙ্গ হর-শিঞ্জিতৌ ॥ ১২৭ ॥
হারস্তারাবলী[২] নাম মনিমালা তড়িৎপ্রভা ।
রুদ্ধরাধা প্রতিকৃতির্নিষ্কো হৃদযমোদনঃ ॥ ১২৮ ॥
কৌস্তুভাখ্যো মনির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমোরগং ।
কালিয়প্রেয়সীবৃন্দহস্তৈরাত্মোপদারিতঃ ॥ ১২৯ ॥
কুণ্ডলে মকরাকারে রতিরাগাধি দৈবতে ।
কিরীটং রত্নপারাখ্যং চূড়া চামরডামরী ॥ ১৩০ ॥
নবরত্ন বিড়ম্বাখ্যং শিখণ্ডং মুকুটং বিদুঃ ।
রাগবল্লী ভুগুঞ্জালী তিলকং দৃষ্টিমোহনং ॥ ১৩১ ॥
পত্র পুষ্পময়ী মালা বনমালা পদাবধি[৩] ।
বৈজয়ন্তী তু কুসুমৈঃ পঞ্চবর্নৈর্বিনির্ম্মিতা ॥ ১৩২ ॥
জন্মনালঙ্কৃতা পুণ্যা কৃষ্ণা ভাদ্রাষ্টমীনিশা[৪] ।
প্রেয়স্যা সহরোহিণ্যা শশীযস্যামুদেয়িবান্ ॥ ১৩৩ ॥
—অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়স্যঃ ॥
অথ তস্যানুকীর্ত্তন্তে প্রেয়স্যঃ পরমাদ্ভুতাঃ ।
রমাদিভ্যোহপ্যুরু প্রেমসৌভাগ্যভরভূষিতাঃ ॥১৩৪॥
—তত্র শ্রীরাধা ॥
আভীর সুভ্রুবাং শ্রেষ্ঠারাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ।
অস্যাঃ সখ্যশ্চ ললিতাবিশাখাদ্যাঃ সুবিশ্রুতাঃ ॥
১৩৫ ॥

১। ত্রিবক্রবন্ধুরা বেনুঃ খ্যাতা মদনঝঙ্কৃতিঃ ॥ ইতি পাঠান্তরং ।
২। সপ্তবিংশতিমৌক্তিকা তারাবলী । ইতি কোষাদৌ প্রসিদ্ধং ।
৩। পদাভিধঃ । ইত্যপি পাঠঃ । ৪। নিশাস্থলে শুভা । ইতি পাঠান্তরং ।

চন্দ্রাবলী চ পদ্মা চ শ্যামা শৈব্যা চ ভদ্রিকা ।
তারা বিচিত্রা গোপালী পালিকা চন্দ্রশালিকা ॥১৩৬॥
মঙ্গলা বিমলা লীলা তরলাক্ষী মনোরমা ।
কন্দর্পমঞ্জরী মঞ্জুভাষিণী খঞ্জনেক্ষণা ॥ ১৩৭ ॥
কুমুদা কৈরবী শারীশারদাক্ষী বিশারদা ।
শঙ্করী কুঙ্কুমা কৃষ্ণা শারঙ্গীন্দ্রাবলী শিবা ॥ ১৩৮ ॥
তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী ।
হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কমলাদয়ঃ ॥ ১৩৯ ॥
আসাং যূথানি[1] শতশঃ খ্যাতান্যাভীর সুভ্রূবং ।
লক্ষ সঙ্খ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ ॥ ১৪০ ॥
মুখ্যাঃ স্যুস্তেষু যূথেষু কান্তাঃ সর্ব্বগুণোত্তমাঃ ।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকাদয়ঃ ॥ ১৪১ ॥
তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলী ত্যুভে ।
যূথয়োস্তু তয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যা মৃগীদৃশঃ ॥ ১৪২ ॥
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে সর্ব্বমাধুর্য্যতোঽধিকা ।
রাধিকা বিশ্রুতিং যাতা যদ্গান্ধর্ব্বাখ্যয়াশ্রুতৌ ॥১৪৩॥
অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ।
যস্যাঃ প্রাণপরার্দ্ধানাং পরার্দ্ধাদপি বল্লভঃ ॥ ১৪৪ ॥
শ্রীরাধারূপলাবণ্যং[2] বিশেষাৎ পরিকীর্ত্ত্যতে ।
নানাবৈদগ্ধ্যনৈপুণ্যা সুধার্ণব-স্বরূপিনী ॥ ১৪৫ ॥
নবগোরোচনাভিদ্রুতহেমসমপ্রভা ।
কিম্বা স্থিরা বিদ্যুদিবরূপাতি পরমোজ্জ্বলা ॥ ১৪৬ ॥
বিচিত্রং নীলবসনং তস্যাশ্চ পরিশোভিতং ।
নানামুক্তাভূষিতাঙ্গী নানাপুষ্পবিরাজিতা ॥ ১৪৭ ॥
দীর্ঘকেশী সুলাবণ্য মুক্তামালা সুশোভিতা ।
পুষ্পমালা-সুবিন্যাসা সুবেণী পরমোজ্জ্বলা ॥ ১৪৮ ॥
সুভালঃ পরমোজ্জ্বলশ্চ সিন্দুর পরিভূষিতঃ ।
নানা চিত্রালকা ভান্তি চিত্রপত্র সুশোভিতাঃ ॥১৪৯॥
বক্তুযুগ্মং সুলাবণ্যং নীলকজ্জলশোভিতং ।
অনঙ্গদগুলাবণ্যমোহিনী পরমা ভবেৎ ॥ ১৫০ ॥
নয়নোৎপল যুগ্মঞ্চ আকর্ণপরিশোভিতং ।
কজ্জলোজ্জ্বলদীপ্তিশ্চ ত্রৈলোক্যজয়িনী পরা ॥ ১৫১ ॥
নাসিকা তিলপুষ্পাভা মুক্তা বেশরশোভিতা ।
নানা সুগন্ধযুক্তা সা পরাদীপ্তি মতী ভবেৎ ॥ ১৫২ ॥
রত্নতাড়ঙ্কযুগ্মঞ্চ নানা চিত্র বিনির্ম্মিতং ।
ওষ্ঠাধরঃ সুধারম্যো শা রক্তোৎপলবিনির্জ্জিতঃ ॥১৫৩॥
মুক্তামালা দন্তপঙ্‌ক্তী রসনা পরিশোভিতা ।
মুখপদ্মং সুলাবণ্যং কোটিচন্দ্র প্রকাশকং ।
বিম্বকচ্ছ সুধারম্য প্রেমহাস্যযুতং ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥
চিবুকস্য সুলাবণ্যং কন্দর্পমোহনং পরং ।
মসিবিন্দুঃ সুলাবণ্যো হেমাজ্জ ভ্রমরী যথা ॥ ১৫৫ ॥
কণ্ঠদেশে চিত্ররেখা মুক্তামালা বিভূষিতা ।
পৃষ্ঠগ্রীবা সুরম্যা চ পার্শ্বেঽপি মোহিনী ভবেৎ ॥১৫৬॥
বক্ষঃস্থলং সুলাবণ্যং হেমকুম্ভসুশোভিতং ।
কঞ্চুল্যাচ্ছাদিতং তস্যা মুক্তাহার বিরাজিতং ॥১৫৭॥
সুবাহুযুগলং তস্যা লাবণ্যমোহকারি চ ।
রত্নাঙ্গদে তয়োর্মধ্যে বলয়াপরিশোভিতে ॥ ১৫৮ ॥
বত্ন কঙ্কনদীপ্তে চ রত্নগুচ্ছ বিরাজিতে ।
রক্তোৎপলং হস্তযুগ্মং নখচন্দ্রসুদীপ্তকং ॥ ১৫৯ ॥

করচিহ্নানি ॥

ভৃঙ্গাম্ভোজ-শশিকলা-কুণ্ডলচ্ছত্রযূপকঃ ।
শঙ্খবৃক্ষ-কুসুমক-চামর-স্বস্তিকাদয়ঃ ॥ ১৬০ ॥
এতে চিহ্নাঃ শুভকরা নানাচিত্রবিরাজিতাঃ ।
করাঙ্গুল্যঃ সুদীপ্তাশ্চ রত্নাঙ্গুরীয় ভূষিতাঃ ॥ ১৬১ ॥
উদরং মধুলাবণ্যং নিম্ননাভি সুশোভিতং ।
সুধারস প্রপূর্ণঞ্চ ত্রৈলোক্য-মোহনং পরং ॥ ১৬২ ॥

১ । আসাং যূথানি শত সঙ্খ্যাতান্যাভীরসুভ্রুবাং । ইতি চ পাঠঃ । ২ । শ্রীরাধারূপাদিকং পুস্তকান্তরে ন দৃশ্যতে ।

ক্ষীণমধ্যং কটিতটং লাবণ্যভর ভঙ্গুরং ।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধা কিঙ্কিনীজালশোভিতা ॥ ১৬৩ ॥
উরূদ্বৌ রামরম্ভে ব মনোজ্ঞচিত্তমোহনো ।
জানু দ্বৌ চ সুলাবণৌ নানাকেলিরসাকরৌ ॥ ১৬৪ ॥
শ্রীপাদপদ্মযুগ্মঞ্চ মণিনূপুর ভূষিতং ।
বক্ররাজসুলাবণ্য-পদাঙ্গুরীয়শোভিতঃ ॥ ১৬৫ ॥

অথ চরণচিহ্নানি ॥

শঙ্খেন্দুকুঞ্জর-যবাবঙ্কুশাশ্চ রথধ্বজৌ ॥
ডোমরস্বস্তিমৎস্যাদি শুভচিহ্নৌ পদাবপি ॥ ১৬৬ ॥
আপঞ্চদশবর্ষঞ্চ বয়ঃ কৈশোরকোজ্জ্বলং ॥ ১৬৭ ॥
মাতৃকোটেরপি স্নিগ্ধা যত্র গোপেন্দ্রগেহিনী ।
বৃষভানু পিতা তস্যা বৃষভানুরিবোজ্জ্বলঃ ॥ ১৬৮ ॥
রত্নগর্ভা ক্ষিতৌ খ্যাতা কীর্ত্তিদা[১] জননী ভবেৎ ।
পিতামহো মহীভানুরিন্দু[২] মাতামহোমতঃ ॥ ১৬৯ ॥
মাতামহী-পিতামহ্যৌমুখরা-সুখদেউভে ।
রত্নভানু শুভানুশ্চভানুশ্চ ভ্রাতরঃ পিতুঃ ॥ ১৭০ ॥
ভদ্র কীর্ত্তির্মহাকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিচন্দ্রশ্চ মাতুলাঃ ।
মাতুল্যো মেনকা ষষ্ঠী গৌরীধাত্রী চ ধাতকী ॥১৭১॥
স্বসাকীর্ত্তিমতী মাতুর্ভানুমুদ্রা পিতৃষসা ।
পিতৃস্বসৃপতিঃ কাশো মাতৃস্বসৃপতিঃ কুশঃ ॥ ১৭২ ॥
শ্রীদামাপূর্ব্বজোভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী ।
শ্বশুরো বৃকগোপশ্চ দেবরো দুর্মদাভিধঃ ॥ ১৭৩ ॥
শ্বশ্রূস্তু জটিলাখ্যাতা পতিস্মনোঽভিমন্যুকঃ ।
ননন্দা কুটিলানাম্নী সদাচ্ছিদ্রবিধায়িনী ॥
পরমপ্রেষ্ঠ সখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা ।
সুচিত্রা-চম্পকলতা রঙ্গদেবী-সুদেবিকা ।
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখেতে অষ্টৌ সর্ব্বগণাগ্রিমাঃ ॥ ১৭৪ ॥

ক) অথ প্রিয় সখ্যঃ ॥
প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষীমণ্ডলী মনিকুন্তলা ।
মালতী চন্দ্রললিতা মাধবী মদনালসা ॥
মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা"।
কমলা কামলতিকা গুণচূড়া বরাঙ্গদা ॥
মাধুরী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা ।
কন্দর্পসুন্দরী মঞ্জুকেশীত্যাদ্যাস্তু কোটিশর ॥

খ) অথ জীবিতসখ্যঃ ॥
উক্তা জীবিতসখ্যস্তু লাসিকা কেলীকন্দলী ।
কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ংবদা ॥
মদোন্মদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী ।
রত্নাবলী মণিমতী কর্পূরলতিকাদয়ঃ ॥

গ) অথ নিত্যসখ্যঃ ॥
নিত্য সখ্যস্তু কস্তূরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী ।
সিন্দুরা চন্দনবতী কৌমুদী মদিরাদয়ঃ ॥

অথ শ্রীরাধায়া মঞ্জর্য্যঃ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী ।
লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী রসমঞ্জরী ॥ ১৭৫ ॥
বিলাস মঞ্জরী প্রেমমঞ্জরী মনিমঞ্জরী ।
সুবর্ণমঞ্জরী[৩] কামমঞ্জরী রত্নমঞ্জরী ॥ ১৭৬ ॥
কস্তূরী মঞ্জরী গন্ধমঞ্জরী রত্নমঞ্জরী ।
শ্রীপদ্মমঞ্জরী লীলামঞ্জরী হেমমঞ্জরী ।
ভানুমত্যান্যপর্য্যায়া সুপ্রেমা রতিমঞ্জরী ॥ ১৭৭ ॥

—অথ শ্রীরাধায়া উপাস্যঃ ॥
উপাস্যো জগতাং চক্ষুর্ভগবান্ পদ্ম বান্ধবঃ ।
জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনাম-মহামনুঃ ।
পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ॥ ১৭৮ ॥

১। জননী কীর্ত্তিদাধ্যয়া। ইত্যপি পাঠঃ। ২। "ইন্দুঃ" ইত্যত্র বিন্দুরিতি পাঠান্তরং।
৩। সুবর্ণমঞ্জরী ইত্যত্র কনকমঞ্জরী ইতি পাঠান্তরং।

—অথ সখ্যাদি বিশেষাঃ ॥
ললিতাদ্যা অষ্টসখ্যো মঞ্জর্য্যস্তুকাণশ্চ যঃ।
সর্ব্বা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায় সারূপ্যমাগতাঃ ॥ ১৭৯ ॥
কাননাদিগতাঃ সখ্যো বৃন্দা-কুন্দলতাদয়ঃ।
ধনিষ্ঠা গুণমালাদ্যা বল্লবেশ্বরগেহগাঃ ॥ ১৮০ ॥
কামদা নাম ধাত্রেয়ী সখী ভাব বিশেষভাবং।
রাগলেখা কলাকেলী মঞ্জুলাদ্যস্তু দাসিকাঃ ॥ ১৮১ ॥
নান্দীমুখী বিন্দুবতীত্যাদ্যাঃ সন্ধিবিধায়িকাঃ।
সুহৃৎ পক্ষতয়া খ্যাতাঃ শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ ॥ ১৮২ ॥
প্রতিপক্ষতয়া খ্যাতিংগতাশ্চন্দ্রাবলীমুখাঃ ॥ ১৮৩ ॥
কলাবত্যো রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা[১] স্মরোদ্ধবাঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তু কলাকণ্ঠী সুকণ্ঠী পিককণ্ঠিকা।
যা বিশাখাকৃত গীতীর্গায়ন্ত্যঃ সুখদা হরেঃ ॥ ১৮৪ ॥
বায়ন্ত্যশ্চশুষিরং ততানদ্ধঘনান্যপি।
মানিকী নর্ম্মদা প্রেমবতী কুসুমপেশলাঃ ॥ ১৮৫ ॥
সখ্যশ্চনিত্য সখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চকাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
—অথ শ্রীরাধাভৃত্যাঃ ॥
রাগলেখা কলাকেলী ভূরিদাদ্যস্ত দাসিকাঃ।
দিব্যাকীর্ত্তিতনুজে তু সুগন্ধা নলিনীত্যুভে।
মঞ্জিষ্ঠারঙ্গ রাগাখ্যে রজকস্য কিশোরিকে ॥ ১৮৬ ॥
পালিন্দ্রী নাম সৈরিন্ধ্রী চিত্রিনীচিত্রকারিণী।
মান্ত্রিকী তান্ত্রিকী নাম্না দৈবজ্ঞা দৈবতারিণী ॥ ১৮৭ ॥
তথা কাত্যায়নীত্যাদ্যাদূতিকাবয়সাধিকাঃ।
উভেভাগ্যবতী[২] পুঞ্জপুণ্যে হড্ডিপকন্যকে ॥ ১৮৮ ॥
ভৃঙ্গীমল্লীমতল্লী চ পুলিন্দকুলকন্যকাঃ[৩]।
কেচিৎ কৃষ্ণগণাশ্চাস্যাঃ পরিবার তথা মতাঃ ॥১৮৯॥

গার্গীমুখ্যা মহীপূজ্যা চেটোভৃঙ্গারিকাদয়ঃ।
সুবলোজ্জ্বল গন্ধর্ব্ব-মধুমঙ্গল রক্তকাঃ ॥
বিজয়াদ্যা রসালাদ্যাপয়োদাদ্যা বিটাদয়ঃ ॥ ১৯০ ॥
আসন্না সর্ব্বদাভৃঙ্গী পিশঙ্গী কলকন্দলা।
মঞ্জুলা বিন্দুলা[৪] সন্ধা মৃদুলাদ্যাস্তু বালিকাঃ ॥ ১৯১ ॥
সমাং সমীনাঃ সুনদা যমুনা বহুলাদয়ঃ।
পীনা বৎসতরী তুঙ্গী ককখটি বৃদ্ধমর্কটী।
কুরঙ্গী রঙ্গিনী খ্যাতা চকোরী চারুচন্দ্রিকা ॥ ১৯২ ॥
নিজকুঞ্জচরী তুণ্ডীকেরী নাম মরালিকা।
ময়ূরী তুণ্ডিকা[৫] নাম্না শারিকে সুক্ষ্মধীশুভে ॥ ১৯৩ ॥
বন্ধানি ললিতাদেব্যা ললিতানি স্বনাথয়ো।
পঠন্ত্যোচিত্রয়া বাচা যে চিত্রীকুরুতঃ সখীঃ ॥ ১৯৪ ॥
—অথ ভূষণানি ॥
তিলকং স্মরযন্ত্রাখ্যঃ হারোহরি মনোহরঃ।
রোচনৌ রত্নতাড়ঙ্কৌ ঘ্রাণমুক্তা প্রভাকরী ॥ ১৯৫ ॥
ছদ্মকৃষ্ণপ্রতিচ্ছায়ং পদকং মদনাভিধং।
স্যমন্তকাখ্যপর্য্যায়ঃ শঙ্খচূড় শিরোমণিঃ ॥ ১৯৬ ॥
পুষ্পবন্তৌ ক্ষিপন্ কান্ত্যা সৌভাগ্য মণিরুচ্যতে।
কটকাশ্চটকারাবাঃ কেয়ূরে মণিকর্ব্বুরে ॥ ১৯৭ ॥
মুদ্রা নামাঙ্কিতা নাম্না বিপক্ষমদমর্দ্দিনী।
কাঞ্চী কাঞ্চন চিত্রাঙ্গী নূপুরে রত্নগোপুরে ॥
মধুসূদনমারুদ্ধেষয়োঃ শিঞ্জিত মঞ্জরী ॥ ১৯৮ ॥
বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরবিন্দনিভং তথা।
আদ্যং স্বপ্রিয়মভ্রাভং রক্তমন্যং হরেঃ প্রিয়ং ॥১৯৯॥
সুধাংশু দর্পহরণো দর্পণো মণিবান্ধবঃ ॥ ২০০ ॥
শলাকা নর্ম্মদা হৈমী স্বস্তিদা রত্নকঙ্কতী।
কন্দর্প কুহলী নাম বাটিকা পুষ্পভূষিতা ॥ ২০১ ॥

১। স্মরোদ্ধুরা ইত্যত্র সুবন্ধুরা ইতি চ পাঠঃ। ২। পুঞ্জস্থলে মঞ্জু পাঠশ্চ দৃষ্টঃ।
৩। পুলিন্দ কুলনন্দনাঃ। ইতি চ পাঠঃ। ৪। সন্ধা স্থলে নন্দা। ইতি চ পাঠঃ।
৫। তুণ্ডিকা স্থলে সুন্দরীতি পাঠান্তরং।

স্বর্ণযূথী তড়িদ্বল্লী কুণ্ডংখ্যাতং স্বনামতঃ ।
নীপবেদীতটে যস্য রহস্য কথন স্থলী ॥ ২০২ ॥

মল্লারশ্চ ধনাশ্রীশ্চ রাগৌ হৃদয়মোদনৌ ।
ছালিক্য দয়িতং নৃত্যং বল্লভা রুদ্রবল্লকী ॥ ২০৩ ॥

জন্মনা শ্লাঘ্যতাং শুক্লাভাদ্রপদাষ্টমী ।
কান্তা[১] ষোড়শভীরেমে যত্রালিনিলয়ে শশী ॥২০৪॥

ইত্যেতৎ পরিবারাণাং শ্রীবৃন্দাবননাথয়োঃ ।
অসঙ্খ্যানাং[২] গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহদর্শিতং ॥ ২০৫ ॥

—ইতি, শ্রীল শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিরচিতায়াং শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায়াং লঘুভাগঃ সম্পূর্ণঃ ॥

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥

১। ষোড়শ্যাভার্যয়া রেমে যত্রালিনিলয়ে বিধুঃ। ইত্যপি পাঠঃ।
২। অশক্যানাং গণায়িতুং দিগেব কিল দর্শিতা। ইতি চ পাঠঃ।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত

লঘুঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ শ্রীরূপ গোসাঁই।
ভক্তিরস সিদ্ধান্তেতে তাঁর সম নাই॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর লীলা সহায়িনী।
তাঁর বিরচিত এই গণোদ্দেশ বাণী॥
রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ বৃহৎ-লঘুভাগে।
রাধাকৃষ্ণ পরিবার কহে অনুরাগে॥
রাগমার্গীয় সাধকের সাধন স্মরণে।
সহায় লাগিয়া কৈল এ গ্রন্থ বর্ণনে॥
বৃহৎ ভাগে অগ্রেতে হইল বর্ণন।
লঘু ভাগের বর্ণন করুন শ্রবণ॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি পরম মোহন।
মরকত মণির ন্যায় উজ্জ্বল কিরণ॥
পরিধানে পীতবস্ত্র বনমালা বিভূষিত।
নানাকেলি রসাকর নানা রত্নেতে ভূষিত॥
দীর্ঘ-কুঞ্চিত কেশপাশ গন্ধে আমোদিত।
বহুবিধ পুষ্পমালা চূড়ায় শোভিত॥
ললাটে তিলক-অলকা পরম শোভন।
নীলবর্ণ উন্নত ভ্রু হরে নারী মন॥
রক্তাভ নীলোৎপল-প্রভা ঘূর্ণিত লোচন।
গরুড় চঞ্চু প্রায় নাসিকার অগ্রশোভন॥
শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভা লাবণ্য মণ্ডিত।
কর্ণযুগে মণিময় কুণ্ডল শোভিত॥
কুণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে মনি-মানিক্য খচিত।
প্রভায় কৃষ্ণ-গণ্ডস্থল উজ্জ্বল শোভিত॥
চিবুকের মধুর হাসি সদা দীপ্তিমান।
কণ্ঠদেশে মুক্তামালা পরম শোভন॥
ত্রিভঙ্গ-মধুর গ্রীবা ত্রিলোক মোহন।
বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ, মুক্তাহার বিভূষণ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কেয়ূর-বলয়শোভম।
রক্তপদ্মবৎ করপদ্ম, নানা চিহ্নাঙ্কন।
গদা-শঙ্খ-যব-ছত্র-অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কুশ।
ধ্বজ-পদ্ম-যূপ-হল-ঘট-মৎস্যরূপ॥
উদর মাধুর্য্য পূর্ণ লাবণ্য মনোহর।
সুধাসম রমণীয় পশ্চাৎ-পার্শ্ব তাঁর॥
অমৃত পদ্ম সম কটি কন্দর্পমোহন।
রামরম্ভা ন্যায় উরু রমণী মোহন॥
জানুদ্বয় লাবণ্য পূর্ণ মধুর উজ্জ্বল।
পাদপদ্মে রত্নময় নূপুর ঝলমল॥
জবাপুষ্প ন্যায় কান্তি যুক্ত তাহা হয়।
নানাবিধ চিহ্ন তাহে শোভা প্রকাশয়॥
চক্র-অর্দ্ধচন্দ্র-যব-অম্বর-ত্রিকোণ।
ছত্র-কলস শঙ্খ-গোষ্পদ-অষ্টকোণ॥
স্বস্তিক-অঙ্কুশ পদ্মধনু-জম্বুফল।
শ্রীকৃষ্ণের চরণ তলে শোভয়ে সকল।
পূর্ণতম নবচন্দ্রদ্বারা সমন্বিত।
অঙ্গুলী সকল অরুণ কান্তিতে পূরিত॥

এতাদৃশ কৃষ্ণরূপ মাধুর্য্য অতুলন।
মানস-সাধন উদ্দীপনে দিগ্‌দর্শন ॥
শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের শুন বিবরণ।
বয়স্যগণের প্রধান বলরাম হন ॥
প্রলম্ব অসুরে যেবা করিল নিধন।
শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ সেই বলরাম হন ॥
শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ চতুর্ব্বিধ হন।
সুহৃদ-সখা প্রিয়সখা-প্রিয়নর্ম্মসখাগণ ॥
"সুভদ্র-কুণ্ডল-দণ্ডী-মণ্ডল" চারিজন।
শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যের পুত্র সবে হন ॥
"সুনন্দ-নন্দী-আনন্দী" আদিগণ।
শ্রীকৃষ্ণের বন যাত্রার সঙ্গীতে গণন ॥
"শুভদ-মণ্ডলী-ভদ্র-শ্রীভদ্রবর্দ্ধন।
গোভট-যক্ষেন্দ্র-ভট-ভদ্রাঙ্গ-মহাগুণ ॥
বীরভদ্র-কুলবীর-মহীভীম কথন।
দিব্যশক্তি-সুরপ্রভ-রণস্থিরাদিগণ ॥"
এসব বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ কথন।
শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষায় করয়ে যতন ॥
পিতামাতার প্রাণতুল্য "কৃষ্ণবলরাম।"
দুষ্ট কংস হোতে রক্ষায় চিন্তে অবিরাম ॥
তেকারণে "শুভদ" আদি বালকগণে।
দোঁহাকার দেহরক্ষায় কৈল নিয়োজনে ॥
"বিজয়াক্ষ" নামেতে যেই বালক হন।
সবার অধ্যক্ষ বলি তাহার গণন ॥
তাঁহার মাতা "অম্বিকা" পুত্রের কারণ।
পার্ব্বতীর উপাসনায় লভয়ে নন্দন ॥
"সুভদ্র" নামেতে কৃষ্ণ সখা এক হয়।
দেহপ্রভা চিক্কন-নীলবর্ণ দীপ্তিময় ॥
পরিধানে নীলবস্ত্র, বিবিধ আভরণ।
পিতা "উপানন্দ" মাতা পতিব্রতা "তুলা" হন ॥
পরমোজ্জ্বল কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ।
ইহার পত্নীর নাম "শ্রীকুন্দলতা" হন ॥
"বিশাল-বৃষভ-ওজস্বী-মনিবদ্ধকর।
কুসুমাপীড়-দেবপ্রস্থ-আর-মন্দার ॥
বরূথপ-মন্দর-চন্দন আর কুন্দ।
কুলিন্দ-কুলিক আদি কৃষ্ণ সখাবৃন্দ ॥
বয়সে শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ সর্ব্বজন।
বিপুল আগ্রহ কৃষ্ণ সেবার কারণ ॥
"শ্রীদাম-দাম-সুদাম-বসুদাম-কিঙ্কিনী।
ভদ্রসেন-অংশুমান-স্তোক কৃষ্ণগণি ॥
পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাক্ষ-কলবিঙ্ক-প্রিয়ঙ্কর।
শ্রীকৃষ্ণ বিলাসে সহায় করে নিরন্তর ॥
শ্রীদামাদি সখা "সম" সংখ্যক পর্য্যায়ভুক্ত।
তৎমধ্যে শ্রীদাম "পীঠমর্দ্দ" গুণযুক্ত ॥
এ সকল সখামধ্যে "ভদ্রসেন" সেনাপতি।
কৃষ্ণের বিপক্ষে "স্তোক কৃষ্ণ" অবস্থিতি ॥
বিবিধ কেলি-নিযুদ্ধ-দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকে।
প্রিয়সখা সব সুখী করয়ে কৃষ্ণকে ॥
শান্ত স্বভাব এই প্রিয় সখাগণ।
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য হন অনুক্ষণ ॥
"অর্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্ত আর উজ্জ্বল।
কোকিল—সনন্দন আর যে সুবল ॥
বিদগ্ধ" প্রভৃতি প্রিয় নর্ম্ম সখাগণ।
গোপন রহস্য যত জানে সর্ব্বজন ॥
"মধুমঙ্গল-পুষ্পাঙ্ক-হাসঙ্কাদি"গণ।
শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক সখাতে গণন ॥
সৌহৃদ্যজনিত আনন্দে সুন্দর "সনন্দন"।
"উজ্জ্বল" বালক উজ্জ্বল কার্য্যেতে মহান ॥
"শ্রীদামের"অঙ্গকান্তি শ্যামল বরণ।
পরিধানে পীতবস্ত্র রত্নমালা বিভূষণ ॥

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃ কৈশোর ভাবেতে পুরিত ।
কৃষ্ণের প্রিয়তম বন্ধু লীলারস জ্ঞাত ॥
পিতা "বৃষভানু" রাজা মাতা যে "কীর্ত্তিদা" ।
"রাধা-অনঙ্গ মঞ্জরী" কনিষ্ঠা ভগ্নি খ্যাতা ॥
"সুদামার" অঙ্গ ঈষৎ গৌর সুশোভন ।
পরিধানে নীলবস্ত্র রত্নময় আভরণ ॥
পিতা "মটুক", মাতা "রোচনা" নাম হয় ।
বেশভূষা করি লীলারসে বিলসয় ॥
"সুবলের" অঙ্গকান্তি হয় গৌর বরণ ।
নীলবস্ত্র, পুষ্পমালা নানা রত্ন বিভূষণ ॥
সার্দ্ধ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম তার হয় ।
কৈশোর বয়ঃক্রমে উজ্জ্বল স্বরূপ ধরয় ॥
সখীভাব ধরি করে বহুত সেবন ।
কৃষ্ণভাবে বিভোর, মিলনে সুনিপুণ ॥
এসব কারণে কৃষ্ণের যত সখাগণ ।
তারমধ্যে সুবল কৃষ্ণের অতিপ্রিয় হন ॥
রক্তপদ্ম ন্যায় দীপ্তি অঙ্গের বরণ ।
চন্দ্রকান্তির ন্যায় তাঁর ধবল বসন ॥
নানারত্নে বিভূষিত সখা যে "অর্জ্জুন ।"
মাতা তাঁর "ভদ্রা", পিতার নাম "সুদক্ষিণ ।"
"বসুদাম" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রেমে পরিপূর্ণ ।
সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়েস কথন ॥
শশধর সম গন্ধর্ব্বের অঙ্গের বরণ ।
পরিধানে রক্তবস্ত্র, বিবিধ আভরণ ॥
দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম বয়েসে কিশোর ।
বিবিধ পুষ্প মালায় শোভার আকর ॥
মহাত্মা "বিনাক" পিতা-মাতা "মিত্রা" হয় ।
বিনাক কৃষ্ণের প্রিয় লীলার সহায় ॥
"বসন্তের" অঙ্গকান্তি ঈষৎ গৌর বরণ ।
চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গের বসন ॥

মাতা "শারদী", পিতার "পিঙ্গল" নাম হয় ।
একাদশ বর্ষ বয়ঃ মণি-পুষ্পমালা বিভূষয় ॥
"উজ্জ্বলের" অঙ্গকান্তি হয় রক্ত বরণ ।
—নক্ষত্র মালার ন্যায় অঙ্গের বসন ॥
পিতা "সাগর" মাতার নাম "বেণী" হয় ।
ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃ কৈশোর শোভয় ॥
"কোকিলের" অঙ্গপ্রভা শুভ্র বরণ ।
পরিধানে নীলবস্ত্র নানারত্ন বিভূষণ ॥
বয়স একাদশ বর্ষ চারি মাস হয় ।
পিতা "পুষ্কর" মাতার নাম "মেধা" কয় ॥
"সনন্দের" অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ কিঞ্চিৎ ।
পরিধানে নীলবস্ত্র পুষ্পমালা বিভূষিত ॥
পিতা "অরুণাক্ষ" মাতা যে "মল্লিকা" কহয় ।
বয়ঃক্রম সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষ হয় ॥
চম্পকপুষ্পবৎ "বিদগ্ধের" রূপ বিমোহন ।
ময়ুর কণ্ঠের ন্যায় মেচক বর্ণ বসন ॥
মুক্তামালায় বিভূষিত সর্ব্ব কলেবর ।
বয়ঃক্রম পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর ।
পিতা "মটুক", মাতার নাম "রোচনা" হয় ।
অগ্রজ "সুদামা", ভগ্নি "সুশীলা" কহয় ॥
"মধুমঙ্গলের" অঙ্গ ঈষৎ শ্যামবর্ণ ।
বস্ত্র গৌরবর্ণ বনমালা বিভূষণ ॥
পিতার নাম "সান্দীপনি" মাতা যে "সুমুখী ।"
পিতামহ "পৌর্ণমাসী", ভগ্নি "নান্দীমুখী ॥"
মধুমঙ্গল কৃষ্ণের মুখ্য সখা হন ।
অগ্রজ বলরামের শুন বিবরণ ॥
স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র অঙ্গের বরণ ।
মহাবল পরাক্রান্ত বলি "বলরাম" নাম ॥
পরিধানে নীলাম্বর বনমালা সুশোভিত ।
কেশপাশ দীর্ঘ সুন্দর লাবণ্য মণ্ডিত ॥

চূড়াচারু মনোহারী রত্ন কুণ্ডল কর্ণেতে।
নানাপুষ্প মনিময় হার, কণ্ঠে বিরাজিতে॥
কেয়ুব-বলয় বাহু যুগলে ভূষিত।
রত্নময় নুপুর যুগল চরণে শোভিত॥
পিতা "বসুদেব" নাম মাতা যে "রোহিণী।"
"নন্দ-যশোমতী" উভয়ের প্রিয় জানি॥
"শ্রীকৃষ্ণ" কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'সুভদ্রা" ভগিনী।
ষোড়য বর্ষ বয়ঃ কৃষ্ণের প্রিয় মানি॥
কৃষ্ণসেবা পরায়ণ বহুবিধ সেবক হন।
"কডার-ভারতীবন্ধ গন্ধবেদাদিকে" বিট'বন॥
ভঙ্গুর-ভৃঙ্গার-বক্তুক-প্রান্ধিক-সান্ধিক।
পত্রী-মধুকণ্ঠ মধুব্রত-পত্রক শালিক॥
তাজিক-মালী-মানধর-মালাধবাদিগণ।
শ্রীকৃষ্ণের 'চেটরূপে' সবার কথন॥
বেনু-শৃঙ্গ মুবলী-যষ্টি-পাশাদি বহন।
বেনু আদি যথাকালে যোজনায় দক্ষ হন।
গৌবিকাদি ধাতু কৃষ্ণে করে সমর্পণ॥
"পল্লব-মঙ্গল-ফুল্ল-কপিল কোমল।
বিলাস-সুবিলাস-রসশালী-রসাল॥
জম্বলাদি কৃষ্ণের তাম্বুল সেবক হন।
তাম্বুল পরিষ্কার-নির্ম্মাণাদিতে বিচক্ষণ॥
অল্প বয়স্ক সবে সদা কৃষ্ণ পাশে স্থিতি।
লীলাকথা-গীতবাদ্যাদিতে প্রথম প্রবৃত্তি॥
জল সংস্কারে "পযোদ-বারিদাদি" দাসগণ।
বস্ত্র সেবায় "সারঙ্গ বকুলাদি" ভৃত্য হন॥
"প্রেমকন্দ-মহাগন্ধ-সৈরিন্ধ্র-মধু কন্দল।
মকবন্দাদি" ভৃত্য বেশভূষায় বিহ্বল॥
সুমনাঃ-কুসুমোল্লাস-পুষ্পহাস-হর।
সুবন্ধ-সুগন্ধ-কুঙ্কুম আর কর্পূর॥"

এসব ভৃত্য গন্ধদ্রব্য করয়ে প্রদান।
অঙ্গে অগুরু কুঙ্কুমাদি করয়ে রঞ্জন॥
মাল্যদান-পুষ্পভূষাদি কার্য্য আচরণ।
তত্তৎ কার্য্যে সবে বিশেষ বিচক্ষণ॥
"স্বচ্ছ-সুশীল আর প্রগুণাদি" ভৃত্যগণ।
শ্রীকৃষ্ণের ক্ষৌরকার্য্য করে অনুক্ষণ॥
কেশ সংস্কার-দেহমর্দ্দন-দর্পণ প্রদান।
ভাণ্ডার বিষয়ক কার্য্যে অধিকারী হন॥
'বিমল-কোমল" আদি যত ভৃত্যগণ।
ভোজনস্থালী-পীঠাদি করয়ে বহন॥
"ধনিষ্ঠা চন্দনকলা শোভা-রতিপ্রভা।
গুণমালা তরুণী-রম্ভা আর ইন্দুপ্রভা॥"
এসকল দাসী করে গৃহ সম্মার্জ্জন।
সংস্কার-লেপন আর দুগ্ধাদি আনয়ন॥
"কুবঙ্গী ভৃঙ্গারী-সুলম্বা-অলম্বিকাদিগণ।"
এসব সেবিকা চেটগণের পত্নী হন॥
'চতুর চারণ ধীমান-পেশলাদি' গণ।
শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ চর নামেতে কথন॥
ছদ্মবেশ ধরি কৃষ্ণ কার্য্য করয়ে সাধন।
গোপ-গোপী সমীপে করে গমনাগমন॥
"তুঙ্গ-বাবদূক-মনোরম-নীতিসার।"
এসব ভৃত্য শ্রীকৃষ্ণের দূত প্রচার॥
ইহারা সকল কার্য্য বিশারদ হন।
গোপী পাশে কেলি-কলি কার্য্যে দক্ষ হন॥
"বাবদূক" উচিত-অনুচিত বাক্যে পটু হন।
মনোরম বাক্যে করে সবার মন আকর্ষণ॥
'বীরা-বৃন্দা-বংশী-নান্দীমুখী-পৌর্ণমাসী।
বৃন্দারিকা-মেলা-মুরলাদি-যত দাসী॥,
এসকল সখী কৃষ্ণপক্ষ দূতী হন।
নানা সন্ধানে কুশলা, করায় প্রেয়সী মিলন॥

কুঞ্জাদি মিলন স্থান সংস্কারে বিচক্ষণ।
ইহাদের মধ্যে "বৃন্দা" সর্ব্ব কার্য্যে শ্রেষ্ঠ হন॥
"পৌর্ণমাসীর" বর্ণ তপ্ত কাঞ্চন বরণ।
পরিধানে শুক্ল বস্ত্র, বহুরত্ন বিভূষণ॥
পিতা "সুরতদেব", মাতা "চন্দ্রকলা" হন।
পতি "প্রবল", ভ্রাতা "দেবপ্রস্থ" ব্যাখ্যান॥
মহাবিদ্যায় যশস্বিনী, সিদ্ধা শিরোমনি।
নানা সন্ধানে কুশলা, মিলন কারিণী॥
ব্রজমণ্ডলে পূজিতা "শ্রীবীরা দূতী" হন।
অহঙ্কার পুর্ণবাক্য বলে অনুক্ষণ॥
তোষামোদ বাক্যে "বৃন্দা" সুচতুরা হন।
"বীরার" দেহপ্রভা হয় শ্যামল বরণ॥
শুক্লবর্ণ বস্ত্র, পুষ্পমালা, ভূষণে ভূষিত।
পিতা "বিশাল", মাতা "মোহিনী", পতি "কবল" খ্যাত॥
ভগিনী "কবলা", জাবটি হয় বাসস্থান।
জটিলার বিশেষ তেঁহ প্রিয়তমা হন॥
নানা সন্ধানে বেশভূষা করিতে সমর্থ।
রাধাকৃষ্ণ মিলন চেষ্টায় অনুরত॥
তপ্তকাঞ্চন সম "বৃন্দার" কান্তি মনোহর।
নীলবস্ত্র, মুক্তা-পুষ্পে ভূষিত সুন্দর॥
পিতা "চন্দ্রভানু" জননী "ফুল্লরা" নাম।
"মহীপাল" পতি, ভগ্নি "মঞ্জরী" আখ্যান॥
বৃন্দাবনে বাস, রাধাকৃষ্ণ প্রেমেতে বিভোর।
রাধাকৃষ্ণ মিলনেতে সদাই তৎপর॥
গৌরবর্ণ-অঙ্গকান্তি পট্ট বস্ত্র পরিধান।
পিতা "সান্দীপনি" মাতা "সুমুখী" আখ্যান॥
পিতামহী "পৌর্ণমাসী" ভ্রাতা "শ্রীমধু মঙ্গল"।
নানারত্নে ভূষিত কৈশোর বয়সে উজ্জ্বল॥
"নান্দীমুখী" নাম শিল্পকার্য্যে বিচক্ষণ।
সদাই তৎপর দোঁহের মিলন কারণ॥

"শোভন-দীপনাদি" ভৃত্য দীপদানাদি করে।
"সুধাকর-সুধানন্দ-সানন্দাদি" মৃদঙ্গ সেবা করে॥
গীতবাদিত্রাদি চতুঃষষ্ঠি কলাজ্ঞাত।
মহতী নারদ বীণা বাদনে সমর্থ॥
"বিচিত্ররাব-মধুররাব" আদি ভৃত্যগণ।
শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি পাঠক মধ্যেতে গণন॥
"চন্দ্রহাস-ইন্দুহাস চন্দ্রমুখ" আদি।
শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকারী বলি সবে খ্যাতি॥
"কলকণ্ঠ-সুকণ্ঠ-সুধাকণ্ঠ-ভারত।
সারদ-বিদ্যাবিলাস-সরসাদি" ভৃত্য॥
কৃষ্ণের সঙ্গীতের তাল করয়ে ধারণ।
প্রবন্ধাদি রচনায় রসজ্ঞ-নিপুণ॥
সূচীকর্ম্ম নিপুণ "রোচিক" ভৃত্য হন।
কাঁচুলী প্রভৃতি তেঁহ করয়ে নির্ম্মাণ॥
"সুমুখ-দুর্লভ-রঞ্জনাদি" ভৃত্যগণ।
বস্ত্রক্ষালন কার্য্যে অধিকারী হন॥
"পুণ্য পুঞ্জ-ভাগ্যরাশি" নামে ভৃত্যদ্বয়।
দোঁহে শ্রীকৃষ্ণের নাপিত কার্য্য করয়॥
"রঙ্গণ-টঙ্কন" শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ণকার।
"পবন-কর্ম্মঠ" ভৃত্য হন কুম্ভকার॥
মন্থন পাত্র, মৃত্তিকার অন্ন পান পাত্র।
এসব নির্ম্মাণ কার্য্যে দোঁহে সদা রত॥
"বাৰ্দ্ধকী-বৰ্দ্ধমান" নামক ভৃত্যদ্বয়।
শ্রীকৃষ্ণের খট্টা-শকট প্রস্তুত করয়॥
"সুচিত্র-বিচিত্র" নামক ভৃত্য দুইজন।
নানাবিধ মূর্ত্তি অঙ্কন করে অনুক্ষণ॥
"কুণ্ড-কঠোল-করণ্ড-কটুলাদি" ভৃত্যগণ।
শ্রীকৃষ্ণের শিল্পকার্য্যের সেবক গণন॥
দাম মন্থান-কুঠার-পেটী-শিক্য নির্ম্মাণ।
এসকল দ্রব করে কুণ্ডাদি ভৃত্যগণ॥

"গঙ্গা-পিশঙ্গী মণিকস্তনী পিঙ্গলা আর ।
হংসী বংশীপ্রিয়া শ্রীমঙ্গলাদি" প্রচার ॥
এসকল ধেনু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হয় ।
নৈচীক বলিয়া তারা সবে খ্যাত হয় ॥
"পদ্মগন্ধ-পিশঙ্গাক্ষ" প্রিয় বলদ দ্বয় ।
"সুরঙ্গ" নামে মৃগ, "দধিলোভ" বানর কয় ॥
"বাভ্র-ভ্রমরক" কৃষ্ণের কুকুর দ্বয় ।
"কলস্বন" নামে রাজহংস এক হয় ॥
"তাণ্ডরিক" হয় এক ময়ূরের নাম ।
"দক্ষ-বিচক্ষণ" দুই শুকপক্ষী আখ্যান ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বন হয় বৃন্দাবন ।
মঙ্গল হইতে ইহা মঙ্গল কথন ॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ক্রীড়াশৈল হয় ।
পানীয় তৃণাদি দ্বারা গোধন পুষ্টি করয় ॥
মানস গঙ্গার ঘাট 'পারঙ্গ' নামে খ্যাত ।
নীলবর্ণ মনিময় ক্ষুদ্র মণ্ডপ বিরাজিত ॥
ঘাটের সিঁড়িতে যে সকল কন্দর রয় ।
"মনিকন্দলী" নাম তাহার কহয় ॥
উক্ত ঘাটে 'বিলাসতরা' নৌকা বিরাজিত ।
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণ মন্দির, যেন লক্ষ্মীবিরাজিত ॥
উক্ত পর্ব্বতে পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডশৈল রয় ।
সদলবলে কৃষ্ণ যথা উপবেশন-করয় ॥
তথায় উত্তম চিহ্নযুক্ত আসন সজ্জিত ।
তেকারণে হইয়াছে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত ॥
ঐ আস্থানী মণ্ডপের নাম আমোদ বর্দ্ধন ।
উত্তম সুগন্ধে আমোদিত অনুক্ষণ ॥
কৃষ্ণের সরোবর নাম হয়ত "পাবন ।"
তীরে বহু মনোরম লীলাকুঞ্জ শোভন ॥
কৃষ্ণ-কুঞ্জ মন্দার কামদেবের তীর্থ হয় ।
মনিময় কুট্টিম ইহাতে শোভয় ॥

প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বটবৃক্ষ, "ভাণ্ডীর" নাম ।
কদম্বরাজ হয় কদম্ববৃক্ষের নাম ॥
সমস্ত বিলাস-আস্পদ যমুনা পুলীন ।
অনঙ্গ-রঙ্গভূমি হয় ইহার আখ্যান ॥
যমুনার মহাতীর্থ খেলাতীর্থ নাম ।
রাধা সহ কৃষ্ণ তথা বিহরে অবিরাম ॥
'শরদিন্দু' নাম হয় কৃষ্ণের দর্পণ ।
"মধুমারুত" নামে হয় তাহাব ব্যজন ॥
লীলাপদ্মের নাম "সদাস্মেব" হয় ।
খেলিবার গেঁড়ুয়ায় "চিত্রকোরক" কহয় ॥
ধনুব গুণের নাম "মঞ্জুল"শর হয় ।
দুই দিগের অগ্রভাগকে 'মনিবন্ধা' কয় ।
শ্রীকৃষ্ণের ধনু স্বর্ণ দ্বাবা চিত্রিত ।
"বিলাস কার্ম্মণ" বলি তার নাম খ্যাত ॥
কৃষ্ণেব কাটারীর নাম "তুষ্টিদা" হয় ।
দিবাবস্ত্রে আবদ্ধ বাঁট সুন্দর দেখায় ॥
"মন্দ্রঘোষ" বিষাণের নাম বাখানি ।
শ্রীবংশীর নাম হয় "ভুবনমোহিনী ॥"
বংশী বড়শীবৎ রাধা চিত্ত আকর্ষয় ।
"মহানন্দা" নাম ইহার নামান্তর হয় ॥
ছয়টি ছিদ্র বেণু মধ্যে দৃশ্যমান ।
'মদন ঝঙ্কৃতি' বলি তাহার আখ্যান ॥
শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকে 'সরালা' কহয় ।
ইহার কাকলীতে কোকিল নিঃশব্দ হয় ॥
"গৌড়ী-গুর্জ্জরী" নামে দুই রাগ কহয় ।
শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় জানিহ নিশ্চয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের জপমন্ত্র "রাধা" নাম খ্যাত ।
সাধ্যাঙ্কিত হয় সদা জানিহ নিশ্চিত ॥
"দণ্ড-মণ্ডন", বীণার নাম "তরঙ্গিনী ।"
'পশুবশীকার' গোদোহন রজ্জু বাখানি ॥

দোহন পাত্রের নাম "অমৃত দোহনী"।
শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে যে মহারক্ষা আছে।
যশোদা অর্পিত নবরত্ন চিহ্ন তাছে॥
অঙ্গদ যুগলের নাম "রঙ্গদ" কহয়।
অঙ্কনদ্বয় "চন্দন" নামে খ্যাত হয়॥
নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় "রত্নমুখী" নাম।
"পীতাম্বর" হয় তাঁর বসনের নাম॥
এ বসন বহু বহু শাস্ত্রে আছে খ্যাত।
একন্য পীতাম্বর নামে শ্রীকৃষ্ণ বিখ্যাত॥
কিঙ্কিনীর নাম "কাল ঝঙ্কারা" কহয়।
নুপুর দ্বয়ের নাম "হংস গঞ্জন" হয়॥
কৃষ্ণের হারের নাম হয় "তারাবলী"।
মনিমালার নাম "তড়িৎপ্রভা" বলি।
সপ্ত বিংশতি মুদ্রা তাহে ঝলমলি॥
বক্ষঃস্থিত পদক নাম "হৃদয় মোদন"।
শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব তাহে প্রতিফলন॥
কৃষ্ণের মণির নাম "কৌস্তুভ" কহয়।
কালীয় দমনে তৎ পত্নী সমর্পয়॥
কুণ্ডলদ্বয়ের আকার মকরের ন্যায়।
এ কুণ্ডল রতি-রাগের অধিষ্ঠাত্রী হয়॥
কিরীটের নাম হয় "রত্ন পার"।
"চামর ডামরী" নাম হয় যে চূড়ার॥
মস্তকস্থিত "শিখণ্ড" মুকুট আখ্যান।
নবরত্ন নিন্দি "নবরত্ন বিড়ম্ব" নাম॥
গুঞ্জামালার নাম "রাগবল্লী" কহয়।
তিলকের নাম "দৃষ্টি মোহন" খ্যাত হয়॥
নানাবিধ পত্র পুষ্পে বনমালার গঠন।
চরণ পর্য্যন্ত ইহা সদা দোদুল্যমান॥
পঞ্চবর্ণ পুষ্প দ্বারা যেই মালা বিরচিত।
সেই মালা "বৈজয়ন্তী" নামেতে বিখ্যাত॥

শুভ ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতে কৃষ্ণ আবির্ভাব।
তেকারণে সংসারে এ তিথির প্রভাব॥
এ তিথিতে চন্দ্রপ্রিয়া রোহিণী সহিতে।
আকাশে উদয় হন বিখ্যাত জগতে॥
রাধাবৃন্দাবনেশ্বরী আভীর বালাগ্রগণ্যা।
"ললিতা-বিশাখাদি" রাধার সখীর প্রধানা॥
পদ্মা-শ্যামা-শৈব্যা-ভদ্রা-তারা-চন্দ্রাবলী।
বিচিত্রা-গোপালী-পালিকা আর চন্দ্রশালী॥
মঙ্গলা-বিমলা-লীলা-তরলাক্ষী-মনোরমা।
কন্দর্প-মঞ্জরী-মঞ্জুভাষিণী-খঞ্জনেক্ষণা॥
কুমুদা-কৈরবী-কৃষ্ণা-কুঙ্কুমা-শঙ্করী।
শারদাক্ষী-বিশারদা-শারদী আর শারী॥
ইন্দ্রাবলী-তারাবলী-শিবা-গুণবতী।
কেলিমঞ্জরী-হারাবলী-চকোরাক্ষী-ভারতী॥
সুমুখী-কমলা আদি গোপাঙ্গনাগণ।
চন্দ্রাবলীগণে কৃষ্ণ-প্রেয়সী গণন॥
এসব গোপিকনা মধ্যে শত শত যূথ।
লক্ষ সংখ্যক রমনী রহয়ে প্রতি যূথ॥
এইসব যূথ মধ্যে কতিপয় কান্তাগণ।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা বলিয়া তারা গণ্য হন॥
শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা-শ্যামলা আর।
পালিকাদি মধ্যে "রাধা-চন্দ্রা" শ্রেষ্ঠা প্রচার॥
দুই কান্তার যূথে কোটি সংখ্যা কান্তা রয়।
দুঁহু মধ্যে মাধুর্য্য গুণে রাধা শ্রেষ্ঠ হয়॥
রাধার অপর নাম গান্ধর্ব্বা কথন।
গান-নৃত্য-বাদ্যাদি ইহাতে পর্য্যবসান॥
কৃষ্ণসম মাধুর্য্যবান জগতে দুর্লভ।
এই কৃষ্ণই হয় শ্রীরাধার বল্লভ॥
পরার্দ্ধ হতে পুনঃ পরার্দ্ধ সংখ্যার গণন।
প্রাণাপেক্ষা কৃষ্ণ রাধার প্রিয় ততগুণ॥

নানা বৈদগ্ধী নিপুণা সুধার্ণব স্বরূপিনী।
রাধার রূপ লাবণ্যের শুনহ কাহিনী॥
নবগোরচনা-সম রাধার বরণ।
পরিধানে নীলবস্ত্র অতি শোভমান॥
তাহে মুক্তাবলী প্রভা বহির্গত হয়।
তদুপরি পুষ্পমালা অতি শোভাময়॥
দীর্ঘ কেশ পাশ মুক্তা মালার সুশোভিত।
বেণীতে বিবিধ বিন্যাসে পুষ্পমালা শোভিত॥
কপালে সিন্দুর-বিন্দু অতি দীপ্তিমান।
অলকা-তিলকা তাহে বিচিত্র বিধান॥
বাহু যুগলে নীলবর্ণ মনিযুক্ত কঙ্কন।
অনঙ্গ দণ্ডের লাবণ্যে মুগ্ধ করে কৃষ্ণ মন॥
নয়নোৎপল যুগ্ম আকর্ণ শোভিত।
ত্রিলোকজয়ী কজ্জল তাহাতে সুদীপ্ত॥
তিল পুষ্পন্যায় নাসা বেশর সুশোভিত।
রত্নখচিত তাড়ঙ্ক যুগ কারুকার্যাযুক্ত॥
নিম্ন অধর সুধা হইতে কমনীয়।
রক্তপদ্ম জিনি রক্তিম আভা শোভনীয়॥
দন্ত পঙ্‌ক্তি মুক্তামালার ন্যায় উজ্জ্বল।
সুন্দর জিহ্বায় দন্তশোভা সমুজ্জ্বল॥
পক্কবিম্ববৎ ওষ্ঠ রসনা সুন্দর।
মুখপদ্ম কোটিচন্দ্র শোভার আকর॥
চিবুকের লাবণ্য কন্দর্প মুগ্ধ করে।
মসিবিন্দু ন্যায় কস্তুরী বিন্দু শোভা ধরে॥
চিত্ররেখা মুক্তামালা কণ্ঠে বিভূষণ।
রমনীয় গ্রীবা-পৃষ্ঠ, পার্শ্বে মন বিমোহন॥
বক্ষে হেমকুম্ভতুল্য স্তন সুশোভিত।
কাঁচুলী আচ্ছাদিত মুক্তাহার বিরাজিত॥
বাহুদ্বয়ের লাবণ্যে মোহ উৎপাদয়।
বাহুদ্বয়ে বলয় রত্নময় অঙ্গদ শোভয়॥

রত্নময় কঙ্কনে বাহুদ্বয় দীপ্তিমান।
রক্তপদ্মের ন্যায় নখচন্দ্র শোভমান॥
পদ্ম-চন্দ্রকলা-ছত্র-কুণ্ডল-ভ্রমর।
যূপ-শঙ্খ-বৃক্ষ-কুসুম আর ভ্রমর॥
স্বস্তিকাদি রাধার কর চিহ্ন সকল।
নানাচিত্রে সুশোভিত দায়ক মঙ্গল॥
করের অঙ্গুলী সরে রত্নাঙ্গুরী সুন্দর।
উদর লাবণ্যময়, নাভী সুগভীর॥
কটীতট-মধ্যভাগ ক্ষীণ লাবণ্য মণ্ডিত।
ত্রিবলীরূপ লতা কিঙ্কিনী জালে সুশোভিত॥
রামরম্ভা ন্যায় উরু যুগল সুন্দর।
জানুদ্বয় সুন্দর, কেলি রসের আকর॥
বক্ররাজ ন্যায় মনি নুপুর চরণে।
পদোঙ্গুরীয় দ্বারা শোভিত বিলক্ষণে॥
শঙ্খ চন্দ্র হস্তী-যব-ধ্বজাঙ্কুশ-রথ।
ডম্বুর-স্বস্তিক-মৎস্যাদি চিহ্ন বিরাজিত॥
পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃ রাধিকার।
বিরাজ উজ্জ্বল কৈশোর ভাবের বিকার॥
গোপেন্দ্র গৃহিণী হন "শ্রীযশোমতী" নাম।
মাতা স্নেহে রাধায় করে অধিক স্নেহ দান॥
পিতা তাঁর "বৃষভানু", মাতা "কীর্ত্তিদা" নাম।
পিতামহ "মহীভানু", মাতা "ইন্দু" হন॥
মাতামহী "মুখরা", পিতামহী "সুখদা" নাম।
"রত্নভানু-সুভানু ভানু" খুল্যতাত আখ্যান॥
"ভদ্রকীর্ত্তি-মহাকীর্ত্তি-কীর্ত্তিচন্দ্র" মাতুল।
"মেনকা-ষষ্ঠী-গৌরী-ধাত্রী-ধাতকী" মাতুলানী হন।
মাসী "কত্তিমতী", পিসী "ভানু মুদ্রা" নাম।
পিসে "কাশ", মেসো "কুশ" নামের আখ্যান॥
জ্যেষ্ঠ "শ্রীদামা", কনিষ্ঠ "অনঙ্গ মঞ্জরী" হন।
শ্বশুর "বৃক গোপ", দেবর "দুর্ম্মদ" কথন॥

শশ্রূ 'জটিলা', 'অভিমন্যু' পতি অভিমান।
ননন্দা 'কুটিলা', রাধার দোষানুসন্ধান॥
'ললিতা-বিশাখা-সুচিত্রা-চম্পকলতা।
রঙ্গদেবী-সুদেবী আর তুঙ্গবিদ্যা,
ইন্দুরেখা' এই অষ্ট-যূথেশ্বরী খ্যাতা॥
'কুরঙ্গাক্ষী-মণ্ডলী-মালতী-মনিকুণ্ডলা।
চন্দ্রলতিকা-মাধবী আর শশিকলা॥
মদনালসা-মঞ্জুমেধা-কামলতিকা।
সুমধ্যা-মধুরেক্ষণা-কমলা-চন্দ্রিকা॥
গুণচূড়া-বরাঙ্গদা-মাধুরী-প্রেমমঞ্জরী।
তনুমধ্যমা-মঞ্জুকেশী-কন্দর্প সুন্দরী॥
কোটি-কোটি সংখ্যায় বিভক্ত প্রিয় সখীগণ।
প্রাণসখীগণের এবে শুন বিবরণ॥
'কাদম্বরী-শশিমুখী-লাসিকা কেলীকন্দলী।
চন্দ্ররেখা-প্রিয়ংবদা-আর রত্নাবলী॥
মদোন্মদা-মধুমতী-বাসন্তী-কলভাষিণী।
মনিমতী-কর্পূর লতিকাদি সখী জানি॥
'মনোজ্ঞা মনিমঞ্জরী-সিন্দুরা-চন্দনবতী।
কৌমুদী-কস্তুরী-মন্দিরাদি' নিত্য সখীখ্যাতি॥
'অনঙ্গ-রূপ-রতি লবঙ্গ-রাগমঞ্জরী।
রস-বিলাস প্রেম-মণি সুবর্ণমঞ্জরী॥
শ্রীপদ্ম-লীলা-হেম-কাম-রত্নমঞ্জরী।
কস্তুরী-গন্ধ আর নেত্রাদি' মঞ্জরী॥
"সুপ্রেমা-রতি মঞ্জরী" নামে যে দুইজন।
'ভানুমতী' বলি অন্য নামের কথন॥
সূর্য্যদেব রাধার উপাসনার পাত্র।
কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্র জপমন্ত্র॥
ভগবতী পৌর্ণমাসী সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
যুগলকিশোর লীলায় সহায়কারিণী॥
অষ্টসখী মঞ্জরী আর তাহাদের গণ।
বিলাস লাগি পৃথক, বস্তুতঃ এক হন॥

"বৃন্দা-কুন্দলতা" আদি সখীগণ।
বনবিলাসের তারা সহায়ক হন॥
"ধনিষ্ঠা-গুণমালা" আদি সখীগণ।
নন্দগৃহে অনুক্ষণ করে অবস্থান॥
"কামদা" নামেতে ধাতৃকন্যা একজন।
কোন সখীর বিশেষভাবে কৃষ্ণের সেবন॥
"রাগলেখা-কলাকেলী-মঞ্জুলাদি" আর।
শ্রীরাধিকার করে সবে দাসী ব্যবহার॥
"নান্দীমুখী-বিন্দুমতী" সখী কতিপয়।
মানে মিলন করাই সন্ধিকার্য্য নির্ব্বাহয়॥
"শ্যামলা আর মঙ্গলা" আদি সখীগণ।
সুহৃৎপক্ষ বলিয়া সবে খ্যাত হন॥
"চন্দ্রাবলী" আদি যতেক কান্তাগণ।
শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ বলি খ্যাত হন॥
"রসোল্লাসা-গুণতুঙ্গা আর কলাকণ্ঠী।
স্বরোচ্ছ্বরা-সুকণ্ঠী আর পিককণ্ঠী॥"
এই ছয় সখী রাধার গায়ক কথন।
গীতবাদ্যাদি কলাবিষয়ে দক্ষ হন॥
বিশাখা রচিত-গীত করিয়া কীর্ত্তন।
করয়ে বিশেষ কৃষ্ণের আনন্দ সম্পাদন॥
"মানিকী-নর্ম্মদা-প্রেমবতী-কুসুমপেশলা।
বংশী" প্রভৃতির শুষির বাদ্যেতে কুশলা॥
বীণাদির তত বাদ্য, মুরজাদির আনদ্ধ বাদ্য।
কৃষ্ণে সুখ দেয় বাজাই কাংস্য তালাদির ঘনবাদ্য॥
নিত্যসখী-প্রাণসখী প্রিয়সখী আর।
পরম শ্রেষ্ঠ সখী এই চারি প্রকার॥
"রাগলেখা-কলাকেলি-ভুরিদাদি"গণ।
শ্রীরাধার দাসী বলি সব র কথন॥
"সুগন্ধা-নলিনী" হন নাপিতের কন্যা।
"মঞ্জিষ্ঠা-রঙ্গরাগা" রজকের কন্যা॥

"পালিন্দ্রী" নাম রাধার বেশভূষাকারিণী।
"চিত্রিনী" নাম হয় রাধার চিত্রকারিণী॥
"মান্ত্রিকী-তান্ত্রিকী" নামে দৈবজ্ঞা দুইজন।
দৈব ঘটনা হতে সতর্ক করে অনুক্ষণ॥
বয়োজ্যেষ্ঠা "কাত্যায়নী" আদি দূতীগণ।
"ভাগ্যবতী-পুঞ্জপুঞ্জা" হড্ডিপ কন্যা হন॥
"ভঙ্গী-মল্লী-মত্তল্লী পুলীন্দ কন্যা হন।
কৃষ্ণলীলা সহায়েতে হন কৃষ্ণগণ॥
গর্গের কন্যা "গার্গী" পূজনীয়া হন।
"ভঙ্গারিকা" প্রভৃতি চেটী নামের কথন॥
"সুবল-উজ্জ্বল-গন্ধর্ব্ব-শ্রীমধুমঙ্গল।
রক্তকাদি" উভয়পক্ষের বিদূষক হন॥
'বিজয়া-রসালা আর পয়োদাদি' গণ।
বিট-পত্নী বলিয়া হয় সবার কথন॥
"তুঙ্গী-পিশঙ্গী-কলকন্দলাদি"গণ।
রাধার সমীপবর্ত্তী রহেন সর্ব্বক্ষণ।
"মঞ্জুলা-বিন্দুলা-সন্ধ্যা-মৃদুলাদি"গণ॥
বালিকা বলিয়া হয় সবার কথন।
"সুনন্দা-যমুনা-বহুলাদি" রাধার গোধন।
প্রতি বর্ষে প্রসবকারিণী সবে হন॥
ক্ষুদ্র বাছুরী "তুঙ্গী" অতি হৃষ্ট পুষ্ট হয়।
"কক্খটি" বৃদ্ধ বানরীর নাম কহয়॥
"রঙ্গিনী" নামেতে হয় হরিণী রাধিকার।
"চারুচন্দ্রিকা" নাম চকোরী তাহার॥
"তুণ্ডীকেরী" রাধার হংসীর নাম হয়।
এই হংস রাধাকুণ্ডে সদা বিচরয়॥
"তুণ্ডিকা" নামেতে এক ময়ূরী আছয়।
"সূক্ষ্মধী-শুভা" দুই শারিকার নাম হয়॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগীত ললিতা রচয়।
শারীদ্বয় গাহি তাহা রস সঞ্চারয়॥

রাধার তিলকের নাম "স্মরযন্ত্র" কয়।
তিলক দর্শনে কৃষ্ণের কাম উপজয়॥
হারের নাম "হরিমনোহর" কহয়।
রত্নময় তাড়ঙ্ক যুগে "রোচন" কয়॥
তাড়ঙ্ক শব্দেতে তাড়্বাগারে কহয়।
নাসিকার মুক্তার নাম "প্রভাকরী" হয়॥
বক্ষস্থলের পদকের নাম যে "মদন"।
কৃষ্ণের আকৃতি তাহে প্রতিবিম্বিত হন॥
মণির নাম হয় "শঙ্খচূড়" শিরোমণি।
স্যমন্তক মণির পর্য্যায়ভুক্ত মণি।
এককালে চন্দ্র সূর্য্যোদয়ে পুষ্পবন্ত কয়।
রাধার সৌভাগ্য মণি তারে ধিক্কার করয়॥
চরণের চটক, চটকের ন্যায় শব্দ করে।
কেয়ূরের নাম "মণিকর্ব্বুর" ধরে॥
নামাঙ্কিত মুদ্রা "বিপক্ষমদমর্দ্দিনী"।
কাঞ্চীর নাম "কাঞ্চন চিত্রাঙ্গী" বাখানি॥
নূপুরের নাম "রত্নগোপুর" কহয়।
ধ্বনিতে কৃষ্ণের মন অবরুদ্ধ হয়॥
"মেঘাম্বর" নাম হয় রাধার বসন।
করবিন্দ পুষ্পবৎ ইহার প্রভা হন॥
এই বসন দুইভাগে বিভক্ত হয়।
একখানি পরিধেয়, অন্য উত্তরীয়॥
পরিধেয় মেঘাভ নিজ অতিপ্রিয় হয়।
উত্তরীয় রক্তবর্ণ কৃষ্ণপ্রিয় কয়॥
দর্পণের নাম "সুধাংশু দর্পহরণ"।
চতুঃপার্শ্বে মণি দ্বারা হয়ন্ত গ্রন্থন॥
কেশবন্ধন শলাকা "নর্ম্মদা" আখ্যান।
চিরুণী "স্বস্তিদা" নাম সুবর্ণ নির্ম্মাণ॥
"কন্দর্পকুহলী" হয় পুষ্পের উদ্যান।
পুষ্পদ্বারা ভূষিত রহয়ে সর্ব্বক্ষণ॥

স্বর্ণযুথী পুষ্পের "তড়িদ্বল্লী" নামান্তর।
নিজ নামে কুণ্ড "রাধাকুণ্ড" খ্যাত চরাচর॥
কুণ্ডের নীলবর্ণ বেদীর প্রান্তেতে বসিয়া।
নানাবিধ কথা কহে রাধাকৃষ্ণ আসিয়া॥
"মল্লার-ধনাশ্রী" রাগ হৃদয় মোদন।
"ছালিক্য" নামেতে নৃত্য অতি প্রিয় হন॥
"রুদ্র বল্লকী" বীণা হয় প্রিয় যন্ত্রবাদ্য।
এইমত রাধাকৃষ্ণের প্রিয় দ্রব্য বেদ্য॥
ভাদ্র শুক্লাষ্টমী রাধার জন্মতিথি হন।
এ তিথিতে ষোলকলায় চন্দ্রের রমণ॥
অষ্টমীতে অষ্টকলার স্বাভাবিক প্রকাশ।
যোগমায়া প্রভাবে ষোলকলার বিকাশ।
রাধাবৃন্দাবননাথের গণ অগণন।
সংখ্যা গণিবারে করি গ্রন্থে দিগ্দর্শন॥
রূপগোস্বামী পাদের অদ্ভুত বর্ণন।
যাহার পঠনে জ্ঞাত ব্রজ পরিজন॥

নিত্যসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণের যত পরিবার।
তাদের স্মরণে সাধক যায় পারাবার॥

সপার্ষদ রাধাকৃষ্ণের লীলার বিহার।
স্মরিয়া সাধক যায় গোচর তাহার॥

গোপকিশোরীর বেশে লীলায় বিহরে।
অনুগতা হয়া সেবে আনন্দ অন্তরে॥

শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায় লভ্য এই ধন।
কৃপা করি বর্ণে তেঁহ এ গ্রন্থ রতন॥

রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ বৃহৎ-লঘু ক্রমে।
জীবে কৃপা প্রকাশিতে বর্ণে অনুক্রমে॥

সাধ্যমত বঙ্গভাষায় করিনু প্রকাশ।
অপরাধ-ক্ষমা কর যত গৌরদাস॥

শ্রীরূপ গোস্বামী পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে যুগলকিশোর সেবন॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশের বৃহৎ ও লঘু ভাগে উল্লেখিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দের নামাবলী অক্ষরানুক্রমিক ভাবে বর্ণিত হইল। বঙ্গানুবাদের পৃষ্ঠানুরূপ নাম ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হইল।

স্বর্ণযুথী পুষ্পের "তড়িদ্বল্লী" নামান্তর।
নিজ নামে কুণ্ড "রাধাকুণ্ড" খ্যাত চরাচর॥
কুণ্ডের নীলবর্ণ বেদীর প্রান্তেতে বসিয়া।
নানাবিধ কথা কহে রাধাকৃষ্ণ আসিয়া॥
"মল্লার-ধনাশ্রী" রাগ হৃদয় মোদন।
"ছালিক্য" নামেতে নৃত্য অতি প্রিয় হন॥
"রুদ্র বল্লকী" বীণা হয় প্রিয় যন্ত্রবাদ্য।
এইমত রাধাকৃষ্ণের প্রিয় দ্রব্য বেদ্য॥
ভাদ্র শুক্লাষ্টমী রাধার জন্মতিথি হন।
এ তিথিতে ষোলকলায় চন্দ্রের রমণ॥
অষ্টমীতে অষ্টকলার স্বাভাবিক প্রকাশ।
যোগমায়া প্রভাবে ষোলকলার বিকাশ।
রাধাবৃন্দাবননাথের গণ অগণন।
সংখ্যা গণিবারে করি গ্রন্থে দিগ্‌দর্শন॥
রূপগোস্বামী পাদের অদ্ভুত বর্ণন।
যাহার পঠনে জ্ঞাত ব্রজ পরিজন॥

নিত্যসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণের যত পরিবার।
তাদের স্মরণে সাধক যায় পারাবার॥

সপার্ষদ রাধাকৃষ্ণের লীলার বিহার।
স্মরিয়া সাধক যায় গোচর তাহার॥

গোপকিশোরীর বেশে লীলায় বিহরে।
অনুগতা হয়া সেবে আনন্দ অন্তরে॥

শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায় লভ্য এই ধন।
কৃপা করি বর্ণে তেঁহ এ গ্রন্থ রতন॥

রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ বৃহৎ-লঘু ক্রমে।
জীবে কৃপা প্রকাশিতে বর্ণে অনুক্রমে॥

সাধ্যমত বঙ্গভাষায় করিনু প্রকাশ।
অপরাধ ক্ষমা কর যত গৌরদাস॥

শ্রীরূপ গোস্বামী পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে যুগলকিশোর সেবন॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশের বৃহৎ ও লঘু ভাগে উল্লেখিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দের নামাবলী অক্ষরানুক্রমিক ভাবে বর্ণিত হইল। বঙ্গানুবাদের পৃষ্ঠানুরূপ নাম ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হইল।

স্বর্ণযুথী পুষ্পের "তড়িদ্বল্লী" নামান্তর।
নিজ নামে কুণ্ড "রাধাকুণ্ড" খ্যাত চরাচর ॥
কুণ্ডের নীলবর্ণ বেদীর প্রান্তেতে বসিয়া।
নানাবিধ কথা কহে রাধাকৃষ্ণ আসিয়া ॥
"মল্লার-ধনাশ্রী" রাগ হৃদয় মোদন।
"ছালিক্য" নামেতে নৃত্য অতি প্রিয় হন ॥
"রুদ্র বল্লকী" বীণা হয় প্রিয় যন্ত্রবাদ্য।
এইমত রাধাকৃষ্ণের প্রিয় দ্রব্য বেদ্য ॥
ভাদ্র শুক্লাষ্টমী রাধার জন্মতিথি হন।
এ তিথিতে ষোলকলায় চন্দ্রের রমণ ॥
অষ্টমীতে অষ্টকলার স্বাভাবিক প্রকাশ।
যোগমায়া প্রভাবে ষোলকলার বিকাশ।
রাধাবৃন্দাবননাথের গণ অগণন।
সংখ্যা গণিবারে করি গ্রন্থে দিগ্ দর্শন ॥
রূপগোস্বামী পাদের অদ্ভুত বর্ণন।
যাহার পঠনে জ্ঞাত ব্রজ পরিজন ॥

নিত্যসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণের যত পরিবার।
তাদের স্মরণে সাধক যায় পারাবার ॥

সপার্ষদ রাধাকৃষ্ণের লীলার বিহার।
স্মরিয়া সাধক যায় গোচর তাহার ॥

গোপকিশোরীর বেশে লীলায় বিহরে।
অনুগতা হয়া সেবে আনন্দ অন্তরে ॥

শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায় লভ্য এই ধন।
কৃপা করি বর্ণে তেঁহ এ গ্রন্থ রতন ॥

রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ বৃহৎ-লঘু ক্রমে।
জীবে কৃপা প্রকাশিতে বর্ণে অনুক্রমে ॥

সাধ্যমত বঙ্গভাষায় করিনু প্রকাশ।
অপরাধ ক্ষমা কর যত গৌরদাস ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে যুগলকিশোর সেবন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশের বৃহৎ ও লঘু ভাগে উল্লেখিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দের নামাবলী অক্ষরানুক্রমিক ভাবে বর্ণিত হইল। বঙ্গানুবাদের পৃষ্ঠানুরূপ নাম ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হইল।

ঘ (বৃহৎ)—ঘর্ঘরা ১৮, ঘণ্টা ১৮, ঘাটিকা ১৮, ঘূর্ণি ১৮, ঘোরা ১৮, ঘোনী ১৮।

চ (বৃহৎ)—চকিনী ১৮, চক্রাজ ১৮, চণ্ডিকা ১৮, চম্পকলতা ১৯, চণ্ডাঙ্ক ১৯, চর্চ্চিকা ১৯, চতুর ১৯, চপলা ২৭, চন্দ্রিকা ২৭, চন্দ্রলতিকা ২৭, চাটু ১৭, চারুমুখ ১৭, চারুচণ্ডী ২৫, চারুকথরা ২৭, চারী ২৬, চিত্ররেখা ২৭, চিত্র ২৪, চিত্রা ১৯, চুণ্ডী ১৮, চণ্ডুরী ২৬, চূড়া ২৬, চোণ্ডিকা ১৮।

চ (লঘু)—চন্দন ৪০, চন্দনকলা ৪৩, চতুর ৪২, চন্দ্রভানু ৪৩, চন্দ্রহাস ৪৩, চন্দ্রমুখ ৪৩, চন্দ্রাবলী ৪৫, চন্দ্রশালী ৪৫, চকোরাক্ষী ৪৫, চম্পকলতা ৪৭, চন্দ্রলতিকা ৪৭, চন্দ্রিকা ৪৭, চন্দ্ররেখা ৪৭, চন্দনবতী ৪৭, চারণ ৪২, চারুচন্দ্রিকা ৪৮, চিত্রিনী ৪৮।

জ (বৃহৎ)—জটিলা ১৭।

জ (লঘু)—জটিলা ৪৩, জম্বুল ৪২।

ট (লঘু)—টঙ্কন ৪৩।

ড (বৃহৎ)—ডক্কা ১৮, ডামরী ১৮, ডামনী ১৮, ডিণ্ডিমা ১৮, ডুম্বী ১৮।

ত (বৃহৎ)—তরীষণ ১৮, তালি ১৮, তামাংশুকা ২৫, তিলকিনী ২৭, তীলাট ১৮, তুলাবতী ১৮, তুণ্ডু ১৮, তুণ্ডী ১৮, তুষ্টি ১৮, তুঙ্গভদ্রা ২৭, তুঙ্গবিদ্যা ১৯।

ত (লঘু) তরুণী ৪২, তরলাক্ষী ৪৫, তনুমধ্যমা ৪৭, তালিক ৪২, তাণ্ডবিক ৪৪, তারা ৪৫, তারাবলী ৪৫, তান্ত্রিকী ৪৮, তুঙ্গ ৪২, তুঙ্গী ৪৮, তুণ্ডীকেরী ৪৮, তুণ্ডিকা ৪৮, তুঙ্গবিদ্যা ৪৮।

দ (বৃহৎ)—দধিসারা ১৭, দণ্ডী ১৮, দক্ষিণা ১৯, দাম্নী ২৭, দুর্মদ ২১, দুর্ব্বল ২০, দেবকী ১৬।

দ (লঘু)—দণ্ডী ৪০, দক্ষ ৪৪, দধিলোভ ৪৪, দাম ৪০, দিব্যশক্তি ৪০, দীপন ৪৩, দুর্মদ ৪৬, দুর্লভ ৪৫, দেবপ্রস্থ ৪৩।

ধ (বৃহৎ)—ধনিষ্ঠা ২৭, ধরণীধরা ১৮, ধূর্ব্ব ১৮, ধুরীন ১৮।

ধ (লঘু)—ধনিষ্ঠা ৪২, ধাত্রী ৪৬, ধাতকী ৪৬, ধীমান ৪২।

ন (বৃহৎ)—নন্দ ১৬, নন্দন ১৭, নন্দিনী ১৭, নন্দা ২৭, নাগরী ২৭, নাগবেণী, ২৭, নীতি ১৮।

ন (লঘু)—নন্দী ৪০, নর্ম্মদা ৪৭, নলিনী ৪৭, নান্দীমুখী ৪৩, নীতিসার ৪২, নেত্রমঞ্জরী ৪৭।

প (বৃহৎ) পঞ্চ'চ্য ১৬, পণ্ডব ১৭, পটুশ ১৮, পটীর ১৮, পক্ষাতি ১৮, পয়োনিধি ২০, পঙ্কজাক্ষী ২৭,

প্রভা ১৮, পাটলা ১৭, পাবনী ১৯, পিঙ্গল ১৮, পিঙ্গ ১৮, পিঙ্গলা ২০, পীঠ ১৮, পীঠর ১৯, পুরট ১৮, পুণ্ডবাণী ১৮, পুণ্ডী ১৮, পুষ্কর ১৯, পুষ্পাকর ২১, পুণ্ডরিকা ২৫, পেটরী ২৩, প্রেমমঞ্জরী ২৭, পৌর্ণমাসী ১৮।

প (লঘু)—পত্রক ৪২, পত্রী ৪২, পল্লব ৪২, পযোদ ৪২, প্রবল ৪৩, পবন ৪৩, পদ্মমঞ্জরী ৪৭, পদ্মা ৪৫, প্রগুণ ৪২, পদ্মগন্ধ ৪৪, পালিকা ৪৫, পালিন্দী ৪৮, প্রিয়ঙ্কর ৪০, পিঙ্গর ৪১, পিশঙ্গী ৪৪ পিঙ্গলা ৪৪, পিশঙ্গাক্ষ ৪৪, প্রিয়ংবদা ৪৭, পিককণ্ঠী ৪৭, পিণ্ডরীক ৪০, পুষ্পাঙ্ক ৪০, পুষ্কর ৪১, পুষ্পহাস ৪২, পুঞ্জপুঞ্জা ৪৮, পুন্যপুঞ্জ ৪৩, পেশল ৪২, প্রেমকন্দ ৪২, প্রেমমঞ্জরী ৪৭, প্রেমবতী ৪৭, পৌর্ণমাসী ৪৩।

ফ (বৃহৎ) ফুল্লকলিকা ২১।

ফ (লঘু)—ফুল্ল ৪২, ফুল্লরা ৪৩।

ব (বৃহৎ)—বরীয়সী ১৬, বলাকা ১৭, বটুক ১৭, বরীষণ ১৮, বরারোহ ১৮, বৎসলা ১৮, বরাঙ্গদা ২৭, বক্রেক্ষণ ২০, বার্ত্তিক ১৮, বামনী ১৮, বারুড়ী ২৩, বাহিক ১৯, বাটিকা ১৯, বালিশ ১৯, বিম্বিনী ১৮, বিশাখা ১৯, বিশোক ১৯, বিধুধন্ত ২০, বিদুর ২১, বিজয়া ২৭, বিচিত্রাঙ্গী ২৭, বিশাখা ১৯, বিশালা ১৮, বীরারোহ ১৮, বৃন্দা ২৩, বৃন্দারিকা ২৩, বেদগর্ভ ১৮, বেনা ১৮, বেলা ২০, বৈদিক ১৮।

ব (লঘু)—বলরাম ৪১, বরুপথ ৪০, বসুদাম ৪১, বটুক ৪১, বসন্ত ৪১, বকুল ৪২, বংশী ৪২, বর্দ্ধকী ৪৩, বর্দ্ধমান ৪৩, বসুদেব ৪২, বংশীপ্রিয়া ৪৭, বরাঙ্গদা ৪৭, বহুলা ৪৮, বারিদ ৪২, বাবদূক ৪২ বাভ্র ৪৪, বাসন্তী ৪৭, বিজয়াক্ষ ৪০, বিশাল ৪০, বিটঙ্কাক্ষ ৪০, বিদগ্ধ ৪১, বিনাক ৪১, বিলাস ৪২, বিমল ৪২, বিশাল ৪০, বিচিত্ররাব ৪৩, বিদ্যাবিলাস ৪৩, বিচিত্র ৪৩, বিচক্ষণ ৪৪, বিশাখা ৪৫, বিচিত্রা ৪৫, বিমলা ৪৫, বিলাস মঞ্জরী ৪৭, বিন্দুমতী ৪৭, বিজয়া ৪৮, বিন্দুলা ৪৮, বীরভদ্র ৪০, বীরা ৪৩, বৃষভ ৪০, বৃষভানু ৪১, বৃন্দা ৪৩, বৃন্দারিকা ৪২, বেণী ৪১।

ভ (বৃহৎ)—ভঙ্গুরী ১৮, ভঙ্গী ১৮, ভারুণী ১৮, ভারশাখা ১৮, ভারুণ্ডা ১৮, ভাণ্ডরি ১৮, ভার্গবা ১৮, ভৃঙ্গ ১৮, ভেলা ১৮, ভৈরব ১৯, ভোগিনী ১৮।

ভ (লঘু)—ভদ্র ৪০, ভট ৪০, ভদ্রাঙ্গ ৪০, ভদ্র সেন ৪০, ভদ্রা ৪১, ভঙ্গুর ৪২, ভদ্রকীর্ত্তি ৪৬, ভ্রমরক ৪৪, ভারতীবন্ধু ৪১, ভারত ৪৩, ভাগ্য রাশি ৪৩, ভারতী ৪৫, ভানু ৪৬, ভানুমুদ্রা ৪৬, ভাগ্যবতী ৪৮, ভানুমতী ৪৭, ভৃঙ্গার ৪২, ভৃঙ্গারী ৪২, ভঙ্গী ৪৮, ভৃঙ্গারিকা ৪৮।

ম (বৃহৎ)—মহানীল ১৭, মল্ল ১৭, মঞ্জুবাণী ১৮, মঙ্গল ১৮, মস্কর ১৮, মসৃণা ১৮, মহাযজ্ঞা ১৮, মহাকাব্যা ১৮, মহাবসু ২০, মঞ্জুমেধা ২৪, মরুণ্ডা ২৬, মণিকুণ্ডলা ২৭, মণ্ডলী ২৭, মধুরেক্ষণা ২৭, মধুস্পন্দা ২৭, মদন লালসা ২৭, মধুরেন্দিরা ২৭, মহাগৌরা ২৭, মঞ্জুকেশী ২৭, মনোহরা ২৭, মাঠর ১৮, মাধবী ২৩, মালতী ২৩, মালিকা ২৩, মাধ্বি ২৭, মিত্রা ১৮, মুখরা ৭, মুরলী ২৩, মেদুরা ১৮, মেধা ১৯, মেলা ২৩, মেকচা ২৬, মোদিনী ২৭, মোরটা ২৬।

ম (লঘু)—মণ্ডল ৪০, মণ্ডলী ৪০, মহাগুণ ৪০, মহাভীম ৪০, মণিবন্ধকর ৪০, মন্দার ৪০, মন্দর ৪০, মধু মঙ্গল ৪১, মল্লিকা ৪১, মটুক ৪১, মধু কণ্ঠ ৪২, মধু ব্রত ৪২, মঙ্গল ৪২, মহাগন্ধ ৪২, মধু ৪২, মকরন্দ ৪২, মনোরম ৪২, মহিপাল ৪৩, মঞ্জরী ৪৩, মধুররাব ৪৩, মনিকন্দলী ৪৪, মঙ্গলা ৪৪, মনোরমা ৪৫, মঞ্জুভাষিণী ৪৫, মহীভানু ৪৬, মহাকীর্ত্তি ৪৬, মনিকুণ্ডলা ৪৭, মদন লালসা ৪৭, মঞ্জুমেধা ৪৭, মধুরেক্ষণা ৪৭, মদোন্মদা ৪৭, মধুমতী ৪৭, মনিমতী ৪৭, মনোজ্ঞা ৪৭, মনিমঞ্জরী ৪৭, মন্দিরা ৪৭, মঞ্জুলা ৪৭, মঞ্জুকেশী ৪৭, মঞ্জিষ্ঠা ৪৭, মল্লি ৪৮, মতল্লি ৪৮, মালী ৪২, মানধর ৪২, মালাধর ৪২, মালতী ৪৭, মাধবী ৪৭, মাধুরী ৪৭, মানিকী ৪৭, মান্ত্রিকী ৪৮, মিত্রা ৪১, মুরলা ৪২, মুখরা ৪৬, মৃদুলা ৪৮, মেধা ৪১, মেলা ৪২, মেনকা ৪৬, মোহিনী ৪৩।

য (বৃহৎ)—যশোমতী ১৬, যশোধর ১৭, যশোদেব ১৭, যশোদেবী ১৭, যশস্বিনী ১৭।

য (লঘু) যক্ষেন্দ্র ৪০, যমুনা ৪৮।

র (বৃহৎ)—রঙ্গদেবী ২০, রঙ্গসার ২০, রত্নলেখা ২০, রত্নপ্রভা ২১, রতিকলা ২১, রসালিকা ২৪, রতিকা ২৭, রসোতুঙ্গা ২৭, রঙ্গবাটী ২৭, রসবতী ২৭, রাজন্য ১৬, রামটী ২৬, রামিনী ২৭, রেমা ১৭, রোমা ১৭, রোহিণী ১৬।

র (লঘু)—রণস্থির ৪০, রক্তক ৪২, রসশালী ৪২, রসাল ৪২, রতিপ্রভা ৪২, রঞ্জন ৪৩, রঙ্গন ৪৩, রত্নভানু ৪৬, রত্নাবলী ৪৭, রত্নমঞ্জরী ৪৭, রতি মঞ্জরী ৪৭, রম্ভা ৪২, রসোল্লাসা ৪৭, রঙ্গরাগা ৪৭, রসালা ৪৮, রঙ্গিনী ৪৮, রঙ্গদেবী ৪৭, রূপমঞ্জরী ৪৭, রসমঞ্জরী ৪৭, রাগমঞ্জরী ৪৭, রাগলেখা ৪৭, রাধা ৪৬, রোচনা ৪১, রোহিণী ৪২, রোতিরা ৪৩।

ল (বৃহৎ) - ললিতা ১৯, লীলাবতী ২৭।

ল (লঘু)—ললিতা ৪৫, লবঙ্গ মঞ্জরী ৪৭, লাসিকা ৪৭, লীলা ৪৫, লীলা মঞ্জরী ৪৭।

শ (বৃহৎ)—শঙ্কর ১৮, শঙ্কিনী ১৮, শশীকলা ২৭, শুভাঙ্গদা ২০, শুভাননা ২৭, শারিকা ১৮, শাণ্ডিলী ১৮, শাস্তিদা ২৬, শারদা ২৭, শিলাভেরী ১৮, শিবা ১৮, শিখাম্বরা ১৮, শিখাবতী ২০, শিবদা ২৬, শ্রীমতী ২৭, শৌরসেনী ২৭।

শ (লঘু)—শঙ্করী ৪৫, শশিকলা ৪৭, শশীমুখী ৪৭, শালিক ৪২, শ্যামা ৪৫, শারদি ৪১, শারদাক্ষী ৪৫ শারঙ্গী ৪৫, শারী ৪৫, শ্যামলা ৪৫, শিবা ৪৫, শ্রীভদ্রবর্দ্ধন ৪০, শ্রীদাম ৪০, শুভদ ৪০, শুভা ৪৮, শৈবা ৪৫, শোভা ৪২, শোভন ৪৩।

ষ (লঘু)—ষষ্ঠী ৪৬।

স (বৃহৎ)—সনন্দ ১৬, সঙ্গর ১৮, স্বধা ১৮, সদাশাস্তা ২৬, সানন্দা ১৭, সাবঘ ১৮, সামধেনী ১৮,

স্বাহা ১৮, সান্দীপনি ১৮, সারদী ১৯, সাগর ২০, সাধিকা ২৭, সিন্ধুমতী ২০, সিতাখণ্ডী ২৫, সুধের্জনা ১৬, সুনীল ১৭, সুমুখ ১৭, সুদেব ১৭, সুচারু ১৮, সুখটি ১৮, সুপক্ষ ১৮, সুভগা ১৮, সুভুগ্না ১৮, সুলতা ১৮, সুলতা ১৮, সুদেবী ২০, ২৫, সুচন্দ্রা ২০, সুরেখা ১৭, সুরঙ্গী ২০, সুশিখা ২০, সুদন্তী ২৫, সুপ্রসাদা ২৬, সুভদ্রা ২৭, সুমুখী ২৭, সুচরিত্রা ২৭, সুগন্ধিকা ২৭, সুমন্দিরা ২৭, সুমধুরা ২৭, সুসঙ্গতী ২৭, সুমধ্যা ২৭, সুকেশী ২৭, সুধামুখী ২৭, সুদণ্ডিকা ২৫, সুরভি ২০, সূর্য্য মিত্র ১৯, স্তোক কৃষ্ণ ২০, সৌধ ১৮, সৌরভেয় ১৮, সৌম্য দর্শনা ২৬।

স (লঘু)—সনন্দন ৪১, স্বচ্ছ ৪২, সরস ৪৩, স্মেরোফুল্লা ৪৭, সন্ধ্যা ৪৮, সাগর ৪১, সান্দীপনি ৪১, সাত্ত্বিক ৪২, সারঙ্গ ৪০, সানন্দ ৪৩, সুরপ্রস্ত ৪০, সুদাম ৪১, সুবল ৪১, সুদক্ষিণ ৪১, সুশীলা ৪১, সুমুখী ৪১, সুভদ্রা ৪২, সুবিলাস ৪২, সুমনাঃ ৪২, সুবন্ধ ৪২, সুগন্ধ ৪২, সুশীল ৪২, সুলম্বা ৪২, সুরতদেব ৪৩, সুধাকর ৪৩, সুধানন্দ ৪৩, সুকণ্ঠ ৪৩, সুধাকণ্ঠ ৪৩, সুমুখ ৪৩, সুচিত্র ৪৩, সুরঙ্গ ৪৪ সুখদা ৪৬, সুভানু ৪৬, সুচিত্রা ৪৭, সুমধ্যা ৪৭, সুদেবী ৪৭, সুবর্ণ মঞ্জরী ৪৭, সুকণ্ঠী ৪৭, সুগন্ধা ৪৭, সুবল ৪৮, সুনদা ৪৮, সুমুখী ৪৮, স্তোককৃষ্ণ ৪০।

সারদ ৪৩, সিন্দূরা ৪৭, সুভদ্র ৪০, সুনন্দ ৪০ সুপ্রেমা মঞ্জরী ৪৭।

হ (বৃহৎ) হবিঃসারা ১৭, হর ১৮, হৃষিকেশ ১৮, হরিণী ২৭, হাণ্ডী ১৮, হারীত ১৮, হারহিরা ২৭, হারকণ্ঠী ২৭, হিঙ্গুলা ১৮, হিরণ্যাঙ্গী ২০।

হ (লঘু) হর ৪২, হাসক ৪০, হারাবলী ৪৫, হেমমঞ্জরী ৪৭, হংসী ৪৪।

গ্রন্থোক্ত

শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দের বর্ণ-বস্ত্র-বয়সাদি

শ্রীকৃষ্ণসহ সখাগণের বর্ণ-বস্ত্র-বয়সাদি

নাম	পিতা	মাতা	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স
শ্রীকৃষ্ণ	নন্দ	যশোমতী	মরকৎমনিবৎ	পীতবর্ণ	—
বলরাম	বসুদেব	রোহিণী	শুদ্ধস্ফটিকবৎ	নীলবর্ণ	১৬ বর্ষ
শ্রীদাম	বৃষভানু	কীর্ত্তিদা	শ্যামলবর্ণ	পীতবর্ণ	১৬ বর্ষ
সুদাম	মটুক	রোচনা	ঈষৎ গৌরবর্ণ	নীলবর্ণ	—
সবল	—	—	গৌরবর্ণ	নীলবর্ণ	১২ বর্ষ ৬ মাস
অর্জ্জুন	সদক্ষিণ	ভদ্রা	রক্তপদ্ম বর্ণ	চন্দ্রকান্তিবৎ	১৪ বর্ষ ৬ মাস
গন্ধর্ব্ব	বিনাক	মিত্রা	চন্দ্রবৎ	রক্তবর্ণ	১২ বর্ষ
বসন্ত	পিঙ্গয়	শারদী	ঈষৎ গৌরবর্ণ	চন্দ্রবৎ	১১ বর্ষ
উজ্জ্বল	সাগর	বেণী	রক্তবর্ণ	নক্ষত্রমালাবৎ	১৩ বর্ষ
কোকিল	পুষ্কর	মেধা	শুভ্রবর্ণ	নীলবর্ণ	১১ বর্ষ ৪ মাস
মধুমঙ্গল	সান্দীপনি	সুমুখী	ঈষৎ শ্যাম	গৌরবর্ণ	—
সুভদ্র	উপনন্দ	তুলা	চিকন নীলবর্ণ	নীলবর্ণ	—
সনন্দ	অরুণাক্ষ	মল্লিকা	কিঞ্চিৎ গৌর	নীলবর্ণ	১৪ বর্ষ ৬ মাস
বিদগ্ধ	মটুক	রোচনা	চম্পকপুষ্প বর্ণ	ময়ূরকণ্ঠবৎ মেচকবর্ণ	১৪ বর্ষ

শ্রীরাধাসহ সখাগণের বর্ণ-বস্ত্রাদি

নাম	পিতা	মাতা	পতি	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স
শ্রীরাধা	বৃষভানু	কীর্ত্তিদা	অভিমন্যু	গোরচনা	নীলবর্ণ	১৫ বর্ষ
ললিতা	বিশোক	শারদী	ভৈরব	"	ময়ূরপুচ্ছ বর্ণ	১৫ বর্ষ ২৭ দিন
বিশাখা	পাবন	দক্ষিণা	বাহিক	সৌদামিনী বর্ণ	সাদা বুটোদার নীলাম্বরী	১৫ বর্ষ
চম্পকলতা	আরাম	বাটিকা	চণ্ডাক্ষ	বিকশিত চম্পককুসুম বর্ণ	চাষপক্ষী বর্ণ	১৪ বর্ষ ১১ মাস ২৯ দিন
চিত্রা	চতুর	চর্চ্চিকা	পীঠর	কুঙ্কুমবর্ণ	কাচবর্ণ	১৪ বর্ষ ১১ মাস ৪ দিন
তুঙ্গবিদ্যা	পুষ্কর	মেধা	বালিশ	কুঙ্কুমবর্ণ	পিঙ্গলবর্ণ	১৫ বর্ষ ৫ দিন

নাম	পিতা	মাতা	পতি	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স
ইন্দুরেখা	সাগর	বেলা	দুর্ব্বল	হরিতালবর্ণ	দাড়িম্বকুসুম বর্ণ	১৫ বর্ষ ১১ মাস ২৭ দিন
রঙ্গদেবী	রঙ্গসার	করুণা	বক্রেক্ষণ	পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ	জবাকুসুম বর্ণ	১৫ বর্ষ ১১ মাস ২৩ দিন
সুদেবী	„	„	ভৈরব	„	„	„
কলাবতী	কিলাঙ্কুর	সিন্ধুমতী	কপোত	হরিচন্দন বর্ণ	শুকপক্ষী বর্ণ	—
শুভাঙ্গদা	পাবন	দক্ষিণা	পতত্রি	—	শুভ্রবর্ণ	—
হিরণাক্ষী	মহাবসু	সুরঙ্গী	—	—	স্বর্ণবর্ণ	—
গান্ধর্ব্বা	—	—	মহাবসু	—	অপরাজিতা বর্ণ	—
রত্নরেখা	পয়োনিধি	—	—	মনছাল বর্ণ	ভ্রমরমালা বর্ণ	—
শিখাবতী	বিন্দুধন্ব	সুশিখা	গর্জ্জর	কর্নিকাপুষ্প বর্ণ	বৃদ্ধতিত্তির পক্ষী বর্ণ	—
কন্দর্প সুন্দরী	পুষ্পাকর	কুরুবিন্দা	কৃষ্ণ	কিঙ্কিরাত পক্ষীবর্ণ	বিচিত্র বর্ণ	—
ফুল্লকলিকা	মল্ল	কমলিনী	বিন্দুর	নলপদ্ম বর্ণ	ইন্দ্রধনু বর্ণ	—
অনঙ্গ মঞ্জরী	বৃষভানু	কীর্তিদা	দুর্ম্মদ	বসন্ত কেতকী পুষ্পবর্ণ	নীলপদ্ম সম	—
নান্দীমুখী	সান্দীপনি	সুমুখী	—	গৌরবর্ণ	পট্টবস্ত্র	—
পৌর্ণমাসী	সুরতদেব	চন্দ্রকলা	প্রবল	তপ্তকাঞ্চন বর্ণ	শুক্ল বর্ণ	—
বীরা	বিশাল	মোহিনী	কবল	শ্যামলবর্ণ	শুক্লবর্ণ	—
বৃন্দা	চন্দ্রভানু	ফুল্লরা	মহীপাল	তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ	নীলবর্ণ	—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি সপার্ষদে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া নামে-প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করতঃ ত্রিতাপ জর্জ্জরিত কলিজীবের পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করিলেন। এই প্রেমলীলায় সর্ব্ব-অবতারের ভক্তগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন লীলার পিতা-মাতা-সখা-সখি-দাসাদি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় আবির্ভূত হইয়াছেন। বৃন্দাবন লীলায় যিনি শ্রীদাম সখা ছিলেন তিনি গৌরাঙ্গ লীলায় ঠাকুর অভিরাম নাম ধারণ করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—১২৬ শ্লোকঃ—

"পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান ॥"

তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ—৩৭। ৩৮। ৩৯ শ্লোকঃ।

"শ্রীদামা শ্যামল রুচিরঙ্গকান্তির্মনোহরা। পীতবস্ত্র পরিধানো রত্নমালা বিভূষিতঃ ॥
বয়ঃ ষোড়শবর্ষঞ্চ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো বহুকেলিরসাকরঃ ॥
বৃষভানু পিতাতস্য মাতা চ কীর্ত্তিদাসতী। রাধানঙ্গমঞ্জরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ ॥

শ্রীদামের অঙ্গকান্তি শ্যামল বর্ণ, বস্ত্র পীত বর্ণ, রত্নমালাদি শ্রীঅঙ্গের ভূষণ, ১৬ বর্ষীয় উজ্জ্বল কিশোর স্বরূপ, পিতা বৃষভানু রাজা, মাতা কীর্ত্তিদাদেবী, ছোট ভগিনী শ্রীমতী রাধিকা ও অনঙ্গ মঞ্জরী। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা ও প্রভূত কেলিরস-লীলার সহায়ক।

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণলীলার বিশেষ সহায়ক ছিলেন। শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে দেখিয়াই ব্রহ্মার ভ্রম উৎপাদন হয়। তখন ব্রহ্মা 'গো বৎস' হরণ লীলা করেন। প্রেমলীলা বৈচিত্রে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বলরামের ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় পরম মহিমান্বিত শ্রীদামই ঠাকুর অভিরাম নাম ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীদাম মাতৃ গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বৃন্দাবনের নিত্য বিহারস্থলী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় গিরি গোবর্দ্ধন কন্দরে বিরহ বিক্ষেপে কালাতিপাত করিতেছেন।

এদিকে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনার প্রিয় পার্ষদগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে যেস্থানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সকলেই প্রভুর আকর্ষণে নবদ্বীপ, আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণ শেষে বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সহ মিলিত হইলেন, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মোহান্তাদি একে একে আসিয়া মিলিত হইলেন। প্রবল বেগে নদী সকলের সমুদ্রে মিলনের ন্যায় গৌরাঙ্গ প্রেমলীলার ধারক ও বাহক নিত্যসিদ্ধ প্রিয় পার্ষদগণ নবদ্বীপে আগমন করতঃ প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু সবাইকে লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শ্রীদামকে না পাইয়া প্রভুর মন বড়ই চঞ্চল। সবাইকে পাইয়াও শ্রীদামের অভাবে প্রভু সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন; কোনরূপ শান্তি পাইতেছেন না।

তাই একদিন প্রভু নিত্যানন্দের সমীপে প্রাণের আকুতি জানাইলেন এবং বলিলেন, "যেভাবেই হোক

তোমার শ্রীদামকে আনিতেই হইবে। শ্রীদাম বিহীন আমার সমস্ত কর্ম্মই বিফল।" সর্ব্বকাল প্রভুর সুখ বিধানকারী প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীদামকে আনিতে বৃন্দাবনে চলিলেন। গোবর্দ্ধনে প্রাণের সখা শ্রীদামকে পাইয়া প্রভুর প্রাণের আকুতি জানাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারিব না। প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন, "আগে প্রভুর নিকটে চল; তারপর তাহার আজ্ঞাই হবে ব্যবস্থা।" নিতাই প্রাণের ভাই শ্রীদামকে সঙ্গে লয়ে নবদ্বীপে এলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন ঘটিল। প্রভু প্রেমলীলা বৈচিত্র প্রকাশ করিয়া শ্রীদামকে যুগোপযোগী দেহধারী করিলেন এবং অভিরাম গোপাল নাম প্রদান করিলেন। শ্রীদাম চির গোপালই রহিলেন। তাহাকে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইল না। ব্রজের নিত্য সিদ্ধদেহ লইয়াই গৌরলীলায় বিহার করিলেন।

অভিরাম কতদিন কীর্ত্তন বিলাস করিয়া গৌরসহ বৃন্দাবনে গমন করিলেন। সেখানে লীলার সহায়তার চতুর্ব্যূহ হইলেন। এক ব্যূহ রামদাস মোহান্তকে প্রভু সঙ্গে প্রদান পূর্ব্বক নবদ্বীপে পাঠাইলেন, আর ব্যূহ এক কন্যারূপ সৃষ্টি করিয়া বাক্সবদ্ধ করতঃ নদীতে ভাসাইলেন। গৌড়দেশে কাঞ্চীপুরে সেই বাক্স উঠিল। সেই কন্যাই পরবর্ত্তীকালে মালিনী নাম ধারণ পূর্ব্বক অভিরামের পত্নীরূপে বিহার করিয়াছেন। তারপর অভিরাম ভাবানুরাগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, আমায় এত প্রীতি থাকা সত্ত্বেও কেন আমায় না জানাইয়া এই লীলার প্রকাশ; কার প্রেমে, কাহার প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া এই লীলার প্রকাশ; তাহা একবার যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। তাই অভিরাম শ্রীবিগ্রহ ও গৌরাঙ্গ পার্ষদগণকে প্রণাম করিয়া তাহাদের মহিমা বর্দ্ধন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রীবিগ্রহে প্রণাম করিয়া দৃষ্টি প্রদান করিলেই প্রতিমা বিদীর্ণ হইত এইভাবে প্রণামে শ্রীবিগ্রহ বিদীর্ণ হওয়ায় মন্দির সকল বিগ্রহ শূন্য হইল। একমাত্র বিষ্ণুপুরের মদন-মোহন ও বগড়ীর কৃষ্ণরায় অভিরামের প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন। অভিরামের প্রণামে প্রভু নিত্যানন্দের ছয় পুত্রের অন্তর্দ্ধান ঘটে। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন, শ্রীক্ষেত্রের গোপাল গুরু, প্রভু বীরচন্দ্র ও গঙ্গাদেবী অভিরামের প্রণাম সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অভিরামের প্রেমলীলা বিচিত্র ধরণের। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় সব সময় নিজেকে গোপন করিয়া চলিতেন। অন্যান্য পার্ষদগণও তদনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু ঠাকুর অভিরামের বিষয়ে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাহার লীলাক্রম দেখিলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ ভগবান ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া জীবোদ্ধারে জগতে বিহার করিতেছেন। অভিরামের ঐশ্বর্য্য প্রভাবে সকলেই সন্ত্রস্ত। কিন্তু এতৎ সঙ্গে অভিরামের কারুণ্যের অভিব্যক্তিও কম নহে।

খানাকুলে শ্রীপাট স্থাপনকালে কৃষ্ণনগরবাসী পাষণ্ডীগণকে ত্রাণ কার্য্যে তাহার অভূতপূর্ব্ব কারুণ্যের প্রকাশ পায়। এই পরম মহিমান্বিত ঠাকুর অভিরামের প্রেমলীলা আলোচ্য শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থখানি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অভিরামের নাম সর্ব্বজন বিদিত হইলেও অভিরামের জীবন আলেখ্য সর্ব্বজন-বিদিত নহে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই অভাব পূরণ করিতে সমর্থ। আলোচ্য গ্রন্থে ঠাকুর অভিরামের জীবন আলেখ্য লিপিবদ্ধ থাকিলেও এতৎ সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, গোপালগুরু, প্রভু বীরচন্দ্র, শ্রীনিবাস আচার্য্য, প্রভু শ্যামানন্দ, বীরহাম্বীর প্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের বহু তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের জীবন আলেখ্যের তথ্যানুসন্ধানে নেশানেল লাইব্রেরীতে গ্রন্থানুশীলনকালে আলোচ্য গ্রন্থখানির দর্শন পাইয়া বিশেষ অভিভূত হই। কিছুদিন পরে সহসা শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে বিরাজিত ঠাকুর

অভিরামের প্রাণধন শ্রীগোপীনাথদেবের সেবক পূজ্যপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর দর্শন লাভ করি। প্রসঙ্গ-ক্রমে তাঁহার সমীপে এই আনন্দ সংবাদটি জ্ঞাপন করি। তিনি এই বার্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ভাবে উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু নেশানেল লাইব্রেরী হইতে কপি করিয়া আনা বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ। দৈহিক অসুস্থতা ও দারিদ্রতার কারণে এতকাল এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা হৃদয়ে কেবল আলোড়ন করতঃ উদ্বিগ্নতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী মহাশয় আমার মত অসহায় হা-হুতাশ করে বসে নাই; তিনি বইটির উদ্ধার কার্য্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়া কয়েক বৎসরকাল প্রচেষ্টা করতঃ সহসা শ্রীপাট কৃষ্ণনগরের সেবক অধুনা আমতা থানার অন্তর্গত সোনাতলা নিবাসী শ্রীল কৃষ্ণপদ গোস্বামী মহাশয়ের সমীপে বইটির সন্ধান প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে বইটি আনিয়া আমায় প্রদান পূর্ব্বক সম্পাদনের জন্য কৃপাদেশ প্রদান করেন। দৈহিক অসুস্থতা সত্বেও তাহার কৃপাশক্তি বলেই আমি গ্রন্থ সম্পাদনে ব্রতী হইলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গরূপ অযোগ্যতা সত্বেও প্রাণগৌর নিত্যানন্দের প্রিয়সখা ঠাকুর অভিরামের অপার্থিবচরিত সুধারস আস্বাদনের লোলুপতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎকৃপাভিলাষে গ্রন্থখানি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। এখন অদোষদরশী সুধী পাঠকবৃন্দ সমীপে আমার একান্ত সানুনয় অনুরোধ গ্রন্থ সম্পাদনে আমার কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে নিজগুণে মার্জ্জনা করতঃ ঠাকুর অভিরামের প্রেমলীলা রস আস্বাদনে ধন্য হউন। পরমকরুণ ঠাকুর অভিরাম জীবজগতের কল্যাণ করুন।

ইতি—
শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর
জেলা—২৪ পরগণা

গ্রন্থ পরিচিতি

শ্রীঅভিরাম লীলামৃত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বিষয়ক প্রামাণ্য লীলাগ্রন্থ। লেখক শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীরামদাস। শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম গোপালের লীলা কাহিনী এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি (খানাকুল) কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীপ্রসন্নকুমার গোস্বামী মহাশয় সন ১৩০১ সালের ২৯শে বৈশাখ তারিখে প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থপ্রাপ্তি বিষয়ে গ্রন্থের সম্পাদনায় তাঁহার বিবৃতিটি উল্লেখ করিলাম।

"এই গ্রন্থখানি এতাবৎকাল হস্ত লিখিত পুঁথির আকারে ছিল, তাহাও অতি বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। আমি বহু অনুসন্ধানের পর বন বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারস্থ এক মহাত্মার নিকট প্রাপ্ত হই। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীরূপমঞ্জরী প্রণীত 'অভিরামলীলা' গ্রন্থ দৃষ্টে শ্রীশ্রীঠাকুর অভিরাম গোপালের আবির্ভাবকালে তদাদেশানুসারে ভক্তিতিলক রামদাস বিরচিত 'অভিরাম লীলামৃত' গ্রন্থখানিই প্রচারিত হইল। বিশেষতঃ সাধারণের বোধগম্যের জন্য ভক্ত নরোত্তমদাস প্রণীত 'অভিরাম পটল' এবং শঙ্কর নামক জনৈক ভক্তকৃত 'অভিরাম তত্ত্ব' নামক গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষ বিশেষ তত্ত্বকথা সংগৃহীত হইয়াছে।"

অধুনা শ্রীপ্রসন্নকুমার গোস্বামীর প্রকাশিত গ্রন্থ দৃষ্টে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থখানি ভক্তি সহকারে নিত্য পাঠ্য। অন্ততঃ জল তুলসী দিয়া এই গ্রন্থের নিত্য পূজা করিবার বিশেষ নিয়ম। এতদ্বিষয়ে গ্রন্থকারের উক্তি যথা:

তথাহি—২০ পরিচ্ছেদ ॥

"গ্রন্থের স্বরূপ সেই অভিরাম হয়। দ্বাদশ গোপাল আদি তাহাতে উদয় ॥
অতএব এই গ্রন্থ করিতে পূজন। জল তুলসী দেথ আছয়ে নিয়ম ॥"

ঠাকুর অভিরামের নাম ও সংক্ষিপ্ত লীলার ইঙ্গিত বিভিন্ন বৈষ্ণব শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের মত অন্য কোথাও এত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয় নাই। এককথায় ঠাকুর অভিরামের সপার্ষদ প্রেমলীলাবৈচিত্র জানিতে গেলে একমাত্র আলোচ্য গ্রন্থই সেই অভাব পূরণ করিতে সমর্থ।

আলোচ্য গ্রন্থের বর্ণিত বৃন্দাবনে নিত্যানন্দের মিলন-রহস্য ও অভিরাম মালিনী মিলন-রহস্য শ্রীমুরলী বিলাসের ১৩ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার ঐক্যতা রহিয়াছে। আলোচ্য লিখিনকাল সম্বন্ধে গ্রন্থে কোন রূপ বর্ণন নাই। তবে গ্রন্থে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীগোপাল চম্পূ, গ্রন্থের শ্লোকের উল্লেখ থাকায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরবর্ত্তী আলোচ্য গ্রন্থখানি বিরচিত হয়।

গ্রন্থকার পরিচিতি

গ্রন্থকার শ্রীরামদাসের বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাই উল্লেখ করিয়া আলোচিত হইল। গ্রন্থ মধ্যে দুই রামদাসের নামোল্লেখ দেখা যায়। ঠাকুর অভিরাম গৌরাঙ্গের সহিত বৃন্দাবনে গমন করিয়া স্বীয় অংশে এক রামদাসের প্রকাশ করেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরামলীলামৃতে—৩য় পরিচ্ছেদে—

"এতেক বলিয়া পুনঃ শক্তি প্রকাশিলা। রামদাস মোহান্ত সেই শক্তিতে হইলা।

তখন শ্রীচৈতন্যে তিঁহ বলেন বচন। মম রামদাসে লয়ে করহ গমন॥

রামদাসে লয়ে তুমি যাহত ত্বরায়। পশ্চাতে মিলিব আমি সেই নদীয়ায়॥"

এইভাবে রামদাস মোহান্তের প্রকাশ ঘটিল। ইহা ভিন্ন গ্রন্থ মধ্যে রামদাস মোহান্তের কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক রামদাস আর মোহান্ত রামদাস এক কিনা সঠিক বুঝা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে মীনকেতন রামদাসের নাম পাওয়া যায়। সকলেই নিত্যানন্দ শাখা ভুক্ত। ফলে এই তিন রামদাসের তফাৎ কিংবা একত্ব রহিয়াছে তাহা দূরদর্শী বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করুন।

এখন গ্রন্থকার রামদাস গ্রন্থ মধ্যে নিজের সম্পর্কে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শ্রবণ করুন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—২য় পরিচ্ছেদে—

"কি করিতে কিনা করি লাগয়ে সন্দেহ। পৌগণ্ড বয়সে মোরে কৈলা অনুগ্রহ॥"

তথাহি - ২য় পরিচ্ছেদে।

"কাতর হইয়া বলি কর পরিত্রাণ। মায়াজালে পড়ি মুই হইনু অজ্ঞান॥

দ্বাদশ বৎসর মোর হইল জনম। বৃথা হইল ইবে যত মোর পরিশ্রম॥

দেখিতে শুনিতে দিন যায় ত বহিয়া। মন কভু নহে স্থির গর্ত্তে পড়ে গিয়া॥

পড়িয়া বিষ্ঠার কূপে ডাকি বারে বারে। পতিত বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে॥

*　　*　　*　　*　　*

সেই মত সবে মিলি করহ আশ্বাস। অভিরাম লীলা কিছু করি যে প্রকাশ॥

পৌগণ্ড বয়সে রামদাস ঠাকুর অভিরামের কৃপাপ্রাপ্ত হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে কিংবা ঠাকুর অভিরামের কৃপাপ্রাপ্তির দ্বাদশ বৎসর পরে এই গ্রন্থ লিখেন তাহা বুঝা সুকঠিন। তাঁহার গ্রন্থ লিখন কার্য বিষয়ের বর্ণনা যথা:

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—৪র্থ পরিচ্ছেদে—

"সেই নিত্যানন্দে পুনঃ কার নমস্কার। আনিয়া আমার প্রভু করিলা প্রচার॥

তাহার যতেক গুণ করি যে নির্দ্ধার। মহা ব্যাধি হৈতে মোরে করিলা নিস্তার॥

একদিন আছি গৃহে শয়ন করিয়া। আধ আধ নিদ্রা মোরে ধরিল আসিয়া॥

হেনকালে আসি তিঁহো করান চেতনে। উঠ উঠ ওরে শিষ্য শুনহ বচনে॥

আমার যতেক লীলা করহ বর্ণন। শুনিয়া হইবে সুখী প্রিয় ভক্তগণ।"

তারপর নিজ লীলা তত্ত্ব উপদেশ পূর্ব্বক শিরে অভয়পদ অর্পণ করতঃ শক্তি সঞ্চার করিলেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"এত বলি মোর সাথে চরণ ধরিলা। চরণ পরশে লীলা স্মরণ হইলা।"

তারপর পুনঃ একদিন প্রভু নিত্যানন্দ আসিয়া রামদাসকে শক্তি সঞ্চার করতঃ শ্রীঅভিরামের লীলাকাহিনী বিষয়ক গ্রন্থের লিখন কার্য্যে ব্রতী করাইলেন।

তথাহি—৯ম পরিচ্ছেদে—

"একদিন আছি গৃহে করিয়া শয়ন। আধ আধ নিদ্রা মোরে কৈল আকর্ষণ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ কহেন হাসিয়া। অভিরাম লীলা লিখ এখন উঠিয়া॥
সকলের প্রিয় দেখ ভাই অভিরাম। তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা অতি অনুপম॥
এক দেহে দুই দেহ সহজে মিলানি। কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করেন আপনি॥
সেই সব লীলা লেখ করি সারাৎসার। মালিনী করেন সেই বৃন্দার আচার॥"

এইভাবে ঠাকুর অভিরাম ও প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাশক্তি ও আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর অভিরামের প্রেমলীলা কাহিনীর লিখন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আলোচ্য গ্রন্থ লিখন কার্য্যে ঠাকুর অভিরামের প্রিয়শিষ্য বেদগর্ভ তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

তথাহি—৪র্থ পরিচ্ছেদে—

"কৃপা করি অভিরাম লিখান আমারে। বুঝিতে না পারি কিছু কহি যে নির্দ্ধারে॥
পুনঃ আসি আমি বেদগর্ভ হয়েন সহায়। লিখিতে সন্দেহ হৈলে কহেন উপায়॥"

এইভাবে আলোচ্য শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থখানি লিখিত হইল। রামদাস দুই বিগ্রহ সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে।

তথাহি—৯ম পরিচ্ছেদে—

"প্রেম অনুরাগে কৃষ্ণ না পাই দেখিতে। উৎকণ্ঠা হয় তার সেবা প্রকাশিতে॥
তবে দুই বিগ্রহ করিনু প্রকাশ। অহর্নিশি করি প্রেম সেবন উল্লাস॥"

ঠাকুর অভিরাম কার কার বিগ্রহ কোথায় স্থাপন করিয়া প্রেমে সেবা করিয়া ছিলেন তাহা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত রামদাস বিষয়ক কোন তথ্য জানা যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক হিসাবে সর্ব্বত্র রামদাস নামের প্রয়োগ রহিয়াছে কিন্তু গ্রন্থ শেষে মাত্র এক স্থানে তিলক রামদাস নাম দেখা যায়।

তথাহি—২০ পরিচ্ছেদে—

"শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ। অভিরাম লীলামৃত কহে তিলক রামদাস॥"

আলোচ্য গ্রন্থ ভিন্ন ঠাকুর অভিরাম বিষয়ক শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়, শ্রীঅভিরাম পটল, শ্রীঅভিরাম লীলা, শ্রীঅভিরাম তত্ত্ব ও শ্রীঅভিরাম বন্দনা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম শুনা যায়। শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় গ্রন্থখানি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীঅভিরাম পটল ও শ্রীঅভিরাম বন্দনা গ্রন্থদ্বয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় যথাক্রমে ১৩১২, ১৫০৩ নং পুঁথিরূপে রহিয়াছে। শ্রীঅভিরাম তত্ত্ব ও শ্রীঅভিরাম লীলা গ্রন্থদ্বয়ের সন্ধান আমার জানা নাই। সমস্ত গ্রন্থগুলির পাঠোদ্ধার ঘটিলে শ্রীঅভিরাম লীলা জগতের এক বৈচিত্রময় রূপ পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীঅভিরাম-লীলামৃত

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

বন্দেঽহং শ্রীশ্রীগোপীনাথ মহাপ্রভুর্বিজয়তে,
যত্রাভিরামো মহান্ গোস্বামী শ্রীযুত পদকমলং।
মালিনী সহিতং শক্ত্যাবতারং সহগণ-
চরণাম্বুজে সদা শরণমিতি॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং
শ্রীগুরূন বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ
রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা
বিশাখান্বিতাং শ্রীবৃন্দানুগতাংশ্চ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাংঘ্রয়ে॥
শ্রীশ্রীঅভিরামচন্দ্রায় নমঃ।
তথাহি—তন্ত্রেঃ—
শঙ্খে চ ভরতশ্চৈব শ্রীদামনিগূঢ়োত্তমঃ।
কৃষ্ণ সঙ্গে সদানন্দঃ শ্রীদামাভিরামস্তথা॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এসব চরণ সদা করিয়া বিশ্বাস।
অভিরামলীলা কিছু করি যে প্রকাশ॥

সবে মিলি নবদ্বীপে করিয়ে কীর্ত্তন।
শ্রীদাম লাগিয়া প্রভু ভাবেন তখন॥

প্রেমে পুলকিত হয়ে করেন ক্রন্দন।
"কাঁহা গিয়া শ্রীদাম" বলি হৈলা অচেতন॥

তখন আসি নিত্যানন্দ কোলেতে করিলা।
চেতন করিয়া তাঁহে কহিতে লাগিলা॥
শ্রীদাম রহিলা কোথা বলহ আমারে।
যাইব এখনি আমি আনিব তাঁহারে॥
তখন বলেন প্রভু নিত্যানন্দ প্রতি।
বৃন্দাবনে রহে তিঁহো যাহ শীঘ্রগতি॥
শ্রীদামে আনিয়ে মোর দেহত সত্বর।
শ্রীদাম লাগিয়া মোর ফাটয়ে অন্তর॥
শুনি নিত্যানন্দ তবে বলে করপুটে।
বৃন্দাবনে রহে যদি আনিব নিকটে॥
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে করেন গমন।
খুঁজতে খুঁজিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন॥
নীলধড়া পরি চূড়া গুহাতে আছিলা।
হেনকালে নিত্যানন্দ ডাকিতে লাগিলা॥
ঘন ঘন ডাকে তিঁহো "শ্রীদাম" বলিয়া।
শুনিয়া দেখেন শ্রীদাম বাহিরে আসিয়া॥
দেখিয়া শ্রীদাম তারে বলেন বচন।
কিবা নাম হয় তব, ডাক কি কারণ॥

শুনি নিত্যানন্দ তাঁরে দিলা পরিচয়।
পূর্ব্বেতে "বলাই" নাম কহি যে নির্ণয়॥
শ্রীদাম বলেন, "যদি তুমি রে বলাই।
দুঁহাতে সমান বঠি জানেন সবাই॥
করতালি দিয়ে তবে যাই দেখি আমি।
ধরিতে পারহ মোরে বলাই বঠ তুমি॥"
এতেক শুনিয়া তরে বলেন নিতাই।
কেমন করিয়া যাবে যাও দেখি ভাই॥
তবে করতালি দিয়ে বলেন শ্রীদাম।
ধরিতে নারিবে মোরে ওরে বলরাম॥
দৌড়িতে লাগিলা তিঁহো গোবর্দ্ধন বেড়িয়া
চারিবার ঘোরাইয়া দেখেন চাহিয়া॥
মালশাট মারি শ্রীদাম পাছু পানে চায়।
নিকটেতে বলরামে দেখিবারে চায়॥
তখন ভাবিলা মনে বঠে বলরাম।
বড় দুঃখ পাইলে ভাই করহ বিশ্রাম॥
কলিকালে সেই বেশ না দেখি তোমার।
অতএব সংশয় মনে জন্মিল আমার॥
মোর সনে গোবর্দ্ধনে ফিরে চারিবার।
তোমা ভিন্ন পরিবারে শক্তি আছে কার।
পুনশ্চ শ্রীদাম তাঁরে বলেন বচন।
কি কারণে আইলে হেথা কোন প্রয়োজন॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো কহিতে লাগিলা।
তোমা না দেখিয়া কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য হৈলা॥
শুনি শ্রীদাম তাঁরে বলেন তথাই।
মোরে না বলিয়া কোথা গেলেন কানাই॥
ইহা শুনি নিত্যানন্দ বলেন বচন।
বিবরিয়া কহি তাহা শুনহ কারণ॥
সবে মিলি গেছে ভাই নবদ্বীপপুরী।
তুমি গেলে লীলা হবে চল ত্বরা করি॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে—
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
শুনিয়া শ্রীদাম কহে, "না যাইব ভাই।
গর্ভবাস বুঝিলাম হইবে তথাই॥
বহুক্লেশ তথা কেবা চাহে গর্ভবাস।
আমি না যাইব ভাই কহিনু নির্য্যাস॥"
ইহা শুনি নিত্যানন্দ বলেন বচন।
শ্রীকৃষ্ণ সহিত আগে করহ মিলন॥
সবে মিলি যাই চল পরামর্শ করি।
তবে সে থাকিবে তুমি এই বেশ ধরি॥
শ্রীদাম বলেন পুনঃ তাঁহারে হাসিয়া।
আমারে লইয়ে চল কাঁধেতে করিয়া॥
দৌড়িয়া চরণ ভারি হইল এখন।
শুনি নিত্যানন্দ তাঁরে বলেন বচন॥
আমি না বলিতে তুমি করিলে প্রচার।
হাঁটিয়া দৌড়িতে চরণ ভারি যে আমার॥
প্রধান গোপাল তুমি দেখহ বিচারি।
সকলের দুঃখ সুখ কর অঙ্গীকারি॥
তখন শ্রীদাম শুনি করেন বিনয়।
তোমাতে আমাতে সম জানিহ নিশ্চয়॥
শ্রীকৃষ্ণ হারিলে কভু তোমা কাঁধে করি।
এবে কেন প্রয়োজন দেখহ বিচারি॥

শুনিয়া নিত্যানন্দ বলেন বচনে।
কানায়ের বশ তুমি সকলেই জানে॥

দিবারাত্রে যত লীলা ব্রজেমাত্র হয়।
তোমার যে অগোচর কোন লীলা নয়॥

তব গুণ গানে কেবা নাহি হেন জন।
গৌরাঙ্গ সহিত তুমি মিলহ এখন॥

গোপাল যতেক আর চৌষট্টি মহান্ত।
জানিয়া তোমার গুণ ঘোষেন একান্ত॥
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর শ্রীদাম।
বেশভূষা কৈল শীঘ্র অতি অনুপম॥
কিবা সে চূড়ার ঠাম দেখি মন হরে।
শীঘ্রগতি আইলা চলি নদীয়া নগরে॥
তখন শ্রীদামে দেখি শ্রীশচীনন্দন।
আলিঙ্গন করি দুঁহে কথোপকথন॥
মহাপ্রভু বলে, "ভাই কোন সুখে ছিলে।
নিত্যানন্দে পাঠাইনু তবে সে আইলে॥"
শুনিয়া শ্রীদাম তবে বলেন বচন।
"এখানে আইলে কহ কোন প্রয়োজন॥
দ্বাপর যুগের সেই বেশ গেল কোথা।
এবে কেন সবে দেখি হৈলে নেড়া মাথা॥
তোমা সবা দশা দেখি ফাটয়ে অন্তর।
প্রাণস্থির নহে মোর কহ না উত্তর॥"
এত শুনি মহপ্রভু বলেন বচন।
"শুনহ শ্রীদাম সখা ইহার লক্ষণ॥
দ্বাপরের শেষে কলি হইল মিশ্রিত।
অতেব বৈরাগ্য ধর্ম্ম হয় যে উচিত॥
বৈরাগ্যের ধর্ম্মে সব জীব হবে পার।
মোর বাঞ্ছা আছে তাহা করিব প্রচার॥"
পুনশ্চ শ্রীদাম কহে নাম ফিরাফিরি।
বিবরিয়া কহ মোরে বুঝিতে না পারি॥
এত শুনি মহাপ্রভু পুনশ্চ কহিলা।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগ হৈলা॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর নহে অবতার পূর্ণ।
কলিপূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
কলির প্রথম এই দ্বাপরের শেষে।
সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে ইবে করিব প্রকাশে॥

ইহার প্রমাণ সত্য কহে শাস্ত্ররীতে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এক জান তাহা হৈতে॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দুই এক হয়।
ভক্তরূপ হয়ে সবে রস আস্বাদয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তেঁই সে আমার।
এবে 'অভিরাম' বলি খ্যাতি যে তোমার॥
নিত্যানন্দে ডাকি তবে বলেন হাসিয়া।
আজি হৈতে ডাক সবে অভিরাম ভায়া॥
এই নাম রাখিলাম করিয়া নিশ্চয়।
শ্রীদাম আমায় কভু ভিন্ন ভেদ নয়॥
অভিরাম চৈতন্য এবে একুই শরীর।
পশ্চাতে জানিবে তাহা যেই ভক্ত ধীর॥
হেনকালে নিত্যানন্দ বলেন বচন।
দীর্ঘ হৈলা অভিরাম না হয় শোভন॥
ইঙ্গিত পাইয়া তাঁরে বলেন তখন।
শুন ভায়া অভিরাম আমার বচন॥
যেমত খেলিতে সেই বংশীবট তলে।
সেইমত খেল ইবে লয়ে কুতূহলে॥
দুই করে দুই ভাই তব কাঁধে ধরি।
দোলনা দোলিব মোর এই বাঞ্ছা করি॥
এত শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত হয়ে।
দোলনা দুলেন দুঁহে কাঁধেতে ধরিয়ে॥
তথাহি—অষ্টকে—
গৌরহস্তভ্রান্তি নিত্যানন্দ হস্ত স্কন্ধকঃ।
পূর্ব্বজন্ম দীর্ঘগর্ব্ব গৌরভাব পোষকঃ॥
অদ্ভুত আত্মবৈভব লোক হর্ষবর্দ্ধনঃ॥
মাম্পুনাতুসোঽভিরাম নামভক্তি বন্দনঃ॥
রহস্য দেখিয়া সবে করে ঠারাঠারি।
আপন সমান কৈল শক্তি যে সঞ্চারি॥

সেই হৈতে অভিরাম দীর্ঘে কিছু খাট।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইলা লম্পট॥
সহজে রাখাল ভায়া করেন নর্ত্তন।
নৃত্য দেখি সবাকার আনন্দিত মন॥
তবে নৃত্য রাখি ভায়া বলেন বচন।
অনুজ দেখিয়া মোর রাখহ জীবন॥
চৈতন্য দেখিয়া বলে ভায়া অভিরাম।
সবাই আইলা এই নবদ্বীপ গ্রাম॥
সবার সহায় তুমি শুনহ বচন।
বৃন্দাবনে ক্রীড়া কৈল যত গোপীগণ॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তুমি কৈলে বৃন্দাবতী।
শ্রীমতীর সনে তার সদাই বসতি॥
শক্তিতে তোমার এত করে যে সহায়।
প্রকটেতে আসিয়াছে না জান তাহায়॥
আমার মনের কথা জানহ নিশ্চয়।
কৃপা করি কহ ভাই যাউক সংশয়॥

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দুই এক হয়।
বুঝাইয়া কহিবে তুমি ইহার আশ্রয়॥
শুনিয়া শ্রীদাম তবে বলেন বচন।
মনোবৃত্তি বুঝি সব বলেন তখন॥

তথাহি—শ্রীমুখবচনং—
পুরা ব্রজাঙ্গনাযোষিৎ ইদানীং পুরুষোঽভবৎ।
যোষিৎ যস্মাৎ কলৌ বিষ্ণুস্ততোহি পুরুষোঽঙ্গনা॥

পুরা ব্রজাঙ্গনা সব দেখি তোমা সঙ্গে।
সখাসখীগণ সঙ্গে আইলা সব রঙ্গে॥
বিষ্ণু অবতার হইল কলিযুগে।
প্রকৃতি পুরুষ সব দেখি অনুরাগে॥
[১]দুই তিন কার্য্য তব না হ'ল পূরণ।
সেই হেতু নবদ্বীপে সবার গমন॥
প্রকৃতি মায়ায় সৃষ্টি হয় যায় রয়।
অতএব সবে হৈলা প্রকৃতি আশ্রয়॥

১। দুই তিন কার্য্য—ব্রজ অভিলষিত তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। এতদ্বিষয়ে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর বচন যথা—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমাই বা কি প্রকার, শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই আমার মাধুর্য্য বা কিরূপ এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যে অমিত সুখ লাভ করেন, সেই সুখই বা কীদৃশ? এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীর সমুদ্রে হরিরূপ ইন্দু আবির্ভূত হইয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদি খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিষদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র হইলে কভু কার্য্য সিদ্ধি নয়।
এই মনোবৃত্তি তোমা কহিনু নিশ্চয়॥
তোমার যতেক লীলা সব আমি জানি।
তোমা না দেখিয়া মোর আকুল পরানি॥
বৃন্দাবনে খুঁজি তোমা মুরলী পুরিয়া।
বনে বনে ডাকি সব আকুল হইয়া॥
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
তোমা অদর্শনে মোর হিয়া না জুড়ায়॥
তোমায় আমায় দেখ এক প্রীতি হয়।
অতএব এই কথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ভাগবতে এই কথা করেন লিখন।
উচ্ছিষ্ট খাইলে বলি করেন তাড়ন॥
ব্রহ্মা বলে দেবগণ শুনহ বচন।
নন্দালয়ে বল সবে পূর্ণ ভগবান॥
আজিকার কথা সবে শুনহ আসিয়া।
শ্রীদাম আসিয়া অন্ন লইল মাগিয়া॥
অন্ন দেখিয়া সবে আনন্দিত মনে।
স্থান সংস্কার কৈল কোন কোন জনে॥
কেহ আনি পাতিলেন পলাশের পাত।
সবাকার পাতে তবে শ্রীদাম দেন ভাত॥
বালক বসিল সব চতুর্দ্দিক হইয়া।
শ্রীদাম ডাকেন কৃষ্ণ হেথা এস ভায়া॥
তখন শ্রীদাম গিয়ে ডাহিনে বসিল।
খাইতে খাইতে তিঁহো কৃষ্ণ মুখে দিল॥
শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণ করেন ভোজন।
সবে কেন বল তাকে পূর্ণ ভগবান॥
রাখাল উচ্ছিষ্ট সব করেন ভোজন।
স্বয়ং ভগবান বল কিসের কারণ॥
আর এক অদ্ভুত কথা শুন দেবগণে।
অধরে অধর দিয়া করে আলিঙ্গনে॥

দেখিয়া শুনিয়া রীতি হইনু বিস্ময়।
শিশু বৎস হরি আজি লইব নিশ্চয়॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে ভাবে মনে মনে।
হেনকালে ধেনু বৎস গেল দূর বনে॥
ভোজন করিয়া সবে ফিরাইতে যায়।
হেনকালে ব্রহ্মা সব দেখিবারে পায়॥
শিশুবৎস হরি ব্রহ্মা করিলা গমন।
আকুল হইয়া সবে খুঁজেন তখন॥
মনেতে ভাবিয়া কৃষ্ণ করেন বিচার।
শিশুবৎস লয়ে ব্রহ্মা গেল যে আমার॥
উপায় চিন্তিয়া তার করিলা সৃজন।
অঙ্গ হৈতে কৈলা সব শিশু-বৎসগণ॥
পূর্ব্বেতে তপস্যা ব্রজে ব্রজাঙ্গনা করে।
এক কৃষ্ণ হৈলা তেঁই সবাকার ঘরে॥
তা সবার বাঞ্ছা তুমি করিলে পূরণ।
আনন্দ হইয়া করে তোমার সেবন॥
প্রাতঃকালে উঠি সবে করে কানাকানি।
আমাদের গৃহে কাল ছিল নীলমণি॥
এইমত গোপাঙ্গনা করেন নির্ণয়।
তোমারে কহি যে পুনঃ শুনহ নিশ্চয়॥
পুনশ্চ গোষ্ঠেতে সাজি হৈ হৈ দিলা।
শব্দ শুনি ব্রহ্মা তবে আইল ধাইয়া॥
সেই শিশু বৎস পুনঃ দেখিলেন আসি।
ফিরিয়া দেখিলেন গোফাদ্বার বসি॥
সেই শিশুবৎস ব্রহ্মা দেখেন সেখানে।
চমৎকার দেখি তাহা কবে অনুমানে॥
গোফাদ্বারে বসি ব্রহ্মা রহিলা আপনি।
নারদে ডাকিয়া তথা কহে প্রিয়বাণী॥
এখানে বসিয়া আমি থাকি তপোধন।
বৃন্দাবনে দেখি আইস শিশু বৎসগণ॥

তখন আছেন কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশি।
সখাগণ লৈয়া নানা রঙ্গ যে বিলাসি॥
সহস্র সহস্র ব্রহ্মা করেন স্তবন।
কোন কর্ম্ম বল মোরা করিব এখন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "ব্রহ্মা শুনহ সকলে।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হও দেখি কুতুহলে॥"
বিবরণ শুনি মুনি প্রণাম করিয়া।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কাছে বলিলেন গিয়া॥
নারদ বলেন, "ব্রহ্মা শুনহ বচন।
বৃন্দাবনে দেখি এলাম অকথ্য কথন॥
সহস্র সহস্র ব্রহ্মা কোথা হইতে আইল।
শিশু বৎস লয়ে তুমি শীঘ্রগতি চল॥"
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা বলে প্রিয়বাণী।
অপরাধ হৈল মোর রাখহ আপনি॥
নারদ বলেন, "শুনি যাইব তথায়।
শিশু বৎস ল'য়ে তুমি ধর গিয়ে পায়॥
পূর্ণ ভগবানে তুমি চিনিতে নারিলে।
অপরাধ হৈল তব কি কার্য্য করিলে॥"
ব্রহ্মা বলেন, "শুন নারদ তপোধন।
মোর রক্ষা হেতু আগে করহ গমন॥"
এতেক শুনিয়া তিঁহ বীণা হাতে লইয়া।
নাচিতে নাচিতে গেলা কৃষ্ণ গুণ গাইয়া॥
উপনীত হৈল তিঁহ সবার সাক্ষাতে।
কহিতে লাগিলা সবে আইলে কোথা হ'তে॥
যাইয়া নারদ বহু করেন সম্মান।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মোরে সবে দেহ দান॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন উত্তর।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কই ভুবন ভিতর॥
এই ব্রহ্মা সহস্র মুখ সকল দেখহ।
বুঝিলাম সবাকার কৌতুক করহ॥

দেখিয়া নারদ মুনি হইলা ফাঁপর।
মুখে না নিঃসরে বাণী কহিতে উত্তর॥
দেখিয়া নারদ পুনঃ কহে ভগবান।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আছে মোরে দেহ দান॥
শিশু বৎস লয়া তিঁহো হৈল উপনীত।
সহস্র মুখ ব্রহ্মা দেখি হইলা লজ্জিত॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা পড়িলা চরণে।
পূর্ণ ভগবান বলি জানিনু এখনে॥
শিশুবৎস হরি আমি কৈনু অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মোর ভক্ত যেই হয় সে মোর জীবন॥

তথাহি॥—

অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা
ভক্তানাম্ বান্ধবা বয়ং।
অস্মাকং গুরবো ভক্তা
ভক্তানাম গুরবো বয়ম্॥

ভক্ত মোর মাতাপিতা ভক্ত মোর গুরু।
ভক্তেতে থুইল নাম বাঞ্ছাকল্পতরু॥
ভক্ত হৈতে আমি হৈনু আমা হৈতে ভক্ত।
অতএব ভক্ত কিছু আমা হৈতে শক্ত॥
ভক্তের উচ্ছিষ্ট আমি করি যে ভোজন।
তাহাতে জানিহ বহু পাই আস্বাদন॥
রহস্য ভক্তের মুখে করি যে আস্বাদ।
তাহাতে পাই আমি বড়ই আহ্লাদ॥
আর এক কথা বলি ব্রহ্মা তব বিদ্যমান।
সব সখাগণ মধ্যে শ্রীদাম প্রধান॥
শ্রীদামে আমায় কভু ভিন্ন ভেদ নয়।
জানিবে দুঁহাতে এক কহিনু নিশ্চয়॥

শ্রীদামের অপমান যেই জন করে।
বৃন্দাবন প্রাপ্তি নয় কহিনু তোমারে॥
শ্রীদাম আমারে দেখ করেন পালন।
না বলিতে করে কর্ম্ম জানিয়া তখন॥
পরের মনের কথা পর নাহি জানে।
নর্ম্ম শ্রীদাম সখা তেঁই জানে অনুমানে॥
ব্রজেতে যতেক লীলা তোমা অগোচর।
এখন জানিলে ব্রহ্মা যাও নিজ ঘর॥
শ্রীদামের মুখ কৃষ্ণ হেরিয়া তুরিত।
তখন হইলা সবে অঙ্গেতে মিশ্রিত॥
প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা গমন করিলা।
পূর্ণ ভগবান তিঁহ করে নরলীলা॥
শুনিয়া চৈতন্য কহে অভিরাম ভাই।
মনের উদ্বেগ ঘুচে তোমা পানে চাই॥
তোমাকে দেখিলে কেন মাধুর্য্য উদয়।
ইহার বিশেষ কথা কহিবে নিশ্চয়॥
বলিতে বলিতে প্রভু বিভোল হইলা।
শীঘ্রগতি গিয়ে তিঁহ কোলেতে করিলা॥
অধরে অধর দিয়া করিল চেতন।
"স্থির হও" বলি ভাই করি নিবেদন॥
তোমাতে আমাতে পুনঃ চল এক স্থানে।
গোপনে কহিব সব যত আছে মনে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণে।
সবাকে সন্ত্বনা করি করহ গমনে॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ আনন্দিত হয়া।
নিত্যানন্দে ডাকি তাহা বলেন বসিয়া॥
শুন শুন নিত্যানন্দ আমার বচন।
নবদ্বীপে সবে মিলি করহ কীর্ত্তন॥
সান্ত্বনা করিয়ে শীঘ্র চলিলা তখনে।
বৃন্দাবনে দুঁহে মিলি করিলা গমনে॥

বেদ বিধি অগোচর হয় যেই স্থান।
সেখানে বসিয়া দুঁহে করে সম্ভাষণ॥

মহাপ্রভু বলে, "শুন, অভিরাম সখা।
কত গুণ ধর তুমি মোরে দেহ লেখা॥"

অভিরাম বলে, "গুণ নাহিক আমার।
মোরে দেখ রঙ্গিভঙ্গি অনুজ্ঞা রাধার॥"

তথাহি—অষ্টকে॥—
রাধিকাঙ্গ রত্নতুল্য দিব্যবর্ণ সুন্দরঃ।
সর্ব্বসাধুযুক্ত নিত্য রাধিকাত্ম সোদরঃ॥
নিত্যকাল নৃত্যগীত গৌরনাম কীর্ত্তনঃ।
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নাম ভক্তিবন্দনঃ॥
রাধিকার মনোবৃত্তি আমাকে আছয়।
তোমার দর্শনে মোর কোটি সুখোদয়॥
তোমার আশ্রিত আমি শুনহ বচন।
মোর কিবা গুণ আছে করি নিবেদন॥
দয়া কর মহাপ্রভু লইনু শরণ।
মোর মুখে বক্তা হয়ে করহ শ্রবণ॥
নিজ সুখ বাঞ্ছা কভু নাহি যে আমার।
তব সুখ তাৎপর্য্য লাগি সঙ্কেত বিহার॥
চৈতন্য বলেন, "শুন অভিরাম ভাই।
নিজ সুখ কাকে বলে কহত বুঝাই॥"
এত শুনি অভিরাম বলেন বচন।
একে একে কই তাহা শুনহ লক্ষণ॥
নিজ সুখ বাঞ্ছে যেই অজ্ঞান হইয়া।
আপনি সামগ্রী খাই তোমাকে না দিয়া॥
তারে বলি আত্মসুখী শুনহ বচন।
নিজ সুখ বাঞ্ছা বিনা না জানে কখন॥
আত্মসুখী হয়ে যেই করয়ে ভ্রমণ।
সেইজন নাহি পায় ভক্তির লক্ষণ॥

যত তত কর্ম্ম করে সকলি অসার।
কাষ্ঠের পুত্তলি যেন বহে মরে ভার॥
যেইজন নাহি জানে পর সুখ রীতি।
পশুগণ প্রায় যেন দেখি তার নীতি॥
শুনিয়া চৈতন্য পুনঃ বলেন বচন।
তোমার আচরণ কহ শুনিব এখন॥
মোর প্রাণ সম দেখ হৈলে বন্ধু তুমি।
তোমার আচরণ শুনি আচরিব আমি॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ বলেন হাসিয়া।
যত কর্ম্ম করি আমি তোমার লাগিয়া॥
যে কোন সামগ্রী আমি পাই যে যখন।
অগ্রে লয়ে দেই কৃষ্ণে করিতে ভোজন॥
খাইতে খাইতে যদি শেষ কিছু থাকে।
প্রিয় সখা বলি তবে দেহ মোর মুখে॥
আনন্দিত হয়ে তবে করি যে ভোজন।
নিজদেহে সুখ নাই শুনহ বচন॥
গোষ্ঠেতে যখন যাই সখাগণ সঙ্গে।
পাতিয়া বিনোদ খেলা কত খেল রঙ্গে॥
সখাগণ বলে তবে শুনহ কানাই।
খেলাতে হারিবে যেই বহিবেক সেই॥
এখন খেলিতে যদি তুমি গেলে হারি।
তুমি না বলিতে দেখ তারে কাঁধে করি॥
এই মোর আচরণ শুনহ বচন।
আত্মসুখ নাহি মোর জানে সর্ব্বজন॥
তব সুখে সুখী আমি তোমারে কহিনু।
প্রয়োজন নিজ সুখে কভু না করিনু॥
মাধুর্য্যে আশ্রিত হয়ে সেবা যেই করে।
নিজ সুখ কভু সেই করিতে না পারে॥
শুনিয়া চৈতন্য পুনঃ কহে অভিরাম।
মাধুর্য্য কাহাকে বলি কিবা তার কাম॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো বলেন তথাই।
নিজ সুখ নাহি বাঞ্ছে মাধুর্য্য বলাই॥
আত্মা দিয়া করে যদি তোমার সেবন।
মাধুর্য্য তাহার নাম শুনহ বচন॥
আত্ম নিবেদন দেখ করে ত সকলে।
বিবরিয়া কহ ভাই শুনি কুতূহলে॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো বলেন বচন।
আত্মা নিবেদন কথা অপূর্ব্ব কথন॥
বিক্রয় করিলে যেন অশ্ব পশুগণে।
তারে না আর করিতে হয় ভরণপোষণে॥
যারে দিল অশ্বপশু তার হৈল দায়।
তারা তাকে তৃণ পানি সকলি যোগায়॥
জানিয়া শুনিয়া যেই আত্মসমর্পিল।
মাধুর্য্যে আশ্রয় হয়া সে জন রহিল॥
নিজ সুখ বাঞ্ছে কেহ আত্মা সমর্পিয়া।
যত কর্ম্ম করে সেই কাম বশ হইয়া॥
কামপ্রেম দুঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ লক্ষণ॥
আত্মসুখ বাঞ্ছে যেই তারে বলি কাম।
কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছে যেই ধরে প্রেম নাম॥
শুনিয়া চৈতন্য পুনঃ কহে অভিরাম।
দেহ দিয়া ভজে তবু তারে বল কাম॥
ইহা শুনি অভিরাম বলেন বচন।
দেহ দিয়া ভজে যদি সহস্র জনম॥
মোর বাক্য শুনি যদি করিলে সংশয়।
বিবরিয়া কহি পুনঃ শুনহ নিশ্চয়॥
শান্তভাবে যেইজন করয়ে ভজন।
নিজসুখ দেখ তার যত প্রয়োজন॥
নিজসুখ বস্তু তার ভজনে মিশ্রিত।
না হয় গোলোক প্রাপ্তি শ্রীকৃষ্ণ সহিত॥

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দেখ দুইত প্রকার।
শাস্ত্র ভাবে যেই ভজে ঐশ্বর্য্য তাহার॥
ঐশ্বর্য্যের গুণে হয় দ্বারকা যে প্রাপ্তি।
পুনঃ পুনঃ গতায়াত সংসারে খিয়াতি॥
ঐশ্বর্য্যের পাত্র যেই আপনা না জানে।
কামের গরিমা সদা করে অনুমানে॥
তাহাতে প্রমাণ সত্য চন্দ্রাবলী রীত।
কৃষ্ণসুখ নাহি বাঞ্ছে স্বমুখ পিরীত॥
স্বপতির ধর্ম্ম বিনা নাহি জানে আন।
ভাগবতে দেখ তাহা আছয়ে প্রমাণ॥
আমার কৃষ্ণ বলিয়া করেন গরিমা।
বিবরিয়া কহি তার কামের মহিমা॥
একদিন তাহা সনে মিলন করিলা।
তব মনোবৃত্তি আমি তখন জানিলা॥
বহুত ভর্ৎসনা সেই করিতে লাগিলা।
মিলনে কবজ দেহ তোমারে কহিলা॥
অন্যান্য যুবতী সনে না কর মিলন।
তবে সে মিলিব আমি শুনহ বচন॥
তব সুখ বাঞ্ছা তিঁহ না করিল মনে।
মান করি তাহা হৈতে আইলে তখনে॥
আত্মসুখী হয়া সেই থাকেন ভুলিয়া।
তপ্ত লৌহ যৈছে যায় ক্ষণেকে মিলিয়া॥
দেহ সুখ দেখ কভু চিরকাল নয়।
ক্ষণেকেতে সেই সুখ পাশরণ যায়॥
নিম্ব কভু মধু নহে জানে সর্ব্বজনে।
এমতি জানিবে প্রেম চন্দ্রাবলী সনে॥
শুনিয়া চৈতন্য পুনঃ বলেন হাসিয়া।
আত্মসুখ কিসে যায় কহ বিবরিয়া॥
ইহা শুনি অভিরাম বলেন বচন।
পুনশ্চ জন্মিতে হয় শুনহ লক্ষণ॥

জানিয়া শুনিয়া কৃষ্ণ না করে ভজনা।
পুনঃ পুনঃ পায় সেই গর্ব্ভের যাতনা॥

জননীর গর্ব্ভবাস দারুণ বন্ধন।
তাহাতে প্রবিষ্ট হয় মহাপাপীগণ॥

একবার জনমিয়া আর বার মরে।
তথাপি কৃষ্ণপদ ভজিতে না পারে॥

পারিলেও করিতে নারে এমনি স্বভাব।
জানিয়া না করে কার্য্য এই মহাপাপ॥

জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
ভজিতে অভয় পদ নাহি পড়ে মনে॥
মনেতে পড়িলে তবু তাচ্ছল্য প্রকাশ।
ইহাতেই হয় জীবের মহাসর্ব্বনাশ॥
দিবা অর্থ চিন্তা কিবা কুটুম্ব ভরণ।
রাত্রে রতি ক্রীড়াদি নিদ্রাতে মগন॥
অনিত্য দেহকে সেই নিত্য ভাবি মনে।
পিত্রাদির মৃত্যু দেখি দেখে না নয়নে॥
ঊর্দ্ধপদে হেঁট মুখে পুনঃ গতাগতি।
বিপদ সময়ে কৃষ্ণ হয় তবে মতি॥
এবার জন্মিলে কৃষ্ণ করিব ভজনা।
পুনর্ব্বার গর্ব্ভে হেন না পাব যাতনা॥
নিষ্ঠা হয়ে করিবে কৃষ্ণের আগমনে।
মাধুর্য্যে আশ্রিত সেই শুনহ লক্ষণে॥
বিবরিয়া কহি তাহা শ্রীচৈতন্যভাই।
শ্রীমতী রাধার দেখ আত্মসুখ নাই॥
তথাহি—ভৈরবী রাগেন গীয়তেঃ—
"পহি লহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
না সো রমন না হাম রমণী।
দুই মন মনুভব পেশলঃ জানি॥

এ সখী সে সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহব কি বিশরহ জানি॥
না খুঁজিনু জ্যাতি না খুঁজিনু আন।
দুহুঁকা মিলনে মধ্যস্থ পাঁচবান॥"
তোমাকে কহি যে ইহা শুনহ নিশ্চয়।
আমার অনুজ্ঞা তেঁই জানিয়া আশয়॥
যখন হইলা রাধার মুদিত নয়ন।
দেখিতে আইল তথা যত বন্ধুগণ॥
রাধার বরণ দেখি কাঞ্চনের ন্যায়।
মুদিত দেখিয়া সবে করে হায় হায়॥
উজ্জ্বল বরণ দেখি আনন্দিত মন।
সকল দেখি যে ভাল নাহি তিনগুণ॥
নয়ন বদন নাশা কর্ণ ছিদ্র নাই।
শুনিয়া যশোদা তবে আইলা তথাই॥
কৃষ্ণ কোলে করি তিঁহ দাঁড়ায়ে আছিলা।
কৃষ্ণ অঙ্গ বায়ু রাধার নাশাতে পশিলা॥
নয়ন মিলিত হৈল দেখেন চাহিয়া।
হাস্য কটাক্ষ দুঁহে করেন বসিয়া॥
রমণী নহেন তবু করেন নিয়ম।
কৃষ্ণ ত' রমন নহে বাসেন সঙ্গম॥
সনক নারদ আদি যত মুনিগণ।
রাধার নিয়ম দেখি আনন্দিত মন॥
রাধিকার সঙ্গে যেই থাকে নিরন্তর।
নিজ সুখ নাহি তার ভুবন ভিতর॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস॥

ইতি শ্রীঅভিরাম লীলাসূত্র বর্ণনে মহাপ্রভুসহ
বৃন্দাবনে কথোপকথন নামক প্রথম
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় অভিরাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুণমণি নাম॥
জয় জয় গৌরভক্ত করি নিবেদন।
অভিরাম পদে মোর করাহ বন্দন॥
কাতর হইয়া বলি কর পরিত্রাণ।
মায়া জালে পড়ি মুই হইনু অজ্ঞান॥
দ্বাদশ বৎসর মোর হইল জনম।
বৃথা হইল ইবে যত মোর পরিশ্রম॥
দেখিতে শুনিতে দিন যায় ত' বহিয়া।
মন কভু নহে স্থির গর্ত্তে পড়ে গিয়া॥
পড়িয়া বিষ্ঠার কুপে ডাকি বারে বারে।
পতিত বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে।
শিরে ধরি বন্দি আমি সবার চরণ।
কুটিনাটি পানে যেন নাহি যায় মন॥
ভবিষ্যদ্ বৈষ্ণবপদ করিয়ে স্মরণ।
সবে মিলি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন॥
বোবা হয়ে আছি আমি কহাও কথন।
যা বলাও বলি আমি করি নিবেদন॥
গিরি লাঙ্ঘবারে যেন চাহে পঙ্গুজন।
অন্ধকে দিলে চক্ষু দেখে তারাগণ॥
সেইমত সবে মিলি করহ আশ্বাস।
অভিরামলীলা কিছু করি যে প্রকাশ॥
পুনর্ব্বার অভিরাম বলেন বচন।
শুনহ চৈতন্যপ্রিয় গোপীর লক্ষণ॥
ত্রৈলক্য পৃথিবী ধন্যা বৃন্দাবনপুরী।
তত্রাপি গোপীকা ধন্যা দেখিতে মাধুরী॥
তথাপি রাধিকা বৃন্দা হয়েন উত্তম।
রমণীর শিরোমণি দেখি মনোরম॥

বৃন্দাবনে আসি মোরা যবে গোচারণে।
রাধিকা সহিত তাহা দেখে সখীগণে ॥
গৃহকার্য্য করে যদি মন নহে স্থির।
কোন ছল করি আইসে যমুনার তীর ॥
যমুনার জল যত করে ঝলমলে।
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে সব যমুনার জলে ॥
তখন কদম্ব বৃক্ষে বসিয়া আছিলে।
সখাগণ না দেখিয়া হইল বিকলে ॥
সখাগণ মিলি তথা বলেন সবাই।
কোথায় গেলেন তব প্রিয় যে কানাই ॥
সব সখাগণে আমি বলিনু বচন।
গোচারণ কর তিঁহ আসিবে এখন ॥
তা সবা সান্ত্বনা করি খুঁজি বনে বনে।
যমুনাতে আসি পুনঃ দেখি গোপীগণে ॥
গোপীগণে দেখি তথা হইনু বিস্ময়।
কেমনে সুধাব ইহা ভাবি যে নির্ণয় ॥
বিবস্ত্র হইয়া সেই রহে গোপীগণ।
কদম্ব বৃক্ষেতে বস্ত্র দেখি যে তখন ॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ আসি করেন চাতুরী।
কেমনে মিলিব তাহা এই বেশ ধরি ॥
এই বেশ ধরি যদি করি যে গমন।
ডুবিয়া মরিবে সব শ্রীমতীরগণ ॥
রহস্য লাগিয়া রহ অনুমানে দেখি।
চক্রবাকে আচ্ছাদিয়া কাঁদে সব সখী ॥
দেখিয়া সবার দুঃখ মনেতে যে ভাবি।
শক্তিতে করিব লীলা হইব বৃন্দাদেবী ॥
বৃন্দাবতী হয়া তথা মিলন করিলা।
বৃন্দাবতী দেখি রাধা হাসিতে লাগিলা ॥
আইস আইস প্রাণ বৃন্দা করি নিবেদন।
আমা সবাকার আজি রাখহ জীবন ॥

গাগরী লইয়া মোরা আইলাম জলে।
এমন কলঙ্ক হৈল ঘুষিবে সকলে ॥
তটেতে রাখিয়া বস্ত্র জলেতে নাবিলা।
সবাকার বস্ত্র আসি কানাই হরিলা ॥
জলে থাকি বস্ত্র কত মাগি বারে বার।
শুনিয়া না শুনে কৃষ্ণ করে অহঙ্কার ॥
এত শুনি বৃন্দাবতী হাসিতে লাগিলা।
কিসের লাগিয়া কৃষ্ণ অপমান কৈলা ॥
শ্রীমতী বলেন বৃন্দা দেখহ আপনি।
কুলের কামিনী মোরা নবীনা যৌবনী ॥
স্বপনে না জানি বৃন্দা এত দুঃখ হবে।
বিলম্ব হইলা এত ঘরেতে ভৎ র্সিবে ॥
এতক্ষণ হৈল কেন বলিবে এখনি।
মোর ঘরে দুষ্ট বড় হয় ননদিনী ॥
পুনশ্চ তোমারে বৃন্দা করি যে বিনয়।
তুমি মোর প্রিয় যত অন্যে তত নয় ॥
তোমায় আমায় এক শুনহ নিশ্চয়।
তোমার চরিত্র দেখি লোকেতে বিস্ময় ॥
অগ্রেতে যাইয়া রাসে কর আরোহণ।
পশ্চাতে যাইব আমি আর গোপীগণ ॥
মোরে লয়ে তুমি কৃষ্ণ করাও মিলনে।
তোমার আশ্রিত হয়ে রহে গোপীগণে ॥
বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেম সেবা প্রাপ্তি হয় সখী সঙ্গে স্থিতি ॥
যখন কৃষ্ণের বাঞ্ছা যার প্রতি হয়।
আমি না বলিতে তারে ছলেতে মিলায় ॥
আঁখি ঠেরে বলে সেই জানিয়া তখন।
তাম্বুল চাহেন রাধা করহ গমন ॥
একে একে আসি সবে রাশে প্রবেশিলা।
সেবা করি সবাকার আনন্দ যে হৈলা ॥

প্রধান দূতিকা তুমি শুন বৃন্দাবতী।
বস্ত্র আনিয়া দেহ করি যে কাকুতি ॥
রাধার কাকুতি দেখি বৃন্দা ঠাকুরাণী।
আশ্বাস করিয়া তবে চলিলা আপনি ॥
শীঘ্রগতি গেল তিঁহ কদম্বের তলে।
বৃন্দাকে দেখিয়া কৃষ্ণ হাসে কুতূহলে ॥
তখন বলেন বৃন্দা কি কার্য্য করিলে।
এতকেন গোপীগণে অপমান কৈলে ॥
শুনিয়া তখন কৃষ্ণ বলেন বচন।
মোরে কেন গালি দেয় যত গোপীগণ ॥
যখন আইলা সব গোপীগণ জলে।
বসিয়াছিলাম আমি কদম্বের তলে ॥
আমারে দেখিয়া গোপী টিটকারি দিয়া।
বিনা দোষে গেল কেন বাঁশী যে লইয়া ॥
তুমি ত' আইলে বৃন্দা গোপীর বচনে।
মোর কেন অপমান কৈল গোপীগণে ॥
সবার প্রধান বৃন্দা শুনহ বচনে।
বিচার করহ দেখি হারে কোন জনে ॥
বিচার করিলে বৃন্দা হারি যদি আমি।
মাথায় করিয়া বস্ত্র দিব যে আপনি ॥
তবে বৃন্দাবতী পুনঃ বলেন বচনে।
তোমারে হারায় হেন নাহি ত্রিভুবন ॥
তোমারে বলি কৃষ্ণ শুনহ বচন।
হারিল তোমার কাছে যত গোপীগণ ॥
অপরাধ ক্ষমা কর বলিছে তোমারে।
বস্ত্র আনি সবাকার দেহত আমারে ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
বিচার করিলে দেখ হারে গোপীগণ ॥
রাধিকার পাশে তুমি করহ গমন।
সবারে ডাকিলা কৃষ্ণ দিবেন বসন ॥

এতেক শুনিয়া গেল রাধিকার পাশে।
বৃন্দাকে দেখিয়া রাধা ঠারে ঠারে হাসে ॥
বৃন্দাবতী বলে রাধা কি বলিব আর।
কৃষ্ণকে বলিনু এই কেমন আচার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মোর আপনি আইলা।
দোষগুণ না জানিয়া আমারে ভর্ৎসিলা ॥
বিচার করিনু তরে কড়ার করিয়া।
বিচারে হারিবে যেই বস্ত্র দিবে বইয়া ॥
বিচার করিয়া তবে ভাবি মনে মনে।
গোপীর হইল হার বলিব কেমনে ॥
কহিনু কত যে আমি কৃষ্ণে দাবাইয়া।
ঘাট হৈল কি করিবে সহজে তারা মেয়া ॥
রাখাল হইয়া কেন ভয় না করিলে।
নবীন যুবতী সনে কেমনে মিলিলে ॥
বুঝিনু সকল কৃষ্ণ তোমার চাতুরী।
বিবস্ত্র হইয়া গোপী জলে রহে পড়ি ॥
কুলের কামিনী সব নবীনা যৌবনা।
কেহ যদি দেখে গোপী মরিবে এখনি ॥
তখন আমারে কৃষ্ণ বলেন হাসিয়া।
বিনা দোষে হার নাহি দেখিলে বুঝিয়া ॥
পুনশ্চ নাগর কৃষ্ণ বলে কুতূহলে।
সবাকারে আন বৃন্দা কদম্বের মূলে ॥
এ সত্য বলি যে রাধা শুনহ বচন।
কেমনে যাইবে সবে নবীন যৌবন ॥
যার পানে চায় সেই কালীয়া চঞ্চল।
সাপিনী দংশনে বিষ চড়িবে সকল ॥
রাধিকা বলেন বৃন্দা কি হবে এখন।
কেমনে যাইব মোরা কদম্ব কানন ॥
ভুবনে ঘুষিবে মোর হইবে অখ্যাতি।
রাজার নন্দিনী তাহে হই কুলবতী ॥

শুনিয়া তখন বৃন্দা বলেন বচন।
শীঘ্রগতি চল সবে না কর গঞ্জন॥
বিলম্ব না কর রাধা বলি যে তোমারে।
যদি কেহ দেখে ইহা বলিবেক ঘরে॥
শুনিয়া শ্রীমতী পুনঃ বলেন বচন।
ছাড়িতে যমুনার জল নাহি যায় মন॥
উলঙ্গ হইয়া মোরা কেমনে যাইব।
পিরীতে ধিৎকার দিয়া জলেতে পশিব॥
শুনিয়া এতেক বৃন্দা বলেন তখন।
পিরীত করিয়া কেন ত্যজিবে জীবন॥
আমার বচনে রাধা স্থির কর মন।
মরিলে না ছাড়ে দেখ পিরীতি রতন॥
জলেতে মরিলে কভু পিরীতি না যায়।
তুঁষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥
এমন পিরীতি সেই কহনে না যায়।
সাগরে ডুবিয়া থাক তবু না জুড়ায়॥
তাহার দৃষ্টান্ত কহি শুনহ সত্বর।
সাগর নিকটে এক থাকে তরুবর॥
লতা সব বেড়ি তাকে করে আরোহণ।
ভরেতে পড়িল বৃক্ষ সাগরে তখন॥
লতা বৃক্ষ দুঁহে মিলি বন্যায় ভাসিলা।
কাঠুরিয়াগণ তাহা আসিয়া ধরিলা॥
সেই তরু লয়া কাটে কাঠুরিয়াগণ।
খণ্ড খণ্ড করি সব করিলা বন্ধন॥
বোঝা বাঁধি পুনরায় ঘরে লয়া যায়।
সেইসব লতা কাষ্ঠ আগুনে পোড়ায়॥
আগুনে পোড়ায়ে সব করেন দাহন।
তবু না ছাড়িল দাগ পিরীতি এমন॥
সেই অভিপ্রায় দেখি দুঁহার চরিত।
কেমনে ছাড়িতে চাও পিরীতি জড়িত॥
তোমারে বলি যে রাধা শুনহ বচন।
জল বিনে মীন যেন না বাঁচে কখন॥
কৃষ্ণ জল তুমি মীন বুঝ মনে মনে।
তাহাকে ছাড়িতে চাহ কোন আচরণে॥
এতেক শুনিয়া রাধা বলেন তখন।
পিরীতি করিয়া বুঝি হারানু জীবন॥
কুলের কামিনী হয়ে পিরীতি করিনু।
অবলা অখলমতী অরূপে ভুলিনু॥
কদম্বের তলে সেই বাঁশী যে পুরিলা॥
প্রেমে অচেতন মোরা জলেতে পড়িলা॥
জলেতে পড়িয়া সবে হইনু বিকল।
বস্ত্র আসি হেনকালে হরিল সকল॥
বাঁশী দ্বারে অচেতন হইনু সবাই।
অতএব বস্ত্র সব হরিল কানাই॥
চেতন রহিত যদি না হত সবাকার।
ধরিয়া বঁধুকে বহু দিতাম ধিৎকার॥
এত অপমান বৃন্দা কে সহিতে পারে।
পিরীতি করিনু তাই অহঙ্কার করে॥
তোমারে বলিনু বৃন্দা শুনহ বচনে।
পিরীতি বলিয়া আর না শুনিব কানে॥
এমন কঠিন কেন বঁধুরা হইল।
পিরীতি করিয়া মোরে দুঃখেতে ভাসিল।
সুজনে কুজনে দেখ কভু ভাল নয়।
আত্মসুখী হয়ে ভাঙ্গে পিরীতি নিশ্চয়॥
সুজনের কথা বলি শুন বৃন্দাবতী।
পরের দুঃখে দুঃখী হয় দিবারাতি॥
আপনি বিকায়া সেই করে উপকার।
মনেতে ভাবিয়া বৃন্দা করহ বিচার॥
শুনিয়া বিচার তবে কহ বৃন্দাবতী।
বিষয় জাতীয় সুখ কৃষ্ণের পিরীতি॥

নানা পুষ্পে মধু খায় ভ্রমরার রীত।
বুঝি নিশ্চয় আমি তাহার চরিত॥
তোমারে বলি যে রাধা শুনহ নির্ণয়।
আশ্রয় জাতীয় সুখ তোমার নিশ্চয়॥
পরের দুঃখেতে তুমি হও যে কাতর।
তোমারে না মানে যেই সেইত পামর॥
তোমার যে মনোবৃত্তি সব জানি আমি।
গোচারণে যখন যান নীলমণি॥
অট্টালিকা উপরি তুমি থাকহ বসিয়া।
তখন যান কৃষ্ণ মুরলী পূরিয়া॥
শুনিয়া মুরলী ধ্বনি হৈলে অচেতন।
তোমারে লইয়া কোলে করে গোপীগণ॥
কতক্ষণ পরে তবে পাইয়া চেতনে।
কোন পথে গেল কৃষ্ণ বল গোপীগণে॥
তখন তোমারে গোপী করেন উত্তর।
দেখিতে না পাই মোরা নন্দের কুমার॥
আপনি উঠিয়া তবে কর নিরীক্ষণ।
গোচারণ করে কৃষ্ণ লয়ে সখাগণ॥
দেখিয়া তখন হৈলে আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিলা দেখ যত গোপীগণে॥
বিধি না জানে ভাল করিতে সৃজন।
অতেব না হয় আর কৃষ্ণ দরশন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল আঁখি দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ দিল কি দেখিব মুই॥
এতেক বিষাদ কৃষ্ণে কর কি লাগিয়া।
বুঝনে না যায় রাধা তোমার মহিমা॥
এতেক শুনিয়া রাধা বলেন বচন।
আর না জ্বালিহ সেই পিরীতি আগুন॥
সকল কহিলে বৃন্দা করি অনুমান।
অতএব হও তুমি দূতীর প্রধান॥
সবাই বলি যে মোরা শুনহ এখনে।
যে সবার দুঃখ যত কহ কৃষ্ণ স্থানে॥
কাতর দেখিয়া সেই বৃন্দা ঠাকুরাণী।
কহিতে আইলা কৃষ্ণে গোপী দুঃখ জানি॥
শীঘ্রগতি আসি তথা করে নিবেদন।
রাধিকার দুঃখে কৃষ্ণ মরে গোপীগণ॥
রাধিকা বলেন আমি কি কার্য্য করিনু।
পিরীতি করিয়া সব গোপীরে বধিনু॥
কি কার্য্য করিনু মুই পিরীতি করিয়া।
গোপীগণে মরে সব আমার লাগিয়া॥
তখন আমারে রাধা বলেন বচন।
কিসের লাগিয়া মরে যত গোপীগণ॥
কহ বৃন্দাবতী তুমি বিচার করিয়া।
সে সব বিচার কৃষ্ণ শুনহ আসিয়া॥
তখন রাধাকে আমি কহিনু নির্ণয়।
কেন বা মরয়ে গোপী শুনহ নিশ্চয়॥
ধনীর কাছেতে দেখ থাকে দুঃখীজন।
তার দুঃখ সুখ লয় করিয়া বণ্টন॥
আপনার ধন দিয়া করেন পালন।
সর্ব্বলোক ঘোষে তার মহৎ লক্ষণ॥
যশ কীর্ত্তি হয় তার শুনহ নিশ্চয়।
আপনা বিকায়া সেই উপকার করয়॥
সেইত বংশের লোক যদি দুঃখী হয়।
ভিক্ষা করি আনি তবু দুঃখীরে খাওয়ায়॥
এইমত গোপীগণ পর দুঃখ জানে।
আপনার দুঃখ সুখ কিছুই না মানে॥
আপনা বিকায়ে গোপী করে উপকার।
রাধিকার পাকে দুঃখ হইল সবার॥
রাধিকার দুঃখ সব লইবে বাঁটিয়া।
মরিবে সকল গোপী রাধিকা লাগিয়া॥

রাধিকা থাকুন সুখে আমরা মরিব।
মরিয়া রাধার দুঃখ সকল ভুঞ্জিব॥
গোপীর আশয় এই বিচারিয়া জানি।
তখন কহিনু শুন রাধা ঠাকুরাণী॥
দেখহ শরণাপন্ন হয় যে যাহার।
তাহারে না রাখে যেই অখ্যাতি তাহার॥
অযশ ঘুষয়ে তার সকল সংসারে।
আশ্রিত হইলে যদি না রাখে তাহারে॥
এতেক বলিয়া বৃন্দা পুনশ্চ কহিলা।
গোপীর বৃত্তান্ত এই সকল শুনিলা॥
তখন নাগর কৃষ্ণ বলেন বচন।
যত কিছু বল তুমি নাহি লয় মন॥
মিনতি করিয়া বলি শুন বৃন্দাবতী।
গোপীগণে আনি দেহ গিয়ে শীঘ্রগতি॥
বহুদিন হৈতে আমি মনে মনে করি।
বড় সাধ ছিল মোর বস্ত্র নিব হরি॥
বহু পুণ্যফলে বিধি দিল সেইদিন।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে মিলালে এখন॥
আমার বচন পুনঃ শুন বৃন্দাবতী।
এখানে আনহ গোপী করিয়া কাকুতি।
আমার প্রধান দূতী বৃন্দা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ প্রিয়গণ রসে সুপ্রিয়বাদিনী॥
তোমা বিনা প্রিয় মোর কেবা আছে আর।
গোপীর হইল মান ভাঙ্গ যে এবার॥
আপনার হস্তে আমি বস্ত্র পরাইব।
অপরাধ কৈনু বহু মিনতি করিব॥
আমার উপরে রাধা করে অভিমান।
ভরসা করি যে মাত্র তাহার চরণ॥
রাধা মোর তন্ত্র মন্ত্র জপি তাঁর নাম।
রাধিকা বিমুখ হইলে ত্যজিব পরাণ॥
প্রাণের অধিক মোর রাধা ঠাকুরাণী।
শীঘ্রগতি আন বৃন্দা কহি প্রিয়বাণী॥
এতেক শুনিয়া বৃন্দা গমন করিলা।
পথেতে আসিয়া পুনঃ উপায় সৃজিলা॥
কৃষ্ণের দূতীকা হয়ে রাধাকে মিলাব।
কৃষ্ণের বিরহ সব রাধাকে কহিব॥
উভয় সম্বন্ধে হৈল মিলন করিতে।
গোপীরে মিলিয়া বৃন্দা লাগিলা ভাবিতে॥
হেঁটমুখ হয়ে পুনঃ বসিলা তখন।
দেখিয়া রাধিকা জীউ বলেন বচন॥
হেঁট মুণ্ড হয়ে বৃন্দা ভাব কি লাগিয়া।
কৃষ্ণের আশয় কিবা কহত আসিয়া॥
শুনিয়া তখন বৃন্দা বলেন বচনে।
সবার সমান দশা বলিব কেমনে॥
তোমার দুঃখের কথা তাহারে কহিলা।
শুনিয়া তখন কৃষ্ণ ভূমিতে পড়িলা॥
বৃক্ষের উপর হৈতে পড়িলা যখন।
তখন তাহার রাধা না ছিল জীবন॥
তাহার কাকুতি দেখি করিলাম কোলে।
তোমার ভরমে রাধা ধরে মোর গলে॥
বসনে বাতাস করি করাই চেতন।
দুঃখেতে সমান দেখি ভাবি তাই এখন॥
এতেক শুনিয়া রাধা বলেন বচন।
মোরে দুঃখ দিয়া কৃষ্ণ হৈল অচেতন॥
দুঃখ নহে তবে মোরা সুখ করি মানি।
বিলম্ব না কর আর মিলিব এখনি॥
পুনশ্চ বলি যে বৃন্দা শুনহ নির্ণয়।
সবার মধ্যেতে যাব কহিনু নিশ্চয়॥
জল হৈতে গোপীগণ তটেতে উঠিলা।
সবার মধ্যেতে রাধা প্রবেশ করিলা॥

মধ্যেতে থাকিয়া পুনঃ বলেন বচন।
চৌদিক হইয়া সবে করহ গমন॥
আর এক নিবেদন শুন বৃন্দাবতী।
সবার প্রধান তুমি করি যে কাকুতি॥
যখন মিলিব মোরা কদম্ব কাননে।
কৃষ্ণ ঠাঁই বস্ত্র মাগি দিবেন আপনে॥
যাইয়া রহিব মোরা হেঁট মুখ হইয়া।
কোন লাজে বস্ত্র সব মাগিব যাইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ করেন যদি কথোপকথন।
সে সব উত্তর বৃন্দা করিবে আপন॥
কাতর দেখিয়া বৃন্দা বলেন বচন।
আমা হৈতে যত হয় করিব তখন॥
কহিতে বলিতে গেল কদম্ব কাননে।
বসিয়া রহিলা গোপী হেঁট যে বদনে॥
তখন নাগর কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা।
হেঁট মুণ্ড হয়ে কেন গোপীরা বসিলা॥
সাক্ষাতে করে মান কিসের লাগিয়া।
তখনে বলেন বৃন্দা নাগরে হাসিয়া॥
তুমিত নাগর কৃষ্ণ হইলে আকুল।
বস্ত্রের লাগিয়া সব গোপীকা ব্যাকুল॥
শুনিয়া নাগর কৃষ্ণ বলেন বচন।
গোপী না চাহিলে মোরে না দিব বসন॥
ঊর্দ্ধমুখ হৈয়া গোপী চাহ মোর পানে।
তবে যে দিব আমি সবার বসনে॥
এত শুনি গোপীগণ কৃষ্ণপানে চায়।
তখন নাগর বস্ত্র গোপীরে দেখায়॥
এই বস্ত্র লহ সবে শুনহ বচন।
ঊর্দ্ধ হস্ত বিনু বস্ত্র না দিব এখন॥
এতেক শুনিয়া গোপী নয়ন মুদিয়া।
ঊর্দ্ধ হস্ত করি বস্ত্র মাগিতে লাগিলা॥

তখন নাগর কৃষ্ণ বলেন হাসিয়া।
নয়ন মুদিত গোপী কিসের লাগিয়া॥
নয়ন মিলিত সবে করহ এখন।
তবে সে দিব আমি সবার বসন॥
এতেক শুনিয়া গোপী কাঁদিয়া কহিলা।
বস্ত্র যে হরিয়া কৃষ্ণ অধীন করিলা॥
এমন অধীন হয়া রব কতকাল।
আর না করিব মোরা পিরীতি জঞ্জাল॥
হেনকালে বৃন্দাবতী বলেন বচন।
শুনহ নাগর কৃষ্ণ করি নিবেদন॥
গোপীকার মনোবৃত্তি দেখহ বিচারি।
বস্ত্র দেহ ওহে কৃষ্ণ না কর চাতুরী॥
বৃন্দার বচনে কৃষ্ণ দিলেন বসন।
বস্ত্রপরি সবাকার আনন্দিত মন॥
তবে রাধাকৃষ্ণ সহ মিলন করিলা।
পুনশ্চ গোপীকা সব বৃন্দাকে কহিলা॥
যমুনার জলে বৃন্দা রহিল গাগরী।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হৈল যাই ত্বরা করি॥
কৃষ্ণ প্রণমিয়া গোপী করিলা গমন।
রমণীর শ্রেষ্ঠা বৃন্দা করান মিলন॥
জয় জয় বৃন্দাজীউ লইমু স্মরণ।
মোর মুখে বক্তা হয়ে কহাও কথন॥
তোমা অনুগত এই হয়েছে পামরে।
তোমা বিনা কেবা আছে এ তিন সংসারে॥
পুনরপি গেলা বৃন্দা গোপীকা লইয়া।
গমন করিলা গৃহে গাগরী ভরিয়া॥
নিজ নিজ গৃহে সবে গেলেন তখন।
বৃন্দাকে তখন রাধা বলেন বচন॥
শুন শুন বৃন্দাবতী হইয়া উল্লাস।
আমার সঙ্গেতে চল আমার আবাস॥

শ্রীশ্রীগুরুপরিকর স্মরণ

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
ব্রজে শ্রীসন্ধিনী শক্তি গৌর সেবাধাম॥
ব্রজে কুঞ্জ সেবা পরা অনঙ্গ মঞ্জরী।
শ্রীজাহ্নবা দেবী এবে মম যূথেশ্বরী॥
নিতাই-জাহ্নবা দোঁহে হয় এক রূপ।
গৌর পাদপদ্ম সেবে ধরি বহুরূপ॥
নিতাই জাহ্নবা কৃপা করি নিজগুণে।
শ্রীগৌরকিশোর সেবা দেহ তুচ্ছ জনে॥
গঙ্গা তীরে নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে।
বসিয়াছে গোরারায় রত্ন সিংহাসনে॥
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর।
কনিকায় অদ্বৈত শ্রীবাস গুণধর॥
চতুর্দিকে সুশোভিত প্রিয়ভক্তগণ।
সবে গৌর গুণগানে পুলকিত মন॥
তথায় শোভিত মোর গুরু পরিজন।
সর্ব্ব বামে রব মুই সেবার কারণ॥
হেরিব এ হেন রূপ ভুবন মোহন।
অনুরাগে করিব সেবা দিয়া প্রাণমন॥
সেবাঙ্গিত অভিলাষে রব দাঁড়াইয়া।
আজ্ঞায় করিব সেবা প্রেমযুক্ত হয়া॥
এ হেন সৌভাগ্য মোর ঘটিবে কতদিনে।
প্রেমসেবা সমর্পিবে করি আকর্ষণে॥
দন্তে তৃণ ধরি মুই করি নিবেদন।
ওহে গুরুগণ কর বাসনা পূরণ॥
ওহে শ্রীজাহ্নবা মাতা কৃপা কর মোরে।
গৌরাঙ্গের কেশ সেবা দেহ গো আমারে॥
ওহে নারায়ণী মাতা কর এইরূপ।
কর্পূর তাম্বুল সেবি ধরি দাসরূপ॥
ওহে গোবিন্দ প্রিয়মাতা এই নিবেদন।
সুগন্ধি চন্দনে যেন সেবি অনুক্ষণ॥

ওহে কদম্বকুমারী মাতা কৃপা কর এবে।
তুমি বিনা বস্ত্র সেবা মোরে কেবা দিবে॥
ওহে নবকুমারী মাতা কৃপা দৃষ্টি করি।
মাল্যসেবা দেহ মোরে দাস অঙ্গীকরি॥
ওহে শ্রীকালিন্দী মাতা করি নিবেদন।
গৌর অঙ্গসেবা যেন না ছাড়ি কখন॥
ওহে অন্নপূর্ণা মাতা কর মোর হিত।
বাদ্যযন্ত্র সেবা দিয়া করগো বিহিত॥
ওহে তারামণি মাতা এই মোর মন।
সুবাসিত জলদানে সেবি অনুক্ষণ॥
ওহে কৃষ্ণ কিশোর প্রভু কি বলিব আর।
শয্যা রচনা সেবা মোরে দেহ একবার॥
ওহে শ্রীকিশোরী মাতা নিজ দাস জানি।
পিকদানী সেবা মোরে দেহগো আপনি॥
ওহে শ্রীসারদা মাতা কি বলিব আমি।
মাল্যসেবা দেহ মোরে অনুগত জানি॥
ওহে প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।
ব্যঞ্জনসেবা দেহ মোরে দীনহীন জানি॥
ওহে মোর প্রাণের ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ দাস।
যাবক রচনা সেবা দানে পুরাও অভিলাষ॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সেবন।
দাস অঙ্গীকরি সেবা দেহ অনুক্ষণ॥
গুরু পরিকর এই করিনু স্মরণ।
যাদের স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
গুরু পরিকর নিত্য যে করে স্মরণ।
অনায়াসে প্রাপ্তি হয় শ্রীগৌরচরণ॥
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরুপরিকর বন্দে গুরুপদ দাস॥

Shripad Ishvarpuri. R. N. 32785/79. September—1979
Postal Regd. No. W. B./NP—31. 4th Year—Vol—2

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১'৫০
২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২'০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১'৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন : ভিক্ষা—৭'০০
(স্থানমাহাত্ম্য সহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থের ভ্রমণ পথ নির্দ্দেশ)
৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী—(প্রথম খণ্ড) : ভিক্ষা—৭'০০

[পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের বিস্তারিত জীবন-চরিত তৎসঙ্গে তাঁহাদের পূর্ব্বাবতার, পিতা মাতা, জন্মভূমি, লীলাকাহিনী ও অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় সমসাময়িক পার্ষদবৃন্দের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত তথ্যের বিচিত্র সমাবেশ। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।]

৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গণোদ্দেশাবলী—(১ম খণ্ড) : ভিক্ষা—৫'০০

[শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা ও কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা সম্বলিত। ২য় খণ্ডে শ্রীরামাই পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীবলরাম দাসাদির শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ প্রকাশিত হইবে।]

ঃ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা
২। "গ্রন্থালোক", ৫/১, অম্বিকা মুখার্জ্জি রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৭০০০৫৬
৩। শ্রীনিতাইপদ আচার্য্য, গ্রাঃ + পোঃ—গোপালনগর, ২৪ পরগণা
৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২
৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagadguru Shripad Ishvarpuri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan , Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar and printed by self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone : Bhat - 2415)
Editor : Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

ঃ নিয়মাবলী ঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ষাণ্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক)—৫'০০, প্রতি সংখ্যা—২'৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পত্রিকা-প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাক টিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

ঃ কলিকাতার যোগাযোগ ঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)
ফোন ঃ ২৪-৬৬২৩
৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য্য এণ্ড কোং)
ফোন ঃ ২৩ ৭০০৭
১০, ওয়াটার লু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৬৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী
ফোন ঃ ২৪-৪৬০৩
১৭, শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট, ইন্টালী, কলিকাতা ৭০০০১৪

শ্রীগিরিধারী মল্লিক
ফোন ঃ ৫২-২১৭৮
১৫ ইউ, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা—৩৭

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী
সম্পাদক—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী
চৈতন্যডোবা
পোঃ—হালিসহর জেলা—২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ

বিঃ দ্রঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবানুকূল্যের জন্য এই পত্রিকার প্রয়াস। যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া আপনি এই পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করুন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুসন্ধান পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তাই এতদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

চতুর্থ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯২
সন—১৩৮৫ সাল, ২৬শে মাঘ
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫.০০ প্রতি সংখ্যা—২.৫০

পত্রিকার পূর্ব্ব-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ২। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাবতার বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—ক) শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত (শ্রীকানুদেব গোস্বামী) খ) শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীদেবকীনন্দন দাস) ৩। শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ৪। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অষ্টক-ধ্যান সূচকাদি ৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা নির্ণয় (শ্রীযদুনাথ দাস) ৬। শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা নির্ণয় (শ্রীঅভিরাম দাস) ৭। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা (কবি কর্ণপুর) ৮। শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (স্বরচিত পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবন-চরিত বিষয়ক বিশাল গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে চলিবে)।

কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শুভাগমনী স্মরণোৎসব

প্রাচীন কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে কলিযুগ পাবনাবতার সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের ৪৬৪তম বার্ষিক শুভাগমণী তিথির স্মরণ উপলক্ষ্যে আগামী গৌণ-চৈত্রী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীচৈতন্য ডোবার সংলগ্নস্থিত শ্রীবাসাঙ্গনোপরি বিরাজিত শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ বিরহে বিরহান্বিত শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে কুমারহট্ট গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন। ভক্ত দুঃখ বিনাশকারী প্রভু বৃন্দাবন-যাত্রা ছলে ১৪৩৬ শকাব্দ (১৫১৫ খৃঃ) গৌড়দেশে আগমন করেন। সে সময় রামকেলি হইতে "কানাইর নাটশালা" পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শান্তিপুর হইতে পুনরায় কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে পদার্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যে ৫ম অঃ

"কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে। আছিলা কুমারহট্ট শ্রীবাস মন্দিরে॥
কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস। আচম্বিতে ধ্যান ফল সম্মুখে প্রকাশ॥"

প্রভু সপার্ষদে কতিপয় দিবস শ্রীবাস গৃহে অবস্থান করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সেই শুভতিথি উদ্‌যাপনের জন্য আগামী ২রা চৈত্র শুক্রবার তিথি পূজা ও ৪ঠা চৈত্র রবিবার মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধবে যোগদান করুন এবং আর্থিক কায়িক, বাচিকাদি, সর্ব্বানুরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান পূর্ব্বক এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করুন।

বিঃ দ্রঃ—শিয়ালদা ষ্টেশন হইতে নৈহাটী ষ্টেশন এবং রানাঘাট ষ্টেশন হইতে কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্য ডোবা নামক বাস ষ্টপেজে নামিবেন।

উৎসবানুকূল্য পত্রিকার সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

॥ নিবেদন ॥

পরম করুণাময় কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী করুণাশক্তিবলে তদীয় পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর বিরচিত বৃহৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইল।

আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে ব্রজরাজনন্দন মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর তথা পিতামাতা-সখা-সখীবৃন্দের বিশেষ পরিচিতি, শ্রেণী-বিভাগ, বর্ণ-বস্ত্র-বয়স সেবার বৈচিত্র্যাদি বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের আশ্রয় তথা একমাত্র উপাস্যঃ

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ২য় পরিঃ—

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণসর্ব্বাশ্রয় ; পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

তথাহি—শ্রীব্রহ্মসংহিতা—৫ম অঃ ১ শ্লোঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥"

সেই শ্রীকৃষ্ণই সপরিবারে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া নিত্যলীলানুরূপ প্রকট বিহার করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ২১ পরিঃ—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণু কর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

তাই গোপবেশধারী মুরলীমনোহর নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই গৌড়ীয় ভজনের মূল লক্ষ্য।
ব্রজবাসীর ভাবানুগত্য ব্যতিরেকে নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা কোনরূপ সম্ভব নহে।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ৮ম পরিঃ—

"গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন, তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

শাস্ত্রে উল্লেখিত রহিয়াছে যে ব্রজ-আনুগত্যবিহীন ভজন করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীও নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে লাভের উপায় নির্দেশন উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বাক্য যথা—

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে—২২ পরিঃ।

"লোভে ব্রজবাসির ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

এইমত করে যেবা রাগানুগাভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতিভাব হয়ে দুই নাম। যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সেবন।"

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ—

"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন। সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদ স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"

এতাদৃশ অনুরাগযুক্ত ভাবের অভিব্যক্তিই ব্রজবাসীর ভাবের পরম বৈশিষ্ট্য। এই পরম ভাবের সত্তা সম্যক উপলব্ধি করিয়া দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ উদ্ধব ব্রজানুগত্যের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবত—

'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং॥
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা, ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥"

তাই ব্রজবাসীর আনুগত্য লইয়া গোপ ও গোপীভাবে উপাসনা করিতে হইলে সেই নিত্যলীলা সহায়-কারী গোপ ও গোপীগণের পরিচয়, যূথাদি ভেদ, মহিমা, ভাব, ভাবানুরূপ সেবা পরিপাটির বৈচিত্র্য বর্ণ-বস্ত্র-বয়স-সেবাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্রজগোপ ও গোপীগণের আনুগত্য তথা তাঁহাদের আনুগত্যশীল সদ্‌গুরুর আনুগত্য লইয়া তদনুকরণে সাধনভজন করাই ব্রজগোপ-গোপীর একমাত্র আরাধ্য ধন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুদুর্লভ সেবা লাভের একমাত্র পথ। এতদ্বিষয়ক ঠাকুর নরোত্তমের বর্ণন যথা—

তথাহি—শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা :—

"যুগলচরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধ দেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন গতি, ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার॥"

ফলতঃ শ্রীগুরুপ্রদত্ত প্রণালী তথা বয়স, বর্ণ, বস্ত্র, সেবাদি গঠিত সিদ্ধ দেহ চিন্তা করিয়া শ্রীগুরু পরম্পরাক্রমের সিদ্ধ স্বরূপ চিন্তা করিলে যূথেশ্বরী (সর্ব্বআদি মঞ্জরী) এবং যূথেশ্বরীর মাধ্যমে মূল সখীর সমীপে পৌঁছান যায়। তখনই তাঁহার মাধ্যমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও সেবাদি লভ্য হয়। এই পরম চিরস্থায়ী নিত্যসিদ্ধভাবের পরিণতির পরাকাষ্ঠা ঠাকুর নরোত্তমের বর্ণনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

তথাহি—প্রার্থনা—

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

* * * * * * *

এই নবদাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়। সেবার সুসজ্জা কার্য করহ ত্বরায়॥

*　*　*　*　*　*

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা। দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমাপানে চাঞা॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ, এই নবদাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি। মঞ্জুনালী দিল মোরে এইদাসী আনি॥"

এ জাতীয় গোপীঅনুগত রাগমার্গীয় ভজনেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনার মূল ভিত্তি। এই সুনির্ম্মল ভজনের পথদ্রষ্টা যিনি নিত্য লীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী নাম ধারণে বিরাজিত থাকিয়া যুগল কিশোরের সেবা প্রদান করেন, সেই পরম পূজ্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মুকুটমণি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তৎপ্রণীত আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে ব্রজপার্ষদ তথা পিতামাতা, দাস, সখাসখীগণের পরিচয়, যূথভেদ, সেবাপরিপাটির বৈচিত্র, বর্ণ, বস্ত্র, বয়স, সেবাদি সাধকের নিত্য স্মরণীয় বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া রাগমার্গীয় সাধকের সাধনীয় পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই মধুর রসাশ্রয়ী গোপীভাবানুগত সাধকগণের শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থদ্বয় অমূল্য সম্পদ ও ব্রজতত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি ও ব্রজসেবা প্রাপ্তির মূল পাথেয়।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-পরিকরাদিসহ গৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ ব্রজলীলা-রস আস্বাদন, পথ নির্দ্দেশ ও প্রচারাদি করিয়াছেন। ব্রজলীলা ও গৌরলীলা অভিন্ন সত্তা। গৌরলীলা ব্রজলীলারই অভিব্যক্তি। ব্রজলীলারস সম্যক উপলব্ধি ও আস্বাদন ব্রজসেবা প্রাপ্ত হইতে হইলে সপার্ষদ শ্রীগৌর সুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তৎসঙ্গে তাঁহাদের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তাই ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন:

"গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ॥"

শ্রীকৃষ্ণলীলায় গোপীপ্রেম বৈচিত্র্যাদি ব্রজমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশে তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতনাদি স্বীয় নিত্য সিদ্ধ পরিবারগণকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বস্তু নির্দ্দেশ প্রদান করতঃ ব্রজগোপীদেহে সেবা প্রাপ্তির ভজনীয় পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই বিশুদ্ধ চির শাশ্বত পদ্ধতি অনুশীলন না করিয়া গোপীদেহ ধারণপূর্ব্বক ব্রজসেবা প্রাপ্তি কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। সখীর আনুগত্য তথা শ্রীগুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্যের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের আনুগত্য গ্রহণ না করিলে গোপীভাব তথা ব্রজসেবা প্রাপ্তি কোন রূপ সম্ভব নয়। ব্রজলীলায় যাহারা দাস-সখা-পিতামাতা ও সখীরূপে বিহার করিয়াছেন; তাহারাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমলীলায় ঠাকুর, মোহান্ত ও গোস্বামী নামে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে কে কোন স্বরূপে লীলার সহায় করিয়াছেন; সর্ব্বাগ্রে কবি কর্ণপুর "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায়, তৎপরবর্ত্তী বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস, রামাই পণ্ডিত প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" নামে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সেই সকল তথ্য বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলায় যে যেরূপ ভাবানুরাগে লীলার সহায় করিয়াছেন, এই অবতারে সেই সকল পার্ষদের মধ্যে পূর্ব্বভাবানুরাগের প্রকাশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

তাই গৌড়ীয় সম্প্রদায় অনুগত রাগমার্গীয় সাধকগণ যিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় যাহার পরিবারভুক্ত তিনি কৃষ্ণলীলার সেই নাম জ্ঞাত তথা তাঁহার বর্ণ, বস্ত্র, বয়স, সেবাদি জ্ঞাত হইয়া সেইভাব উদ্দিপনে স্বীয় গুরু প্রণালী সংযোগে স্মরণ-মনন করিলে উপাসনা সিদ্ধ হইবে, অন্যথায় উপাসনা সিদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা

নাই। তাই ব্রজলীলা ও শ্রীগৌরলীলা পার্ষদগণের পরিচিতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়নে ব্রতী হইলাম। গ্রন্থশেষে অক্ষরানুক্রমিক ব্রজপার্ষদগণের নাম সখীবৃন্দের বর্ণ বস্ত্রাদি উল্লেখ করা হইয়াছে এবং গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পূর্ব্বাবতার নির্ণয়ের মতান্তরগুলিও প্রদর্শন করা হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থাবলী রাগমার্গীয় সাধনের পাথেয় ও ভজনশীলগণের কণ্ঠ মণিহার। আলোচ্য গ্রন্থাবলী প্রণয়নে বহুমুখী ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। অদোষ দরশী সাধকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া গোস্বামীপাদগণের পরিবেশিত পদ্ধতি গ্রহণ ও আস্বাদন করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। আলোচ্য গ্রন্থাবলীর প্রণয়নে রাগমার্গীয় সাধকগণের সাধনক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সহায়তা ঘটিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং এতৎসঙ্গে সাদৃশ সাধনভজন বিহীন অভাজনের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টিপাত করলেই নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিব। ইতি—

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর
২৪ পরগণা।

নিবেদক—
শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী
দীন—
কিশোরী দাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

গ্রন্থ-পরিচিতি

আলোচ্য বৃহৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ ও লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ গ্রন্থদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনে আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের নামোল্লেখ রহিয়াছে। —তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—

"তয়োরনুজ সৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধঃ॥
বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশ দীপিকা। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ানাঞ্চ স্তবমালামনোহরা॥
কাব্য হংসদূত আর উদ্ধব সন্দেশ। কৃষ্ণ জন্মতিথিবিধি বিধান অশেষ॥
গণোদ্দেশ দীপিকা বৃহৎ-লঘুদ্বয়। স্তবমালা বিদগ্ধমাধব রসময়॥"

আলোচ্য গ্রন্থখানি গত ১৩২৩ সালে বহরমপুর হইতে শ্রীরামদেব মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অধুনা উক্ত গ্রন্থদৃষ্টে প্রকাশিত হইল।

॥ গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর জীবনী ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের কর্ণধাররূপে যাহারা সর্ব্বজন সমাদৃত সেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ—ষড় গোস্বামীর মধ্যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী অন্যতম। যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে অখিল শাস্ত্র মন্থন করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের তথ্যানুশীলন করতঃ সুযোগ্য সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক কাব্য-নাটক-দর্শন-সাহিত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশন করিয়াছেন; শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাহাদের অগ্রগণ্য। তাঁহার সুসিদ্ধান্তযুক্ত বর্ণন চাতুর্য্যের বৈশিষ্ট্যতা শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাচক্রে নিজমুখে শতস্ফূর্ত্তভাবে বহুবার প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রজে যুগল-কিশোর লীলায় যিনি শ্রীরূপ মঞ্জরী নামে সেবাদাসীরূপে প্রসিদ্ধ, তিনিই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

—তথাহি—শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা—১৮০ শ্লোকঃ—

'শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্‌বৃন্দাবনে পুরা। সাদ্যরূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ॥'

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বংশবিবরণ যথা—

সর্ব্বজ্ঞের (কর্ণাট দেশ অধিপতি, যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজগোত্র) পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য গ্রহণ করিলে রূপেশ্বর পৌলস্ত বর্ত্তমান পুরুলিয়ার রাজা শিখরেশ্বরের রাজ্যে আসিয়া অবস্থান করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ শেখরভূমি হইতে গঙ্গাতীরে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচজন পুত্র। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারী ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব জ্ঞাতি বিরোধে বঙ্গদেশের বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। যাতায়াত কারণে যশোহরের ফতেয়াবাদে একটি আবাস স্থাপন করেন। কুমারদেবের বহু পুত্রের মধ্যে তিনজনই পরম বৈষ্ণব ও শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপার্ষদ। তাহাদের নাম শ্রীরূপ, সনাতন ও অনুপম। অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। তিন ভ্রাতাই গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীরূপের নবাব প্রদত্ত নাম দবির খাস ও শ্রীসনাতনের নবাব প্রদত্ত নাম সাকর মল্লিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়ের নাম শ্রীরূপ ও সনাতন রাখেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের কাহিনী শ্রবণ করিয়া উভয়ের ভাবান্তর ঘটে। মধ্যে মধ্যে দৈন্য পত্রী পাঠাইয়া আত্মনিবেদন করিতে থাকেন। প্রভু বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে ১৫১৫ খৃঃ রামকেলিতে উপনীত হইলে রূপ সনাতন রাত্রিকালে গোপনে হিন্দুবেশে প্রভুর নিকট গমন করেন এবং দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক পরম সদৈন্যে প্রভুর অভয় চরণাম্বুজে পতিত হইয়া মন আর্ত্তি জ্ঞাপন করেন। প্রভু দুইজনকে অশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। তারপর দুই ভাই বিষয় ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণ প্রাপ্তি অভিলাষে দুই জন ব্রাহ্মণ বরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করেন। তারপর চন্দ্রদ্বীপ ও ফতেয়াবাদে পরিজনবর্গকে প্রেরণ করিয়া ধন দৌলত ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে বিতরণ করেন।

একদা কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী গৃহত্যাগ করেন এবং ভ্রাতা সনাতনকে শীঘ্র গৃহ ত্যাগের জন্য পত্রী প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তৃণবৎ রাজ বিষয় ত্যাগ করিয়া ভ্রাতাসহ প্রয়াগে প্রভুর সমীপে উপনীত হন। প্রভু তখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক প্রয়াগে পৌছিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে দশ দিন আপনার সমীপে রাখিয়া সর্ব্বতত্ত্ব উপদেশ করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন। এবং লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তনের জন্য বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী গমনপূর্ব্বক প্রভুর আদেশ পালনে ব্রতী হইলেন। মথুরা মাহাত্ম্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতঃ লুপ্ততীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন এবং অগণিত শাস্ত্র রচনা করিয়া জগতে বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম প্রবর্তন করেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত ভাষায় শ্রীহংসদূত কাব্য, উদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোহষ্টাদক, স্তবমালা, গোবিন্দ বিরুদাবলী, প্রেমেন্দু সাগর, ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব, দানকেলি কৌমুদী, রসামৃত যুগল, মথুরা মহিমা, নাটক চন্দ্রিকা, লঘু ভাগবতামৃত, কৃষ্ণজন্মতিথি, রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ (বৃহৎ ও লঘু), ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্ত্যাখ্যাতচন্দ্রিকা, অষ্টাদশলীলা, পদ্যাবলী, নাটক বর্ণন প্রভৃতি গ্রন্থাবলী। ১৪৬৩ শকে গোকুলে বসিয়া ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, ১৪৭২ শকাব্দে বৃহৎ রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ ও ১৪৫৯ শকাব্দে ললিত মাধব গ্রন্থ রচনা করেন। ললিত মাধব ও বিদগ্ধ মাধব দুইখানি গ্রন্থ প্রথমে এক সঙ্গে লিখন আরম্ভ হইয়াছিল। রূপ গোস্বামী নীলাচলে প্রভুর সমীপে আগমন কালে উৎকলে সত্যভামাপুর নামক গ্রামে সত্যভামাদেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন ও প্রভুর সহিত মিলন কারণে অনুরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দুইভাগে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া যান তাঁহার অপ্রকটে তাঁহারই সুযোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস-নরোত্তম শ্যামানন্দের মাধ্যমে জগতে প্রচার করেন। এই সকল শাস্ত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মূল সম্পদ। তাই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মুকুটমণি।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কতদিনে শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রকট করেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র কর্তৃক নির্ম্মিত শ্রীগোবিন্দদেব গোমাটিলায় যোগপীঠে ভূগর্ভস্থ ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সমস্ত যোগপীঠ ও ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া যখন শ্রীগোবিন্দের সন্ধান পাইলেন না, তখন নিরাশ হইয়া ব্যাকুল চিত্তে যমুনার তীরে পড়িয়া রহিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ব্রজবাসীরূপে দর্শন প্রদান করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। —তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—২য় তরঙ্গে—

"ব্রজবাসী কহে, চিন্তা না করিহ মনে। গোমাটিলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে॥
তথা কোন গাভী শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণ সময়। দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হিয়ায়॥
শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে। এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেইখানে॥
স্থান জানাইয়া তিঁহ অদর্শন হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে॥"

এইভাবে শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট স্বীয় ভক্ত দ্বারায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীবিগ্রহে মকর কুণ্ডলাদি অর্পণ করেন। জয়পুররাজ মানসিংহ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন। সাক্ষী গোপালের শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি পুরীধামের চক্রবেড়ের মধ্যে লীলাচক্রে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানাকে স্বপ্নাদেশ প্রদান করিলে উক্ত বিগ্রহ বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের বামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সকল লীলা কাহিনী মৎপ্রণীত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটনের" ১৩৩ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ-যোগে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এইভাবে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া লুপ্ততীর্থ শ্রীবিগ্রহ ও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহার প্রবল ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভজননিষ্ঠা, রাগমার্গীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকের চির অনুধাবনীয়। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর অপার্থিব চরিত্রাদি মৎপ্রণীত শ্রীগৌরভক্তামৃত গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদৌ বিজয়েতাম্

বৃহদ্ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা

(শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত)

॥ মঙ্গলাচরণম্ ॥

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দসমন্বিতং।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতং॥ ১
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকা চরণদ্বয়ং।
গোপীজনসমাযুক্তং বৃন্দাবনমনোহরং॥ ২

॥ গ্রন্থারম্ভঃ ॥

যে সুত্রিন্তাঃ সতারত্যা প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রলোকয়োঃ[১]
ব্যাক্রিয়ন্তে পরীবারাস্তে বৃন্দাবননাথয়োঃ॥ ৩
মথুরা মণ্ডলে লোকে গ্রন্থেষু বিবিধেষু চ।
পুরাণেচাগমেদৌ চ তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু॥ ৪
তে সমাসাদ্বিলিখ্যন্তে স্বসুহৃৎ পরিতুষ্টয়ে।
আনুপূর্ব্বীবিধানেন রতি প্রথিতবর্ত্মনঃ॥ ৫
তে কৃষ্ণস্য পরীবারা যে জনা ব্রজবাসিনঃ।
পশুপালাস্তথা বিপ্রাবহিষ্টাশ্চেতি তে ত্রিধা॥ ৬

১। তত্র পশুপালাঃ॥

পশুপালাস্ত্রিধাবৈশ্যা আভীরাগুর্জ্জরাস্তথা।
গোপ-বল্লব-পর্য্যায়া যদুবংশ সমুদ্ভবাঃ॥ ৭

ক) বৈশ্যাঃ॥

প্রায়োগোবৃত্তয়োমুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতাঃ।
অন্যেহনুলোমজাঃ কেচিদাভীরা ইতি বিশ্রুতাঃ॥ ৮

খ) আভীরাঃ॥

আগবাস্তন্ু[২] তৎসাম্যাদাভীরাশ্চ স্মৃতা ইমে।
আভীরাঃ শূদ্রজাতীয়া গোমহিষাদি বৃত্তয়ঃ।
ঘোষাদিশব্দপর্য্যায়াঃ পূর্ব্বতোন্যূনতাং গতাঃ॥ ৯

গ) গুর্জ্জরাঃ॥

কিঞ্চিদাভীরতো ন্যূনাশ্ছাগাদি পশু বৃত্তয়ঃ।
গোষ্ঠপ্রান্ত কৃতাবাসাঃ পুষ্টাঙ্গা গুর্জ্জরাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০

২। বিপ্রাঃ॥

সর্ব্ববেদবিদো বিপ্রাঃ যাজনাদ্যধিকারিণঃ[৩]॥ ১১

১) যে বিশ্রুতাঃ পরীবারা রাধামাধবয়োরিহ।
তন্নিয়োগাশ্চ লীলা চ তথা পরিকরাদয়ঃ॥ ইতি পাঠান্তরং।
অয়ং শ্লোকঃ গ্রন্থান্তরে লঘুভাগে দৃশ্যতে। তত্র লোকশাস্ত্রয়োঃ পাঠান্তরং

২) আচারাস্তেন তৎসাম্যাদাভীরাশ্চ স্মৃতা ইমে। ইত্যপি পাঠঃ।

৩) যাজনাদি বিধায়িনঃ। ইতি চ পাঠঃ।

৩। বহিষ্ঠাঃ ॥

বহিষ্ঠাঃ কারবঃ প্রোক্তাঃ নানাশিল্পোপজীবিনঃ ॥ ১২
এভিঃ পঞ্চবিধৈরেব পরীবারা হরেরিহ।
পূজ্যাভ্রাতৃভগিন্যাস্তা দূত্যোদাসাশ্চ শিল্পিনঃ।
দাসিকাশ্চ বয়স্যাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতিতেঽষ্টধা ॥
মান্যা ভ্রাতাদয়স্তস্য বয়স্যাঃ সেবকাদয়ঃ।
শ্রীগোষ্ঠযুবরাজস্য প্রেয়স্যশ্চ পুরক্রমাৎ ॥ ১৩

পূজ্যাঃ ॥

পূজ্যাঃ পিতামহাদ্যাশ্চতথাজ্ঞেয়াঃ মহীসুরাঃ ॥ ১৪
পিতামহো হরেগৌরঃ সিতকেশঃ সিতাম্বরঃ।
মঙ্গলামৃতপর্জ্জন্যঃ পর্জন্যো নাম বল্লবঃ[১] ॥
যঃ সুরর্ষের্নিদেশেন লক্ষ্মীভর্ত্তুরুপাসনাৎ।
বরিষ্ঠো ব্রজগোষ্ঠিনাং স কৃষ্ণস্য পিতামহঃ ॥ ১৫
পুরানন্দীশ্বরে চক্রে শ্রেষ্ঠমস্তুতিকাঙ্ক্ষয়া।
না বাগমূর্ত্তা ততেব্যোম্নি প্রাদুরাসীৎ প্রিয়ঙ্করী[২] ॥ ১৬
"তপসানেন ধন্যেন ভাবিনঃ পঞ্চতে সুতাঃ।
বরীয়ান্ মধ্যমস্তেষাং নন্দনামা ভবিষ্যতি ॥ ১৭
নন্দনস্তস্য বিজয়ী ভবিতা ব্রজনন্দনা।
সুরাসুরশিখারত্ন—নীরাজিত পদাম্বুজঃ ॥" ১৮
তুষ্টস্তত্র বসন্নত্র প্রেক্ষ্য কেশিনমাগতং।
পরীবারৈঃ সমং সর্ব্বৈর্যযৌ ভীতোবৃহদ্বনং ॥ ১৯
পিতামহী মহীমান্যা কুসুম্ভাভা হরিৎপটা।
বরীয়সীতি বিখ্যাতা খর্ব্বা ক্ষীরাভকুন্তলা ॥ ২০
পিতৃব্যৌ পিতুরর্জ্জন্য রাজন্যৌ বল্লবৌ চ যৌ।
নটী[৩] সুবের্জনাখ্যাপি পিতামহ সহোদরা।
গুণবীরঃ পতির্যস্যাঃ সূর্য্যস্যাহ্বয়পত্তনং ॥ ২১
পিতা ব্রজজনানন্দো নন্দোভুবন বন্দিতঃ[৪] ॥ ২২
তুন্দিলশ্চন্দনরুচির্বন্ধু জীব নিভাম্বরঃ।
তিলতণ্ডুলিতং কুর্চ্চং দধানো লম্ববিগ্রহঃ ॥ ২৩
উপানন্দানুজো নন্দো বসুদেব সুহৃত্তমঃ।
গোপরাজযশোদে চ কৃষ্ণতাতৌব্রজেশ্বরৌ ॥ ২৪
বসুদেবোঽপি "বসুভির্দীব্যতীতোষ ভণ্যতে।
যথা দ্রোণস্বরূপশ্চ খ্যাতশ্চানকদুন্দুভিঃ ॥ ২৫
নামেদং গারুড়ে প্রোক্তং মথুরামহিমক্রমে।
বৃষভানুর্ব্রজেখ্যাতো যস্য প্রিয় সুহৃদ্বরঃ ॥ ২৬
মাতা[৬] গোপযশোদাত্রী যশোদা শ্যামলদ্যুতিঃ।
মূর্ত্তা বৎসলতেবাসৌ[৭] শক্রচাপনিভাম্বরা ॥ ২৭
নাতিস্থূলতনুঃ কিঞ্চিদ্দীর্ঘমেচক কুন্তলা।
ঐন্দবী কীর্ত্তিদা যস্যাঃ প্রিয়া প্রাণসখীবরা ॥ ২৮
গোকুলাধীশগৃহিনী যশোদা দেবকী সখী।
গোপেশ্বরী গোষ্ঠরাজ্ঞী কৃষ্ণমাতেতি ভন্যতে ॥ ২৯
তথাচ আদি পুরাণে।
দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ
অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যাঃ শৌরিজায়য়া ॥ ৩০

---

১) পর্জ্জন্যাভিধ ঈর্য্যতে ॥ ইতি চ পাঠঃ।
২) না বাগসৌ বিততে ব্যোম্নি। ইতি পাঠান্তরং ॥
৩) নটীসুবে সুজন্যাখ্যা। ইতি চ পাঠঃ।
৪) পিতা ব্রজাপিতানন্দঃ ॥ ইতি পাঠান্তরং।
৫) বসুভিঃ, ইত্যত্র বসুষু। ইতি চ পাঠঃ ॥
৬) যশোদা মোদমেদুরা। ইতি পাঠান্তরং
৭) শক্র গোপঃ। ইত্যপি পাঠঃ।

রোহিণী বৃহদম্বাস্য প্রহর্ষা রোহিণী সদা।
স্নেহং যা কুরুতে রামস্নেহাৎ কোটিগুণং হরৌ ॥ ৩১
উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ।
পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং
সন্নন্দ-নন্দনৌ ॥ ৩২
আদ্যঃসিতারুণরুচির্দীর্ঘকূর্চ্চো হরিৎপটঃ।
তুঙ্গী প্রিয়াস্য সারঙ্গবর্ণা সারঙ্গ শাটিকা ॥ ৩৩
দ্বিতীয়ঃ কম্বুরম্য শ্রীলম্বকূর্চ্চোঽসিতাম্বরঃ।
ভার্য্যাস্য পীবরী নীলপটা পাটলবিগ্রহা ॥ ৩৪
সুনন্দা[১] পরপর্য্যায়ঃ সন্নন্দস্য চ পাণ্ডরঃ।
শ্যামচেলঃ সিতদ্বিত্রিকেশোঽয়ং কেশবপ্রিয়ঃ ॥ ৩৫
ভার্য্যা কুবলয়ারক্তচেলা কুবলয়চ্ছবিঃ।
নন্দনঃ শিতিকণ্ঠাভশ্চণ্ডাতকুসুমাম্বরঃ ॥ ৩৬
অপৃথগ্[২] বসতিঃ পিত্রা তরুণপ্রণয়ী হরৌ।
অতুল্যাস্য প্রিয়া বিদ্যুৎকান্তিরভ্রণিভাম্বরা ॥ ৩৭
সানন্দা নন্দিনীচেতি পিতুরেতে সহোদরে।
কল্মাষ[৩] বসনেরিক্তদন্তে চ ফেনরোচিষী।
মহানীলঃ সুনীলশ্চরমনাবেতয়োঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৮
পিতুরাস্য[৪] পিতৃব্যস্য পুত্রৌকণ্ডবদণ্ডবৌ।
সুবলেমুদমাপ্তৌ যৌ যয়োশ্চারুমুখাম্বুজং ॥ ৩৯
রাজন্তো যৌতু দায়াদৌনাম্নাতৌ চাটুবাটুকৌ।
দধিসারাহবিঃ সারে সধর্ম্মিন্যৌ ক্রমাত্তয়োঃ ॥ ৪০
মাতামহো মহোৎসাহোস্যাদস্য সুমুখাভিধঃ।
লম্বকম্বুসমশ্মশ্রুঃ পক্বজম্বুফলচ্ছবিঃ ॥ ৪১

খ্যাতা মাতামহীগোষ্ঠে পাটলা নামধেয়তঃ।
মাতামহীতু মহিমী দধিপাণ্ডরকুন্তলা।
পাটলা পাটলীপুষ্প পটলাভা হরিৎপটা ॥ ৪২
প্রিয়া সহচরী তস্যামুখরা নামবল্লবী।
ব্রজেশ্বর্য্যৈ দদৌ স্তন্যং সখীস্নেহভরেন যা।
সুমুখস্যানুজশ্চারুমুখোঽঞ্জননিভচ্ছবিঃ ॥ ৪৩
ভার্য্যাস্য কুলটীবর্ণা বলাকা নাম বল্লবী।
গোলো মাতামহীভ্রাতা ধূমলা বসনচ্ছবি ॥ ৪৪
হসিতো যঃ শ্বসুর্ভর্ত্রা সুমুখেন ক্রুধোদ্ধুরঃ।
দুর্ব্বাসসমুপাসৈব কুলং লেভে ব্রজোজ্জ্বলং ॥ ৪৫
যস্য সা জটিলা ভার্য্যা ধ্বাঙ্ক্ষবর্ণা[৫] মহোদরী।
যশোধর-যশোদেব-সুদেবাদ্যাস্ত মাতুলাঃ ॥ ৪৬
অতসী পুষ্পরুচয়ঃ পাণ্ডরাম্বর সংবৃতাঃ।
যেষাং ধূম্রপটা ভার্য্যা কক্কটীকুসুমত্বিষঃ ॥ ৪৭
রেমা রোমা সুরেমাখ্যাঃ পাবনস্য পিতৃব্যজাঃ।
মাতৃষস্রুঃ পতির্মল্লঃ স্বসা মাতুর্যশস্বিনী।
যশোদেবী যশস্বিন্যাবুভেমাতুঃ সহোদরে ॥ ৪৮
দধিসারা-হবিঃ সারে ইত্যন্তে নামনী-তয়োঃ।
জ্যেষ্ঠা শ্যামানুজা গৌরী হিঙ্গুলোপমবাসসী ॥ ৪৯
চাটুবাটুকয়োর্ভার্য্যে তে রাজন্য তনূজয়োঃ।
পুত্রশ্চারুমুখস্যৈকঃ সুচারু নামশোভনঃ ॥ ৫০
গোলভ্রাতুঃসুতা যস্য ভার্য্যানাম্না তুলাবতী।
পিতামহসমাস্তত্ত্ কুটেরপুরটাদয়ঃ ॥ ৫১

---

১) সন্নন্দঃ কুন্দপাণ্ডরঃ। ইতি চ পাঠঃ।
২) অভিন্নবাস পিত্রা চ। ইতি পাঠান্তরং।
৩) ফেনরোচিষী ইত্যত্র চিক্কনরোচিষী। ইতি চ পাঠঃ।
৪) কণ্ডবদণ্ডবৌ ইত্যত্র বাস্তবদন্তরৌ। ইতি চ পাঠঃ।
৫) কাকবর্ণা। ইতি চ পাঠঃ।

কিলাহন্তকেল-তীলাট-কৃপীট-পুরটাদয়ঃ।
গোণ্ডকল্লোট্টকারণ্ড-তরীষণ-বরীষণাঃ[১] ।
বীরারোহ-বরারোহ-মুখ্যা মাতামহোপমাঃ ।। ৫২
বৃদ্ধাঃ পিতামহীতুল্যাঃ শিলাভেরী শিখাম্বরা।
ভারুণী ভঙ্গুরা ভঙ্গী ভারশাখা শিখাদয়ঃ ।। ৫৩
ভারুণ্ডা জটিলাভেলা করালা করবালিকা।
ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টাঘোনী সুঘণ্টিকাঃ ।। ৫৪
ধাঙ্করুণ্টি হাণ্ডীতুণ্ডী ডিণ্ডিমা মঞ্জুবানিকা।
চক্কিনী চোণ্ডিকা চুণ্ডী ডিণ্ডিমা পুণ্ডবানিকাঃ।
ডামনী[২] ডামরী ডুম্বী ডঙ্কা মাতামহী সমাঃ ।। ৫৫
মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠ-পট্টিশৌ।
শঙ্করঃ[৩] সঙ্গরো ভুঙ্গো ঘ্নিনি ঘাটিকা সারঘাঃ ॥ ৫৬
পটীর-দণ্ডি-কেদারাঃ সৌরভেয়-কলাঙ্কুরাঃ।
ধুরীন-ধুর্ব্ব-চক্রাঙ্গা মস্করোৎপল কম্বলাঃ ॥ ৫৭ ॥
সুপক্ষ-সৌধ হারীত-হরিকেশ-হরাদয়ঃ।
উপনন্দাদয়শ্চান্যে সর্ব্বেঽমীজনকোপমাঃ ॥ ৫৮
পর্জ্জন্যঃ সুমুখশ্চেমৌ মিথঃ সখ্যং পরং গতৌ।
বাৎসল্যং চক্রতুঃ প্রীত্যা কৈশোরে তৌ সুহৃদ্বরৌ[৪] ।
তেন নন্দাদি নামানস্তিষ্ঠন্ত্যন্যেঽপি বল্লবাঃ ॥ ৫৯
বৎসলা কুশলাতালীমেদুরা মসৃণা কৃপা।
শঙ্কিনী বিম্বিনী মিত্রা সুভগা ভোগনী প্রভা ॥ ৬০
শারিকা হিঙ্গুলা নীতি কপিলা ধমনীধরা।
পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী সুতুণ্ডা তুষ্টি রঞ্জনা ॥ ৬১
তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা।
বৎসলা কুশলাতালী মেদুরাপি তথৈব চ।
বিশালা শল্লকী বেণা বর্ত্তিকাদ্যাঃ প্রসূপমাঃ ॥ ৬২
অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাতৃকে স্তন্যদায়িকে।
অম্বিকেয়ং তয়োর্মুখ্যাব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রিয়াসখী ॥ ৬৩
অথ. মহীসুরাঃ ।।
মহীসুরাস্তু দ্বিবিধা গোকুলান্তর্বসন্তি যে।
কুলমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে কেচিদন্যে পুরোহিতাঃ ॥ ৬৪
বেদগর্ভো মহাযজ্ঞাভাগুর্য্যাদ্যাঃ পুরোধসঃ[৫] ।
সামধেনী মহাকব্যা বেদিকাদ্যাস্তদঙ্গনাঃ ॥ ৬৫
সুলভা গৌতমী গার্গী চণ্ডিকাদ্যা দ্বিজস্ত্রিয়ঃ[৬] ।
কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা সুলতা শাণ্ডিলী স্বধা।
ভার্গবীত্যাদয়ো বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ্যো ব্রজপূজিতাঃ ॥ ৬৬
পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়িনী।
কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশী দরায়তা ॥ ৬৭
মান্যা ব্রজেশ্বরা দীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং।
দেবর্ষেঃ প্রিয় শিষ্যেয়মুপদেশেন তস্য যা ॥ ৬৮
সান্দীপনিঃ সুতং প্রেষ্ঠং হিত্বাবন্তী পুরীমপি।
স্বাভীষ্ট দৈবতপ্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলংগতা ॥ ৬৯
অথ যূথঃ ।।
যূথঃ পরিজনানাং স্যাৎ দ্বিবিধানাং মহোচ্চয়ঃ।
বয়স্যো দাসিকা দূত্য ইত্যসৌ ত্রিকুলো মতঃ ॥ ৭০
যূথস্যাবান্তরাভেদাঃ কুলং তস্য তু মণ্ডলং।
গণস্য সমবায়ঃ স্যাৎ সমবায়স্য সঞ্চয়ঃ ॥ ৭১

---

১) সনবীর সনাদয়ঃ। ইতি চ পাঠঃ।
২) ডামনী-ডামরী-তুম্বী-তঙ্কা। ইতি চ পাঠঃ।
৩) শঙ্করঃ সঙ্করঃ। ইতি চ পাঠঃ।
৪) সুহৃদ্বরৌ ইত্যত্র সুপীবরৌ। ইতি চ পাঠঃ।
৫) বষট্কার-স্বধাকার-প্রাপ্তবাদ্যা পুরোহিতাঃ। ইতি চ পাঠঃ।
৬) দ্বিজ স্ত্রিয়ঃ। ইত্যত্র স্ত্রিয়োবরাঃ। ইতি চ পাঠঃ।

সঙ্ঘস্য সমাজঃ স্যাৎ সমাজস্য সমন্বয়ঃ।
ইতি ভেদানব জ্ঞেয়া লঘবঃ ক্রমশো বুধৈঃ॥ ৭২
অথ সখীবর্গঃ॥
তত্রাদৌ কুলমালীনাং লিখ্যতে ত্রিমণ্ডলং[১]।
তারতম্যাৎতয়োঃ প্রেম্নাং কুলস্যাস্য ত্রিরূপতা।
সমাজো মণ্ডলঞ্চেতি গনশ্চেতি তদুচ্যতে॥
সমাজঃ পরম প্রেষ্ঠ সখীনাং প্রথমো মতঃ।
বরিষ্ঠশ্চ বরশ্চেতি স সমন্বয়যুগ্মভাক্॥ ৭৩-৭৫
তথা বরিষ্ঠঃ॥
বরিষ্ঠঃ সর্ব্বতঃ খ্যাতঃ সদা সচিবতাং গতঃ।
তয়োরেবা সমোর্দ্ধো বানাসৌ প্রেম্নঃ সমাশ্রয়ঃ॥ ৭৬
প্রপন্নঃ সর্ব্বসুহৃদাংপরমাদরণীয়তাং।
অপার-গুণরূপাদি-মাধারীভিশ্চভূষিতঃ॥ ৭৭
অথঅষ্টসখ্যঃ॥
ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রাচম্পক-মল্লিকা।
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা চ রঙ্গদেবী-সুদেবীকা॥ ৭৮
১। তত্র ললিতা॥
তত্রাদ্যা ললিতাদেবীস্যাদষ্টাসু বরীয়সী।
প্রিয়সখ্যা ভবেজ্জ্যেষ্ঠা সপ্তবিংশতিবাসরৈঃ॥ ৭৯
অনুরাধাতয়াখ্যাতা বামপ্রখরতাংগতা।
গোরোচনা-নিভাঙ্গী সা শিখিপিচ্ছনিভাম্বরা॥ ৮০
জাতা মাতরি সারদ্বাংপিতুরেবাবিশোকতঃ।
পতির্ভৈরবনামাস্যাঃ সখাগোবর্দ্ধনস্য যঃ॥ ৮১
২। বিশাখা॥
বিশাখাত্র দ্বিতীয়াস্যাদেকাচারগুণব্রতা।
প্রিয়সখ্যা জনির্যত্র তত্রৈবাভ্যুদিতা ক্ষণে॥
তারাবলিহৃকুলেয়ং বিদ্যুন্নিভতনুদ্যুতিঃ।
পিতুঃপাবনতোজাতামুখরায়াঃস্বসুঃ সুতাৎ॥
জটিলায়াঃ স্বসুঃপুত্র্যাং দক্ষিণায়াস্তুমাতরি।
ভবেদ্বিবাহকর্ত্তাস্যাঃ বাহিকোনামবল্লবঃ॥ ৮২॥ ৮৩
৩। চম্পকলতা॥
তৃতীয়া চম্পকলতা ফুল্লচম্পকদীধিতিঃ।
একেনাহ্না কনিষ্ঠেয়ং চাষপক্ষনিভাম্বরা॥ ৮৪
পিতুরারামতোজাতা বাটিকায়াস্তু মাতরি।
বোঢ়াচণ্ডাক্ষনামাস্যা বিশাখা সদৃশীগুণৈঃ॥ ৮৫
৪। চিত্রা (সুচিত্রা)॥
চিত্রাচতুর্থী কাশ্মীরগৌরী কাচনিভাম্বরা।
ষড়্‌বিংশত্যা কনিষ্ঠাহ্নাং মাধবামোদমেদুরা॥ ৮৬
চতুরাখ্যাৎ পিতুর্জাতা সূর্য্যামিত্রপিতৃব্যজা।
জনস্যাং চর্ব্বিকাখ্যায়াং পতিরস্যাস্তুপীঠরঃ॥ ৮৭
৫। তুঙ্গবিদ্যা॥
পঞ্চমীতুঙ্গবিদ্যা সাজ্জ্যায়সী পঞ্চভির্দিনৈঃ।
চন্দ্রচন্দনভূয়িষ্ঠা কুঙ্কুমদ্যুতিশালিনী॥ ৮৮
পাণ্ডুমণ্ডলবস্ত্রেয়ং দক্ষিণপ্রখরোদিতা।
মেধায়াং পুষ্করাজ্জাতা পতিরস্যাস্তুবালিশঃ॥ ৮৯
৬। ইন্দুরেখা (ইন্দুলেখা)॥
ইন্দুরেখা ভবেৎ ষষ্ঠী হরিতালোজ্জ্বলদ্যুতিঃ।
দাড়িম্ব পুষ্পবসনা কনিষ্ঠা বাসরৈস্ত্রিভিঃ॥ ৯০
বেলা-সাগর সংজ্ঞাভ্যাং পিতৃভ্যাংজনিমীয়ষী।
বামপ্রখরতাং যাতাপতিরস্যাস্তু দুর্ব্বলঃ॥ ৯১
৭। রঙ্গদেবী॥
সপ্তমী রঙ্গদেবীয়ং পদ্মকিঞ্জল্ককান্তিভাক্।
জবারাগিহৃকুলেয়ং কনিষ্ঠা সপ্তভির্দিনৈঃ॥ ৯২
প্রায়েন চম্পকলতা সদৃশীগুণতোমতা।
করুণা-রঙ্গসারাভ্যাং পিতৃভ্যাংজনিমীযুষী॥ ৯৩

১) ত্রিমণ্ডলং ইত্যত্র ভর্ত্তৃমণ্ডলং। ইতি চ পাঠঃ॥

৮। সুদেবী ॥

অস্যা বক্রেক্ষণোভর্ত্তা কনীয়ান্ ভৈরবস্তু যঃ।
সুদেবীরঙ্গদেব্যাস্তযমজামূত্তরষ্টমী ॥ ৯৪
রূপাদিভিঃস্বসৃঃসাম্যাৎ তদ্ভ্রান্তিভরকারিণী।
ভ্রাত্রাবক্রেক্ষণস্যেয়ং পরিণীতা কনীয়সা ॥ ৯৫

অথবরঃ ॥

এতদষ্টক-কন্যাভিরষ্টাভিঃকথিতো বরঃ।
এতা দ্বাদশবর্ষীয়াশ্চসদ্বাল্যাঃ কলাবতী ॥ ৯৬
শুভাঙ্গদা হিরণ্যাক্ষী রত্নলেখা শিখাবতী।
কন্দর্পমঞ্জরীফুল্লকলিকানঙ্গ মঞ্জরী ॥ ৯৭

(ক) তত্র কলাবতী ॥

মাতুলোযোঽর্কমিত্রস্য গোপোনাম্না কলাঙ্কুরঃ।
কলাবতী সুতা তস্য সিন্ধুমত্যামজায়ত ॥ ৯৮
হরিচন্দনবর্ণেয়ং কীরদ্যুতিপটাবৃতা।
কপোতঃ পতিরেতস্যা বাহিকস্যানুজস্তু যঃ ॥ ৯৯

(খ) শুভাঙ্গদা ॥

শুভাবদাতবর্ণেয়ং বিশাখায়াঃ কনীয়সী।
পীঠরস্যানুজেনেয়ং পরিণীতা পতিব্রতা ॥ ১০০

(গ) হিরণ্যাক্ষী ॥

হিরণ্যাক্ষী হিরণ্যাভা হরিণীগর্ভসম্ভবা।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যসন্দোহ-মন্দিরীভূতবিগ্রহা ॥ ১০১
যজ্বাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা গোপোনাম্না মহাবসুঃ।
সমিত্রং রবিমিত্রস্য বিচিত্রগুণভূষিতঃ ॥ ১০২
অভিলষ্যন্নুসুতং বীরং কন্যাকান্তিমনোরমাং।
ইষ্টং ভাগুরিণারেভে নিয়তাত্মা পুরোধসা ॥ ১০৩

ততঃ সুধাময়ঃ কোঽপি সুচারুশ্চরুরুৎথিতঃ।
নন্দিতস্তং সুচন্দ্রায়ৈ সধর্ম্মিণ্যৈ চ দত্তবান্ ॥ ১০৪
[1]না তমশ্নন্ত্যাং চরুং তস্যামলিন্দে সম্প্রযোজবিতঃ।
সুরঙ্গ্যাখ্যা ব্রজচরীকুরঙ্গী রঙ্গিনীপ্রসূঃ ॥ ১০৫
আগত্য তরসা তস্যালোকাৎ কিঞ্চিদ্‌ভক্ষয়ৎ।
পশুপালী-হরিণ্যশ্চ তৌ গর্ভংবাপতুঃ ॥ ১০৬
সুচন্দ্রাসুষুবে পুত্রংস্তোকক্রুৎক্রতবস্তি যং।
অসৌ গোষ্ঠমধ্যে সা হিরণ্যাঙ্গীং কুরঙ্গিকা ॥ ১০৭
যা সখীপ্রিয়গান্ধর্বাগান্ধর্ব্বায়াঃ প্রিয়াসদা।
ফুল্লাপরাজিতা-শ্রেণীবিরাজিপট মণ্ডিকা ॥ ১০৮
এতাংদারতয়োদারাং দদৌবৃদ্ধায় গোদুহে।
[2]জরসা রাজ্যাযোগ্যোঽসৌগিরা গৌরবতঃ পিতা ॥ ১০৯

(ঘ) রত্নলেখা ॥

সুতো মাতৃষসুঃ সূর্য্যসাহ্বয়স্য পয়োনিধিঃ।
তস্য পুত্রবতঃ পত্নী-মিত্রাকন্যাভিলাষিণী ॥ ১১০
শ্রদ্ধয়ারাধয়াঞ্চক্রে ভাস্করং সুতবস্করা।
প্রসাদেন দ্যুরত্নস্য রত্নলেখামসূত সা ॥ ১১১
মনঃশিলারুচিরসৌ রোলম্বরুচিরাম্বরা।
বৃষভানু সুতা প্রেষ্ঠাভানু শুশ্রূষণেরতা।
চচারৈকেনভাবেন মাতা বক্ষার্দ্ধ চারিকা।
ঘূর্ণয়ন্তী দৃশৌঘোরে মাধবং প্রেক্ষ্যতর্জ্জতি[3] ॥ ১১২

(ঙ) শিখাবতী ॥

[4]ধন্যধন্যাদভুৎ কন্যা সুশিখায়াং শিখাবতী ॥ ১১৩

---

১) না তমশ্নিস্যাং চরুং প্রাপ্য সন্দিমেতাস্য জাতভঃ। ইত্যপি পাঠোদৃশ্যতে।

২) জরসা রাজ্যাযোগ্যোঽসৌ ইত্যত্র জরদ্গবায় গর্গস্য। ইতি পাঠান্তরং।

৩) তর্জ্জতি স্থলে গর্জ্জতি পাঠান্তরং।

৪) ধন্যধন্যাৎ ইত্যত্র বিত্ত ধন্যাৎ। ইত্যপি পাঠঃ।

কণিকারদ্যুতিঃ কুন্দলতিকায়াঃ কনীয়সী।
জরত্তিত্তিরকির্ম্মীরপটামুর্ত্তেব মাধুরী।
উদ্দাগরুড়েনেয়ং গর্জ্জরাখ্যেন[১] গোদুহা॥ ১১৪

(চ) কন্দর্পমঞ্জরী॥

কন্দর্পমঞ্জরী নামজাতা পুষ্পাকারাৎ পিতুঃ।
জনন্যাং কুরুবিন্দায়াং যস্যাঃ পিত্রা
হরিং বরং॥ ১১৫

সংদকৃত্য ন কুত্রাপি বিবাহোঽন্যত্র কার্য্যতে।
কিঙ্করাতোজ্বলরুচিবিচিত্রসিচয়াবৃতা॥ ১১৬

(ছ) ফুল্লকলিকা॥

শ্রীমল্লাৎ ফুল্লকলিকা কমলিন্যামভূৎ পিতুঃ।
সেয়মিন্দীবরশ্যামা শক্রচাপনিভাম্বরা॥ ১১৭
[২]সহজেনান্বিতা পীততিলকেনালিকস্থলে।
বিহ্রোহস্যাঃ পতির্দ্দ্রাম্মহিষীরাহ্বয়ত্যসৌ॥ ১১৮

(জ) অনঙ্গমঞ্জরী॥

বসন্ত-কেতকী কান্তির্মঞ্জুলানঙ্গমঞ্জরী।
যথার্থাক্ষর-নামেয়মিন্দীবর নিভাম্বরা॥ ১১৯
দুর্ম্মদোমদবানস্যাঃ পতির্যোদেবরঃ স্বসুঃ।
প্রিয়াসৌ-ললিতা দেব্যা বিশাখায়া
বিশেষতঃ॥ ১২০

তথ বয়স্যানাং সামান্য কর্ম্মাণি
লিখ্যন্তে॥

বেশপ্রিয়বয়স্যায়া গুরুপত্যাদি-বঞ্চনং।
হরিণা প্রেমকলহে-তস্যাত্রবানুযায়িতা॥ ১২১
অভিসারে সহায়ত্বমন্নাদি পরিবেশনং।
আস্বাদনং সহক্রীড়া রহস্য পরিগোপনং॥ ১২২
পবিত্রচিত্তচাতুর্য্যং [৩]পরিচর্য্যা যথোচিতং।
উৎকর্ষ ম্লানিকারিত্বং স্বপক্ষ প্রতিপক্ষয়োঃ॥ ১২৩
তৌর্য্যত্রিক-কলোল্লাসে উভয়োঃ পরিতোষণং।
অবকাশোচিতাচার-সেবাপ্রার্থনভাষণং॥ ১২৪
ইত্যাদি সুষ্ঠু ভূয়িষ্ঠং জ্ঞেয়মাসাং বিচক্ষণৈঃ।
সর্ব্বাত্রবাখিলং কর্ম্মজানন্তি কুর্ব্বতেঽপিচ॥ ১২৫
তত্র কাশ্চিন্নিযুক্তাঃ স্যুরনিযুক্তাশ্চকাশ্চন।
নিযুক্তাঃ সুষ্ঠু যা যত্র লিখ্যন্তে তাঃ
ক্রমাদিমাঃ॥ ১২৬

তথাপি পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ [৪]শ্রেষ্ঠতয়োদিতাঃ।
সর্ব্বত্র ললিতাদেবী পরমাধ্যক্ষতাং গতা॥ ১২৭
স্বীকৃতাখিলভাবেয়ং সন্ধিবিগ্রহিনী মতা।
অপরাধ্যতি রাধায়ৈ মাধবে ক্বাপিদৈবতঃ॥ ১২৮
চণ্ডিম্না কুঞ্চিতমুখী সখীত্যুতিভিবারতা।
বিগ্রহে প্রৌঢ়িবাদে চ প্রতিবাক্যোপপত্তিষু॥ ১২৯
প্রতিভামুপলব্ধাভির্ধত্তে বিগ্রহমাগ্রহাৎ।
আয়াতি-সন্ধিসময়ে তটস্থেব স্থিতাপ্যয়ং॥ ১৩০
ভগবত্যাদিভির্দ্বারৈর্যুক্তা সন্ধিং করোত্যসৌ।
পৌষ্পাণাং মণ্ডনং ছত্রং শয়ানোত্থানবেশ্মনাং॥ ১৩১
মদনোন্মাদিনী বাট্যাং যা কিন্নর কিশোরিকাঃ।
প্রসূন-বল্লী-তাম্বুল-বল্লী-পূগদ্রুমেষু চ॥ ১৩২
নির্ম্মিতাবিন্দ্রজালে চ প্রহেল্যাঞ্চাতিকোবিদা।
[৫]তাম্বুলেঽধিকৃতায়াঃ স্যুরস্যাস্ত-
দাসিকাশ্চযাঃ॥ ১৩৩

---

১) গর্জ্জরাখ্যেন ইত্যত্র গরুড়াখ্যেন। ইতি পাঠান্তরং।
২) সহজেনান্বিতা পীততৈলকেনালিকস্থলে। ইতি পাঠান্তরং
৩) পরিহাসেতু চাতুর্য্যং। ইতি পাঠান্তরং।
৪) শ্রেষ্ঠতয়োদিতা ইত্যত্র শ্রেষ্ঠতমাগ্রতঃ। ইতি চ পাঠঃ।
৫) তাম্বুলেঽধিকৃতায়াং স্যুর্বয়স্যাঃ দাসিকাশ্চ যাঃ। ইতি চ পাঠঃ।

সখ্যশ্চবলদেবস্য বরামাস্তোপজীবিনাং।
যাঃ কন্যকাঃ স্যুঃ সর্ব্বাস্তাস্বেবাধ্য-
ক্ষতাং গতা। ১৩৪

রত্নলেখাদয়োঽষ্টৌ যাঃ প্রিয়সখ্যোঽনুকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বত্র ললিতাদেব্যা জ্ঞেয়াঃ প্রত্যন্তরাঃ
সদা॥ ১৩৫

[১]রত্নপ্রভারতিকলে তত্রাপ্যষ্টাসু বিশ্রুতে।
গুণসৌন্দর্য্য বৈদগ্ধী [২]মাধুরীভিরুপাগতে॥ ১৩৬

অথ পুষ্পেমুমণ্ডনং॥

কিরীটং বালপাশ্যা চ কর্ণপুরো ললাটিকা।
গ্রৈবেয়কাঙ্গদে কাঞ্চীকটকে মণিবন্ধনী॥ ১৩৭
হংসকঃ [৩]কঞ্চুলীত্যাদি বিবিধং পুষ্পমণ্ডনং।
মণিস্বর্ণাদিকপ্তস্যামণ্ডনস্যাত্র যাদৃশঃ।
আকারশ্চ-প্রকারশ্চ কৌসুমস্য চ তাদৃশঃ॥ ১৩৮

১। কিরীটং॥

রঙ্গিনী-হেমযূথীভির্নবমালী সুমালিভিঃ।
[৪]ধৃত মানিক্যগোমেদমুক্তেন্দ্র মনিকান্তিভিঃ।
বিন্যস্তাভির্যথাশোভমাভিঃ সুষ্ঠু বিনির্ম্মিতঃ॥
১৩৯॥ ১৪০

কৃতসপ্তশিখং হেমকেতকীকোরকচ্ছদৈঃ।
চিত্রৈর্কৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈশ্চিত্তহারি হরেরিদং॥ ১৪১
কিরীটং পুষ্পপারাখ্যং রত্নপারাদপি-প্রিয়ং।
গান্ধর্ব্বাংঃ কৃতিং যস্য ললিতা সমশিক্ষত॥ ১৪২
তত্তু পঞ্চশিখং পুষ্পৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্বিনির্ম্মিতং।
কোরকৈরপি গান্ধর্ব্বাভূষণং [৫]মুকুটং ভবেৎ॥ ১৪৩

২। বালপাশ্যা॥

কেশবন্ধনডোরী চ বিচিত্রের কোরকাদিভিঃ
আবলি গুম্ফিতাগাঢ়ং বালপাশ্যেতি
কীর্ত্তিতা॥ ১৪৪

৩। কর্ণপুরঃ॥

[৬]তাড়ঙ্কং কুণ্ডলং পুষ্পীকর্ণিকা কর্ণবেষ্টনং।
ইতি পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ কর্ণপুরোঽত্র-
শিল্পিভিঃ॥ ১৪৫

(তত্র তাড়ঙ্কং ১)

তালপত্রাকৃতির্ভূষা তাড়ঙ্কঃ স দ্বিধোদিতঃ।
চিত্রপুষ্পকৃতঃ স্বর্ণকেতকীদলজস্তথা॥ ১৪৬

(কুণ্ডলং ২)॥

ময়ূরমকরাম্ভোজ-শশাঙ্কার্দ্ধাদিসন্নিভিঃ।
স্বানুরূপৈঃ কৃতং পুষ্পৈঃ কুণ্ডলং
বহুধোদিতং॥ ১৪৭

(পুষ্পী ৩)॥

চতুর্ব্বর্ণৈঃ ক্রমাৎ পুষ্পৈশ্চক্রবালতয়া কৃতঃ।
মধ্যে পর্য্যাপ্তগুচ্ছোঽয়ং স্তবকৈঃ পুষ্পি-
কোচ্যতে॥ ১৪৮

(কর্ণিকা ৪)॥

রাজীবকর্ণিকায়াশ্চ পীতপুষ্পৈর্বিনির্ম্মিতা।
ভৃঙ্গিকাদাড়িমীপুষ্পপ্রোতমধ্যাত কর্ণিকা॥ ১৪৯

(কর্ণবেষ্টনং ৫)॥

যত্তু কর্ণং বেষ্টয়তি বৃত্তং তৎ কর্ণবেষ্টনং॥ ১৫০

---

১) রত্নভারতীকালে তত্রাপ্যষ্টাসু বিভূতিং গতে। ইতি পাঠান্তরং।
২) মাধুরীভিরুপাগতে ইত্যত্র মাধুরীভিঃ কলাং গতে ইতি চ পাঠঃ।
৩) কঞ্চুলী স্থলে কঞ্চুকী চ পাঠান্তরং দৃশ্যতে।
৪) ধৃতি মানিক্য স্থলে ধৃতমাগেকা। ইতি চ পাঠঃ।
৫) ভূষণং ইত্যত্র ভ্রমণং ইতি দৃশ্যতে।
৬) তাড়ঙ্কং ইত্যত্র তাটঙ্কঃ। ইতি চ পাঠঃ।

৪। ললাটিকা ॥

ত্রিবর্ণ পুষ্পরচিতা দ্বিপার্শ্বা শোনমধ্যমা।
অলকাবলিমূলস্থা পুষ্পপাটী ললাটিকা॥ ১৫১

৫। গ্রৈবেয়কং ॥

বর্ত্তুলাশ্চ চতুর্গ্রীবা কৌসুম্যো যত্র কোষ্ঠিকাঃ।
তদ্বর্ণ পুষ্পীকর্মধ্যং জ্ঞেয়ং গ্রৈবেয়কস্তুতৎ ॥ ১৫২

৬। অঙ্গদং ॥

কণ্ডপুষ্পলতাতন্তু প্রোতৈর্মণ্ডলতাং গতৈঃ।
ত্রিবর্ণোপর্য্যুপর্য্যুপ্তত্রিপুষ্পাননমঙ্গদং ॥ ১৫৩

৭। কাঞ্চী ॥

ক্ষুদ্রঝল্লরিসংবীতা চিত্রগুম্ফ-করম্বিতা।
পঞ্চবর্ণৈর্বিরচিতা কুসুমৈঃ কাঞ্চিরুচ্যতে॥ ১৫৪

৮। কটকঃ ॥

কুড্যব্রবৈর্লতাতন্তৌ প্রোতৈরেকৈকশস্তু যঃ।
কল্পিতো বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ কটকা বহুধোদিতাঃ॥ ১৫৫

৯। মনিবন্ধনী ॥

চতুর্বর্ণ প্রসুনাঙ্গ গুচ্ছলম্বিত্রিধারিকা।
করডোরী কুসুমজা কীর্ত্তিতা মনিবন্ধনী॥ ১৫৬

১০। হংসকঃ ॥

[1]পৃথুলাচ চতুঃশৃঙ্গী পুষ্পশৃঙ্গাটলম্বিকা।
পার্শ্বে সৌমনসা গুম্ফাঃ স্ফুরন্তি হংসকোভবেৎ ॥ ১৫৭

১১। কঞ্চুলী ॥

ষড়্‌বর্ণ পুষ্পবিন্যাস সৌষ্ঠবেনাতিচিত্রিতা।
কস্তুরীবাসিতা কণ্ঠ লম্বিগুচ্ছাত্র কঞ্চুলী ॥ ১৫৮

১২। ছত্রং ॥

[2]শুক্লৈঃ সূক্ষ্মশলা কালিপর্য্যপ্তৈঃ কুসুমৈঃ কৃতং।
স্বর্ণযূথীচিতচ্ছত্রদণ্ডং ছত্রমুদীর্য্যতে ॥ ১৫৯

১৩। শয়নং ॥

চম্পকাশোকপর্য্যাপ্তমল্লীগুম্ফিতগেণ্ডুকা।
নবমালীকৃতা তুলী বিস্তীর্ণা শয়নং ভবেৎ ॥ ১৬০

১৪। উল্লোচঃ ॥

[3]সূচীবাপসদৃক চিত্রপুষ্প বিন্যাস নির্ম্মিতঃ।
[4]খণ্ডিতৈঃ কেতকী পত্রৈঃ পর্ণবান্ মল্লিলম্বিভিঃ ॥ ১৬১

১৫। চন্দ্রাতপঃ ॥

[5]পার্শ্বে চ সুফলমুক্তাসিন্ধু বারকলাপরাং।
মধ্যলম্বিনবাম্ভোজশ্চন্দ্রাতপ ইতীর্য্যতে ॥ ১৬২

১৬। বেশ্ম ॥

শরকাণ্ডৈঃ কৃতস্তম্ভং চিত্রপুষ্পাদিসংবৃতৈঃ।
পুষ্পৈঃ কৃতচতুঃখণ্ড বিবিধৈ বৈশ্মভণ্যতে ॥ ১৬৩

অথ দূত্যঃ ॥

বৃন্দা বৃন্দারিকা মেলা মুরল্যাদ্যাস্তু দূতিকাঃ।
কুঞ্জাদি সংস্কৃতাভিজ্ঞা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ কোবিদাঃ ॥
[6]বশীকৃত স্থানবরাদ্বয়োঃ স্নেহেন নির্ভরাঃ।
গৌরাঙ্গ্যশ্চিত্রবসনা বৃন্দা তাসু বরীয়সী ॥ ১৬৪

বিশাখা ॥

বিশাখা নবতো ভদ্রা প্রেমনর্ম্মসখীমতা।
অখণ্ডাহঙ্কীণ মন্ত্রেয়ং গোবিন্দে নর্ম্মকর্ম্মকা ॥

---

১) পৃথুবাবণঃ শাঙ্গী। ইত্যপি পাঠঃ॥
২) কণ্ডসূক্ষ্ম শলাকালি পর্য্যাপ্তৈঃ। ইতি চ পাঠঃ।
৩) সূচীবাচস্থলে সূচিরাপঃ। ইতি চ পাঠঃ।
৪) পর্ণবান্ মলিনং তথা। ইতি চ পাঠঃ।
৫) স্ফুরন্মুক্তাঝরীভূত সিন্ধুবার কলাপবান্। ইতি পাঠান্তরং।
৬) বশীকৃতাস্থানুচরাঃ। ইতি পাঠান্তরং॥

পরিজ্ঞাতার্থহৃদয়া বুদ্ধিদূত্যেককোবিদা।
সাম্নি কান্দর্পিকোপায়ে দানে ভেদে চ পেশলা[১] ।।
পত্রভঙ্গাদিরচনে মাল্যাপীড়াদিগুম্ফনে।
বিচিত্র সর্ব্বতো ভদ্র মণ্ডলাদি বিনির্ম্মিতৌ ।।
নানা বিচিত্র সূত্রেন সূচিরপ্রক্রিয়াসু চ।
সূর্য্যারাধনসাম গ্রীসাধনে চ বিচক্ষণাঃ ।।
বিচিত্র দেশীয় গীতে সুদক্ষা ধ্রুপদাদিষু।
রঙ্গাবলি প্রভৃতয়ো যাঃ সখ্যশ্চিত্রকোবিদাঃ ।।
১৬৫ ॥ ১৬৬

বস্ত্রদাস্যঃ ।।
মাধবী-মালতী-চন্দ্ররেখাদ্যা[২] আলয়স্তথা।
যাশ্চ বস্ত্রাধিকারিণ্যঃ সখ্যো দাস্যশ্চ
সম্মতাঃ ।। ১৬৭
যা বস্ত্রদেব্যধিকৃতাঃ সর্ব্বানন্দ চমৎকৃতৌ।
যাশ্চ প্রসূনবৃক্ষেষু সখ্যোঽধিকৃতিমাশ্রিতাঃ ॥ ১৬৮
[৩]মালিকাদ্যাশ্চ যাস্তাসু সর্ব্বাস্বধ্যক্ষতাং গতাঃ।
তৃতীয়া চম্পকলতা দূত্যতন্ত্রপ্রবর্ত্তকে ॥ ১৬৯
নিগূঢ়ারম্ভসম্ভারা বাচোযুক্তি বিশারদা।
[৪]উপায়েন পটিয়াচ প্রতিপক্ষাপকর্ষকং ॥ ১৭০
ফলপ্রসূন কন্দানাং সন্ধানপ্রক্রিয়াবিধৌ।
হস্তচাতুর্য্যমাত্রেন নানা মৃন্ময়নির্ম্মিতৌ ॥ ১৭১
ষড়্রসানাং পরীক্ষায়াং শুদ্ধ শাস্ত্রে চ কোবিদা।
সিতোৎপলাকৃতি পটুর্মিষ্ট হস্তেতি বিশ্রুতা॥ ১৭২

[৫]পৌরগব্যশ্চ পচনে যাঃ সখ্যো দাসিকাশ্চ যাঃ।
কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতয়ঃ সখ্যো যা অষ্টসংখ্যকাঃ ॥ ১৭৩
অষ্টসখী চরিতং ॥
সকলেষু দ্রুমলতাগুল্মেষধিকৃতাশ্চ যাঃ।
সখী প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ[৬] সংপ্রাপ্তাধ্যক্ষ
তামসৌ ॥ ১৭৪
প্রবেশনীয়া সর্ব্বত্র চিত্রাদি পূর্ব্বকর্ম্মসু।
চিত্রাবিচিত্র চাতুর্য্যা সর্ব্বত্রাসৌ প্রবেশিনী।
যানেঽভিসরনাভিখ্যে ষড়্গুণস্থ তৃতীয়কে ॥ ১৭৫
লেখেঽপাঙ্গিতবিজ্ঞানে নানাদেশীয়ভাষিতে।
দৃষ্টিমাত্রাৎ পরিচয়ে মধুক্ষীরাদিবস্তু নঃ ॥ ১৭৬
কাচভাজন নির্ম্মাণে ভস্মধ্যোস্মিবিনির্ম্মিতৌ।
জ্যোতিঃশাস্ত্রে পশুব্রাত বিদ্যায়াং কার্ম্মনেঽপি
চ ॥ ১৭৭
বৃক্ষোপচার শাস্ত্রে চ বিশেষাৎ পাটবংগতা।
রসানাং পানকাদীনাং সুষ্ঠু নির্ম্মাণকর্ম্মণি ॥ ১৭৮
অষ্টৌ রসালিকাদ্যাঃ স্যুঃ যাঃ সখ্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যাশ্চপেয়াধিকারিণ্যঃ সখ্যোদাস্যশ্চ
সম্মতাঃ ॥ ১৭৯
দিব্যৌষধীনাংপ্রায়েন হীনানাং কুসুমাদিভিঃ।
তথা বনস্থলীনাঞ্চ বিরুধাঞ্চাধিকারিতাং ॥ ১৮০
লব্ধাঃ সখ্যাদয়োযাশ্চ তত্রৈষাধ্যক্ষতাং গতা।
তুঙ্গবিদ্যা তু বিদ্যানামষ্টদশতয়াংশিতা ॥ ১৮১

---

১) সাম্নি কান্দর্পিকে কোপে দণ্ডে দামে চ পেশলা। ইতি পাঠান্তরং।
২) গন্ধরেখাদ্যাঃ। ইতি পাঠান্তরং।
৩) মল্লিকাদ্যাশ্চ ইত্যত্র কাশ্চিত্ত্ সখ্যঃ। ইতি পাঠান্তরং।
৪) উপয়েন পটুঃ সাচ। ইত পাঠান্তরং।
৫) পৌরগব্যশ্চ ইত্যত্র পুষ্যো গব্যন্তু। ইতি চ পাঠঃ।
৬) সংপ্রাপ্তাধ্যক্ষ তামসৌ। ইতি চ পাঠঃ।

সন্ধাবতীব কুশলা কৃষ্ণবিশ্রম্ভশালিনী।
রসশাস্ত্রে নয়ে নাট্যে নাটকাখ্যায়িকাদিষু॥ ১৮২
সর্ব্বগান্ধর্ব্ব বিদ্যায়ামাচার্য্যকমুপাগতা।
বিশেষান্মার্গগীতাদৌ [1]বাণীযন্ত্রাদি পণ্ডিতা॥ ১৮৩
মঞ্জু মেধাদয়ঃ সখ্যো যা অষ্টৌ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যা দূত্যঃ কুশলাঃ সন্ধৌ ষড়্ গুণস্যাদিমে গুণে॥ ১৮৪
সঙ্গীতরঙ্গশালায়াং যাঃ সখ্যোঽধিকৃতিং গতাঃ।
মার্দ্দঙ্গিক্যঃ কলাবত্যো নর্ত্তকী প্রমুখাশ্চ যাঃ॥ ১৮৫
বৃন্দাবনান্তরেঽস্থেষু জলেষধিকৃতাশ্চ যাঃ।
সখ্যশ্চ জলদেব্যশ্চ তত্রৈষাধ্যক্ষতাং গতা॥ ১৮৬
ইন্দুলেখাভবেন্মল্লা নাগতন্ত্রোক্তমন্ত্রকে[2]।
বিজ্ঞানস্য চ মন্ত্রেঽপি সামুদ্রক বিশেষবিৎ॥ ১৮৭
হারাদিগুম্ফনে চিত্রে দন্তরঞ্জন কর্ম্মনি।
সর্ব্বরত্ন পরীক্ষায়াং পট্টডোরাদিগুম্ফনে॥ ১৮৮
লেখে সৌভাগ্য মন্ত্রস্য কৌশলং [3]যদ্ভুজে ধ্রুতং।
অন্যোন্যরাগমুৎপাদ্য সৌভাগ্যং জনযেদ্বরং[4]॥ ১৮৯
তুঙ্গভদ্রাদীয়স্তস্যাঃ সখ্যঃ স্যুঃ প্রত্যনন্তরাঃ।
যাস্তু সাধারণা দূত্যো দ্বয়োঃ পালিন্ধিকাদয়ঃ॥ ১৯০
তাসাংরহস্যবার্ত্তানামিয়ং ভাজনতাং গতা।
অলঙ্কারেষু বেশে কোষরক্ষাবিধৌচ যা॥ ১৯১

সখ্যো দাস্যোঽপ্যধিকৃতা যাশ্চ বৃন্দাবনান্তরে।
স্থলেষধিকৃতা যাশ্চ তাস্বধ্যক্ষতয়া স্থিতা॥ ১৯২
রঙ্গদেবী সদোত্তঙ্গা [5]হাবেঙ্গিত তরঙ্গিনী।
কৃষ্ণাগ্রেঽপি প্রিয়সখী নর্ম্মকৌতুহলোৎসুকা॥ ১৯৩
ষাড়্ গুনস্য গুনে তর্য্যে যুক্তিবৈশিষ্টামাশ্রিতা।
কৃষ্ণস্যাকর্ষনং মন্ত্রং তপসা পূর্ব্বমীয়ুষী॥ ১৯৪
বিচিত্রেষঙ্গ রাগেষু গন্ধযুক্তবিধৌ চযাঃ।
কলকণ্ঠি প্রভৃতয়ঃ সখ্যোঽষ্টৌ যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৯৫
সখ্যো দাস্যোঽপ্যধিকৃতা যাশ্চ ধূপন কর্ম্মণি।
শিশিরেঽঙ্গারধারিন্যস্তপর্ত্তাবপি বীজনে॥ ১৯৬
আরন্যকেষু পশুষু কেশিরিষু[6] মৃগাদিষু।
সগী প্রভৃতয়োযাশ্চ তত্রৈষাধ্য ক্ষতাং গতা॥ ১৯৭
সুদেবী কেশসংস্কারং প্রিয়সখ্যাস্তথাঞ্জনং।
অঙ্গসম্বাহনং চাস্যাঃ কুর্ব্বতী পার্শ্বগা সদা॥ ১৯৮
শারিকা শুকশিক্ষায়াং[7] নৌকা কুক্কুট খেলনে।
ভূরি শাকুনশাস্ত্রে চ পক্ষ্যাদিরুত বোধনে॥ ১৯৯
[8]চন্দ্রোদয়ার্দ্র পুষ্পাদি বহ্নিবিদ্যাবিধাবপি।
উদ্বর্ত্তন বিশেষে চ সুষ্ঠু কৌশলমাগতা॥ ২০০

---

১) বীনায়াঞ্চাতি পণ্ডিতা। ইতি চ পাঠঃ।
২) নাগমন্ত্রোক্তন্ত্রকে। ইতি পাঠান্তরং।
৩) কৌশলং ইত্যত্র কোবিদা। ইতি চ পাঠঃ॥
৪) জনয়েদ্বরং ইত্যত্র জনয়ন্তীরং। ইতি চ পাঠঃ।
৫) হাবরঙ্গ তরঙ্গিনী। পাঠান্তরং।
৬) কেশরিষু ইত্যত্র ছেকেষু চ ইত্যপি পাঠঃ।
৭) শুকশিক্ষায়াঃ ইত্যত্র দ্বয়শিক্ষায়াং ইতি চ পাঠঃ।
৮) চন্দ্রোদয়ার্দ্র পুষ্পাদি ইত্যত্র মল্লারেষত্র পুষ্পাদি ইতি চ পাঠঃ।

গণ্ডূষ ক্ষেপ পাত্রেষু গেণ্ডুকে শয়নেঽপি চ।
যাঃ কাবেরীমুখাঃ সখ্যস্তা অস্যাঃ
প্রত্যনন্তরাঃ ॥ ২০১

আসনস্থাধিকারে যাঃ সখ্যো দাস্যশ্চ সম্মতাঃ।
প্রতিপক্ষাদিভাবানাং যা জ্ঞানায় চরন্তি চ ॥ ২০২

ধূর্ত্তাঃ প্রনিধিরূপেন নানাবেশধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
[1]যাশ্চ পক্ষিষু বন্যেষু ছেকেষধি কৃতাস্তথা।
সখ্যশ্চ বনদেব্যশ্চ তত্রৈবাধ্যক্ষতাংগতা ॥ ২০৩

সখীনাং বিভিন্নভাবাঃ ॥

অথ শিল্প নিয়োগাদের্বিবৃতিঃ ক্রিয়তেঽধুনা ॥ ২০৪

বিগ্রহে গ্রহিলাঃ সখ্যঃ[2] পিণ্ডকে নির্ব্বিতণ্ডিকা।
পুণ্ডরীকা সিতাখণ্ডী চারুচণ্ডী সুদন্তিকা ॥ ২০৫

অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামচী মেচিকাদয়ঃ।
তাস্রাংশুকাপি কান্তাভা পিণ্ডকে নিশ্চিতা-
গমং ॥ ২০৬

শ্লিষ্টৈর্বচন শৌটির্য্যে বিলজ্জয়তি মাধবং।
হরিদ্রাভা হরিচ্চেলা হরিমিত্রানি যা গিরা।
বিতণ্ডিকা বিতণ্ডাভির্নিগ্রহৈঃ স্থানমানায়েৎ ॥ ২০৭

পুণ্ডরীকাপটং ধৃত্বা পুণ্ডরীকাজিনচ্ছবিঃ।
পুণ্ডরীকাঙ্গভা তর্জ্জেৎ পুণ্ডরীকাক্ষমাগাসি ॥ ২০৮

২। [3]শিখণ্ডিনী ত্বিষা গৌরীনাম্নাসিতাম্বরা সদা।
বক্তি কাঠিন্য মাধুর্য্যাৎ সিতাখণ্ডীতি
যাহরেঃ ॥ ২০৯

৩। চারুচণ্ডী ভগিন্যস্যাঃ ভৃঙ্গশ্যামা তড়িৎপটা[4]।
চারুচণ্ডতয়া বাচাং চারুচণ্ডীতি ভন্যতে ॥ ২১০

৪। সুদণ্ডিকা শিরীষাভা কুরণ্টকনিভাম্বরা।
করোত্যুজ্জ্বলমপ্যেষা পাটবৈর সমুজ্জ্বলং ॥ ২১১

৫। অকুণ্ঠিতাজকাণ্ডাভা বিষকাণ্ডসিতাম্বরা।
আগঃ কৃষ্ণস্য যা বষ্টি স্বসমাজ[5] সমৃদ্ধয়ে ॥ ২১২

৬। কলকণ্ঠী কুলীপুষ্পবর্ণ ক্ষীরোদকাম্বরা।
বষ্টি গান্ধবিকামানাং যা হরেশ্চাটুকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২১৩

৭। রামচী ললিতা ধ্যাত্র্যাঃ পুত্রী গৌরশুকাং
শুকা[6]।
[7]যয়া হরিদুর্ব্বচোভিরুদ্ধবে পরিহস্যতে ॥ ২১৪

৮। পিণ্ডপুষ্পরুচিঃ পাশুহকুলা মেচকা সদা।
কৃষ্ণস্য কুরুতে ব্যক্তমাগস্তস্যেব যা গিরা ॥ ২১৫

অথ দূত্যঃ ॥

সাগ্রহা বিগ্রহাদৌ স্যু দূর্ত্যঃ স্খলিত যৌবনাঃ।
[8]পেটরী বারুড়ীচারী কোটরা কাশটিপ্পনী ॥ ২১৬

[9]মেরুণ্ডা মোরটা চূড়া চুণ্ডরী গোণ্ডিকাদয়ঃ।
পিণ্ডকেলি পুরোগানা এতাঃ স্যুর্বনগাঃ সদা ॥ ২১

বিষকাণ্ডোপমজটা পেটরী বৃদ্ধগুর্জ্জরী।
না বারুড়ির্গারুড়ী বেনীসদৃক্ চিকুরবেনকা ॥ ২১৮

কুচারীভগিনীচারীতপঃ কাত্যায়নী স্মৃতা।
কঠোর তপসা কাত্যায়নীং দেবীং সমাশ্রিতা।
আভীরী কোটরীজাত্যা তিলতণ্ডুলকেশভাক্ ॥ ২১

১) গৃহাসক্তেষু পক্ষিষু। ইতি চ পাঠন্তরং।
২) পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিকে। ইত্যপি পাঠঃ
৩) শিতাখণ্ডীত্বিধা গৌরী। ইতি পাঠান্তরং।
৪) তাড়ৎপটা ইত্যত্র হরিৎপটা। ইতি চ পাঠঃ।
৫) বষ্টি স্ব সমাজঃ। ইতি চ দৃশ্যতে।
৬) গৌরাংশুকা সদা। ইতি চ পাঠঃ।
৭) যয়া বীরাপি দুর্ব্বারা গীর্ভিরুদ্ধয় হস্যতে। ইতি পাঠান্তরং।
৮) পেটরীবারুড়িশ্চৈব। ইত্যপি পাঠঃ।
৯) মরুণ্ডা স্থলে মাকণ্ডা। ইতি চ পাঠঃ।

পলিতা পাণ্ডুচিকুরা রজকী কালটিপ্পনী।
মরুণ্ডা [১]মুণ্ডিতশিরাঃ পাণ্ডুরজ্জুকুলালিকা ॥ ২২০
জবনা মোরটা কাশকুসুমোপমমূর্দ্ধজা।
চূড়াবলিদিগ্ধমুখা ললাটে পলিতোজ্জ্বলা ॥ ২২১
চুণ্ডরী পুণ্ডরীকাক্ষ তত্তাদ্ধজরতী দ্বিজা।
গোণ্ডিকেয়ং জরদ্গোণ্ডী মুণ্ডপাণ্ডু-
শিখোজ্জ্বলা ॥ ২২২

অথ সন্ধিদূত্যঃ ॥

চাতুর্য্যা সন্ধিকুশলাঃ শিবদা সৌম্যদর্শনা।
সুপ্রসাদা সদাশান্তা শান্তিদা কান্তিদাদয়ঃ ॥ ২২৩
সর্ব্বথা ললিতাদেবী জীবিতাদ্যস্তুতস্তমা না।
মাধবস্য পরীবারে তস্যাপ্তা ইতি মন্যতে ॥ ২২৪
গান্ধর্ব্বায়াং প্রপন্নায়াং কলহান্তরিতাং দশাং।
ললিতেঙ্গিতমাসাদ্য হরের্গণতয়া স্থিতা ॥ ২২৫
[২]সরীয়েতিধিয়া তেন নিসৃষ্টাঃ পৃথুযত্নতঃ।
কান্তিতুষ্টা নিজাভীষ্টং সন্ধিমেব সুর্মন্ত্রতাঃ ॥ ২২৬
বিধায় সুষ্ঠু গোবিন্দাদিন্দত্যঃ পারিতোষিকং।
যান্তি বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রসাদভর পাত্রতাং ॥ ২২৭
রাঘবী শিবদা সৌম্যদর্শনা সোমবংশজা।
পৌরবী সুপ্রসাদেয়ং সদাশান্তা তপস্বিনী ॥ ২২৮
শান্তিদাকান্তিদে চেতি ভূমিদেব কুলোদ্ভবে।
প্রসাদাদেব দেবর্ষেরেতা বাসং ব্রজে যযুঃ ॥ ২২৯

অথ দ্বিতীয় মণ্ডলং ॥

দ্বিতীয়োঽস্মান্মনাঙ্ ন্যূনপ্রেমা স্যান্মণ্ডলাৎ পুরঃ।
সমাসমপ্রেমরূপস্তদ্বর্গোঽয়ং নিগদ্যতে ॥ ২৩০
বর্গঃ প্রিয়সখীনাং যঃ সমপ্রেমেত্যসৌ মতঃ।
স দ্বিধা স্যান্নিত্যসিদ্ধো ভক্তিসিদ্ধস্তথা
ভবেৎ ॥ ২৩১
নিত্যপ্রিয়ানাং তত্রাপি দশকোটি মিতোগণঃ।
সমবায়ো নিযুতানাং লক্ষৈরষ্টাভিরেব চ ॥ ২৩২
যদষ্টকং পরপ্রেষ্ঠ সখীরষ্টানুগচ্ছতি।
বহবঃ সঙ্ঘয়াস্তত্র সহসৈঃ কোঽপি পঞ্চষৈঃ ॥ ২৩৩
ভবেৎ কশ্চিচ্চতুঃ পঞ্চ কশ্চিত্রিচতুরৈরপি।
কুতশ্চিদিহ সাধর্ম্ম্যাৎ প্রায়ঃ স্যাৎ
সঙ্ঘয়ৈকতা ॥ ২৩৪
[৩]সমাজঃ সঙ্ঘয়োঽনেকৈরেবাপেক্ষ সমাজতা।
ভবেৎ স্নেহ বিশেষেণ কশ্চিৎ ষোড়শভাগিহ ॥ ২৩৫
বিংশত্যাপি তথা পঞ্চবিংশত্যা ত্রিংশতা তথা।
ষষ্ট্যা কশ্চিৎ সমাজঃ স্যাচ্চতুঃষষ্ট্যাদিভিস্তথা ॥ ২৩৬
চতুঃষষ্ট্যাদিভিস্তত্র সমাজোঽয়ং প্রপঞ্চ্যতে।
দ্বাভ্যাং দ্বিত্রৈস্ত্রিচতুরাদিভিশ্চালীজ-
নৈর্ভবেৎ ॥ ২৩৭
চত্বারিংশদ্যূথঃ কশ্চিদেবং পঞ্চশতাভবেৎ।
সর্ব্বভাবেন[৪] সাধর্ম্ম্যে সমাজোঽপি
সমন্বয়ঃ[৫] ॥ ২৩৮
রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা রতিকাস্তথা[৬]।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী ॥ ২৩৯
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা।
হরিনী চপলা দাম্নী সুরভিশ্চ শুভাননা ॥ ২৪০

১) না বাকতী গায়ত্রী বেণী ইতি চ পাঠঃ।
২) মারুণ্ডা ইতি চ পাঠঃ
৩) সরীয়া ইত্যত্র স্বীয়া ইতি পাঠান্তরং।
৪) সমাজঃ ইত্যত্র সমর্জ্জি ইতি পাঠান্তরং।
৫) সমন্বয় ইত্যত্র সমন্বয়ং। ইতি চ পাঠঃ।
৬) রতিকা তথা ইত্যত্র ভদ্ররেখিকা ইতি পাঠান্তরং।

কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মনিকুণ্ডলা।
চন্দ্রিকা [১]চন্দ্রলতিকা [২]পঙ্কজাক্ষী সুমন্দিরা॥ ২৪১
রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা।
[৩]রামিনী কামনাগরী নাগরী নাগবেনিকা॥ ২৪২
মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষনা।
তনুমধ্যা [৪]মধুস্পন্দা গুণচূড়া বরাঙ্গদা॥ ২৪৩
তুঙ্গভদ্রা রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গতা।
চিত্ররেখা বিচিত্রাঙ্গী মোদিনী মদনালসা॥ ২৪৪
কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা।
কন্দর্পসুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী॥ ২৪৫
কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা॥ ২৪৬
শ্রীরাধায়া অষ্টসখ্যঃ সম্মোহনতন্ত্রে যথা॥—
[৫]লীলাবতী সাধিকা চ চন্দ্রিকা মাধবী তথা।
ললিতা বিজয়া গৌরী তথানন্দা প্রকীর্তিতা॥ ২৪৭
[৬]অন্যাশ্চাষ্টৌ॥
কলাবতী রসবতী শ্রীমতী চ সুধামুখী।
বিশাখা কৌমুদী মাধবী শারদাচাষ্টমী স্মৃতা॥ ২৪৮
তত্ররত্নভবাঃ॥
এতা নোপেক্ষিতা উক্তা নিত্যানামবধারনে॥ ২৪৯
ইত্যেতৎ পরিবারানাং শ্রীবৃন্দাবন নাথয়োঃ।
অসঙ্খ্যানাং গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতং॥ ২৫০
তন্নাম্ন পানতাম্বুল হিল্লোল স্থাসকাদয়ঃ।
অন্যেঽপি যে বিশেষাঃ স্যুঃ স্বয়মুহ্যাস্তত্তে
বুধৈঃ॥ ২৫১
লুপ্তত্মাসীৎ কৃপয়া জ্যোতির্ঘটয়েবভানুমত্যাসৌ।
রূপবিষয়াপি দৃষ্টিঃ সরসান্ শব্দানবৈক্ষিষ্ট॥ ২৫২
শাকে দৃগশ্বশক্রে নভসি নভোমনিদিনে ষষ্ঠাং।
ব্রজপতিসদ্মনি রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকাদীপি
না॥ ২৫৩

ইতি—শ্রীলরূপগোস্বামীপাদ বিরচিতায়াং
শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায়াং
বৃহদ্ভাগঃ সম্পূর্ণঃ॥

না ত্বং শ্রীভাগবতাবলীষহমিব প্রেষ্ঠস্তথা শঙ্করঃ—
শ্রীরিন্দ্রশ্চ নমে, যথাত্বমিতি সংহৃষ্টঃ স্বয়ং
প্রোচিবান্।
সোঽপি প্রার্থয়তোদ্ধবঃ স্ফুটমূরু প্রেমশিয়া
বিস্মিতো যাসাং ভাববিধাং ব্রজাম্বুজদৃশামন্যো
জনস্তত্র কঃ॥ ১
উত্থায় পুনরুত্থায় পতিত্বা ধরণীতলে।
রূপদেব পদাম্ভোজে নতিঃ সাজ্জন্মজন্মনি॥ ২
আত্মারামস্য জীবোঽয়ং কদাবৃন্দাবনান্তরে।
শশাঙ্কো রূপদেবস্য আজ্ঞাবাহী ভবেৎ কিল॥ ৩

এতৎ শ্লোকত্রয়ং পুস্তকান্তরে অন্তিমভাগে গ্রন্থস্য শেষে পুষ্পিকারূপেন দৃশ্যতে, কিন্তু তাদৃগ ভাবার্থ সঙ্গতির্নজায়তে।

(ব্যাখ্যা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

১) চন্দ্রলতিকা ইত্যত্র চন্দ্রতিলকা ইতি চ পাঠঃ।
২) পঙ্কজাক্ষী ইত্যত্র কুন্দকাক্ষী ইতি চ পাঠঃ।
৩) রামিনী স্থলে কামিনীতি চ পাঠঃ।
৪) মধুস্পন্দা ইত্যত্র মধুনাম্না পাঠঃ।
৫) লীলাবতী রসবতী সাধিকা মাধবী তথা। ইতি পাঠান্তরং।
৬) তত্রান্যা রময়ন্ত্যশ্চাষ্টৌ। ইতি পাঠান্তরং।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত

বৃহদ্ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রেমানন্দ কন্দ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় জয় গৌরাঙ্গের যত শুদ্ধ দাস॥
গৌরপ্রিয় পরিবার সবে গৌরগণ।
তাঁদের মাঝে শ্রীরূপ গোসাঁই অন্যতম॥
শ্রীরূপমঞ্জরী ব্রজে সদা সেবা দাত্রী।
যাহার কটাক্ষে রাধাকৃষ্ণ সেবা নিতি॥
শ্রীগৌড় মণ্ডলে তেঁহ অবতীর্ণ হৈল।
গৌরাঙ্গ প্রসাদে 'শ্রীরূপ' নাম ধরিল॥
তৃণসম রাজবিষয় করিয়া বর্জ্জন।
প্রভুসহ প্রয়াগেতে করিল মিলন॥
দশদিন রাখি প্রভু উপদেশ কৈল।
স্বকার্য্য সাধিতে ব্রজ মণ্ডলে পাঠাল॥
লপ্ততীর্থ উদ্ধার ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন।
গৌর-কৃষ্ণ তত্ত্ব সুখে করিল কীর্ত্তন॥
শাস্ত্রদ্বারে কৃষ্ণতত্ত্ব জগতে জানাল।
পূর্ব্ব অনুরাগে তেঁহ বহুলীলা কৈল॥
কৃষ্ণ পরিবার যত তাঁর অনুগত।
বর্ণন করিল তাঁদের পরিচয় যত॥
রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ করিল বর্ণন।
তাহাতে করিল ব্রজজনের কথন॥
সংস্কৃত ভাষায় তেঁহ করিল বর্ণন।
ইচ্ছা হৈল বঙ্গভাষায় করিতে কীর্ত্তন॥
তাঁহার অধরামৃত করি আস্বাদন।
করিব পবিত্র নিজ চিত্ত প্রাণমন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী পদে লইয়া শরণ।
কিঞ্চিত করিয়ে তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ব্রজজনের পরিচিতি যেরূপ বর্ণিল।
বর্ণবস্ত্র ভূষণাদি যেমত গাহিল॥
তাঁর ক্রম অনুরূপ করি যে বর্ণন।
অপরাধ ক্ষমা কর যত গৌরগণ॥
ব্রজবাসীগণ যত কৃষ্ণ পরিবার।
পশুপাল-বিপ্র-বহিষ্ঠ এ তিন প্রকার॥
পশুপালগণ হন পুনঃ তিন প্রকার।
বৈশ্য-আভীর আর গুর্জ্জর পরচার॥
বল্লব পর্য্যায়ভুক্ত বহুবংশজাত।
'গোপ' বলি সকলেই হইল বিখ্যাত॥
গোরসে জীবিকার্জ্জন করয়ে যে জন।
বৈশ্যগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই সব জন॥
কেহ কেহ তাহাদের 'আভীর' বলি কয়।
অনুলোম জাত পিতা-মাতা হীন হয়॥
গোবৎসে আভীর করে জীবিকার্জ্জন।
বৈশ্যরসমান শূদ্র জাতীয় কথন॥
গো-মহিষ চারণ প্রধান কার্য্য হয়।
ঘোষাদি উপাধিতে সকলে ঘোষয়॥
এ উপাধি তাদের এবে হীনতাপ্রাপ্ত হয়
গুর্জ্জরের বাক্য এবে শুন মহাশয়॥
আভীর হইতে হীন ছাগাদি পালয়।
গোষ্ঠের প্রান্তে বাস দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়॥

বিপ্রগণ বেদজ্ঞ, করে যাজন-যজন।
দান-প্রতিগ্রহ-অধ্যয়ন-অধ্যাপন॥
ষট্ কর্ম্মে নিরত সদাই বিপ্রগণ।
শিল্প উপজীবিগণ 'বহিষ্ঠ' কথন॥
শ্রীকৃষ্ণের হয় এই পঞ্চ পরিবার।
এই পরিবার আবার অষ্ট প্রকার॥
পূজ্য-ভ্রাতৃ-ভগিনী আদি দূতীগণ।
দাস-শিল্পী-দাসী-প্রেয়সী-বয়স্য কথন॥
নন্দ রাজের ভ্রাতৃবর্গ বয়স্য সেবক।
প্রেয়সীগণ হন কৃষ্ণের মান্য সকল॥
মাতামহ পিতামহ আদি আর বিপ্রগণ।
শ্রীকৃষ্ণের পূজ্য মধ্যে সবার গণন॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ পর্জ্জন্য গোপনাম।
মঙ্গলরূপ সুধাবর্ষি মেঘতুল্য হন॥
গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি শুভ্র কেশচয়।
পূর্ব্বকালে নন্দীশ্বরে তপস্যা করয়॥
নারদের উপদেশ লক্ষ্মীপতি উপাসন।
বহুকাল তপস্যায় দৈববাণীর শ্রবণ॥
দৈববাণীতে কহে পঞ্চপুত্র জনমিবে।
মধ্যমটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নন্দ নাম হবে॥
তাঁর পুত্রে দেবাসুর করিবে সম্মান।
ব্রজবাসীগণের তেঁহ হইবেক প্রাণ॥
বর লভি পর্জ্জন্য গোপ আনন্দিত মন।
কতকাল নন্দীশ্বরে বৈল অবস্থান॥
কেশীদৈত্য নন্দীশ্বরে কৈলে আগমন।
গোকুল মহাবনে রহে লইয়া স্বজন॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী নাম বরীয়সী।
সদা মান্য করে তাঁরে যত ব্রজবাসী॥
কুসুম্ভ পুষ্পের বর্ণ, বস্ত্র হরিদ্বর্ণ।
আকার খর্ব্ব, কেশ তাঁর দুগ্ধের বরণ॥

পর্জ্জন্যের ভ্রাতা দুই উর্জ্জন্য রাজন্য।
সুবের্জ্জনা নামে ভগ্নি নৃত্য পরায়ণ॥
সুবের্জ্জনার পতি নাম গুণবীর।
সূর্য্যকুণ্ডে বাস তাঁর অতীব সুধীর॥
বাঁধুলী পুষ্পের বর্ণ বসন যাহার।
চন্দন সদৃশ অঙ্গ উদর স্থূলাকার॥
দীর্ঘাকার দেহ তিল-তণ্ডুল সম দাড়ি।
কৃষ্ণ-পিতা নন্দের রূপ এমত বিচারি॥
নন্দের জ্যেষ্ঠ উপনন্দ বসুদেবমিতা।
নন্দ-যশোমতী হন কৃষ্ণের পিতামাতা॥
গোপগণের মধ্যে যশস্বিনী যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণের মাতা তেঁহ যশোদা কথন॥
শ্যামলবর্ণ অঙ্গকান্তি বাৎসল্যের মূর্ত্তি।
বসন ইন্দ্রধনুবর্ণ নাতি স্থূলাকৃতি॥
কেশ পাশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ মেচক বরণ।
ঐন্দবী-কীর্ত্তিদা তাঁর সখী দুইজন॥
যশোদার দুই নাম আদি পুরাণে গায়।
যশোদা-দেবকী এই দুই নাম হয়॥
বসুদেবের পত্নী দেবকী নাম খ্যাতি।
তেকারণে নন্দপত্নী সহ সখ্যাতা অতি॥
বলরামের মাতা শ্রীরোহিনী দেবী হন।
শ্রীকৃষ্ণের 'বড়মাতা' বলিয়া কথন॥
বলরাম অপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক প্রীতি তার
তেকারণে 'বড়মাতা বলি ঘোষয়ে সংসার
উপনন্দ-অভিনন্দ নন্দের জ্যেষ্ঠ হন।
সন্নন্দ-নন্দন দুঁহে কনিষ্ঠ গণন॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য হন এই চারিজন।
সিতারুনরুচি হয় উপনন্দ বরণ॥
দীর্ঘ দাড়ি হরিৎবর্ণ অঙ্গের বসন।
তাঁহার পত্নীর নাম তুঙ্গী হন॥

চাতকবর্ণ অঙ্গ স্বর্ণ শাড়ি পরিধান।
দ্বিতীয় ভাই অভিনন্দের শুনহ আখ্যান॥
শঙ্খের ন্যায় দাড়ি কৃষ্ণবর্ণ বসন।
পত্নী পীবরী তাঁর নীলবস্ত্র পরিধান॥
পাটলবর্ণ হয় তাঁর দেহের গঠন।
সন্নন্দের দ্বিতীয় নাম সুনন্দ কথন॥
সুনন্দের অঙ্গকান্তি পাণ্ডুর-বরণ।
শ্যাম ও ধবল বর্ণ তাহার বসন॥
কেশ মধ্যে দুই-তিন শুভ্র কেশ রয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রিয় জানিহ নিশ্চয়॥
কুবলয় বর্ণ তার পত্নীর বসন।
এতাদৃশ অঙ্গকান্তি আছয়ে বর্ণন॥
ময়ূরের মত হয় নন্দন বরণ।
চণ্ডাত কুসুমবর্ণ তাহার বসন॥
শ্রীহরির প্রিয় পিতার সহিত নিবাস।
পত্নী অতুল্যা; সৌদামিনী বর্ণ প্রকাশ।
মেঘবর্ণ হয় তাঁর অঙ্গের বসন।
সানন্দা-নন্দিনী নন্দের সহোদরা হন॥
ফেনসদৃশ অঙ্গকান্তি দন্ত পঙ্ক্তিহীন।
বিবিধ বর্ণের বস্ত্র দোঁহার পরিধান॥
"মহানীল সুনীল" নাম দোঁহাকার পতি।
শ্রীকৃষ্ণের পিসে বলি যাহাদের খ্যাতি॥
কণ্ডব পণ্ডব উপানন্দের পুত্র হন।
পদ্মবৎ শোভয়ে দোঁহাকার বদন॥
সুবলের পাশে দোঁহে হর্ষলাভ করে।
নন্দের ক্ষত্রিয় ভ্রাতা "চাটুবটু" নাম ধরে॥
দোঁহে কৃষ্ণ পিতা বসুদেবের জ্ঞাতি হন।
"দধিসারা-হবিঃসারা" দোঁহার পত্নী হন॥
শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ "সুমুখ গোয়াল"।
শঙ্খবৎ শ্বেত দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভে ভাল॥

সুপক্ক জম্বুফল সদৃশ অঙ্গকান্তি।
মাতামহী গোষ্ঠ মধ্যে "শ্রীপাটলা" খ্যাতি॥
পাটপুষ্প ন্যায় তাঁর অঙ্গের বরণ।
প্রধান রাজ্ঞী বলি হয় যাহার কথন॥
দধি-পাণ্ডুর বর্ণের কেশদ্যুতি যার।
হরিদ্বর্ণ হয় অঙ্গের বসন তাহার॥
"মুখরা" নামেতে এক সহচরি ছিল।
যশোমতীকে তেঁহ স্তন্য-দুগ্ধ দিল॥
সুমুখের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "চারুমুখ" হয়।
দলিত-অঞ্জন ন্যায় অঙ্গকান্তি শোভয়॥
পত্নী "বলাকা" নাম কুলটা বর্ণ হয়।
মাতামহীর ভ্রাতা "গোল" সকলে জানয়॥
ধূম্রবর্ণ হয় তাঁর অঙ্গের ভূষণ।
সুমুখের পরিহাসে অতি ক্রুদ্ধ হন॥
পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা ঋষির করি উপাসন।
ব্রজের উজ্জ্বল বংশে লভিল জনম॥
ইহার পত্নীর নাম "জটিলা" কহয়।
কাকবর্ণা স্থূলোদরী দেহ তাঁর হয়॥
"যশোধর-যশোদেব-সুদেব" প্রভৃতি।
শ্রীকৃষ্ণের মাতুল বলিয়া সবে খ্যাতি॥
আতসী পুষ্পের ন্যায় সবার বরণ।
পরিধানেতে পাণ্ডুর বর্ণের বসন॥
ইহাদের ভার্য্যারা হয় অঙ্গের বরণ।
ধূম্রপটা-কর্কটী কুসুমের বরণ॥
পাবনের পিতৃব্য কন্যা হয় তিনজন।
"রেমা-রোমা সুরেমা" এই নামের কথন।
যশোদার সহদরী "যশোদেবী-যশস্বিনী"॥
যশস্বিনীর পতির নাম "মল্ল" জানি॥
যশোদেবীর নামান্তর হয় "দধিসারা"।
যশস্বিনীর নামান্তর হয় "হবিঃসারা"॥

যশোদেবীর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চন।
যশস্বিনীর অঙ্গকান্তি গৌরবরণ ॥
উভয়ের বস্ত্র হয় হিঙ্গুলবরণ।
"চাটু-বটুকের" ভার্য্যা উক্ত গোপী দুইজন ॥
চারুমুখের "সুচারু" নামে এক তনয়।
গোলের ভ্রাতৃকন্যা তাঁর ভার্য্যা হয় ॥
গোলের ভ্রাতৃকন্যা নাম "তুলাবতী"।
"তুণ্ডুকুটের পুরটাদি" কৃষ্ণ পিতামহ খ্যাতি ॥
"কিল-অন্তরেল-গোণ্ড-তীলাট-পুরট।
কৃপীট-কারণ্ড-তরীষণ আর কল্লোণ্ট ॥
বরীষণ-বীরারোহ-বরারোহ" আদি।
কৃষ্ণ মাতামহ তুল্য বলি সব খ্যাত ॥
"ভারুণী-ভঙ্গুরী-শিলাভেরী-শিখাম্বরা।
ভঙ্গী-ভারশাখা-শিখাদি" মাতামহীতুল্যা ॥
"ভারুণ্ডা-করবালিকা জটিলা-করালা।
ঘর্ঘরা-মুখরা-ঘোরা-ঘণ্টা-ঘোনী-ভেলা ॥
সুঘণ্টি-ধ্বাঙ্করুণ্টি-তুণ্ডী-মঞ্জুবাণী।
হাণ্ডী-ডিণ্ডিমা-চোণ্ডিকা আর চক্কিণী ॥
চুণ্ডী-ডিণ্ডিমা-পুণ্ডবাণী-ডামরী ডামনী।
ডুম্বী-ডঙ্কাদি" বৃদ্ধা; কৃষ্ণ মাতামহীগণি ॥
"মঙ্গল-পিঙ্গল-পিঙ্গ-মাঠর-শঙ্কর।
পীঠ-পট্টিশ-ভৃঙ্গ-ঘুনি-ঘাটিকা-সঙ্গর ॥
সারঘ-পটীর-দণ্ডী-কেদার কলাঙ্কুর।
সৌরভেয়-ধুবীন ধুর্ব্ব-চক্রাঙ্গ-মস্কর ॥
উৎপল-কম্বল সৌধ-সুপুক্ষ-হারীত।
হরিকেশ-হর" আদি ব্রজগোপ যত ॥
আর উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য হন সর্ব্বজন ॥
পর্জ্জন্য আর সুমুখের প্রীতি অনুক্ষণ।
হৃষ্টপুষ্ট হয় দোঁহার অঙ্গের গঠন ॥

পর্জ্জন্যের পুত্রাদির নামের নিয়মে।
অপরেও রাখিবে নাম এ কৈল বিধানে ॥
এরূপ মৌখিক নিয়ম তেঁহ প্রচারিল।
তেকারণে নন্দাদি নামে অন্য গোপ ছিল ॥
"বৎসলা-কুশলা-তালী-মেদুরা-শঙ্কিনী।
মসৃনা-কৃপা-মিত্রা-সুভগা-বিম্বিণী ॥
ভোগিনী শারিকা-প্রভা-কপিলা-হিঙ্গুলা।
পঙ্কাতি-ধরণীধরা-নীতি আর পাটলা ॥
পুণ্ডী-সুতুণ্ডা তুষ্টি-অঞ্জনা-বিশালা।
শল্লকা-বেনা আর বার্ত্তিকাদি" খ্যাতা ॥
এই সকল ব্রজের গোপাঙ্গনাগণ।
শ্রীকৃষ্ণের জননী তুল্যা হন সর্ব্বজন ॥
"অম্বিকা-কিলিম্বা" কৃষ্ণের ধাত্রী-স্তন্যদাত্রী।
শ্রেষ্ঠ-অম্বিকা যশোমতীর প্রিয় অতি ॥
গোকুলবাসী বিপ্রগণ দুইশ্রেণী-ভুক্ত।
কেহ কৃষ্ণ-পিতৃকুলাশ্রিত কেহ পুরোহিত ॥
"বেদগর্ত্ত মহাযশা-ভাগ্যরি" আদি পুরোহিত।
"সামধেনী-মহাকব্যা-বৈদিকাদি' পত্নী বিদিত
"সুলভা গৌতমী-গার্গী-বামনী-চণ্ডিকা।"
সুলতা শাণ্ডিলী-স্বাহা' আর যে কুঞ্জিকা ॥
স্বধা-ভার্গবা আদি যতেক স্ত্রীগণ।
ব্রাহ্মণী বলি ব্রজে পূজিত সবে হন ॥
"দেবী পৌর্ণমাসী" কৃষ্ণ-লীলা সহায়িনী।
কষায় রঞ্জিত-বস্ত্র গৌরবর্ণ অঙ্গখানি ॥
ঘাস পুষ্প ন্যায় তাঁর শুভ্র কেশ হয়।
নন্দাদির পূজিত কিঞ্চিৎ দীর্ঘকায় ॥
দেবর্ষি নারদের প্রিয় শিষ্যা তেঁহ হন।
নারদের উপদেশে গোকুলে আগমন ॥
পুত্র "সান্দীপণি" ত্যজি অবন্তীপুরী হৈতে।
কৃষ্ণ-অনুরাগে বাস করে গোকুলেতে ॥

দ্বিবিধ-কৃষ্ণ পরিজন "মহতী-সমষ্টি"।
যূথ বলিয়া যে হয় তাহাদের খ্যাতি॥
ত্রিবিধ প্রকার পুনঃ সেই যূথ হয়।
বয়স্যগণ দাসীগণ-দূতীগণ কয়॥
সেই যূথের অবান্তর ভেদ নয় হয়।
যূথের ভেদকুল, কুলের মণ্ডল কয়॥
মণ্ডলের বর্গ, বর্গের গণ হয়।
গণের সমবায়, সমবায়ের সঞ্চয়॥
সঞ্চয়ের সমাজ, সমাজের সমন্বয়।
বুধগণ ক্রমে এই নয় ভেদ লঘু হয়॥
সখীর ত্রিমণ্ডলরূপ কুল বিবরণ।
প্রেমের তারতম্যে কুল ত্রিবিধ কথন॥
সমাজ-মণ্ডল গণ এই ত্রিবিধ হয়।
প্রিয়সখীগণের সমষ্টিকে সমাজ কয়॥
ইহাই প্রথম বলি হয়ত গণন।
সমাজ দ্বিবিধ বর-বরিষ্ঠ কথন॥
বরিষ্ঠ সহায়রূপে সর্ব্বপ্রকারে বিখ্যাত।
রাধাকৃষ্ণের "অসম-অনুর্দ্ধ" বলি খ্যাত॥
প্রেমের সম্যক ইহা আশ্রয় না হয়।
সমস্ত সুহৃদের আদরণীয় হয়॥
অপার গুণ রূপাদি-মাধুরী ভূষিত।
সখীগণের পরিচয় করি যে বিদিত॥
ললিতা-বিশাখা-চিত্রা আর চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যা-ইন্দুরেখা-রঙ্গদেবী-সুদেবী" খ্যাতা॥
ললিতা সবার শ্রেষ্ঠ রাধার প্রিয় অতি।
রাধাপেক্ষা সপ্তবিংশতি দিনের জ্যেষ্ঠা খ্যাতি॥
বামা প্রখরাভাব যুক্ত; অনুরাধা খ্যাতি।
ময়ূর পুচ্ছের বস্ত্র, গোরচনা অঙ্গকান্তি॥
"সারদী" তাহার মাতা, পিতা "বিশোক" হন।
গোবর্দ্ধনের সখা পতি "ভৈরব" কথন॥

দ্বিতীয়া "বিশাখা" সখি ললিতার সম।
শ্রীরাধার জন্মকালে তাহার জনম॥
সাদা বুটোদার নীলাম্বরী যে বসন।
সৌদামিনী ন্যায় তাঁর অঙ্গের বরণ॥
মুখরার ভগ্নীর পুত্র নাম যে "পাবন"।
বিশাখার পিতা তেঁহ খ্যাত সর্ব্বজন॥
জটিলার ভগ্নীকন্যা নাম যে "দক্ষিণা"।
বিশাখার জননী বলি খ্যাত সর্ব্বজনা॥
"বাহিক" নামেতে গোপ তাঁর পতি হয়।
তৃতীয়া "চম্পকলতার" শুন পরিচয়॥
বিকসিত চম্পকপুষ্প সম অঙ্গকান্তি।
চাষপক্ষীর বর্ণসম বসনের ভাতি॥
শ্রীরাধা অপেক্ষা একদিনের ছোট হয়।
পিতা "আরাম" তার মাতা "বাটিকা" কহয়॥
"চণ্ডাক্ষ" পতির নাম বিশাখার সম গুণ।
চতুর্থী "চিত্রার" শুন যত বিবরণ॥
কুঙ্কুম সম অঙ্গকান্তি, কাচবর্ণ বসন।
রাধাপেক্ষা ছাব্বিশ দিনের ছোট হন॥
মাতা "চর্চিকা" পিতা "চতুর" গোপ হয়।
চতুর সূর্য মিত্রের পিতৃব্য কহয়॥
চিত্রার পতির নাম "পীঠর" গোপ কয়।
"তুঙ্গবিদ্যা" রাধার পঞ্চদিনের জ্যেষ্ঠ হয়॥
কর্পূর মিশ্রিত চন্দনের ন্যায় অঙ্গগন্ধ।
অঙ্গপ্রভা কুঙ্কুম সম পিঙ্গল বর্ণবস্ত্র॥
দক্ষিণ প্রখরা নাম্নী নায়িকা গুণযুক্ত।
মাতা "মেধা" পিতা "পুষ্কর" নাম খ্যাত॥
তুঙ্গবিদ্যার পতি "বালিশ" মহামতি।
হরিতাল ন্যায় "ইন্দুরেখার" অঙ্গদ্যুতি॥
দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় তাহার বসন।
শ্রীরাধা হইতে তিনদিনের ছোট হন॥

মাতা 'বেলা', পতি "দুর্ব্বল", পিতা যে 'সাগর'।
বামা-প্রখরা নাম্নী নায়িকা গুণধর॥
সপ্তমী সখী হন "শ্রীরঙ্গ দেবী" নাম।
পামকিজল্ক বর্ণ অঙ্গকান্তি তান॥
জবাকুসুমের ন্যায় অঙ্গের বসন।
শ্রীরাধা হইতে সাতদিনের ছোট হন॥
পিতা "রঙ্গসার", মাতা যে "করুণা"।
চম্পকলতার সম তাঁর গুণসীমা॥
শ্রীরঙ্গ দেবীর স্বামী "বক্রেক্ষণ"।
বক্রেক্ষণ ভৈরবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন॥
"সুদেবী রঙ্গদেবী" হন যমজা ভগিণী।
রূপ গুণ স্বভাবেতে দোঁহে সম জানি॥
সুদেবী দেখিয়া শ্রীরঙ্গ দেবী ভ্রম হয়।
"ভৈরব" সহ সুদেবীর বিবাহ ঘটয়॥
এই অষ্টসখীর মত আরও অষ্টজন।
'বর' নামে যূথ বলি তাদের কথন॥
দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম তাহাদের হয়।
সকলেরই হয় বাল্যকাল গত প্রায়॥
"কলাবতী-শুভাঙ্গদা-হিরণ্যাঙ্গী-রত্নলেখা।
শিখাবতী-কন্দর্প মঞ্জরী-ফুল্লকলিকা॥
অনঙ্গ মঞ্জরী" এই গোপী অষ্টজন।
কলাবতীর মাতা "সিন্ধুমতী" হন॥
অর্কমিত্রের মাতুল "কলাঙ্কুর" হয়।
তার কন্যা কলাবতী সর্ব্বত্র ঘোষয়॥
হরিচন্দনের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
শুকপক্ষী কান্তিন্যায় তাহার বসন॥
বাহিকের অনুজ "কপোত" নাম হয়।
কলাবতীর স্বামী সর্ব্বত্র ঘোষয়॥
"শুভাঙ্গদা" শুভ্রবর্ণা বিশাখার কনিষ্ঠা।
পীঠরের কনিষ্ঠ "পতত্রি" সহ বিবাহিতা॥

স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তি "হিরণ্যাঙ্গীর" হয়।
হরিণীর গর্ভসম্ভবা সৌন্দর্য্য অতিশয়॥
অর্কমিত্রের বন্ধু "মহাবসু" গোপ হয়।
যজনশীল ধর্ম্মাত্মা বিবিধ গুণ রয়॥
ভাগুরি পুরোহিত দ্বারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কৈল।
অমৃতময় চারু এক যজ্ঞেতে উঠিল॥
"সুচন্দ্রা" নাম্না পত্নীকে তাহা কৈল দান।
কিঞ্চিত বহির্দ্বারে পড়ে যবে করে পান॥
"সুরঙ্গী" নামেতে মৃগী তাহা পান কৈল।
সুচন্দ্রা-সুরঙ্গী দোঁহে গর্ভবতী হৈল॥
সুচন্দ্রা "স্তোককৃষ্ণ" নামে পুত্র প্রসবিল।
সুরঙ্গী "হিরণ্যাক্ষী" নাম্না কন্যা প্রসবিল॥
"গান্ধর্ব্বা" শ্রীরাধার প্রিয়তমা সখী।
অপরাজিতা পুষ্পন্যায় তাঁর বস্ত্রদ্যুতি॥
"মহাবসু" এক বৃদ্ধগোপ হস্তে কন্যা দিল।
বৃদ্ধ হেতু রাজ্য লোভে বঞ্চিত হইল॥
বৃষভানুর মাতৃষসার পুত্র "পয়োনিধি"।
পুত্র থাকিলেও তেঁহ কন্যা লাগি দুঃখী॥
কন্যা লাগি পত্নী তার সূর্য্য আরাধয়।
সূর্য্যের প্রসাদে "রত্নরেখা" জনময়॥
মনছালের ন্যায় তাঁর অঙ্গের বরণ।
ভ্রমর মালার ন্যায় তাঁহার বসন॥
শ্রীরাধার সূর্য্য পূজায় বিশেষ সহায়।
মায়ের আদেশে রত সূর্য্যের সেবায়॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিলে করি নয়ন ঘূর্ণন।
প্রেমের আবেশে তাঁরে করয়ে তর্জ্জন॥
কুন্দলতার কনিষ্ঠ ভগ্নি "শিখাবতী"।
কর্ণিকা পুষ্পের ন্যায় তাঁর অঙ্গকান্তি॥
মাতা যে "সুশিখা" তাঁর পিতা "বিন্দুধন্য"।
বৃদ্ধতিত্তির পক্ষী ন্যায় বস্ত্র বিচিত্র বর্ণ॥

"গর্জ্জর" নামেতে গোপ তাঁর পতি হয়।
কন্দর্প মঞ্জরীর এবে শুন পরিচয়॥
"পুষ্পাকর" পিতা, মাতা "কুরুবিন্দা"।
কৃষ্ণহস্তে পিতা তাঁর কৈল সমর্পিতা॥
সৎপাত্র চিন্তি কৃষ্ণে দিতে স্থির কৈল।
তেকারণে অন্য কোথা বিভা নাহি দিল॥
কিঙ্কিরাত পক্ষীর ন্যায় অঙ্গের বরণ।
বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত তাহার বসন॥
"ফুল্লকলিকা" গোপীর "মল্ল" নামে পিতা।
পতি "বিদুর", "কমলিনী" নামে তাঁর মাতা॥
নীলপদ্ম ন্যায় অঙ্গ ইন্দ্রধনুর বসন।
উজ্জ্বল ললাটে স্বভাবজ তিলক পীতবর্ণ॥
দূর হোতে বিদুর করে মহিষী আহ্বান।
"অনঙ্গ মঞ্জরীর" শুন যতেক বিধান॥
বসন্তের কেতকী পুষ্প সম অঙ্গকান্তি।
পরিধানে নীলপদ্ম সম বসনের ভাতি॥
রূপলাবণ্যে কামদেবেও বাঞ্ছা করে।
তেকারণে হেন নাম সার্থক তাহারে॥
শ্রীরাধার দেবর "দুর্ম্মদ পতি" হয়।
ললিতা-বিশাখা সহ প্রীতি অতিশয়॥
অনন্তর বয়স্যাদিগের কার্য্য সাধারণ।
শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্যে শুন বিবরণ॥
প্রিয় বয়স্যাগণের সেবার বিধান।
বেশভূষা নির্ম্মাণ, গুরু-পত্যাদি বঞ্চন॥
রাধাকৃষ্ণ কলহে রাধার পক্ষাবলম্বন।
অভিসারে সাহায্য, ভোজ্য প্রদান আস্বাদন॥
একসঙ্গে খেলা; যত রহস্য গোপন।
পবিত্র মনের করে চাতুর্য্য প্রকাশন॥
যথোচিত পরিচর্য্যা, নৃত্য গীত বাদ্যে সুখদান।
উভয় পক্ষের সর্ব্বোৎকর্ষের হ্রাসকরণ॥

অবকাশ বুঝিয়া করে যত ব্যবহার।
অধিক বাক্য ব্যয় সেবা প্রার্থনা আর॥
বয়স্যামধ্যে কেহ দূরে কেহ নিকটে স্থিতি।
কেবা কোথা রহে তাহা কর অবগতি॥
সবা মাঝে অত্যন্ত প্রিয়তম বয়স্যাগণ।
"শ্রেষ্ঠ" বলিয়া হয় সবাকার কথন॥
বয়স্যাগণ মাঝে হয় ললিতা অধ্যক্ষ।
সর্ব্বপ্রকারের ভাব ইহার আয়ত্ত॥
প্রেমযুদ্ধে সন্ধি-বিগ্রহাদি কর্ম্মে তৎপর।
দৈবে অপরাধী কভু কৃষ্ণ কভু রাধার গোচর॥
বিগ্রহ-পৌঢ়বাদ-প্রত্যুত্তর যুক্তি দানাদিতে।
ক্রোধবশে নত বদনা হন সখীর কান্তিতে॥
বিগ্রহ ঘটিলে আগ্রহে বিগ্রহ সম্পাদন।
মিলন কার্য্যে উদাসীনতা ভাবের পোষণ॥
পুনঃ পৌর্ণমাসী আদির সহিত মিলন।
শ্রীকৃষ্ণের সহিত করান সন্ধির স্থাপন॥
পুষ্পভূষণ ছত্র-শয্যা-গৃহাদি নির্ম্মাণ।
উত্থানাদি যত কার্য্য করয়ে সম্পাদন॥
বাটিতে মদনোন্মত্তা কিন্নর কিশোরীগণে।
পুষ্প-তাম্বুল বল্লী, পুগবৃক্ষাদিতে ক্রীড়নে॥
ইন্দ্রজাল নির্ম্মাণ, হেয়ালী কাব্যে সুপণ্ডিতা।
তাম্বুলাদি সেবা কার্য্যে তেঁহ সর্ব্বাধিকা।
কন্যকা বলরামের যতেক সখীগণ।
সর্ব্বসখীর অধ্যক্ষা শ্রীললিতা হন॥
রত্নলেখা আদি প্রিয়সখী অষ্টজন।
সর্ব্বত্র ললিতার প্রতিকুলবর্ত্তিনী হন॥
তার মধ্যে "রত্নপ্রভা-রতিকলা" যে বিখ্যাত।
সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্য-মাধুরী গুণাদি সংযুক্ত॥
মনিবন্ধনী-বালপশ্যা-কিরীট গ্রৈবেয়ক।
কর্ণপুর-ললাটিকা-অঙ্গদ-কাঞ্চী-কটক॥

হংসক-কাঞ্চালী আদি বহুবিধ ভূষণ।
মনি-স্বর্ণাদির ন্যায় সবার গঠন ॥
রঙ্গিনা-স্বর্ণযূথী-নবমাসিকা নাম।
সুমালিকাদি পুষ্পভূষা কীরিট আখ্যান ॥
ধৃতি-গোমেদ-মুক্তা আর চন্দ্রকান্ত মণি।
এ সকল পুষ্পমাল্য শোভয়ে তেমনি ॥
যে স্থানে যেরূপভাবে হয়ত শোভন।
এমত সুন্দরভাবে পুষ্পের গ্রন্থন ॥
সুবর্ণ কেতকী পুষ্পের কলি ও পত্রেতে।
হইল নির্ম্মিত বিচিত্র চিত্রক-ধাতুতে ॥
এইত কিরীটে সাতটি চূড়ার শোভন।
কৃষ্ণের মস্তকে ইহা মনোহর ভূষণ।
ইহা পুষ্প ভূষণের পরাৎপর হয়।
এ কারণে ইহার নাম 'পুষ্পপার' কয় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হৈতে প্রিয় অতিশয়।
ললিতা রাধার পাশে শিক্ষণ করয় ॥
যে কিরীটে পঞ্চচূড়া আছয়ে শোভিত।
পঞ্চবর্ণ পুষ্প ও কলিতে তাহাই নির্ম্মিত ॥
ললিতার বিরচিত কিরীট পঞ্চচূড়।
মুকুটভূষণ রাধার অতি অপরূপ ॥
বিচিত্র কোরকাদি দ্বারা সম্যক গ্রথিত।
বালপশ্যা নাম কেশবন্ধন ডোরী খ্যাত ॥
কেশ শোভা লাগি ইহার বালপশ্যা খ্যাত।
উদর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গাঢ়ভাবেতে গুল্ফিত ॥
তাড়ঙ্ক-কুণ্ডল-পুষ্পী কর্ণিকা কর্ণবেষ্ঠন।
শিল্পীগণ কহে পঞ্চবিধ একর্ণ ভূষণ ॥
তালপত্র ন্যায় যেই ভূষার গঠন।
'তাড়ঙ্ক' তাহার নাম বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
সাধারণতঃ ইহা দুই প্রকার হয়।
বিচিত্র-পুষ্প-স্বর্ণ-কেতকী পুষ্পে রচয় ॥

ময়ূর পুচ্ছ-মকর মুখ-পদ্ম নাম।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ন্যায় ভূষা কুণ্ডল আখ্যান ॥
কুণ্ডলাকার পুষ্পেতে ইহার রচন।
বহুবিধ প্রকার হয় ইহার গঠন ॥
চারিপ্রকার পুষ্পে গোলাকৃতি রচন।
"পুষ্পী" বলিয়া ইহার নামের কথন ॥
কতিপয় স্তবক, পর্য্যাপ্ত গুঞ্জা আর।
এই কর্ণ ভূষণে সর্ব্ব শোভয়ে অপার ॥
পদ্মের কর্ণিকা, পীতবর্ণ পুষ্পেতে গঠিত।
ভঙ্গীযুক্ত দাড়িমপুষ্প মধ্যেতে গ্রথিত ॥
বৃহৎ গোলাকার কুণ্ডল কর্ণবেড়ি রহে।
কর্ণবেষ্টন বলিয়া তাহাকেই কহে ॥
ললাটিকা দুইবর্ণ পুষ্পেতে রচিত।
দুই পার্শ্ব মধ্যভাগ রক্তবর্ণ যুক্ত ॥
ললাটের উপরিস্থিত কেশের মূলেতে।
পুষ্পের পরিপাটি শোভয়ে তাহাতে।
গোলাকার চতুর্গ্রীবা কুসুম কোষ্ঠিকায়।
মধ্যদেশে তদ্বর্ণ পুষ্প; গ্রৈবেয়ক কহায় ॥
লতাসূত্রে গ্রথিত পুষ্পে রচিত মধ্যে যার।
তিনবর্ণের পুষ্প-বিনস্ত উপরি তাহার ॥
গোলাকার অথচ তিন পুষ্প মুখযুক্ত।
এতাদৃশ ভূষণে অঙ্গদ কহয় নিশ্চিত ॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্লরী বেষ্টিত বিচিত গুল্ফন।
পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গড়া এ কাঞ্চী ভূষণ ॥
লতাসূত্রে পুষ্পকুড়ি বৃন্তের গ্রন্থন।
কটক নামেতে হয় ইহার কথন ॥
নানাপ্রকার পুষ্পে গড়া চরণ ভূষণ।
অনেক প্রকার হয় ইহার গড়ন ॥
চারিবর্ণ পুষ্পে মনিবন্ধনী রচিত।
গুচ্ছের তিনটি ধার হয় লম্বাকৃত ॥

ইহার গঠন হস্তের ডোরা বিশেষ হয়।
পুষ্পজাতা মনিবন্ধনী ইহাকে কহয় ॥
হংসকেও চরণের বাঁকমল কহয়।
বৃহৎ আকার, চারিভাগ উচ্চ হয়।
একারণে চতুঃশৃঙ্গী ইহারে কহয় ॥
প্রধান প্রধান পুষ্পদ্বারা লম্বমান।
পার্শ্বেতে পুষ্প রচনা সকল বিদ্যমান ॥
ছয়বর্ণ পুষ্পবিন্যাসে যাঁর শোভা চিত্রিত।
কস্তুরার গন্ধেতে হয় সুবাসিত ॥
কণ্ঠদেশে যাহার গুচ্ছ হয় লম্বমান।
এমত ভূষণে কহে কাঞ্চুলী আখ্যান ॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শলাকায় পুষ্পের গ্রন্থন।
স্বর্ণমুখী পুষ্পে বিচিত্র দণ্ডের নির্ম্মাণ।
এইরূপভাবে ছত্র হয়ত গঠন ॥
চম্পক-অশোক-মল্লিকা বহু পরিমাণ।
একত্রে করয়ে তাহে গেণ্ডুক নির্ম্মাণ ॥
নবমল্লিকা পুষ্পে ক্ষুদ্র অথচ দীর্ঘাকার।
বালিশ প্রস্তুত করি সাজন শয্যার।
শয়নের সুবিধার্থে কিছু করিবে বিস্তার ॥
খণ্ড খণ্ড কেতকীপত্রে মল্লিকার যোজন।
চারিপার্শ্বে আম্রাদি পত্রশ্রেণীর গ্রন্থন ॥
এরূপ পুষ্প-বিন্যাসে যাহার রচন।
উল্লোচ নামেতে হয় তাহার কথন ॥
সূচাদ্বারা ইহার বহু কার্য্য সম্পাদয়।
এক প্রকারের ইহা চন্দ্রাতপ হয় ॥
পার্শ্বে মুক্তাতুল্য সিন্ধুবার পুষ্প দীপ্তি পায়।
মধ্যে লম্বমান নবপদ্ম, চন্দ্রাতপ কয় ॥
নল-খাগোড় তৃণদণ্ডে স্তম্ভ বিরচিত।
শরকাণ্ডের সব্ব অঙ্গ পুষ্পেতে আবৃত ॥
বিবিধ পুষ্পে রচিত চতুঃখণ্ডী স্থান।
বেশ্ম বলিয়া ইহার করয়ে আখ্যান ॥
বৃন্দা বৃন্দারিকা-মেলা আর মুরলী আদি।
দূতী বলিয়া হয় ইহা সবাকার খ্যাতি ॥
কৃষ্ণাভিসারের কুঞ্জাদি সংস্কারে অভিজ্ঞ।
বৃক্ষলতাদির চিকিৎসা শাস্ত্রে হয় প্রাজ্ঞ ॥
শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি আয়ত্তে রাখে দূতীগণ।
রাধাগোবিন্দের স্নেহে পরিপূর্ণ অনুক্ষণ ॥
গৌরবর্ণ কান্তি বিচিত্র বস্ত্র পরিধান।
ইহা সবাকার শ্রেষ্ঠ "বৃন্দাদেবী" নাম ॥
নবীনা মঙ্গলময়ী প্রেম-নর্ম্ম সখী।
পরিপূর্ণ স্বভাবা মন্ত্রণায় উৎসুকী ॥
কৃষ্ণে পরিহাসে যেবা মহাশক্তি ধরে।
হৃদয়ের ভাবগ্রাহী দৌত্যে জ্ঞান ধরে ॥
কন্দর্প সম্পৃক্ত সাম-দান-ভেদ নিপুণা।
"বিশাখা" তাহার নাম গুণের নাহি সীমা ॥
পত্রভঙ্গ-মাল্যাপীড়-কাব্যাচিত্র প্রকরণ।
সর্ব্বতো 'ভদ্রমণ্ডল' নামে বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
নানাবিধ বিচিত্র সূত্রে সুচিরাভ্যস্ত প্রক্রিয়া।
দূতী কার্য্যে বিচক্ষণ সূর্য্য পূজা আয়োজিয়া ॥
বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় গীত ধ্রুপদাদি গান।
চিত্র বিচিত্র কাব্য কথনে দক্ষ রঙ্গাবলীগণ ॥
"মাধবী-মালতী-গন্ধরেখাদি" সখীগণ।
বস্ত্রসেবায় নিযুক্ত, সম্মত দাসীগণ ॥
সর্ব্বপ্রাণীর আনন্দ আশ্চর্য্য জন্মাইতে।
বনদেবীর মধ্যে সবে হয় অধিকৃতে ॥
পুষ্প-বৃক্ষাদিতে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন।
লভয়ে বিশেষ খ্যাতি তারা সর্ব্বজন ॥
তৎমধ্যে "মালিকাদি" কোন কোন সখীগণ।
কর্ম্মকুশলতায় অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন ॥

পূর্ব্বোক্ত "চম্পকলতা" সখী যেইজন।
দূতী কার্য্য; তৎবাক্য রচনায় পটু হন॥
কার্য্যকালে উদ্দেশ্য তেঁহ গোপন করয়।
বাক্য যুক্তিতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশয়॥
কার্য্য সাধন আর পটুত্ব বিষয়েতে।
স্বপক্ষের উৎকর্ষ সাধয়ে যত্নেতে॥
ফল-পুষ্প-কন্দ সমূহের সন্ধান।
প্রক্রিয়া বিষয়েতে বিশেষ পটু হন॥
হস্তের চাতুর্য্যতা করি প্রকটন।
বিবিধ মৃত্তিকা দ্রব্য করয়ে নির্ম্মাণ॥
কটু-তিক্ত-কষায়-অম্ল-মধুর-লবণ।
ষড় রস পরীক্ষা, বিশুদ্ধ শাস্ত্রে দক্ষ হন॥
মিছরী দ্বারা উৎপল প্রস্তুত কারণ।
মিষ্ট হস্তা নামে বিখ্যাত একারণ॥
"কুরঙ্গাক্ষী" বলি যেই সখী অষ্টজন।
পাককার্য্যে দক্ষ পৌরগবীর দাসীগণ॥
যাহারা বৃক্ষ-লতা-গুল্মের কার্য্যেতে নিযুক্ত।
অষ্টসখী হন তাহাদের অধ্যক্ষভুক্ত॥
পূর্ব্বে যে সব চিত্রাবিদ্যার হইল কথন।
সে সব গুণে "কুরুঙ্গাক্ষী" বিশেষ দক্ষ হন।
"চিত্রসখীর" চতুরতা বিচিত্র কথন।
সর্ব্বদলে প্রবেশেতে সমর্থ তেঁহ হন॥
আভসরণ আর সকলের নাম জ্ঞান।
ষড়গুণের তৃতীয় গুণ জ্ঞাত হন॥
লেখন কার্য্য, ভিন্ন ভাষার ইঙ্গিত বিজ্ঞান।
মধু-ক্ষীরাদির বিবিধ পাক দৃষ্টিমাত্রে জ্ঞান॥
কাচের পাত্র গড়ি, ঢেউ খেলান প্রকাশন।
পশু পরিচয়, জ্যোতিষ কার্য্য বৃক্ষাদি রোপণ॥
পালনাদি কার্য্য আর বাণ নির্ম্মাণ।
সরবতাদি রসবস্তু নির্ম্মাণে পটু হন॥

"রসালিকা" আদি সখী আর দাসীগণ।
পেয় সেবায় নিযুক্ত বলি পূর্ব্বেতে কথন॥
ইহারা সেই সেই সেবার সম্মতা হন।
আরও কতিপয় সখীর শুন বিবরণ॥
প্রায়শঃ পুষ্পাদিহীন দিব্য ঔষধি কথন।
বনস্থলী লতার অধিকারে পটু হন॥
সে সব সখী মধ্যে "তুঙ্গবিদ্যা" শ্রেষ্ঠ হন।
অষ্টাদশ বিদ্যায় পারগামিণী হন॥
সন্ধিকার্য্যে কুশলা কৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন।
রস-নীতি শাস্ত্র-নাটকাদি আখ্যায়ন॥
গান্ধর্ব্ব বিদ্যার শিক্ষায়িত্রী পদেতে আরুঢ়া।
সঙ্গীর মার্গ-গান-বীণা যন্ত্রাদিতে পাণ্ডিতা॥
"মধুমেক্ষা" আদি সখী দূতী অষ্টজন।
ষড়গুণের প্রথম গুণে পটু হন॥
সঙ্গীত রঙ্গশালায় অধিকার প্রাপ্ত হন।
মৃদঙ্গ বাদ্য চতুঃষষ্টি কলা প্রদর্শন॥
নৃত্যে দক্ষা, বৃন্দাবনে কর্ম্মরতা সখীগণ।
জলদেবতা সখীমধ্যে "তুঙ্গবিদ্যা"ধ্যক্ষা হন॥
"ইন্দুলেখা" সর্পশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে সমর্থা।
বিজ্ঞানমন্ত্র সামুদ্রিক শাস্ত্রেতে তত্ত্বজ্ঞা॥
দন্তরঞ্জন কার্য্য, বিচিত্র হারাদি গুল্ফন।
রত্ন পরীক্ষা, পট্টডোরী আদি করণ॥
সৌভাগ্য মন্ত্রের লিখন কৌশল জ্ঞাত হন।
রাধাকৃষ্ণে অনুরাগ সৃজি সৌভাগ্য করণ॥
ইন্দুরেখার বিপক্ষে তুঙ্গভদ্রাদি সখী হন।
দৌত্যকার্য্য উদ্ধারে "পালিন্ধিকাদি" দূতী হন।
গুপ্তবাক্য কহিবার যোগ্যপাত্র একজন॥
দাসী কার্য্য অলঙ্কার আর বেশরচনা।
কোষরক্ষা স্থূলভাগের কার্য্যে মগনা।
তাদের অধ্যক্ষা হন "ইন্দুরেখা" নামা॥

সর্ব্বদা গৌরবোদ্ভব ভাব প্রকাশন।
ইঙ্গিত বাক্যে নানারূপ ছল প্রকটন॥
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে রাধায় করি পরিহাস।
কৌতুক করিয়া করে ঔৎসুক্য প্রকাশ॥
উভয়ের কাল প্রতীক্ষায় অবস্থান গুণে।
বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ সমর্থ স্বরযোগণে॥
পূর্ব্বে তপে লভিল মন্ত্র কৃষ্ণ আকর্ষণে॥
"কলকণ্ঠি" আদি নাম সখী অষ্টজন।
বিচিত্র অঙ্গরাগ-গন্ধদ্রব্যের অধ্যক্ষা হন॥
যেসব সখী ধূপদান অগ্নি প্রজ্বলন।
গ্রীষ্মকালে করে চামরাদি ব্যজন॥
সিংহ মৃগাদি পরিদর্শনে নিযুক্ত।
সে সকল সখী মধ্যে "রঙ্গদেবী" শ্রেষ্ঠ॥
"সুদেবী" রাধার পাশে রহে অনুক্ষণ।
কেশসংস্কার-অঞ্জনদান-অঙ্গসম্বাহন॥
শারিকা-শুকের শিক্ষা আর নৌকাখেলা।
শুভাশুভ চিহ্নবিজ্ঞান কুক্কুট খেলা॥
পশুপক্ষি আদির শব্দ বিষয়ক জ্ঞান।
চন্দ্রোদয় কালে বিকশিত পুষ্প জ্ঞান॥
অগ্নিবিদ্যা ব্যাপার আর উদ্বর্ত্তন।
এসব কার্য্যেতে "সুদেবী" সুদক্ষা হন॥
গেণ্ডুক খেলা আর গণ্ডুষ পাত্র স্থাপন।
শয়ন রচনাদি করে "কাবেরী" আদিগণ॥
"সুদেবী" হইতে পরম্পরায় সবে জ্ঞাত হন।
আসন সেবায় নিযুক্ত সখী-দাসীগণ।
বিপক্ষদিগের পরিজ্ঞানে করে বিচরণ॥
ধূর্ত্ত প্রতিনিধিরূপে নানা বেশের ধারণ।
বন্যপক্ষী ছেক অনুপ্রাসকাব্যে রত হন॥
কানন দেবতা রূপ যেই সখীগণ।
তাঁহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ সুদেবী হন॥

"পুণ্ডরীকা-সুদন্তী আর সিতাখণ্ডী।
অকুণ্ঠিতা-কলকণ্ঠী আর চারুচণ্ডী॥
রামচী-মেকচা" আদি সখীগণ।
বিগ্রহ বিষয়ে আগ্রহযুক্তা হন॥
রাধাসম কান্তিযুক্তা "তাম্রাংশুকা" সখী।
গন্ধদ্রব্য গ্রহণে কৃষ্ণে আগমন দেখি॥
শ্লেষবাক্যে কৃষ্ণে তেঁহ লজ্জিত করয়।
তুরস্ক দেশীয় সেই গন্ধদ্রব্য হয়॥
বিতণ্ডা বাক্যে কৃষ্ণের প্রতিপক্ষগণে।
নিগ্রহ করি কৃষ্ণপাশে করে আনয়নে॥
শ্বেত পদ্ম ন্যায় শুভ্র অঙ্গের বসন।
এতাদৃশ হয় তার অঙ্গের বরণ॥
কৃষ্ণ আগমনে বস্ত্র ধরি তর্জ্জন গর্জ্জন।
"পুণ্ডরীকা" সখী বলি তাহার কথন॥
"গৌরী" সখীর দেহকান্তি ময়ূর বরণ।
ধবল-মেচকবর্ণ অঙ্গের বসন॥
কঠোর-মধুরভাবে বলয়ে বচন।
"সিতাখণ্ডী" নাম কৃষ্ণ করিল অর্পণ॥
সিতা শব্দে মিছরী কঠোর ও ধারাল।
মুখে কষ্টবোধ, উদরস্থে পিত্তাদি নাশন।
বাহ্যে কঠোর; অন্তরে মধুর প্রকাশ।
একারণে "সিতাখণ্ডী" নামের প্রকাশ॥
ইহার ভগিনীর নাম "চারুচণ্ডী" হন।
ভৃঙ্গশ্যাম শ্যামাভ হয় তাহার বরণ॥
বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর অঙ্গের বসন।
মনোহর প্রচণ্ড বাক্যে চারুচণ্ডী নাম॥
শিরীষ পুষ্প ন্যায় "সুদণ্ডিকার" বরণ।
করণ্টক পুষ্প প্রায় তাহার বসন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসের করয়ে বিস্তার।
বিশেষ পটুতা তাহে প্রকাশ তাহার॥

পদ্মনাল ন্যায় "অকুণ্ঠিতার" অঙ্গপ্রভা।
বসন মৃণাল দণ্ডের ন্যায় শ্বেত আভা॥
নিজ দলের পুষ্টির সাধন কারণ।
কৃষ্ণের অপরাধ তেঁহ করয়ে বাঞ্ছন॥
কুলী পুষ্প ন্যায় কলকণ্ঠীর বরণ।
দুগ্ধ-জলবৎ শ্বেত অঙ্গের বসন॥
শ্রীকৃষ্ণের তোষামোদ করিয়া প্রার্থন।
শ্রীরাধার করায় তেঁহ মান প্রকাশন॥
ললিতার ধাত্রীকন্যা "রামচী" সখী নাম।
গৌর-শুক পক্ষীবৎ বসন তাহান॥
পরম আনন্দে তেঁহ হইয়া মগন।
পরিহাসে শ্রীকৃষ্ণের কহে দুর্ব্বচন॥
পিণ্ড পুষ্প ন্যায় মেচিকার অঙ্গকান্তি।
পাণ্ডুবর্ণ হয় তার বসনের দ্যুতি॥
নিরপরাধ শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী জ্ঞানে।
বিশেষ রূপেতে ভাব করে প্রকাশনে॥
"পেটরী-কালটিপ্পনী-বারুড়ি-কোটরী।
মরুণ্ডা-মোরটা-চূড়া-চারী আর চণ্ডুরী॥
গোণ্ডকাদি" দূতীগণ বনলীলা সহায়িনী।
যৌবন স্খলিতা যুদ্ধাদি কার্য্যে আগ্রহিণী॥
শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সবে করি আগমন।
পিণ্ডকেলি গীত তারা করয়ে কীর্ত্তন॥
বৃদ্ধা "পেটরী" দূতী গুর্জ্জর দেশে জাত।
মস্তকে জটা শুভ্র মৃণাল দণ্ডবৎ॥
"বারুড়ী" নামেতে দূতী গরুড় দেশেজাত।
বেণীর আকারে আবদ্ধ তাঁর কেশ যত॥
কুচারীর ভগিনীর নাম "চারীদূতী"।
কঠোর তপে কাত্যায়নীর আশ্রয় প্রাপ্তি॥
"তপঃ কাত্যায়নী" নাম হৈল তেকারণ।
"কোটরী" নামেতে দূতী আভীরী জাতি হন॥

তিলতণ্ডুলবৎ হয় কেশগুলি তারি।
শ্বেত-কৃষ্ণে মিশ্রিত চুলের মাধুরী॥
জাতিতে রজকী কালটিপ্পনী দূতী হন।
শুভ্র পিঙ্গলবর্ণ কেশ জরাগ্রস্তের কারণ॥
"মরুণ্ডা" দূতীর হয় মস্তক মুণ্ডিত।
ভ্রূদ্বয়ের লোমগুলি পাণ্ডুর বর্ণ খ্যাত॥
"মোরটা" দূতী সমর্থ সবেগে গমনে।
কমল অপেক্ষা উজ্জ্বল তাঁর কেশগনে॥
জরাতে শিথিল চর্ম্ম, চূড়ায় মুখলিপ্ত।
শুক্লকেশে তদুজ্জ্বল ললাট শোভিত॥
"চুণ্ডরী" নামেতে দূতী বিপ্রবংশজাত।
অর্দ্ধ জরতী কৃষ্ণের ভাবেতে আবৃত॥
"গোণ্ডিকা" দূতীর গণ্ড বার্দ্ধক্য চিহ্নিত।
পাণ্ডবর্ণ আর উজ্জ্বল মস্তক মুণ্ডিত॥
"শিবদা-সৌম্যদর্শনা-সুপ্রসাদা-সদাশান্তা।
"শান্তিদা-কান্তিদা" আদি সন্ধিদূতীখ্যাতা॥
সবে চতুরতা সন্ধি বিষয়ে কুশলা।
ললিতার জীবনরূপ পদার্থ হতে শ্রেষ্ঠা॥
কৃষ্ণ-পরিবার মধ্যে বিশেষ আপ্তজন।
এত শ্রেষ্ঠ যার কভু না হয় তুলন॥
রাধার কলহান্তরিতা দশা যবে হয়।
ললিতার ইঙ্গিতে কৃষ্ণগণে বিরাজয়॥
একারণে কৃষ্ণ নিজ আত্মীয় বুদ্ধিতে।
যত্নে নিয়োজয়ে "নিসৃষ্টা" দূতী পদে॥
কৃষ্ণকার্য্যে পরিতুষ্টা হয়া দূতীগণ।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে হন সাবধান॥
পারিতোষিক লাভ করি শ্রীকৃষ্ণ সদন।
তাঁর অভিপ্রেত মিলন করে সম্পাদন॥
রাধার সমীপে গিয়া প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন।
উভয়ের তুষ্টি সাধন স্বভাব অনুক্ষণ॥

দণ্ডক্ত দূতী মধ্যে "রাঘবী" রঘুবংশজাতা।
"সৌম্যদর্শনা" হন চন্দ্রবংশজাতা॥
"সুপ্রসাদা" পুরুবংশে লভিল জনম।
"সদাশান্তা" তাপস-কন্যা খ্যাত সর্ব্বজন॥
"শান্তিদা-কান্তিদা" হন ব্রাহ্মণ নন্দিনী।
নারদ-প্রসাদে সবে বৃন্দাবন নিবাসিনী॥
পূর্ব্বের মণ্ডলাপেক্ষা দ্বিতীয় মণ্ডল।
প্রেমের ন্যূনতা কিঞ্চিৎ হয় যে সকল॥
দুই প্রকারের প্রেম সম ও অসম।
প্রিয়সখীদিগের দল হয় সমপ্রেম॥
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধ সমপ্রেম দুই হয়।
তার মধ্যে নিত্যসিদ্ধ সখী দশকোটী রয়॥
সমবায় দলে যে সকল সখীগণ।
বিশকোটী আটলক্ষ তা সবার গণন॥
পূর্ব্বোক্ত পরম শ্রেষ্ঠ সখী অষ্টজন।
প্রধান অষ্টসখীর তারা অনুগত হন॥
তার মধ্যে বহুপ্রকার দলভেদ রয়।
কোনটি পাঁচ, কোনটি ছয় সহস্র হয়॥
কোনটি চারি-পাঁচ, তিন-চার সহস্র হয়।
পরস্পর সাধর্ম্ম থাকায় সবে এক হয়॥
সমাজ-সঞ্চয় দল বহু সখিতে গঠিত।
ভাবের একতায় এক সমাজ প্রায় খ্যাত॥
পরন্তু স্নেহের ইতর-বিশেষ থাকায়।
কোন সমাজ ষোড়শ ভাগে বিভক্ত হয়॥
কোন সমাজে বিংশতি, পঞ্চবিংশতি রয়।
ত্রিংশৎ-ষষ্ঠি-চতুঃষষ্ঠি সখীতে গড়য়॥
চতুঃষষ্ঠী সখীসমাজের শুন বিবরণ।
কোনটি দুই, দুই-তিন, তিন চারি হন॥
উল্লেখিত সমাজ মাঝে চল্লিশটি যূথ।
এরূপ সমাজ পাঁচশত ভাগেতে বিভক্ত॥

সমস্ত ভাবের সমান ধর্ম্ম থাকায়।
উক্ত সমাজ সমন্বয় সখ্যাতে নির্বিষ্টয়॥
সমন্বয় সখ্যের প্রধান সখীগণ।
চতুঃষষ্ঠী নাম এবে করহ শ্রবণ॥
রত্নপ্রভা-সুভদ্রা-রতিকা-সুমুখী-চপলা।
সুচরিতা-কলহংসী-ধনিষ্ঠা-রতিকলা॥
কলাপিণী-মাধবী-মালতী-চন্দ্রলতিকা।
কুঞ্জরী-হরিণী-দাম্নী-সুরভি-রসালিকা॥
মনিকুণ্ডলা চন্দ্ররেখা-মণ্ডলী-চন্দ্রিকা।
শুভাননা-কুরঙ্গাক্ষী-রামিনী-সুগন্ধিকা॥
পঙ্কজাক্ষী-সুমন্দিরা আর তিলকিনী।
কামনাগরী-নাগরী-নাগবেণী-শৌরসেনী॥
মঞ্জুমেধা-সুমধুরা-মধুরেক্ষণা-সুমধ্যা।
মধুস্পন্দা-গুণচূড়া-বরাঙ্গদা-অনুমধ্যা॥
তুঙ্গভদ্রা-রসোতুঙ্গা-রঙ্গবাটী-সুসঙ্গতা।
চিত্ররেখা-বিচিত্রাঙ্গী-মোদিনী-কামলতা॥
মদনলালসা-কলকণ্ঠী-শশীকলা।
মধুরেন্দিরা-কন্দর্প সুন্দরী আর কমলা॥
প্রেমমঞ্জরী-কাবেরী-চারুকবরা-সুকেশী।
হারহীরা-মহাহীরা আর মুঞ্জুকেশী॥
হারকণ্ঠী-মনোহরা এই চতুঃষষ্ঠীজনে।
চতুঃষষ্ঠী সখীর সমাজ এইত কথন॥
সম্মোহন তন্ত্রে রাধার সখী অষ্টজন।
"লীলাবতী-সাধিকা আর চন্দ্রিকা কথন॥
মাধবী ললিতা-বিজয়া গৌরী-নন্দা।
উক্তগ্রন্থে আরও অষ্টসখী নাম খ্যাত।॥
"কলাবতী-রসবতী সুধামুখী-শ্রীমতী।
বিশাখা-কৌমুদী-মাধ্বী-শারদা" অষ্টখ্যাতি॥
সম্মোহন তন্ত্রে 'রত্নভবা' পর্য্যায়গণ।
উপেক্ষিত নহে, নিত্য সখীতে গণন॥

রাধাবৃন্দাবন নাথের অসঙ্খ্য পরিবার।
দিগদর্শন কহি কতিপয় সংখ্যা গণিবার॥
তাম্বুল-হিল্লোল-শয্যা আর অন্ন-পান।
স্থাসকাদি লীলার সহায় সখীগণ॥
আর যে বিশেষ লীলার সখীগণ নাম।
বিভিন্ন শাস্ত্রালাপে সাধক করিবে আস্বাদন॥
রূপাদি গ্রাহিকা দৃষ্টি অন্ধকারে লুপ্ত হয়।
চন্দ্র-সুর্য্যোদয়ে তাহা গোচরীভূত হয়॥
কালরূপ অন্ধকারে নাম বিলুপ্ত হইল।
ভগবত্ত কৃপায় রূপ গোস্বামী প্রকাশিল॥
বিবিধ শাস্ত্র হইতে করি উদ্ঘাটন।
রাধাকৃষ্ণ পরিবার করিল বর্ণন॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীরূপ গোসাঁই নামে ক্ষিতি অবতরী॥
তেঁহত গাহিল নিজ সঙ্গী বিবরণ।
রাধাকৃষ্ণ পরিবার জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
চৌদ্দশত বাহাত্তর শকাব্দ গণনে।
শ্রাবণ মাস রবিবার ষষ্ঠী তিতিক্ষণে॥

ব্রজপতি নন্দ-রাজগৃহ শোভমান।
মহাবনে বসি গ্রন্থ কৈল সমাপন॥

বৃহৎ রাধকৃষ্ণ গণোদ্দেশ প্রকাশিল।
রাধাকৃষ্ণ পরিবার যাহাতে বর্ণিল॥

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা গোপগোপী সঙ্গে।
বিলসয়ে যুগলকিশোর অতি রঙ্গে॥

সেই লীলা সাধক করে মানসে স্মরণ।
সিদ্ধ স্বরূপে লীলায় সেবে অনুক্ষণ॥

নিত্যসিদ্ধ পরিকর ব্রজবাসীজন।
স্মরণে যাদের নাম বাঞ্ছিত পূরণ॥

যাদের প্রসাদে পাই সেবা অধিকার।
স্মররে অবোধ মন তাদের অনিবার॥

ব্রজ পরিকর সঙ্গে করি ব্রজে বাস।
যুগলকিশোর সেবি এই অভিলাষ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী পদে লইয়া স্মরণ।
কিশোর বাঞ্ছয়ে যুগলকিশোর সেবন॥

শ্রীশচী দেবী

জয় জয় প্রেমময় গৌর অবতার।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা আধার॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র মিশ্র পুরন্দর।
তাঁর পতিব্রতা শচী খ্যাত চরাচর॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কন্যাদেবী শচী।
দেব-ন্যাসী সেবনেতে সদাই উৎসুকী॥
শুদ্ধ বাৎসল্যময়ী স্নেহে জগন্মাতা।
যার গর্ভে জনমিল অখিলের ত্রাতা॥
যশোমতী ভাবেতে ভাবিত তনু মন।
বালগোপাল ভাবে সদা করয়ে পালন॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দঃ—৩৭/৩৮ শ্লোকঃ—
পুরা যশোদা ব্রজরাজনন্দৌ বৃন্দাবনে প্রেমরসাকরৌ যৌ।
শচীজগন্নাথ পুরান্দরাভিধৌ বভূব তুস্তৌ ন চ সংশয়োঽত্র॥
অমূ অবিশতামেব দেবাবদিতি কশ্যপৌ।
শ্রীকৌশল্যা দশরথৌ তথা শ্রীপৃশ্নিতৎপতী॥

ব্রজের যশোমতী এবে হৈল শচী আই।
গৌরাঙ্গের মাতা বলি সদা যাঁরে গাই॥
কৌশল্যা দেবকী পৃশ্নি কশ্যপ গৃহিণী।
শচী দেহে প্রবেশিল মহাভাগ্য মানি॥
আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
শচী গর্ভ সিন্ধু মাঝে লভিল জনম॥
তিন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি রাধাভাব ধরি।
নদীয়া বিহার করে গোরা নাম ধরি॥
শ্রীগৌর সুন্দর ধরায় লভিয়া জনম।
বাল্য লীলা রসে তোষে পিতামাতা মন॥
অত্যদ্ভুত ঐশ্চর্য্য যত মায়েরে দেখাল।
হেরি শচীমাতা মনে বিস্ময় গণিল॥
ব্রজের গোপাল ভাবে করয়ে ভ্রমণ।
গৌরাঙ্গে হেরিয়া শচী পুলকিত মন॥
পরম যতনে করে লালন পালন।
শচীর মহিমা বুঝে আছে কোন জন॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীগৌর সুন্দর।
শচীকোলে বিহরয়ে আনন্দ অন্তর॥
বহুত চাপল্য লীলা করে গোরা রায়।
দিবানিশি নদে বাসী মায়েরে জানায়॥
শুনি মাতা ক্রোধে বহু করিল ভর্ৎসন।
শচীর বাৎসল্যে প্রভু বদ্ধ অনুক্ষণ॥
একদা ত্যক্ত হাড়ী পরি প্রভু যে বসিল।
শিশু মুখে শুনি মাতা তথায় আসিল॥
মাতা কহে বৈস কেন অপবিত্র স্থান।
দত্তাত্রেয় ভাবে প্রভু মায়েরে বুঝান॥
আমার পরশেতে অশুদ্ধ শুদ্ধ হয়।
বাল্যভাবে মাতা প্রতি সর্ব্ব তত্ত্ব কয়॥
তথাপি না বুঝে মাতা বাৎসল্য কারণে।
যতনে আনিয়া স্নান করায় নন্দনে॥
একদা শ্রীশচীদেবী করয়ে শ্রবণ।
নিমাই চরণে নুপুর বাজে ঝন্ ঝন্॥
গৃহের মাঝারে কভু করয়ে দর্শন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চিহ্ন সুশোভন॥
হেরি মাতা আপন মনে করয়ে চিন্তন।
কোন মহাপুরুষ বুঝি লভিল জনম॥
নানা মত বৈভব প্রভু শচীরে দেখায়।
মোহিতে নারয়ে প্রভু ব্যর্থ সর্ব্বদায়॥

একদা পূর্ণমাসী নিশি প্রভু গোরা রায়।
ব্রজেন্দ্র নন্দন ভাবে মুরলী বাজায়॥
আই বিনা কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
শুনি আনন্দেতে আই প্রেমে মূর্চ্ছা যায়॥
ক্ষণেকে চেতন পাই করয়ে শ্রবণ।
অপূর্ব্ব মুরলী নাদ ভুবন মোহন॥
যেদিকে গৌরাঙ্গ চাঁদ আছয়ে বসিয়া।
সেই দিক হোতে ধ্বনি আসয়ে ভাসিয়া॥
অদ্ভুত শুনিয়া যবে বাহিরে আসিল।
হেরিল গৌরাঙ্গ চাঁদে ধ্বনি না শুনিল॥
আশ্চর্য্য মানিয়া আই করয়ে চিন্তন।
হেতু না পাইয়া প্রেমে হইল মগন॥
দিবানিশি নানা ভাব করে প্রদর্শন।
হেরিয়া বিহ্বল আই নহে বাহ্য মন॥
প্রভু যবে গয়া হয়ে গৃহেতে আসিল।
অপূর্ব্ব প্রেমের ভাব প্রকাশ করিল॥
প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন।
দিবানিশি বাহ্য স্ফুর্ত্তি নহেক কখন॥
পরম বিরক্ত ভাবে রহে অনুক্ষণ।
পুত্রভাব হেরি আই বিচলিত মন॥
গঙ্গা বিষ্ণু পূজি সদা করে নিবেদন।
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে করহ রক্ষণ॥
স্বামী পুত্র হীনা মুই অতি অনাথিনী।
একমাত্র গৌরচন্দ্রে রক্ষহ আপনি॥
কৃপা করি এই বর করহ অর্পণ।
গৌরচন্দ্র গৃহে রহুক হয়া সুস্থ মন॥
বাৎসল্যে বিভোর সদা আইর অন্তর।
নিমাইর মঙ্গল চিন্তা করে নিরন্তর॥
নিত্যানন্দ প্রভু যবে কৈল আগমন।
নিজ পুত্র জ্ঞানে আই করয়ে পালন॥

একদা নিশাতে আই হেরিল স্বপন।
রামকৃষ্ণ নিতাই গৌর খেলে চারিজন॥
পঞ্চম বর্ষিয় বালকের রূপ ধরি।
সম্মুখেতে চারিজন করে মারামারি॥
চারিজনে নানা রঙ্গ কৈল বহুক্ষণ।
বাৎসল্যে পূর্ণিত আই হইল মগন॥
গৌরাঙ্গ চাঁদেরে যদি এতেক কহিল।
নিত্যানন্দে গৃহে আনি ভোজন করাল॥
পুত্ররূপে নিত্যানন্দে করয়ে পালন।
আইর পালনে নিতাই মুগ্ধ অনুক্ষণ॥
হেন মতে নদীয়াতে শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়।
আইর বাৎসল্যে বদ্ধ রহয়ে সদায়॥
সঙ্কীর্ত্তন লীলা প্রভু করে নদীয়ায়।
সজন সহিত প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়॥
আইর প্রেম না হেরিয়া কহে ভক্তগণ।
শুনি প্রভু কহে বৈষ্ণবাপরাধ কারণ॥
অদ্বৈতের স্থানে আইর আছে অপরাধ।
তেকারণে হৈল তাঁর প্রেম ভক্তি বাধ॥
অদ্বৈতের পদধূলি করিলে গ্রহণ।
তবেত আইর অপরাধের মোচন॥
জগতের শিক্ষা লাগি প্রভু গৌর হরি।
আই দ্বারে শিখাইল কৃপাদৃষ্টি করি॥
যাঁর স্থানে হইবেক অপরাধ গণন।
তাহার প্রসাদ বিনা নহেক মোচন॥
আইর অপরাধ বার্ত্তা শুনি সর্ব্বজন।
শ্রবণে অপরাধ দূরে করে পলায়ন॥
অদ্বৈতের সঙ্গ করি পুত্র বিশ্বরূপ।
সন্ন্যাসী হইল হয়া সংসারে বিরূপ॥
একমাত্র ধন মোর শ্রীগৌর সুন্দর।
অদ্বৈত প্রভাবে বুঝি না রহিবে ঘর॥

এতেক বারতা আই হৃদয়ে চিন্তিল।
তেকারণে আচার্য্য স্থানে অপরাধ হৈল ॥
সর্ব্ব ভক্তগণে মিলি আচার্য্যে কহিল।
অদ্বৈত শুনিয়া মনে বিস্ময় গণিল ॥
আমার আরাধ্য ধন পুত্ররূপে যাঁর।
তাঁর অপরাধ শুনি বিস্ময় অপার ॥
এত কহি শ্রীঅদ্বৈত হৈল প্রেমমন।
আইর স্তবন করি করয়ে নর্ত্তন ॥
আবেশে আচার্য্য যবে মূর্চ্ছিত হইল।
তাঁর পদধূলি আই মস্তকে ধরিল ॥
তদবধি আই প্রেমে হইল মগন।
জগত জননী আই খ্যাত ত্রিভুবন ॥
দৈবেতে শুনিল আই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস।
শুনি দুঃখান্বিত চিত্তে করে হা হুতাশ ॥
নিরবধি ধারা বহে যুগল নয়নে।
ধৈরয ধরিতে নারে করয়ে ক্রন্দনে ॥
একদা বিশ্বম্ভর পাশে বলেন বচন।
বিশ্বরূপ সম নাহি করহ কখন ॥
অঞ্চলের নিধি তুমি একমাত্র ধন।
তোমার বিহীনে মোর অবশ্য মরণ ॥
বিবর্ণ হইল আই অস্থি চর্ম্ম সার।
সদা শোকাকুল ভাব নাহিক আহার ॥
জননীর দশা হেরি শ্রীগৌর সুন্দর।
নিভৃতে কহয়ে কিছু প্রবোধ উত্তর ॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে স্থির কর মন।
জনমে জনমে মুই তোমার নন্দন ॥
কৌশল্যা দেবকী পৃশ্নী আদি রূপ ধরি।
পালন করিলে মোরে অতি যত্ন করি ॥
আর দুইবার ভবে করিব আগমন।
সেকালেও মাতা তুমি করিবে পালন ॥

জন্মে জন্মে পুত্র তব তুমি মোর মাতা।
কভু না করিব ত্যাগ কহিল সর্ব্বথা ॥
পরম রহস্য বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কিঞ্চিৎ হইল স্থির তবে শচী মন ॥
প্রভু যবে সন্ন্যাসেতে করিল গমন।
সেদিনে মায়ের ভাব না যায় কথন ॥
জননীর কর ধরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিকটে বসিয়া কহে প্রবোধ উত্তর ॥
বহুত করিলে মোর লালন পালন।
কোটি কল্পে নারি তাহা করিতে শোধন ॥
ঈশ্বর অধীন হয় অখিল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে মাতা সাধ্য আছে কার ॥
দুঃখ না ভাবিহ মাতা ধরহ বচন।
তোমার সকল ভার মোর অনুক্ষণ ॥
বুকে হস্ত দিয়া প্রভু কহে বারে বারে।
উত্তর না করে আই দুটি আঁখি ঝুরে ॥
জননীর পদধূলি করিয়া গ্রহণ।
প্রদক্ষিণ করি প্রভু করিল গমন ॥
জড়বৎ রহে আই না স্ফুরে বচন।
আইর দুঃখেতে আজি কান্দে ত্রিভুবন ॥
'নিমাই' 'নিমাই' বলি ছাড়ে ঘন শ্বাস।
বিহ্বল হইয়া সদা করে হা হুতাশ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু শান্তিপুরে এল।
বারতা পাইয়া আই বিহ্বল হইল ॥
মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র করিল গমন।
ভাবেতে বিভোর আই স্থির নহে মন ॥
কোথা রাম-কৃষ্ণ বলি ডাকে অনিবার।
কাকুর্ব্বাদ করি ভূমে পাড়য়ে আছাড় ॥
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত আই রহে অনুক্ষণ।
বিষ্ণু পূজা লাগি কভু হন বাহ্য মন ॥

শ্রীকৃষ্ণাবেশেতে আই রয়েছে মগন।
হেন কালে শুভবার্ত্তা করিল শ্রবণ॥
সবা সহ শান্তিপুরে করি আগমন।
গৌরাঙ্গের চাঁদ মুখ করে নিরীক্ষণ॥
মস্তক মুণ্ডন হেরি আই দুঃখ মন।
নিমাইরে করিয়া কোলে করয়ে ক্রন্দন॥
দ্বাদশ উপবাসে আই নাহিক ভোজন।
চৈতন্য প্রসাদে মাত্র রয়েছে জীবন॥
শ্রীমুখ চুম্বন করি বলয়ে বচন।
নিঠুরাই না করিও বিশ্বরূপ সম॥
প্রভু কহে, মুই তব অবোধ বালক।
সকল ক্ষমহ মাতা তুমি যে পালক॥
যাবৎ জীবন মোর কভু না ছাড়িব।
তোমার বাৎসল্যে সদা বদ্ধ হোয়ে রব॥
হেন মতে মায়ে বহু মতে প্রবোধিল।
মাতৃ বাক্যে নীলাচলে অবস্থান কৈল॥
সর্ব্ব ভক্ত ইচ্ছা গৌরে করে নিমন্ত্রণ।
মাতা কহে শুন সবে এক নিবেদন॥
তোমা সবা সহ গৌরের হইবে মিলন।
মুই অভাগিনী মোর কৈছে দরশন॥
যাবৎ নিমাই মোর বাঞ্ছা নিমন্ত্রণ।
শুনিয়া আনন্দ হৈল সর্ব্ব ভক্তগণ॥
স্বহস্তে রান্ধিয়া মাতা করান ভোজন।
শচীর দুলাল গোরা খ্যাত ত্রিভুবন॥
মাতৃ আজ্ঞা লয়া গৌর নীলাচলে গেল।
বাৎসল্যে বিভোর আই নদীয়া রহিল॥
আইর বাৎসল্য প্রেম অদ্ভুত ঘটন।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে তাহা নহে সম্বরণ॥
উত্তম ব্যঞ্জনাদি আই করিয়া রন্ধন।
শালগ্রামে সমর্পিয়া করয়ে ক্রন্দন॥
নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
ধ্যানেতে স্মরিয়া জলে ভরিল নয়ন॥
শচীর বাৎসল্যে বদ্ধ হয়া গৌরহরি।
আসিয়া ভোজন করে পাত্র শূন্য করি॥
বাহ্য পায়া শূন্য পাত্র করি নিরীক্ষণ।
মন মাঝে নানা মত করয়ে চিন্তন॥
পুনঃ স্থান উপস্করি করয়ে অর্পণ।
ভাবেতে বিভোর আই রহে অনুক্ষণ॥
নিমাইর প্রিয় দ্রব্য যবে করয়ে রন্ধন।
নিমাই-স্মরণ করি শোকাকুল মন॥
মায়ের স্নেহের বশ প্রভু গৌরহরি।
মধ্যে মধ্যে আসি ভোজন করে কৃপা করি॥
কখন বুঝয়ে কভু স্বপ্ন করি মানে।
আইর মহিমা চারি বেদেতে বাখানে॥
জগদানন্দ পণ্ডিত, পণ্ডিত দামোদরে।
মধ্যে মধ্যে পাঠায় প্রভু মায়ের গোচরে॥
মায়ের সেবন লাগি সদা প্রভু মন।
ভক্তগণে পাঠাইয়া প্রবোধে অনুক্ষণ॥
অচিন্ত্য অগম্য শচী মায়ের মহিমা।
লীলা রঙ্গে কহে প্রভু করিয়া গরিমা॥
দামোদর পণ্ডিত যবে নীলাচলে এল।
মায়ের বারতা প্রভু তাহারে পুছিল॥

তথাহি—শ্রীচৈ ভাঃ অন্তখণ্ডে ৯ম অঃ—
"প্রভু বলে, তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে॥
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
কি বলিলা গোসাঞি আইর ভক্তি আছে।
ইহা জিজ্ঞাসহ প্রভু! তুমি কোন লাজে॥

আইর প্রসাদে সে তোমার কৃষ্ণ ভক্তি।
যত কিছু তোমার—সকল তাঁর শক্তি ॥
যতেক তোমার বিষ্ণু ভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয় ॥
অশ্রু-কম্প-স্বেদ-মূর্চ্ছা-পুলক-হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণু ভক্তির বিকার ॥
ক্ষণেকো আইর দেহে নাহিক বিশ্রাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম ॥
আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞি।
বিষ্ণুভক্তি যারে বলে সেই দেখ আই ॥
মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি জিজ্ঞাস আমারে ॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥"
আইর মহিমা শুনি প্রভু প্রেম মন।
দামোদরে আলিঙ্গিয়া বলেন বচন ॥

তথাহি - তত্রৈব -
"আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা ॥
যত কিছু বিষ্ণু ভক্তি সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি আর ॥
তাহান ইচ্ছায় আমি আছোঁ পৃথিবীতে।
তাঁর ঋণ আমি কভু নারিব শোধিতে ॥
আই স্থানে বদ্ধ মুই, শুন দামোদর।
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর ॥"
এ হেন মহিমান্বিতা আই জগন্মাতা।
রঙ্গে জানাইল প্রভু জগতের ত্রাতা ॥
ব্রজের যশোমতী এবে মোদের শচী আই।
বদন ভরিয়া তাঁর গুণ যশ গাই ॥
বেদ অগোচর যত তাঁহার মহিমা।
আত্ম শুদ্ধি লাগি মাত্র গাহি এক কণা ॥
পরম করুণাময়ী শচী জগন্মাতা।
করুণা করহ মোরে জানি অনুগতা ॥
নিজ জন করি মোরে কর অঙ্গীকার।
সেবক করিয়া এবে রাখ নিজ দ্বার ॥
সেবিব গৌরাঙ্গ পদ করিব কীর্ত্তন।
গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা করিব দর্শন ॥
বড়ই বাসনা আই করি নিবেদন।
কিশোরীরে কৃপা কর জানি অভাজন ॥

শ্রীবিশ্বরূপ

জয় প্রেম রসময় জয় গৌর হরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভবের কাণ্ডারী ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ নাম।
ভুবন ভরিয়া যাঁর ব্যক্ত গুণ গ্রাম ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ সর্ব্ব গুণবান।
শ্রবণে যাঁহার নাম ঘুচয়ে অজ্ঞান ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৫৮-৬২ শ্লোকঃ—
অংশাংশিনোরভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ।
বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ ॥
নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে।
গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম্মং প্রতি বাক্যংকলের্যথা ॥
অস্যাগ্রজস্তু কৃতদার পরিগ্রহঃ সন্।
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান ভুবি বিশ্বরূপঃ ॥

স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমা পয়িত্বা।
পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব ইতি ॥
নিত্যানন্দাবধূতো মহ ইতি মহিতং।
হন্ত সঙ্কর্ষণং যঃ। ইতি চ ॥
যদা শ্রীবিশ্বোরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ ॥
কৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তি বলদেব নাম।
তাহার প্রকাশ শ্রীসঙ্কর্ষণ নাম ॥
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী মূল সঙ্কর্ষণ।
তাঁর ব্যূহ বিশ্বরূপ পতিত পাবন ॥
গৌরাঙ্গের প্রেম লীলা করিয়া চিন্তন।
আবির্ভূত ধরা মাঝে জানি প্রয়োজন ॥
পিতা জগন্নাথ মিশ্র মাতা শচী দেবী।
যাঁর গৃহে জনমিল সঙ্কর্ষণ আসি ॥
অষ্ট কন্যা ক্রমে ক্রমে জনমি মরিল।
আপত্য বিরহে দোঁহে দুঃখীত হইল ॥
পুত্র লাগি করে বহু বিষ্ণু আরাধন।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি এল সঙ্কর্ষণ ॥
অপরূপ অঙ্গ কান্তি কন্দর্প মোহন।
পুত্র হেরি পিতামাতা সদা সুখ মন ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস—
"শচী গর্ভ অষ্ট কন্যা হইয়া মরিল।
অবশেষে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ কৈল ॥
বলদেব বিশ্বরূপ হইয়া জন্মিল।
ঈশ্বর পুরীর স্থানে দীক্ষিত হইল ॥
রত্নগর্ভাচার্য্য পুত্র নাম লোকনাথ।
বিশ্বরূপ মনে কৈলা তারে নিতে সাথ ॥
ইচ্ছা মাত্র লোকনাথ আসিয়া মিলিল।
তারে নিয়া বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেশে গেল ॥
সন্ন্যাস করিয়া নাম শঙ্করারণ্য পুরী।
মাতুল ভাই লোকনাথ শিষ্য হৈল তাঁরি ॥
লোকনাথ করে বিশ্বরূপের সেবন।
দৈবে ঈশ্বরপুরী তথায় উপস্থিত হন ॥
বিশ্বরূপ ঈশ্বর পুরীরে প্রণমিলা।
নিজ ঐশ তেজ তিঁহো পুরীতে স্থাপিলা ॥
বিশ্বরূপ বলে দেব এই তেজ ঘন।
নিত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া করহ স্থাপন ॥
ইহা বলি বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
ঈশ্বর পুরী তাহা হৈতে অন্যত্র চলিল ॥"
জন্মাবধি বিশ্বরূপ সংসারে উদাস।
শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ত্যজি সর্ব্ব আশ ॥
অল্পেতে করিল সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন।
জীবের দুর্দ্দশা হেরি সদা দুঃখ মন ॥
প্রভু বিশ্বরূপ তবে করয়ে চিন্তন।
ভক্তি হীন জনে নাহি করিব দর্শন ॥
নির্জ্জন কাননে মুই করিব গমন।
আস্বাদিব প্রেমরস করিয়া যতন ॥
প্রাতে গঙ্গা স্নান করি করয়ে গমন।
ভক্ত পরিবৃত যথা কুবের নন্দন ॥
গীতা ভাগবত তথা করয়ে পঠন।
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা আছে কোন জন ॥
দৃঢ় করি বিষ্ণু ভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান।
যাঁহার শ্রবণে জুড়ায় ভক্তগণ প্রাণ ॥
প্রভু যবে জনমিল শচীর উদরে।
কনিষ্ঠে হেরিয়া রহে আনন্দ অন্তরে ॥
শ্রীগৌরসুন্দর কারে নাহি করে ভয়।
অগ্রজের পাশে সদা নম্রভাবে রয় ॥
গৌরাঙ্গের রূপ গুণ করিয়া দর্শন।
বিস্ময় মানয়ে সদা বিশ্বরূপ মন ॥

অদ্বৈত আচার্য্যাবাসে রহে অনুক্ষণ।
ভক্ষ্য লাগি গৃহে মাত্র করে আগমন॥
হেনমতে কত কাল করিল যাপন।
পিতামাতা হেরে তাঁর নবীন যৌবন॥
একদা পুঁথি হস্তে বিশ্বরূপ আগমন।
দূর হোতে পিতা তাঁরে করে নিরীক্ষণ॥
ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র, নবীন যৌবন।
হেরিয়া বিবাহ লাগি করয়ে চিন্তন॥
গৃহে আসি শচী সহ করে আলাপন।
হেন কালে বিশ্বরূপ হৈল আগমন॥
পিতামাতা অভিপ্রায় সকলি বুঝিল।
সংসার ছাড়িতে তবে যুকতি করিল॥
বিবাহ দিবার লাগি কৈল আয়োজন।
বার্ত্তা শুনি বিশ্বরূপ কৈল পলায়ন॥
সংসার ত্যজিয়া কৈল সন্ন্যাস গ্রহণ।
ধরি শঙ্করারণ্য নাম প্রেমেতে মগন॥
মাতুল ভাই লোকনাথ সঙ্গেতে চলিল।
প্রেমরঙ্গে কত তীর্থ ভ্রমণ করিল॥
লোকনাথ বিশ্বরূপে সেবে অনুক্ষণ।
দক্ষিণ দেশে বিশ্বরূপ হৈল অদর্শন॥
নিত্যানন্দ সহ ঈশ্বর পুরীর ভ্রমণ।
কতদিনে দোঁহা সহ দোঁহার মিলন॥
শ্রীপাদ মিলনে হৈল পূর্ণ অভিলাষ।
নিজ ঐশ তেজ রাখি পুরাইল আশ॥
সেই তেজ নিত্যানন্দ করিল গ্রহণ।
গৌর প্রেম সেবা করি মাতাল ভুবন॥
পাণ্ডু তীর্থে হৈল এই অদ্ভুত বিলাস।
অন্তর্দ্ধানে বিশ্বরূপ নিত্যানন্দে প্রকাশ॥
তাই শচী আই নিত্যানন্দে দরশনে।
বিশ্বরূপ শোক ভুলে নিজ পুত্র জ্ঞানে॥
যেন বিশ্বরূপে আই ফিরিয়া পাইল।
এমত অদ্ভুত লীলার ঘটন ঘটিল॥
গৌরচন্দ্র করে যবে দক্ষিণে গমন।
রঙ্গ পুরী স্থানে বার্ত্তা করয়ে শ্রবণ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যখণ্ডে—৯ম পরিঃ—
"তথা হৈতে পাণ্ডুপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
* * * *
মাধব পুরীর শিষ্য রঙ্গ পুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র গৃহে করিলা বিশ্রাম॥
* * * *
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যে সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গ পুরী এতেক কহিল॥"
হেন মতে বিশ্বরূপ কৈল অন্তর্দ্ধান।
গৌরাঙ্গ অগ্রজ তেঁহ প্রেমানন্দ ধাম॥
গৌর-লীলা সহায় লাগি সঙ্কর্ষণ।
বিশ্বরূপ নাম ধরি বিদিত ভুবন॥
পূর্ব্বে যৈছে অগ্রজ রূপেতে নন্দালয়ে।
বলরাম নাম ধরি প্রেমে বিলসয়ে॥
সেই ভাবে নদীয়ায় করিল প্রকাশ।
সহায় করিল যত গৌরাঙ্গ বিলাস॥
সর্ব্বভাবে সর্ব্বকাল করয়ে সেবন।
বিশ্বরূপের মহিমা বুঝে কোন জন॥
যাহার করুণা বিনা সেবা নাহি পায়।
সেই প্রভু বিশ্বরূপ বিদিত ধরায়॥
যাহার কটাক্ষে হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
পরম দয়াল তেঁহ কারুণ্য হৃদয়॥
গৌর সুখ লাগি যার চেষ্টা অনুক্ষণ।
তাহার করুণা বিনা বিফল জনম॥
জয় জয় বিশ্বরূপ পরমানন্দ ধাম।
করুণা নিদান তুমি খ্যাত সর্ব্বস্থান॥

তোমার প্রসাদে লভ্য গৌরাঙ্গ সেবন।
কিশোরীরে কৃপা কর লইল শরণ ॥

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী

জয় জয় সর্ব্বময় প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমের ভাণ্ডারী ॥
জয় জয় সীতানাথ কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র শ্রীবল্লভ আচার্য্য।
তাঁর কন্যা লক্ষ্মী দেবী সর্ব্ব গুণে বর্য্য ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ শ্রীশচীনন্দন।
তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী খ্যাত ত্রিভুবন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৪৫ শ্লোকঃ—
শ্রীজানকী রুক্মিণী চ লক্ষ্মীনাম্নী চ তৎসুতাঃ।
পূর্ব্বেতে শ্রীরাম জায়া জনক নন্দিনী।
অবতীর্ণ হৈল ভবে প্রয়োজন জানি ॥
শ্রীকৃষ্ণ রমণী পূর্ব্বে শ্রীরুক্মিণী নাম।
গৌর প্রেম সেবা লাগি হৈল বিদ্যমান ॥
কলির প্রারম্ভে গৌর সহিত বিলাস।
অন্তরে জানিয়া দোঁহে হইল প্রকাশ ॥
জানকী রুক্মিণী দোঁহে একত্র মিলন।
লক্ষ্মীরূপ পরিগ্রহী দিল দরশন ॥
বল্লভ আচার্য্য সুতা লক্ষ্মী পতিব্রতা।
গৌর পাদ পদ্ম সেবে হয়া অনুগতা ॥
গৌরাঙ্গ চরণ তাঁর হৃদয়ের ধন।
গৌরাঙ্গ সেবন বিনা নহে অন্য মন ॥

একদা শ্রীলক্ষ্মীদেবী গঙ্গা স্নান সারি।
দেবতা পূজিতে চলে ত্বরান্বিত করি ॥
শিশুকাল হৈতে তার আছয়ে নিয়ম।
মৃত্তিকা শঙ্কর গড়ি করয়ে পূজন ॥
হেন কালে প্রভু সহ পথেতে মিলন।
দোঁহারে হেরিয়া দোঁহে হৈল সুখ মন ॥
দোঁহাকার পূর্ব্ব স্মৃতি উদয় হইল।
প্রভুকে হেরিয়া লক্ষ্মী প্রেমেতে ভাসিল ॥
সাহজিক প্রীতি বশে প্রভু গৌরহরি।
লক্ষ্মীরে কহয়ে কিছু অতি রঙ্গ করি ॥
আমারে পূজহ মুই হই মহেশ্বর।
পূজিলে পাইবে তুমি মন মত বর ॥
শুনি লক্ষ্মীদেবী অতি আহ্লাদিত মন।
স চন্দন পুষ্পে পূজে প্রভুর চরণ ॥
লক্ষ্মীর পূজনে প্রভু আনন্দ অপার।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব কৈল অঙ্গীকার ॥
হেন রঙ্গে গৌরহরি কৈল অঙ্গীকার।
পিত্রালয়ে রহে লক্ষ্মী আনন্দ অপার ॥
তদবধি গৌরপদ করিয়া স্মরণ।
গৌরপদ প্রাপ্তি লাগি করয়ে প্রার্থন ॥
গৌর পাদ পদ্ম তাঁর জপ তপ ধ্যান।
যে দিকে ফিরায় আঁখি হেরে বিদ্যমান ॥
নিরবধি নিরখয়ে গৌরাঙ্গ বদন।
গৌরাঙ্গের রূপ স্মরি ঝুরে দু নয়ন ॥
কত দিনে প্রভু সহ বিবাহ হইল।
প্রভু পদ পায়া লক্ষ্মী আনন্দে ভাসিল ॥
কায় মনে কৈল পদে আত্ম সমর্পণ।
লক্ষ্মীর জীবন ধন গৌরাঙ্গ চরণ ॥
মহানন্দে সেবে লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
প্রভুর শ্রীমুখ হেরি জুড়ায় নয়ন ॥

প্রভু পাশে লক্ষ্মীদেবী রহে অনুক্ষণ।
মহাজ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ভুবন মোহন ॥
বধূ পায়া শচী দেবী আনন্দে মগন।
বধূর চরিত্র হেরি সবিস্ময় মন ॥
দারিদ্র নাহিক ঘরে সর্ব্ব সুখ ময়।
পদ্ম গন্ধ পায় সদা হেরে জ্যোতির্ম্ময় ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিখণ্ডে ১২শ অঃ—
"উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ কর্ম্ম।
আপনে করেন সব এই তান ধর্ম্ম ॥
দেব গৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল ॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন ॥"
হেন মতে লক্ষ্মীদেবী গৃহ কর্ম্ম করে।
হেরিয়া বহয়ে প্রভু সন্তোষ অন্তরে ॥
কোন দিন প্রভু পদ করিয়া ধারন।
পদ মূলে লক্ষ্মীদেবী রহে অনুক্ষণ ॥
পদ্ম গন্ধ চতুর্দ্দিকে হয় বিকিরণ।
পুত্র পদ তলে শচী হেরয়ে তখন ॥
মহাজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি পঞ্চ শিখা জ্বলে।
তাহা হেরি শচীদেবী সর্ব্ব দুঃখ ভুলে ॥
হেন মতে কত কাল অতীত হইল।
অন্তরের নিধি লক্ষ্মী সেবিতে লাগিল ॥
প্রবাসের অভিলাষে প্রভু গৌরহরি।
বঙ্গ দেশে চলিলেন মহানন্দ করি ॥
সেকালেতে গৌর যাহা বলিল বচন।
জয়ানন্দ গাহে তাহা করিয়া যতন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ—মঃ—আদিখণ্ড—
"বঙ্গ যাত্রা শুনি কান্দে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
প্রবোধিয়া তারে গৌরচন্দ্র দ্বিজমনি ॥
আমার মায়ের সেবা করিহ নিরবধি।
কান্ধের যজ্ঞসূত্র তাঁরে দিল দয়া নিধি ॥
আমার চরণ ধূলি রাখ কটুয়া ভরি।
কপালে তিলক নিহ মন্ত্র জাপ্য করি ॥
এই উপদেশ কহি গেলা বঙ্গদেশে।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরে কহিয়া বিশেষে ॥"
এত কহি গৌরচন্দ্র করিল গমন।
গৌরাঙ্গ প্রেয়সী লক্ষ্মী খ্যাত সর্ব্বজন ॥
গৌরাঙ্গ গমনে যৈছে লক্ষ্মী আচরণ।
শুন শুন ভক্তগণ করিয়া যতন ॥
তথাহি—তত্রৈব—
"শাশুড়ীর সেবা বৈ আর নাহি মনে।
গৌরাঙ্গ চরণ ধ্যান করে রাত্রদিনে ॥
গৌরাঙ্গের পৈতা পূজা মালা চন্দনে।
পাদ্য অর্ঘ ধূপ দীপ বিবিধ বিধানে ॥
হরি নাম নিত্য লয়েন এক লক্ষবার।
তিন সন্ধ্যা গৌরাঙ্গ চরণে নমস্কার ॥
প্রভুর চরণ ধূলি তিলক ললাটে।
দুগাছি পাদুকা না দেখিলে প্রাণ ফাটে ॥
গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ-চিত্র কাঠনেতে লিখি।
হরিদ্রা বসন করি নিত্য রূপ দেখি ॥
হেন মতে লক্ষ্মীদেবী করয়ে যাপন।
বিরহে ব্যাকুল তনু ঝুরে দুনয়ন ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে লক্ষ্মী দুঃখীত অন্তর।
কাহারে না বলে কিছু কাঁদে নিরন্তর ॥
নামে অন্ন মাত্র লক্ষ্মী করয়ে গ্রহণ।
নিরবধি সেবে শচী দেবীর চরণ ॥

গৌরাঙ্গ বিরহে তাঁর নাহিক ভোজন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি শুধু করয়ে ক্রন্দন॥
না হেরিয়া প্রভু পদ বিহ্বল হইল।
হেরিতে প্রভুর পদ যুকতি করিল॥
এ প্রাকৃত দেহ রাখি অবনী উপরে।
অলক্ষিতে প্রভু পাশে চলয়ে সত্বরে॥
প্রভুর বিরহ সর্প তাহারে দংশিল।
তাহাতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্দ্ধান কৈল॥
প্রভুর বিরহানলে দগ্ধ প্রাণ মন।
অলক্ষিতে প্রভু পাশে রহে অনুক্ষণ॥
নিজ প্রিয়তমে হেরি সদা সুখ মন।
লক্ষ্মীর মহিমা বুঝে আছে কোন জন॥
জয় জয় লক্ষ্মীদেবী প্রেম স্বরূপিনী।
বারেক করহ দয়া অনুগতা জানি॥
শ্রীগৌর সুন্দর হোক হৃদয়ের ধন।
এই কৃপাশীষ মোরে কর অনুক্ষণ॥
লক্ষ্মীর অভয় পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে ভিক্ষা গৌরাঙ্গ সেবন॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

জয় নদীয়ার চাঁদ জয় গৌরহরি।
জয় পদ্মাবতী সুত জয় তাপহারি॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
সনাতন মিশ্র কন্যা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
ভক্তি স্বরূপিনী তেঁহ গৌরচন্দ্র প্রিয়া॥

তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৪৭/৪৮ শ্লোকঃ—
"বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎ কন্যা ভূস্বরূপিনী।
উক্তা প্রসঙ্গাৎ কলিনা শ্রীচৈতন্য বিধূদয়ে॥
ভুবোঽংশরূপা পরমাঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়াং।
বিদিত্বা পরিণীয় কাঙ্গা মিত্যাদি॥
জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ভূ-স্বরূপিনী।
গৌরাঙ্গ বণিতা প্রেমভক্তি প্রদায়িনী॥
পৃথিবীর অংশরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া নাম।
বিবাহ করিল যাঁরে গৌর গুণ ধাম॥
শ্রীলক্ষ্মীদেবী যবে অপ্রকট হইল।
গৌরাঙ্গ সহিত তাঁর মিলন ঘটিল॥
লক্ষ্মীর বিয়োগে শচী সদা দুঃখ মন।
চরিত্র হেরিয়া শচী করয়ে চিন্তন॥
আমার পুত্রের যোগ্য এই কন্যা হয়।
চরিত্র হেরিয়া তাঁর মনে প্রশংসয়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ পুত্রের হউক ঘটনা।
নিরবধি চিত্তে আই করয়ে কামনা॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিখণ্ডে ১৩শ অঃ—
"শিশু হৈতে দুই তিনবার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ বিষ্ণু ভক্তি বিনে নাহি আন॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমার করুণ প্রসাদ॥"
পরম সুচরিতা দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁহার চরিত্র হেরি সুখী শচী হিয়া॥
কাশীনাথে ডাকি শচী করিল প্রেরণ।
মিশ্র গৃহে গিয়া কার্য্য করিল সাধন॥
রাজকীয় ভাবে হৈল বিবাহ ঘটন।
নয়নে হেরিল যত নদীয়ার জন॥

বুদ্ধি মন্ত খান ব্যয় করিল বহন।
প্রভু সহ বিষ্ণুপ্রিয়ার হইল মিলন॥
প্রভু গৃহে বিষ্ণুপ্রিয়া রহে অনুক্ষণ।
কায় মনে সেবে শচী-গৌরাঙ্গ চরণ॥
প্রেম রঙ্গে কত কাল অতীত হইল।
প্রভুর সন্ন্যাস বার্ত্তা শ্রবণে শুনিল॥
প্রভুর চরণে তবে কৈল নিবেদন।
প্রভু তারে নানা মতে কৈল প্রবোধন॥
প্রভু যবে সন্ন্যাসেতে করিল গমন।
সেকালে তাহার ভাব কহয়ে লোচন।
তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ—মধ্যখণ্ডে—
"বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিৎ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, উনমিত চিত॥
বসন না দেয় গায়—না বান্ধয়ে চুলি।
হা কান্দ কান্দনা-কান্দে—উন্মতি পাগলী॥
প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া।
জ্বালহ আগুনি—তাথে মরিব পুড়িয়া॥
গুণ বিনাইতে নারে—মরয়ে মরমে।
সবে এক বোল বোলে—যে ছিল করমে॥
অমিয়া—অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
এখনে সকল সেই ভৈগেল আগুন॥
রহস্য-বিনোদ-কথা কহিবারে নারে।
হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি-আর্ত্ত স্বরে॥"
হেন মতে বিষ্ণুপ্রিয়া করয়ে ক্রন্দন।
তাঁরে প্রবোধিতে আসে যত পুরজন॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ভাব হেরি কান্দে সর্ব্বজন।
চৈতন্য মঙ্গলে তাহা গাহিল লোচন॥
তথাহি—তত্রৈব—
"বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী-লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে॥

হায়! হায়! কিবা দৈব হইল আমারে।
গৌর বিনু আমার সকল আন্ধিয়ারে॥
সে হাস্য, লাবণ্য দেহ না দেখিব আর।
না শুনিব বচন চাতুরী সুধাসার॥
অনাথিনী করিয়া কোথা কারে গেলা তুমি।
স্মঙরিব তুয়া গুণ—নিবেদিয়ে আমি॥
কোন ভাগ্যবতী সে মা তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোন অভাগিনী কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেনে না মরিলা॥
পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ-নয়নে।
কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অদর্শনে॥
বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বর নারী।
আমি অভাগিনী দেহ এত কাল ধরি॥
মরি মরি গৌরাঙ্গ সুন্দর কতি গেলা।
আমি নারী অনাথিনী সহজে অবলা॥
কোন দেশে যাব লাগি পাব কোন ঠাঞি।
যাইতে না দিব কেহো—মরিব এথাই॥
মায়ে অনাথিনী করি গেলা কোন দেশে।
কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে॥
পাপীষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটায়া দেবী করে হায় হয়॥
বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুখায়—কম্প হয় কলেবর॥
কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ রহেত ভুলিয়া॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা চরণ-ধেয়ানে।
সম্বেদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে॥
প্রভু! প্রভু! বলি ডাকে ক্ষণে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে সব জন কান্দে॥

প্রবোধ করিতে যেই যেইজন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥"
হেন মতে বিষ্ণুপ্রিয়া করয়ে ক্রন্দন।
শ্রীগৌর চরণে তাঁর সদা প্রাণ মন ॥
গৌরাঙ্গের পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ।
বিরহ বিক্ষেপে দিন করয়ে যাপন ॥
নিরবধি শচী মাতার করয়ে সেবন।
সহস্রেক জন যেন করয়ে করম ॥
প্রত্যুষে শচীর সহ গঙ্গা স্নানে গায়।
দিনান্তেহ কভু আর বহিরে না যায় ॥
চন্দ্র সূর্য্য তাঁর মুখ দেখিতে না পায়।
ভক্তগণ প্রসাদ লাগি নিত্য তথা যায় ॥
শ্রীচরণ বিনা মুখ না হয় দর্শন।
কণ্ঠ ধ্বনি তাঁর কভু না যায় শ্রবণ ॥
সজল নয়নে দেবী করয়ে যাপন।
শচী ভুক্ত পাত্র শেষ করয়ে ভোজন ॥
শচী সেবা অবসরে করে হরিনাম।
নিরলে বসিয়া করে নামামৃত পান ॥
গৌরাঙ্গের রূপ সাম্য চিত্রপট করি।
প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করে ভক্তি করি ॥
গৌর পাদ পদ্মে করি আত্ম সমর্পণ।
নিরন্তর করে গৌর গুণের স্মরণ ॥
গৌর প্রেম রসে মত্ত রহে অনুক্ষণ।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন গৌরাঙ্গ চরণ ॥
শ্রীশচীদেবী যবে অন্তর্দ্ধান কৈল।
ভক্ত দ্বারে স্বেচ্ছা ক্রমে দ্বার রুদ্ধ হৈল ॥
আজ্ঞা বিনা কোন জন যাইবারে নারে।
অত্যন্ত কঠোর তপ সদাই আচরে ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ বঃ—২য় মঞ্জরী—

"বাড়ীর বাহির দ্বার মুদ্রিত করিয়া।
ভিতরে রহিলা দাসী জনা কথোলয়া ॥
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে ॥
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায় ॥"
সেবার গঙ্গাজল দামোদর নিত্য আনে।
বহিরাচরণ জল আনে দাসীগণে ॥
অন্তঃপুরে প্রাতঃ স্নান করি ঠাকুরাণী।
ভাবাবেশে শালগ্রামে সেবেন আপনি ॥
বিবিধ বিধানে করি সেবা সমাধান।
নিরলে বসিয়া তবে জপে হরিনাম ॥
প্রতি নামে এক তণ্ডুল মৃৎ পাত্রে রাখি।
তৃতীয় প্রহর জপে ঝরে দুটি আঁখি ॥
প্রেমেতে বিহ্বল হয়া করয়ে ক্রন্দন।
অশ্রু কম্প পুলকাদি প্রেমের লক্ষণ ॥
সেকালে করয়ে দেহে প্রকট বিকার।
চিৎকার করিয়া ভূমে পড়য়ে আছাড় ॥
স্পন্দন নাহিক দেহে প্রেমে অচেতন।
শ্বাস নাহি হেরি বেড়ি কান্দে দাসীগণ ॥
কত ক্ষণে দেবী যদি পাইল চেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় করয়ে ক্রন্দন ॥
সম্বিত পাইয়া উঠি খল খল হাসে।
কি বলে কি করে তেঁহ ভাবের আবেশে ॥
কেহ তা বুঝিতে নারে তাঁর আচরণ।
পুনঃ ঘর ঘর স্বরে নাম উচ্চারণ ॥
তাঁর অনবস্থা হেরি বিদরে পরান।
হেন মতে তৃতীয় প্রহর জপে নাম ॥
তৃতীয় প্রহর নামে যে তণ্ডুল হয়।
তাহা পাক করি দেবী সুখে সমর্পয় ॥

ভাবাবেশে রন্ধন করিয়া সমাপন।
সব্যঞ্জন গৌর চন্দ্রে করয়ে অর্পণ॥
সে প্রসাদ এক মুষ্টি করিয়া ভোজন।
অবশিষ্ট ভক্তগণে করে বিতরণ॥
হেন মতে বিষ্ণুপ্রিয়া করয়ে যাপন।
তাঁহার মহিমা বুঝে নাহি হেন জন॥

তথাহি— তত্রৈব -
"তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্ব্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখে পত্র শেষ।
ভক্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ॥
বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণ মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আস পাশ।
একত্র হঞা অভ্যন্তর জান সব দাস॥
তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্য শরণ যাতে অতি কৃপা পাত্র॥
পিঁড়াতে কাঁড়ার টানা বস্ত্রের আছয়ে।
তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হয়ে॥
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে।
দাসী যাই কাঁড়ার রঞ্চেক ধরি তোলে॥
চরণ কমল মাত্র দর্শন পাইতে।
কেহ কেহ ঢলিয়া পড়য়ে কোন ভিতে॥
দেখিতে চরণ চিত্র করায়ে প্রতীত।
উপমা দিবাবে লাগে দুঃখ আর ভীত॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শাখাচন্দ্র ন্যায়।
না কহি রহিতে চাহি রহা নাহি যায়॥
উপরে চমকে শুদ্ধ সোনার বরণ।
দশ নখ দশচন্দ্র প্রকাশে কিরণ॥
চরণের তল অরুণের পরকাশ।
মধুরিমা সীমা কিবা সুধার নির্য্যাস॥
তিলার্দ্ধ দর্শন কৈলে কাণ্ডার পড়য়ে।
তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করয়ে॥
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি।
যে কহু আইসে তার হয়ে বরাবরি॥
প্রসাদ পাইয়া পুন যথা স্থানে যাইয়া।
রহে যথা কথঞ্চিৎ আহার করিয়া॥"
হেন মতে নিতি নিতি দেবী আচরণ।
বিষ্ণুপ্রিয়া গুণ সীমা অকথ্য কথন॥
সতাই ভূ-স্বরূপিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
নহিলে সহিতে পারে হেন কার হিয়া॥
গৌর হেন পতি জীব ত্রাণে ছাড়ি দিল।
নিজের করম ভাবি দুঃখে গোঙাইল॥
বহুত কৃচ্ছ্রতা করি গৌরাঙ্গে স্মরিল।
ভূ-সম সহিষ্ণুতা তেঁহ জগতে দেখাল॥
যদ্যপি বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া নহে গৌরহরি।
তথাপি লৌকীক লীলা লোক অনুসারি॥
পূর্ব্বে ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ মথুরা চলিল।
কৃষ্ণ হীনে কান্দে রাধা জগত জানিল॥
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ এক পদ নাহি যায়।
হেন প্রশ্ন করি উদ্ধব হেরিল তথায়॥
তৈছে নদে ছাড়ি গৌর কোথাও না যায়।
ভক্তগণ হেরে গৌর সহ বিষ্ণুপ্রিয়ায়॥
পরম অলৌকীক বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্র।
গৌর প্রেম আস্বাদনে এ হেন বৈচিত্র॥
গৌর প্রেম বৈভবের দেখাল নিদর্শন।
বুঝয়ে রসিক ভক্ত নহে অন্য জন॥
গৌর পাদ পদ্মে যাঁর সমর্পিত মন।
এ সব রহস্য বুঝে সেই সুধী জন॥

প্রভু গৌরচন্দ্র যবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
বিরহে ব্যাকুল অতি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ ॥
অন্ন জল ত্যজি সদা করয়ে ক্রন্দন।
স্বপ্নে দেখা দিয়া কহে শচীর নন্দন ॥
মোর প্রতি মূর্ত্তি করি করহ সেবন।
তাহাতে প্রকট মুই রব অনুক্ষণ ॥
যে বৃক্ষতলে মাতা মোরে দিল স্তন।
সেই বৃক্ষ দ্বারে কর শ্রীমূর্ত্তি রচন ॥
আজ্ঞা পায়া বিষ্ণুপ্রিয়া পুলকিত মন।
আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য করে আচরণ ॥
কামার ডাকিয়া বৃক্ষ করিল ছেদন।
ভাস্করের দ্বারে কৈল শ্রীমূর্ত্তি গড়ন ॥
শ্রীবংশীবদন সব কৈল সমাধান।
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে দেবী প্রেমেতে অজ্ঞান ॥
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ যেন প্রকট হইল।
প্রাণনাথে দেবী যেন পুনঃ ফিরে পেল ॥
দিবানিশি হেরে আর করয়ে সেবন।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমবশ শচীর নন্দন ॥
জয় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তি স্বরূপিনী।
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে দীন হীন জানি ॥
সুনির্ম্মল গৌর প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।
আস্বাদনে হেন ভাগ্য হবে কি আমার ॥
তোমার প্রেমের বশ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তুমি দিলে দিতে পার রসিক শেখর ॥
পরম করুণাময়ী তুমি গৌর প্রিয়া।
তুমি বিনা কিশোরী দাসে কেবা করে দয়া ॥

ইতি শ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে পিতা-মাতা-ভ্রাতা-পত্নীদ্বয় মহিমা কথনং নাম নবম-লহরী সমাপ্ত।

দশম লহরী

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী

জয় সর্ব্বারাধ্য সার প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর সহোদর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর ॥
নদীয়া নিবাসী চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ গুণের সাগর ॥
যাঁর কন্যা শচী দেবী গৌরাঙ্গের মাতা।
বিপ্র নীলাম্বর তেঁহ গৌর তত্ত্ব জ্ঞাতা ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১০৪/১০৫ শ্লোকঃ
"নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবি জন্ম যৎ।
সভাদাং কথয়ামাস তেনাসৌগর্গ উচ্যতে ॥
শ্রীশচ্যা জনকত্বেন সুমুখো। বল্লবো মতঃ।
পাটলা যা ব্রজে খ্যাতা জ্ঞেয়াতস্য সধর্ম্মিনী ॥"
পূর্ব্বে ব্রজ ভূমে গর্গ মুনি মহাজন।
কৃষ্ণের ভবিষ্য-তত্ত্ব করিল কথন ॥
সেই গর্গ মুনি এবে করি আগমন।
গৌরাঙ্গ ভবিষ্য কহে করিয়া যতন ॥
ব্রজে যশোমতী পিতা সুমুখ গোপ নাম।
মাতা শ্রীপাটলা দেবী খ্যাত সর্ব্ব স্থান ॥
সেই সুমুখ এবে চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
পাটলা সহধর্ম্মিনীরূপে রহে তার ঘর ॥
সুমুখ গর্গ মুনির একত্র মিলনে।
আবির্ভূত নীলাম্বর লীলার কারণে ॥
গৌরাঙ্গের ভবিষ্য-তত্ত্ব প্রকাশ কারণ।
নীলাম্বর নাম ধরি লভিল জনম ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শুন পরিচয়।
নিত্যানন্দ দাস প্রেম বিলাসেতে কয় ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস—

"শ্রীহট্ট নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
গঙ্গাতীরে নদীয়ায় করয়ে বসতি॥
বেল পুকুরিয়া গ্রামে বাড়ী হয় তাঁর।
দুই পুত্র দুই কন্যা হইল তাঁহার॥
প্রথমে যোগেশ্বর পণ্ডিত, দ্বিতীয় শচী হয়।
তৃতীয় রত্নাগর্ভাচার্য্য, চতুর্থ সর্ব্বজয়া কয়॥
শচীকে বিবাহ কৈল মিশ্র পুরন্দর।
সর্ব্বজয়ায় বিয়ে করে শ্রীচন্দ্রশেখর॥
শ্রীহট্টেতে যবনাক্রমণে ত্রাস্ত হয়া।
জগন্নাথ মিশ্র সহ আসিল নদীয়া॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে করয়ে নিবাস.।
গৌরাঙ্গ প্রকাশ হেরি পুরাইল আশ॥
যুগে যুগে কৈল তেঁহ যে মত সেবন।
সে মত সেবিয়া এবে পুলকিত মন॥
প্রভু যবে মিশ্র গৃহে লভিল জনম।
হেরি চক্রবর্ত্তী প্রেমে হইল মগন॥
অপরূপ অঙ্গকান্তি করি নিরীক্ষণ।
লগ্ন বিচারিয়া হৈল সবিস্ময় মন॥
প্রতি লগ্নে অত্যদ্ভুত করয়ে দর্শন।
প্রভুর করুণা স্মরি সদানন্দ মন॥
মহাজ্যোতির্ব্বিদ বিপ্র করয়ে কথন।
সর্ব্ব গুণবান পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
শুনি পিতামাতা সবে হৈল সুখ মন।
পাছে বুঝিলেন তাহা করি দরশন॥
ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ চিহ্ন গৃহেতে হেরিল।
পিতামাতা দোঁহে তবে বিস্ময় মানিল॥
দুগ্ধপান কালে হেরি প্রভুর চরণ।
চক্রবর্ত্তী পাশে কহে সবিস্ময় মন॥
হাসি চক্রবর্ত্তী তবে বলয়ে বচন।
চিহ্ন হেরি পূর্ব্বে মুই করিল গণন॥

তথাহি—শ্রীসামুদ্রকে—৩য় শ্লোকঃ—
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্ত রক্ত ষডুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথুগম্ভীরোদ্বাত্রিংশলক্ষণে মহান্।
এই বত্রিশ হয় মহাপুরুষ লক্ষণ।
শিশু অঙ্গে সদা ইহা করিছে শোভন॥
নারায়ণের চিহ্ন যত শাস্ত্রের বর্ণন।
শিশুর হস্ত-পদে তাহা করহ দর্শন॥
সাক্ষাৎ নারায়ণ এবে গৌর রূপ ধরি।
তব গৃহে জনমিল কৃপাদৃষ্টি করি॥
এই শিশু শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিবে।
পাপীতাপী দীন হীনে উদ্ধার করিবে॥
হেন মতে গৌর তত্ত্ব করিল প্রকাশ।
এতেকে বুঝিল বিপ্র শুদ্ধ গৌরদাস॥
দাস বিনা প্রভু তত্ত্ব জানিবারে নারে।
দাস দ্বারে ব্যক্ত হন অখিল সংসারে॥
যুগে যুগে প্রভু তত্ত্ব করিয়া প্রকাশ।
জগ-জীবে জানাইল প্রভুর বিকাশ॥
প্রভুর ভবিষ্যকারী বিপ্র নীলাম্বর।
গৌর-তত্ত্ব বাখানিল আনন্দ অন্তর॥
জানাতে গৌরাঙ্গ গুণ যাঁর আগমন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ব্যপ্ত ত্রিভুবন॥
ওহে গৌর তত্ত্ববেত্তা বিপ্র গুণমনি।
বুঝাহ গৌরাঙ্গ তত্ত্ব মোরে দীন জানি।
মায়ামোহ তমাচ্ছন্ন সদা মোর মন।
ভুক্তি মুক্তি মোক্ষ বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ॥
সর্ব্বারাধ্য সার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।
না বুঝিনু তাঁর তত্ত্ব দুর্ভাগ্য অন্তর॥

শুদ্ধ গৌরদাস তুমি করুণা সাগর।
কিশোরীরে গৌর সেবা দেহ নিরন্তর ॥

শ্রীরত্নগর্ভাচার্য্য

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান ॥
জয় জয় সীতানাথ জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
গৌরাঙ্গের মাতামহ চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
তাঁর সুত রত্নগর্ভ গৌর প্রেমধর ॥
শ্রীহট্টেতে জনমিয়া করে নদে বাস।
নয়নে হেরিল যত গৌরাঙ্গ প্রকাশ ॥
জগন্নাথ মিশ্রসহ এক গ্রামে বাস।
তথা হৈতে নদে আসি করয়ে নিবাস ॥
বিদ্যাবিলাসী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।
বহুত পড়ুয়াসহ ভ্রমে নিরন্তর ॥
একদিন নগর ভ্রমণ ছল করি।
রত্নগর্ভ গৃহে এল প্রভু গৌর হরি ॥
সর্ব্বগুণ শীল বিপ্র পরম উদার।
ভাগবত আস্বাদিতে হেন নাহি আর ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর নিষ্ঠা অনুক্ষণ।
প্রভুকে হেরিয়া হৈল পুলকিত মন ॥
যথাযোগ্য করিলেন প্রভুর সম্মান।
প্রেমযোগে পড়ে শ্লোক নহে বাহ্য জ্ঞান ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্যামং হিরণ্য-পরিধিং বনমালা-বর্হধাতু-
প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত-হস্তমিতরেণ ধূনানমজ্জং
কর্ণোৎপালক-কপোল-মুখাব্জ-হাসম্ ॥

যজ্ঞ পত্নীগণ কৈল যৈছে কৃষ্ণ দরশন।
সেই শ্লোক শুনি মহাপ্রভু প্রেমমন ॥
ভক্তি প্রকাশিতে গৌরচন্দ্র অবতার।
ভক্তি যোগ শ্লোক শুনি আনন্দ অপার।
ভাগবতের ভক্তি শ্লোক করিয়া শ্রবণ।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হয়া পড়িল তখন ॥
বাহ্য পায়া 'বোল বোল' বলে গৌরহরি
প্রেমেতে বিহ্বল বিপ্র পড়ে উচ্চ করি।
বিপ্র মুখে শুনি ভক্তি যোগের পঠন।
তুষ্ট হয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমেতে বিহ্বল বিপ্র না স্ফুরে বচন ॥
প্রভুর অভয় পদ করিয়া ধারণ।
প্রেমাবেশে রত্নগর্ভ করয়ে ক্রন্দন ॥
গৌর প্রেমে বদ্ধ হৈল রত্নগর্ভ মন।
তদবধি নাহি ভুলে গৌরাঙ্গ চরণ ॥
গৌরাঙ্গ স্মরণ তাঁর গৌরাঙ্গ জীবন।
গৌরাঙ্গ সেবন বিনা নহে অন্য মন ॥
প্রেম মূর্ত্তি মত্ত তাঁর পুত্র তিনজন।
কায়মনে সেবে সদা গৌরাঙ্গ চরণ ॥
যদুনাথ-কবিচন্দ্র, জীব-কৃষ্ণানন্দ।
বাহ্য স্মৃতি নহে কভু সদা প্রেমানন্দ ॥
সবংশে করয়ে সদা গৌরাঙ্গ স্মরণ।
পতিত পাবন গৌর কথা অনুক্ষণ ॥

রত্নগর্ভ সুত এক নাম লোকনাথ।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাসে তেঁহ চলে তার সাথ॥
সবংশে গৌরাঙ্গ ভজে গৌরগত মন।
রত্নগর্ভের মহিমা অপূর্ব্ব কথন॥
ভক্তি যোগ শ্লোক পড়ি গৌর বশ কৈল।
সেবিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে কৃতার্থ হইল॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ বিপ্র মহাগুণবান।
যাহার ভাগিনা গৌর খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
রত্নগর্ভ পাদপদ্মে একান্ত শরণ।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ সেবন॥

শ্রীলোকনাথ

জয় জয় গৌরচন্দ্র পতিত পাবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ জীবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ নাম।
তাঁর শিষ্য লোকনাথ প্রেমানন্দ ধাম॥
গৌরাঙ্গ মাতুল নাম রত্নগর্ভাচার্য্য।
তাঁর সুত লোকনাথ সর্ব্বগুণ বর্য্য॥
বিশ্বরূপ সহিত অভিন্ন কলেবর।
লোকনাথ রহে সদা তাঁহার গোচর॥
এক সঙ্গে অধ্যয়ন একত্র ভ্রমণ।
বিশ্বরূপ সঙ্গ ছাড়া না হয় কখন॥
বিশ্বরূপ করে যবে সন্ন্যাসে মগন।
সেকালে লোকনাথ করে অনুধাবন॥

তথাহি— শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস—
"রত্নগর্ভাচার্য্য পুত্র নাম লোকনাথ।
বিশ্বরূপ মনে কৈলা তাঁরে নিতে সাথ॥
ইচ্ছা মাত্র লোকনাথ আসিয়া মিলিল।
তাঁরে নিয়া লোকনাথ দক্ষিণ দেশে গেল॥
সন্ন্যাস করিয়া নাম শঙ্করারণ্য পুরী।
মাতুল ভাই লোকনাথ শিষ্য হৈল তারি॥
লোকনাথ করে বিশ্বরূপের সেবন।"

তথাহি—তত্রৈব—৭ম বিলাস—
"শঙ্করারণ্য পুরী নাম হইল তাঁহার।
কি কহিব গুণ তাঁর যতেক প্রকার॥
তাঁহার হইলা শিষ্য পণ্ডিত লোকনাথ।
তীর্থ করেন সেবা করেন নিরবধি সাথ॥
দুই বৎসর অন্তে তাঁর সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
যোগমায়া স্বরূপিনী তাহা যে কহিল॥"
এইত কহিল লোকনাথ বিবরণ।
লোকনাথ বিশ্বরূপের সঙ্গে অনুক্ষণ॥
লোকনাথ বিশ্বরূপের করেন সেবন।
যোগমায়া স্বরূপিনী যাহার কথন॥
বিশ্বরূপ সেবক ওহে শ্রীলোকনাথ।
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে মো বড় অনাথ॥
বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ অভিন্ন স্বরূপ।
তার সেবা দেহ মোরে জানায়া স্বরূপ॥
লীলার সহায় লাগি তব অবতার।
তুমি বিনা কিশোরীরে কে করিবে পার॥

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত

জয় জগন্নাথ সুত প্রভু বিশ্বম্ভর ।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ পদ্মার কোঙর ।।
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন ।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর গণ ।।
নদীয়া নিবাসী বিপ্র পণ্ডিত গঙ্গা দাস ।
ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ প্রকাশ ।।
গৌরাঙ্গের বিদ্যাগুরু এই যার খ্যাতি ।
অচিন্ত্য মহিমা তার ভুবনে প্রসিদ্ধি ।।

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৫৩ শ্লোকঃ—
পুরাসীদ্রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠ মুনি গুরুঃ ।
স প্রকাশ বিশেষেণ গঙ্গাদাস সুদর্শনৌ ।।
পূর্ব্বে রামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠ মহামনি ।
প্রকাশ ভেদে দুই রূপে আসিল অবনি ।।
গঙ্গাদাস সুদর্শন নামের ধারণ ।
গৌরাঙ্গের বিদ্যাগুরু গঙ্গাদাস হন ।।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর ।
যাঁর স্থানে বিদ্যা পড়ে আনন্দ অন্তর ।।
স্বয়ং বাক্‌দেবী হন যাঁর নিত্য দাসী ।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাতে সেই প্রভু অভিলাষী ।।
গৌরাঙ্গের শুদ্ধ ভক্ত পণ্ডিত গঙ্গাদাস ।
পুরাইতে ভক্ত বাঞ্ছা এ হেন বিলাস ।।
নবদ্বীপে বৈসে বিপ্র সদা প্রেমমন ।
তাঁর স্থানে গৌর গিয়া করে অধ্যয়ন ।।
অল্পেতে করিল সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন ।
হেরি পণ্ডিত গঙ্গাদাস আনন্দে মগন ।।
প্রভুর ব্যাখ্যান শুনি সবিস্ময় মন ।
পুত্র প্রায় নিজ পাশে রাখে অনুক্ষণ ।।
প্রভুর প্রতিভা হেরি বিপ্র সুখ মন ।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে করয়ে যতন ॥
বিপ্র সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে ।
বাক্‌দেবী পতি যাঁর গৃহেতে বিহরে ॥
প্রভু যাঁরে গুরুবুদ্ধি করে অনুক্ষণ ।
ধন্য ধন্য বিপ্রবর পতিত পাবন ॥
পরম বাৎসল্যে মুগ্ধ বিপ্র প্রাণমন ।
প্রিয় শিষ্য রূপে স্নেহে করয়ে পালন ॥
যাহার দর্শন বাঞ্ছে দেব ঋষিগণ ।
সেই প্রভু বিপ্র বশ রহে অনুক্ষণ ॥
পণ্ডিতের প্রেম বশ প্রভু গৌরহরি ।
তাঁর গৃহে বিহরয়ে অধ্যয়ন করি ॥
গুরু জ্ঞানে প্রভু যার কড়াইল মান ।
মহাভাগ্যবান বিপ্র গঙ্গাদাস নাম ॥
ওহে পণ্ডিত গঙ্গাদাস পরম সুজন ।
দেখাহ গৌরাঙ্গ চাঁদে করি নিজজন ॥
তোমার প্রেমের বশ প্রভু গৌরহরি ।
তুমি যে দেখাতে পার নদীয়া বিহারী ॥
গৌরের অধ্যয়ন লীলা করাহ দর্শন ।
কিশোরীরে সেবা দেহ করি নিজজন ॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য

জয় শচীনন্দন জয় বিশ্বম্ভর ।
জয় পদ্মাবতী সুত জয় মহীধর ॥
জয় জয় শান্তিনাথ শ্রীঅদ্বৈত ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি যত

নদীয়া নিবাসী বিপ্র শ্রীবল্লভাচার্য্য।
গৌরাঙ্গ শ্বশুর তেঁহ সর্ব্বগুণ বর্য্য ॥
যাঁর কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরাঙ্গ গৃহিনী।
অচিন্ত্য মহিমা তার শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
তথাহি - শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ - ৪৪ শ্লোকঃ—
পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপর্যিমহান।
অধুনা বল্লভাচার্য্য ভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ ॥
মিথিলার অধিপতি জনক রাজন।
যেবা রামচন্দ্রে কন্যা কৈল সমর্পণ।
সেইত জনক এবে বল্লভ আচার্য্য।
ভিষ্মক বলিয়া কেহ তারে করে ধার্য্য ॥
অসম্ভব নহে কিছু দোঁহে যোগ্য জন।
দোঁহার কন্যায় পূর্ব্বে করিল গ্রহণ ॥
বল্লভ আচার্য্য কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম।
মহানন্দে গৌরচন্দ্রে কৈল সম্প্রদান ॥
আচার্য্য সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে।
লক্ষ্মী স্বরূপিণী কন্যা রহে যার ঘরে ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথে করি সমর্পণ।
বিপ্রবর হইলেন প্রেমেতে মগন ॥
ব্রহ্মার আরাধ্য ধনে নিজ গৃহে পায়া।
পরম আগ্রহে সেবি বিহ্বল হইয়া ॥
নিজ ভাগ্য প্রশংসিয়া আনন্দে মাতিল।
সেবিয়া গৌরাঙ্গ পদ কৃতার্থ হইল ॥
জয় জয় বল্লভাচার্য্য পরম সুজন।
গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা করাহ দর্শন ॥
তোমার জামাতা হয় ব্রহ্মাণ্ডের নাথ।
তার দাস কর মোরে করি আত্ম সাথ ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্ত তুমি মহাজন।
কিশোরীরে দাস কর লইল শরণ ॥

শ্রীসনাতন মিশ্র

জয় জগন্নাথ সুত জয় গৌরচন্দ্র।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চন্দ্র ॥
জয় জয় গদাধর মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ ॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র মিশ্র সনাতন।
যাঁর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া খ্যাত ত্রিভুবন ॥
পরম কারুণ্য শীল বড়ই উদার।
শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবে সদা ভকতি অপার ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সত্য সার মন।
পদবী "রাজ পণ্ডিত" খ্যাত সর্ব্বজন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৪৭ শ্লোকঃ—
শ্রীসনাতন মিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতোনৃপঃ।
পূর্ব্বে যার কন্যা কৃষ্ণ করিল গ্রহণ।
সেই সত্রাজিত এবে মিশ্র সনাতন ॥
সত্যভামা পিতা যেহ রাজা সত্রাজিত।
প্রয়োজনে আসি তেঁহ হইল বিদিত ॥
পূর্ব্ব ভাব অনুরাগে মত্ত প্রাণ মন।
নিজ কন্যা গৌরচন্দ্রে কৈল সমর্পণ ॥
মিশ্রের পরিচয় শুনহ সর্ব্বজন।
প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দের বর্ণন ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—১৪ বিলাস—
"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিল বসতি ॥
তাহার দুই পুত্র অতি গুণবান।
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর নাম ॥
পরাশর বিপ্র বড় কালা ভক্ত হয়।
কালিদাস বলি তারে সকলে ডাকয় ॥

সনাতন পত্নী নাম হয় মহামায়া।
একমাত্র কন্যা প্রসবিল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রে তারে কৈলা দান।।"
ভস্বরূপিণী কন্যা নাম বিষ্ণু প্রিয়া।
আবির্ভূত মিশ্র গৃহে ধরি নর কায়া ॥
পরম সুশীলা কন্যা ভক্তি স্বরূপিণী।
পূর্ব্বভাবে মিশ্র বাঞ্ছা পূরাণ আপনি ॥
একদা গঙ্গা ঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন।
শচীর বাসনা পুত্রে হউক ঘটন ॥
তবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতে পাঠাইল।
বার্ত্তা পায়া রাজ পণ্ডিত আনন্দে মাতিল ॥
আপন সৌভাগ্য গণি প্রেমেতে মগন।
মানসে চিন্তয়ে গৌর পতিত পাবন ॥
নিজগুণে কৃপা করি বার্ত্তা পাঠাইল।
মোরে ধন্য করিবারে কৃপা প্রকাশিল ॥
কাশীনাথে সম্বোধিয়া বলেন বচন।
পরম সৌভাগ্য বাক্য করালে শ্রবণ ॥
মোর সর্ব্ব বংশের যদি ভাগ্য উপজয়।
তবে বিশ্বম্ভর হেন জামাতা মিলয় ॥
শীঘ্র গিয়া শচী স্থানে বলহ বচন।
কন্যা প্রদানিতে মুই করিল দৃঢ় পণ ॥
হেন মতে পণ করি গৌরে কন্যা দিল।
মহা সমারোহে বিবাহ কার্য্য সমাধিল ॥
পরমাগ্রহে জামাতায় করিল বরণ।
কন্যা সম্প্রদান করি প্রেমেতে মগন ॥
নানা মতে করিলেন গৌরাঙ্গ সেবন।
বিপ্র সম ভাগ্যবান আছে কোন জন ॥
শ্বশুর রূপে গৌরচন্দ্র তারে করে মান।
এতেক মহিমা তার জগতে বাখ্যান ॥
বহুত করিল প্রেমে বিষ্ণু আরাধন।
সেই ভাগ্যে হইলেন গৌরাঙ্গের গণ ॥
পূর্ব্ব ভাগ্য অনুরূপ সৌভাগ্য ঘটিল।
জামাতা রূপে গৌরচন্দ্রে গৃহেতে পাইল
আপন অভিলাষ মত গৌরাঙ্গে সেবিল।
সেবা বশ হয়া গৌর তাঁরে ধন্য কৈল ॥
গৌর প্রেম পারিষদ মিশ্র সনাতন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর খ্যাত সর্ব্বজন ॥
জয় জয় গৌর প্রিয় মিশ্র সনাতন।
কৃপা কর পাদ পদ্মে লইল শরণ ॥
জন্ম জন্ম ভজি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌর পদে রহে যেন অনন্য শরণ ॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চাই।
তোমার করুণা মোর ভরসা সদাই ॥
সনাতন মিশ্র পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে মনবাঞ্ছা নিবেদন ॥

শ্রীবনমালী ঘটক

জয় লক্ষ্মী প্রাণনাথ জয় গৌরহরি।
জয় পদ্মাবতী সুত প্রেমদানকারি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
বনমালী আচার্য্য নাম বিপ্র মহাজন
নবদ্বীপ ধাম বাসী পরম সুজন ॥

বনমালী ঘটক বলি খ্যাত যাঁর নাম।
গৌরাঙ্গের বিবাহ কার্য্য তাঁর মনস্কাম॥
তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৪৮ শ্লোকঃ—
বিশ্বামিত্রোঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্ম্মনি।
রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রোযশ্চ শ্রীকেশবং প্রতি।
ভাববং বনমালী যং কর্ম্মনাচার্য্যতাং গতঃ॥
শ্রীরামের বিবাহ পূর্ব্বে যে কৈল ঘটন।
বিশ্বামিত্র নাম যার খ্যাত ত্রিভুবন॥
কেশব নামেতে এক সজ্জন ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণ পাশে রুক্মিণী যারে করিলা প্রেরণ॥
দোঁহার মিলনে এবে বনমালী আচার্য্য।
জনমিয়া পূর্ব্বমত করে সেবা কার্য্য॥
আচার্য্যতা লভিলেন নিজ কর্ম্ম গুণে।
প্রভুর বিবাহ ঘটন করে প্রেম মনে॥
প্রথমে চলিলা বিপ্র শচী দেবী স্থানে।
প্রভুর বিবাহ লাগি কহয়ে তাহানে॥
যদ্যপি শ্রীশচীদেবী সম্মত নহিল।
দুঃখিত মনেতে বিপ্র উঠিয়া চলিল॥
দৈবে প্রভু সহ পথে হইল মিলন।
আলিঙ্গন করি গৌর কৈল সম্ভাষণ॥
নিজ প্রভু হেরি বিপ্র প্রেমেতে মগন।
বিপ্রেরে বিষণ্ণ হেরি প্রভু দুঃখ মন॥
বিপ্র অভিপ্রায় প্রভু প্রকারে বুঝিল।
গৃহে আসি প্রভু তবে মাতাকে কহিল॥
আচার্য্য আসিল কেন না কৈলে সম্ভাষণ।
শুনি পুত্র মন শচী বুঝিল তখন॥
তবে শচী আচার্য্যেরে কৈল আনয়ন।
সম্মতি অর্পিয়া তারে করিল প্রেরণ॥
শুনিয়া শচীর বাক্য বিপ্র প্রেমমন।
বল্লভ আচার্য্য ঘরে করিল গমন॥
শচীর বারতা যত তাহারে কহিল।
আচার্য্য সম্মত করি বিবাহ ঘটাল॥
বল্লভ আচার্য্য কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম।
প্রভু করে সমর্পিল করিয়া সম্মান॥
লক্ষ্মীসহ গৌরাঙ্গের হইল মিলন।
আচার্য্যের ভাগ্য সীমা কে করে বর্ণন॥
সর্ব্বকাল হেন সেবা করে যেই জন।
সেইত বনমালী এবে প্রেমিক সুজন॥
গৌর লীলা সহায়েতে যার আগমন।
সাধিয়া আপন সেবা পুলকে মগন॥
ওহে শ্রীবনমালী ঘটক প্রেমধাম।
গৌরাঙ্গ বিবাহোৎসবে মোরে দেহ স্থান॥
হেরিব গৌরাঙ্গ লীলা প্রেমানন্দ মনে।
হেন ভাগ্য কিশোরীর হবে কি কখনে॥

শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিত

জয় গদাধর নাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র কারুণ্য অম্বর॥
জয় কুবেরাচার্য্য সুত শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র পণ্ডিত কাশীনাথ।
গৌরাঙ্গ বিবাহে সেবা ঘটক সাক্ষাৎ॥
শ্রীগৌর সুন্দর তার হৃদয়ের ধন।
গৌরাঙ্গ সেবন লাগি উৎকণ্ঠিত মন॥
যুগে যুগে গৌরাঙ্গের ঘটক সাজিয়া।
সেবাকার্য্য করে সদা প্রেমযুক্ত হয়া॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ —৫০ শ্লোকঃ—

যশ্চ সত্রাজিতো বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি।
সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ॥
পূর্ব্বে সত্যভামা পিতা সত্রাজিৎ রাজন।
কৃষ্ণ পাশে পাঠাইল কুলক ব্রাহ্মণ॥
সত্যভামা বিবাহের ঘটক সাজিল।
সেইত কুলক এবে কাশীনাথ হৈল॥
গঙ্গা ঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়ায় করিয়া দর্শন।
গৃহে আসি শচী মাতা করিল চিন্তন॥
একদিন কাশীনাথে করিয়া আহ্বান।
গৃহে আনি শচীমাতা কহে তাঁর স্থান॥
ওহে বাপ শুন এবে আমার বচন।
রাজ পণ্ডিতের গৃহে করহ গমন॥
মোর পুত্রে কন্যা দিতে যদি তার মন।
অবশ্য করুক ইহা এই মোর মন॥
শচীর বাক্যেতে বিপ্র আনন্দে মগন।
পূর্ব্বভাব উদ্দিপনে করিল গমন॥
আইর বারতা রাজ পণ্ডিতে কহিল।
শুনি মিশ্র সনাতন সম্মত হইল॥
পুনঃ শচী স্থানে বিপ্র করি আগমন।
কার্য্য সিদ্ধি বার্ত্তা কহি পুলকে মগন॥
গৌরাঙ্গের বিবাহের সম্বন্ধ কারণ।
যুগে যুগে প্রভু সঙ্গে করে আগমন॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ বিপ্র গৌর প্রেমধাম।
ঘটক সাজিয়া সেবা করে অবিরাম॥
ওহে গৌর পারিষদ পণ্ডিত কাশীনাথ॥
কৃপা কর হউক মোর গৌর প্রাণনাথ॥
নিরন্তর সেবি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌর সেবা হউক মোর অনন্য সাধন॥
গৌর ভক্ত সঙ্গে রব গৌরাঙ্গ লীলায়।
এতেক বাসনা সদা জাগয়ে হিয়ায়॥
তোমারা করুণা বিনা বৃথা আস্ফালন।
কিশোরীরে কর কৃপা লইল শরণ॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি আত্মজন মহিমা কথনং নাম দশমী লহরী সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীতুলসী মহিমা

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯ম বিলাসধৃত শ্রীপ্রহ্লাদ সংহিতায়াম্ তথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনম্—৫৫ শ্লোকঃ—

"পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখাপল্লবাঙ্কুরম্ ।
তুলসীসম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি ॥
হোমং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তুলসীকাষ্ঠ বহ্নিনা ।
লবে লবে ভবেৎ পুণ্যমগ্নিষ্টোমশতোদ্ভবং ॥
নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসীকাষ্ঠ বহ্নিনা ।
মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদত্তং কেশবায় হি ॥
শরীরং দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠ বহ্নিনা ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥
গ্রস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ ।
মৃতঃশুদ্ধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠ বহ্নিনা ॥
তীর্থং যদি নযং প্রাপ্তং স্মৃতির্ব্বা কীর্ত্তনং হরেঃ
তুলসীকাষ্ঠ দগ্ধস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ ॥
যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি ।
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটি যতস্য চ ॥
জন্মকোটি সহস্রৈস্তু তোষিতো যৈর্জনার্দ্দনঃ ।
দহ্যন্তে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠ বহ্নিনা ॥

শ্রীঅগস্ত্য সংহিতায়াম্—

যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকাষ্ঠৈ রক্ষমালাং সুরূপিনীম্ ।
কণ্ঠমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ ॥

প্রহ্লাদসংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, ত্বক, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্তই পবিত্র। যে সকল ব্রাহ্মণ তুলসী কাষ্ঠের অগ্নিতে হোম করেন, শত অগ্নিষ্টোম যাগ করিলে যে ফল হয়, প্রতিলবে তাঁহাদের সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠেয় অগ্নিতে নৈবেদ্য অন্ন পাক করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করেন, তাঁহার সেই অন্ন মেরুতুল্য হয়।

তুলসী কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা যাহাদিগের দেহ দগ্ধ করা হয়, বিষ্ণুলোক হইতে আর কখনও তাঁহাদিগকে পুনরাগমন করিতে হয় না।

অগম্যাগমনাদি মহাপাতকের পাতকী হইলেও যদি মৃত্যুর পর তাহাকে তুলসী কাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করা হয়, তাহা হইলে সে সেই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যদি তীর্থে গমন না করিয়া থাকে, যদি হরির নাম স্মরণ বা হরির গুণ কীর্ত্তন না করিয়া থাকে, তথাপি যদি মরিলে তাহাকে তুলসী কাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কোটি পাপের পাপী হইলেও দাহকালে অন্যান্য কাষ্ঠের মধ্যে যদি এক খণ্ড মাত্র তুলসী কাষ্ঠ থাকে; তাহা হইলে মৃত ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতেই মুক্তি লাভ করে।

যাহারা একাদিক্রমে সহস্র কোটি জন্ম জনার্দ্দনের সন্তোষ সাধন করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাঁহাদের ভাগ্যেই তুলসী কাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ ঘটে।

অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে—যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠে সুন্দর জপমালা ও কণ্ঠমালা নির্ম্মাণ করেন; তাঁহার পূজাদি সমুদায় কার্য্য অক্ষয় হয়।

Jaikrishna
Shripad Ishvarpuri. R. N. 32785/79. February—1979
Postal Regd. No. W B./NP—31. 4th Year—Vol—1

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১'৫০
২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২'০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় : ভিক্ষা—১'৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন : ভিক্ষা—৭'০০

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক অভিনব প্রকাশ, তীর্থ-ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তি ও বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে চৌষট্টিটি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া প্রায় শতাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়া সপ্রমাণ স্থান মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কীর্ত্তি তথা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের সপ্রমাণ প্রকট রহস্যাদি তথা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে।)

প্রকাশিত হইয়াছে—

৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী—(প্রথম খণ্ড) : ভিক্ষা—৭'০০

[পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের বিস্তারিত জীবন-চরিত তৎসঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বাবতার, পিতা-মাতা, জন্মভূমি, লীলাকাহিনী ও অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় সমসাময়িক পার্ষদবৃন্দের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত তথ্যের বিচিত্র সমাবেশ। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।]

ঃ গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা
২। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস. চন্দ্র এণ্ড কোং)—৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
৩। "গ্রন্থালোক", ৫/১, অম্বিকা মুখার্জ্জি রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৭০০০৫৬
৪। শ্রীনিতাইপদ আচার্য্য, গ্রাঃ+পোঃ—গোপালনগর, ২৪ পরগণা

বিঃ দ্রঃ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষে ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gurudham (Jagad-guru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan), Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar and printed by self at Sree Durga Press, Gorifa (Phone: Bhat - 2415)
Editor : Shri Kishori Das Babaji.

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

: নিয়মাবলী :

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় যান্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলাবিজড়িত কাব্য নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা—(সডাক)—৫'০০, প্রতিসংখ্যা—২'৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে পত্রিকা প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাক টিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

: কলিকাতার যোগাযোগ :

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)

ফোন : ২৪-৬৬২৩

৪, ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য এণ্ড কোং)

ফোন : ২৩-৭০০৭

১০, ওয়াটার লু স্ট্রী. কলিকাতা—৭০০০৬৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

ফোন : ২৪-৪৬০৩

১৭, শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, ইন্টালী, কলিকাতা ৭০০০১৪

বাংলাদেশের যোগাযোগ—

শ্রীরতনকুমার ভদ্র

গ্রাঃ—পিত্তল পাড়া

পোঃ-ছিকটি বাড়ী, ভায়া—কোটালিপাড়া।

জেলা—ফরিদপুর বাংলাদেশ।

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

সম্পাদক - শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

চৈতন্যডোবা

পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ।

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবানুকূল্যের জন্য এই পত্রিকার প্রয়াস। যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া আপনি এই পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করুন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুসন্ধান পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তাই এতদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করুন।

[illegible]

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

তৃতীয় বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯১
সন—১৩৮৪ সাল, ৮ই ফাল্গুন।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫'০০

প্রতি সংখ্যা—২'৫০

শ্রীপাটের সংস্কার বিষয়ক বিশেষ

আবেদন।

প্রাচীন কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের স্মৃতি বিজড়িত এই মহাতীর্থটি সংস্কার অভাবে পুনঃ লুপ্ত হইবার সম্মুখীন। এতদ্বিষয়ে গৌরগতপ্রাণ সুধী ভক্তমণ্ডলীর সর্ব্বানুরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। অধুনা শ্রীমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো আনয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। আলোর অভাবে দূরাগত ও স্থানীয় ভক্তগণের সন্ধ্যার পর মন্দিরে গমনাগমন ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনাদি বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা বহুদিন হইতে উপভোগ করিতে হইতেছে। স্থানীয় পৌরসভা মন্দির পর্য্যন্ত পথে পৌঁছাই-বার অনুমোদন করায় তথা হইতে শ্রীমন্দিরে গ্রহণের চেষ্টায় উদ্‌যোগী হইয়াছি। উক্তকার্য্য সম্পাদনে আনুমানিক দেড়হাজার টাকা প্রয়োজন। আশ্রমের স্থায়ী কোনরূপ অর্থাগম না থাকায় নিত্য সেবা ও সংস্কার কার্য্যাদি সুধী ভক্তমণ্ডলীর সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

তাই গৌরগতপ্রাণ সুধী ভক্তমণ্ডলীর সমীপে আবেদন, আপনারা সাধ্যমত সাহায্য পাঠাইয়া এই কার্য্যটি সম্পাদনের সহায়তা করুন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্দির সংস্কারের বিষয়ে বহুমুখী প্রয়োজন বিদ্যমান। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্য ডোবার সুযোগ্য সংস্কার, ভগ্ন সেবকাবাসগুলি মেরামত, জীর্ণ মন্দিরটি সংস্কার, শ্রীনাট মন্দির, গ্রন্থাগার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ একান্ত প্রয়োজন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ হালিসহর
২৪ পরগণা।

নিবেদক—
(সেবাইত)—শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী,

পত্রিকার পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১) শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত, ২) শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার। ৩) শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাবতার বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—১) শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত। ২) শ্রীঅদ্বৈতোপদেশ দীপিকা। পরবর্ত্তী আকর্ষণ—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ—শ্রীরামাই পণ্ডিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদপ্রবর শ্রীল শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুরের জীবনী

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বৈচিত্র্যকে যাঁহারা কাব্য, নাটক, দর্শন ও সাহিত্যাদির মাধ্যমে পরিস্ফুট করিয়াছেন, কবি কর্ণপুর তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমলীলাকাহিনীকে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় রূপ দেন শ্রীমুরারী গুপ্ত। তারপরই কবি কর্ণপুরের স্থান। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও শ্রীগৌরলীলা বর্ণন নৈপুণ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের পরম গৌরবের সম্পদ। কবি কর্ণপুর শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মাতার নাম বিন্দুবতী। কাঁচড়াপাড়ায় তাঁহার শ্রীপাট।

শিবানন্দ সেন প্রতিবর্ষ চতুর্মাস্যকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে লইয়া নীলাচলে প্রভুর সমীপে যাইতেন। সেন শিবানন্দের তিন পুত্র। শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীরামদাস ও কবি কর্ণপুর। কবি কর্ণপুরের প্রকৃত নাম শ্রীপরমানন্দ দাস। অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রতিভায় 'কবি কর্ণপুর' নামে প্রসিদ্ধ হন। কবি কর্ণপুরের পূর্ব্বাবতার সম্পর্কে শাস্ত্রের বর্ণন এইরূপ :

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ (শ্রীরামাই পণ্ডিতকৃত)

''রাধিকার শারী যে গোধিকা নাম ধরে। কবি কর্ণপুর এবে জানিবা সত্বরে ॥

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ (শ্রীকৃষ্ণদাসকৃত) ॥

'তাঁর পুত্র চৈতন্যদাস রামদাস কর্ণপুর। নানা বিদ্যা পরিপূর্ণ সর্ব্বরসপুর'

পূর্ব্বে যেন শারীশুকে পড়াইল বৃন্দাবনে। সেই মত মহাপ্রভু পড়াইলা তিনজনে" ব্রজলীলায় শ্রীমতী রাধিকার গোধিকা নামে যে শারী ছিল, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় কবি কর্ণপুর নামে অবির্ভূত হইয়াছেন। পূর্ব্বলীলার শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তনের ন্যায় এই অবতারে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন।

কবি কর্ণপুরের শ্রীগুরু পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বর্ণন যথা—

'শ্রীনাথেনানুগৃহীতেন শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নির্ম্মিতং পরমানন্দদাস কবিনা।'

কবি কর্ণপুর শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীশ্রীনাথ পণ্ডিতের শিষ্য। 'শ্রীনাথ পণ্ডিত' চৈতন্য মত মঞ্জুষা' নামে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করেন এবং কাঁচরাপাড়ায় যাহার শ্রীকৃষ্ণ রায় সেবা বিরাজিত।

শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর বরে কবি কর্ণপুরের জন্ম হয়।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ১০ম অঙ্কের ১৮ শ্লোকঃ —

'মহাপ্রভুঃ—(পুরীশ্বরং প্রতি) শ্রীমন্, তব দাসঃ'।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত সুখবর্ত্তিনী টীকা—১/৫—

(শ্রীমৎ পরমানন্দ পুরীপাদ প্রসাদাৎ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র জাতত্বাৎ পুরীদাসনামানমেতং)

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নাম 'পুরীদাস' রাখেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ১২শ পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

'ছোটপুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল। পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা। তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার। 'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার। শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস। 'পুরীদাস' করি প্রভু করে উপহাস ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা। মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥'

শিবানন্দ সেন নীলাচলে গিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের মিলন করাইলে প্রভু নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ তাহার মুখে প্রদান করিলেন এবং নিত্য নিজ অধরামৃত প্রদান করতঃ শক্তি সঞ্চার করিলেন। এই শক্তি বলেই পরবর্ত্তীকালে প্রভুত্ব শাস্ত্র বর্ণন করতঃ জগতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা তত্ত্বাদি বর্ণন করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়ের নাটকের উপসংহারে কবি কর্ণপুরের বর্ণন যথা— 'যস্যোচ্ছিষ্ট প্রসাদাদয়মঞ্জনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী' যাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদে আমার কাব্য রচনার এই প্রতিভা। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মুখে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ নাম উপদেশ করেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ১৬ পরিচ্ছেদে—

'সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লইয়া আইলা। পুরীদাস ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা।
পুত্র সঙ্গে লইয়া তেঁহো আইলা প্রভুস্থানে। পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে ॥
'কৃষ্ণকহ' বলি প্রভু বলেন বার বার। তবু কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার ॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন করিলা। তবু সেই বালক কৃষ্ণ নাম না কহিলা ॥
প্রভু কহে,—'আমি নাম জগতে লওয়াইলু। স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কহাইলু ॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে। শুনিয়া স্বরূপ গোসাঁই লাগিলা কহিতে ॥
''তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলা উপদেশে। মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে ॥
মনে মনে জপে না করে আখ্যান। এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥
আরদিন কহে প্রভু পড় পুরীদাস। এই শ্লোক করি তিহোঁ করিল প্রকাশ ॥"

(কর্ণপূরকৃ ১ম শ্লোকঃ)

শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষো রঞ্জন মুরসোমহেন্দ্র মণি দাস।
বৃন্দাবন রমনীনাং মণ্ডন মখিলং হরির্জয়তি ॥'
সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন। ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন ॥''

সপ্তমবর্ষীয় শিশুর মুখে এইরূপ অত্যাদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্ত্তীকালে তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ, শ্রীঅলঙ্কার কৌস্তুভ, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীআর্য্য শতক, শ্রীবৃহদ্গণোদ্দেশ, শ্রীভাগবত দশম টীকা, শ্রীচৈতন্য সহস্রনাম ও শ্রীকেশবাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের গূঢ় লীলা জগতে ব্যক্ত করেন। ১৪৬৪ শকের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য, ১৪৯৪ শকে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও ১৪৯৮ শকে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা

যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো-
গৌরাঙ্গীভি সদৃশ রুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বর্দ্দৃঢ়তর পরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥ ১ ॥
নমস্যামোঽসৈব প্রিয় পরিজনান বৎসল হৃদঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয় কৃতঃ।
সমান প্রেমানঃ সমগুণগণাস্তুল্য করুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরস মধুরাস্তানপি নুমঃ॥ ২ ॥
গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয় বিধুং
নুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতং।
যদাস্যাদুন্মীলন্নিরবক বৃন্দাবন রহঃ—
কথাস্বাদংলব্ধা জগতি ন জনঃ কোঽপি রমতে॥ ৩ ॥
পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশ প্রদীপকং।
বন্দেঽহং পরয়া ভক্ত্যা পার্ষদাগ্রং মহাপ্রভোঃ॥ ৪।
যে বিখ্যাতাঃ পরীবারাঃ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোঃ।
নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োশ্চ তেষামপি মহীয়সাং॥ ৫ ॥
গোপালানাঞ্চ পূর্ব্বানিনামানি যানি কানিচিৎ।
স্বস্বগ্রন্থে স্বরূপাদ্যৈর্দর্শিতান্যাদি সূরিভিঃ॥
বিলোক্যান্যানি সাধুনাং মথুরোড্র নিবারিনাং।
গৌড়ীয়ানামপি মুখান্নিশমা স্বমনীষয়া॥
বিবিচ্যাম্রেড়িতঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিত্তানি লিখ্যাম্যহং।
নাম্না শ্রীপরমানন্দ দাসঃ সেবিত শাসনঃ ॥ ৫ ॥
যদ্বৎ পুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্ গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ॥ ৬ ॥
স্বাভিন্নেন যুতঃ তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বমিহোচ্যতে।
অন্যথা তদসাত্তত্বাং স্যাচ্চতুষ্টয়ং॥ ৭ ॥
তদ্ভিন্নং যত্তদেবাত্র তদভিন্নং বিভাবাতাং।
যতঃ স্বয়েচ্ছয়া শক্ত্যা কৃষ্ণস্তাদৃশতাং গতঃ॥ ৮ ॥
অতঃ স্বরূপচরণৈরুক্তং তত্ত্ব নিরূপণে।
উপাধি ভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্ত্বস্যেহ প্রদর্শ্যতে॥ ৯ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥ ১০।
অস্যার্থো বিবৃত স্তৈর্যঃ সসংক্ষিপ্য বিলিখ্যতে।
ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।
ভক্ত্যাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিনঃ।
ভক্তশক্তিদ্বিজাগ্রন্যঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ ॥ ১১ ॥
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈতনিত্যানন্দাবধুতকাঃ।
অত্র ত্রয়ঃ সমুন্নেয়া বিগ্রহাঃ প্রভবশ্চতে॥
একো মহাপ্রভুজ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্য দয়াম্বুধিঃ।
প্রভু দ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌমহাশয়ৌ।
গোস্বামিনো বিগ্রহাশ্চতে দ্বিজশ্চ গদাধরঃ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকা এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ॥ ১২ ॥
যদুক্তং তত্র গোস্বামিন শ্রীস্বরূপ পদাম্বুজৈঃ।
ত্রয়োঽত্র বিগ্রহাজ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ।
একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভু সম্মতে সতাং
। ১৩।
এষাং পার্ষদবর্গা যে মহান্তঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নিত্যানন্দগণাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ।
এষাং সম্বন্ধসম্পর্কাদুপগোপাল সত্তমাঃ॥ ১৪ ॥

তত্র শ্রীমন্নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর সমীপতঃ।
বিলসন্তি স্ম তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবা হি মহত্তমাঃ॥ ১৫॥
নীলাচলে যে যে খ্যাতাস্তে হি জ্ঞেয়া মহত্তরাঃ।
দক্ষিণাদি দিশাং যানে যৈ যৈঃ সঙ্গোমহাপ্রভোঃ।
তে তে মহান্তো মন্তব্যাঃ পরে জ্ঞেয়াঃ স্বযোগ্যতঃ
॥ ১৬॥
অতঃ স্বরূপচরণৈরুক্তং গৌর নিরূপণে।
পঞ্চতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ যে যে খ্যাতা মহত্তমাঃ।
তে তে মহান্তো গোপালাঃ স্থানাচ্ছেষ্ঠাদি বাচকাঃ
॥ ১৭॥
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো-
যমেতং গোলোকং বতিপয়জনাঃ প্রহুর পরে।
সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগতু-
র্নবদ্বীপঃসোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্যাম মহিমা
॥ ১৮॥
তস্মিন্ বাসমুরীচকার নৃহরির্বিশ্বম্ভরাখ্যাং দধৎ।
তচ্চেষ্টাবশতঃ সমস্তমহতাং বাসোঽপি তত্রাভবৎ।
তৈঃ সাকং মহতী হরেরনুগুণাকারাপি লীলাভবদ্
যত্রাসীজ্জগতাং মনোঽপি পরমানন্দায় মগ্নং যতঃ
॥ ১৯॥
যঃ সত্যে সিতবর্ণমাদধদসৌ শ্রীশুক্লনামাভব-
ত্রেতায়াং মখভুঙ্ মখাখ্য উচিতোঽভূদ্রক্তবর্ণং দধৎ।
যঃ শ্যামোদধদাস বর্ণকমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে
সোঽয়ং গৌরবিধুর্বিভাত কলয়ন্নামাবতারং কলৌ
॥ ২০॥
প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাখ্যাঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ। ২১॥
তত্র মাধ্বী সম্প্রদায়ঃ প্রস্তারাদত্র লিখ্যতে।

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মাজগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাং।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তোজ্ঞানাবরোধনাৎ।
তস্য শিষ্যঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবোভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্ধ কৃষ্ণদীক্ষোমধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ
চক্রে বেদান্ বিভাজ্যাসৌসংহিতাঃ শতদূষনীং
নির্গুণাদ্‌ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া।
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধব দ্বিজঃ॥
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্যশিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্র স্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মা মুনি স্তস্য শিষ্যো যাগণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তি রত্নাবলীকৃতিঃ।
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্‌ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রেবিষ্ণুসংহিতাং॥
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ংপ্রবর্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামান তিষ্ঠতঃ।
প্রীত-প্রেয়ো বৎসলতোজ্জ্বলাখ্যাফলধারিনঃ॥ ২২।
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার ফলাত্মকঃ॥ ২৩॥
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য সখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান রঙ্গপুরী হ্যেষবাৎসল্যে যঃসমাশ্রিতঃ॥ ২৪।
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকং॥ ২৫॥
স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বস্বহৃৎকরে।
অন্তবহী রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপিসন্॥ ২৬।
আদ্য-ব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশৎ যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভমনস্তস্য দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনং॥ ২৭॥

দ্বারকাস্থোঽপি ভগবানবিশৎ শ্রীশচীসুতং।
নামাবতারঃ সুতরামেককাল প্রভাবতঃ॥ ২৮॥
যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণংভগবন্তং পুরা স্বয়ং॥
২৯॥
যোগমায়াবলাদেতে তিষ্ঠন্তোঽন্যত্র যদ্যপি।
তথাপি প্রাবিশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ॥
৩০॥
যথোক্তং ব্যাসচরণৈঃ প্রভাসখণ্ডমতঃ।
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাংস্তর্কেনযোজয়েদিতি॥
৩১॥
রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ।
এবং শ্রীনারদ মুখাস্তিষ্ঠন্ত্যনেষু ধামসু॥
তথৈব প্রভুনা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিদেহবৎ॥ ৩২॥
কিন্তু যদ্ যদ্ভক্তগণা যদ্ যদ্ভাববিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেন ব্রজে তেষামভূদগতিঃ॥ ৩৩॥
গৌরচন্দ্রোদয়োঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচোযথা॥
দাসো কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখৈক এবোভয়ে
রাধামাধবনৈষ্ঠিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যেবাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোঽপিখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনা সঙ্গিনঃ
॥ ৩৪॥
পর্জ্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ।
উপেন্দ্র মিশ্রঃ সনজাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্॥
৩৫॥
মহামান্যাভিধা গোপীব্রজে যাসীদ্বরীয়সী
কৃষ্ণপিতামহী সৈব নাম্নাত্র কমলাবতী॥ ৩৬॥
পুরাযশোদা ব্রজরাজনন্দৌ বৃন্দাবনে
প্রেমরসাকরৌ যৌ।
শচী-জগন্নাথ পুরন্দরাভিধৌ বভূব-
তুষ্টৌ ন চ সংশয়োঽত্র॥ ৩৭॥

অমূ অবিশতামেব দেবাবদিতি কশ্যপৌ।
শ্রীকৌশল্যা দশরথৌ তথা শ্রীপৃশ্নিতৎপতী॥ ৩৮
দেবকী বসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
তাবপ্যমু অবিশতামিতি জল্পন্তি কেচন।
অন্যথা রামমূর্ত্তেঃ শ্রীবিশ্বরূপস্যনোদ্ভবঃ॥ ৩৯॥
রোহিনী বসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ
পদ্মাবতী-মুকুন্দৌ তৌ সম্ভোজাতৌ দ্বিজোত্তমৌ
শ্রীসুমিত্রা দশরথৌ তাবপ্যাবিশতামমু॥ ৪০॥
পৌর্ণমাসীব্রজে যাসীদ্গোবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্য শ্রীলগোবিন্দো গীতপদ্যাদিকারক॥ ৪১
নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতাপুরা।
সৈবেঽয়ংমালিনী নাম্নী শ্রীবাসগৃহিনীমতা। ৪২
অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্নী শ্রীলকিলিম্বিকা।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুজ্ঞানা সেয়ং নারায়ণীমতা
॥ ৪৩।
পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপর্ষিমহান্।
অধুনা বল্লভোচার্য্যোভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ
॥ ৪৪।
শ্রীজানকী রুক্মিণীচলক্ষ্মীনাম্নীচ তৎসুতা।
চৈতন্যচরিতে ব্যক্তা লক্ষ্মীনাম্নী চ সা যথা॥ ৪৫।
সা বল্লভাচার্যসুতা চলন্তী স্নাতুং-
সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াং।
লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা প্রভোর্যযৌ-
লোচন বর্ত্ম তত্র। ৪৬॥
শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতোনৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎ কন্যাভূস্বরূপিনী॥ ॥ ৪৭
উক্তাপ্রসঙ্গাৎ কলিনা শ্রীচৈতন্যবিধূদয়ে
ভুবোঽংশরূপা পরমাঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়াং
বিদিত্বা পরিনীয় কান্তামিত্যাদি॥ ৪৮।

বিশ্বামিত্রে ঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্ম্মণি ।
রুক্মিন্যা প্রেষিতো বিপ্রো যশ্চ শ্রীকেশবং প্রতি ।
তাবরং বনমালী যৎকর্ম্মনাচার্য্যতাং গতঃ ॥ ৪৯ ॥
যশ্চ সত্রাজিতা-বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি ।
সত্যোদ্বাহায় কুমেকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ ॥ ৫০ ॥
কেনাবান্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ ।
সত্যভামাপ্রকাশোঽপি জগদানন্দ পণ্ডিতঃ ॥৫১ ॥
মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ ।
দাদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশবভারতী ॥ ৫২ ॥
পুরাসীদ্রনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনিগুরুঃ ।
সপ্রকাশ বিশেষেণ গঙ্গাদাস সুদর্শনৌ ॥ ৫৩ ॥
বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরাযো ব্রজমণ্ডলে ।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষং বিদ্যানিধি মহাশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহ কাতরঃ ।
চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষরয়ে তাতাবদৎ স্বয়ং ॥ ৫৫ ॥
প্রেমানিধিতয়া খ্যাতিং গৌরোযস্মৈদদৌ সুখী ।
মাধবেন্দ্র শিষ্যত্বাদ্গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ ॥ ৫৬ ॥
তৎপ্রকাশবিশেষোঽপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবো মতঃ ।
রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতাবুধৈঃ ॥ ৫৭ ॥
অংশাংশিনোরভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ ।
বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোমতঃ ॥ ৫৮ ॥
নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে ।
গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম্মং প্রতিবাক্যংকলের্যথা ॥ ৫৯ ॥
অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদার পরিগ্রহঃ সন্
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ ।
স্বীয়ং মহঃকিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা
পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব ইতি ॥ ৬০ ॥
নিত্যানন্দাবধূতোসহ ইতি মহিতং
ইত্ত সঙ্কর্ষণং যঃ । ইতি চ ॥ ৬১ ॥

যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ ॥ ৬২ ॥
ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মাভবন্
সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে ।
জজ্বাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা ইতি
ব্রুবন মে জনকো ননর্ত্ত ॥ ৬৩ ॥
স্বাংশেন শেষেন য এব শয্যা বিষ্ণোশ্চ
কৃষ্ণস্য চ বাসভূষা ।
স্বাঙ্গস্য ভূষাবলয়াদিরূপৈর্লীলাখ্যয়া
বেদ নিগূঢ় লীলাং ॥ ৬৪ ॥
শ্রীবারুনী রেবতবংশসম্ভবে তস্য প্রিয়ে
দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী ।
শ্রীসূর্য্য দাসস্য মহাত্মনঃ সুতে ককুদ্মিরূপস্য
চ সূর্য্য তেজসঃ ॥ ৬৫ ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীংকলাবপি বিবুব্বতে ।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে ॥
উভয়ন্তু সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাংমতং ॥ ৬৬ ॥
সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ ॥ ৬৭ ॥
অমুং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সহজৌ নিশঠোল্লুকৌ ।
মীনকেতনরামাদিব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোঽপরঃ ॥ ৬৮ ॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ ।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবৎ ।
চক্রেলীলা সহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে ॥
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ ॥ ৭০ ॥
ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বর পণ্ডিতঃ ।
কৃষ্ণাবেশজ নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ ॥ ৭১ ॥
সহস্র গায়কান্মহ্যং দেহিত্বং করুণাময় ।
ইতি চৈতন্যপাদে য উবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৭২ ॥

স্বপ্রকাশ বিভেদেন শশিরেখাতমাবিশৎ।
আবির্ভাবো গৌরহরের্নকুল ব্রহ্মচারিণি ॥ ৭৩ ॥
আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্ন সঙ্গকে।
আচার্য্যোভগবানখণ্ডঃকলা গৌরস্যকথাতে ॥ ৭৪ ॥
গোপীনাথাচার্য্য নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।
নবব্যূহেতু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্র বেদিভিঃ ॥ ৭৫ ॥
ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্‌ব্যূহো যোঽপি সদাশিবঃ।
স এবাদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥
যশ্চ গোপাল দেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ।
ননর্ত্ত, শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা ॥ ৭৭ ॥
একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপযাত্রা মহোৎসবে।
সরামঃ সহ গোপালঃ কৃষ্ণোনৃত্যতি যত্নবান ॥ ৭৮ ॥
নিরীক্ষ্য মন্দ্‌রুর্দ্দেবো গোপভাবাভিলাষবান।
প্রিয়েনর্ত্তিতুমারব্ধশ্চক্র ভ্রমন লীলয়া ॥ ৭৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন দ্বিবিধোঽভূৎ সদাশিবঃ।
একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপালবিগ্রহঃ ॥ ৮০
মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরোগুহ্যকেশ্বরঃ।
কুবের পণ্ডিতঃ সোঽস্য জনকোঽস্যবিদাম্বরঃ ॥ ৮১ ॥
পুরা কুবেরঃ কৈলাসে সিদ্ধসাধ্য নিষেবিতে।
জজাপ পরমং মন্ত্রং শৈবং শ্রীশিববল্লভঃ ॥ ৮২ ॥
ততো দয়ালুর্ভগবান্ বরংবৃণ্বিতি সোঽব্রবীৎ।
তদাকুবেরো বরয়ামাসত্বং মে সুতোভব ॥ ৮৩ ॥
প্রার্থিতস্তেন দেবেশো বরদেশঃ সদাশিবঃ।
জন্মন্যনন্তরে পুত্র প্রাপ্সমি পুত্রতাং তব ॥ ৮৪ ॥
ইতি প্রাপ্য বরং কষ্টং কিয়ন্তং কালমাস্থিতঃ।
কার্য্যাদীশবশাৎ সোঽস্যাদ্বৈতস্য জনকোঽভবৎ ॥ ৮৫ ॥
যোগমায়া ভগবতী গৃহিনী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎ প্রকাশতঃ ॥ ৮৬ ॥

তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামি শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতং ॥ ৮৭ ॥
যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীদিতি জাপন্তি কেচন।
কেচিদাহুরসবিদোঽচ্যুতানাম্নী তু গোপিকা ॥
উভয়স্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গীতাৎ।
কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তৎ সাম্যাদিতি কেচন ॥ ৮৮ ॥
নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ ॥ ৮৯ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতো ধীমান যঃ পুরা নারদো মুনিঃ।
পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ।
স রাম পণ্ডিতঃ শ্রীমাংস্তৎ কনিষ্ঠ সহোদরঃ ॥ ৯০ ॥
মুরারিগুপ্তো হনুমানঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ।
যঃ সুগ্রীবনামাসীদ্‌গোবিন্দানন্দ এব সঃ ॥ ৯১ ॥
বিভিষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্র পুরী স্মৃতঃ।
উবাচাতো গৌরহরিনৈতদ্রামস্য কারণং ॥
জটিলা রাধিকা শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেবতং।
অতোমহাপ্রভুর্ভিক্ষা সঙ্কোচাদিততোঽকরোৎ ॥ ৯২
ঋচীকস্য মুনেঃ পুত্রোনাম্না ব্রহ্মা মহাতপাঃ।
প্রহ্লাদেন সমংজাতো হরিদাসাখ্যকোঽপি সন ॥ ৯৩
মুরারি গুপ্তচরণৈশ্চৈতন্য চরিতামৃতে।
উক্তো মুনিসুতঃ প্রাতস্তুলসীপত্রমাহরন্ ॥ ৯৪ ॥
অধৌতমভিশাপস্তৎ পিত্রা যবনতাং গতঃ।
সএব হরিদাসঃ সন্ জাতঃ পরম ভক্তিমান ॥ ৯৫ ॥
বৃন্দাবনে যাঃ প্রাগাসন্ন নিমাদ্যষ্ট সিদ্ধয়ঃ।
তা এবাষ্টৌ ভক্তরূপা ভূতা গৌড়ে চতে যথা ॥ ৯৬
অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ।
কৃষ্ণানন্দ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর রাঘবৌ ॥
পুনুর্পাধি ক্রমাজ জ্ঞেয়াঅনিমাদ্যষ্ট সিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৭ ॥
জায়ন্তেয়াঃস্থিতাউর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ।
নবভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবত-সংহিতাঃ ॥ ৯৮ ॥

প্রত্যুচুর্জ্জনকং স্তৈংস্থ স্তুত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা।
প্রভুনা গৌরহরিনা বিহরন্তি স্মতে যথা ॥ ৯৯ ॥
শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যানন্দ ভারতী।
শ্রীনৃসিংহ চিদানন্দ জগন্নাথাহি তীর্থকাঃ ॥ ১০০ ॥
তীর্থাভিধো বাসুদেবঃ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ।
গরুড়াখ্যাবধূতশ্চ শ্রীগোপেন্দ্রাখ্য আশ্রমঃ । ১০১ ।
লোকে যে নিধয়ঃ খ্যাতাঃ পদ্ম শঙ্খোদয়ো নব।
অত্রৈব নিখিরত্নাখ্য গর্ত্তজাতাঃ প্রভোঃ প্রিয়াঃ ॥
১০২ ॥
শ্রীশ্রীনিধিশ্চ শ্রীগর্ত্তঃ কবিরত্নঃ সুধানিধিঃ।
বিদ্যানিধিগুণানিধি-রত্নবাহুদ্বিজাগ্রণীঃ।
শ্রীমানাচার্য্যরত্নশ্চ শ্রীরত্নাকর পণ্ডিতঃ ॥ ১০৩ ॥
নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবি জন্ম যৎ।
সভাদাং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে ॥ ১০৪
শ্রীশচ্যা জনকত্বেন সুমুখো বল্লবোমতঃ।
পাটলা যা ব্রজে খ্যাতা জেয়া তস্য সধর্ম্মিনী ॥
১০৫
পুরাণানামর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতঃ।
পুরাসীন্নন্দ পরিষৎ পণ্ডিতোভাগুরির্মুনিঃ ॥ ১০৬
কাশীনাথো লোকনাথঃ শ্রীনাথো-রামনাথকঃ।
চত্বারোঽমী জানিভক্তাঃ সনকাদ্যান সংশয়ঃ ॥ ১০৭
চতুর্ষ্বপ্যেষু শব্দেষু নাথ শব্দস্য কীর্ত্তনাৎ।
চতুঃসন বদেবাত্র চতুর্নাথ উদীরিতঃ ॥ ১০৮ ॥
বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যেতস্তং সমাবিশৎ ॥ ১০৯
ভট্টো বল্লভনামাভুচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ। ১১০।
আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।
আসীন্নিধুবনে প্রাগযো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয় ॥
১১১ ॥

চন্দ্রশেখর আচার্য্যশ্চন্দ্রো জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ।
শ্রীমানুদ্ধব দাসোঽপি চন্দ্রাবেশাবতারকঃ। ১১২।
অতশ্চৈতন্য হরিণা কথিতোঽয়ং নিশাপতিঃ।
শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরাচার্য্যো যঃ প্রাগাসীদ্দিবাকরঃ ॥ ১১৩
বিশ্বকর্ম্মা পুরাহোঽভূদস্য ভাস্কর ঠক্কুরঃ।
ভিক্ষুকো বনমালী যঃ সুদামাসীদ্দ্বিজঃ পুরা।
ধনং প্রাপ্য প্রভোঃ সঙ্গে দুঃখংমত্বাভ্রমদযতঃ ॥
১১৪।
বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ-যৌ-জয়াদ্য বিজয়াস্তকৌ।
তাবাদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ মাধবৌ ॥
১১৫ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষ-কুমুদৌখ্যাতৌ বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
গোবিন্দ গরুড়াখ্যৌ তৌ জাতৌগৌড়ে প্রভোঃ
প্রিয়ৌ ॥ ১১৬ ॥
গরুড়ঃ পণ্ডিতঃ সোঽন্যো গরুড়ো যঃ পুরাদ্ভুতঃ।
পুরা যোঽক্রুর নামাসীৎ স গোপীনাথাসিংহকঃ ॥
ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেঽক্রুরঃ কেশব ভারতী ॥ ১১৭
পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।
ইন্দ্রদ্যুম্নোমহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সনসমইন্দ্রেন সোঽধুনা ॥ ১১৮
ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্গীষ্পতির্বিবি ॥ ১১৯
প্রিয়নর্ম্ম সখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ।
মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দ-রায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১২০
অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী।
রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহং ॥ ১২১ ॥
ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকেনাসু মন্যতে।
ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্ত্বং পৃথাপতিঃ ॥
১২২
গোপ্যাঽর্জ্জুনীয়য়াসার্দ্ধমেকীভূয়াপী পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনোযদ্রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমা ॥ ১২৩ ॥

অর্জ্জুনীয়াস্তবস্তুর্নর্মর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ।
ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে ॥
তাস্মাদেতত্রয়ং রামানন্দ রায় মহাশয়ঃ ॥ ১২৪ ॥

ব্রজে সখাঃ সমাসেন কথ্যন্তেঽথ যথামতি ॥ ১২৫
পুরা শ্রীদামনামাসীদভিন্নাত্মোঽধুনা মহান্ ।
দ্বাত্রিংশতা লক্ষণৈরেব বাহ্যংকাচ্যুতাহ যঃ ॥ ১২৬ ॥
পুরা সুদামনামাসীদদ্য ঠক্কুর সুন্দরঃ ।
বসুদাম সখায়শ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥ ১২৭ ॥
সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।
কমলাকরঃ পিপ্পলাই নাম্নাসীদেষামহাবলঃ ॥ ১২৮
সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ ।
মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্মহাবাহুর্ব্রজে সখা ॥ ১২৯ ॥
স্তোককৃষ্ণঃসখা প্রাগ্ যো দাসঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
১৩০ ॥

সদাশিব স্মৃতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ ।
বৈদ্য বংশোদ্ভবা দামা যো বল্লবোব্রজে ॥ ১৩১ ॥
নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ ।
কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখাব্রজে ॥ ১৩২
খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ ।
আসীদ্ ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ ॥
১৩৩

বলরাম সখঃ কশ্চিৎ প্রবলো গোপবালকঃ ।
আসীদ্‌ব্রজে পুরা যো হদ্য স হলায়ুধ ঠক্কুরঃ ॥ ১৩৪
বরূথপঃ সখানাম্নাকৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে ।
আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভো রুদ্র পণ্ডিতঃ ॥ ১৩৫
গন্ধর্ব্বো যো ব্রজে গোপঃ কুসুমানন্দ পণ্ডিতঃ ॥
১৩৬ ॥

পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ ।
শ্রীকাশীশ্বর গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুসেবকৌ ॥
১৩৭ ॥

বৃন্দাবনে স্থিতৌ প্রাগ্ যৌ ভৃত্যৌ রক্তক পত্রকৌ ॥
গৌরাঙ্গ সেবকাবদ্য হরিদাস-বৃহন্মিশ্রৌ ॥ ১৩৮ ॥
পয়োদ বারিদৌ প্রাগ্‌ যৌ নীর সংস্কারকারিণৌ ।
তাবদ্যভৃত্যৌ রামায়ি নন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ ॥
১৩৯ ।

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ ।
মুকুন্দ-বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ ॥
১৪০

নটশ্চন্দ্রমুখঃ প্রাগ্ যঃ স করো মকরধ্বজঃ ॥ ১৪১
পুরাসীদ্ যো ব্রজে নাম্না মৃদঙ্গী শ্রীসুধাকরঃ ।
স শ্রীশঙ্করঘোষোঽদ্য ডম্ফবাদ্যবিশারদঃ ॥ ১৪২ ॥
আসীদ্‌ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ ।
সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য পণ্ডিতঃ ॥
১৪৩ ॥

বেণুঞ্চ মুরলীং যোঽধ্মান্নাম্না মালাধরো ব্রজে ।
সোঽধুনা বনমালাখ্যঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ ॥
১৪৪

বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুকৌ দক্ষ বিচক্ষণৌ ।
তাবদ্য জাতৌ মজ্জেষ্টৌ চৈতন্য-রামদাসকৌ ॥
১৪৫ ॥

অধুনা বল্লবীবর্গা যে যে ভূতাঃ প্রভু প্রিয়াঃ ।
তে তত্রৈব প্রকাশ্যন্তে যথামতি যথাশ্রুতঃ ॥ ১৪৬ ।
শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী ।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥ ১৪৭
নির্নীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা ॥ ১৪৮
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর বল্লভা ।
সাদ্য গৌর প্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ ॥ ১৪৯
রাধামনুগতা যৎ ললিতাপ্যনুরাধিকা ।
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥ ১৫০

ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী ন খলু
গদাধর এষভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথ বা স্বয়ৈব শক্ত্যা ত্রিতয়মভূৎ
স সখী চ রাধিকা চ।। ১৫১
ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচার ললিতেত্যপরে জগুঃ।
স্বপ্রকাশ বিভেদেন সমীচীনং মতস্তুতৎ।। ১৫২ ।।
অথবা ভগবান গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রি রূপতাং।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।। ১৫৩ ।।
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ নিকটে দাস বংশ গদাধরঃ।।
পূর্ণানন্দাব্রজে যাসীদ্বল দেবপ্রিয়াগ্রণীঃ।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং ।। ১৫৫
পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা।
অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিব।। ১৫৬
যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা।
সা শ্রীভদ্রাদ্য গৌরাঙ্গ প্রিয়ঃ শঙ্কর পণ্ডিতঃ।। ১৫৭
পুরা শ্রীতারকাপাল্যৌ যেস্থিতে ব্রজমণ্ডলে।
তে সাম্প্রতং জগন্নাথ শ্রীগোপালৌ প্রভোঃ
প্রিয়ৌ।। ১৫৮ ।।
শৈব্যা যাসীদ্ব্রজে চণ্ডী স দামোদর পণ্ডিতঃ।
কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী।।
১৫৯ ।।
কলামশিক্ষায়দ্রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সাদ্য স্বরূপ গোস্বামী তদ্ভাব বিলাসবান।। ১৬০
কেশবন্যাসমকরোদ্রাধাং চিত্রাব্রজে পুরা।
সেদানীং কবিরাজঃ শ্রীবনমালী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।
১৬১
শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পক লতাব্রজে।
সাদ্য রাঘব গোস্বামী গোবর্দ্ধন কৃতস্থিতিঃ।
ভক্তিরত্ন প্রকাশ্যাখ্যগ্রন্থো যেন বিনির্ম্মিতঃ।। ১৬২

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদা।
সা প্রবোধানন্দ যতিগৌরোদ্গান সরস্বতী।। ১৬৩
ইন্দুরেখা ব্রজে যাসীচ্ছ্রীরাধায়াঃ সখী পরা।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী কৃত বৃন্দাবন স্থিতিঃ।। ১৬৪ ।।
রঙ্গদেবী পুরা যাসীদদ্য ভট্টো গদাধরঃ।
অনন্তাচার্য্য গোস্বামী যা সুদেবী পুরাব্রজে।। ১৬৫
শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী শশিরেখা পুরাব্রজে।।
ধনিষ্ঠা ভক্ষ্য সামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্ব্রজেঽমিতাং।
সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গ প্রিয়ো রাঘব পণ্ডিতঃ।।
১৬৬ ।।
গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা।।
রত্নরেখা কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণানন্দঃ কলাবতী।। ১৬৭।।
সৌরসেনী পুরা নারায়ণ বাচস্পতি কৃতী।
গীতস্বরস্তুকাবেরী সুকেশী মকরধ্বজঃ।। ১৬৮ ।।
মাধবী মাধবাচার্য্য ইন্দিরা শ্রীজীব পণ্ডিতঃ ।। ১৬৯
ব্রজে যাসীৎ সুমধুরা তুঙ্গবিদ্যা প্রিয়পরা।
বিদ্যাবাচস্পতি গৌরপ্রিয়ো ব্রজজনপ্রিয়ঃ।। ১৭০
বলভদ্রাখ্যকো ভট্টাচার্য্যঃ শ্রীমধুরেক্ষণা।
শ্রীনাথমিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরা।। ১৭১
ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গ ঠক্কুরঃ।
প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিত্রা স নমন্যতে।।
১৭২
কলকণ্ঠী সুকণ্ঠ্যৌ যে ব্রজে গান্ধর্ব্বনাটিকে।
রামানন্দ বসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথাযথং।। ১৭৩ ।।
ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদদ্য শ্রীকান্তসেনকঃ।। ১৭৪
ব্রজাধিকারিণী যাসাদ্বৃন্দাদেবী তু নামতঃ।
সা শ্রীমুকুন্দদাসোঽদ্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।। ১৭৫
পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ।
নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকোমম।।
ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদদ্য সা জননী মম।। ১৭৬ ।।

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা ।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭৭
পুরাপ্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে ।
গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ ॥
১৭৮ ॥
বংশীকৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎসা বংশীদাস ঠকুরঃ ।
শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্বৃন্দাবনে পুরা ॥ ১৭৯
সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বাপ্রকটতামিয়াৎ ॥ ১৮০
যা রূপমঞ্জরী প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতি মঞ্জরী ।
সোচ্যতে নাম ভেদেন লবঙ্গ মঞ্জরী বুধৈঃ ॥ ১৮১
সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ ।
তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ ॥ ১৮২
শ্রীমল্লবঙ্গমঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ ।
শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃত বৃন্দাবন স্থিতিঃ ॥ ১৮৩ ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী ॥ ১৮৪ ॥
রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী ।
কৃতশ্রীরাধিকাকুণ্ড কুটীর বসতিঃ সতু ॥ ১৮৫॥
দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী ।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীং ।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥ ১৮৬ ॥
ভুগর্ত্তঠকুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী ।
লোকনাথাখ্য গোস্বামী শ্রীলীলামঞ্জরী পুরা ॥ ১৮৭
কলাবতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গারজে স্থিতা ।
শ্রীবিশাখা কৃতং গীতং গায়ন্তিস্মাদ্য তা মতাঃ ।
গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবো যথাক্রমং ॥ ১৮৮
রাগলেখা কলাকলো রাধা দাস্যৌ পুরাস্থিতে ।
তেজ্জেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ ॥
১৮৯
পুলিন্দ তনয়ামল্লী কালিদাসোঽধুনাভবৎ ॥ ১৯০

শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্যজ্ঞপত্নিকা ।
প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গোহভুক্তবান্ প্রভুঃ ॥
কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা ॥ ১৯১ ॥
অপরে যজ্ঞপত্নৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ ।
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাঽভুনক্ প্রভুঃ ॥ ১৯২
মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরিন্ধ্রী কৃষ্ণবল্লভা ।
সাদ্য নীলাচলাবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥
১৯৩ ॥
মালতী-চন্দ্রলতিকা-মঞ্জুমেধা বরাঙ্গদা ।
রত্নাবলী চ কমলা গুণচূড়া-সুকেশিনী ॥ ১৯৪ ॥
কর্পূর মঞ্জরী-শ্যামমঞ্জরী শ্বেতমঞ্জরী ।
বিলাস মঞ্জরী কামলেখা চ মৌন মঞ্জরী ॥ ১৯৫ ॥
পদ্মোন্মাদা-রসোন্মাদা-চন্দ্রিকা কলভাষিণী ।
গোপালী হরিণী কালী কালাক্ষী নিত্যমঞ্জরী ॥
১৯৬ ॥
কলকণ্ঠী কুরঙ্গাক্ষী চন্দ্রিকা চন্দ্রশেখরা ।
যা যাঃ স্বযোগ্য সেবায়াং নিযুক্তাঃ সন্তি রাধয়া ॥
গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং ধৃত পুরুষবিগ্রহাঃ ॥
১৯৭
খেলন্তি স্ম স্বভাবানুসরত্তাঃ ক্রমশো যথা ॥ ১৯৮
শুভানন্দো দ্বিজো ব্রহ্মচারী শ্রীধর নামকঃ ।
পরামানন্দ গুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণ স্তবাবলী ॥ ১৯৯
রঘুনাথ দ্বিজঃ কশ্চিদ্গৌরাঙ্গানন্দ সেবকঃ ।
কংসারি সেনঃ সেনঃ শ্রীজগন্নাথো মহাশয়ঃ ॥ ২০০
সুবুদ্ধি মিশ্রঃ শ্রীহর্ষোরঘু মিশ্রো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২০১
রিপব-ষট্ কামমুখ্যা জিতো যেন বশীকৃতাঃ ।
যথার্থ নামা গৌরেন জিতামিত্রঃ সনির্ম্মিতঃ ॥ ২০২
নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী ।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ ।
সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লাভাত্মজঃ ॥

বাণীনাথ দ্বিজশ্চম্পহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ২০৪
ঈশানাচার্য্য কমলৌ লক্ষ্মীনাথাখ্য পণ্ডিতঃ।
গঙ্গামন্ত্রী জগন্নাথো মামুপাধির্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২০৫
শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।
হস্তি গোপালনামা চ রঙ্গবাসী চ বল্লভঃ ॥ ২০৬
হর্য্যাচার্য্যো গৌরসঙ্গী মিশ্রঃ শ্রীনয়নস্তথা।
কবিদত্তো রামদাসশ্চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ ॥ ২০৭
কেচিন্মহান্তঃ কেচিৎসুর্মহান্তশ্চোপ পূর্ব্বিকাঃ।
উভয়েষাং গুণাস্তুল্যাস্তৈনামী গণিতাময়া ॥ ২০৮
খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ।
গৌরাঙ্গৈকান্ত শরণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ ॥ ২০৯
গুরোর্নাম ন গৃহ্ণীয়াদিতি শাস্ত্রানুসারতঃ।
শ্রীশ্রীনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা সয়ান প্রকটা কৃতা ॥ ২১০
ব্যাচকার পারিপাট্যাদ্যোভাগবত-সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎ কীর্ত্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজতে ॥ ২১১
যে যে মহান্তঃ ক্রমভঙ্গভূতাস্তে মেংপরধং
কৃপয়া ক্ষমন্তং।
গুনান্ বিনির্নীয় সতাং সমস্তান
ব্রহ্মেশশেষাঃ কথিতুং ন শক্তাঃ ॥ ২১২

মীমাংসকেভ্যঃ শঠতার্কিকেভ্যো
বিশেষতোহেতুরতেভ্য এষঃ।
গোপ্যঃ প্রযত্নাদ্রসশাস্ত্র বিদ্ভ্যো
দেয়ঃ সদা গৌরপদাশ্রয়েভ্যঃ ॥ ২১৩ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গগণোদ্দেশদীপিকা রচিতাময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দসন্দোহভক্তবেশ্মনি ॥ ২১৪ ॥

শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে
গ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমস্যবক্ত্রাৎ ॥
চৈতন্য চন্দ্র চরিতামৃতামৃত মগ্নচিত্তৈঃ
শোধ্যঃ সমাকলিত গৌরগণাখ্য এষঃ ॥ ২১৫ ॥

(বসু—৮, গ্রহ—৯, মনু ১৪, অঙ্কস্য বামাগতি এই ন্যায়ে ১৪৯৮ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত।)

ইতি—শ্রীপুরীদাস পরমানন্দদাসাপর-
নামধেয় কবি কর্ণপুর বিরচিতা
শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা সমাপ্তা।

শ্রীল কবি কর্ণপুর বিরচিত
শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত আশ্রয় ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
পতিত পাবন গৌরচন্দ্র অবতার ।
করিল অদ্ভুত লীলা অবনী মাঝার ॥
গোলকের গুপ্তধন ধরায় বিতরিল ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ধন চণ্ডালে লভিল ॥
মৎস্য আদি অবতারের যত ভক্তগণ ।
ব্রজপ্রেম আস্বাদিতে সবাকার মন ॥
অন্তরে জানিয়া প্রভু যশোদা নন্দন ।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে করিলা যতন ॥
তিন বাঞ্ছা পুরাইতে নিজ অভিলাষ ।
সেই সঙ্গে পূর্ণ কৈল ভক্তগণ আশ ॥
ব্রজ পরিকর আর যত ভক্তগণ ।
সবা লয়া অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
ব্রজ-রাস রসে কৈল কীর্ত্তন বিলাস ।
লীলারঙ্গে জানাইল সবার প্রকাশ ॥
গৌর প্রেম পারিষদ সেন শিবানন্দ ।
যাঁর পুত্র কর্ণপুর জগত আনন্দ ॥
সপ্তম বৎসরে কৈল গৌরাঙ্গ স্তবন ।
পদাঙ্গুষ্ঠ দিল মুখে শচীর নন্দন ॥
লীলারঙ্গে প্রভু তারে শক্তি সঞ্চারিল ।
সেই বলে গৌর-গুণ কীর্ত্তন করিল ॥
তেঁহ সে বর্ণিল গৌরগণের উদ্দেশ ।
পূর্ব্ব অবতার কহে করিয়া বিশেষ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে যেবা যেই ছিল ।
আপনে বর্ণিয়া তাহা সবা জানাইল ॥
সংস্কৃত ভাষায় তেঁহ করিল বর্ণন ।
বাঞ্ছা হৈল বঙ্গ ভাষায় করিয়ে লিখন ॥
কর্ণপুর পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ।
তাঁহার অধরামৃত করি যে চর্ব্বন ॥
পরম অমৃতময় গৌরতত্ত্ব গাথা ।
তাঁর পারিষদ তত্ত্ব অপূর্ব্ব সে কথা ॥
তাঁহাদের পূর্ব্ব অবতারের কথন ।
পরম অদ্ভুত তাহা শুন গৌরগণ ॥
বৃন্দাবন বিহারী প্রভু যশোদানন্দন ।
পঞ্চতত্ত্ব রূপে করে বিহার এখন ॥
ভক্তরূপ ভক্তস্বরূপ ভক্ত অবতার ।
ভক্তাখ্য আর ভক্ত শক্তি অবতার ॥
ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র স্বরূপ নিত্যানন্দ ।
ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত সবার আনন্দ ।
ভক্ত শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর ।
ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি প্রভুর অনুচর ॥
যশোদা নন্দন হৈল শ্রীশচীনন্দন ।
রাধা-ভাব-কান্তি লয়া ধরা আগমন ॥
আত্মব্যূহ বাসুদেব দ্বারকা আছিল ।
গন্ধর্ব্ব নর্ত্তন হেরি মন ক্ষুব্ধ হৈল ॥
রাধাপ্রেম আস্বাদিতে বাঞ্ছা হৈল তার ।
চৈতন্য দেহেতে মিশি কৈল অবতার ॥
পূর্ব্বে যুগাবতার শ্যাম কৃষ্ণে প্রবেশিল ।
তেমত গৌরাঙ্গে মিলি নামাবতার হৈল ॥

নিত্যানন্দ আছিলেন প্রভু হলধর ।
সর্ব্বভাবে সেবে সদা শ্রীগৌর সুন্দর ।।
সদাশিব হইলেন অদ্বৈত আচার্য্য ।
অভিন্ন গৌরাঙ্গ তনু কৈল বহু কার্য্য ।।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে শিব দুইত প্রকার ।
সাক্ষাৎ শিব এক, গোপাল মূর্ত্তি আর ।।
দুইরূপ ব্রজধামে করিয়া ধারণ ।
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে করিল নর্ত্তন ।।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ শচীর নন্দন ।
এক অঙ্গ ত্রিধামূর্ত্তি লীলার কারণ ।।
তাঁর মধ্যে গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু হন ।
নিতাই অদ্বৈত দোঁহে প্রভুতে গমন ।।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ।
পরম অদ্ভুত এই লীলার ঘটন ।।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলায় যাঁর যেই ভাব ছিল ।
সেই সেই ভাবে সবে এবে জনমিল ।।
প্রভুর পার্ষদ যত মহান্ত গণন ।
নিত্যানন্দগণ সব গোপাল কথন ।।
তাদের সম্পর্কে কিছু উপগোপাল হৈল ।
নীলাচলবাসীগণে মহত্তর কৈল ।
নবদ্বীপে গৌর পাশে যাদের বিলাস ।
মহত্তম বৈষ্ণব বলি তাদের প্রকাশ ।।
দক্ষিণ ভ্রমণে যারা প্রভু-সঙ্গ কৈল ।
মহান্ত বলিয়া তারা প্রসিদ্ধ হইল ।।
অন্যান্য জন স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে ।
মহান্ত বলিয়া খ্যাত হইল সংসারে ।।
গৌরতত্ত্ব নিরূপণে স্বরূপ-বচন ।
পঞ্চতত্ত্ব সম্পর্ক যাতে মহত্তর কথন ।।
তাহারাই গোপাল মহান্ত আখ্যা পাইল ।
স্থানানুসারে তাদের শ্রেষ্ঠ নিরূপিল ।।

রসজ্ঞ যাহারে কহে শ্রীবৃন্দাবন ।
বহুবেত্তা সাধু করে গোলক কথন ।।
অন্যান্য কহয়ে যার শ্বেত দ্বীপ নাম ।
অপরে বর্ণয়ে যারে পরব্যোম ধাম ।।
পরম মহিমান্বিত সেই নবদ্বীপে ।
সপার্ষদে বিশ্বম্ভর তথায় বিহরে ।।
সত্যে শুক্লবর্ণ আর ত্রেতায় রক্তবর্ণ ।
দ্বাপরে শ্যাম কলি গৌর অবতীর্ণ ।।
শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র সনক চারি সম্প্রদায় ।
কলি যুগ পাবন পদ্ম পুরাণেতে গায় ।।
প্রস্তাবে শুনহ মাধ্ব সম্প্রদায় বিবরণ ।
পরব্যোমেশ্বর পরমাত্মা নারায়ণ ।।
তাঁর শিষ্য হন শ্রীব্রহ্মা জগৎপতি ।
নারদ তাঁহার শিষ্য ত্রিভুবনে খ্যাতি ।।
নারদের শিষ্য ব্যাস মাধ্বাচার্য্য তাঁর ।
বেদ বিভাগি শতদূষিণী সংহিতা প্রচার ।।
পদ্মনাভ তাঁর শিষ্য নরহরি তাঁর ।
মাধব তাঁহার শিষ্য ভুবনে প্রচার ।।
মাধবের শিষ্য অক্ষোভ, জয়তীর্থ তাঁর ।।
জ্ঞানসিন্ধু তাঁর শিষ্য মহানিধি তাঁর ।।
তাঁরশিষ্য বিদ্যানিধি রাজেন্দ্র তাহার ।
জয়ধর্ম্ম মুনিবর শিষ্য হৈল তাঁর ।।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী তাঁর শিষ্য হন ।
ভক্তিরত্নাবলীগ্রন্থ যাহার গ্রন্থন ।।
জয়ধর্ম্মের শিষ্য শ্রীপুরুষোত্তম ।
তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থের বিষ্ণুসংহিতা বর্ণন ।।
ব্যাসতীর্থের শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীপতি ।
যার শিষ্য মাধবেন্দ্র সদাপ্রেম মতি ।।
তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ।
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর গৌর শিষ্য হৈল তারি ।।

বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ পরম শোভন।
প্রীত-প্রেয়-উজ্জ্বলাদি ফলের ধারন॥
সেই কল্পবৃক্ষ এবে মাধবেন্দ্রপুরী।
শৃঙ্গার ফল স্বরূপ শ্রীঈশ্বর পুরী॥
দাস্য-সখ্য ফল হৈল অদ্বৈত প্রকাশ।
রঙ্গপুরী বাৎসল্য ফল পরকাশ॥
ব্রজে কৃষ্ণ পিতামহ "পর্জ্জন্য গোপ" ছিল।
গৌরাঙ্গের পিতামহ "উপেন্দ্র মিশ্র" হৈল॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী নাম 'বরীয়সী'।
"কলাবতী" নামে তেঁহ অবতীর্ণ আসি॥
"নন্দ-যশোমতী" এবে কৈল আগমন।
"জগন্নাথ শচী" নাম করিল ধারন॥
"অদিতি, কৌশল্যা পৃশ্নি' হইল মিলন।
"শচী ঠাকুরাণী" নামে বিদিত ভুবন॥
"সুতপা-কশ্যপ আর দশরথ রাজন।
নন্দে" মিলি 'জগন্নাথ' নামের ধারণ॥
'দেবকী বসুদেব' রামকৃষ্ণের পিতামাতা।
'শচী জগন্নাথে' মিশে হয়া আনন্দিতা॥
নহিলে কিরূপে বিশ্বরূপের জনম।
'রামচন্দ্র স্বরূপ' 'শ্রীবিশ্বরূপ' হন॥
'বাসুদেব রোহিণী' হৈল 'মুকুন্দ পদ্মাবতী'।
'সুমিত্রা-দশরথ আসি মিলিলেন তথি॥
'বসুদেব দশরথ' একত্র মিলন।
'হাড়াই পণ্ডিত' নিত্যানন্দ পিতা হন॥
'সুমিত্রা-রোহিণী' মিলি হৈল 'পদ্মাবতী'।
নিত্যানন্দ মাতা তেঁহ বড় পুণ্যবতী॥
গোবিন্দ আনন্দ দাত্রীদেবী 'পৌর্ণমাসী'।
'গোবিন্দ আচার্য্য' রূপে অবতীর্ণ আসি॥
কৃষ্ণ স্তনদাত্রী 'শ্রীঅম্বিকা' ব্রজে ছিল।
'মালিনী' নামেতে শ্রীবাস গৃহিণী হইল॥

অম্বিকার ভগিনী হন নাম 'কিলিম্বিকা'।
'নারায়ণী' নামে তেঁহ হইল বিদিতা॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নাম নারায়ণী।
যাঁর পুত্র বৃন্দাবন বিখ্যাত ধরণী॥
'জানকী রুক্মিণী' এবে একত্র মিলন।
গৌরাঙ্গ প্রেয়সী 'লক্ষ্মী'রূপে দরশন॥
'ভূস্বরূপিনী' 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' জগন্মাতা।
গৌরাঙ্গ প্রেয়সী তেঁহ অখিলের ত্রাতা॥
পূর্ব্বে সত্যভামার পিতা 'শত্রাজিত' ছিল।
'সনাতন মিশ্র' নামে এবে খ্যাত হৈল॥
রামের বিবাহে ঘটক 'বিশ্বামিত্র' হৈল।
কৃষ্ণ পাশে রুক্মিণী 'কেশব' বিপ্রে পাঠাইল॥
দোঁহে মিলি হৈল এবে 'বনমালী আচার্য্য'।
গৌরাঙ্গের বিবাহে কৈল ঘটকের কার্য্য॥
সত্যভামা বিবাহে ঘটক 'কুলক ব্রাহ্মণ'।
'কাশীনাথ' নাম তেঁহ করিল ধারণ॥
অবান্তর ভেদে কহে ভগবদ্ভক্তগণ।
'সত্যভামা' এবে 'জগদানন্দ পণ্ডিত' হন॥
মথুরাতে কৃষ্ণে যেবা উপবীত দিল।
সেই 'সন্দীপনি' 'কেশব ভারতী' হইল॥
রঘুনাথের বিদ্যাগুরু 'শ্রীবশিষ্ট মুনি'।
প্রকাশ ভেদে 'গঙ্গাদাস সুদর্শন' তিনি॥
'বৃষভানু রাজা' ছিল শ্রীব্রজ মণ্ডলে।
'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি' তারে সবে বলে॥
'বাপ' 'বাপ' বলি গৌর কৈল সম্বোধন।
'প্রেমনিধি' নাম দিয়া করিল যতন॥
'বৃষভানু প্রকাশ' 'শ্রীমাধব মিশ্র' হন।
পণ্ডিত গদাধর পিতা খ্যাত সর্ব্বজন॥
বৃষভানু পত্নী 'শ্রীকীর্ত্তিদা দেবী' ছিল।
মাধব মিশ্রের পত্নী 'রত্নাবলী' হৈল॥

গৌরাঙ্গ অগ্রজ বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ।
তিরোধান কালে নিত্যানন্দে যাহার মিলন ॥
'বারুণী রেবতী' পূর্ব্বে বলরাম পত্নী ছিল।
'বসুধা- জাহ্নবা' নামে নিত্যানন্দ পত্নী হৈল ॥
কেহ কেহ বসুধারে কহে 'অনঙ্গমঞ্জরী'।
কেহ কহে জাহ্নবা হন 'অনঙ্গমঞ্জরী' ॥
মহাজন বাক্য ইহা মিথ্যা কভু নয়।
দোঁহা অঙ্গে অনঙ্গ মঞ্জরী বিলসয় ॥
রেবতীর পিতা পূর্ব্বে 'ককুদ্মী রাজন'।
বসুধা জাহ্নবার পিতা 'সূর্য্যদাস' এখন ॥
'পয়োব্ধিশায়ী' নাম সঙ্কর্ষণ ব্যূহ ছিল।
নিত্যানন্দাত্মজ 'বীরচন্দ্র' নাম হৈল ॥
'নিশঠ উল্মূক' নিত্যানন্দ ব্যূহে ছিল।
মীনকেতন রামদাস' নামে বিহরিল ॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা 'গঙ্গা' কৈল আগমন।
নিত্যানন্দ কন্যা 'গঙ্গা'রূপে দরশন ॥
'মাধব আচার্য্য' পূর্ব্বে 'শান্তনু রাজন'।
নিত্যানন্দের জামাতা হৈল তে কারণ ॥
তৃতীয় ব্যূহ 'প্রদ্যুম্ন' নাম যাঁর ছিল।
প্রিয় নর্ম্ম সখা হয়া ব্রজে সেবা কৈল ॥
চৈতন্যের অভিন্ন দেহ 'শ্রীরঘুনন্দন'।
শ্রীখণ্ডেতে বিলসয়ে চৈতন্য প্রাণমন ॥
চতুর্থ ব্যূহ 'অনিরুদ্ধ' হৈল 'বক্রেশ্বর'।
যাঁর নৃত্যে সুখী সদা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
প্রকাশ ভেদে 'শশিরেখা' তাহে প্রবেশিল।
'গৌরাঙ্গের আবির্ভাব' 'নকুল ব্রহ্মচারী' হৈল ॥
'আবেশ রূপে' 'প্রদ্যুম্ন' মিশ্র মহাশয়।
'ভগবানাচার্য্য-খঞ্জ' 'গৌর-কলা' হয় ॥
যাঁরে নবব্যূহ কহে তন্ত্রবিদ্‌গণ।
সেই 'গোপীনাথাচার্য্য 'ব্রহ্মা প্রজাপতি' হন ॥

'কুবের' গুহ্যকেশ্বর মহাদেব মিতা।
'কুবের আচার্য্য' নাম অদ্বৈতের পিতা ॥
'যোগমায়াভগবতী' সীতাদেবী হৈল।
তাঁহার প্রকাশ রূপে 'শ্রীদেবী' জন্মিল ॥
'কার্ত্তিকের-অচ্যুতানাম্নী' গোপীর মিলন।
'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' নাম অদ্বৈত নন্দন ॥
কেহ কেহ কহে 'কৃষ্ণ মিশ্র' হয় 'কার্ত্তিকেয়'।
'নন্দিনী জঙ্গলী' নাম 'জয়া বিজয়া' ধরয় ॥
পূর্ব্বের 'নারদ' এবে 'শ্রীবাস পণ্ডিত'।
হইল 'পর্ব্বত মুনি' 'শ্রীরাম পণ্ডিত' ॥
আছিল 'মুরারীগুপ্ত' বীর হনুমান।
'সুগ্রীব' হইল এবে 'গোবিন্দানন্দ' নাম ॥
'বিভীষণ জটিলা' এবে একত্রে মিলিল।
'শ্রীরামচন্দ্র পুরী' নাম ধারণ করিল ॥
ঋচিক মুনির পুত্র 'ব্রহ্মা তপোধন।'
'প্রহ্লাদ' আসি তাহে করিল মিলন ॥
'হরিদাস ঠাকুর' নামে হৈল অবতার।
অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধির শুন সমাচার ॥
'অনন্ত, সুখানন্দ, গোবিন্দ, রঘুনাথ।
কৃষ্ণানন্দ, কেশব, দামোদর, রাঘব সাথ' ॥
অষ্ট সিদ্ধি হৈল এবে এই অষ্ট পুরী।
উদ্ধরেতা নয় জনের কহিয়ে বিচারি ॥
'নৃসিংহ, নৃসিংহানন্দ, চিদানন্দ আর।
জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব আর ॥
শ্রীরাম তীর্থ আদি হয় তীর্থ সপ্ত জন।'
গরুড় অবধূত গোপেন্দ্রাশ্রম কথন ॥
শঙ্খ পদ্ম আদি হয় নিধি নয়জন।
'নিধি-রত্ন-গর্ভ' নামে লভিল জনম ॥
শ্রীনিধি-শ্রীগর্ভ-কবিরত্ন মহাশয়।
সুধানিধি-বিদ্যানিধি-গুণনিধি হয় ॥

রত্নবাহু আচার্য্যরত্ন রত্নাকর পণ্ডিত ।
নবনিধি হন এই নয় রূপেতে বিদিত' ॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ জন্ম তত্ত্ব কহে 'গর্গ মুনি' ।
গৌরাঙ্গের ভবিষ্য এবে কহয়ে বাখানি ॥
যশোদার পিতা 'সুমুখ' তাহাতে মিলিল ।
শচীর পিতা 'নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী' হৈল ॥
যশোদার মাতা 'পাটলা' আসিয়া এখন ।
'শচীদেবীর মাতা' রূপে দিল দরশন ॥
'ভাগুরী' নামেতে মুনি 'পণ্ডিত দেবানন্দ ।
'সনকাদি মুনি' জন্মে পাইয়া আনন্দ ॥
'কাশীনাথ লোকনাথ-শ্রীনাথ-রমানাথ' ।
এই চারি নামে তারা হইল সাক্ষাত ॥
'বদ-ব্যাস' হইলেন 'দাস বৃন্দাবন' ।
কার্য্যবশে 'কুসুমাপীড়' তাহাতে মিলন ॥
ব্যাস পুত্র 'শুকদেব' আসি জনমিল ।
'শ্রীবল্লভ ভট্ট' নাম ধারণ করিল ॥
'জগন্নাথ আচার্য্য' গৌরপ্রিয় 'গঙ্গাদাস' ।
নিধুবনের 'দুর্ব্বাসার' হইল প্রকাশ ॥
'নিশাপতি' হৈল 'চন্দ্র শেখর আচার্য্য ।
'উদ্ধব দাস' করে 'আবেশ অবতার' কার্য্য ॥
'বিশ্বেশ্বর আচার্য্য আছিল 'দিবাকর' ।
'বিশ্বকর্ম্মা' হইলেন 'ভাস্কর ঠাকুর' ॥
পূর্ব্বেতে কৃষ্ণের সখা 'সুদামা' ব্রাহ্মণ ।
'ভিক্ষুক বনমালী' নামে পরিচিত হন ॥
বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল 'শ্রীজয় বিজয়' ।
জগাই-মাধাই' নামে অবতীর্ণ হয় ॥
'কুমুদ-পুণ্ডরীকাক্ষ' বৈকুণ্ঠে যেবা ছিল ।
'গোবিন্দ-গরুড়' নামে এবেতে জন্মিল ॥
'গরুড়' হইল এবে 'গরুড় পণ্ডিত' ।
'অক্রুর' 'গোবিন্দানন্দ' নামেতে বিদিত ॥

'কেশব ভারতীয়ে' কেহ 'অক্রুর' কহয় ।
'পরমানন্দ পুরী' 'শ্রীউদ্ধব' মহাশয় ॥
জগন্নাথ সেবক 'শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজন' ।
"প্রতাপরুদ্র" নাম ধরি করে বিচরণ ॥
"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" ছিল "বৃহস্পতি" ।
রায় রামানন্দ বাক্য শুনহ সম্প্রতি ॥
ব্রজে কৃষ্ণ নর্ম্ম সখা "অর্জ্জুন গোপাল" ।
"পাণ্ডব অর্জ্জুন" তাহে হইল মিশাল ॥
অর্জ্জুন হইল ব্রজে সখী "অর্জ্জুনীয়া" ।
মিলিল "ললিতা সখী" তাহাতে আসিয়া ॥
এতিন মিলনে হৈল রামানন্দ রায় ।
ললিতা বাক্যে কেহ কেহ মানে অন্যথায় ॥
"ভবানন্দে" গৌর কৈল "শ্রীপাণ্ডু রাজন" ।
তে কারণে হেন বাক্য হইল খণ্ডন ॥
ব্রজের "শ্রীদাম" এবে হৈল "অভিরাম" ।
"ঠাকুর সুন্দর" হৈল সখা যে "সুদাম" ॥
"বসুদাম" হইলেন "পণ্ডিত ধনঞ্জয়" ।
'সুবলেরে' 'গৌরীদাস' পণ্ডিত কহয় ॥
'কমলাকর পিপ্পলাই' ছিল 'মহাবল' ।
'উদ্ধারণ দত্তে' 'সুবাহু' কহয়ে সকল ॥
'মহাবাহু' হইলেন 'মহেশ পণ্ডিত' ।
'পুরুষোত্তম দাস' 'স্তোককৃষ্ণ' বিদিত ॥
বৈদ্যকুলে জনমিল 'দাম' মহাশয় ।
'নাগর পুরুষোত্তম' সদাশিবের তনয় ॥
হইল 'অর্জ্জুন' সখা 'পুরুষোত্তম দাস' ।
'লবঙ্গ' ধরিল নাম 'কালা কৃষ্ণদাস' ॥
ব্রজের হাস্য কারী সখা 'শ্রীকুসুমাসব' ।
'খোলাবেচা শ্রীধর' নামে দেখাল বৈভব ॥
'প্রবল' নামেতে ব্রজে বলরাম সখা ।
'হলায়ুধ ঠাকুর' নামে দিল এবে দেখা ॥

কৃষ্ণ সখা 'বরূথপ' আসি জনমিল।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত' নাম ধারণ করিল॥
'গন্ধর্ব্ব' নামেতে গোপ 'কুমুদ পণ্ডিত'।
'ভৃঙ্গার-ভঙ্গুর' দ্বয় হইল বিদিত॥
'কাশীশ্বর-গোবিন্দ' নাম করিল ধারণ।
পূর্ব্ব ভাবে ভৃত্যরূপে সেবায় মগন॥
'রক্তক-পত্রক' নামে দুই ভৃত্য ছিল।
'হরিদাস-বৃহচ্ছিশু' নামেতে জন্মিল॥
জলসংস্কারক দ্বয় 'পয়োদ-বারিদ'।
রামাই-নন্দাই' নামে হইল বিদিত॥
'মধুকণ্ঠ-মধুব্রত' গায়ক দুই জন।
'মুকুন্দ বাসুদেব দত্ত' গৌরাঙ্গ গায়ন॥
'চন্দ্রমুখ নট' হৈল 'মকরধ্বজ কর'।
'সুধাকর' মৃদঙ্গী হৈল 'ঘোষ শঙ্কর'॥
রসজ্ঞ নর্ত্তক ব্রজে নাম 'চন্দ্রহাস'।
'জগদীশ পণ্ডিত' নামে জগতে প্রকাশ॥
'মালাধর' যেবা বেণু মুরলী বৰ্জ্জিত।
'বনমালী পণ্ডিত' নামে তেঁহ যে বিদিত॥
দক্ষ-বিচক্ষণ' দুই শুক পক্ষী ছিল।
শিবানন্দ সুতরূপে ধরায় জন্মিল।
'চৈতন্যদাস-রামদাস' নামের প্রকাশ।
'রাধারূপে' 'গদাধর' গৌরাঙ্গ সকাশ॥
'ব্রজলক্ষ্মী' বলি যারে স্বরূপ কহিল।
গৌরপ্রেম লক্ষ্মী সেই গদাধর হৈল॥
'শ্রীললিতাদেবী' তাঁহে করিল প্রবেশ।
স্বয়ং শক্তি মিলি হৈল প্রকাশ বিশেষ॥
'ললিতার প্রকাশ' 'ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী'।
দাসগদাধর তত্ত্ব কহিয়ে বিচারি॥
শ্রীরাধার ভূষণরূপা 'চন্দ্রকান্তি' নাম।
গৌরাঙ্গ নিকট 'দাস গদাধর' নাম॥

বলদেব প্রিয়তমা 'পূর্ণানন্দা' যে জন।
'দাস গদাধরে' মিলি করে বিচরণ॥
'সদাশিব কবিরাজ' চন্দ্রাবলী ছিল।
'ভদ্রা' 'শঙ্কর পণ্ডিত' রূপে জনমিল॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে করয়ে সেবন।
গৌরাঙ্গের উপাধান খ্যাত সর্ব্বজন॥
'তারকা আর পালী' নামে ব্রজগোপী ছিল।
'জগন্নাথ গোপাল' নামে ধরায় জন্মিল॥
ব্রজের প্রখরা 'শৈব্যা' 'পণ্ডিত দামোদর'।
কার্য্যবশে 'সরস্বতী' মিলনে তৎপর॥
'বিশাখা' হইল এবে 'স্বরূপ গোঁসাই'।
'চিত্রা সখী' 'বলরাম কবিরাজ' এথাই।
'চম্পকলতা' হইলেন 'রাঘব গোস্বামী'।
'ভক্তিরত্ন-প্রকাশ-গ্রন্থ' লিখিলেন যিনি॥
'প্রবোধানন্দ সরস্বতী' 'তুঙ্গবিদ্যা' ছিল।
'ইন্দুরেখা কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী' হৈল॥
'গদাধর ভট্ট' আছিলেন 'রঙ্গদেবী'।
'অনন্ত আচার্য্য' ছিল ব্রজের 'সুদেবী'॥
'কাশীশ্বর গোস্বামী' ছিলেন 'শশিরেখা'।
'রাঘব পণ্ডিত হৈল 'ধনিষ্ঠা' আসিয়া॥
'গুণমালা' হৈল তাঁর ভগ্নী 'দময়ন্তী'।
পূর্ব্বভাবে সেবানন্দে করে অবস্থিতি॥
'রত্নরেখা কলাবতী' ছিল যেই জন।
'কৃষ্ণদাস-কৃষ্ণানন্দ' নামেতে এখন॥
'শৌরসেনী' ছিল 'নারায়ণ বাচস্পতি'।
'কাবেরী' 'পীতাম্বর' নামে হইল বিদিত॥
'মকরধ্বজ' আছিলেন 'সুকেশী' নামেতে।
'মাধবী' 'মাধবাচার্য্য' খ্যাত ত্রিজগতে॥
'ইন্দিরা' নামেতে তুঙ্গ বিদ্যার সখী ছিল।
'শ্রীজীব পণ্ডিত' নামে জগতে জন্মিল॥

'সুমধুরা' নামে সখী প্রিয়ব্রজ জন।
'বিদ্যাবাচস্পতি' নাম ধরিল এখন॥
'মধুরেক্ষণা' হইলেন 'বলভদ্র ভট্টাচার্য্য'।
'চিত্রাঙ্গী' 'শ্রীনাথ মিশ্র' 'মনোহরা কবিচন্দ্র'।
'সারঙ্গ ঠাকুর' ব্রজে 'নান্দীমুখী' ছিল।
কেহ কেহ কহে 'প্রহ্লাদ' তাহাতে মিলিল॥
শিবানন্দ সেন তাহা না কৈল স্বীকার।
'কলকণ্ঠী-সুকণ্ঠীর' শুন অবতার॥
গন্ধর্ব্ব-নাটিকা দোঁহে বিদিত হইল।
'রামানন্দ বসু সত্যরাজ' নাম হৈল॥
'শ্রীকান্ত সেন' ব্রজে 'কাত্যায়নী' ছিল।
'বৃন্দা' 'মুকুন্দ দাস' নামে শ্রীখণ্ডে জন্মিল॥
'শিবানন্দ সেন' ছিল ব্রজের 'বীরাদূতী'।
তাঁর পত্নী ছিল ব্রজে নাম 'বিন্দুমতী'॥
'মধুমতী' শ্রীখণ্ডেতে কৈল আগমন।
'ঠাকুর নরহরি' নামে দিল দরশন॥
'রত্নাবলী' নামে প্রাণসখী পূর্ব্বকালে।
'গোপীনাথ আচার্য্য' নাম সকলেতে বলে॥
কৃষ্ণপ্রিয়া 'বংশী' এবে 'শ্রীবংশী বদন'।
নবদ্বীপে গৌরগৃহে স্থিতি অনুক্ষণ॥
'শ্রীরূপ মঞ্জরী' হৈল 'শ্রীরূপ গোঁসাই'।
সনাতনের পূর্ব্ব অবতার এবে কই॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রিয় 'শ্রীরতি মঞ্জরী'।
নামভেদে খ্যাত যেবা 'লবঙ্গ মঞ্জরী'॥
তেঁহ এবে ধরা মাঝে কৈল আগমন।
'সনাতন গোঁসাই' নামে বিদিত ভুবন॥
কার্য্যবশে আসি 'মুনিরত্ন সনাতন'।
গোঁসাই সনাতনে মিলি দিল দরশন॥
'লবঙ্গ মঞ্জরী প্রকাশ' 'শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী'।
বৃন্দাবন ধামেতে সদা যাহার অবস্থিতি॥

'অনঙ্গ মঞ্জরী' নামে ছিল যেই জন।
'গোপাল ভট্ট' নামে তেঁহ বিদিত ভুবন॥
কেহ কেহ কহে তেঁহ 'শ্রীগুণ মঞ্জরী'।
'রঘুনাথ ভট্ট' হৈল 'শ্রীরাগ মঞ্জরী'॥
'শ্রীরস মঞ্জরী' এবে 'রঘুনাথ দাস'।
'রতি মঞ্জরী' বলি কেহ করয়ে প্রকাশ॥
নামভেদে 'ভানুমতী' বলি তাঁরে কয়।
'প্রেম মঞ্জরী' 'ভূগর্ভ' ঠাকুর মহাশয়॥
'শ্রীলীলা মঞ্জরী' নাম পূর্ব্বেতে আছিল।
'গোঁসাই লোকনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হইল॥
'কলাবতী- রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা' আর।
তিনে আসি ধরা মাঝে কৈল অবতার॥
'গোবিন্দ-মাধব আর বাসুদেব ঘোষ'।
পূর্ব্বভাবে গান গাহি করিল সন্তোষ॥
'রাগরেখা-কলাকেলী' দুই দাসী ছিল।
'শিখি মাইতি-মাধবী' নামেতে জন্মিল॥
পুলিঙ্গ তনয়া 'মল্লী' ছিল যেই জন।
'কালিদাস' নাম তেঁহ করিল ধারণ॥
'যজ্ঞপত্নী' হৈল 'শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী'।
মহাপ্রভু অন্ন যাচ্ঞা করিলেন তারি॥
কেহ কেহ কহে তেঁহ 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ'॥
'অন্য যজ্ঞ পত্নীদ্বয়ের' শুন বিবরণ॥
'হিরণ্য-জগদীশ' নামে দোঁহে জনমিল।
একাদশী দিনে যার নৈবেদ্য খাইল॥
মথুরার প্রেয়সী 'কুব্জা' করি আগমণ।
'কাশীমিশ্র' রূপে করে গৌরাঙ্গ সেবন॥
'দ্বিজ শুভানন্দ' পূর্ব্বে 'মালতী' আছিল।
'চন্দ্র লতিকা' 'শ্রীধর ব্রহ্মচারী' হৈল॥
'মঞ্জুমেধা' 'পরমানন্দ গুপ্ত' মহাশয়।
কৃষ্ণ স্তবাবলী যেঁহ রচনা করয়॥

ব্রজে 'বরাঙ্গদা' নামে সখী যেই জন।
গৌরাঙ্গ সেবক এবে 'রঘুনাথ ব্রাহ্মণ' ।।
'রত্নাবলী' নামে সখী হইল বিদিত।
'কংসারি সেন' নামে ভুবন বিখ্যাত ।।
'কমলা' নামেতে সখী পূর্ব্বকালে ছিল।
'জগন্নাথ সেন' নামে জনম লভিল ।।
'সুবুদ্ধি মিশ্র' পূর্ব্বে 'গুণ চূড়া' ছিল।
'সুকেশিনী' এবে 'শ্রীহর্ষ ব্রাহ্মণ' হইল ।।
'রঘুমিশ্র' ছিল পূর্ব্বে 'কর্পূর মঞ্জরী'।
'জিতামিত্র' আছিলেন 'শ্রীশ্যাম মঞ্জরী' ।।
কামাদি ষড়রিপুর বশের কারণ।
'জতামিত্র' নাম গৌর করিল অর্পণ।
'ভাগবতাচার্য্য' পূর্ব্বে 'শ্বেত মঞ্জরী' ছিল।
'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী' যে জন লিখিল ।।
'বিলাস মঞ্জরী' এবে 'শ্রীজীব গোসাই'।
বল্লভ আত্মজ বলি সদা যারে গাই ।।
চম্পহট্ট বাসী 'বাণীনাথ' দ্বিজবর।
'কামলেখা' সখী বলি খ্যাত চরাচর ।।
'ঈশান আচার্য্য' ছিল 'শ্রীমৌন মঞ্জরী'।
'গন্ধোম্মদা' 'কমল'নামেতে অবতরি ।।
'রসোম্মদা' হইলেন 'লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত'।
'শ্রীচন্দ্রিকা' 'গঙ্গামন্ত্রী' নামেতে বিদিত ।।
'কলভাষিণী' নামে সখী ছিল যেইজন।
'মাগুপাধি জগন্নাথ' দ্বিজ তেঁহ হন ।।
'গোপালী' নামেতে সখী ব্রজেতে আছিল।
চট্টবংশজাত 'অনন্ত কণ্ঠাভরণ' হৈল ।।

হইলা 'হরিণী' সখী 'শ্রীহস্তী গোপাল'।
'রঙ্গবাসী বল্লভ' 'কালী' ঘোষে সর্ব্বকাল ।।
'কালঙ্কী' সখী 'হরি আচার্য্য' মহাশয়।
গৌরসঙ্গী 'নয়ন মিশ্র' 'নিত্য মঞ্জরী' হয় ।।
'কবিদত্ত' আছিলেন নাম 'কলকণ্ঠী'।
'রামদাস' পূর্ব্বে ছিলা নাম 'কুরঙ্গাক্ষী' ।।
'চন্দ্রিকা চন্দ্রশেখরা' নামে দুইজন।
'চিরঞ্জীব সুলোচন' নামেতে এখন ।।
কবি কর্ণপুর গুরু শ্রীনাথ আচার্য্য।
ভাগবত সংহিতা ব্যাখ্যা যার কার্য্য ।।
কুমারহট্ট যাঁর কীর্ত্তি সেবা কৃষ্ণরায়।
শাস্ত্র নিষেধে তাঁর পূর্ব্বাবতার নাহি গায় ।।
চৌদ্দশ আঠানব্বই শকের গণন।
কোন একদিনে কৈল গ্রন্থ সমাপন ।।
এইমত পূব পূর্ব্ব অবতারের গণ।
আস্বাদিতে ব্রজপ্রেম লভিল জনম ।।
সর্ব্বময় অবতার শ্রীশচীনন্দন।
সর্ব্ব অবতার ভক্ত সঙ্গে অনুক্ষণ ।।
আস্বাদিয়া ব্রজ প্রেম কৈল বিতরণ।
ত্রিভুবন হৈল ধন্য পায়া প্রেমধন ।।
এইত কহিল কর্ণপুরের বচন।
গৌরগণোদ্দেশ গাঁথা অপূর্ব্ব কথন ।।
অপূর্ব্ব ভারতী ইহা যে করে শ্রবণ।
গৌরাঙ্গে অচলা রতি বাড়ে অনুক্ষণ ।।
কবি কর্ণপুর পদ করিয়া বন্দন।
কিশোরী করয়ে গণোদ্দেশ আস্বাদন ।।

শ্রীশ্রীগুরুবর্গ

দ্বিতীয় লহরী
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী

জয় জয় সর্ব্বময় অবতার গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদান করি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর ॥
প্রেমরসময় গৌরচন্দ্র অবতার।
ব্রজপ্রেম বিলাইল অবনী মাঝার ॥
তিন বাঞ্ছা পুরাইতে করি অবতার।
চির অনর্পিত ধন বিলায় সংসার ॥
প্রেম বিলাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈল।
মাধবেন্দ্রে প্রেমশক্তি সঞ্চার করিল ॥
মাধবেন্দ্র দ্বারে ভক্তিবীজ আরোপিল।
ঈশ্বরপুরী দ্বারে বীজ অঙ্কুরিত হৈল ॥
আপনে গৌরাঙ্গ নামে হৈল বৃক্ষরূপ।
নিতাই-অদ্বৈত নামে দুই স্কন্ধ স্বরূপ ॥
দোঁহার শাখা উপশাখা জগতে ব্যাপিল।
হেনমতে ধরা মাঝে প্রেম প্রচারিল ॥
উড়ুম্বর বৃক্ষ প্রায় সর্ব্বত্র ফল ধরে।
সপরিকরে গৌরচন্দ্র বিলায় সবারে ॥
এমত করিল কল্পবৃক্ষের রচন।
কৃতার্থ হইল জীব পায়া প্রেমধন ॥
অতএব ভক্তি পথ আদি সূত্রধার।
মাধবেন্দ্র দ্বারে হৈল প্রেমের সঞ্চার ॥

মাধব সম্পদ যত প্রেম মহাধন।
ঈশ্বরপুরী পায়া গৌরে কৈল সমর্পণ ॥
নিজধন গৌরচন্দ্র করিয়া গ্রহণ।
সজন সহিতে জীবে কৈল বিতরণ ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—২২ শ্লোকঃ—
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামান তিষ্ঠতঃ।
প্রীত-প্রেয়ো-বৎসলতোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিনঃ
বৎসল-উজ্জ্বল-প্রীত-প্রেয় নাম ফল।
বৃন্দাবনে যেই বৃক্ষে শোভয়ে সকল ॥
সেই কল্পবৃক্ষ এবে মাধবেন্দ্র পুরী।
গৌরাঙ্গের গূঢ় প্রেমের যে হন ভাণ্ডারী ॥
তথাহি—শ্রীচৈতন্য তত্ত্বসার—
'তাঁহার শিষ্য হইলা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
বিরলে তেঁহো কল্পবৃক্ষ অবতার ॥
তাহে চারিফল ধরে কেবল প্রেমময়।
যে যাহা বাঞ্ছা করে সেহি সিদ্ধ হয় ॥
বাৎসল্য- সখ্য-দাস্য আর যে উজ্জ্বল।
চারি শাখাতে ধরে প্রেমভক্তি ফল ॥
তাহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী উজ্জ্বল অবতার।
আপনে কৃষ্ণচৈতন্য হয় শিষ্য তাহার' ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—২৩/২৪ শ্লোকঃ
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ ॥
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য সখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান রঙ্গপুরী হোষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ ॥

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য আর যে উজ্জ্বল।
প্রীত-প্রেয়-বাৎসল্য আর সে উজ্জ্বল ॥
এই চারি নামের এই চারি নাম হয়।
শৃঙ্গারের এক নাম উজ্জ্বল ঘোষয় ॥
শৃঙ্গার ফল এবে শ্রীঈশ্বরপুরী।
দাস্য-সখ্য মিলি শ্রীঅদ্বৈত অবতারি ॥
বাৎসল্যেতে শ্রীরঙ্গ পুরী মহাশয়।
পূর্ব্বভাবে কল্পবৃক্ষে অতি শোভাময় ॥
তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ (বলরাম দাস)
'মন্ত্রঃ যুক্ত পূর্ণমাসী সর্ব্ব হন।
ইবে মাধবেন্দ্রপুরী কহিল কারণ ॥'
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ গুরু দেবী পূর্ণামাসী।
মাধবেন্দ্র নামে তেঁহ অবতীর্ণ আসি ॥
পূর্ব্বভাবে এবে তেঁহ করয়ে বিলাস।
ভক্তিপথ আদি গুরু মাধব-প্রকাশ।
এ সব নিগূঢ় লীলা নিগূঢ় কথন।
রসিক আস্বাদে নাহি বুঝে অজ্ঞজন ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ—২য় দর্শন—
'সনক মুনীন্দ্র হয় মাধবেন্দ্র পুরী।
যাহার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর করিল চুরি' ॥
কল্পতরু বৃক্ষে মিলি শ্রীসনক মুনি।
ব্রজপ্রেম আস্বাদয়ে মহাভাগ্য মানি ॥
ফাল্গুন মাসের শুভ শুক্লা দ্বাদশী।
আবির্ভূত মাধবেন্দ্র ভক্তি-পূর্ণ শশী ॥
উজ্জ্বল কিরণে কৈল তিমির বিনাশ।
জীব ভাগ্যাকাশে হৈল সুখের প্রকাশ ॥
জয় মাধবেন্দ্র পুরী ভক্তি-পথ-গুরু।
পতিত পাবন জয় বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
শ্রীহট্ট জেলায় পূর্ণি পাট পুণ্যগ্রাম।
তথা আবির্ভূত মাধবেন্দ্র গুণধাম ॥

তথাহি – পদং—

'নবযৌবনী, চন্দ্রবদনী, বৃন্দাবনবাটে।
মাধবেন্দ্রপুরী, রচিত ভাষ, বর্ণিপূর্ণিপাটে ॥'
পূর্ণিপাটে বসি পদ করিল রচন।
রূপাভিসার পদ ভক্ত কণ্ঠধন ॥
কাশ্যপ গোত্রীয় তেঁহ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
অল্পেতে করিল যত শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥
উপনয়নের পর চতুষ্পাটীতে গমন।
কাব্য ব্যাকরণ ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পঠন ॥
যৌবনে প্রতিভা তাঁর সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
বৈরাগ্য উদ্গমে পিতা বিবাহ করাল ॥
কতদিনে পুত্র এক লভিল জনম।
সন্তান জনমে পত্নী বিয়োগ তখন ॥
সংসারেতে বীতস্পৃহ মাধবেন্দ্র মন।
পুত্রসহ গঙ্গাবাসে করিল গমন ॥
কুলিয়া কুমারহট্ট মাঝে বিষ্ণুপুর গ্রাম।
চতুষ্পাটী খুলি তাঁহা করে অবস্থান ॥
দেশবিদেশ হতে বহু বিদ্যার্থী আসিল।
অদ্বৈত-ঈশ্বরপুরী আদি তথায় মিলিল ॥
কিছুদিন পরে প্রবল বৈরাগ্য উদ্গম।
অদ্বৈত পাশে পুত্র রাখি করিল গমন ॥
পুত্র বিষ্ণুদাসে এথা করিয়া রক্ষণ।
তীর্থ ভ্রমি উড়ুপেতে করিল গমন ॥
লক্ষ্মীপতি স্থানে তথা মন্ত্র দীক্ষা নিল।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি গীতে উদ্বুদ্ধ হইল ॥
প্রেমানন্দাবেশে করে তীর্থ পর্যটন।
কৃষ্ণ বর্হিমুখতা দেখি বিষাদিত মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রেমে করয়ে হুঙ্কার।
নাম গুণগানে মত্ত বাহ্য নহে তাঁর ॥

প্রেমেতে বিহ্বল সদা মাধবেন্দ্র মন।
বিরহ বিক্ষেপে তেঁহ করয়ে ভ্রমণ ॥
কোথা মোর প্রাণধন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কতদিনে প্রভু মোরে দিবে দরশন ॥
প্রভু দত্ত প্রেমধনে হয়া মহাধনী।
অমিত বিক্রমে প্রেম বিলান আপনি ॥
এইমত মাধবেন্দ্র করয়ে ভ্রমণ।
মাধবেন্দ্র প্রেমনিষ্ঠা অদ্ভূত কথন ॥
নবীন নীরদ মেঘ দেখয়ে যখন।
কৃষ্ণ দরশন সুখে প্রেমে অচেতন ॥
অহর্নিশি পুরী করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ভাবাবেশে তীর্থে তীর্থে করয়ে ভ্রমণ ॥
জীবের দুর্দ্দশা হেরি পুরী দুঃখ মন।
সবার কল্যাণ বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥
হেরয়ে জগত জীব মিথ্যা রসে মত্ত।
দুর্গতি ভুগিছে তবু নহে শুদ্ধ চিত্ত ॥
যদ্যপি করয়ে কেহ ধর্ম্ম আচরণ।
অহম্ ব্রহ্ম ভাবে মত্ত রহে অনুক্ষণ ॥
সন্ন্যাসী হইয়াও কেহ ভক্তি নাহি-মানে।
শুষ্ক-ব্রহ্ম জ্ঞানে সবে মজে অকারণে ॥
হেরিয়া দুঃখীত বড় মাধবেন্দ্র মন।
নির্জ্জনে রহিয়া করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
ভক্তিহীন জগত হেরি মাধবেন্দ্র পুরী।
অলক্ষিতে ভ্রমে সদা সঙ্কীর্ত্তন করি ॥
কতদিন মাধবেন্দ্র উড়ুপে রহিল।
সেকালে অদ্বৈতাচার্য্য তাঁর পাশে গেল ॥
তীর্থ ভ্রমণ কালে আচার্য্য তথা গেল।
উড়ুপ তীর্থে পুরীপাদে দর্শন পাইল ॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে আবিষ্ট হইল।
সাহজিক প্রীতি ভাব দোঁহা আকর্ষিল ॥

দোঁহার মিলনে প্রেম সিন্ধু উথলিল।
পুরী সম্ভাষিয়া তারে কহিতে লাগিল ॥
প্রকট হইবে শীঘ্র গৌর ভগবান।
অনন্ত সংহিতা গ্রন্থে রয়েছে প্রমাণ ॥
এত কহি আচার্য্যেরে গ্রন্থ দেখাইল।
আচার্য্য পাইয়া গ্রন্থ লিখিয়া লইল ॥
প্রেমানন্দে শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে আসি।
পুরী-বাক্য হৃদে স্মরি যায় প্রেমে ভাসি ॥
হেনমতে আচার্য্য সহ হইল মিলন।
পাছেতে করয়ে বহু বৈষ্ণব সম্ভাষণ ॥
পরমানন্দ পুরী আর শ্রীঈশ্বর পুরী।
শ্রীরঙ্গপুরী আদি যত প্রেমের ভাণ্ডারী ॥
পুরী পদাশ্রয় করি পায়া প্রেমধন।
অকাতরে সর্ব্বজীবে কৈল বিতরণ ॥
প্রেমানন্দে তীর্থ ভ্রমি মাধবেন্দ্র পুরী।
যোগ্য স্থানে প্রেমরাখে কৃপা দৃষ্টি করি ॥
এদের প্রসাদে জীব পাবে প্রেমধন।
এতেক চিন্তিয়া পুরী পুলকে মগন ॥
অযাচক বৃত্তি পুরী ভ্রমে অনুক্ষণ।
জনহীন স্থানে রহি করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
অযাচিত ভাবে যদি কেহ করে দান।
তাহা গ্রহণ করি পুরী ভ্রমে সর্ব্বস্থান ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে এল বৃন্দাবন।
গোবর্দ্ধন গিরি হেরি হারাল চেতন ॥
প্রেমানন্দে পরিক্রমা করি গোবর্দ্ধন।
গোবিন্দ কুণ্ডেতে আসি কৈল অবগাহন ॥
বৃক্ষতলে বসি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুগ্ধ হস্তে শিশু এক কৈল আগমন ॥
কহে মাধবেন্দ্রপুরী ইহা কর পান।
অযাচক জনে মুই করি ভক্ষ্য দান ॥

তাহার বচন শুনি পুরী সুখ মন।
অনিমিখে তাঁর রূপ করে নিরীক্ষণ ॥
তবেত সন্তোষে পুরী জিজ্ঞাসে বচন।
কত বৎস্য কোথা হোতে তব আগমন ॥
কেমনে জানিলে তুমি মোর উপবাস।
শুনিয়া কহয়ে শিশু মৃদু মৃদু ভায ॥
এই গ্রামবাসী মুই গোপের নন্দন।
স্ত্রীগণ উপবাসী হেরি করিল প্রেরণ ॥
এবে অতি ব্যস্ত মুই গো-দহনে যাই।
পাছেতে আসিয়া যার দুগ্ধ ভাণ্ড লই ॥
এত বলি কিছুদূর করিল গমন।
আর না হেরিয়া পুরী চমকিত মন ॥
তবে পুরী মাধবেন্দ্র দুগ্ধ পান কৈল।
শিশু লাগি যত্ন করি ভাণ্ড রাখি দিল ॥
দিবা অবসান হৈল শিশু নাহি এল।
ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রে নিদ্রা গেল ॥
স্বপ্ন যোগে সেই শিশু দিল দরশন।
হস্তে ধরি তারে লয়া করিল গমন ॥
এক কুঞ্জ দেখাইয়া বলেন বচন।
বহু কষ্টে হেথা মুই রহি অনুক্ষণ ॥
যবনের ভয়ে মোর সেবকের গণ।
কুঞ্জেতে রাখিয়া সবে কৈল পলায়ন ॥
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে বহু কষ্ট পাই।
তব আগমন পথ সদা আছি চাই' ॥

বাহির করহ এবে আনি গ্রাম-জন।
গিরি পরে স্থাপি কর প্রেমেতে সেবন ॥
সুশীতল নীরে করি অঙ্গ প্রক্ষালন।
শীতল করহ অঙ্গ ঘুচুক জ্বলন ॥
এতেক কহিয়া শিশু অন্তর্দ্ধান হৈল।
মাধব জাগিয়া প্রেমে কান্দিতে লাগিল ॥
বারে বারে কৃষ্ণচন্দ্র দিল দরশন।
মায়া ঘোরে না চিনিল দুর্লভ রতন ॥
আপনা ধিক্কারি পুরী করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে সারানিশি কৈল জাগরণ ॥
প্রাতে স্নান সারি গ্রামে করিল গমন।
গোপালে বাহির করি করিল স্থাপন ॥
সুশীতল নীরে কৈল অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
গিরি পরে স্থাপি করে প্রেমেতে সেবন ॥
গোপাল প্রকট[১] বার্ত্তা সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
হেরিয়া গোপালে সবে মোহিত হইল ॥
সেবার সামগ্রী আনি যোগায় সর্ব্বজন।
মন্দিরাদি নির্ম্মাইল করিয়া যতন ॥
হেন রঙ্গে দু-বছর অতীত হইল।
সহসা গোপাল মাধবেন্দ্রে দেখা দিল ॥
কহয়ে মাধব মোর শুনহ বচন।
ক্ষেত্র হতে গিয়া আন মলয়জ চন্দন ॥
আজি ও দেহের মোর জ্বলন না যায়।
চন্দন আনিলে তবে সুখ উপজায় ॥

১। গোপাল প্রকট—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী সম্ভবতঃ ১৩৯২ শকাব্দের শেষভাগে শ্রীগোপালদেবকে প্রকট করেন। তথাহি—শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়ে—
'যে দিবস অদ্বৈতের সাথ দরশন। সে দিবসে নিত্যানন্দ লভিল জনম ॥'
১৩৯৫ শকাব্দে প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম হয়। শ্রীগোপালদেবের প্রকটের দুই বৎসর পরে পুরীপাদ চন্দনোদ্দেশ্যে ক্ষেত্র পথে শান্তিপুরে আসিয়া ঐ দিবস অদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলিত হন।

প্রভুর আদেশে পুরী আনন্দিত মন।
সেবক রাখিয়া ক্ষেত্রে করিল গমন ॥
সেকালে গৌড়ীয়া দুই করিল গমন।
দোঁহা দীক্ষা দিয়া সেবা করিল অর্পণ ॥
তবেত নিশ্চিন্তে পুরী করয়ে গমন।
পুরী প্রেম চেষ্টা বুঝে আছে কোন জন ॥
যদি চ বিপত্তি পথে আনিতে চন্দন।
তথাপি চলয়ে পুরী প্রেমাকুল মন ॥
কতদিনে শান্তিপুরে কৈল আগমন।
অদ্বৈত আচার্য্যে মিলি প্রেমেতে মগন ॥
শান্তিপুরে প্রেমানন্দে অদ্বৈত আচার্য্য।
ভক্তিরস বাখানয়ে ত্যজি সর্ব্ব কার্য্য ॥
আচার্য্য পুরীরে হেরি হয়া প্রেমমন।
তৃষিত চকোর প্রায় আনন্দে মগন ॥
মাধবের প্রেমসিন্ধু করি নিরীক্ষণ।
কৃতার্থ মানিয়া পান করে অনুক্ষণ ॥
মাধব আচার্য্যে পায়া আনন্দে ভাসিল।
তাপিত হৃদয় তার সুশীতল কৈল ॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে মোহিত হইল।
দোঁহারে পাইয়া দোঁহে সৌভাগ্য মানিল ॥
মাধবের তেজ হেরি অদ্বৈত আচার্য্য।
আত্ম সমর্পণ করি কৈল দীক্ষা কার্য্য ॥
দোঁহার মিলনে প্রেম সিন্ধু উথলিল।
ভাগ্যবান জন হেরি কৃতার্থ হইল ॥
মাধবের প্রেমৈশ্চর্য্য করি দরশন।
বাহু তুলি শ্রীঅদ্বৈত করয়ে নর্ত্তন ॥
জীব ভাগ্যাকাশে হৈল চন্দ্রের উদয়।
উদ্ধার পাইবে জীব নাহিক সংশয় ॥
সুখের আভাষ এবে হৈল প্রদর্শন।
জয় জয় মাধবেন্দ্র পতিত পাবন ॥

মাধবেন্দ্র আচার্য্যেরে করি দীক্ষা দান।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি উপায় তবে কৈল শিক্ষাদান ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ ৫ম অঃ—

'রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপীভাবোদয়।
অতএব যুগল সেবা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়' ॥
হেনমতে আচার্য্যেরে বহু শিক্ষা দিল।
গোপালের কার্য্য বশে ত্বরিতে চলিল ॥
অদ্বৈত শ্রীবাসে পুরী করি দীক্ষার্পণ।
প্রেমাবেশে ক্ষেত্র পথে করিল গমন ॥
কতদিনে রেমুনাতে কৈল আগমন।
গোপীনাথে হেরি কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
'অমৃত কেলি' নামে ক্ষীর বিখ্যাত ভুবন।
সন্ধ্যাকালে গোপীনাথ করয়ে ভোজন ॥
পুজারীরগণ যবে ভোগ লাগাইল।
হেরিয়া মাধব পুরী চিন্তিতে লাগিল ॥
ক্ষীর প্রসাদ কেহ যদি মোরে সাধি দেয়।
আস্বাদিয়া গোপালেরে অর্পির সদায় ॥
গোপালের রহিয়াছে বহুত গোধন।
এরূপ করিয়া নিত্য করাব ভোজন ॥
গোপালের সুখ লাগি মাধবের মন।
নিজ দুঃখ-সুখ চিন্তা না করে কখন ॥
লোভ জ্ঞানে পুরী হয়া সঙ্কোচিত মন।
শূন্য হাটে গিয়া বসি করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
এদিকে ভকত বৎসল গোপীনাথ।
মায়ায় লুকায় ক্ষীর নিজ ধড়ামাঝ ॥
পূজারীরে স্বপ্ন দিয়া বলয়ে বচন।
ক্ষীর লয়া মাধবেরে করহ অর্পণ ॥
প্রভুর আদেশে পুজারী হয়া প্রেমমন।
ক্ষীর লয়া মাধবেন্দ্রে কৈল সমর্পণ ॥

প্রভু দত্ত ক্ষীর পায়া মাধবেন্দ্র পুরী।
ভোজন করিয়া নাচে বলি হরি হরি ॥
পাত্রখানি ধৌত করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
নিত্য ভক্ষ্য লাগি তাহা যতনে রাখিল ॥
তবে মাধবেন্দ্র হৃদে করয়ে চিন্তন।
প্রাতে বহু লোক ভিড় হইবে ঘটন ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী উঠি শেষ রাতে।
ক্ষেত্র মাঝে চলিলেন প্রেমানন্দ চিতে ॥
তথা জগন্নাথ দেবে করি দরশন।
বিহ্বল হইয়া প্রেমে করয়ে নর্ত্তন ॥
মাধবের প্রেম হেরি সবে সুখ মন।
অগণিত লোক আসি করয়ে দর্শন ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী পলাইয়া যায়।
কৃষ্ণ-প্রেম প্রতিষ্ঠা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ধায় ॥
পলাইতে নারে পুরী পড়িল বন্ধনে।
গোপালের অভিপ্রায় পূরণ কারণে ॥
জগন্নাথ সেবক আগে মাধবেন্দ্র পুরী।
গোপালের আজ্ঞা কহে অতি দৈন্য করি ॥
গোপালের আজ্ঞা শুনি সবে সুখ মন।
সেবক সহ চন্দন করিল অর্পণ ॥
চন্দন পায়া মাধবেন্দ্র করিল গমন।
কতদিনে রেমুনাতে কৈল পদার্পণ ॥
গোপীনাথে হেরি তথা করিল শয়ন।
স্বপ্নেতে গোপাল আসি বলয়ে তখন ॥
শুন মাধবেন্দ্র ওহে আমার বচন।
তব শ্রম দেখি মোর হয় দুঃখ মন ॥
চন্দন আনিতে হেথা বহু কষ্ট পাবে।
গোপীনাথ অঙ্গে দেহ মম সুখ হবে ॥
চন্দন ঘষি গোপীনাথে করহ অর্পণ।
শীতল হইবে অঙ্গ না রবে জ্বলন ॥
গোপীনাথে মোর দেহে কিছু ভেদ নাই।
তোমার প্রেমেতে বদ্ধ মুই সর্ব্বদাই ॥
মাধবেন্দ্র দৃঢ় নিষ্ঠা প্রকাশ কারণ।
হেন রঙ্গ করিলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
ভক্ত দুঃখ হেরি তবে কৈল নিবারণ।
পরম দয়াল প্রভু যশোদা-নন্দন ॥
গোপাল আদেশ পায়া পুরী প্রেমমন।
গোপীনাথ সেবক অগ্রে কৈল নিবেদন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ ৪র্থ পরিঃ —

'গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥
পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর দুই জনা দেহ দিব যে বেতন ॥
এইমত চন্দন দেই প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা' ॥
পুরী বাক্যে সেবকগণ আনন্দিত মন।
দুইজন লোক দিল ঘর্ষণ কারণ ॥
ক্ষেত্র হতে একবিপ্র এক সেবক সঙ্গে।
পুরী এসেছিল রেমুনায় প্রেমরঙ্গে ॥
সঙ্গী দুই জন এই সেবক দুইজন।
চারিজন চন্দন ঘষি করিল অর্পণ ॥
এক মন চন্দন বিশ তোলা কর্পূর।
গোপীনাথ অঙ্গে দিল আনন্দ প্রচুর ॥
চন্দন অর্পণ অন্তে পুরী ক্ষেত্রে গেল।
চতুর্ম্মাস্য প্রেমরঙ্গে তথা কাটাইল ॥

তবে পুরী রেমুনায় কৈল আগমন।
কভু রেমুনায় কভু ক্ষেত্রেতে গমন ॥
তবে গৌর আবির্ভাব করিয়া চিন্তন।
ঝারিখণ্ড-বন মধ্যে করিল গমন ॥
হ্রদের পশ্চিম পাড়ে এক তরুবর।
বৃক্ষের শিকড়ে তথা অকল্পিত ঘর ॥
দিব্য মনোহর শোভা করিয়া দর্শন।
অকল্পিত ঘরে বসি জপে অনুক্ষণ ॥
কতদিনে ধ্যানফল প্রকট হইল।
ভুবন মোহন রূপে দরশন দিল ॥
দিব্য গৌরাঙ্গরূপে দিয়া দরশন।
নিজ আবির্ভাব বাক্য করিল কীর্ত্তন ॥
আপনে শ্রীনবদ্বীপে লভিবে জনম।
নিত্যানন্দ জন্ম কহি কহিল মরম ॥
প্রভু অন্তর্দ্ধানে পুরী ক্ষেদযুক্ত মন।
দৈববাণী দ্বারে পুনঃ করিল সান্ত্বন ॥
সেকালেতে সপ্তশিষ্য উপনীত হৈল।
যোগপট্ট চাহিলে পুরী ক্রোধ প্রকাশিল ॥
কহে সর্ব্ব ত্যজি কর কৃষ্ণৈক শরণ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ বিনা বিফল ধরম ॥
এত কহি সপ্তজনে কৃষ্ণমন্ত্র দিল।
হ্রদে স্নান করি সবে মন্ত্র দীক্ষা নিল ॥
তবে পুরী নিত্যানন্দ দর্শনে চলিল।
হাড়াই পণ্ডিত পায়া সমাদর কৈল ॥
নিত্যানন্দ সহ হৈল বহু আলাপন।
আজ্ঞায় চলয়ে তবে পুরী বৃন্দাবন ॥
বারানসী ধামে পুরী করিলে গমন।
বিশ্বেশ্বর পুরী সহ হইল মিলন ॥
প্রয়াগে মাধব হেরি মথুরা চলিল।
কেশব দর্শন করি বৃন্দাবনে গেল ॥

সশিষ্য মাধবেন্দ্র ভ্রময়ে বৃন্দাবন।
কতদিনে আসি কৈল নদীয়া মিলন ॥
ছয়মাস প্রভু যবে জনম লভিল।
নদীয়ায় মাধব পুরী আগমন কৈল ॥
অদ্বৈত ভবনে সদা করে অবস্থান।
গৌরাঙ্গের লীলা হেরি নহে বাহ্যজ্ঞান ॥
চূড়াকরন পূর্ব্বে গৌর তারে আমন্ত্রিল।
চূড়াকরন লীলা হেরি পুরী ধন্য হৈল ॥
চৌদ্দশ এগার শকের বৈশাখ মাস।
পঞ্চম দিবসে সোমবারের প্রকাশ ॥
ত্রয়োদশী তিথিতে হইল চূড়াকরন।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ লীলা পুরী প্রেমমন ॥
তারপর একদিন গৌরাঙ্গ মিলন।
শিশু সহ ক্রীড়া রঙ্গে করিছে যাপন ॥
সেকালেতে মাধবেন্দ্র তথায় পৌঁছিল।
পরম যতনে প্রভু কহিতে লাগিল ॥

তথাহি—শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়ে—

'শুন অহে মাধবেন্দ্র কহো সাবধারে।
তোমা লাগি জন্মি আছো নদীয়ানগরে ॥
গলিত পত্র হ্রদের জলে কচালিয়া।
তা খাইয়া জপ কৈলে ঝারিখণ্ডে গিয়া ॥
জপ বশে তোমা পাই সদয় বেভার।
করুন আদরে দেখা দিলুঁ তিনবার ॥
যে বলিলে তা করিলুঁ ইথে নাঞিঃ আন।
এখন জে কহো কিছু কর অবধান' ॥
হেনমতে মাধবেন্দ্রে বলিয়া বচন।
পুনঃ প্রভু কহে যত লীলার ঘটন ॥
সপার্ষদ লীলা যত গৌরাঙ্গ কহিল।
শ্রবনে শুনিয়া পুরী কৃতার্থ হইল ॥

তবেত বিদায় লয়া করিল গমন।
চূড়ামনি দাস কৈল এ সব বর্ণন ॥
এমত মাধব পুরীর লীলার কাহিনী।
যথায় পাইল যাহা কহি সেই বাণী ॥
আস্বাদহ ভক্তগণ করি নিবেদন।
মাধব পুরীর গুণ অচিন্ত্য কথন ॥
আপনে শ্রীমুখে গৌর করিল কীর্ত্তন।
মহিমা বর্ণিতে তার সাধ্য কোন জন ॥
প্রভু পাশে বিদায় লয়া মাধবেন্দ্র পুরী।
ভ্রময়ে পরমানন্দে প্রভু পদ স্মরি ॥
হেনমতে কতকাল করিয়া যাপন।
রেমুনায় গোপীনাথে হৈল অদর্শন ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ—
'ঐছন শ্রীপুরী বহু কৈলা যাতায়াত।
শেষে গোপীনাথ পদে হইলা সিদ্ধিপ্রাপ্ত' ॥
মাধবেন্দ্র পুরী যবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
অসুস্থ আছিলা গোপীনাথ সন্নিধান ॥
সেকালে ঈশ্বরপুরী বহু সেবা কৈল।
সেবাগুণে পুরীপাদ তাহে সুখী হৈল ॥
আপন সম্পদ যত প্রেম মহাধন।
যে ধন পূর্ব্বেতে প্রভু করেছে অর্পণ ॥
ঈশ্বর পুরীরে সেই প্রেম সমর্পিল।
নিশ্চিন্ত হইয়া পুরী অন্তর্দ্ধান কৈল ॥

সিদ্ধ-প্রাপ্তিকালে পুরী করয়ে চিন্তন।
'কোথায় গোপাল মোর হৃদয়ের ধন ॥
কাঁহা মোর গোপালদেব। কাঁহা বৃন্দাবন।
আর্ত্তনাদ করি পুরী করয়ে ক্রন্দন ॥
তথাহি—শ্রীপদাবল্যাং ৪০০ শ্লোক ধৃত
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী বাক্যং—
অয়িদীন দয়াদ্র'নাথ, হে মথুরানাথ,
কদাবলোক্য সে।
হৃদয়ং ত্বদবলোক—কাতরং দয়িত
ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥
হে দীন দয়াদ্র'নাথ। হে মথুরানাথ।
কৃপা করি কর মোরে এবে আত্মসাথ ॥
শ্লোক দ্বারে এইমত করিয়া স্তবন।
প্রেমযোগে পুরী কৈল লীলা সম্বরণ ॥
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি কৈল আগমন।
জগতের প্রেমনিধি করিল গমন ॥
জয় মাধবেন্দ্র পুরী ভক্তি পথ গুরু।
প্রেমভক্তি দেহ মোরে হয়া কল্পতরু ॥
কৃপা করি কেশে ধরি তার প্রেমনীরে।
তুমি বিনা কেবা আছে আমারে উদ্ধারে ॥
এককণা প্রেমভক্তি করহ অর্পণ।
মহিমা দেখুক তব এ তিন ভুবন ॥
বড়ই অযোগ্য লাগি কহিতে বাসি ভয়।
কিশোরী দাসে কৃপা কর হইয়া উদয় ॥

শ্রীচূড়ামনিদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয় মতে শ্রীগৌরাঙ্গ সহ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের মিলন বাক্য অসম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রমাণে গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর ও মাধবেন্দ্র পুরী প্রকট ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণ কালে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত মিলন বাক্যই তাঁর সাক্ষী। মহাপ্রভুর জন্মকালে নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ে থাকিয়া হুঙ্কার করেন। পরে তীর্থভ্রমণ কালে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

জয় জয় শচীসুত জয় বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নাম ধর ।।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর ।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু পরিকর ।।
ভক্তি পথ আদিগুরু মাধবেন্দ্র পুরী ।
তাহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ।।
ভক্তিকল্প বৃক্ষের তেঁহ হয়েন অঙ্কুর ।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর প্রেমরস পুর ।।

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—২৩ শ্লোকঃ—

তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ ।।
ঈশ্বরপুরী হন শৃঙ্গার ফল স্বরূপ ।
শৃঙ্গার রস বিস্তারয়ে হয়া রসভূপ ।।
পুরীর মহিমা হয় অনন্ত অপার ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ শিষ্য রূপে যার ।।
চৌদ্দভুবনের গুরু শ্রীগৌর সুন্দর ।
তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরী খ্যাত চরাচর ।।
জগতের শিক্ষা লাগি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
পুরীরে করিলা গুরু আনন্দ অন্তর ।।
কৃষ্ণ প্রেমময় তনু শ্রীঈশ্বর পুরী ।
আবির্ভূত কুমার হট্টে বিপ্ররূপ ধরি ।।

তথাহি—শ্রীচ প্রেঃ বিঃ—২৩ বিলাস ।

'রাঢ়ীয় ব্রহ্মাণ শ্যামসুন্দর আচার্য্য ।
কুমারহট্ট বাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য্য ।।
তাঁর পুত্র ঈশ্বরপুরী বুদ্ধো বৃহস্পতি ।
বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁর মতি গতি ।।
পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস ।
মাধবেন্দ্র শিষ্য হয়া করিলা সন্ন্যাস ।।
'ঈশ্বর পুরী নাম' হৈল সন্ন্যাস আশ্রমে ।
মাধবের করে সদা চরণ সেবনে' ।।
কুমারহট্ট বাসী শ্যামসুন্দর আচার্য্য ।
সর্ব্বগুণশালী বিপ্র জগতের আর্য্য ।।
তাঁর পুত্র ঈশ্বর পুরী সর্ব্বগুণ বান ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ প্রেমিক প্রধান ।।
শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি আগমণে ।
আবির্ভূত ধরা মাঝে হেরি শুভক্ষণে ।।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
মাধবেন্দ্র শিষ্য হয়া করিলা গমন ।।

তথাহি শ্রীচৈঃ চঃ নাটকে ১ময়ের বঙ্গানুবাদে—
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পরম মহান্ত ।
দশাক্ষর মন্ত্র তাঁর উপাস্য একান্ত ।।
সেই মন্ত্র দিলা তিঁহ ঈশ্বর পুরীরে ।
মন্ত্র সেই পাইয়া প্রেম সমুদ্রে বিহরে ।।
শিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র তাঁরে গুরু করি ।
পুরীস্থানে লৈলা সেই মন্ত্র দশাক্ষরী ।।
পুরীস্থানে দশাক্ষর মন্ত্র লাভ কৈল ।
মন্ত্র পায়া ঈশ্বর পুরী কৃতার্থ হইল ।
সংসার ত্যজিয়া করে শ্রীগুরু সেবন ।
সেবানন্দে মগ্ন সদা নহে অন্য মন ।।
কায়মনে করে সদা গুরুর সেবন ।
গুরু-সুখ লাগি তার চেষ্টা অনুক্ষণ ।।
শ্রীগুরু সেবন বিনা ভক্তি নাহি হয় ।
এই বাক্য সর্ব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ।।

তথাহি—শ্রীগুরু দেবাষ্টক বাক্যং—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

যাহার প্রসাদে হয় ভগবৎ প্রসাদ।
অপ্রসাদে কভু নাহি ঘুচে অবসাদ ॥

তথাহি—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুং এব প্রসাদয়েৎ ॥

কুত্রাপিও কৃষ্ণ যদি হন রুষ্ট মন।
শ্রীগুরু প্রসাদে তাহা হয় নিবারণ।
সেই গুরুদেব যদি হন রুষ্ট মন।
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নারে করিতে রক্ষণ ॥
হেন মহিমাময় শ্রীগুরুর চরণ।
ভাগ্যবান জন সেবে লইয়া স্মরণ ॥
পরম দয়াল হন শ্রীঈশ্বর পুরী।
জগজ্জীবে শিক্ষা দেন আপনি আচরি ॥
প্রেমানন্দে শ্রীপাদ করে গুরুর সেবন।
তাঁর সেবায় মাধবেন্দ্র তুষ্ট অনুক্ষণ ॥
শ্রীপাদের গুরুসেবা অপূর্ব্ব কথন।
চৈতন্য চরিতামৃতে রয়েছে বর্ণন ॥
শ্রদ্ধা করি শুন সবে যত শ্রোতাগণ।
শ্রবণে গুরুপদে রতি লভে সর্ব্বজন ॥

তথাহি-শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ডে ৮ম পরিঃ—

'ঈশ্বর পুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ' ॥

যেকালে মাধব পুরী রেমুনায় এল।
অসুস্থ অবস্থা হেরি বহুত সেবিল ॥
কায়মনে গুহ্য সেবা করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা করায় শ্রবন ॥
তাহার সেবায় তুষ্ট শ্রীমাধব পুরী।
পরম আগ্রহে কহে অতি যত্ন করি ॥
বহুত করিলে তুমি, আমার সেবন।
বিশেষে ইষ্ট স্ফুর্ত্তি করালে অনুক্ষণ ॥
পরম সুযোগ্য তুমি শিষ্য যে আমার।
কৃষ্ণ কৃপা পাইবারে তব অধিকার ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ডে ৮ম পরিঃ—

'তুষ্ট হঞা পুরী তারে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল কৃষ্ণে তোমা হউক প্রেমধন' ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিখণ্ডে ৯ম অঃ—

'যত প্রেম মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বর পুরীরে'।
শ্রীপাদের গুণবশে শ্রীমাধব পুরী।
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিল কৃপা দৃষ্টি করি ॥
হেনমতে সুনির্ম্মল কৃষ্ণ প্রেমধন।
ঈশ্বর পুরীর দেহে কৈল সঞ্চারণ ॥
এই ধন লয়া পুনঃ শ্রীগৌর সুন্দর।
পতিত জীবেরে দিল আনন্দ অন্তর ॥
এতেক দুর্ল্লভ ধন করিয়া অর্পণ।
প্রেমযোগে মাধব কৈল লীলা সম্বরণ ॥
শ্রীগুরু বিয়োগে শ্রীপাদ কাতর অন্তর।
প্রেমেতে বিহ্বল অঙ্গ নহেক সম্বর ॥
গুরুদত্ত প্রেমে মত্ত সদা প্রাণ মন।
ক্ষণেকে হুঙ্কার করে ক্ষণে অচেতন ॥

কভু হাসে কভু কান্দে কভু গড়ি যায়।
প্রেমের বৈভব তাঁর কহনে না যায় ॥
বিরহ বিক্ষেপে কভু হোতে নারে স্থির।
শ্রীগুরু বিরহানলে হইল অস্থির ॥
হৃদয়ের ধন তাঁর শ্রীগুরু রতন।
তাহার বিরহে সদা দহে প্রাণমন ॥
শ্রীগুরু বিরহানলের নাহিক তুলনা।
উপভোগী জন বিনা বুঝে কোন জনা ॥
আহার নিদ্রায় কভু নহে তার মন।
মলিন বসন সদা করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হৈল তার কায়।
কৃষ্ণগুণ নাম গাহি ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি নবদ্বীপ মাঝে।
বিহ্বল হইয়া এল অদ্বৈত সমাজে ॥
আচার্য্য জীবের দশা করি নিরীক্ষণ।
মুকুন্দাদি সহ বসি সকরুণ মন ॥
'মদন গোপাল' পাশে করে নিবেদন।
বিদ্যাগর্ব্ব ছাড়ি প্রভু বিলাও প্রেমধন ॥
সহসা শ্রীপাদ্ তথা কৈল আগমণ।
হেরিয়া আচার্য্যাদি সবে সচকিত মন ॥
তাঁর বেশে তারে কেহ চিনিতে না পারে।
মুকুন্দ গাহিয়া গান চিনায় সবারে ॥
কৃষ্ণলীলা গীত যদি মুকুন্দ গাহিল।
শুনি ছিন্নতরু প্রায় ভূমিতে পড়িল ॥
অদ্বৈত করিয়া কোলে কৈল আলিঙ্গন।
দোঁহার মিলনে প্রেম উথলে ঘনে ঘন ॥
অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যায় ভাসে সর্ব্বজন।
অদ্বৈত ভাবয়ে হৈল অভীষ্ট পূরণ ॥
যে লাগি করিল মুই এতেক চিন্তন।
শ্রীপাদের দ্বারে তাহা হইবে পূরণ ॥

শ্রীপাদের অত্যদ্ভুত প্রেমের মহিমা।
ভাঙ্গিবে প্রচণ্ডাঘাতে প্রভুর গরিমা।
পরম দৈন্যের খনি শ্রীঈশ্বর পুরী।
বহুত প্রেমরঙ্গ করে চিদানন্দে পুরী ॥
বহুক্ষণ প্রেমানন্দ করিয়া তথায়।
প্রেমেতে বিহ্বল পুরী ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
দৈবেতে হইল দেখা গৌরচন্দ্র সনে।
শ্রীপাদে হেরিয়া প্রভু প্রণমে আপনে ॥
আপন ভৃত্যেরে হেরি শ্রীগৌর সুন্দর।
নমস্কার করিলেন আনন্দ অন্তর ॥
যুগে যুগে যাঁর ভক্তি-গুণ-বশ হয়া।
গুরুরূপে অঙ্গীকার আনন্দিত হয়া ॥
সেইত পুরীরে হেরি প্রভু সুখ মন।
গর্ব্ব ত্যজি নম্র হই করিল বন্দন ॥
দৈন্য স্তুতি করি প্রভু বলেন বচন।
মোর ঘরে আজি মান ভিক্ষা নিমন্ত্রণ ॥
পরম যতনে করি গৃহে আনয়ন।
ভিক্ষা করাইয়া কৈল বহুত সেবন ॥
তথা হতে পুরী গোপীনাথ বাসে এল।
তথা মাস কত রহি গ্রন্থ যে লিখিল ॥
'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত' নামে শ্রীগ্রন্থ রতন।
লিখি গদধর দ্বারে করান পঠন ॥
শ্রীপাদ মহিমা শুনি যত ভক্তগণ।
গোপীনাথাবাসে আসি করয়ে মিলন ॥
পড়িয়া পড়াইয়া প্রভু দিবা অবসানে।
শ্রীপাদের স্থানে আসে মহানন্দ মনে ॥
শ্রীপাদেরে নমস্করি বসিলে আসন।
পরম আদরে শ্রীপাদ বলেন তখন ॥
মহাবিদ্যাবান তুমি পরম সুজন।
বিচার করহ মোর এ গ্রন্থ রতন ॥

সঙ্কোচ নাহিক কর করহ বিচার।
ইহাতে হইবে মোর আনন্দ অপার ॥
তবে শ্রীপাদেরে প্রভু বলয়ে বচন।
ভক্ত বাক্য হয় সদা কৃষ্ণের বর্ণন ॥
তোমার কবিত্ব বশ কৃষ্ণ অনুক্ষণ।
তাহা দোষিবারে শক্তি ধরে কোন জন ॥

তথাহি—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীর বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।
প্রেমের বর্ণন তব দোষে কোনজন।
ত্রিভুবনে নাহি হেরি আছে হেনজন ॥
পরম সন্তোষে শ্রীপাদ বলেন বচন।
মম সুখ লাগি বিচার করহ এখন ॥
ভক্ত সুখ লাগি প্রভু করয়ে বিচার।
রঙ্গ করি দোষ এক উত্থাপিল তাহার ॥
শেষে বিচারেতে যদি হইল খণ্ডন।
আর না দোষিল প্রভু শচীর নন্দন ॥
সর্ব্ব কাল ভক্ত জয় রাখে গৌরহরি।
শ্রীপাদের রাখিল জয় হেন রঙ্গ করি ॥
বিদ্যাগর্ব্ব সঙ্কোচন মনে করি আশ।
শ্রীপাদের দ্বারে পুরাইল অভিলাষ ॥
ভক্তিরসে চঞ্চল সদা শ্রীপাদের মন।
কতকাল রহি প্রেমে করয়ে ভ্রমণ ॥
প্রেমের ঠাকুর গোরা জগত জীবন।
প্রেম প্রকাশিতে সদা উৎকণ্ঠিত মন ॥
পিতৃ শ্রাদ্ধ ছল করি গয়াধামে গেল।
শ্রীপাদে হেরিয়া তথা বিহ্বল হইল ॥
নিশাভাগে শুভ স্বপ্ন করি দরশন।
ঈশ্বর পুরী গয়া ধামে কৈল আগমন ॥
প্রেম যোগে প্রভু করে শ্রীপাদে স্তবন।
কহে বহু ভাগ্যে পাইলাম দরশন ॥
তোমার দর্শনে মুক্ত হৈল পিতৃগণ।
কোটি তীর্থ ময় তুমি পতিত পাবন ॥
বহুত স্তবন করি বলেন বচন।
সংসার সমুদ্র হোতে করহ তারণ ॥
হেন কৃপা দৃষ্টি মোরে করহ এখন।
প্রেমের পাথারে যেন ভাসি অনুক্ষণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত মাধুরী।
পিয়াও আমারে এবে কৃপা দৃষ্টি করি ॥
তব পাদপদ্মে দেহ কৈল সমর্পণ।
কৃতার্থ করহ মোরে দিয়া প্রেমধন ॥
প্রভুর বচনে শ্রীপাদ বিগলিত মন।
কহয়ে সার্থক হেরি তোমার বদন ॥
'পূর্ব্বেতে হেরিল তোমা নবদ্বীপ মাঝে।
পাসরিতে নারি মুই সদাহৃদে জাগে ॥
সত্য সত্য কহি শুন আমার বচন।
কৃষ্ণ দরশন সুখ তোমার দর্শন' ॥
তবে প্রভু কহে, 'মোর ভাগ্য উপজিল।
আমারে হেরিয়া তোমার ইষ্ট স্ফূর্ত্তি হৈল' ॥
হেনরঙ্গ কতক্ষণ করি দুইজন।
নিজ নিজ কার্য্যে তবে করিল গমন ॥
প্রভু যবে বাসা গিয়া করিছে রন্ধন।
সেকালে শ্রীপাদ তথা দিল দরশন ॥
শ্রীপাদে হেরিয়া প্রভু মহানন্দ মন।
পরম যতনে দিল বসিতে আসন ॥
পাছেতে করায়া তাঁরে ভিক্ষা অঙ্গীকার।
পরম হরিষে পরিচর্য্যা করয়ে অপার ॥
আর দিনে মহাপ্রভু শ্রীপাদের স্থানে।
সদৈন্যেতে মন্ত্র দীক্ষা চাহিলা আপনে ॥

প্রভু অভিলাষ মতে শ্রীঈশ্বর পুরী।
মন্ত্র দীক্ষা দিল তারে মহানন্দ করি ॥
দশাক্ষর মন্ত্র দিল ব্রহ্মকুণ্ড তীরে।
মন্ত্র পাইয়া মহাপ্রভু আপনা পাসরে ॥
শ্রীপাদের গুণ গায় অতি উচ্চ করি।
প্রদক্ষিণ করি কহে দৈন্য স্তুতি করি ॥
আজি হৈতে করিলাম আত্ম সমর্পণ।
কৃতার্থ করহ মোরে দিয়া প্রেমধন ॥
নিরন্তর ভাসি যেন প্রেমের পাথারে।
হেন কৃপা দৃষ্টি তুমি করহ আমারে ॥
প্রভুর সদৈন্য বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রেমানন্দে কোলে তুলি দিল আলিঙ্গন ॥
দোঁহার মিলনে প্রেম ভাণ্ডার উথলিল।
হেরিয়া জগত বাসী কৃতার্থ হইল ॥
প্রভুর গচ্ছিত যেই প্রেম মহানিধি।
শ্রীপাদ সমর্পিল আজি পায়া গুণনিধি ॥
মাধবেন্দ্র যেই ধন করিল অর্পণ।
সেইধন গৌরচন্দ্রে কৈল সমর্পণ ॥
যাঁর ধন তাঁরে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।
এতদিনে গুরুভার খালাস করিল ॥
আপন কর্ত্তব্য পূর্ণে শ্রীপাদ সুখমন।
মহিমা বাড়াল তাঁর শচীর নন্দন ॥
লোক শিক্ষা লাগি তাঁর স্থানে দীক্ষা লয়া।
জগজীবে শিখাইল করুণা করিয়া ॥
শ্রীগুরু মহিমা যত জগতে বুঝাল।
আপনি আচরি গুরু ভক্তি শিখাইল ॥
গুরুভক্তি শিখাইতে প্রভু গৌর হরি।
শ্রীপাদ ভবনে এল মহাগ্রহ করি ॥
চৌদ্দশ ছত্রিশ শকে কার্ত্তিকী কৃষ্ণাত্রয়োদশী।
উপনীত কুমারহট্টে জীব ভাগ্য শশী ॥

বৃন্দাবন যাত্রা ছলে শচীর নন্দন।
গৌড় দেশে আসি এল শ্রীগুরু ভবন ॥
শ্রীপাদের জন্ম ভূমি কুমারহট্ট গ্রাম।
নয়নে হেরিয়া প্রভু কান্দে অবিরাম ॥
শ্রীপাদের জন্ম ভূমি মহাপুণ্য স্থান।
স্তুতি নতি করি প্রভু করে গুণ গান ॥
শ্রীপাদ মহিমা কত করিল বর্ণন।
বহুত করিলা স্তব করিয়া ক্রন্দন ॥
শ্রীপাদের জন্মস্থানে গড়াগড়ি দিল।
গুরু-পদ-রজ লয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিল ॥
'জীবন ধন প্রাণ' বলি সেই ধূলা লয়া।
বহির্ব্বাসে বান্ধি চলে আনন্দিত হয়া ॥
ভাগ্যবান জন হেরি তাহা বান্ধি নিল।
পতিত তারণ লাগি এক স্মৃতি কৈল ॥
অদ্যাপি 'শ্রীচৈতন্য ডোবা' খ্যাত সর্ব্বজন।
বারি রজ লয় যত ভাগ্যবান জন ॥
তাঁহা স্নান পানে আর শ্রীরজ-স্পর্শনে।
শুদ্ধা ভক্তি লভি জীব পায় প্রেমধনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপার অন্ত নাই।
লীলা রঙ্গে কৃপাশক্তি রাখে এই ঠাঁই ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিখণ্ডে ১৫শ অধ্যায়—

'যত প্রীত ঈশ্বরে ঈশ্বর পুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে ॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান ॥
প্রভু বলেন, এই কুমারহট্টেরে নমস্কার।
ঈশ্বর পুরীর যেই গ্রামে অবতার ॥
কান্দিলেন বিস্তর শ্রীচৈতন্য সেই স্থানে।
আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বর পুরী বিনে ॥

সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি ॥
প্রভু বলেন ঈশ্বর পুরী'র জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ॥
হেনমতে গুরুভক্তি শিখায় সবারে।
পতিত পাবন গোরা এই অবতারে ॥
প্রভুর সম্পদ প্রভু করে সমর্পিয়া।
নিশ্চিতে শ্রীপাদ ভ্রমে প্রেমে মত্ত হয়া ॥
এইত কহিল গৌর সহিত বিলাস।
নিত্যানন্দ সহ শুন লীলার প্রকাশ ॥
অপূর্ব্ব ভারতী তাহা শুন সর্ব্বজন।
বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ একত্র মিলন ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ৬০ শ্লোকঃ
অস্যাগ্রজস্তুকৃতদার পরিগ্রহঃ সন
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান ভুবি বিশ্বরূপঃ।
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বর মাপয়িত্বা
পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব ইতি ॥
আপন জ্যোতিঃ পুরীপাদে করিয়া স্থাপন।
সঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপ হৈল অদর্শন ॥
চৌদ্দশত সাত শকে গৌর অবতার।
সেই শকে নিত্যানন্দে মিলন তাহার ॥
দৈবে শ্রীপাদ একচক্রা করিল গমন।
অতিথি হইল হাড়াই পণ্ডিত ভবন ॥
সারানিশি কৃষ্ণ কথা করি আলাপন।
কহে তব জ্যৈষ্ঠ পুত্রে করহ অর্পণ ॥
তীর্থ ভ্রমণের যোগ্য নাহিক ব্রাহ্মণ।
শুনি বাক্য-বদ্ধ ওঝা কৈল সমর্পণ ॥
তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ ২৪ বিলাস—
'জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্ন করয়ে দর্শন।
বলরাম আসি তারে কহয়ে বচন ॥
আমি হাড়া ওঝা পুত্র ওহে ন্যাসীবরে।
নিত্যানন্দ নাম হয় এই অবতারে ॥
মোরে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করাইঞা গ্রহণ।
'নিত্যানন্দ অবধূত' নাম মোর করিবা রক্ষণ ॥
এত বলি বলরাম মন্ত্র কৈলা কানে।
এই মন্ত্র মোরে তুমি করাবে গ্রহণে ॥
ইহা কহি বলরাম হৈলা অন্তর্হিত।
জাগি দেখে ন্যাসীবর রজনী প্রভাত ॥
দৈবে সেই সন্ন্যাসী আইলা হাড়া ওঝা ঘরে।
নিত্যানন্দ স্বরূপের নিলা ভিক্ষা করে ॥
সেই সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বর পুরী হয়।
নিত্যানন্দ দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করয় ॥
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে দিলা।
তেজরূপে বিশ্বরূপ নিতাইয়ে মিশিলা ॥
সন্ন্যাসীর তেজে নিতাই হৈলা অবধূত।
ঈশ্বর পুরী সহ তীর্থ ভ্রমিলা বহুত ॥
ঈশ্বর পুরী নিত্যানন্দে করিয়া গ্রহণ।
প্রেমানন্দে বহু তীর্থে করিল ভ্রমণ ॥
দক্ষিণেতে বিশ্বরূপ সহিত মিলন।
অন্তর্দ্ধান কালে তেজ করিল স্থাপন ॥

তথাহি—তত্রৈব—
'বিশ্বরূপ ঈশ্বর পুরীরে প্রণমিলা।
নিজ ঐশ তেজ তিঁহ পুরীতে স্থাপিলা ॥
বিশ্বরূপ বোলে দেব এই তেজ ঘন।
নিত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া করহ স্থাপন ॥
ইহা বলি বিশ্বরূপের সিদ্ধ প্রাপ্তি হৈল।
ঈশ্বর পুরী তথা হৈতে অন্যত্র চলিল' ॥
কতদিন নিত্যানন্দ সহিত ভ্রমণ।
কহে পুরী নিত্যানন্দ শুনহ বচন ॥

পুরী মাধবেন্দ্র যাব করিতে অন্বেষণ।
মাধবেন্দ্র মিলন চিত্তে রাখিহ স্মরণ॥
এত কহি ঈশ্বর পুরী করিল গমন।
একাকী নিতাই প্রেমে করয়ে ভ্রমণ॥
হেথা পুরী মাধবেন্দ্র স্থানেতে পৌছিল।
কতদিনে নিত্যানন্দে মিলন ঘটিল॥
মাধবেন্দ্রে নিত্যানন্দে অদ্ভুত বিলাস।
শ্রীপাদ রহয়ে সদা মাধবেন্দ্র পাশ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নিতাই বৃন্দাবনে এল।
গোরে দীক্ষা দিয়া শ্রীপাদ ব্রজেতে পৌছিল॥
নিত্যানন্দ সহ মিলি বলয়ে বচন।
শীঘ্র নবদ্বীপে তুমি করহ গমন॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন এবে হৈল শচীসুত।
শীঘ্র তুমি যাহ তথা দেখহ অদ্ভুত॥
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এল।
কতদিন রহি শ্রীপাদ অন্তর্দ্ধান কৈল॥
চৌদ্দশ তেত্রিশ শক কৈল আগমন।
ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী তাহাতে মিলন।
শ্রীগুরু বিরহানলে দহে প্রাণ মন।
শুভ তিথি হেরি প্রেমে ত্যজিল জীবন॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া মাধবেন্দ্রের চরণ।
অন্তর্দ্ধান করিলেন হয়া প্রেমমন॥
'গোবিন্দ কাশীশ্বর' নামে সেবক দুইজন।
সিদ্ধ প্রাপ্তি কালে করে বহুত সেবন॥
সেবায় সুখী হয়া পুরী বলেন বচন।
নীলাচলে গিয়া কর গৌরাঙ্গ সেবন॥
যাঁর লাগি কর সদা সাধন ভজন।
নীলাচলে রহে সেই সাধনের ধন॥
সন্ন্যাসীর রূপ ধারী শ্রীগৌর বিগ্রহ।
সমীপে যাইয়া সেব করিয়া আগ্রহ॥
শ্রীগুরু আজ্ঞায় দোঁহে করিল গমন।
শ্রীপাদের মহিমা বুঝে আছে কোন জন॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন মোর প্রভু গৌরহরি।
তাঁর সুখ চাহে সদা শ্রীঈশ্বর পুরী॥
সর্ব্বকাল গুরু রূপ করি পরিগ্রহ।
গৌরাঙ্গেরে সুখ দিতে সদাই আগ্রহ॥
সর্ব্বকালে গৌরাঙ্গের সহিত বিহার।
'গৌরাঙ্গের গুরু' বলি এই খ্যাতি যার॥
জয় জয় ঈশ্বর পুরী পতিত পাবন।
অচিন্ত্য মহিমা যার ঘোষে ত্রিভুবন॥
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাহা করিল কীর্ত্তন।
কার শক্তি তাঁর গুণ করিতে বর্ণন॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরি বারে চাই।
অপরাধ ক্ষমা কর বৈষ্ণব গোঁসাই॥
ওহে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী প্রেমিক সুজন।
মোরে কৃপা দৃষ্টি কর মুই অভাজন॥
পরম দুর্ল্লভ যেই ব্রজ প্রেমধন।
তার এক কণা দেহ জানি নিজ জন॥
সাধন ভজন হীন মুই মূঢ়মতি।
তোমার করুণা বিনা না ঘুচে দুর্গতি॥
নিরন্তর সেবি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
হেন বাঞ্ছা চিত্ত মাঝে করাহ স্ফুরণ॥
অগতির গতি তুমি করুণা নিদান।
কিশোরী দাসে কৃপা কর জানিয়া অজ্ঞান॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে
শ্রীগুরুবর্গে ভক্তিকল্প বৃক্ষস্য অঙ্কুরাদিমহিমা
কথনং নাম দ্বিতীয় লহরী সমাপ্ত॥

তৃতীয় লহরী

শ্রীপরমানন্দ পুরী

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সর্ব্বাশ্রয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর ॥
ভুবন পাবন প্রভু শচীর নন্দন।
পৃথ্বীমাঝে কল্পবৃক্ষ করিল স্থাপন ॥
ভক্তি কল্প বৃক্ষ বীজ মাধবেন্দ্র পুরী।
তাঁর শিষ্য প্রেমময় পরমানন্দ পুরী ॥
ভক্তিকল্প বৃক্ষের তেঁহ মধ্য মূল হয়া।
সুস্থির রাখয়ে বৃক্ষ প্রেম প্রকাশিয়া ॥
নিশ্চলে রহয়ে বৃক্ষ সদা নবমূলে।
প্রেমফল প্রকাশয়ে হয়া কুতূহলে ॥
পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দ আর বিষ্ণু পুরী।
কৃষ্ণানন্দ সুখানন্দ আর কেশব পুরী ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতী আর কেশব ভারতী।
নৃসিংহতীর্থ এই নয় মূলা খ্যাতি ॥
ভক্তিকল্প বৃক্ষমূল এই নয় জন।
মধ্য মূল পরমানন্দ খ্যাত সর্ব্বজন ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১১৮ শ্লোঃ
'পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা'।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ ২য় দর্শন—
'শ্রীমন্তং পরমানন্দং কলৌ চৈতন্য সঙ্গকং।
শ্রীলোদ্ধবমহং বন্দে সর্ব্বদা বুদ্ধিনোত্তমং ॥
পারিষদ অনেকদাস উদ্ধব মুখ্য তাহে।
পরমানন্দ পুরী চৈতন্য সঙ্গে রহে ॥

পরমানন্দ একদিন প্রভুর সাক্ষাতে।
উদ্ধব সংবাদ কথা লাগিলা কহিতে ॥
সভে কহে ইহা তুমি কোথায় শিখিলা।
দেখিতে দেখিতে পুরী উদ্ধব মূর্ত্তি হৈলা' ॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণের সখা উদ্ধব মহামতি।
এবে পরমানন্দ পুরী প্রেমানন্দ মতি ॥
দ্বারকায় কৃষ্ণ সহ করিল বিলাস।
কৃষ্ণ জানাইল ব্রজ প্রেমের প্রকাশ ॥
ব্যাধি হল করি কৃষ্ণ বলেন বচন।
ভক্ত-পদ-রজঃ আনি করহ মোচন ॥
ত্রিভুবন ভ্রমি উদ্ধব কোথা না পাইল।
শেষে ব্রজ ধামে গিয়া বাঞ্ছা পুরাইল ॥
সেকালেতে বুঝিলেন ব্রজের মহিমা।
সর্ব্বারাধ্য ব্রজ প্রেম এই সাধ্য সীমা ॥
ব্রজবাসী ভাবে উদ্ধবের সুখ মন।
আস্বাদিতে চিত্তে লোভ কৈল আগমন ॥
সেই লোভাকৃষ্ট বাঞ্ছা করিতে পূরণ।
গৌর সহ কলি কালে কৈল আগমন ॥
ব্রজ প্রেম বিলাইতে গোরা অবতার।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে সঙ্গেতে বিহার ॥
প্রভু তারে গুরু বুদ্ধি করে অনুক্ষণ।
সখ্যভাবে পরমানন্দের মত্ত প্রাণ মন ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ নাটক ৮অঃ ৮ শ্লোকে
—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যম্।
অহো পরমানন্দপুরীশ্বর তাবন্মুনীন্দ্র
মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরস্য শিষ্যঃ।
যত্র খলু অগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য
সমগ্রমৈশ্বরং তেজং প্রবীষ্ট ॥
গৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ নাম।
তাহার সম্পূর্ণ তেজ পুরীতে বিশ্রাম ॥

মাধব পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী।
প্রবীষ্ট হইল তাহে লীলা অনুসারী ॥
কল্পবৃক্ষের মধ্য মূল পরমানন্দ।
নিশ্চলে রাখয়ে বৃক্ষ হয়া প্রেমানন্দ ॥
বিশ্বরূপ হন সঙ্কর্ষণ অবতার।
সর্ব্বভাবে সেবি করে লীলার বিস্তার ॥
এবে প্রেম কল্পবৃক্ষ করিতে রক্ষণ।
পুরীতে প্রবীষ্ট হৈল জানি প্রয়োজন ॥
ত্রিহুতেতে জন্মিলেন পুরী পরমানন্দ।
মাধবেন্দ্র পদাশ্রয়ে সদা প্রেমানন্দ ॥
শ্রীগৌর সুন্দর যবে দক্ষিণে চলিল।
পুরী সহ সেই কালে মিলন হইল ॥
তথাহি শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য খণ্ডে ৯ম পরিঃ—
'ঋষভ পর্ব্বতে চলি আইল গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা নতি স্তুতি করি ॥
পরমানন্দ পুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞির পাশ ॥
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে ॥
পুরী গোসাঞি বলে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাস্নানে ॥
প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥
এত বুলি তার ঠাঞি আজ্ঞা লইয়া।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে' ॥

হেনমতে প্রভুসহ পুরীর মিলন।
গৌরাঙ্গে হেরিয়া পুরী পুলকিত মন ॥
গৌরাঙ্গের রূপেগুণে মুগ্ধ পুরী মন।
অনিমিখে নিরখয়ে প্রভুর বদন ॥
গুরু মাধবেন্দ্র বাক্য হইল স্মরণ।
যেনমতে পূর্ব্বে তাঁরে বলিল বচন।
তথাহি—শ্রীবায়ু পুরাণে—
কলে প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসো গৌর বিগ্রহঃ ॥
এই শ্লোক বলি মাধবেন্দ্র যা কহিল।
চৈতন্য মঙ্গলে ঠাকুর লোচন বর্নিল ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ শেষখণ্ডে—
'করুণা সাগর প্রভু প্রেমার আবাস।
নিজ করুণায় দয়া করিব প্রকাশ ॥
মোর ভাগ্য নাহি-মুঞি দেখিব নয়নে।
তোর দেখা হৈল মোর করিহ স্মরণে ॥
যেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল।
সেই এই ভগবান—নিশ্চয় জানিল ॥
তবে পরমানন্দ প্রণমিতে চায়।
'কি করহ বলি' হাত ধরিলেন তায় ॥
প্রভু প্রেমে আলিঙ্গিয়া করিল গমন।
হেনমতে পরমানন্দের হইল মিলন ॥
তবে পুরী ক্ষেত্র হয়া গৌড় দেশে এল।
নবদ্বীপে আসি মিশ্র ঘরেতে রহিল ॥
পরম যতনে আই তাঁরে ভিক্ষা দিল।
প্রভুর ক্ষেত্রে আগমন তথায় শুনিল ॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণব যত প্রভুর নিজ জন।
শ্রীক্ষেত্রে চলিতে সবে করে আয়োজন ॥
সবা পাশে প্রভু বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
ক্ষেত্রেতে চলিতে পুরী উৎকণ্ঠিত মন ॥

দ্বিজ কমলকান্ত নাম প্রভু প্রিয়জন।
তারে সঙ্গে লয়া পুরী করিল গমন।
ভক্তগণ বিলম্বে পুরী ত্বরিতে চলিল।
কতদিনে প্রভুসহ মিলন ঘটিল ॥
দূর হৈতে পুরী পাদে করিয়া দর্শন।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রিয়ভক্তে হেরি প্রভু হরষিত মন।
স্তুতি করি নৃত্য করে প্রেমেতে মগন ॥
দুইবাহু তুলি প্রভু বলেন বচন।
বহুভাগ্যে হৈল শ্রীপাদের দরশন ॥
সফল লোচন মোর সার্থক জীবন।
মাধবেন্দ্র প্রকাশ এবে কৈল দরশন ॥
সন্ন্যাস সফল মোর এত দিনে হৈল।
এত বলি কোলে তুলি কান্দিতে লাগিল ॥
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নিজ প্রেম জলে।
প্রভুকে হেরিয়া পুরী হইল বিহ্বলে ॥
প্রভুর শ্রীমুখ হেরি পরমানন্দ পুরী।
আত্ম স্মৃতি দূর হৈল প্রেমানন্দে পুরি ॥
হেনমতে প্রেমানন্দে কতক্ষণ গেল।
বাহ্য পায়া দোঁহে বহু ইষ্ট গোষ্ঠী কৈল ॥
পুরীপাদে গুরুজ্ঞানে করিয়া সম্মান।
যতনে রাখিল প্রভু তাঁরে নিজ স্থান ॥
কাশীমিশ্র নিবাসেতে দিল এক ঘর।
সঙ্গেতে দিলেন এক সেবার কিঙ্কর ॥
আপন সমীপে রাখে পার্ষদ করিয়া।
প্রভু পাশে রহে পুরী মহানন্দ পায়া ॥
নিজপ্রভু পায়া পুরী প্রেমেতে মগন।
মহানন্দে সেবা করে করিয়া যতন ॥
ব্রজপ্রেম আস্বাদিতে গৌর অবতার।
পুরী সঙ্গে রহি করে সহায় তাহার ॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধি প্রভু করে সর্ব্বক্ষণ।
তথাপি পুরীর মন প্রভুর সেবন ॥
প্রভু যবে নিজ ভাবে বিহ্বল অন্তর।
সেকালে প্রবোধে পুরী আনন্দ অন্তর ॥
প্রভু সুখ লাগি চেষ্টা সদা পুরী মন।
সমীপে রহিয়া সুখ দেন অনুক্ষণ ॥
পুরী প্রতি গৌরাঙ্গের প্রীতি সর্ব্বক্ষণ।
রঙ্গে বুঝাইল তাহা করিয়া যতন ॥
পুরী সহ রসরঙ্গে মত্ত প্রভু মন।
একদা পুরীর মঠে কৈল আগমন ॥
কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ করিয়া কতক্ষণ।
রঙ্গে পুরী প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে বচন ॥
যদ্যপি অন্তরে প্রভু জানেন সকল।
তথাপি পুরীরে কহে হইয়া বিহ্বল ॥
তোমার কূপের জল হইল কেমন।
পুরী কহে কূপ জল কর্দ্দম যেমন ॥
'হায় হায়' করি প্রভু বলেন বচন।
'জগন্নাথ করিল হেন হইয়া কৃপণ।
এই কূপ জল যেবা করিবে স্পর্শন।
ঘুচিবে সকল পাপ পাইবে মোচন ॥
তেকারণে জগন্নাথের হেন মায়া হৈল।
নষ্ট জল বুঝি কেহ পান নাহি কৈল ॥

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে শ্রীপরমানন্দ পুরীর রচিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়—আদিখণ্ডে—৬৫—
'পরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়।
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহো গৌরাঙ্গ বিজয় ॥'

ভুজ তুলি উঠি প্রভু বলেন বচন।
মোরে জগন্নাথ বর কর সমর্পণ ॥
আজ্ঞা কর ভোগবতী করি আগমন।
প্রবেশ করুক কূপে দেখুক সর্ব্বজন ॥
প্রভুর প্রার্থনা শুনি যত ভক্তগণ।
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিলা তখন ॥
এতেক বলিয়া প্রভু করিল গমন।
সেইক্ষণে গঙ্গা কূপে কৈল আগমন ॥
প্রাতে উঠি সর্ব্বজনে করয়ে দর্শন।
কূপে সুনির্ম্মল বারি হইল পূরণ ॥
আশ্চর্য্য মানিল হেরি সর্ব্বভক্তগণ।
হেরিয়া হইল পুরী প্রেমেতে মগন ॥
গঙ্গার বিজয় হেরি সর্ব্বভক্তগণ।
কূপ প্রদক্ষিণ করে আনন্দিত মন ॥
শুনিয়া ত্বরিতে এল গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
কূপ জল হেরি কহে মহানন্দ করি ॥
'স্নান পান করিবে যে এই কূপ জল।
অবশ্য হইবে তার গঙ্গা স্নান ফল ॥
সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম হইবে তাহার।
পরম সুসত্য এই বচন আমার' ॥
প্রভুর শ্রীমুখ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দ সাগরে ভাসে যত ভক্তগণ ॥
পুরী গোসাঞির ভাগ্য প্রশংসে বার বার।
পুরী সম প্রভু প্রিয় কেহ নহে আর ॥
কূপ জলে স্নান করি প্রভু কুতূহলে।
পুরীর মহিমা কহে হইয়া বিহ্বলে ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ৩য় অঃ—

'প্রভু বলে, আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
নিশ্চয় জানিহ পুরী গোসাঞির প্রীতে ॥
'পুরী গোসাঞির আমি'—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা ॥
সকৃত যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেহো হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র' ।
ভক্তের মহিমা প্রভু জানায় সবারে।
প্রভু না জানালে কেবা জানিবারে পারে ॥
পরম গম্ভীর শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা।
সজন সহিত সদা করে প্রেম খেলা ॥
পুরীর মহিমা হয় অনন্ত অপার।
সবারে জানায় প্রভু প্রেম অবতার ॥
ভক্ত জানাইতে প্রভু সর্ব্ব শক্তি ধরে।
রঙ্গে কৃপা প্রকাশিয়া জানায় সবারে ॥
জয় পরমানন্দ পুরী প্রেমের পাথার।
যারে গৌরচন্দ্র কৃপা করিল অপার ॥
ওহে পরমানন্দ পুরী করুণা নিদান।
দেখাহ গৌরাঙ্গ লীলা করি কৃপা দান ॥
জন্মে জন্মে ভজি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
হেন কৃপাশীষ মোরে কর অনুক্ষণ ॥
শ্রীগৌর সুন্দর মোর হউক প্রাণপতি।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচিয়া মোর হউক শুদ্ধ মতি ॥
পরমানন্দ পুরী পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ চরণ ॥

শ্রীসুখানন্দ পুরী

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর ॥
ভক্তি কল্প বৃক্ষে নব মূল বিরাজয়।
সুখানন্দ পুরী তাহে এক মুল হয় ॥
তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ - ৯৬/৯৭ শ্লোঃ
বৃন্দাবনে যাঃ প্রাগাসন্ননিমাদ্যষ্ট সিদ্ধয়ঃ।
তা এবাষ্টৌ ভক্তরূপা ভূতা গৌড়ে চ তে যথা ॥
অনন্তশ্চ সুখানন্দোগোবিন্দো রঘুনাথকঃ।
কৃষ্ণানন্দ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর রাঘবৌ ॥
পূর্য্যুপাধিক্রমাজজ্ঞেয়া অনিমাদ্যষ্ট সিদ্ধয়ঃ।
পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে সিদ্ধি অষ্ট জন ॥
অনিমাদি নাম তার খ্যাত সর্ব্বজন।
ভক্তরূপ পরিগ্রহী সেই অষ্ট জন ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া ভবে লভিল জনম।
অনন্ত, রঘুনাথ, গোবিন্দ, সুখানন্দ ॥
রাঘব, কেশব, দামোদর, কৃষ্ণানন্দ।
আবির্ভূত অষ্ট সিদ্ধি ধরি অষ্টনাম।
গৌর প্রেম আস্বাদিতে হৈল বিদ্যমান ॥
কলি গৌর লীলারম্ভে প্রকট হইল।
করিতে গৌরাঙ্গ লীলা সহায় হইল ॥
গৌর সহ প্রেমরঙ্গে করিল বিহার।
পূর্ব্বভাবে সেবা করে আনন্দ অপার ॥
গুরুজ্ঞানে গৌর তাদের সম্মান বাড়াইল।
স্বীয় পারিষদ করি প্রেম প্রচারিল ॥
অষ্ট সিদ্ধি অষ্ট পুরী নামে খ্যাত হৈল।
আস্বাদিয়া গৌর প্রেম কৃতার্থ হইল ॥
জয় জয় অষ্ট সিদ্ধি পুরী অষ্টজন।
গৌর প্রেম পারিষদ প্রেমিক সুজন ॥
গৌরাঙ্গ সহায় লাগি যাদের অবতার।
তাদের মহিমা বর্ণে হেন সাধ্য কার ॥
অষ্ট পুরী পাদ পদ্মে একান্ত শরণ।
কিশোরী করয়ে গৌর সেবার প্রার্থন ॥

শ্রীকেশব ভারতী

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমরস ময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণ্য হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
কেশব ভারতী নাম ন্যাসী শিরোমণি।
প্রভু যারে ন্যাসী গুরু করিলা আপনি ॥
যাঁর স্থানে করি প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
আচণ্ডালে কৃষ্ণ প্রেম কৈল বিতরণ ॥
বিশেষে তার্কিক বিদ্যা অভিমানী জনে।
প্রেমভক্তি সমর্পিয়া কৈল নিজ জনে ॥
কেশব ভারতী হন মহাভাগ্যবান।
গৌরাঙ্গ সুন্দর যাঁরে করে গুরুজ্ঞান ॥
গুরু অঙ্গীকার করি কৈল প্রেমদান।
জগতেরে বুঝাইল মহিমা তাহান ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৫২ শ্লোকঃ।
মথুরায়াং যজ্ঞ সূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ।
দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশব ভারতী ॥
তথাহি—শ্রীবৈঃ বঃ দেবকীনন্দন কৃত্য
'কেশব ভারতী বন্দ সান্দীপনি মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসী গুরু করিলা আপনি' ॥

পূর্ব্বে মথুরায় যেবা যজ্ঞ সূত্র দিল।
সেই সান্দীপনি এবে আর্বিভুত হৈল ॥
'কেশব ভারতী' নামে হৈল ন্যাসীরূপ।
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিল ধরি গুরুরূপ ॥
তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৩ বিলাস—
'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকালীনাথ আচার্য্য।
কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্ব্ব গুণে বর্য্য ॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হয়া করিলা সন্ন্যাস।
কেশব ভারতী'—নাম জগতে প্রকাশ ॥
কেশব ভারত্যা আর পুরী ঈশ্বর।
একই আত্মা কেবল ভিন্ন কলেবর' ॥
তথাহি—প্রাচীন পুথী ধৃত—
'রাঢ় দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হইলা শেষে দেন্দুড়া আসিয়া ॥
কেশব ভারতী যথা করি বাল্য লীলা।
শৃঙ্গারী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী।
যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী ॥
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন এখন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলা যখন' ॥
বৃন্দাবন দাস যবে দেন্দুড়াতে যায়।
সেকালের কাহিনী বর্ণন ইহায় ॥
প্রসঙ্গেতে ভারতীর পরিচয় দিল।
বাল্যকালে দেন্দুড়ায় বিহার করিল ॥
এইত কহিল ভারতীর পরিচয়।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস যৈছে শুন মহাশয় ॥
শ্রীগৌর সুন্দর যবে করিল সন্ন্যাস।
তৎপূর্ব্বে ভারতী আইল তাঁর পাশ ॥
নদীয়া নগরে যবে ভারতী আসিল।
গৃহে আনি ভিক্ষা দিয়া প্রভু স্তুতি কৈল ॥

সংসার মোচন বার্ত্তা কৈল নিবেদন।
ভারতী কহে, 'তব বাক্য কে করে হেলন ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
তব বাক্য লঙ্ঘিবারে না পারিব আমি' ॥
এত কহি কাটোয়ায় ভারতী চলিল।
গৃহ ত্যজি প্রভু গিয়া সন্ন্যাস করিল ॥
সন্ন্যাস অভিলাষ করি প্রভু গৌরহরি।
ভারতীর স্থানে গেল কৃপাদৃষ্টি করি ॥
কেশব ভারতী বৈসে কণ্টক নগরে।
গৃহত্যজি চলে প্রভু আনন্দ অন্তরে ॥
ভারতী চরণ বন্দি করে নিবেদন।
কৃপা করি মন বাঞ্ছা করহ পূরণ ॥
কর যোড়ে স্তুতি করি বলেন বচন।
অনুগ্রহ কর মোরে পতিত পাবন ॥
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ বৈসে অনুক্ষণ।
তুমি মোরে দিতে পার শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয়।
কৃষ্ণপদে দাস্য ভাব হউক আশয় ॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ যেন হয় প্রাণনাথ।
কৃপাময় কৃপা কর মুই যে অনাথ ॥
এতেক বলিয়া প্রভু ভাসে প্রেমজলে।
হুঙ্কার ক'রিয়া নাচে হইয়া বিহ্বলে ॥
প্রেমের বৈভব হেরি কেশব ভারতী।
মহানন্দে প্রভু প্রতি কহে করি স্তুতি ॥
যতেক হেরিল তব প্রেমের বিকাশ।
'ঈশ্বর শক্তি বিনা নহে অন্যত্র প্রকাশ ॥
জগতের গুরু তুমি বুঝিল এখন।
তব গুরু যোগ্য নাহি হেরি ত্রিভুবন ॥
লোকশিক্ষা লাগি তব ভবে আগমন।
আমারে করিবে গুরু জানি নিজজন' ॥

প্রভু কহে, মায়া নাহি কর মম প্রতি।
কৃষ্ণদাস কর মোরে ঘুচুক দুর্ম্মতি ॥
হেন দীক্ষা দেহ মোরে করি কৃপা দান।
জন্মে জন্মে সেবি যেন কৃষ্ণ ভগবান ॥
হেন মতে প্রেমরঙ্গ করি গৌরহরি।
সন্ন্যাস সামগ্রী আনে অতি ত্বরা করি ॥
মস্তক মুণ্ডন করি বসিয়া আসনে।
ছলে ভারতীর প্রতি কহয়ে গোপনে ॥
'স্বপ্নে মম পাশে আসি এক মহাজন।
কর্ণেতে সন্ন্যাস মন্ত্র করিল কথন ॥
যোগ্যাযোগ্য এবে তুমি কর বিচরণ।
এত কহি ভারতী কর্ণে বলিল তখন' ॥
ছলে ভারতীরে প্রভু নিজ শিষ্য কৈল।
ভারতী মহামন্ত্র শুনি বিস্ময় গনিল ॥
কহে, 'যে কহিলে তুমি মহামন্ত্র বর।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে নহে তোমা অগোচর' ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি ভারতী এখন।
প্রভু কর্ণে সেই মন্ত্র করিল অর্পণ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস নাম করিতে স্থাপন।
ভারতী চিন্তয়ে চিত্তে করিয়া যতন ॥
বহুত চিন্তিয়া শেষে স্থির কৈল মন।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম যোগ্য সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রভুর শ্রীবক্ষে হস্ত করি আরোপন।
মহানন্দে ভারতী তবে বলেন বচন ॥
কীর্ত্তন প্রকাশি কৈলে জগত চৈতন্য।
কৃষ্ণনাম বলাইয়া জীব কৈলে ধন্য ॥
তোমার সুযোগ্য নাম 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'।
যে নাম স্মরিয়া জীব হবে মহাধন্য ॥
গুরু দত্ত নামে প্রভু হয়া তুষ্ট মন।
প্রণমে ভারতী পদে হয়া প্রেম মন ॥

প্রভুর সন্ন্যাস লীলা করিয়া দর্শন।
বিহ্বল হইল যত প্রিয় ভক্তগণ ॥
প্রভুর আদেশে মুকুন্দ করয়ে কীর্ত্তন।
প্রেম প্রকাশিয়া নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে পাড়য়ে আছাড়।
দর্শনে সবার চিত্তে ত্রাসের সঞ্চার ॥
অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা উথলিত হৈল।
প্রেমাবেশে ভারতীরে আলিঙ্গন কৈল ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথের পায়া আলিঙ্গন।
ভারতী হইল তবে প্রেমেতে মগন ॥
প্রভু আলিঙ্গনে হৈল প্রেমের প্রকাশ।
ভারতী নাচয়ে প্রেমে ছাড়ি ঘন শ্বাস ॥
সম্বর নাহিক মানে গড়াগড়ি যায়।
সুনির্ম্মল প্রেমার্ণবে ভাসিয়া বেড়ায় ॥
ভারতীর প্রেম হেরি সবে সুখ মন।
প্রভুর করুণা বুঝি প্রেমেতে মগন ॥
কেশব ভারতী হন মহাভাগ্যবান।
রঙ্গে যাবে গৌর কৈল হেন কৃপা দান ॥
ভারতীর প্রেম হেরি প্রভু সুখ মন।
গুরু সহ প্রেমরঙ্গে করয়ে নর্ত্তন ॥
ভারতীরে কৃপাকরি প্রভু গৌরহরি।
ভক্ত বাৎসল্যতা জানায় জগ ভরি ॥
প্রভুর প্রসাদে ভারতী লভি প্রেমধন।
ভক্তির মহিমা বুঝি পুলকিত মন।
একদা ভারতীরে প্রভু জিজ্ঞাসে বচন।
ভক্তি জ্ঞান মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় কোন ধন ॥
কতক্ষণ বিচারিয়া কেশব ভারতী।
শ্রীগৌর সুন্দরে কহে হয়া সুখমতি ॥
'জ্ঞান হোতে শ্রেষ্ঠ হয় ভক্তির মহত্ত্ব।
মনে বিচারিয়া এবে বুঝি এই তত্ত্ব' ॥

প্রভু কহে 'জ্ঞান বড় কহে ন্যাসীগণ।
তাহা লঙ্ঘি কহ কেন এমত বচন।।
ভারতী কহেন, তারা হয় অজ্ঞ জন।
মহাজন পথ ছাড়ি করে আস্ফালন।।
তথাহি—
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।।
নানা মুনি নানা মত করয়ে বর্জন।
মহাজন পথ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বচন।।
ব্রহ্মা শিব নারদাদি যত মহাজন।
ভক্তি বাঞ্ছা করে সদা লইয়া স্মরণ।।
উদ্ধব অক্রুর ধ্রুব আদি যত জন।
ভক্তির আশ্রয় করি সধন্য জীবন।।
ভক্তিবলে প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র বিজয়।
অগ্নি বিষাদিতেও তাঁর নাহি হৈল ক্ষয়।।
ভক্তি বলে হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘিল।
হেনমতে কতজন মহিমা দেখাল।।
জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ হৈত কৃষ্ণ ভক্তি হোতে।
অবশ্য বরিত তারা মহানন্দ চিতে।।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি যদি করিল গ্রহণ।
এতেকে বুঝিল ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন।।
ভক্তিবশ হয়া কৃষ্ণ রহে গোপ সঙ্গে।
নিরবধি লীলা করে লয়া প্রেমরঙ্গে।।
জগত বন্দিত ভক্তি হয় অনুক্ষণ।
ভক্তি বলে কত জীব লভিল মোচন।

ভারতীর মুখে শুনি এতেক বচন।
হুঙ্কার করিয়া কহে শ্রীশচীনন্দন।।
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তখণ্ডে ৯ম অধ্যায়
'প্রভু বলে, আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাম—এই সত্য কহিল তোমারে।।
যদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্র ভিতরে'।।
এতেক কহিয়া প্রভু সন্তোষিত মন।
ভারতীর পাদ পদ্ম করিল ধারণ।।
প্রভু কহে, ভক্তি বিমুখ হয় যেই জন।
সন্ন্যাসী হইলেও তাঁর বৃথাই জীবন।।
শিখা সূত্র ত্যাগ আর তপ আচরণ।
ভক্তি বিনা ব্যর্থ তাহা শাস্ত্রের বচন।।
হেনরঙ্গে ভারতীরে শক্তি সঞ্চারিয়া।
বলাইল ভক্তিগুণ করুণা করিয়া।।
সর্ব্বকাল ভারতী হন গৌরাঙ্গের গুরু।
গৌরাঙ্গ করয়ে কৃপা হয়া কল্পতরু।।
প্রভু তারে গুরুবুদ্ধি করে অনুক্ষণ।
কৃতার্থ করিল তারে দিয়া প্রেমধন।।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে গৌর অবতার।
ভক্তেরে করিয়া কৃপা দেখাল সংসার।।
পরম সুকৃতীবান কেশব ভারতী।
তাহার করুণা বিনা না ঘুচে দুর্ম্মতি।।
ওহে শ্রীভারতী গোসাঞি কৃপা কর মোরে।
শিরে পদ সমর্পিয়া তারহ আমারে।।
গৌরাঙ্গের গুরু তুমি গৌর প্রিয় জন।
কিশোরীরে কর কৃপা দিয়া প্রেমধন।।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী

জয় জয় প্রেমময় জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাবতারী ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর ॥
ভক্তিকল্প বৃক্ষের যে নব মূল কয়।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর মধ্যে এক মূল হয় ॥
শ্রীগৌর সুন্দর যারে করি গুরু জ্ঞান।
ছলে ছাড়াইল তাঁর ব্রহ্ম-অভিমান ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র আছেন বসিয়া।
সহসা মুকুন্দ দত্ত কহেন আসিয়া ॥
ব্রহ্মানন্দ আইলেন তোমার দর্শনে।
আজ্ঞা দেহ সমীপেতে আনিব এখনে ॥
প্রভু কহে; "ব্রহ্মানন্দ হন গুরুজন।
তাঁহার সমীপে মুই করিব গমন ॥"
এত কহি সপার্ষদে শ্রীগৌর সুন্দর।
ভারতীর আগে গেল আনন্দ অন্তর ॥
মৃগচর্ম্মাম্বর ধারী ভারতী গোসাঁই।
হেরিয়া অন্তরে দুঃখী চৈতন্য গোসাঁই ॥
ছদ্ম করি মুকুন্দেরে বলেন বচন।
ভারতী গোসাঁই কোথা করাহ দর্শন ॥
কহয়ে মুকুন্দ তব অগ্রে বিদ্যমান।
প্রভু কহে, "ভারতী কেন পরিবেন চাম ॥
অন্যেরে দেখায়া মোরে করহ বঞ্চন।"
শুনিয়া ভারতী মনে করয়ে চিন্তন ॥
দম্ভের প্রতীক এই হয় চর্ম্মাবর।
হেরিয়া সন্তুষ্ট নহে শ্রীগৌর সুন্দর ॥
চর্ম্মাম্বরে নাহি হয় সংসার মোচন।
আজি হৈতে ইহা নাহি করিব ধারণ ॥
ভারতী অন্তর বুঝি প্রভু গৌরহরি।
বহির্ব্বাস আনাইল অতি ত্বরা করি ॥
মহানন্দে ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি তবে তাঁর বন্দিল চরণ ॥
ভারতী কহয়ে "নাহি করহ বন্দন।
তোমার বন্দনে মোর হয় ভীত মন ॥
জীব শিক্ষা লাগি তব যতেক আচার।
তোমার মহিমা বুঝে হেন সাধ্য কার ॥
সম্প্রতি নীলাচলে দুই ব্রহ্ম বিরাজয়।
শ্যাম-গৌর রূপ ধরি জগত তারয় ॥
অচল ব্রহ্ম রূপে রহে শ্রীজগন্নাথ।
সচল ব্রহ্ম হও তুমি অখিলের নাথ ॥"
প্রভু কহে, "সত্য সত্য তোমার বচন।
তব আগমনে দুই ব্রহ্ম দরশন ॥
গৌরবর্ণ ব্রহ্ম তুমি নামে ব্রহ্মানন্দ।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ ব্রহ্ম চিদানন্দ।"
হেন মতে কতক্ষণ নিজ ভক্ত সঙ্গে।
কৌতুক সম্ভাষ প্রভু করে প্রেমরঙ্গে ॥
বহুত করিল কৃপা প্রভু গৌর হরি।
সদৈন্যে ভারতী কহে মহানন্দ করি ॥
"পরম দয়াল তুমি শ্রীশচীনন্দন।
অনন্ত তোমার কৃপা বুঝিল এখন ॥
নিরাকার ধ্যান মুই করি অনুক্ষণ।
তোমারে হেরিয়া তাহা হৈল বিস্মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ হইল মোর অন্তরের ধন।
যেদিকে ফিরাই আঁখি হেরি শ্রীবদন ॥

অন্তরে বাহিরে হেরি শ্রীরূপ মাধুরী।
কৃষ্ণনাম গান বিনা রহিতে না পারি॥
কৃষ্ণ দরশন সুখ তোমার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন তুমি বুঝিল এখানে॥"
প্রভু কহে, "কৃষ্ণে তব গাঢ় প্রেম হয়।
তে কারণে হেন ভাব চিত্তে উপজয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে সত্য ভারতী বচন।
কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে কৃষ্ণ দরশন॥
এত বলি গৌরচন্দ্র বাসাতে আসিল।
ভারতীরে নিজ পাশে যতনে রাখিল॥
প্রভু পাশে ব্রহ্মানন্দ রহে অনুক্ষণ।
প্রভুর প্রসাদে করে প্রেম আস্বাদন॥
শুষ্ক ব্রহ্ম জ্ঞান তাঁর সব দূরে গেল।
নিরন্তর প্রেমার্ণবে ভাসিতে লাগিল॥
ব্রহ্ম ভাবে দম্ভান্বিত ব্রহ্মানন্দ মন।
প্রভুর প্রসাদে এবে সদা দৈন্য মন॥
যদ্যপি শ্রীগৌরচন্দ্র করে গুরুজ্ঞান।
তথাপি ভারতী করে দাস অভিমান॥
সদাই চিন্তয়ে হৃদে গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌরনাম প্রেমগুণে মত্ত অনুক্ষণ॥
সমীপে রহিয়া হেরে প্রভুর বদন।
প্রভু সুখ লাগি চেষ্টা করে সর্ব্বক্ষণ॥
গৌরাঙ্গে প্রগাঢ় তাঁর প্রেম উপজিল।
গৌরাঙ্গ প্রসাদে তাঁর বাঞ্ছা সিদ্ধ-হৈল॥
সর্ব্বকাল গৌর যারে করে গুরুজ্ঞান।
সেই ব্রহ্মানন্দ এবে মহা ভাগ্যবান॥
জয় জয় ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ ময়।
গৌর প্রেম দেহ মোরে হইয়া সদয়॥
গৌর কৃপাপাত্র তুমি গৌর প্রিয়জন।
কিশোরীরে গৌর সেবা কর সমর্পণ॥

শ্রীনৃসিংহ তীর্থ

জয় জয় পতিত পাবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ নাম মহা ভাগ্যবান।
ভক্তিকল্প বৃক্ষ মূল গৌর প্রেম ধাম॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ৯৮—১০১ শ্লোক।
জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা ঊর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ।
নব ভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবত সংহিতাঃ॥
প্রাত্যুর্জ্জনকং তেহস্থ ভূত্বা সন্ন্যাসীনঃ সদা।
প্রভুনা গৌর হরিনা বিহরন্তি স্মতে যথা॥
শ্রীনৃসিংহানন্দ তীর্থঃ শ্রীসত্যানন্দ ভারতী।
শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দ জগন্নাথাহি তীর্থকাঃ॥
তীর্থাভিধো বাসুদেবঃ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ।
গরুড়াখ্যাবধূতশ্চ শ্রীগোপেন্দ্রাখ্য আশ্রমঃ॥
জয়ন্তীর পুত্র ঊর্দ্ধরেতা নয় জন।
সমদর্শী ভগবদ্ভক্ত খ্যাত সর্ব্বজন॥
ভাগবত সংহিতা পূর্ব্বে জনককে শুনাল।
তাঁরা এবে ক্ষিতি তলে আসিয়া মিলিল॥
সন্ন্যাস-আশ্রম কৈল জানি প্রয়োজন।
বিহরয়ে গৌরসহ হয়া সুখ মন॥
নৃসিংহানন্দ তীর্থ ভারতী সত্যানন্দ।
তীর্থোপাধি নৃসিংহ জগন্নাথ চিদানন্দ॥
বাসুদেব পুরুষোত্তম তীর্থ শ্রীরাম।
অবধূত গরুড় আর গোপেন্দ্র আশ্রম॥
কবি-হবি অন্তরীক্ষ-পিপ্পলায়ন।
আবির্হোত্র প্রবুদ্ধ চামসাদি নয়জন॥

এই নয়জন নয় রূপে বিরাজিত।
বিহরে গৌরাঙ্গ সহ প্রেমানন্দ চিত।।
নীলাচলে গৌর স্থানে করি অবস্থান।
আস্বাদয়ে গৌর প্রেম দিয়া প্রাণ মন।।
প্রেমরঙ্গে গৌরসহ করয়ে বিলাস।
লীলার সহায় করি পূর্ণ কৈল আশ।।
গৌর প্রেম পারিষদ শুদ্ধ গৌর দাস।
যাদের প্রসাদে চিত্তে গৌরাঙ্গ প্রকাশ।
ওহে জয়ন্তী সুত উর্দ্ধরেতা নয়জন।
করুণা করহ সেবি গৌরাঙ্গ চরণ।।
নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ সবে গৌর পরিজন।
কিশোরী দাসে কর কৃপা দিয়া ভক্তিধন।।

ইতি শ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে
শ্রীগুরু বর্গে ভক্তি কল্পবৃক্ষস্য নবম মূল
মহিমা-কথনং নাম তৃতীয় লহরী সমাপ্ত

চতুর্থ লহরী

শ্রীরঙ্গ পুরী

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেম পারাবার।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা আধার।।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ।।
মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরী।
কৃষ্ণ প্রেমময় তনু মহা অধিকারী।।

তথাহি—শ্রী গৌঃ গঃ দীঃ—২৪ শ্লোকঃ—
শ্রীমান রঙ্গপুরী হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ।

বাৎসল্য ভাবেতে মগ্ন রঙ্গ পুরী মন।
পরম-বাৎসল্য গৌরে করে অনুক্ষণ।।
প্রভু তাঁরে গুরুজ্ঞানে করিল সম্মান।
গৌরাঙ্গে হেরিয়া পুরী বাড়াইল মান।।
প্রভু যবে দাক্ষিণাত্যে করিল গমন।
পাণ্ডু তীর্থে বিপ্র গৃহে করিলে শ্রবণ।।
সেই গ্রাম মাঝে এক বিপ্র ভাগ্যবান।
যাঁর ঘরে রঙ্গ পুরী করিছে বিশ্রাম।।
রঙ্গ পুরী বার্ত্তা শুনি শ্রীগৌর সুন্দর।
তাঁহার দর্শনে চলে আনন্দ অন্তর।।
বিপ্র গৃহে রঙ্গ পুরী আছেন বসিয়া।
হেনকালে গৌরচন্দ্র উত্তরিল গিয়া।।
প্রেমাবেশে বন্দিলেন পুরীর চরণ।
প্রেমেতে বিহ্বল প্রভু নহে বাহ্য মন।।
প্রভুর প্রেমের ভাব করিয়া দর্শন।
বিস্মিত হইল তবে রঙ্গ পুরী মন।।
"উঠহ শ্রীপাদ" বলি বলিল বচন।
গোসাঁইর সম্বন্ধ ধর লয় মোর মন।।
প্রেমের ভাণ্ডারী হন মাধবেন্দ্র পুরী।
তাঁর কৃপা পাত্র বিনা নহে অধিকারী।।
এতেক বলিয়া পুরী প্রভু কোলে কৈল।
আলিঙ্গন করি প্রেমে বিহ্বল হইল।।
প্রেমে গলাগলি দোঁহে করয়ে ক্রন্দন।
আবিষ্ট হইল প্রেমে নহে বাহ্য মন।।
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা উথলিত হৈল।
প্রেমের পাথারে দোঁহে ভাসিতে লাগিল।।
কতক্ষণ প্রেমরঙ্গে করিয়া যাপন।
দোঁহা মান্য করি দোঁহে বসিল আসন।।

ঈশ্বর পরীর শিষ্য শ্রীগৌর সুন্দর।
শুনি রঙ্গপুরী হৈল আনন্দ অন্তর ॥
রাত্রদিন কৃষ্ণ কথা রঙ্গে দুহুঁজন।
দিন পাঁচ সাত রহে পুলকে মগন ॥
কৌতুকে জিজ্ঞাসে পুরী প্রভু জন্মস্থান।
প্রভু কহে, "জন্ম মোর নবদ্বীপ ধাম ॥
জগন্নাথ মিশ্র পিতা, মাতা শচী দেবী।"
শুনি মহানন্দে কহে শ্রীরঙ্গ পুরী ॥
পূর্ব্বে আমি গিয়াছিলাম নদীয়া নগরে।
শচী জগন্নাথ প্রীতি করিল আমারে ॥
পরম বাৎসল্যময়ী শচী দেবী হন।
তাঁহার সেবায় সুখী যত ন্যাসী গণ ॥
পুত্র স্নেহে করে সদা সন্ন্যাসী সেবন।
অপূর্ব্ব রন্ধন তাঁর না যায় বর্ণন ॥
তাঁর যোগ্য পুত্র এক সন্ন্যাস করিল।
এই তীর্থে আসি তেঁহ সিদ্ধ প্রাপ্তি হৈল ॥
হেন রঙ্গে দুই জন করিল যাপন।
গৌরাঙ্গে পাইয়া পুরী আনন্দে মগন ॥
গৌর রূপ প্রেমলীলা করি দরশন।
মহাভাগ্য মানি পুরী পুলকিত মন ॥
গৌর নাম গুণ স্মরি করয়ে ভ্রমণ।
পুরী সম গৌর প্রিয় আছে কোন জন ॥
জন্মে জন্মে যাঁর ভক্তি বশে গৌর হরি।
গুরু অঙ্গীকার করে কৃপা দৃষ্টি করি ॥
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে গৌর অবতার।
ভক্ত অনুরূপ কৃপা করে অনিবার ॥
জয় জয় রঙ্গ পুরী মহা ভাগ্যবান।
শ্রীগৌর সুন্দর যাঁরে করে গুরুজ্ঞান ॥
মাধব পুরীর শিষ্য প্রেম অধিকারী।
প্রেম ভক্তি দেহ মোরে দাস অঙ্গীকরি ॥
শরণ লইয়া পদে করি নিবেদন।
কিশোরীর মনবাঞ্ছা করহ পূরণ ॥

শ্রীরামচন্দ্র পুরী

জয় জয় নদীয়া পুরন্দর বিশ্বম্ভর।
জয় জয় পদ্মাবতী সুত মহীধর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর ॥
মাধব পুরীর শিষ্য রামচন্দ্র পুরী।
গৌরঙ্গ পার্ষদ তেঁহ মহাগুণ ধারী ॥
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ।
পরম গম্ভীর তাঁর চরিত্র কথন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৯২।৯৩ শ্লোকঃ
বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্র পুরী স্মৃতঃ।
উবাচাতো গৌরহরি নৈতদ্রামস্য কারণং ॥
জটিলা রাধিকা-শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেবতং।
অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ ॥
রাম অবতারে যেবা ছিল বিভীষণ।
সহায় হইয়া সাধে রাম প্রয়োজন ॥
তেঁহ এবে অবতীর্ণ হৃদয়ে চিন্তিয়া।
জটিলা মিলিল তবে তাহাতে আসিয়া ॥
ব্রজে রাধিকার শ্বশ্রূ জটিলা যে জন।
সদাই করিত কৃষ্ণের ছিদ্র নিরূপণ ॥
রাধারে করিত সদা শাসন পালন।
তেঁহ এবে অবতীর্ণ লীলার কারণ ॥
দোঁহার মিলনে এবে রামচন্দ্র পুরী।
গৌর লীলা পুষ্ট করে মহাগ্রহ করি ॥

গৌরাঙ্গে পরম প্রীতি তাঁর অনুক্ষণ।
সন্ন্যাস রক্ষণ লাগি করয়ে দোষণ॥
বিভীষণ ভাবে প্রীতি করে সর্ব্বক্ষণ।
জটিলার ভাবে করে ছিদ্র নিরূপণ॥
দুইভাব সমন্বয়ে লীলা পুষ্ট করে।
তাঁর দ্বারে শিক্ষা দেন অখিল সংসারে॥
যদ্যপি মাধবেন্দ্র তাঁরে করিল বর্জ্জন।
একমাত্র মূঢ়জীব শিক্ষার কারণ॥
প্রভু তাঁরে গুরু বুদ্ধি করে অনুক্ষণ।
অতুল মহিমা তাঁর বুঝে কোনজন॥
গুরু নিগ্রহের হয় কীদৃশ মহিমা।
যাঁর দ্বারে বুঝাইল করিয়া গরিমা॥
সেই মহামহিম শ্রীরামচন্দ্র পুরী।
শ্রদ্ধা করি শুন তাঁর চরিত্র মাধুরী॥
মাধবেন্দ্র পুরী যবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
বার্ত্তা পায়া রামচন্দ্র এল তাঁর স্থান॥
সদা মাধবেন্দ্র করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কাকুর্ব্বাদ করি কহে সদৈন্য বচন॥
হেরিতে নারিল মুই গোপাল চরণ।
মথুরা না পাইল এবে দুর্ভাগ্য জীবন॥
একবার ব্রজনাথ দাও দরশন।
এতেক বলিয়া পুরী করয়ে ক্রন্দন॥
শুনি রামচন্দ্র তাঁরে বলেন এখন।
কেন বৃথা তুমি হেন করিছ ক্রন্দন॥
এবে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিদ্ হয়া কেন করিছ রোদন॥
এতেক কহিল যদি রামচন্দ্র পুরী।
দুঃখে ক্রোধাবীষ্ট হৈল শ্রীমাধব পুরী॥
বহুত ভর্ৎসন করি বলেন বচন।
দূর হও না হেরিব তোমার বদন॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহানলে দগ্ধ মোর মন।
জ্বালার উপরে জ্বালা কৈলে সমর্পন॥
সচ্চিদানন্দময় হন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।
তারে ব্রহ্মময় কহ করিয়া আগ্রহ॥
ছার মুখে কর মোরে ব্রহ্ম উপদেশ।
সঙ্কোচ নাহিক তব সাহস বিশেষ॥
তব মুখ হেরি যদি মোর মৃত্যু হয়।
অবশ্যই অসদগতি নাহিক সংশয়॥
হেনমতে মাধবেন্দ্র তাঁরে উপেক্ষিল।
ফলে ক্রমে চিত্তে তাঁর বাসনা জন্মিল॥
যথেষ্ট ভোজন করি করায়া ভোজন।
শেষে কহে এত খাও কত আছে ধন॥
শত গুণবাণে করি দোষের স্থাপন।
নিন্দয়ে সদাই হয়া অসঙ্কোচিত মন॥
গুরু অপরাধে তাঁর মতিচ্ছন্ন হৈল।
যথা তথা ছিদ্র হেরি ভ্রমিতে লাগিল॥
নিরন্তর করে গৌর ছিদ্রে নিরূপণ।
শয়ন ভিক্ষা গমনাদি করে নিরীক্ষণ॥
যদ্যপি রামচন্দ্র করে ছিদ্র নিরূপণ।
তথাপি সম্ভ্রম প্রভু করে অনুক্ষণ॥
গুরু বুদ্ধে গৌর তারে করয়ে সম্মান।
পরম আদর করি বাড়ায় সদা মান॥
একদা প্রভাতে আসি করে দরশন।
প্রভু গৃহে পিপীলিকা করে বিচরণ॥
হেরি রামচন্দ্র করে কল্পিত নিন্দন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে অধিক ভোজন॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হয় ইন্দ্রিয় সংযম।
সদাই বিরক্ত ভাব লালসা হীন মন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইহা করিছে হেলন।
কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম করিবে রক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীরামচন্দ্র পুরী বাক্যং—
রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়
লালসেতি ব্রবন্নুত্থায়গতঃ ।।
স্বভাবে পিপীলিকার সর্ব্বত্র বিচরণ।
তথাপি করয়ে তেঁহ দোষের স্থাপন ।।
রামচন্দ্র পুরী বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করিলেন মহাপ্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ।।
ভক্তিশিক্ষা দিতে গৌরচন্দ্র অবতার।
শ্রীগুরু মর্য্যাদা শিখায় অবনী মাঝার ।।
রামচন্দ্র পুরী বাক্য করিয়া রক্ষণ।
জগতেরে গুরু ভক্তি করাল শিক্ষন ।।
রামচন্দ্র বাক্যে কৈল ভিক্ষা সঙ্কোচন।
শুনিয়া দুঃখীত হৈল যত ভক্তগণ ।।
নানা মতে সর্ব্বজনে করে অনুনয়।
তথাপি কাহার বাক্য প্রভু না শুনয় ।।
প্রত্যহ করয়ে গৌরচন্দ্র অর্দ্ধাহার।
সবে রামচন্দ্র নিন্দা করয়ে অপার ।।
শুনি রামচন্দ্র পুরী প্রভু পাশে এল।
পুরীরে হেরিয়া প্রভু চরণ বন্দিল ।।
পুরী কহে, 'কেন কর হেন আচরণ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পন ।।
ভোগের লালসা ত্যজি করহ ভোজন।
যেমতে সেমতে কর উদর পূরণ ।।
ক্ষীণ দেহ হেরি তব কর অর্দ্ধাশন।
সন্ন্যাসীর শুষ্ক বৈরাগ্য অতি অশোভন' ।।
প্রভু কহে, 'শিষ্য তব বালক অজ্ঞজন।
ভাগ্য মোর শিক্ষা দেহ করিয়া যতন' ।।
ছিদ্র নিরূপিয়া পুরী করিল শাসন।
শেষে স্নেহ প্রকাশিয়া করিল যতন ।।
পরমানন্দ পুরী শুনি কৈল আগমন।
কহে নিন্দুকের বাক্যে কেন সঙ্কোচন ।।
শাস্ত্রের নিষিদ্ধ পর-ছিদ্র নিরূপণ।
সেই কর্ম্ম সদা তেঁহ করে আচরণ ।।
প্রভু কহে, 'বৃথা কেন পুরী দোষ দেহ।
পরম সুযোগ্য যাহা কহিলেন সেহ ।।
সন্ন্যাসীর যোগ্য ধর্ম্ম করাল শিক্ষণ।
গুরু অনুরূপ কার্য করিল এখন ।।
বালক সন্ন্যাসী মুই কিছুই না জানি।
নিজগুণে কৃপা করি শিখান আপনি'।
যদ্যপি রামচন্দ্র বৃথা ছিদ্র নিরূপিল।
তথাপি গৌরাঙ্গ তাঁর মর্য্যাদা বাড়াল ।।
পুরী দোষ লুকাইয়া গুণ দেখাইল।
আচরিয়া গুরুভক্তি জগতে শিখাল ।।
দোঁহাকার মনভাব বুঝে দুহুঁ জন।
পূর্ব্ব লীলা অনুরূপ সদা আচরণ ।।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে গৌর অবতার।
ভক্ত ভাব অনুরূপ লীলার বিস্তার ।।
পুরীর চরিত্র হয় পরম গম্ভীর।
অজ্ঞের গোচর নহে বুঝে ভক্তধীর ।।
গুরু অপরাধে হৈল নিন্দুক স্বভাব।
বুঝিল জগত জীব শ্রীগুরু প্রভাব ।।
ঈশ্বর পুরী আর রামচন্দ্র পুরী দ্বারে।
নিগ্রহ অনুগ্রহ পাত্র জানায় সংসারে ।।
শ্রীঈশ্বর পুরী করি শ্রীগুরু সেবন।
লভিলেন সুনির্ম্মল কৃষ্ণ প্রেমধন ।।
শ্রীগুরু মর্য্যাদা লঙ্ঘি রামচন্দ্র পুরী।
ছিদ্র নিরূপয়ে সদা গুণ ত্যাগ করি ।।
দোঁহার মাঝারে দুই ভাব প্রকাশিয়া।
শিখায় নিগূঢ় তত্ত্ব করুণা করিয়া ।।

জয় রামচন্দ্র পুরী পতিত পাবন।
কৃপা দৃষ্টি কর মোরে মুই অভাজন ॥
অচিন্ত্য মহিমা তব কিছুই না জানি।
সকলি ক্ষমিবে মোর, অনুগত মানি ॥
ছিদ্র নিরূপিয়া মোরে, করিয়া শাসন।
ভক্তি ধর্ম্ম শিখাইবে করিয়া যতন ॥
সদাই বিপথে রতি নহে ভক্তি মন।
তোমার করুণা বিনা না হবে রক্ষণ ॥
হেন কৃপা কর সেবি গৌরাঙ্গ চরণ।
কিশোরীরে রক্ষা কর লইল শরণ ॥

শ্রীবিজয় পুরী

জয় জয় গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর ॥
লক্ষ্মীপতি পুরী শিষ্য শ্রীবিজয় পুরী।
অদ্বৈত আচার্য্য সদা মান্য করে তারি ॥
মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ তেঁহ হন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ব্যক্ত সর্ব্বজন ॥
অদ্বৈত চরিত্র যেবা করিল বর্ণন।
তাহার চরিত্র গাঁথা শুন সর্ব্বজন ॥
তথাহি শ্রী প্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস।
'সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আশ্রয় ॥
তাঁর কন্যা লাভা দেবী পরমা সুন্দরী।
কুবের আচার্য্য সহ বিয়ে হৈল তারি ॥
মহানন্দ পুরোহিত একটি ব্রাহ্মণ।
লাভাদেবী যারে ভাই বোলে সর্ব্বক্ষণ ॥
সে বিপ্র সন্ন্যাসী হৈলা লক্ষ্মীপতি স্থানে।
বিজয় পুরী নাম তাঁর সর্ব্বলোকে ভনে ॥
দুর্ব্বাসা বলি তাঁরে অদ্বৈত প্রভু কয়।
অদ্বৈত বাল্য লীলা তিঁহো প্রকাশয় ॥
মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ বিজয় পুরী।
সে সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রভু মান্য করে তারি' ॥
শ্রীহট্টে লাউড় ধামে লভিল জনম।
মহানন্দ বিপ্র নাম খ্যাত সর্ব্বজন ॥
লাভাদেবী সহ তাঁর ভ্রাতৃ ব্যবহার।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর খ্যাত ত্রিসংসার ॥
অদ্বৈত বিচ্ছেদ তেঁহ ত্যজিয়া ভবন।
কাশীবাস কৈল করি সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
তীর্থ ভ্রমণ ছলে আচার্য্য কাশী গেল।
সেকালে পুরীর সহ মিলন হইল ॥
কতদিনে শান্তিপুরে পুরী আগমণ।
হেরিয়া আচার্য্য পদ পুলকিত মন ॥
সপার্ষদে শ্রীঅদ্বৈত আছেন বসিয়া।
উপস্থিত বিজয় পুরী কৃষ্ণ গুণ গায়া ॥
কাঞ্চন বরণ দেহ দিব্য তেজ ধাম।
বার্দ্ধক্য বয়েস সদা মুখে কৃষ্ণ নাম ॥
পুরীরে আচার্য্য হেরি সম্ভাষা করিল।
আলিঙ্গন করি সুখে আসনে বসাল ॥
তারপর বিজয়পুরী যতেক কহিল।
হরিচরণ দাস তাহা গ্রন্থেতে গাহিল ॥
তথাহি—শ্রীঅঃ—মঃ—১ম অবস্থা ২য় সংখ্যা—

'পুরী কহে কমলাকান্ত এথা তুমি আছন্ত।
ভ্রমি আইলাম আমি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত ॥

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ভ্রমিয়া দেখিল।
কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধ প্রেম কোথাও না পাইল॥
আইল তোমার পাশ শ্রীভাগবত শুনিতে।
অর্থ বিবরিয়া কহো যে পড়িলে অবনীতে॥
গোলক বৈকুণ্ঠ সব তোমার সহিত।
তুমি কহিবা মোরে যে হয় উচিত॥
প্রেম বিস্তারিতে তুমি হই আছ অবতার।
আমাকে বঞ্চনা তুমি না করিবে আর॥
কাশীতে মিলিল তোমা পৃথক সন্ন্যাসে।
তোমার কৃপা বিনে না জানিল বিশেষে॥
মথুরা রহিল কথদিন যমুনার তীরে।
বৃন্দাবন দেখিল ভ্রমিল বনান্তরে॥
দ্বাদশ আদিত্য ঘটে শ্রীমদন গোপাল।
গুফাতে আছেন বসি সেবা অতি কাল॥
তথা এ রহিল তিনদিন উপবাসী।
নির্জ্জন বৃন্দাবন ফলমূল রাশি॥
প্রতিমা কহেন মোকে ফল তুমি খাও।
উপবাসী রহ মোকে কেন দুঃখ দাও॥
কৃষ্ণ প্রকট আমি দেখিতে আইল।
ভক্তিরূপ গুণ তার শুনিতে চাহিল॥
তবে আজ্ঞা দিলা মোকে মদন গোপাল।
অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে যাও পুনর্ব্বার॥
দেহ সম্বন্ধে তুমি চিনিতে না পারিলা।
কমলাকান্ত নাম সেহি ভগবান হইলা॥
ঈশ্বর ভগবান তেঁহো অংশ আসি যাইয়া।
পুরুবে প্রকট তেঁহো পারিষদ লইয়া॥
এই বট পিণ্ডী পর বসি আছিলা তিনি।
আমারে প্রকটিলা ইহায় আছি আমি॥
বিস্তারি শুনিবে তথা আমি কহিতে না পারি।
ভক্তাবতার সেইত জানিবা নিংারি॥

তাহাতে আইল তোমার নিকটে ভাগিনা।
কৃপা করি কর মোরে না কর বঞ্চনা॥
প্রভু কহে শুন মামা রহ কথ দিন।
শান্তিপুর যাব তোমার করি শুশ্রূষণ॥
নিভৃতে দিলেন বাসা রহিতে তাহারে।
শ্যামদাস ঈশান দুই এ সেবা করে॥
শুশ্রূষা করিয়া অনেক শ্রম দূর কৈল।
সেবাতে সন্তুষ্ট পুরী তবে যে হইল॥
হেনমতে পুরী সহ আচার্য্য মিলন।
দোঁহারে মিলিয়া দোঁহে পুলকে মগন॥
প্রাতঃ কালে উঠি পুরী স্নানাদি সারিয়া।
তুলসী মঞ্চের তলে বৈসে সুখ পায়া॥
আচার্য্য সমীপে বসে প্রেমাকুল মন।
আচার্য্য করয়ে ভাগবত আলাপন॥
ভাগবত অমৃত রস আচার্য্য বর্ণন।
ভক্তির সিদ্ধান্ত শুনি পুরী প্রেমমন॥
প্রসঙ্গে নিতাই জন্ম লীলা যে গাহিল।
কৃষ্ণ জন্ম লীলা শুনি আবীষ্ট হইল॥
অসুর বধ পুরী যবে করিল শ্রবণ।
মার মার করি প্রেমে করয়ে গর্জ্জন॥
পুরী ভাবহেরি আচার্য্য বলয়ে তখন।
শুনহ 'দুর্ব্বাসা' এবে স্থির কর মন॥
অম্বরীষ নাহি এথা কর সম্বরণ।
শুনিয়া লজ্জায় পুরী সঙ্কোচিত মন॥
আসনে বসিয়া পুনঃ প্রেমেতে মগন।
শ্রীরাসলীলাদি কত কৈল আলাপন॥
দুঁহুজনে বহুক্ষণ কৈল আলাপন।
শেষেতে আচার্য্য কহে নিজ আগমন॥
তারপর যা কহিল করহ শ্রবণ।
তাহাতে ঘটিল যাহা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—তত্রৈব—১ম অবস্থা—৩য় সংখ্যা—

"তাহাতে আনিল আমি ব্রজ বিহারী কৃষ্ণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম রাখিল সতৃষ্ণ ॥
নবদ্বীপে জন্ম তার জগন্নাথ ঘরে।
শচী তার ভার্য্যা ভাগ্যবতীর উদরে ॥
বাল্য লীলা এবে তার তুমি দেখ যাইয়া।
আমি আজ্ঞাকারী তার ভক্তি ভাব লইয়া ॥
তবে পুরী গোসাঞিকে স্বরূপ দেখাইলা।
চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি হইয়া সম্মুখে রহিলা ॥
ক্রমে ক্রমে দুই হস্ত মুরলী বদন।
দেখাইলা সব মনের গেল সঙ্কোচন ॥
পুরী দণ্ডবৎ হৈয়া পড়িল চরণে।
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে হইয়া অজ্ঞানে ॥
প্রভু কহে নিত্য সিদ্ধ তুমি মুনিবর।
আমার কিছু নহে তোমার অগোচর ॥
পুরী কহে যে লাগি গোপাল পাঠাইল মোরে।
দেখিল সকল তোমার কৃপা অনুসারে ॥
এবে আমি পুনঃ যাইয়া দেখিব মথুরাপুরী।
তৃতীয় দিবসে চলিব তোমার আজ্ঞা ধরি ॥
তবে গোবিন্দ বৈদ্য শিষ্য দিল সঙ্গ করি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেখাইয়া আন বাহুড়ি ॥
তুমি আশীর্ব্বাদ তারে করিয়া যতনে।
মনস্কাম পূর্ণ হয় আমার তাহা হনে ॥"
গোবিন্দ মাধব হরিদাসাদি পঞ্চজন।
পুরীরে করায় লয়া গৌরাঙ্গ দর্শন ॥
শিশু পরিবৃত বসি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রণাম করিল প্রভু হেরি ন্যাসীবর ॥
নারায়ণ জ্ঞানে পুরী প্রভু কোলে নিল।
পুরী অভিপ্রায় যত গোবিন্দ কহিল ॥
আপন পরিচয় পুরী প্রভুকে কহিল।
কতক্ষণ আলাপিয়া শান্তিপুরে এল ॥
অদ্বৈত আবাসে পুরী রহে অনুক্ষণ।
হেরিয়া আচার্য্য লীলা পুলকে মগন ॥
আচার্য্য পুত্র সেবকাদি পুরীরে ধরিল।
'আচার্য্যের বাল্যলীলা কহিতে লাগিল ॥

তথাহি—তত্রৈব—৪র্থ সংখ্যা—

'সেহি গ্রামবাসী আমি ছিলাম পূর্ব্বাশ্রমে।
মহানন্দের পুরোহিত পিতা গুরু তুল্য মানে ॥
লাভা দেবী তাঁঞি মোরে বোলে সর্ব্বকার।
আমিহ ভগিনী প্রায় করি ব্যবহার ॥
সেবই সম্বন্ধে মামা কহে প্রভু যে আচার্য্য।
আমি পূর্ব্বাপর জানি সব ইহার কার্য্য ॥'
প্রসঙ্গে কহয়ে পুরী নিজ পরিচয়।
'পুরোহিত সুত' বলি আপনা কহয় ॥
আচার্য্যের মাতামহ মহানন্দ হয়।
তাঁর পুরোহিত সুত পুরী মহাশয় ॥
আচার্য্যের বাল্যাদি লীলা পুরী যে গাহিল।
শুনিয়া সকলে অতি আনন্দ পাইল ॥
শেষেতে কহয়ে পুরী পূর্ব্ব বিবরণ।
আচার্য্য বিচ্ছেদে যৈছে ছাড়িল ভবন ॥
অদ্বৈত আচার্য্য যবে শান্তিপুরে এল।
বিচ্ছেদ বিরহে পুরী সংসার ছাড়িল ॥
বহু তীর্থ ভ্রমি শেষে কাশীধামে এল।
সন্ন্যাস গ্রহণ করি তথায় রহিল ॥
আচার্য্যের পিতা মাতা পরলোকে গেল।
পিতৃ পিণ্ড দিয়া তেঁহ তীর্থেতে চলিল ॥
তীর্থ ভ্রমণ ছলে তেঁহ কাশীধামে গেল।
সেকালে আমার ভাগ্যে দর্শন হইল ॥

দেহ সম্বন্ধেতে দৈবে চিনিতে নারিল।
কৃপা করি "মদন গোপাল" জানাইল।
তবেত প্রস্থানে মুই কৈল আগমন
অদ্ভুত প্রকাশ হেরি সৌভাগ্য জীবন ॥
এতেক কহিয়া পুরী আলিঙ্গন কৈল।
সভার সহিতে তাঁর চরণে পড়িল ॥
তবে পুরী আচার্য্য-পাশে বিদায় চাহিল।
দণ্ডবৎ করি তীর্থ ভ্রমণে চলিল ॥
বহুক্ষণ দোঁহাগুণে দোঁহে স্তুতি কৈল।
কৃষ্ণ নামানন্দে পুরী পশ্চিমে চলিল ॥
হেন মতে আচার্য্য সহ হইল বিলাস।
আচার্য্য প্রকাশ হেরি পূর্ণ কৈল আশ ॥
অদ্বৈত মহিমাগুণ সবা জানাইল।
'দুর্ব্বাসা' বলিয়া যারে আচার্য্য কহিল ॥
গৌরাঙ্গ সহিত তার হইল মিলন।
বিজয় পুরীর গুণ কে করে বর্ণন ॥
নিত্য সিদ্ধ পারিষদ নিত্য পরিজন।
লীলার সহায়ে প্রকট হইল ভুবন ॥
অদ্বৈতের প্রেমলীলা প্রকট কারণ।
জনম লভিয়া গুণ কৈল প্রকটন ॥
অদ্বৈতের পরিজন শ্রীবিজয় পুরী।
মাধবেন্দ্রের সতীর্থ করুণাবতারী ॥
বিজয় পুরীর পদে একান্ত শরণ।
বাঞ্ছয়ে কিশোরী দাস অদ্বৈত সেবন ॥

শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণ

জয় জয় বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥

মথুরা নিবাসী এক সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ।
মাধব পুরীর শিষ্য রসিক সুজন ॥
মাধবেন্দ্র পুরী যবে মথুরাতে গেল।
মন্ত্র দীক্ষা দিয়া তারে শক্তি সঞ্চারিল ॥
তার বৈষ্ণবত্বায় তাঁর ঘরে কৈল বাস।
ভিক্ষা অঙ্গীকার করি পুরায় অভিলাষ ॥
তদবধি বিপ্রবর প্রেমাকুল মন।
কত কালে গৌরচন্দ্রে পাইল দর্শন ॥
সাধনার ধন বিপ্র সম্মুখে পাইল।
কৃতার্থ মানিয়া প্রেমে বিহ্বল হইল।
অযাচিত ভাবে ইষ্ট বস্তু দরশন।
পুনঃ পুনঃ করে নিজ ভাগ্য প্রশংসন ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
কত দিনে বৃন্দাবন দর্শনে চলিল ॥
মথুরা বিশ্রাম ঘাটে প্রভু স্নান কৈল।
কেশবেরে প্রণমিয়া নাচিতে লাগিল ॥
প্রভুর বৈভব হেরি বিপ্র প্রেম মন।
বন্দিয়া প্রভুর পদ করয়ে নর্ত্তন ॥
প্রেমে কোলাকুলি করি নৃত্যগীত করে।
পাছেতে নিভৃতে গিয়া জিজ্ঞাসে তাহারে ॥
প্রভু কহে, 'কোথা হোতে পাইলে প্রেমধন।'
কহয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়া দৈন্য মন ॥
"মাধবেন্দ্র কৃপায় প্রাপ্ত প্রেম মহাধন।
তাঁর প্রেম-তেজে মোর তম-বিনাশন ॥"
পুরী মাধবেন্দ্র যবে মথুরাতে এল।
মোরে শিষ্য করি ভিক্ষা অঙ্গীকার কৈল ॥
গোপাল স্থাপন করি সেবা প্রকাশিল।
শুনি প্রভু ব্রাহ্মণের চরণ বন্দিল।
সসঙ্কোচে বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণে।
প্রভু কহে, "শিষ্য প্রতি নহে এ আচরণে ॥"

সবিস্ময়ে বিপ্রবর বলেন তখন।
সন্ন্যাসী হইয়া কেন কহ এ বচন ॥
প্রেম হেরি অনুমানি পুরীর সম্বন্ধ।
মাধবেন্দ্র কৃপা বিনা নহে প্রেম গন্ধ ॥
মাধবেন্দ্র পুরী হন প্রেম কল্পতরু।
জগজ্জীবে প্রেম দিতে বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
তাঁর কৃপায় ধরায় প্রেমের প্রচার।
তাঁহার সম্বন্ধ বিনা না হয় সঞ্চার ॥
অতএব তাহার সম্বন্ধ মনে লয়।
বিবরিয়া কহি মোর ঘুচাহ সংশয় ॥
প্রভু সঙ্গী বলভদ্র সকলি কহিল।
শুনি বার্ত্তা বিপ্রবর মহাহৃষ্ট হৈল ॥
প্রেমানন্দে বিপ্রবর নাচিতে লাগিল।
প্রভু লয়া মহানন্দে স্ব গৃহে আসিল ॥
নানা মতে মহাপ্রভুর করয়ে সেবন।
বলভদ্র দ্বারে করে কেবলি রন্ধন ॥
হেরি প্রভু কহে কেন হেন আচরণ।
বিপ্র কহে; 'অযোগ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ ॥
সনোড়িয়া হস্তে কেহ না করে গ্রহণ।
কেমনে তোমারে প্রভু করি সমর্পণ ॥'
প্রভু কহে, 'যাঁর প্রেমে মাধবেন্দ্র পুরী।
ভিক্ষা অঙ্গীকার কৈল শিষ্য অঙ্গীকরি ॥
এ হেন সুকৃতিবান তুমি মহাজন।
পরম সুযোগ্য তুমি ভাগ্যবান জন ॥
অতএব তুমি ভিক্ষা কর সমর্পণ।'
শুনি বিপ্র সদৈন্যেতে বলেন বচন ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সর্ব্বারাধ্য সার।
মোরে কৃপা লাগি লজ্ঘ্য বিধি ব্যবহার ॥
হেন মতে প্রভু ভৃত্যে বহু রঙ্গ হৈল।
শেষেতে সদৈন্যে বিপ্র ভিক্ষা করাইল ॥
সদাই ভকতি বশ প্রভু গৌর হরি।
বেদ বিধি অতীত হন ভক্তি অধিকারী ॥
প্রহ্লাদ, বিদুর আর গুহক-হনুমান।
ভক্তি বলে লভিলেন প্রভু ভগবান ॥
সেই মত বিপ্রবরে প্রভু কৃপা কৈল।
ভকত মহিমা যত জগতে দেখাল ॥
ভক্তির মহিমা যত করিতে প্রকাশ।
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে ভক্তের প্রকাশ ॥
জয় জয় সনোড়িয়া বিপ্র মহাজন।
প্রভু যাঁরে গুরু জ্ঞানে করিল স্তবন ॥
যাঁর ভক্তি বলে হৈল বিধি পরাভব।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম কৈল অনুভব ॥
এ হেন মহাজনের করুণা বিহীনে ॥
বিফলে জীবন মাত্র ধরি অকারণে ॥
ওহে গৌরাঙ্গের গুরু বিপ্র মহাজন।
কৃপা কর সেবি যেন গৌরাঙ্গ চরণ ॥
যে দেশে যে কুলে মোর হউক না জনম।
জন্মে জন্মে ভজি যেন ও রাঙ্গা চরণ ॥
সনোড়িয়া বিপ্র পদে একান্ত শরণ।
কিশোরী করয়ে গৌর সেবন প্রার্থন ॥

ইতি শ্রীগৌর ভক্তামৃত-লহরী-গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে শ্রীগুরু বর্গে শ্রীরঙ্গ পুরী শ্রীরামচন্দ্র পুরী আদি মহিমা কথনং নাম চতুর্থ লহরী সমাপ্ত।

পঞ্চম লহরী
শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপ রহস্য

জয় জগন্নাথ সুত গৌরগুণধাম ।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ করুণা নিদান ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র কুবের নন্দন ।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ ॥
পরমাপ্রাকৃত ময় নবদ্বীপ ধাম ।
যথায় বিহার গৌর করে অবিরাম ॥
সর্ব্বধাম ময় সেই নবদ্বীপ পুরী ।
দেবে ঋষি সিদ্ধ বন্দে দিবস শর্ব্বরী ॥
সর্ব্বময় অবতার প্রভু বিশ্বম্ভর ।
সর্ব্ব অবতার ভক্ত সঙ্গে অনুচর ॥
সবা সঙ্গে প্রেমরঙ্গে করয়ে বিলাস ।
সর্ব্বধাম আসি তথা হইল প্রকাশ ॥
সর্ব্বধামের মিলন নবদ্বীপ পুরী ।
বিষ্ণু পুরাণাদি শাস্ত্র কহয়ে বিচারি ॥
পরম অদ্ভুত সেই ধামের কথন ।
একমনে শুন সবে করিয়া যতন ॥
তথাহি—শ্রীজৈমিনী ভারতে ॥
'স্বর্গ নদীতীর স্থিত নবদ্বীপে জনালয়ে ।
তত্র দ্বিজাত্মজরূপে জন্মিষ্যামি দ্বিজালয়ে' ॥
তথাহি - শ্রীউদ্ধাম্নায় তন্ত্রে.—
'অবতারং বিদং কৃত্বা জীব নিস্তার হেতুনা ।
কলৌ মায়াপুরীং গত্বা ভবিষ্যামি শচীসুত' ॥
নবদ্বীপ মহিমা হয় অপূর্ব্ব কথন ।
রত্নাকরে নরহরি দাসের বর্ণন ॥
তথাহি—শ্রীভঃ রঃ—১২ তরঙ্গে—
ভারতবর্ষ ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয় ।
বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণু পুরাণে নিরূপয় ।

তথাহি—শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময় ।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান ॥
নাগদ্বীপ স্তথা সোম্যোগন্ধর্ব্ব স্তথ বারুণঃ ।
অয়ং তু নবম স্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সম্ভৃতঃ ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ।
সাগর সম্ভৃত ইতি সমুদ্রপ্রাপ্তবর্ত্তীতি
শ্রীধর স্বামি ব্যাখ্যা ।
নবমস্যাস্য পৃথঙ্ নামা কথনাৎ নাম্নাপি
নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে ॥
ইথে যে বিশেষ বিষ্ণু পুরাণে প্রচার ।
সর্ব্ব ধামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥

*　*　*

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে ।
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আদি নববিধ ভক্তি ।
দেখহ শ্রীভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে
প্রহ্লাদের উক্তি ॥

*　*　*

কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥
দ্বীপনাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয় ।
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয় ।
গোদ্রুম দ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর ।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥
এই নবদ্বীপে নব দ্বীপাখ্যা এথায় ।
প্রভু প্রিয় শিব শক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥
তথাহি—প্রাচীনৈরুক্তং ।—
ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং ।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥

শিব পঞ্চ স্থিতং শক্তি সহিতং ভক্তিভূষিতং।
অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপদিব্যন্মনোহরং ॥
তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শ ॥
মায়াপুরস্ক তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহং ॥

* * *

পূর্ব্ব পূর্ব্বাবতারে যে ধামে যে লীলা।
গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপ ধামে যে বিহার।
সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার ॥
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ লীলা।
যারে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা ॥
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়।
সহস্র বদনে তার অন্ত নাহি পায় ॥
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে।
সেই কলি যুগে প্রভু নদীয়া বিহরে ॥
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয় ॥
নবদ্বীপ ধাম পদ্ম পুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত ॥
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে।
সে আইসে শীঘ্র তারে দূর নাহি স্ফুরে ॥
আনায় অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন স্থানে।
অল্পস্থান বিস্তর তা কেহ নাই জানে ॥
সর্ব্ব প্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় ॥
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়া পুর ॥

মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কেবা বা নাহি গায় ॥
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর ॥
এমত নবদ্বীপের মহিমা কথন।
নরহরি দাস প্রেমে করিল বর্ণন ॥
নবদ্বীপ লীলাস্থলীর যেমতে সৃজন।
ভক্তি রত্নাকর বাক্য শুন সর্ব্বজন ॥
গৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি আচার্য্য শ্রীনিবাস।
নবদ্বীপ দর্শনে এল হইয়া উল্লাস ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র সঙ্গী দুইজন।
তিনজন নবদ্বীপে কৈল আগমন ॥
চিন্ময় নবদ্বীপ ধাম দর্শন কারণ।
প্রেমানন্দে তিনরত্ন করয়ে গমন ॥
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র আর নরোত্তম।
তিনজন প্রেমে করে নদীয়া ভ্রমণ ॥
গৌরাঙ্গ সেবক নাম ঈশান সুজন।
সঙ্গে করি নবদ্বীপ করায় দর্শন ॥
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে দ্বাদশ তরঙ্গে।
দাস নরহরি কহে গৌর প্রেমরঙ্গে ॥
তাহাই সংক্ষেপে এবে করিল লিখন।
ক্ষমা কর মো অধীনে যত গৌরগণ ॥
প্রাতে মায়াপুর হোতে রওনা হইল।
প্রথমেই 'আতোপুর' স্থান নিরখিল ॥
ঈশান কহয়ে তবে শ্রীনিবাস প্রতি।
'অন্তর্দ্বীপ' বলি হয় এই স্থান খ্যাতি ॥
পূর্ব্বেতে করিল ব্রহ্মা গোবৎস্য হরণ।
ভ্রান্তি ঘুচাইল তাঁর ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
নিজ অপরাধ ব্রহ্মা বুঝিয়া তখন।
সদৈন্যেতে স্তুতি করে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥

স্তুতি বশে কৃষ্ণ তারে অনুগ্রহ কৈল।
অপরাধ স্মরি ব্রহ্মা সুস্থির নহিল ॥
মনে মনে নির্জ্জনেতে করয়ে চিন্তন।
চৈতন্যাবতার বিনে না হেরি মোচন ॥
এত চিন্তি নবদ্বীপে কৈল আগমন।
'আতোপুরে' বসি চিন্তে গৌরাঙ্গ চরণ ॥
ভকত বৎসল প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিজরূপ দেখাইল ব্রহ্মার গোচর ॥
গৌরাঙ্গের দিব্য মূর্ত্তি করি দরশন।
সম্বরিতে নারে ব্রহ্মা প্রেমে অচেতন ॥
বহু দৈন্য স্তুতি করি বন্দিল চরণ।
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বলিল বচন ॥
অভিলাষ মত বর করহ প্রার্থন।
শুনি ব্রহ্মা মহানন্দে বলেন তখন ॥
কলিযুগে নদীয়ায় তব অবতার।
করিবে সজন সহ লীলায় বিহার ॥
সেকালেতে নীচকুলে মোরে জন্মাইয়া।
সঙ্গেতে রাখিবে সদা করুণা করিয়া ॥
নিজগুণে দাসরূপে করি অঙ্গীকার।
ঘুচাইবে মোর মনে যত অহঙ্কার ॥
জীবনে মরণে স্মরি তোমার চরণ।
তব নাম গানে যেন মত্ত রহে মন ॥
পূর্ব্ববত মায়ায় যেন না হই মোহিত।
হেন কৃপা কর প্রভু দয়াল চরিত ॥
ব্রহ্মার স্তবনে প্রভু উল্লাসিত মন।
কহয়ে হইবে তব বাসনা পূরণ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কহয়ে শুনহ প্রভু আমার মিনতি ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি নানা লীলা কর।
কহ গো নদীয়া লীলা আমার গোচর ॥
জীব নিস্তারণ কার্য্য ইহ বাহ্য হয়।
গুহ্য বাক্য কহ মোরে হইয়া সদয় ॥
ব্রহ্মা বাক্য শুনি কহে শচীর নন্দন।
ভক্তভাবে ভক্তিরস করিব আস্বাদন ॥
নানা অবতার ভক্তের করিয়া মিলন।
ব্রজের মাধুর্য্য রসে করাব মগন ॥
ব্রজে তিন বাঞ্ছা মোর অন্তরে জাগিল।
তাহা পুরাইব এবে তোমায় কহিল ॥
নয়নে হেরিবে সেই নবদ্বীপ লীলা।
এত কহি গৌরচন্দ্র অন্তর্হিত হৈলা ॥
গৌরাঙ্গ প্রসাদে ব্রহ্মা হরষিত মন।
অন্তরে চিন্তয়ে সদা গৌর প্রকটন ॥
এই হেতু তদবধি অন্তর্দ্বীপ নাম।
যাঁহার দর্শনে পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥ ১ ॥
তারপর 'সিমলিয়া' গ্রামে প্রবেশিল।
'সীমন্ত-দ্বীপ' বলিয়ারে শাস্ত্রেতে গাহিল ॥
একদা কৈলাসে বসি দেব দিগম্বর।
কলির সৌভাগ্য চিন্তি আনন্দ অন্তর ॥
কলিযুগে অবতীর্ণ প্রভু নদীয়ায়।
সজনেতে বিহরিবে কীর্ত্তন লীলায় ॥
যে সব ভকত বিহরিবে প্রভু সঙ্গে।
স্মরিয়া তাদের নাম নাচে প্রেম রঙ্গে ॥
ভক্ত নামামৃত পানে বিহ্বল হইল।
ডম্বুরা বাজায়া প্রেমে নাচিতে লাগিল ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন সহ করয়ে নর্ত্তন।
কাঁপয়ে কৈলাস গিরি সবে ত্রাস্তমন ॥
শঙ্করের প্রেমচেষ্টা করি নিরীক্ষণ।
ভাবাবেশে দিগম্বরী হারাল চেতন ॥
দেব দিগম্বর যবে নৃত্য সম্বরিল।
ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনোপরি প্রেমেতে বসিল ॥

পার্ব্বতীর ভাব হেরি প্রফুল্লিত মন।
আশ্বাসিয়া নিজ পাশে বসাল তখন ।।
স্বপ্রেমে পার্ব্বতী তবে বলয়ে বচন।
শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন ।।
যে সব ভকত নাম কৈলে উচ্চারণ।
কলির সৌভাগ্য বহু করি প্রশংসন ।।
বুঝি সেই সব ভক্ত করি আগমন।
কলি যুগে ধরা মাঝে হবে প্রকটন ।।
পার্ব্বতীর বাক্য শুনি কহে দিগম্বর।
নদীয়ায় প্রকট হবে রসিক শেখর ।।
রাধা ভাব কান্তি লয়া করি আগমন।
শচী গর্ভ সিন্ধু মাঝে লভিবে জনম ।।
ত্রৈলোক্যে বিজয় রূপ করিয়া ধারণ।
বিহরিবে যবদ্বীপে সহ নিজ জন ।।
করিবেন অত্যদ্ভুত কীর্ত্তন বিলাস।
সর্ব্বাবতার ভক্তের পুরাইবে আশ ।।
পূর্ব্ব দোষ ক্ষমা করি দিবে প্রেমদান।
ঘুচাবে কলি জীবের যতেক অজ্ঞান ।।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম করি বিতরণ।
ভক্তের মহিমা ব্যক্ত করিবে ভুবন ।।
সর্ব্বাবতার ভক্তের একত্র মিলন।
পরম অদ্ভুত এই লীলার ঘটন ।।
হেন মতে গৌর লীলার মহিমা কহিল।
শুনি লোভা কৃষ্ট মনে শঙ্করী চলিল ।।
প্রেমযোগে নবদ্বীপে কৈল আগমন।
এই স্থানে বসি করে গৌর আরাধন ।।
তাঁর প্রেমবশে প্রভু প্রকট হইল।
রসরাজ গোরা রূপে দরশন দিল ।।
ভুবন মোহন রূপ করি দরশন।
ধৈরয ধরিতে নারে পার্ব্বতী তখন ।।

অবিরত আনন্দাশ্রু করে বরিষণ।
তাঁর চেষ্টা হেরি গৌর বলেন বচন ।।
তব মনঃ কথা এবে কহ মম প্রতি।
অবশ্য পুরাব তাহা কহিল সম্প্রতি ।।
শুনি প্রেম-গদগদে কহয়ে পার্ব্বতী।
শুন নিবেদন মোর ত্রিভুবন পতি ।।
কলি যুগে করি প্রভু প্রকট বিহার।
জগতের তাপত্রয়ীর করিবে উদ্ধার ।।
পূর্ব্বে অপরাধ কৈল তব ভক্ত স্থানে।
চিত্রকেতু মহারাজে শাপিল আপনে ।।
মুই দোষ কৈল তেঁহ করিল স্তবন।
তোমার ভক্তের গুণ না যায় বর্ণন ।।
এবে সেই সব সঙ্গে হইব বিহার।
হেন কর ক্ষমা মোর হউক এবার ।।
প্রভু কহে তব বাঞ্ছা হইবে পূরণ।
তোমার বিহীন নহে লীলার ঘটন ।।
এত কহি গৌরচন্দ্র অন্তর্দ্ধান কৈল।
প্রভু পদধূলি দেবী সীমন্তে ধরিল ।।
তদবধি সীমন্ত দ্বীপ বলে সর্ব্বজন।
হেথা বহু লীলা কৈল শ্রীশচীনন্দন ।। ২ ।।

তথা হৈতে প্রেম রঙ্গে 'গাদিগাছা' গেল।
'গোদ্রুম' নাম যাহার সর্ব্বত্র ঘোষিল ।।
একদা চিন্তয়ে মনে দেব সুরপতি।
বহু অপরাধ কৈল হয়া দম্ভ মতি ।।
যদ্যপি দয়াল প্রভু সকলি ক্ষমিল।
তথাপি আমার মন প্রসন্ন নহিল ।।
পুনঃ দণ্ড দিয়া যদি মোরে করে দাস।
বিষাদ ঘুচয়ে তবে পূর্ণ হয় আশ ।।
শুনিয়া সুরভি তবে বলয়ে বচন।
দেবরাজ কেন চিন্তা কর অকারণ ।।

কলিকালে অবতীর্ণ হয়া দয়াময়।
করিবে অদ্ভুত লীলা পুরাবে আশয় ॥
নবদ্বীপে গৌররূপে দিয়া দরশন।
অখিল জীবের দুঃখ করিবে খণ্ডন ॥
অতি গূঢ় হয় এই গৌর অবতার।
তাঁহার করুণা বিনে বুঝে সাধ্যকার ॥
এত কহি ইন্দ্রে লয়া কৈল আগমন।
নবদ্বীপ শোভা হেরি উল্লাসিত মন ॥
প্রেমযোগে আরাধয়ে গৌরাঙ্গ চরণ।
প্রেমময় গৌর তবে দিল দরশন ॥
অত্যদ্ভুত রূপ হেরি সুরভি মোহিল।
বহুত স্তবন করি প্রভুকে তুষিল ॥
প্রভু কহে সুরভি তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।
আমার নদীয়া লীলা নয়নে হেরিবে ॥
হেনকালে দেবরাজ প্রভু পাশে এল।
বহুত মিনতি করি চরণে পড়িল ॥
ইন্দ্রের কাকুতি হেরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
কহে চিন্তা নাহি কর ওহে দেবেশ্বর ॥
অবশ্য মনোরথ তব হইবে পূরণ।
শুনি দেবরাজ কহে সদৈন্য বচন ॥
তোমার মায়ায় মোহ নহে কোনজন।
ব্রজ লীলা সম মোহ না কর এখন ॥
শুনি হাসি প্রভু তারে বহু কৃপা কৈল।
প্রভু অন্তর্দ্ধানে দোঁহে স্তবন করিল ॥
হেরি দোঁহে নবদ্বীপ প্রেমানন্দ মনে।
উপজিল কত ভাব কহে কোন জনে ॥
সুরভী অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে বিলসিল।
তে কারণে 'গোদ্রুম' নাম খ্যাতি হৈল ॥ ৩ ॥
তথা হৈতে 'মাজিতা গ্রাম' প্রান্তে গেল।
'মধ্য দ্বীপ' বলি যারে শাস্ত্রেতে গাহিল ॥
'হেথা সপ্তঋষি কৈল গৌর আরাধন।
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ লীলা প্রেমেতে মগন ॥
ভাবাবেশে সপ্তজন কহে নানা কথা।
যেনমতে গৌর চন্দ্র বিহরিবে হেথা ॥
গৌরাঙ্গের লীলা স্মরি বিহ্বল হইল।
আকুল প্রাণে গোরাচাঁদে ডাকিতে লাগিল
মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম মধ্যাহ্নে দর্শন।
হেরিয়া গৌরাঙ্গরূপ মুগ্ধ সপ্তজন ॥
প্রদক্ষিণ করি প্রেমে করে নিবেদন।
কৃপাকর তব লীলা করি দরশন ॥
তব ভক্ত সঙ্গে যেন করি সঙ্কীর্ত্তন।
নবদ্বীপ লীলা যেন স্মরি অনুক্ষণ ॥
হেনমতে সপ্তজন করয়ে স্তবন।
শুনি তুষ্ট হয়া কহে শ্রীশচীনন্দন ॥
চিন্তা না করিহ শুন মুনি সপ্তজন।
অবশ্য হইবে পূর্ণ চিন্ত যাহা মন ॥
মোর এই গূঢ় লীলা করিবে গোপন।
এতেক কহিয়া প্রভু করিল গমন ॥
গৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানে মুনি সপ্তজন।
মধ্যাহ্নেই তথা হৈতে করিল গমন ॥
কুমারহট্ট সন্নিধানে রহে গঙ্গাতীরে।
সপ্তঋষি ঘাট বলি খ্যাত চরাচরে ॥
'ত্রিবেণীর ঘাট' বলি খ্যাত সর্ব্বজন।
অদ্যাপিও ত্রাণ পায় পাপী তাপীজন ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম মধ্যাহ্নে হেরিল।
তেকারণে 'মধ্য দ্বীপ' নাম খ্যাতি হৈল ॥
হেথা অন্য ঋষি এক তপ আচরিল।
তেঁহ হেন নাম ধরায় প্রচার করিল ॥ ৪ ॥
তথা হৈতে 'বামন পৌখেরা' গ্রামে গেল।
দেখায়া ঈশান তবে কহিতে লাগিল ॥

হেথা ছিল একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ প্রেম যুক্ত মন ॥
শ্রীপুষ্কর তীর্থেতে তার গাঢ় নিষ্ঠা রয়।
বার্দ্ধক্যে চলিতে নারে দুঃখ অতিশয় ॥
আপনা ধিক্কারি মনে করয়ে চিন্তন।
বৃথা কাল গোঙাইল না কৈল গমন ॥
সুদূর পশ্চিমে এবে কেমনে যাইব।
সেবিতে পুষ্কর তীর্থে ভাগ্যে না ঘটিব ॥
হেন মতে নানা মত করিয়া চিন্তন।
ব্যাকুল হইয়া বিপ্র করয়ে ক্রন্দন ॥
হেরিয়া বিপ্রের দশা পুষ্কর তখন।
অকস্মাৎ কুণ্ড এক করিল রচন ॥
তাহাতে সলিল রূপে প্রকট হইল।
বিপ্রে সম্বোধিয়া তবে কহিতে লাগিল ॥
বৃথা কেন কান্দ বিপ্র শুনহ বচন।
স্বয়ং পুষ্কর মুই হৈল প্রকটন ॥
এই কুণ্ড নীরে এবে কর অবগাহন।
মন দুঃখ দূর হবে সুস্থ হবে মন ॥
শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজে করি দরশন।
ভূমে পরি বন্দে বিপ্র তাহার চরণ ॥
অশেষ বিশেষে বহু করিয়া স্তবন।
কর পুটে বারে বারে করে নিবেদন ॥
মোর লাগি দূর হোতে কৈলে আগমন।
তীর্থরাজ কহে হেথা রহি অনুক্ষণ ॥
সর্ব্ব তীর্থ বিরাজিত এই নবদ্বীপে
হেথা বিহরিবে প্রভু রসরাজ রূপে ॥
বৃন্দাবনেশ্বর এবে গৌর রূপ ধরি।
প্রকটিবে প্রেমলীলা কৃপা দৃষ্টি করি ॥
নামে প্রেমে মাতাইবে এ তিন ভুবন।
দীন হীনে উদ্ধারিয়া দিবে প্রেমধন ॥
কেহ না রহিবে বাকি এই অবতারে।
শুনিয়া কান্দয়ে বিপ্র কাতর অন্তরে ॥
পুনঃ কি হইবে জন্ম মোর নদীয়ায়।
হেরিব সে সব লীলা আনন্দ হিয়ায় ॥
এতেক স্মরিয়া বিপ্র বিহ্বল হইল।
তীর্থরাজ প্রবোধিয়া অন্তর্দ্ধান কৈল ॥
তীর্থরাজ অদর্শনে বিপ্র দুঃখ মন।
হেনকালে দৈববাণী করয়ে শ্রবণ ॥
নিরন্তর চিন্ত বিপ্র গৌরাঙ্গ চরণ।
অবশ্য হইবে তব বাসনা পূরণ ॥
শুনি বিপ্র প্রেমোল্লাসে গৌরগুণ গায়।
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ পদ নাচিয়া বেড়ায় ॥
তীর্থরাজ বিপ্রবরে দিল দরশন।
'পুষ্কর ব্রহ্মণ' নাম হৈল তে কারণ ॥
এত কহি 'হাট ডাঙ্গা' গ্রামেতে আসিল।
দেখায়া সে স্থান শোভা কহিতে লাগিল ॥
'উচ্চ হট্ট' নাম ইহার পূর্ব্বেতে আছিল।
ইন্দ্র আদি দেবগণ যথায় আসিল ॥
বসি গৌর লীলা তত্ত্ব করে আলাপন।
নিজ নিজ অভিলাষ করি উদ্‌ঘাটন ॥
গৌর ভক্তগণ নাম তাদের মহিমা।
কীর্ত্তন করয়ে সবে করিয়া গরিমা ॥
চিন্তয়ে হেন মোদের সৌভাগ্য হইবে।
কৃপা করি প্রেম লীলায় সেবক করিবে ॥
নিরন্তর করিব সবে গৌরাঙ্গ সেবন।
এতেক চিন্তিয়া করে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ॥
এই উচ্চ স্থানোপরি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
বিবিধ ভঙ্গিমা করি নাচিতে লাগিল ॥
কহে শীঘ্র ধরায় প্রভু কর আগমন।
হেরিয়া তোমার লীলা জুড়াব নয়ন ॥

এত কহি প্রেমানন্দে করে নাম গান।
এই দুই হেতু হৈল 'উচ্চ-হট্ট' নাম ॥
এত কহি 'কুলিয়া পাহাড় পুরে এল।
শ্রীনিবাসে দেখাইয়া কহিতে লাগিল ॥
'কোল দ্বীপ পর্ব্বতাখ্য' পূর্ব্ব নাম ছিল।
কোলদেবের ভক্ত এক হেথায় আছিল ॥
নিরন্তর কোল দেবের করে আরাধন।
গাহিয়া তাহার গুণ করে নিবেদন ॥
একবার দয়াময় দাও দরশন।
হেরি ব্যাকুলতা তার তুষ্ট প্রভু মন ॥
ভক্তাধীন গৌরচন্দ্র ভক্তের কারণ।
কোল দেব রূপে আসি দিল দরশন ॥
নানা রত্নে বিভূষিত দিব্য কলেবর।
হেরিয়া বরাহ দেবে আনন্দ অন্তর ॥
ভূমিতে লুটায়ে বিপ্র করিল প্রণাম।
প্রেমে স্তুতি নতি করি করে গুণ গান।
তুষ্ট হয়া কোলদেব বলেন তখন।
নদীয়া বিহারে যত পাবে দরশন ॥
এত কহি কোলদেব কৈল অন্তর্দ্ধান।
প্রভু অদর্শনে বিপ্র হারাইল জ্ঞান ॥
ক্ষণে সংজ্ঞা পায়া বিপ্র করয়ে চিন্তন।
কলি যুগে গৌর রূপে প্রভু আগমন ॥
সজন সহিত প্রেমে করিবে কীর্ত্তন।
সন্ন্যাস করিয়া শেষে তারিবে দুর্জ্জন ॥
ভাগবত পুরাণাদিতে আছয়ে প্রচার।
হেরিতে সৌভাগ্য কিবা হইবে আমার ॥
এত চিন্তি ক্ষেদে বিপ্র করয়ে ক্রন্দন।
হেন কালে দৈববাণী করিল শ্রবণ ॥
অবশ্য হইবে তব সেকালে জনম।
শুনি মহানন্দে বিপ্র হইল মগন ॥
পর্ব্বত প্রমাণ হেথা কোলেরে হেরিল।
তেকারণে 'কোল দ্বীপ' নাম খ্যাত হৈল ॥ ৫ ॥
তারপর 'সমুদ্রগড়ি' করিয়া গমন।
কহয়ে সমুদ্রগড়ি নামের কথন ॥
দৈবেতে সমুদ্র হেথা করি আগমন।
গঙ্গা ভাগ্য প্রশংসিয়া বলয়ে বচন ॥
তব তীরে বিহরিবে শ্রীগৌর সুন্দর।
করিবে কীর্ত্তন লীলা সহ অনুচর ॥
শুনি শ্রীজাহ্নবী-দেবী করয়ে উত্তর।
আমার দুর্ভাগ্য যাহা নাহি তারপর ॥
বিহার করিয়া শেষে আমারে ছাড়িয়া।
সন্ন্যাস করিয়া রবে তব তীরে গিয়া ॥
তব তীরে করি সদা অদ্ভুত বিহার।
নিরন্তর বাড়াইবে আনন্দ তোমার ॥
তোমার সৌভাগ্য গুণ সকলে গাহিবে।
তাহা নাহি কহি কেন বিড়ম্বহ এবে ॥
সমুদ্র কহয়ে কহ সুসত্য বচন।
কিন্তু মোর দুঃখ এবে করহ শ্রবণ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস বেশ সহনে না যায়।
তেকারণে আশ্রিলাম তোমারে সদায় ॥
তুমি দেখাইবে মোরে শ্রীগৌর সুন্দর।
নদীয়ায় বিরাজিত পূর্ণ শশধর ॥
সজন সহিত গৌরে সুবেশ করিব।
হেরিয়া চাঁচর কেশ কৃতার্থ হইব।
তোমা হতে হবে মোর বাসনা পূরণ।
হেন মতে দুহুজন করে আলাপন ॥
কত দিনে গৌরচন্দ্র হবে প্রকটন।
এত চিন্তি হেথা দোঁহে ধ্যানেতে মগন ॥
সদা উৎকণ্ঠ-চিত্তে করয়ে যাপন।
কত দিনে হেরিলেন প্রকাশ লক্ষণ ॥

গ্রহণের ছলে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন।
সেই কালে গৌরচন্দ্র হৈল প্রকটন ॥
যতেক আনন্দ হৈল জগন্নাথ ঘরে।
গঙ্গাশ্রয় করি সিন্ধু নয়নে নেহারে ॥
একদিন গঙ্গাকূলে করয়ে দর্শন।
বৃক্ষতলে সিংহাসনে শ্রীগৌর রতন।
অপরূপ অঙ্গকান্তি ভুবন মোহন।
চারিদিকে বিরাজিত পারিষদগণ ॥
দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ বামে গদাধর।
সম্মুখেতে বিরাজিত অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
শ্রীবাসাদিগণ প্রেমে করিছে সেবন।
সিন্ধু সেই শোভা হেরি প্রফুল্লিত মন ॥
হেরিয়া অপূর্ব্ব লীলা বাঞ্ছা উপজিল।
রঙ্গেতে দয়াল প্রভু সব পুরাইল ॥
গঙ্গাশ্রয়ে নিতি নিতি করি আগমন।
হেরয়ে গৌরাঙ্গচাঁদে সহ নিজগণ ॥
হেরয়ে গৌরচন্দ্রের অদ্ভুত বিহার।
প্রশংসা করয়ে সদা সৌভাগ্য গঙ্গার ॥
গঙ্গাসহ সিন্ধু গতির একত্র মিলন।
সেকারণে 'সমুদ্র গড়ি' নামের কথন ॥
এত কহি 'চাঁপাহাটী' গ্রামেতে আসিল।
'চম্পকহট্ট' নাম যার পূর্ব্বেতে আছিল ॥
পূর্ব্বেতে চম্পক বন ছিল এই স্থানে।
বসাইত হাট হেথা যত মালীগণে ॥
পুষ্প আহরণ করি আনিত মালীগণ।
আসিয়া কিনিত যত ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
সেই পুষ্পে করিতেন সবে দেবার্চ্চন।
'চাঁপা পুষ্প হাট' হোতে এ নাম কথন ॥
এই গ্রামে ছিল এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
চাঁপা পুষ্পে করে সদা কৃষ্ণ আরাধন ॥
একদা বহুত পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণে পূজিল।
শ্যামল সুন্দর রূপ চিন্তিতে লাগিল ॥
সহসা করয়ে বিপ্র অপূর্ব্ব দর্শন।
শ্যামল সুন্দর রূপে গৌরাঙ্গ বরণ ॥
চম্পক পুষ্পের সম গৌরাঙ্গ বরণ।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে হৈল অদর্শন ॥
একদৃষ্টে চম্পক পুষ্প করি নিরীক্ষণ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিছুরিয়া করয়ে চিন্তন ॥
কলিযুগে নবদ্বীপে কৃষ্ণ অবতার।
পীতবর্ণ রূপ ধরি করিব বিহার ॥
পরম অদ্ভুত লীলা রঙ্গেতে করিব।
বহুত বিলম্ব লাগি হেরিতে নারিব ॥
সৌভাগ্য নাহিক মোর সেরূপ দর্শনে।
স্মরিয়া ব্যাকুল প্রাণে কান্দয়ে ব্রাহ্মণে ॥
সহসা ব্রাহ্মণে তবে নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্ন যোগে গৌরচন্দ্র তারে দেখা দিল ॥
চম্পক কুসুম সম রূপের মাধুরী।
হেরিয়া বন্দয়ে পদ বহু স্তুতি করি ॥
বিপ্রে বহু কৃপা করি অদর্শন হৈল।
ভূমে পড়ি বিপ্র প্রেমে কান্দিতে লাগিল ॥
নেহারি চম্পক পুষ্পে কহে অনুক্ষণ।
ভ্রমিত করালে মোরে গৌরাঙ্গ স্ফুরণ ॥
হেনমতে ভাবাবেশে বিপ্র গোঙাইল।
তদবধি 'চম্পকহট্ট' নাম খ্যাতি হৈল ॥
তবে 'রাতুপুরে' গিয়া বলয়ে বচন।
ইহা 'ঋতুদ্বীপ' হয় অপূর্ব্ব শোভন ॥
হেথা ষড়ঋতু বসি কৈল আরাধন।
গৌর অবতার চিন্তি প্রেমেতে মগন ॥

(ক্রমশ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

মধ্যাহ্নকালীন শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগারতি কীর্ত্তন।

(শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন)

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌর হরি।
শ্রীগৌর হরি নবদ্বীপ বিহারী।
দীন দয়াময় হিতকারী ॥
(এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
কুমার হট্ট শ্রীবাস গৃহে কর আগমন ॥
কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে শ্রীবাস আছেন বসিয়া।
উপনীত ধ্যানফল করুণা করিয়া ॥
ভকত বৎসল প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে আগ্রহ অন্তর ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
প্রাণনাথে হেরি শ্রীবাস পুলকে মগন ॥
শ্রীবাস গৃহিনী আর কুমারহট্ট নারী।
গোরামুখ নিরখয়ে প্রেমানন্দে পূরী ॥
হুলু হুলু দেয় সবে পুলকে মগন।
কুমার হট্ট শ্রীবাস গৃহে গৌর আগমন।
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন।
সুশীতল নীরে কৈল পাদ প্রক্ষালন ॥
শ্রীবাসের প্রীতিবশে প্রভু আগমন।
ভুবন হইল ধন্য করি নিরীক্ষণ ॥)
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ প্রয়াণ ॥
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঁই ॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥

ভোজনের দ্রব্য যত রাখি সারি সারি।
তাহার উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী ॥
শাক্ শুক্তা আদি নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, আর লুচী পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী ॥
শ্রীবাসগৃহিনী আর কুমারহট্ট নারী।
হুলুধ্বনি দেয় সবে গোরা-মুখ হেরি ॥

নাহি জানি পরিপাটী না জানি বন্ধন।
শুকা রুখা এক মুষ্টি করহ গ্রহণ ॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
ভৃঙ্গার পূরিয়া দিল সুবাসিত বারি ॥
ভোজন করিয়া প্রভু করেন আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈলেন দন্ত-শোধন ॥
বসিতে আসন দিলা রত্ন সিংহাসন।
কর্পূর তাম্বুল জোগায় প্রিয়-ভক্তগণ ॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেওয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী ॥
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলা শয়ন।
শ্রীগোবিন্দ দাস করে পাদ সম্বাহন ॥
ফুলের পাঁপরী সব উড়ে পড়ে গায়।
তার মাঝে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১.৫০
২। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২.০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক-পরিচয় : ভিক্ষা—১.৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন : ভিক্ষা—৭.০০

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক অভিনব প্রকাশ, তীর্থ-ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তি ও বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে চৌষট্টিটি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া প্রায় শতাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়া সপ্রমাণ স্থান-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকীর্তি তথা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের সপ্রমাণ প্রকট রহস্যাদি তথা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে।)

৫। শ্রীচৈতন্য যুগের শিল্পী নয়ন ভাস্কর—(যন্ত্রস্থ)

প্রকাশিত হইতেছে—

৬। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী।

(পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের বিস্তারিত জীবন চরিত তৎসঙ্গে তাঁহাদের পূর্ব্বাবতার, পিতা-মাতা, জন্মভূমি, লীলাকাহিনী ও অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় সমসাময়িক পার্ষদবৃন্দের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত তথ্যের বিচিত্র সমাবেশ। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।)

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা
২। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)—৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬
৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২
৫। "গ্রন্থালোক", ৫/১, অম্বিকা মুখার্জী রোড কলিকাতা—৭০০০৫৬

বিঃ দ্রঃ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীশচীনন্দন মিত্র কর্তৃক শ্রীদুর্গা প্রেস, গড়িয়া (ফোন ভাট : ২৪১৫) হইতে মুদ্রিত।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

: নিয়মাবলী :

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ষান্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাস ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলাবিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা—(সডাক)—৫'০০, প্রতিসংখ্যা—২'৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিত হইবে। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পত্রিকা প্রেরণ তারিখের পূর্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাক টিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

: কলিকাতার যোগাযোগ :

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)

ফোন : ২৪-৬৬২৩

৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য এণ্ড কোং)

ফোন : ২৩-৭০০৭

১০, ওয়াটার লু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৬৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

ফোন : ২৪-৪৬০৩

১৭, শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট, ইন্টালী, কলিকাতা ৭০০০১৪

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

সম্পাদক—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীচৈতন্যডোবা

পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবানুকূল্যের জন্য এই পত্রিকার প্রয়াস। যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া আপনি এই পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করুন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুসন্ধান পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রভুত অর্থের প্রয়োজন। তাই এতদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯১

সন—১৩৮৪ সাল, ৮ই ভাদ্র

শ্রীঝুলন যাত্রা

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫·০০ প্রতি সংখ্যা—২·৫০

পত্রিকায় পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত।

২। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর বিস্তারিত জীবন কাহিনী সহ তাঁহার পূর্ব্ব অবতার বিষয়ক দুইটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ

১। শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত—শ্রীকামদেব গোস্বামী বিরচিত।

২। শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা—শ্রীদেবকীনন্দন দাস বিরচিত।

৩। শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অষ্টক ধ্যান ও সূচকাদি।

(প্রাচীন পুথির প্রকাশ)

পত্রিকার পরবর্ত্তী বিশেষ আকর্ষণ

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—কবি কর্ণপুর বিরচিত।

(সর্ব্বময় শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। মৎস্য কূর্ম্মাদি সমস্ত অবতারের ভক্তবৃন্দ ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিঋষি গন্ধর্ব্বাদি, সমস্ত ব্রজ পরিকর সহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে লীলা করিয়াছেন। কোন ভক্ত কোন স্বরূপে প্রকট হইয়াছেন; তাহাই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়; শ্রীচৈতন্য পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বিরচিত এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা তত্ত্বের এক নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।)

প্রকাশিত শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের বিশেষ পরিচিতি

১। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক, তৎপরবর্ত্তী শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ, তৎপরবর্ত্তী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীনরহরিদাস প্রেমদাস; তৎপরবর্ত্তী গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজির সমকালীন পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের জীবন আলেখ্যই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের সমসাময়িক লেখকগণের লিখিত প্রায় ৫০টি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া পঞ্চশতাধিক চরিত্র বর্ণন করা হইয়াছে।

৩। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের জন্মভূমি, পূর্ব্বাবতার, পিতামাতা, বংশ পরিচয়, লীলা কাহিনী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্দ্ধান কালাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। ইহার দ্বারা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও অজ্ঞাত পরিচয় পার্ষদগণের চরিত্র প্রকাশ পাবে। বৈষ্ণব সাহিত্য; দর্শন ও ইতিহাস গবেষকগণের নিকট এক নূতন আলোক পাত করিবে।

বিঃ দ্রঃ—বিত্তশীল সুধীভক্তগণ সমীপে একান্ত আবেদন যে এই বিশাল শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থখানি মুদ্রণের জন্য সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করে গ্রন্থখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের সহায়তা করুন।

শ্রীশ্রীশাখা নির্ণয়

(শ্রীযদুনাথ দাস বিরচিত)

ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বল বিলাসিনম্।
স্বস্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্।
প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসম্ ॥ ২ ॥

শ্রীযুত হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি মহাশয়ম্।
পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যামুদাকরম্ ॥ ৪ ॥

বন্দেঽহ নন্তাদ্ভুত রসমনন্তাচার্য্য সংজ্ঞকম্।
নানানন্তাদ্ভুতময়ং গৌর প্রেমনোক্তিভাজনম্ ॥ ৫ ॥

মহাভাব চমৎকার রূপান্বিত স্বভাবজম্।
রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্ ॥ ৬ ॥

বন্দে শ্রীনয়নানন্দং মিশ্রং প্রেমসুধার্নবম।
গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈক ভাজনম্ ॥ ৭ ॥

গঙ্গামন্ত্রিনমীড়েঽহং সেবাসৌখ্য বিলাসিনম্।
নামপ্রেম-প্রকাশার্থং স্বধুক্তা যঃ সুমন্ত্রিতঃ ॥ ৮ ॥

যঃ প্রেমনা গৌরচন্দ্রেন পরিবারগণৈঃ সহ।
উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দেমামুঠাকুরম ॥ ৯ ॥

শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।
লীলাকলাপ সংযুক্তং রাধাকৃষ্ণরসাত্মকম্ ॥
শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দেতয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্ ॥ ১০ ॥

মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্।
গদাধর প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈত নন্দনম্ ॥ ১১ ॥

গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভংভূগর্ভোত্থ সুবিক্রান্তম্।
সদামহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥ ১২ ॥

ভূগর্ভ সঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্।
সদা রাধাকৃষ্ণ লীলাগান-মণ্ডিত-মানসম্ ॥ ১৩ ॥

ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্।
ব্রহ্মাচারীণমীড়ে তং বাণীনাথ মহাশয়ম্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িনম্।
বন্দে বল্লভ চৈতন্যং লীলাগান যুতান্তরম্ ॥ ১৫ ॥

বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদগুণাশ্রয়ম্।
কৃষ্ণসেবা পরিপাটি যত্নের্যেন সুসেবিতা ॥ ১৬ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীহরিদাস দাসজী শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন গ্রন্থে শ্রীযদুনাথ দাস কৃত 'শ্রীশাখা নির্ণয়' গ্রন্থের উদ্ধৃত শ্লোক প্রদান করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ও প্রশিষ্যাদিগকে চিহ্নিত করিয়াছেন। উক্ত উদ্ধৃত শ্লোকগুলি একত্রে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থটির রূপ প্রদানে সচেষ্ট হইলাম। উক্ত গ্রন্থের কোন পুঁথি বা মুদ্রিত পুস্তক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শ্রীল হরিদাসজীও কোন উল্লেখ করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন গ্রন্থে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লেখিত শ্লোকের ক্রমিক নম্বরের মিল না থাকায় .গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের নামের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া শ্লোকগুলি সন্নিবেশিত করতঃ প্রকাশ করিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় ৩ ও ৩৪ নং নামের কোন শ্লোক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে দৃষ্ট হয় না। আর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের ৩টি শ্লোকে, উক্ত নামত্রয় শেষোক্ত গ্রন্থের নামের তালিকায় উল্লেখ নাই। উক্ত শ্লোকত্রয় বর্ত্তমান প্রকাশনার ৫৭, ৫৮, ৫৯ নম্বরে সংযোজিত হইল। এখন পাঠকবৃন্দ সমীপে আবেদন উক্ত 'শ্রীশাখা নির্ণয় গ্রন্থের' মূল পুঁথি বা মুদ্রিত গ্রন্থ কাহারও দৃষ্টিগোচর হইলে অবশ্যই জানাইবেন। ইহাতে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা নিরূপণবিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

অতিদীনজনে পূর্ণ প্রেমবিত্ত-প্রদায়কম্ ।
শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণ শালিনম্ ॥ ১৭ ॥
যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণ মাধুর্য্য প্রেমপোষকম্ ।
জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কম্ ॥ ১৮ ॥
বন্দেজগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্ ।
দত্তং যেন ত্রৈপুরেচদেশে শ্রীনামমঙ্গল ॥ ১৯ ॥
হরিদাসাচার্য্যবর্যং বঙ্গদেশ নিবাসিনম্ ।
বন্দেতং পরয়াভক্ত্যাশ্বোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥ ২০ ॥
বন্দেগোপালদাসাখ্যং সাদিপুর নিবাসিনম্ ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমংপুরম্ ॥ ২১ ॥
বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেম বিনোদিনম্ ।
গৌর প্রেমনামমত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম ॥ ২২ ॥
ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয় বিগ্রহম্ ।
মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজ সৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ২৩ ॥
রঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্ ।
সদাপ্রেমাশ্রু রোমাঞ্চ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥
বন্দে রঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দ-মহাশয়ম্ ।
যন্নাম শ্রবণেনৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ ॥ ২৫ ॥
শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ নামকম্ ।
রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকানন-বাসিনম্ ॥ ২৬ ॥
বন্দে চৈতন্যদাসকং জয়ানন্দ-মহাশয়ম্ ।
প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকম্ ॥ ২৭ ॥
অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেনাত্মসাৎ কৃতম্ ।
প্রেম গদ্‌গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল বিগ্রহম্ ॥ ২৮ ॥
আচার্য্যং মাধবং বন্দে কৃষ্ণভক্তি-রসালয়ম্ ।
কৃতো যেন প্রযত্নেন গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥
বন্দে গোপাল দাসাখ্যং প্রেমভক্তি রসাশ্রয়ম্ ।
শ্রীমন্মদন গোপালাঙ্ঘ্রি কুঞ্জদ্বন্দ্ব সেবিনম্ ॥ ৩০ ॥
মধু স্নেহ সমাযুক্তং প্রেমাসক্তং মহাশয়ম্ ।
বৃন্দাবনে বাসরতং বন্দে শ্রীমধুপণ্ডিতম্ ॥ ৩১ ॥
পৌর্ণমাসী পৃথু প্রেমপাত্রং শ্রীচন্দ্র শেখরম্ ।
অপার করুণাপূর পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞকম্ ॥ ৩২ ॥
উৎকলে চৈব তৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতা ।
প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতম্ ॥ ৩৩ ॥
অশেষ সদ্‌গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্য কলেবরম্ ।
মহারসাত্মকং বন্দে শ্রীদামোদর পণ্ডিতম্ ।
শিখাসূত্র পরিত্যাগাৎ স্বরূপং যংবিদুর্বুধাঃ ॥ ৩৫ ॥
শ্রীল গোবিন্দদেবস্য সেবাসুখ বিলাসিনম্ ।
দয়ালু প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যানন্দবিগ্রহম্ ॥
বন্দেঽনন্তাচার্য্যবর্য্যং মহাভাব কদম্বকম্ ।
আপাদমস্তকং যস্য পুলকেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥ ৩৬ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যং প্রেমমত্ত-কলেবরম্ ।
সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহম ॥ ৩৭ ॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্ ।
রাধাগোবিন্দ গৌরাঙ্গ গদাধর পদপ্রদম্ ॥ ৩৮ ॥
মহাতেজোময়ং চারু সেবাসুখ বিনোদিনম্ ।
গোস্বামিনং ভবানন্দং বন্দে তং স্মৃতিপ্রেমদম্ ॥
শ্রীল গোপীনাথদেবো যত্নৈর্যেন সুসেবিতঃ ।
যস্য স্মরণমাত্রেন কৃষ্ণপ্রেম প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥
যদুনাথ চক্রবর্ত্তীনমীড়ে গুণসাগরম্ ।
গদাধর প্রিয়তমং লীলাভাগবতাভিধম্ ।
প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্ ॥ ৪০ ॥
পুষ্প গোপাল নামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্ ।
স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং কৃষ্ণদাস মহাশয়ম্ ।
উজ্জ্বলাঙ্কধিয়ং শান্তং বৃন্দাকাননবাসিনম্ ॥ ৪২ ॥
লোকনাথ ভট্টসংজ্ঞং প্রেমানন্দ সুখালয়ম্ ।
রাধাকৃষ্ণরসে মগ্নং শ্রীচম্পকলতিকাভিধম্ ॥ ৪৩ ॥
বিদ্যানন্তাচার্য্যবর্য্যং গঙ্গাতীর নিবাসিনম্ ।
বন্দেযেনাকারি পূজা গৌরস্য ফলমূলকৈঃ ॥ ৪৪ ॥
মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্ত কলেবরম্ ।
বৃন্দাবনে শয়োর্লীলামৃত স্নিগ্ধ কলেবরম্ ॥ ৪৫ ॥

বন্দে গোবিন্দমাচার্য্যং কৃষ্ণপ্রেম সুধালয়ম্।
গোবিন্দোল্লাস-রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম্ ॥ ৪৬ ॥
ভবানন্দদং বন্দে শ্রীমদক্রুর ঠকুরম।
গদাধর প্রেমকন্দং গৌরপ্রেম বিলাসকম্ ॥ ৪৭ ॥
বন্দে সঙ্কেতমাচার্য্যং শ্রীগৌরেঙ্গিত-প্রজ্ঞকম্।
গৌর প্রেমপাত্রং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥ ৪৮ ॥
রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাঙ্গং সুবিশ্রুতম্।
বন্দে গদাধর যুতো গৌরো যেন সুসেবিতঃ ॥ ৪৯ ॥
আচার্যং কমলাকান্তং মহাসুভগ-বিগ্রহম্।
পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে রূপ-নিষেবিনম্ ॥ ৫০ ॥
বন্দে শ্রীযাদবাচার্য্যং প্রেমমত্ত কলেবরম্।
লীলারস-পরীপাকশালিনং গুণসাগরম্ ॥ ৫১ ॥
বন্দে বল্লভ ভট্টাখ্যমায়রোল নিবাসিনম্।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-লীলা-পারাবার-বিগাহিনম্ ॥ ৫২ ॥
নারায়ণং পড়িয়ারিং গৌরপ্রেম সুধালয়ম্।
শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গ-সেবাসুখ-বিনোদিনম্ ॥ ৫৩ ॥
বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা।
মহাভাব চমৎকার গৌরভাব কলেবরম্ ॥ ৫৪ ॥
চৈতন্য বল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্।
গদাধরস্য গৌরস্যগুণগানাভিলাষিণম্ ॥ ৫৫ ॥
হস্তিগোপাল দাসাখ্যং প্রেমমত্ত কলেবরম্।
নমামি পরয়াভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্ ॥ ৫৬ ॥
আচার্য্যং ভগবন্তং তু তেজোময় কলেবরম্।
যস্য স্মরণ মাত্রেন গৌরপ্রেম প্রজায়তে ॥ ৫৭ ॥
বন্দেহহং বৈষ্ণবং দাসং শুদ্ধ চিত্ত কলেবরম্।
বৃন্দাবনে শয়োর্লীলামৃত-স্নিগ্ধ-কলেবরম ॥ ৫৮ ॥
যদুনাথ চক্রবর্ত্তী লীলাভাগবতাভিধম্।
প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যামহাশয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
শ্রীল শ্রীগৌরচরণ সেবাসুখ বিলাসিনঃ।
পণ্ডিতস্য গণা সর্বে শৃঙ্গারার্থ কলেবরাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীযদুনাথ দাস কৃত শ্রীমৎ পণ্ডিত
গোস্বামীগণ শাখানির্ণয়ামৃতং
সমাপ্তম্

শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথী নং ১৪৪০)

অভিরামচন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত।
তা সবার নাম গ্রাম লিখি যে নিশ্চিত ॥
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ-পরকাশ ॥
বুঢ়ন গ্রামেতে হরিদাসের বসতি।
হেলাগ্রামে পাখীয়া গোপালদাসের স্থিতি ॥
পাকমাল্যাটিতে বাস গুম্ফানারায়ণ।
সীতা নগরে বাস ঠাকুর মোহন ॥
দাড়িয়া মোহন নাম বলে সর্ব্বজনে।
কিবা সে শোভন দাড়ি অতি বিলক্ষণে ॥
মহিনামুড়িতে বাস সত্য রাঘব নাম।
সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান ॥
ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥
দ্বীপাগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতোলার রঙ্গাদেশে রঙ্গন কৃষ্ণদাস নিশ্চিত ॥
মালদহে মুরারী দাস করেন বসতি।
পানিহাটিতে ঠাকুর মোহনের স্থিতি ॥
রাধানগরেতে বাস যদু হালদার।
হীরামাধবদাস স্থিতি অনন্ত নগর ॥
মাহেশ গ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম।
কেটিরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান ॥
পটিলা গ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ।
নীলাচলে স্থিতি গোপীনাথ দাস আখ্যান ॥
চূণাখালী বাসী দাস নন্দকিশোর।
পাতাগ্রামে বিদুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার ॥
বিষ্ণুপাড়া বাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম।
গৌরাঙ্গ পুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান ॥
গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস।
অঙ্গশাখা আচার্য্য জানিবা নির্য্যাস ॥
বিশ্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম।
সাড়ে চব্বিশ শাখার কহি নাম গ্রাম ॥
শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥

ইতি—শ্রীশ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় সমাপ্ত

এই শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় গ্রন্থে উল্লেখিত ঠাকুর অভিরামের শিষ্যবর্গের জীবন চরিত মৎকৃত শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের শ্রীনিত্যানন্দ শাখায় প্রকাশিত হইবে। আর ঠাকুর অভিরাম শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকের মাধ্যমে প্রেমশক্তি সঞ্চার করায় গ্রন্থকার শ্রীনিবাস আচার্য্যকে তাঁহার অঙ্গশাখারূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নম

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার

সপ্তম স্তবক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যারে কহে আদি দেব ব্রহ্ম সনাতন।
চৈতন্য অগ্রজ চৈতন্যের প্রাণধন॥
ততধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
সখ্য দাস্য বাৎসল্য শৃঙ্গার ভাব আর।
নিত্যানন্দ বহি ইহা কেহ নাহি আর॥
হেন নিত্যানন্দের মহিমা কেবা জানে।
চৈতন্য জানায় যারে সে জানে তাহানে॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা নিত্যানন্দ বলরাম।
সঙ্কর্ষণ রূপে বৈসে পরব্যোম ধাম॥
তাহার অংশের দ্বারায় সৃষ্টাদি করয়।
এই হেতু নিত্যানন্দ সবার আশ্রয়॥
স্বয়ং রূপে গোবিন্দের অগ্রজ হইয়া।
কৃষ্ণের সঙ্গে বিহরয়ে সখাগণ লইয়া॥
প্রাণ প্রিয়ারূপে কৃষ্ণ সঙ্গে বিলসয়।
রাসাদি বিহার কত নিকুঞ্জে করয়॥
এ সব রসের লীলা কে জানিতে পারে।
অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে নাহি অধিকারে॥
কোন কোন পাপীগণে ক্ষুদ্র বুদ্ধি যার।
কৃষ্ণরামে ভেদ করি যায় ছারখার॥
ঈশ্বরের লীলাগুণ বেদে গম্য নয়।
ইহা নাহি বুঝি পাপী বলিয়া মরয়॥
যে দেহেতে কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার।
তার লীলায় কুতর্ক করয়ে পাপীছার॥
শাস্ত্র দেখিয়াও পাপী কিবা মনে করে।
কেবা চৈতন্যের মায়া জানিবারে পারে॥
অনন্তের আদি হন অনন্ত মহিমা।
আমি ক্ষুদ্র জীব তার কি জানিব সীমা
চৈতন্য অধরামৃতের[১] এই বল ধরি ।
কি কহিতে কিবা কহি বুঝিতে না পারি॥
নিত্যানন্দ গুণরসে মোর ক্ষিপ্ত মন।
চৈতন্য স্ফুরায় যাহা করিয়ে লিখন॥
ইথে অপরাধ না লইবে ভক্তগণে।
মোর মন সদা রহু নিতাই চরণে॥
নিত্যানন্দ লীলামৃতে মোর লুব্ধ মন।
আপনা কৃতার্থ লাগি চাখি এক কন॥
এ অতি নিগূঢ় কথা অনন্ত অগাধ।
বীরচন্দ্র লীলামৃত করহ আস্বাদ॥
ভক্ত সঙ্গে গোস্বামী করেন অনুমান।
কলিযুগে প্রভু প্রকটিল হরিনাম॥

১) চৈতন্য অধরামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মের বহু পূর্ব্বে মাতা শ্রীনারায়ণী দেবীকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব উচ্ছিষ্ট তাম্বুল প্রদান করতঃ নিজ কৃপা শক্তি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য তাঁহারই ইঙ্গিত।

চারিবেদ সারাৎসার হরিনাম ধন।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' তাহা কৈলা প্রচারন॥
নববিধ ভক্তি আর রসের নির্য্যাস।
বহুকাল ব্যতিরেক করিলা প্রকাশ॥
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সবয়ে লয় ধর্ম্ম।
কালাতীত হৈলে পাছে করয়ে বিকর্ম্ম॥
আমারে রাখিল প্রভু শাসন লাগিয়া।
মহান্ত বৈষ্ণবগণ সেনাপতি দিয়া॥
চাহি বেড়াইব মুক্রী সকল সংসার।
ভক্তি অতিক্রম দেখি করিমু সংহার॥
প্রকাশিয়ে চারিহস্ত চক্র লইমু করে।
ভক্তি যে না লইবে তারে করিমু সংহারে॥
যাহার অর্জ্জিত ক্ষিতি সেই না দেখিলে।
যার যেন ইচ্ছা করে নষ্ট হয় কালে॥
ভয় ভক্তি সঙ্গে করি করিমু ভ্রমণ।
এত বলি প্রবাস চলিতে হইল মন॥
অনেক মহান্ত সঙ্গে বহু শিষ্যগণ।
নরযান অশ্বযান করিয়া সাজন॥
শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ পতাকা শোভন।
কেহ পূর্ণচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র দরশন॥
উড়য়ে পাতাকাবৃন্দ গগন মণ্ডলে।
নাচিতে লাগিল নাড়া কীর্ত্তন মঙ্গলে॥
'হরি হরি' ধ্বনি হয় 'বীর বীর' আর।
স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ভেদিল ধ্বনি যার॥
দেবলোক, নরলোক, নাগলোক করি।
চমৎকার মানি সব বলে হরি হরি॥
অতুল ঐশ্চর্য্য সঙ্গে ভৃত্যগণ লৈল।
যান বহি ভাগ্যবান অনেক আইল॥
ময়ুরের পুচ্ছ গুচ্ছ হস্তে বহু দাসে।
শ্বেত কৃষ্ণ চামর তুলায় চারিপাশে॥
কৃষ্ণ নাম বদনে বলয়ে সর্ব্বজন।
'হরি হরি' ধ্বনিতে ভেদিল ত্রিভুবন॥
ধু ধু করিয়া সব তুরি ভেরি বাজে।
'বীর বীর' করিয়া সকল নাড়া সাজে॥
সুবর্ণ রজত ছড়ি বেত্র বেনু হাতে।
গলে দোলে গুঞ্জামালা রাঙ্গা টোপ মাথে॥
কৃষ্ণ প্রেমে গর গর করয়ে হুঙ্কার।
হেন প্রেম দিয়াছেন শরীরে সবার॥
প্রভু বীরচন্দ্রের করুণা দৃষ্টিপাতে।
প্রেমে পরিপূর্ণ সব চলে প্রভুর সাথে॥
জয় জয় মহাপ্রভু বীরচন্দ্র রায়।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রেমে জগৎ ভাসায়॥
গৌরচন্দ্র রূপে ব্রজভাব প্রকাশিয়ে।
কৃষ্ণনাম দান কৈল জগৎ ভরিয়ে॥
বীরচন্দ্র রূপে কৈল ঐছে পর কাশ।
'গৌরভজ' 'গৌরবল' হও 'গৌরদাস'॥
নিত্যানন্দ পাদপদ্ম হৃদয়ে ভরিয়া।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস অন্তরে রাখিয়া॥
এইসব লওয়ায়েন প্রভু বীর রায়।
ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু চলে সুলীলায়॥
প্রভু পরিচ্ছদ করি চড়ি নরযানে।
শিরেতে বৈঠল গজমুক্তা দোলে কানে॥
স্বর্ণ সূত্র রজত মণ্ডিত দোলাপরে।
চন্দ্রভায করে তেজ ঝলমল করে॥
অরুণ বরুণ অঙ্গে সূক্ষ্ম সূত্র বাস।
কি সুন্দর বদন চন্দ্রের মৃদু হাস॥
নাড়া সব প্রেমে মত্ত ক্রমাগত হইয়া।
অগ্রে অতি শীঘ্র চলে কীর্ত্তন করিয়া॥
মত্ত সিংহ সম সব নাড়ার নর্ত্তন।
'হরি বল' 'হরি বল' এই সে কীর্ত্তন॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা ডম্ফ করতাল শৃঙ্গ।
চারিপাশে বেড়ি যায় চরণের ভৃঙ্গ॥

জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস রামদাস করি।
নিত্যানন্দ দাস[২] রামাই চলে দোলা ঘেরি॥
নৃসিংহ দাস নামে সব নাড়ার প্রধান।
খণ্ডি বাহক সব চলে আগুয়ান॥
প্রভু সঙ্গে সঙ্গী যত সব প্রেমময়।
ভবরোগ যায় যার লইলে আশ্রয়॥
সত্য-রজঃ-তম তিনগুণ প্রকাশিয়া।
যেই যাতে বশ করি চলিল দোলিয়া॥
বিদ্যাসাধ্যায় পাষণ্ডী পণ্ডিত বশ হয়।
এইমত পূর্ব্বদেশে করিলা বিজয়॥
মহাপ্রভুর তেজ সেবকের তেজ দেখি।
সবে বলে সাক্ষাত ঈশ্বর হেন লখি॥
গ্রামে গ্রামে মহোৎসব কীর্ত্তন প্রচার।
দেখিতে সকল লোক হয় চমৎকার॥
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে দেশ ধন্য হৈল।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম প্রকাশিল॥
হরিনাম মহামন্ত্র জীবে দান করি।
আপনে গাইয়া গাওয়াইল জগভরি॥
সবেই বৈষ্ণব হইল লয় কৃষ্ণনাম।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলে নিত্যানন্দ রাম॥'
চতুর্দ্দিকে হরিগুণ গায় ভক্তবৃন্দ।
মধ্যে নৃত্য করে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র॥
নর্ত্তনের কালে প্রভুর স্ব-শক্তি বিরাজে।
চারিদিকে ক্রোশেক ব্যাপিত তনুর ছটারাজে॥
কেহ কেহ দেখে প্রভু চারিহস্ত হয়।
দুই হস্তে তালি দুই হস্ত ঊর্দ্ধে রয়॥
সর্ব্বলোক দেখে প্রভু নানাবর্ণ হয়ে।
শ্বেত শ্যাম অরুণ দেখয়ে হাত ছায়॥
চারিদিকে শুনি সব বীণা বংশী ধ্বনি।
বলয়া কঙ্কণ আর নূপুর কিঙ্কিনি॥
কেহ দেখে হলধর কেহ বংশীধর।
কেহ অবধৌত দণ্ড কমণ্ডল কর॥
এইমত গ্রামে গ্রামে প্রকাশ করিয়া।
কৃতার্থ করিয়া লোকে প্রেমভক্তি দিয়া॥

---

২) নিত্যানন্দ দাস—শ্রীনিত্যানন্দ দাস প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর শিষ্য। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যকুলে জন্ম। পিতা আত্মারাম দাস; মাতা সৌদামিনী। বাল্যনাম ছিল বলরাম দাস। শ্রীজাহ্নবাদেবী তাঁহার নাম নিত্যানন্দ দাস রাখেন। নিত্যানন্দ দাস বাল্যে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া চিন্তাকুল হইলে শ্রীজাহ্নবাদেবী স্বপ্নাদেশে বলিলেন, 'তুমি খড়দহে আসিয়া আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর। স্বপ্নাদেশ পাইয়া নিত্যানন্দ দাস খড়দহে আগমন করতঃ শ্রীজাহ্নবার পদাশ্রয় গ্রহন করেন। তদবধি জাহ্নবার স্নেহে পালিত হইয়া খড়দহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীজাহ্নবার প্রথম বৃন্দাবন যাত্রাকালে তিনি সঙ্গে ছিলেন। ব্রজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীজাহ্নবা তাহাকে শ্রীখণ্ডে অবস্থানের নির্দ্দেশ দেন এবং শ্রীনিবাস নরোত্তমের মহিমা বর্ণন করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যাদেশ পাইয়া 'শ্রীপ্রেমবিলাস' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ২৪½ বিলাসে সম্পূর্ণ। প্রথম বিলাস হইতে আঠার বিলাস শ্রীখণ্ডে, উনিশ-বিশ খড়দহে ও একুশ হইতে চব্বিশ বিলাস কাটোয়ায় বসিয়া রচনা করেন। গ্রন্থ সমাপ্তি কালে শ্রীজীব গোস্বামীর লিখিত পত্রগুলি অর্দ্ধ বিলাসে সন্নিবেশিত করেন। এইভাবে ১৫২২ শকাব্দে (১৬০১ খৃঃ) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রেম বিলাস সম্পূর্ণ করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। রচনা করিয়া ভাষা পরিশোধন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; তাহা তিনি গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'শ্রীবীরচন্দ্র চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য; কোন সুধীভক্তের দৃষ্টিগোচর হইলে জানাইয়া প্রকাশ কার্য্যে সহানুভূতি করিবেন।

হেনমতে চলিলা দোলিয়া পূর্ব্বদেশে।
ঢাকা নামে রাজধানী করিলা প্রবেশে॥
সেই দেশে অধিকারী হয়ত যবন।
তারে উদ্ধারিমু করি প্রভুর হৈল মন॥
নৃসিংহ দাসেরে কহে হও আগুয়ান।
খন্তি লইয়া যাহ তুমি রাজা বিদ্যমান॥
কহিবা আইলা গোসাঞি গৌড় দেশবাসী।
আসিবে তোমার স্থানে কীর্ত্তন প্রকাশি॥
আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি সেবক প্রধান।
খন্তি লইয়া উত্তরিলা গিয়া চারিজন॥
আগেতে নৃসিংহ দাস নির্ভয় অন্তর।
রাজার অগ্রেতে গিয়া কহিল সত্বর॥
গৌড়দেশবাসী গোসাঞি তোমারে কৃপা করি।
আজ্ঞা পাঠাইলা শীঘ্র চল অগ্রসারি॥
এত কহি প্রাঙ্গণেতে নিশান স্থাপিলা।
দেখি সভাসদগণ স্তব্ধ প্রায় হৈলা॥
শুনি রাজা কহে, "হাসি জুনর্নিকাণ।
হিন্দু আশা উখারিয়া বাহিরে তেড়ান॥"
আজ্ঞা মাত্র চারিজন চারি খন্তি ধরে।
আত্ম শক্তি যত দিয়া টানাটানি করে॥
ছাড়িয়া যাইতে নারে না পারে তুলিতে।
জড় প্রায় রহে কিছু না পারে বলিতে॥
অষ্টজন আসি তবে পুনহ ধরিল।
তাহারা তেমতি রহে মৃত্যু প্রায় হইল॥
বলিষ্ঠ যবন শত শতেক আনিয়া।
বহু দম্ভ করি তারা ধরিল আসিয়া॥
পরশিবা মাত্র সবার হস্ত রহে লাগি।
আর কত দুষ্টগণ দূর হইতে ভাগি॥
যৈছে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র মায়া কৈল।
সপ্ততাল অগ্নি হেন জ্বলিত হইল॥
কেহ তাহে পুড়ি মরে কেহ শীতে কাঁপে।
নাড়া সব প্রাচীর লজ্ঘিল এক লাফে॥
কতদূর যাই বৈসে উচ্চ টুঙ্গি পরে।
কৌতুক করিয়া সব মূত্র ত্যাগ করে॥
মুষল ধারাতে মূত্র সবে ছাড়ি দিল।
মহাশব্দ হই সহর ভাসিয়া চলিল॥
বহিয়া চলিল ঢাকা সহর চত্তরে।
তবে যাই প্রবেশ করিলা রাজ ঘরে॥
ঘর পড়ে দ্বার পড়ে পড়ে অট্টালিকা।
'ত্রাহি ত্রাহি' করি সবে মরে নাগরিকা॥
রাজা স্তব্ধ বসি উচ্চ সিংহাসনে।
'বুজুর্কী গোসাঞি' বলি ভাবে মনে মনে॥
রাজা বলে, 'বিনি মেঘে পানি কোথাকার।
বহিয়া আইসে দেখি লেহ সমাচার॥'
হেনকালে খবর হইল তথা আসি।
ফকিরের মূত্রেতে সহর যায় ভাসি॥
ইহা শুনি চমৎকার হইল রাজন।
যবনিক ভাষাতে স্মরে নারায়ণ॥
অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক অস্ত ব্যস্ত বাহিরায়।
'ডুবিমু ডুবিমু' বলি করে হায় হায়॥
ধাঞা ধাঞা বহিরায় কহে এই বাত।
কোথা হইতে এত পানি হইল অকস্মাৎ॥
সুবুদ্ধি দেওয়ান কহে এ গজপ গোসাঞীর।
সাবধান হও নহে হইবে আর ফের॥
ব্যস্ত হইয়া রাজা যায় পদব্রজে চলি।
রাখহ গোসাঞি মোরে এই বোল বলি॥
গলায়ে কুটার বান্ধি জোড় হাত হই।
নৃসিংহ দাসের আগে পড়িলেক যাই॥
'রক্ষ রক্ষ' মূঢ় জনে জীন্দাপীর তুমি।
কৃপা কর গোসাঞি কি স্তব জানি আমি॥
তোমার গোসাঞি কোথা দেখাহ আমারে।
ম্লেচ্ছ অধম দেখি কৃপা কর মোরে॥

যৈছে অবজ্ঞা করি অহঙ্কার কৈল।
উচিৎ তাহার শাস্তি সকল হইল ॥
অবশেষ প্রাণ আছে ক্ষম অপরাধ।
অনুগ্রহ করি মোরে করহ প্রসাদ ॥
শুনিয়া নৃসিংহ দাস হৈল কৃপাময়।
আশ্বাস করিয়া তারে করিল নির্ভয় ॥
দৈন্য দেখি নৃসিংহ দাস কহিতে লাগিলা।
চিন্তা নাই কৃষ্ণ তোরে অনুগ্রহ কৈলা ॥
তুমি আইস মোর সঙ্গে বলি হরি হরি।
শুনিলে চাহিবে প্রভু কৃপা দৃষ্টি করি ॥
কৃষ্ণ নাম প্রিয় প্রভু বীরচন্দ্র রায়।
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমে যেই কৃষ্ণ গায় ॥
দম্ভ ত্যাগ করি দূরে রহিবে পড়িয়া।
আমি কৃপা করাইব চরণে ধরিয়া ॥
প্রভু আছেন স্নানকৃত্য করি সমাপন।
দূরে থেকে সেই ম্লেচ্ছ করে দরশন ॥
শ্যামসুন্দর পীতবাস অষ্টভুজ ধরি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চারিহস্তে করি ॥
দুইহস্তে দেখে প্রভুর মহাগাণ্ডীব বাণ।
দুইহস্তে কর ধরি জপে কৃষ্ণ নাম ॥
পরিষদগণ দেখে মহাঅস্ত্র ধারি।
আজানু লম্বিত মালা সবাকার কণ্ঠোপরি ॥
সবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে 'হরি রাম রাম'।
কোটি চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ অনুপাম ॥
আপনার পীর দেখে চরণের তলে।
নিজ শাস্ত্র ছাড়ি সব 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে ॥
চমৎকার হইয়া রাজা কহে মন কথা।
এইত গোসাঞি ইথে নাহিক অন্যথা ॥
মোর মনে গর্ব্ব এই ছিল অতিশয়।
'হিন্দু পীর' হইতে 'মোর পীর' শ্রেষ্ঠ হয় ॥
এইত মোহার শাস্ত্র কোরানেতে কহে।
তাহা দেখি সাক্ষাতে অন্যথা সব রহে ॥
মোর পীর শত শত লুঠে পদতলে।
দেখিয়া ম্লেচ্ছ রাজা বিস্ময় মানিলে ॥
হিন্দুপীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর সবার।
ঐছে ম্লেচ্ছ রাজ মনে ভাবে আপনার ॥
নৃসিংহ দাস দেখি প্রভু হাসি হাসি কয়।
কহ কহ দেখি এই কোন জন হয় ॥
তিঁহ কহে; 'প্রভু দেশের অধিপতি।
অনুগ্রহ কর ইহার ধাউক কুমতি ॥
প্রভু স্থানে উহার হইয়াছে অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করহ প্রসাদ ॥'
হাসি প্রভু তারে কৈলা শুভ দৃষ্টিপাত।
দণ্ডবত করি রাজা করে জোড় হাত ॥
নিবেদন করে রাজা ত্যাজি স্ব-স্বভাব।
এইমত যাহা হয় দাসের প্রভাব ॥
ইহাতে মালুম হইল তুমি যে গোসাঞি
সকলি তোমার হয় আত্মপর নাই ॥
তুমিত সাক্ষাত পীর দেখিনু সাক্ষাতে।
তুমি বহি দ্বিতীয় আর নাহিক জগতে ॥
তুমি জগতের নাথ মনুষ্যরূপ ধরি।
পতিত-দুর্গত জনে শুভ দৃষ্টি করি ॥
উদ্ধার করহ যত পতিত সংসার।
তুমার সে জীব তুমি গতি সবাকার ॥
মোহেন নির্ঘাম্র ম্লেচ্ছ কৈলা অঙ্গীকার।
ঈশ্বরের শক্তি বিনু অন্যে নাহি আর ॥
নিগ্রহের পাত্র আমি অনুগ্রহ করি।
চরণ দেখুক সবে চল মোর পুরী ॥
কহিয়া প্রভুরে নিল আপন নগর।
দিব্য বাসস্থান ছিল ব্রাহ্মণের ঘর ॥
নবহর্ম্ম্যদর উচ্চ তাহার উপরে।
দিব্য খট্টা পাড়ি দিল বসিবার তরে ॥

সেই স্থানে গণসহ চৈতন্য বিজয়।
সগণ সহিত রাজা দাণ্ডাইয়া রয়॥
দরশন লাগি হৈল লোকের গহন।
উচ্চ স্থানে রহি প্রভু দিল দরশন॥
কোটি কন্দর্প লাবণ্য প্রভুর কলেবর।
'হরে কৃষ্ণ' নাম প্রভুর জিহ্বায় নিরন্তর॥
যেই দেখে সেই বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি'।
হেনমতে উত্তম মধ্যম কৃপা করি॥
হিন্দুতে যবনে সব কৃষ্ণ নাম গায়।
হেন প্রভু বীরচন্দ্র করুণা হৃদয়॥
নৃসিংহ দাসে লইয়া রাজা ঘরেতে চলিল।
আত্ম নিবেদন রাজা সকলি করিল॥
নীচ জাতি মোর কোন অধিকার নাই।
শুনিয়াছি সকলের হয়েন গোসাঞি॥
সকল গণনা মধ্যায় যবন আছয়।
আমার কোরাণ তোমার পুরানেতে কয়॥
এত কহি বহুমূল্য বস্ত্র রত্নগণ।
যোগ্য পাত্রে ধরি কৈল তারে সমর্পণ॥
চলিল নৃসিংহ দাস খস্তি উখাড়িয়া।
প্রভু আগে সব বার্ত্তা কহিলেন গিয়া॥
বহুরত্ন পাই প্রভু হাসিতে লাগিলা।
এই এক ঈশ্বরের অদ্ভুত যে লীলা॥
পুনঃ আসি রাজা প্রভুরে কুর্নিশ করিল।
প্রভু কহে, 'গণসহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল'॥
প্রভু মুখে শুনি বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম'।
প্রভু বলে, 'মুক্তি পাইলা তোমরা ভাগ্যবান'॥
এইমত প্রভু যবনেরে কৃপা করি।
গণসহ চলিলেন বলি হরি হরি॥
হেনমতে বঙ্গদেশ দলন করিয়া।
উত্তরে কৃতার্থ কৈল প্রেমভক্তি দিয়া॥
বিদ্যা-সাধ্যা-ভক্তি-শক্তি যেই যাহা লয়।
তাথে পরিহার মানি প্রভুরে ভজয়॥
'নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম দিয়া।
তার লীলা-গুণ শক্তি প্রকাশ করিয়া॥
রাধাকৃষ্ণ উপাসনা উপদেশ করি।
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম পরচারি॥
কলিযুগে কৃষ্ণ নাম বিনা ধর্ম্ম নাই।
অনায়াসে মুক্তি পাবে কৃষ্ণগুণ গাই॥
এই মত প্রভু কৃষ্ণনাম ভক্তি দিয়া।
পূর্ব্ব উত্তর দেশ নিস্তার করিয়া॥
হেন প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমা কে জানে।
পাপীষ্ঠ অধম সব মিথ্যা করি মানে॥
কলিযুগে কিসের কৃষ্ণ অবতার।
কোন শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণ কলিতে বিহার॥
কল্কী অবতার মাত্র কলিশেষে জানি।
কৃষ্ণ অবতার কোন মিথ্যা সব বাণী॥
উদর ভরন লাগি পাপিষ্ঠ সকল।
মিথ্যা নাট্য গীত সব প্রপঞ্চ কেবল॥
এ সব পাষণ্ডে সব বীরচন্দ্র রায়।
শক্তি সঞ্চারিয়া সবায় গোবিন্দ বলায়॥
এইমত নিন্দুক পাষণ্ড যত ছিল।
'নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য' বলি কান্দাইল॥
এ সকল কথা যেই শ্রদ্ধা করি শুনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পায় সেই সব জনে॥
মহাপ্রভু বীরচন্দ্র চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন শ্রীবৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে মধ্য লীলায়াং পূর্ব্ব দেশ ভ্রমণ-উত্তর দেশ প্রবেশ নাম সপ্তমঃ স্তবকঃ॥

অষ্টম স্তবক

নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণলম্বিত মৌক্তিকং।
ভবেৎ সংসার ঘোরাবিধং যত পদাশ্রয়
বিধ্যত ইতি ॥

জয় জয় বলদেব নিত্যানন্দ রাম।
কৃপা কর স্ফূর্ত্তি হও তোমার গুণ নাম ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মোর করুণা নিদান।
অগতির গতি লাগি কৈলা প্রেমদান ॥
উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার।
শৈব-শক্ত-কর্ম্মী-যোগী ভিন্ন আচার ॥
মদ্য-মাংস-মৎস্য-মর্গ মালাতে সাধন।
ধার্মিকা বুব্রত মহীপালের জাগরণ ॥
যোগীপাল ভোগীপালের যাত্রা মহোৎসব।
ভোট কম্বল চটাদি পরিধান সব ॥
সেই সব লোক হরি সঙ্কীর্ত্তন করে।
'নিতাই চৈতন্য' বলি ডাকি উচ্চৈ স্বরে ॥
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন করয়ে ভজন।
হেন প্রভু বীরচন্দ্র করিলা শাসন ॥
এমন করুণাময় বীর অবতার।
দুষ্ট দ্বেষী যবন যতেক কদাচার ॥
আজন্ম স্বভাব ত্যজি কৃষ্ণ গুণ গায়।
হেন আকর্ষণ করে বীরচন্দ্র রায় ॥
কৃষ্ণনাম ভক্তি দিয়া করিল নিস্তার।
এছে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অবতার ॥
কিরীটের বানসম মোহে এককালে।
একত্রে বান্ধিল প্রভু করুণার জালে ॥
শক্তি সৌন্দর্য্য কারুণিক গুণ তায়।
পরস্পর সবাকার মন আকর্ষয় ॥
মহানন্দাধারে এক[১] 'মালদহ' গ্রাম।
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে করিলা বিশ্রাম ॥
গৌড়েশ্বর রাজার সে অধিকার হয়।
বহু ভাগ্যবন্ত লোক তাহাতে বৈসয় ॥
দর্শন করিয়া সবে হয় চমৎকার।
ভব্য লোক কহে এই সাক্ষাত শৃঙ্গার ॥
কেহ বলে মূর্ত্তিমন্ত সাক্ষাত ঈশ্বর।
মহাতেজময় দেখি বাহির অন্তর ॥
কি সুন্দর মুখপদ্ম কি সুন্দর হাস।
সর্ব্বলোক মোহ পায় দেখিয়া প্রকাশ ॥
কেহ কহে করুণার মূর্ত্তিমন্ত হইয়া।
কাঙ্গালে কৃতার্থ করে প্রেমধন দিয়া ॥
আর এক আশ্চর্য্য দেখয়ে প্রকাশে।
যেই দেখে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাতে আইসে ॥
যবন দেখিয়া আসি কুর্নিশ করয়ে।
নিজমত ছাড়িয়া ও সে কৃষ্ণ বলয়ে ॥
প্রতিদিন ঘরে ঘরে করে মহোৎসব।
সর্ব্বলোক ঐকান্তিক হইল বৈষ্ণব ॥
স্বর্ণ মুদ্রা রত্ন বস্ত্র অশ্ব দোলা দিয়া।
সর্ব্ব লোক পূজা কৈল চরণে পড়িয়া ॥
একদিন প্রভু এক ভাগ্যবন্ত ঘরে।
সকল বৈষ্ণব মেলি সঙ্কীর্ত্তন করে ॥
হেনকালে মেঘ আরম্ভিল চতুর্ভিতে।
নগরিয়া লোক অসন্তোষ হইল চিত্তে ॥
অন্তর্যামী জানিলেন সবার বাঞ্ছিত।
আমার কীর্ত্তনেতে সবার হইল প্রীত ॥

১) মালদহ গ্রাম—মালদহ গ্রাম উত্তর বঙ্গে মালদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ফারাক্কা রেলপথে ফারাক্কার কয়েক ষ্টেশনের পরবর্ত্তী মালদহ টাউন ষ্টেশন ॥

ঝড় বৃষ্টি আইসে দিক অন্ধকার করি।
দেউটি নিভায় যত জ্বলে সারি সারি ॥
দেখি প্রভু ঊর্দ্ধমুখে কহেন ডাকিয়া।
বাড়ির বাহিরে তুমি বরিষহ গিয়া ॥
লোকানন্দ ভঙ্গ হইলে ইথে কোন সুখ।
সাধুর স্বভাব হয় পর দুখে দুখ ॥
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন শক্তি আছে কার।
অজভবাদিক আজ্ঞাকারী দাস যার ॥
এতেক নিবৃত্তি ইন্দ্র বর্ষে চারিদিগে।
বাড়ীর ভিতরে ঝড় বৃষ্টি নাহি লাগে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব করয়ে কীর্ত্তন।
'হরি হরি' বলে সব আনন্দিত মন ॥
গোসাঞির প্রভাব দেখি লোক স্তব্ধ হয়।
ঘন ঘন উচ্চ হরি ধ্বনি যে করয় ॥
বাড়ীর ভিতরে যেন মহাদীপ জ্বলে।
দনা মৃগমদ কস্তুরির গন্ধ চালে ॥
চন্দন কাশ্মীর পুষ্প ঊর্দ্ধ হইতে পড়ে।
শ্বেত সুগন্ধে মন্দ পবন সঞ্চারে ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনি সর্ব্বদেবগণি।
সৌগন্ধিত পুষ্প বৃষ্টি কৈলা ততক্ষণ ॥
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কাহার বাহ্য নাই।
হেন লীলা করে প্রভু বীরচন্দ্র গোসাঞি ॥
প্রচুরেক বৃষ্টি হইল বাড়ির বাহিরে।
প্রান্তর চত্বর পরিপূর্ণ জল ভরে ॥
কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভু বিশ্রাম করয়।
চারি দণ্ড কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি রয় ॥
প্রকট করিল প্রভু এমন প্রভাব।
দরশনে দূরে গেল আজন্ম স্বভাব ॥
যে দেখয়ে সেই বলে কৃষ্ণ হরি হরি।
উত্তম মধ্যমে সবায় আকর্ষণ করি ॥
রামকেলি হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন।
সে আইল প্রভুর করিতে নিমন্ত্রণ ॥
হস্তীরথ অশ্ব দোলা অনেক আইল।
দূরে রাখি পদব্রজে প্রভু পাশে আইল ॥
এক বিপ্র সঙ্গে মাত্র গ্রাম্য লোক যত।
দূরে থাকি দণ্ডবৎ করে শত শত ॥
প্রভু কহে, 'ইহ কোন ভাগ্যবান হয়।'
আইস আইস করি সব বৈষ্ণব কহয় ॥
প্রভুকে জানায় ইহ রাজার উজির।
কেশব ছত্রীর পুত্র পণ্ডিত গম্ভীর ॥
নিকটে আইসহ বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
ভীত হইয়া দুর্লভ ছত্রী নিকটে আইলা ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি হইলা বিস্মৃতি।
পূর্ব্বে যেন দেখেছিল গৌরাঙ্গ মূরতী ॥
সেইমত দেখিলেন সকল লক্ষণ।
চৈতন্য সন্ন্যাসী ইহার ত্রিকচ্ছ বসন ॥
দরশন করি মনে হইয়া চমৎকার।
আপনার নয়নে করিলা পুরস্কার ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণের তলে।
মুহু মুহু করি আত্ম পরিচয় বলে ॥
'পূর্ব্বে[১] প্রভু আগমন' করিলা রামকেলি।
শ্রীরূপ সনাতন আর মোর পিতা মেলি ॥
কৃতার্থ হইল তারা করি দরশন।
পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত পিতা করিল স্মরণ ॥

১) পূর্ব্বে প্রভু আগমন—১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খৃঃ) বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশে প্রভু গৌড়দেশে আগমন করতঃ পানিহাটী-কুমারহট্ট-শান্তিপুর হইয়া রামকেলিতে গমন করেন। সে সময় রূপ সনাতন গোপনে প্রভুর সহিত মিলিত হন। তৎকালীন ঘটনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষ বর্ণন রহিয়াছে।

পিতা স্থানে শুনি মোর মন লুব্ধ ছিল।
গত নিশির শেষে এক সুস্বপ্ন দেখিল॥
কমল নয়ন দীর্ঘ বাহু ভুজ স্কন্ধ।
পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া সে হাস্য মন্দ মন্দ॥
আমারে কহিলা অতি মধুর বচন।
আজন্ম বাঞ্ছিত তোর করিব পূরণ॥
আমার দর্শন লাগি ভাবহ অন্তরে।
তোরে কৃপা করিয়া আইনু তোর ঘরে॥
স্বচ্ছন্দে করহ তুমি আমার দর্শন।
শ্রবন পূরিয়া শুন আমার কীর্ত্তন॥
এত কহি মোরে প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধান।
তদবধি আমার বিকল হয় প্রাণ॥
বিষয়ী পামর মুই এত কৃপা করি।
নিকটে আনিলে মোরে কৃপারজ্জু ধরি॥
তুমিত চৈতন্য সাক্ষাত তুমি নারায়ণ।
তুমি রামচন্দ্র তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি হলধর।
ত্রিজগৎ পালক তুমি, তুমি সর্ব্বাপর॥
কলিকালে এত কৃপা করিলে জীবেরে।
দরশনে কৃতার্থ করিলা ঘরে ঘরে॥
এত বলি চরণে পড়িল লোটাইয়া।
আত্মসাৎ কৈল প্রভু শ্রীচরণ দিয়া॥
বিনতি করিয়া পুনঃ দুর্ল্লভ সজ্জন।
আজ্ঞা হয় মহোৎসব করিতে হয় মন॥
হাসিয়া কহয়ে গোসাঞি এত আরো ভাল।
উচ্চ করিয়া সবে হরি হরি বল॥
দুর্ল্লভ কৃতার্থ হইয়া চলিল নগরে।
পসারির স্থানে দ্রব্য আয়োজন করে॥
দধি দুগ্ধ চাঁচি ছানা ঘৃত চিনি গুড়।
মণ্ডা মনহরা পেড়া আনিল প্রচুর॥
খাজা ক্ষিরিশা গজাজলি খণ্ডসার।
চিনি কেলি নবাত শর্করা আদি আর॥
আম্র কাঁঠাল নারিকেল কদলক।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা খর্জ্জুর অনেক॥
ভারে ভারে চালাইলা মহানন্দা তীরে।
দিব্য নারিকেল আম্র বাগান ভিতরে॥
শত শত লোক তাহা কোদাল লইয়া।
স্থান সংস্কার করে সুন্দর করিয়া॥
শত শত নবঘট পুরি গঙ্গাজলে।
বারে বারে আনি স্থান ক্ষালিল সকলে॥
বাজারে কিনিয়া নিল পসারির স্থানে।
যার যাহা ইচ্ছা তাহা করেন ভোজনে॥
এত বলি মুদ্রা দিল পসারির হাতে।
গ্রহণ করিল সব নোয়াইয়া মাথে॥
আজ্ঞা দিল উত্তম সামগ্রী কর সবে।
পশ্চাৎ পাইবা মুদ্রা যত কিছু হবে॥
যে আজি মাগিবে যাহা তাহা দিব আমি।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিবা তুমি॥
যার যেই ইচ্ছা খাবে তারে তত দিব।
যে চাহিবে তা দিবা অন্যথা নাহি হবে॥
পসার চলহ সবে বাগানের ধারে।
স্ত্রীলোকে দোকান কর দুয়ারে দুয়ারে॥
দরশন লাগি যত যাত্রিক আসিবে।
যার যত ইচ্ছা লউক প্রদান করিবে॥
যে বলিবে না পাইলাম তারে দণ্ড দিব।
সর্ব্বস্ব লইয়া দেশ হইতে নিকলিব॥
এ আজ্ঞা শুনিয়া সবার অন্তরে হইল ভয়।
যেই যাহা চায় তারে ততক্ষনে দেয়॥
কাঙ্গালী দুঃখিনী যত খাইয়া লইয়া।
'হরি বোল' 'হরি বোল' বলে আনন্দ হইয়া॥
সবে বলে ধন্য ধন্য গোসাঞি মহাপ্রভু।
এমন দয়াল ঠাকুর না পাইনু কভু॥

কেহ বলে হেন কীর্ত্তি কভু না শুনিল।
কেহ বলে ঈশ্বর বা বিদিত হইল॥
কেহ বলে মনুষ্যেতে ইহা নাহি হয়।
কেহ বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি জয় জয়॥
কেহ বলে শুনিয়াছি শাস্ত্র ভারতে।
যুধিষ্ঠির রাজা করি ছিলা হেনমতে॥
হেনমতে সর্ব্বলোক প্রশংসা করিয়া।
নাচে গায় হরি বলে বদন ভরিয়া॥
এইমত নিয়োজিত করিয়া সকলে।
প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া প্রভু পাশে চলে॥
প্রভু সঙ্গে সুপকার যতেক ব্রাহ্মণ।
স্নান পূজা করি সবে করিলা গমন॥
প্রস্তুত করিল নিজ নিজ আয়োজন।
কীর্ত্তনীয়াগণ আরম্ভিল সংকীর্ত্তন॥
'হরি বোল' 'হরি বোল' এই মাত্র শুনি।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সবে দিল হরি হরি ধ্বনি॥
আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি উঠিল গগনে।
নেত্র ভরি লোক সব করে দরশনে॥
শ্রীচরণ বিজয় মহোৎসব অধিষ্ঠান।
আপামর সেহ করে হরিগুণ গান॥
কি আনন্দ হইল সেই মালদহ গ্রাম।
সবে বলে পাইনু বৈকুণ্ঠ মুক্তি ধাম॥
হেন শক্তি প্রকাশ করিলা বীরচন্দ্র।
কোটী কোটী লোক করে কীর্ত্তন আনন্দ॥
মর্ত্তলোক হেন সুখ দেখিয়া কীর্ত্তন।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ করিলা গমণ॥
নবরূপ ধরি সবে নিজগণ লইয়া।
কীর্ত্তন করেন সবে হরি বোল বলিয়া॥
নাগলোক লইয়া সবে বাসুকী চলিলা।
দেখি গৌর বীরচন্দ্রের অদ্ভুত যে লীলা॥
নররূপ ধরি সবে কীর্ত্তন করয়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম হরি জয় জয়'॥
দেবলোক নরলোক নাগলোক মেলি।
সংকীর্ত্তন করে 'হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি॥
হেন লীলা পৃথিবীতে করে গৌর রায়।
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ প্রেমেতে ভাসায়॥
কে জানে ঈশ্বর লীলা কোনমতে করে।
কেবা ঈশ্বরের বেত্ত বুঝিবারে পারে॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হইল নবদ্বীপ পুরে।
সাঙ্গপাঙ্গে ভক্ত সঙ্গে কৈলা বিশ্বম্ভরে॥
সেই সব সুখ হইল মালদহ গ্রামে।
কে কহিতে পারে ইহা তাঁর কৃপা বিনে॥
যে লীলা করিলা বীরচন্দ্র নিজগুণে।
সংক্ষেপে কহিনু তাহা দিগ্ দরশনে॥
কীর্ত্তন সমৃদ্ধ আয়োজন দেখি আর।
হাসে প্রভু বীরচন্দ্র জগতের সার॥
প্রভু আয়োজন দেখি সন্তুষ্ট হইলা।
কৃষ্ণে নিবেদন করি মহাপ্রসাদ কৈলা॥
সেই প্রসাদ লয়ে গেল স্থানে স্থানে।
যার যত ইচ্ছা বসি করয়ে ভোজনে॥
দুর্লভ দুর্লভ অবশেষ পাত্র পাইল।
সবংশের নিমিত্তে বসনে বান্ধি নিল॥
দুই সহস্র মুদ্রা আর সুবর্ণ সহস্র।
উত্তরের অশ্ব দুই বহুবিধ বস্ত্র॥
মহোৎসব স্থান দেবত্তর পাট্টা লিখি।
গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি॥
তারে কৃপা করি প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি দৈলা॥
সেই হইতে 'শ্রীপাট' হইল মালদহ।
এমত করিল বীরচন্দ্র অনুগ্রহ॥
তারে বিদায় দিয়া প্রভু পাঠাইল ঘরে।
রাঢ় দেশ চলিবারে হইল তিৎপারে।

প্রভু বীরচন্দ্রের লীলা অমৃতের সার।
শ্রদ্ধা করি শুনিলে হয় গৌর পরিবার॥
শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে মধ্য লীলায়াং উত্তর দেশ ভ্রমণং নাম অষ্টম স্তবক।

নবম স্তবক

জয় জয় নিত্যানন্দ অজভবাদি ঈশ্বর।
জয় মহাপ্রভু বীর করুণা সাগর॥
অপ্রেক্ষৈক গতি নিত্যানন্দ চন্দ্রময়ী প্রভুঃ।
যদিচ্ছয়া পামরোপি উত্তম শ্লোকমীয়তে॥
মন নিতাই চৈতন্য বলি ডাক।
এমন দয়াল প্রভু, আর না পাইবে কভু,
হৃদয় কমলে করি রাখ॥
কিবাসে মধুর লীলা, নটন কীর্ত্তন কলা,
অতীব গম্ভীর অবতার।
আপনার গুপ্তধনে, আনি মর্ত্তে করি দানে,
ত্রান কৈল এ তিন সংসার॥
পরশমনির গুণে, তুচ্ছ লাগে মোর মনে,
লৌহ পরশিলে হেম করে।
নিতাই চৈতন্য গুণে, গান করে কত জনে,
রতন হইল ঘরে ঘরে॥
আমোদ বলিয়া হরি, নাম সংকীর্ত্তন করি,
তিনলোক করিল নিস্তারে।
অস্পর্শ পতিত যত, গান করি অবিরত,
কলিভব অনায়াসে তরে॥
জয় নিত্যানন্দ রাম, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম,
বলি, প্রেমরসে পড়য়ে ঢুলিয়া।
কহে বৃন্দাবন দাস, মনেতে রহিল আশ,
বঞ্চিত রহিনু মুঞি অভাগিয়া॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যার নাম লবামাত্র সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
হেন নামে মুঞি পাপীর নহিল বিশ্বাস।
না ছুটিল মনে বিষয় সংসারের আশ॥
কি করিব কোথা যাব মন স্থির নয়।
নিতাই চৈতন্য গুণে মন নাহি রয়॥
এইবার করুণা কর নিতাই চৈতন্য।
তুমার নাম বিনে মুখে না বলুক অন্য॥
তব লীলা গুণ বিনে কর্ন না শুনয়।
তব স্বরূপ বিনে নেত্র অন্য না দেখয়॥
হস্ত মোর তব সেবা পরিচর্য্যা করে।
বিষয় গরল যেন মনে নাহি করে॥
সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণে মন রয়।
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়॥
এবে শুন বীরচন্দ্র প্রভুর লীলাগুণ।
শ্রবণে কৃতার্থ হবে তাপ হবে ন্যূন॥
রাঢ়ে আসি বীরচন্দ্র করিল প্রবেশ।
শুনি মাত্র ভাঙ্গিয়া চলিল সর্ব্বদেশ॥
যে দেখিল একবার সদা জাগে মনে।
ঐ প্রভু আইল বলি চলে সর্ব্বজনে॥
কেহ লয় দধি দুগ্ধ নারিকেল কলা।
কেহ বস্ত্র কেহ রত্ন কেহ পুষ্পমালা॥
প্রভু পায়ে আসি পড়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
প্রভু করেন কৃপা দুই হস্ত তুলি॥
সবে কৃষ্ণ হরি বলি যাহ নিজ ঘরে।
তোমা সবায় কৃপা করুন গৌর বিশ্বম্ভরে॥
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া সবার হয় সুখ।
নয়ন ভরিয়া দেখে প্রভুর শ্রীমুখ॥

পথে নানা মত জনে প্রেমদান করি।
ক্রমে ক্রমে আইলেন একচক্র পুরী॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সে জন্মস্থান হয়।
দেখি দণ্ডবৎ করি হৈল প্রেমোদয়॥
শ্রীবঙ্কিমদেব দেখি প্রেমানন্দ হইলা।
দণ্ডবৎ করি বহু স্তব স্তুতি কৈলা॥
কিবা সে মুরলী মুখ ভঙ্গি কি সুন্দর।
সাক্ষাৎ দেখয়ে যেন ব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রেমে পূর্ণ হইলা প্রভু বাহ্য পাসরিয়া।
'হা হা প্রাণনাথ কৃষ্ণ' বলিয়া বলিয়া॥
'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' বলি করয়ে হুঙ্কার।
হা হা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর কুমার॥
কদম্ব কেশর অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধারে।
কেবল বলয়ে 'প্রভু কৃষ্ণ হরে হরে'॥
বহুক্ষণে হইলেন আপনে সুস্থির।
মৃদু মৃদু কহিলেন বচন সুধীর।
আজি উপবাস কর এই তীর্থ স্থলে।
মহামহোৎসব কালি করিব সকালে॥
আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি সব ভক্তগণ।
কীর্ত্তন করয়ে ধ্বনি পরশে গগন॥
পূর্ব্ব উত্তর প্রবাসের যত মুদ্রা ছিল।
সব ব্যয় করি দ্রব্য আয়োজন কৈল॥
প্রাতে উঠি বিশ-ত্রিশ পাচক ব্রাহ্মণ।
শাক সুপ আদি অন্ন করয়ে রন্ধন॥
গোধূমের রুটি আদি ঘৃত পক্ক যতো।
মধুকুল্যা পয়ঃকুল্যা ফলমূল কতো॥
নব-মৃত্ত কুণ্ডী আর জলের আধার।
কুম্ভকার আনিলেক শত শত ভার॥
নিচ্ছেদ অগ্রের খণ্ড কদলির পত্র।
ধৌত করি আনি লোক সহস্র সহস্র॥
গোময় লেপিত স্থান অতি মনোহর।
মনোহর চন্দ্রাতপ তাহার উপর॥
আঁধারেতে নৈবেদ্য কথিয়ে সারি সারি।
তাহার উপর দিল তুলসী মঞ্জরী॥
আপনার হস্তে প্রভু করিল নিবেদন।
শ্রীবঙ্কিমদেব সুখে করিলা ভোজন॥
মহানন্দ প্রভু বীরচন্দ্র ভগবান।
আনন্দে বৈষ্ণব সব করেন কীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বৈসে করিতে ভোজন।
মিষ্টান্ন পকান্ন নানাবিধ রসায়ন॥
আপনার শ্রীহস্তে দিলেন সবাকারে।
পরিপূর্ণ হৈল আর নারে খাইবারে॥
গৃহস্থ বৈষ্ণব সব বৈসে এককালে।
পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দে হরি বোলে॥
এই মতে মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ।
আত্মগণ মিলিয়া পাইল প্রসাদ অন্ন॥
সেই গ্রামে তিনদিন করিলা বিশ্রাম।
'বীরচন্দ্রপুর' করি করিল আখ্যান॥
এই মতে রাঢ় দেশ করিয়া ভ্রমণ।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডল করিতে দর্শন॥
রাঢে সে দেখিলেন কেহ নিত্যানন্দ বিনে।
কেবল চৈতন্য নাম লয়েন বদনে॥
'নিতাই চৈতন্য' বলি ডাকে সর্ব্বজন।
জয় শচীসুত পদ্মাবতীর নন্দন॥
জয় নিত্যানন্দ জয় গৌরচন্দ্র।
ইহা বলি আর কিছু না জানে আনন্দ॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রেমরসেতে ডুবিয়া॥
রাধাকৃষ্ণ উপাসনা হরিনাম বিনে।
রাঢ় দেশের লোক আর কিছুই না জানে॥
পূর্ব্বে শাসন করিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
এবে প্রেমে ভাসাইল প্রভু বীর চন্দ্র॥

কুণ্ডল দর্শন করি মহাপ্রভু বীর।
হা হা নিত্যানন্দ বলি হইলা অস্থির ॥
কোথা গেলা হা হা প্রভু আমারে ছাড়িয়া।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি পড়িলা ঢলিয়া ॥
প্রেমের বিকার দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
'নিতাই চৈতন্য' বলি করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
'জয় নিত্যানন্দ জয় জয় গৌরহরি।'
সেই ধ্বনি কর্ণগত হইল শীঘ্র করি ॥
উঠিলেন বীরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া।
'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ চৈতন্য' বলিয়া ॥
নৃত্য করে সংকীর্ত্তন মধ্যে বীর রায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ হরিগুণ গায় ॥
এইমত সঙ্কীর্ত্তন করি ততক্ষণে।
রাখিলা কীর্ত্তন প্রভু ভক্তগণ সনে ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিলা সঙ্কীর্ত্তন করি।
সবারে শিখান সদা বল 'কৃষ্ণ হরি' ॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা রাঢ় লোক যত।
'নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র' বলে অবিরত ॥
দেখি শুনি প্রভু অতি প্রসন্ন হইয়া।
কহিলেন যাবো আমি গঙ্গাতীর দিয়া ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সবে ধরিলেন পথ।
প্রভুর যে ইচ্ছা সে সবার অভিমত ॥
দ্রুত গতি যান প্রভু অশ্বেতে চড়িয়া।
ছড়ি হস্তে ভৃত্যগণ আগে যায় ধায়া ॥
পথি মধ্যে দেখিলেন গতিরে আসিতে।
একপদ খঞ্জ আটসে চড়িয়া দোলাতে ॥

প্রভুকে দেখিয়া পথে দোলা নামাইল।
দূরে থাকি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ॥
প্রভু অশ্ব পৃষ্ঠে শীঘ্র নিকটে আইল।
অশ্বেতে বহিয়া তিন চাবুক মারিল ॥
শ্রীরঘুনন্দনে[১] তুমি শূদ্র জ্ঞান করি।
উপাসনা না হইয়া গৃহে যাইছ ফিরি ॥
এতেক শুনিয়া গতি হইল চমৎকার।
দণ্ডবৎ হই পদে পড়ে বারে বার ॥
মনে মনে করে প্রভু অন্তর্য্যামী হই।
আমার মনের কথা হৃদয়ে জানই ॥
জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মনে ভয় পাইয়া।
কহে গতি প্রভুর দুই চরণে ধরিয়া ॥
যদি দণ্ড করি মোরে হইলা কৃপাবান।
মন্ত্র উপদেশ করি রাখ মোর প্রাণ ॥
প্রভু তুষ্ট হইয়া তার হস্তেতে ধরিল।
পদ্ম হস্ত তাহার মস্তকে ফিরাইল ॥
সেইক্ষণে মন্ত্র দিয়া কৈলা আত্মসাৎ।
গতি কহে জন্মে জন্মে তুমি মোর নাথ ॥
প্রেমধারা পড়িছে নয়ন বুক বহিয়া।
'পাইনু' 'পাইনু' বলে দুই হাত তুলিয়া ॥
পশ্চাতে সকল বৈষ্ণব আসি মিলে।
সবে আসি বসিলেন বটবৃক্ষ তলে ॥
তাহারা সুধান ইহো কোন মহাশয়।
বিশেষ করিয়া প্রভু দেন পরিচয় ॥
আমি যবে গিয়াছিলাম দক্ষিণ ভ্রমণে।
সেদেশে সাক্ষাৎ হৈল শ্রীনিবাসের[২] সনে ॥

---

১) রঘুনন্দন—শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র ও গৌরপ্রিয় নরহরি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি পূর্ব্ব অবতারে কামদেব ছিলেন। ঠাকুর অভিরাম প্রণাম করিয়া তাঁহার মহিমা ব্যক্ত করেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সেবা ও প্রেমবৈভবের বিচিত্র কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত।

২) শ্রীনিবাস আচার্য্য—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তিরূপে বর্দ্ধমান জেলায় চাকুন্দীগ্রামে আবির্ভূত হন। পিতা শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও মাতা লক্ষীপ্রিয়া। পিতা আদর্শনে মাতাসহ জাজিগ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন।

গোপালভট্টের[৩] শিষ্য বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।
নিত্যানন্দ চৈতন্য পদে ভক্তি অনন্য॥
তৈলঙ্গ দেশেতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
'তিনদিন[৪] কৃষ্ণ কথায় রহে একস্তরে'।
প্রসঙ্গে পুছিল ব্যবহারের বিষয়।
আদ্যোপান্ত সমস্ত দিলেন পরিচয়॥
চৈতন্যদাসের[৫] পুত্র জাজিগ্রামে বাড়ী।
শ্রীখণ্ডের সরকার[৬] ঠাকুরের স্থানে পড়ি॥
তেঁহ মোরে কহিলেন দীক্ষার কারণে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হই কহিনু গ্রহণে॥
দুষ্ট ব্রাহ্মণ বাক্যে মন ফিরি গেল।
ঠাকুর বা কি বলিব বড় লজ্জা হৈল॥
শূদ্র স্থানে শিষ্য হবে ব্রাহ্মণ হইয়া।
শুনিয়া আমার মন গেল বিচলিয়া॥
সেইক্ষণে উঠিয়া করিনু পলায়ন।
পথে তীর্থ করিতে পাইনু বৃন্দাবন॥
শ্রীগোপালভট্ট গোসাঞি মোরে কৃপা কৈল।
মন্ত্র দিয়া গ্রন্থ দিয়া গৌড়ে পাঠাইল॥
সম্প্রতি আছিয়ে গৃহী আশ্রমের মতে।
নিযুক্ত হইনু মাত্র বৈষ্ণব সেবাতে॥
সঙ্কল্প করিয়া মনে পাইতেছি ভয়।
সেবা চালাইবেক সন্তান নাহি হয়॥
'এক খঞ্জ-অন্ধ কিবা কুমার দেন মোরে।
স্থাপন করি যে ভবে সেবা করিবারে॥

নরহরি ঠাকুরের নির্দ্দেশে ক্ষেত্র গমন পরে পুনঃ ক্ষেত্র গমন, প্রত্যাবর্ত্তন। গৌড় দেশ ভ্রমণ অন্তে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সমীপে দীক্ষা গ্রহণ, শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শাস্ত্রাধ্যয়নে আচার্য্য উপাধি লাভ। ভক্তি গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন, বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক গ্রন্থ অপহরণ। পরে বীর হাম্বীরের উদ্ধার, বিষ্ণুপুর ও জাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও গৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের দুই পত্নী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা। শ্রীঈশ্বরী দেবী ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া নামে দুই পত্নী, বৃন্দাবন আচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গোবিন্দ গতি নামে তিন পুত্র এবং হেমলতা ঠাকুরাণী, কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী ও কাঞ্চন লতিকা ঠাকুরাণী নামে তিন কন্যা।

৩) গোপালভট্ট—শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন, তিনি পূর্ব্ব অবতারে ব্রজে শ্রীগুণ মঞ্জরী ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তাঁহার জেঠা ও কাকা ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে তাঁহার গৃহে চতুর্ম্মাস্য যাপন করেন। সে সময় শিশু গোপালভট্ট প্রভুর সেবা করিয়া কৃপার ভাজন হন। তিনি প্রভুর আদেশ মত পরবর্ত্তী কালে সস্ত্রীক পিতা জেঠা ও কাকার মৃত্যুর পর উদাসী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে জানিয়া ক্ষেত্র হইতে ডোর কৌপীন ও আসন প্রেরণ করেন। তিনি রূপসনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে অবস্থান করতঃ প্রভু প্রদত্ত দ্রব্য শিরধারণ করিয়া প্রভুর নির্দ্দেশিত কার্য্য সম্পাদনা করিলেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাসাদি তাঁহার প্রেম গুণের কীর্ত্তির নিদর্শন।

৪) তিনদিন....একস্তরে পাঠান্তর—'মোরে ভক্তি কৈলা অতি করিয়া সৎকারে'।

৫) চৈতন্যদাস—চৈতন্যদাস চাকুন্দী গ্রামবাসী। ইহার নাম শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাটোয়ার সন্ন্যাসলীলা দর্শনে প্রেমোন্মত্ত হন। এবং পাগল প্রায় 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া গ্রামবাসী তাঁহার নাম 'চৈতন্যদাস' রাখেন। তদবধি তিনি চৈতন্যদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য।

৬) শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুর—সরকার ঠাকুর বলিতে শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস ঠাকুরকে বুঝায়। তিনি পূর্ব্ব অবতারে শ্রীমধুমতী সখী ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ।

আমি কৈনু অবশ্য সন্তান হবে তোর।
তোমার পত্নীরে আন বিদ্যমান মোর॥
তবে তার পত্নী আসি প্রণমিল মোরে।
চর্ব্বিত তাম্বুল ধর বলিনু তাহারে॥
তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল।
অধর তাম্বুল আমি তার হস্তে দিল॥
কৃতার্থ মানিয়া সেই খাইলাধরামৃত।
আমার প্রসঙ্গে গর্ভ হইলা ত্বরিত॥
তাহা হৈতে জন্মিল এই তাহার সন্তান।
মোর অনুগ্রহ পাত্র কহিনু বিধান॥
শুনিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দিত হৈল।
'গৌরবের পাত্র' বলি এই বোল বৈল॥
গতি কহে, গোসাঞিঃর চরণে ধরিয়া।
এদেশে আইলা প্রভু কৃপালু হইয়া॥
কহিতে সমর্থ নাহি মনে বাঞ্ছা হয়।
মোর গৃহে করুন শ্রীচরণ বিজয়॥
ভক্তাধীন ভক্তবাক্য অঙ্গীকার কৈলা।
চলিব বলিয়া তারে এই বাক্য বৈলা॥
সেদিন রহিলা কোনও ভাগ্যবান ঘরে।
এ মত কৃতার্থ হৈল সবে পরস্পরে॥
বনভূমি[১] যাইতে গ্রামে গ্রামে মহোৎসব।
কত কত লোক হৈল পরম বৈষ্ণব॥
সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রভু সবারে শিখাই।
কলিকালে আর কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
ইহা হইতে সত্য সত্য যাবে কৃষ্ণ ধাম॥
সবারে সমান ভাব অতিথি সেবন।
গৃহস্থের এই ধর্ম্ম কর সর্ব্বক্ষণ॥
পাইয়া প্রভুর শিক্ষা ভাগ্যবান জনে।
কৃষ্ণ নাম লয় করে অতিথি সেবনে॥

বনভূমে প্রবেশ করিয়া বীরচন্দ্র।
মনোহর স্থান দেখি হৃদয়ে আনন্দ॥
নদীর নির্ম্মল জল নির্জ্জন দেখিয়া।
এই স্থানে স্নানকৃত্য করিব বলিয়া॥
যান ছাড়ি বসিলেন আম্রবৃক্ষ তলে।
বিশ্রাম নিশান শিঙ্গা বাজে এককালে॥
নদীপার নিকটস্থ এক মহাশয়।
পরমেশ্বর দাস মল্লিক তার নাম হয়॥
নিত্যানন্দগণ তেঁহো সবংশ সহিতে।
শুনিয়া আইলা তেঁহো অতি হরষিতে॥
প্রভুপদে পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
'নিত্যানন্দ' বলি কান্দে চরণে ধরিয়া॥
'বাপ নিত্যানন্দ' মোর পতিতের প্রাণ।
মো হেন পতিত জনে করিলেন ত্রাণ॥
পুনর্ব্বার না দেখিনু সে চন্দ্র বদন।
প্রভু বিনে রহিয়াছে পাপীষ্ঠ জীবন॥
এতবলি কান্দে ধরি প্রভুর শ্রীচরণে।
বীরচন্দ্র আরে বাপ লইনু স্মরণে॥
তুমি নিত্যানন্দ তুমি শচীর কুমার।
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু জগতের সার॥
এ হেন নির্বিঘ্ন মোরে দরশন দিয়া।
কৃতার্থ করিলে পুনঃ কৃপাদ্র হইয়া॥
এইমত কান্দে মল্লিক প্রেমে স্থির নয়।
দেখি চমৎকার বীরচন্দ্র মহাশয়॥
প্রভু কৃপাপাত্র জানি প্রেমে পূর্ণ হৈলা।
'হা হা নিত্যানন্দ' বলি কান্দিতে লাগিলা॥
কৃপায় কমল আঁখি করুণা করিয়া।
উঠাইয়া নিল প্রেম আলিঙ্গন দিয়া॥
মল্লিক করিল তবে আত্ম নিবেদন।
বহু আর্ত্তি করি নিল আপন ভবন॥

১) বনভূমি—বনভূমি বলিতে বিষ্ণুপুরকে বুঝায়

ভক্তি ভাবে সবংশে পড়িল শ্রীচরণে।
প্রধান গৃহেতে বসায় দিব্য আসনে॥
শ্রীচরণ ধোয়াইয়া চরণামৃত নিল।
সবংশেতে পান করি গৃহে ছড়াইল॥
নিজদাস দেখি প্রভু হেন কৃপা কৈলা।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রসাদ মল্লিক পাইলা॥
গতিরে সুধান তুমি সঙ্গী কোথা হৈলা।
আপনার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি হইলা মল্লিক।
সেইদিন হইতে তারে বাসে প্রাণাধিক॥
পারিষদ বৈষ্ণব সকলে পুরষ্কারি।
পদপ্রক্ষালিয়া বসাইলা নমস্করি॥
প্রভুসেবা করিবারে বহু ব্যস্ত হৈয়া।
কেহ কোন আয়োজন করে তুষ্ট হৈয়া॥
স্নিগ্ধ জল আনি কেহ সুবাসিত কৈল।
সুগন্ধি বিষ্ণুতৈল শ্রীঅঙ্গেতে দিল॥
কেহ পুষ্প আনি কেহ ঘষয়ে চন্দনে।
কোঁচা বানাইল কেহ নূতন বসনে॥
কেহ সুগন্ধির মালা করয়ে গ্রহণ।
কেহত তুলসী শয্যা করে হর্ষমন॥
পূজার নিমিত্ত কেহ স্থান সজ্জা করে।
দিব্য আসন ধরিলেন তাহার উপরে॥
ষোড়শোপচারে পূজার সামগ্রী করিয়া।
সগোষ্ঠী সহিতে আছে গলে বস্ত্র দিয়া॥
প্রভুর স্নান কৃত্য করি পিঁড়ার উপরে।
নিজ নিত্য কৃত্য মত বিষ্ণুপূজা করে॥
পূজা সমর্পণ কৈল মল্লিকেরগণ।
ষোড়শোপচারে পূজে প্রভুর চরণ॥
আরত্রিক নির্মঞ্ছন কৈল বহু মতে।
আরম্ভিলা ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে॥
বহুক্ষণ সকীর্ত্তন নৃত্যগীত কৈলা।
সংক্ষেপে কীর্ত্তন রাখি সবে বিশ্রামিলা॥
বহু শ্রদ্ধা ভক্তে প্রভু জল পান কৈল।
অবশেষ সকল বৈষ্ণবে বাটি দিল॥
পাকের নিমিত্ত বহু আয়োজন কৈল।
ভক্তি করি পাচকেরে অভ্যন্তরে নিল॥
যতেক প্রকার কৈল ব্যঞ্জনাদি সুপ।
শাল্যন্ন গোধূমরুটি কৈল স্তূপ স্তূপ॥
প্রভু বসিয়াছেন দিব্য খট্টার উপরে।
নিকটে বৈষ্ণবগণ ইষ্টালাপ করে॥
চরণের তলে বসি সে গতি গোবিন্দ।
চরণ সেবয়ে অতি হৃদয় আনন্দ॥
বস্তু-তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন প্রভুর সমীপে।
জীব হৈয়া সংসারে তরিবে কোনরূপে॥
কৃপায় কহেন প্রভু সব তত্ত্বাখ্যান।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রেম ভক্তি অভিধান॥
গুরু পদাশ্রয় নব ভক্তির সাধন।
শ্রবন কীর্ত্তনাদি ভক্তির লক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা নানারসঃভেদ।
আর যত গুপ্ত লীলা নাহি জানে বেদ॥
রাধানঙ্গমঞ্জরীর অনুগত হৈয়া।
নিজ ভাবাশ্রিত সখীর কটাক্ষ জানিয়া॥
করিবেক প্রেমসেবা বুঝিয়া সময়।
রূপেগুণে ডগমগি ভাবের আশ্রয়॥
সর্ব্বদা করিবে কৃষ্ণনাম গুণে রতি।
ব্রজেন্দ্র নন্দনে জানিবেন প্রাণপতি॥
বৃষভানু-সুতা দুই গোবিন্দ মোহিনী।
তার পরিচর্য্যা সেবা দিবস রজনী॥
তার পাশে স্থিতি সদা তার সহচরী।
এইমত রাগাত্মিকা ভজন আচারি॥
সব তত্ত্ব জানাইলা গতি গোবিন্দেরে।
সবশেষে আজ্ঞা দিল দৃঢ় করি তারে॥

কলিকালে সাধ্য কেবল চৈতন্য নিতাই ।
হরিনাম সাধন বিনে কোনও গতি নাই ॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি লও কৃষ্ণ নাম ।
সত্য সত্য সত্য পাবে রাধাকৃষ্ণ ধাম ॥
বৈষ্ণব স্থানেতে সদা হবে সাবধান ।
বৈষ্ণব অপরাধ হইলে নাহি পরিত্রাণ ॥
আপনার পাদপদ্ম ধরি তার শিরে ।
বর দিল এই সব স্ফূর্ত্তি হউক তোরে ॥
পুনর্ব্বার কহিলেন করুণা করিয়া ।
অহঙ্কার অভিমান দূরেতে ত্যেজিয়া ॥
সর্ব্বভূতে সমাদর নম্রতা স্বভাব ।
তবে সে পাইবে সত্য কৃষ্ণ অনুরাগ ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া শ্রীগতিগোবিন্দ ।
প্রেমে পরিপূর্ণ দেহ হইল আনন্দ ॥
চরণে ধরিয়া কান্দে আত্মসাথ করি ।
এই পাদপদ্ম যেন কভু না পাসরি ॥
হেনকালে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ সরিল ।
আরত্রিক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ॥
ভোগ সমর্পণ করি প্রভু বোলাইল ।
প্রসাদ পাইয়া প্রভু আচমন কৈল ॥
অবশেষ প্রসাদ অন্ন সকলে পাইল ।
এই সব আনন্দে সানন্দে দিন গেল ॥
রাত্রিতে করেন বহু কীর্ত্তন আনন্দ ।
বর্ণিতে পারেন প্রভু আপনে অনন্ত ॥
কীর্ত্তন মণ্ডলে বীরচন্দ্রের প্রকাশ ।
কিভাবে কেমন হয় তাহা জানে ব্যাস ॥
কেহ দেখে চূড়া ধড়া পৌগণ্ড বয়েস ।
কেহ দেখে নবীন যৌবন পরবেশ ॥
কেহ দেখে শুভ্রকান্তি শ্রীহল মূষল ।
কেহ দেখে শ্যামসুন্দর বংশী করতল ॥
কেহ দেখে মদন মোহন রসরাজ ।
সন্ন্যাসীর বেশে নাচে কীর্ত্তন সমাজ ॥
হরি বল হরি বল বলে দুই বাহু তুলি ।
অশ্রুজলে ভক্ত অঙ্গ সিঞ্চয়ে সকলি ॥
কেহ দেখে শঙ্খচক্র চতুর্ভুজ করে ।
সহস্র বদনে ছত্র শ্রীঅনন্ত ধরে ॥
করুণা কিরণ জাল চারি দিগ্ দিয়া ।
সভক্ত অভক্ত জনে আনয়ে টানিয়া ॥
রাসের আরম্ভে যেন কৃষ্ণ বংশী গানে ।
আকর্ষন করি নিলা সব গোপী গণে ॥
সেই আকর্ষণ করিল কীর্ত্তনে ।
সর্ব্ব লোক আসি করে কীর্ত্তন দর্শনে ॥
সে আনন্দ সে কীর্ত্তন দেখি সর্ব্বজনে ।
কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে কৃষ্ণ বলয়ে বদনে ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য আসি বৈষ্ণবগণ সঙ্গে ।
প্রেমাবেশে বসি আছেন কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
মধুর কীর্ত্তন ধ্বনি হেনকালে আসি ।
উন্মত্তের প্রায় কৈল শ্রবন পরশি ॥
কি মধুর বলিয়া ধাইল শীঘ্র গতি ।
পশ্চাতে ধাইল যত বৈষ্ণবগণ তথি ॥
শীঘ্র আসি মিলিলেন কীর্ত্তন মণ্ডলে ।
বীরচন্দ্র প্রকাশ দেখেন এককালে ॥
স্নিগ্ধ শান্ত শ্রীনিবাস পণ্ডিত গম্ভীর ।
বীরচন্দ্র দরশনে হইলা অস্থির ॥
অশ্রুপাত মল্লিক প্রভুর পাশে থাকি ।
প্রভুর দর্শনামৃতে ঝরে মাত্র আঁখি ॥
আচার্য্যের আগমন কীর্ত্তনে দেখিয়া ।
কহিতে লাগিলা প্রভুর শ্রীমুখ হেরিয়া ॥
মল্লিক কহিলা এই আইলা শ্রীনিবাস ।
দেখিয়া প্রভুর মনে অধিক উল্লাস ॥
দুই বাহু পাসরিয়া কৈলা আলিঙ্গন ।
শ্রীনিবাস বহুবিধ করিলা স্তবন ॥

চরণে পড়িয়া লুটে চরণের ধুলি।
প্রসাদ পরমানন্দ এই বোল বলি॥
কীর্ত্তনের মাঝে নাচে দুই হাত তুলিয়া।
বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ বলিয়া॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর কীর্ত্তন আনন্দ।
বিস্মিত হইলা শ্রীনিবাস প্রেমানন্দ॥
ধন্য ধন্য বলি সর্ব্বলোক প্রেমে ভাসে।
দেখি মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশে॥
কেহ বলে জন্ম না হইবে পুন আর।
কেহ প্রভু কলিযুগে দেখি সাক্ষাৎকার॥
কেহ বলে জিনিলাম শমনের দায়।
হেন প্রভু সর্ব্ব জীবের সাক্ষাৎ বেড়ায়॥
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা সঙ্কীর্ত্তন।
দেখিয়া শুনিয়া নিস্তারিলা সর্ব্বজন॥
এইমত কীর্ত্তনানন্দে বহু নিশি হৈল।
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম অন্তরে জানিল॥
কহিলেন আজি কর কীর্ত্তন বিরাম।
শ্রান্তি শান্ত করি বসি লও কৃষ্ণনাম॥
'হরি হরি' বলি সবে রাখিলা কীর্ত্তন।
চারিদণ্ড প্রতিধ্বনি রহিল শ্রবণ॥
রাত্রে ভোজনানন্দে ছয়দণ্ড গেল।
ব্যবহার প্রসঙ্গ আর দুই দণ্ড হৈল॥
অবশেষ নিশি প্রভু নিদ্রাগত হৈয়া।
উঠিলেন প্রাতে 'কৃষ্ণ চৈতন্য' বলিয়া॥
মঙ্গল আরতি করি বৈষ্ণবের গণ।
প্রাতঃকৃত্য করিয়া আইলা সর্ব্বজন॥
শ্রীচরণ গমন লাগিয়া গতি কয়।
শ্রীনিবাস সঙ্গে অঙ্গে দাঁড়াইয়া রয়॥
আচার্য্যে কহিল প্রভু গতির বৃত্তান্ত।
শুনিয়া আচার্য্য বড় হইলা আনন্দ॥
কহেন প্রভুর পদে মিনতি করি কত।
মুই মোর পরিজন পুত্র মিত্র যত॥
ঐ পাদপদ্ম বিনু মোর নাহি গতি।
তুমিত দ্বিতীয় দেহ চৈতন্য মুরতি॥
এইমত আচার্য্য বহু স্তুতি কৈলা।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু প্রসন্ন হইলা॥
কহিলেন প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক বলিয়া॥
মল্লিক আসিয়া প্রভুর চরণ পূজিল।
বালক বৃদ্ধ সব আসি দণ্ডবৎ কৈল॥
সবার মস্তকে পদ দিলেন তুলিয়া।
নিতাই চৈতন্য কৃপা করুন বলিয়া॥
যানে আরোহিয়া প্রভু চলেন লীলায়।
আগে আগে বৈষ্ণব কীর্ত্তন করি যায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত, পাই বৈষ্ণবের গণ।
'নিতাই চৈতন্য' বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
একবার বলরে মন নিতাই চৈতন্য।
ধ্রু॥

কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভুর মন্দ মন্দ হাস।
হুঙ্কারিয়া নৃত্য করে প্রেমানন্দ দাস॥
আগুবাড়ি চলিলেন আচার্য্য নন্দন।
বহুবিধ পূজা দ্রব্য করিল সাজন॥
ধৌত বস্ত্র পাতিয়া রাখিলা দূর হৈতে।
কীর্ত্তন করিয়া আইসেন যেই পথে।
ষোড়শোপচারে পূজা আয়োজন করি।
সমুচিত স্থানেতে রাখিল সব ধরি॥
বাড়ির নিকটে উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শুনি চমৎকার লোক চলিল তখনি॥
গতি অনুব্রজিয়া আইলা কিছু আগে।
নগরিয়া লোক দাঁড়াইয়া দুই ভাগে॥
এককালে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশিয়া।
চমৎকার করি নিল মন ভুলাইয়া॥

চারিদিকে লোক সব 'হরি হরি' বলে।
সকলেই ভাসে যেন আনন্দ হিল্লোলে।
সবার শরীরে বীরচন্দ্রের বসতি।
সবারে আনন্দ দেন আনন্দ মূরতি॥
যে দেখয়ে প্রভুরে সে বলে হরি হরি।
সৌন্দর্য্য দেখিয়া সবার মন নিল হরি॥
সবেই বলেন এ সাক্ষাৎ নারায়ণ।
উত্তম মধ্যম আদি বলে সর্ব্বজন॥
শ্রীচরণ চলি গেল বাড়ির ভিতরে।
বিদ্যুৎ সমান চারিদিগেতে সঞ্চারে॥
সগোষ্ঠী সহিত সে আচার্য্যের পরিবার।
দরশন আনন্দে অঙ্গ না ধরে কাহার॥
কোটি কন্দর্প লাবণ্য প্রভুর সৌন্দর্য্য।
দেখিয়া সবার মনে হইল আশ্চর্য্য॥
সবে দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমি তলে।
সবার বদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি বলে॥
সবে বলে এদেশ হইল মহাধন্য।
হেন মহাপুরুষ দেশেতে অবতীর্ণ॥
সবে বলে শুনিয়াছি নদীয়া নগরে।
অবতীর্ণ হইয়াছেন আপন ঈশ্বরে॥
সেই প্রভু পুনর্ব্বার প্রকাশ হইলা।
কে জানে ঈশ্বর তত্ত্ব ঈশ্বরের লীলা॥
স্বরস্বতী সত্য কহে লোকে নাহি জানে।
সেই গৌর বীরচন্দ্র সাক্ষাৎ আপনে॥
প্রাঙ্গণে বৈষ্ণব সব করেন কীর্ত্তন।
পুত্রসহ শ্রীনিবাস করেন নর্ত্তন॥
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ বলে হরি।
নাড়া সব 'বীর বীর' বলে দম্ফ করি॥
এইমত সংকীর্ত্তন কতক্ষণ হইল।
প্রভুর আজ্ঞা পাই সবে কীর্ত্তন রাখিল॥
কীর্ত্তনাবসানে প্রভুর চরণ ধুয়াইল।
সবংশেতে পান করি মস্তকে ধরিল॥
এত কৃপা করি মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
কৃতার্থ হইনু বলি কহে বারে বার॥
সগোষ্ঠীতে সহিতে করে সেবা আয়োজন।
আচার্য্যের ভক্তিতে প্রভুর তুষ্ট হৈল মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া বৈষ্ণবেরে।
বসাইলা অত্যন্ত করিয়া সমাদরে॥
সগণ সহিত প্রভু স্নান দান করি।
সংখ্যানাম লয়েন বসি খট্টার উপরি॥
পাচক বিপ্রেতে পাক আরম্ভ করিল।
আচার্য্য আদরে বহু ব্যঞ্জন রান্ধিল॥
এইমত পাকক্রিয়া হৈল সম্পূর্ণ।
পাত্রে সাজাইয়া কৈলা কৃষ্ণে সমর্পণ॥
প্রভু গিয়া সেই ভোগ করিল ভোজন।
দিব্য সুবাসিত জলে কৈল আচমন॥
অবশেষ প্রসাদ তুলিয়া লইলা গতি।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিল বৈষ্ণবের প্রতি॥
সগোষ্ঠিতে আচার্য্য সে মহাপ্রসাদ পাইলা।
কৃতার্থ হইনু বলি আনন্দে ভাসিলা॥
প্রসন্ন হইলা আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
বৈষ্ণব সেবার ফল আজি হইল ধন্য॥
কৃষ্ণভক্ত সেবা কৈলে এই ফল ধরে।
প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ তারে কৃপা করে॥
বৈষ্ণব সেবার ফল এইত নিশ্চয়।
আত্মসাৎ করি কৃষ্ণ পরিকরে লয়॥
যার যেই ভাব সিদ্ধ অনায়াসে হয়।
ভক্ত সেবার প্রভাবে সকল সিদ্ধি হয়॥
এইমত বৈষ্ণবের মহিমা কহিয়া।
প্রেমের সমুদ্রে আচার্য্য আছেন ডুবিয়া॥
হেনমতে ভোজনানন্দ করি সমাপণ।
রাত্রে আরম্ভিলা প্রভু মধুর কীর্ত্তন॥

বীরহাম্বীর হয় সেই দেশের অধিপতি।
দেয়ানে বসিলা রাজা যেন রাজনীতি॥
পরম্পর প্রভুর শুনহ কীর্ত্তন হয়।
রাজা কহে দরশন করিতে মন হয়॥
পাছে ঘৃণা করি মোরে না দেন দরশন।
বিষয়ী বলিয়া পাছে না করেন গ্রহণ॥
পতিতেরে পরিত্রাণ নিত্যানন্দ করে।
সূর্য্যের কিরণে যৈছে সর্ব্বত্র সঞ্চারে॥
কালি প্রাতে করিব ঠাকুরে নিবেদন।
কেমন প্রকারে হয় প্রভুর দর্শন॥
এইমতে উৎকণ্ঠালাপে আছেন বসিয়া।
কীর্ত্তন মধুর ধ্বনি প্রবেশে আসিয়া॥
না জানি কীর্ত্তনে আছে কতেক মধুর।
শ্রবণে প্রবেশ কৈল অমৃতের পুর॥
আকর্ষণ মন্ত্র যেন করায় সঞ্চার।
এইমত বীরচন্দ্রের কীর্ত্তন প্রচার॥
পূর্ব্বে যৈছে বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন।
বংশী ধ্বনি করি মোহিলেন গোপীমন॥
উন্মত্ত হইয়া গোপী কৃষ্ণপাশে আইলা।
রাস-রসে কৃষ্ণ গোপীগণেরে মোহিলা॥
তৈছে বীরচন্দ্রের কীর্ত্তন আকর্ষণে।
মোহিলেন জীবের মন কৃষ্ণ নাম গুণে॥
উন্মত্তের প্রায় চলে প্রেমের আবেশে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নয়ন জলে ভাসে॥
রাজা গিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশিলা।
মণ্ডলী দর্শন করি চমৎকার হইলা॥
বিশেষ বীরচন্দ্র রহে মণ্ডলী ভিতরে।
বাহিরে কিরণ যেন ঝলমল করে॥
সারি সারি প্রদীপ জ্বলিছে চারিদিগে।
তার প্রতিবিম্ব যাইয়া শ্রীঅঙ্গেতে লাগে॥
সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র বেষ্টন আছয়ে যে শিরে।
চাঁচর কুন্তল গুচ্ছ পৃষ্ঠের উপরে॥
বহু মূল্য গজমুক্তা শ্রবণে দোলয়।
নয়ন অম্বুজ অন্ত শ্রুতি পরশয়॥
সুরঙ্গ অধর তাতে দশনের ছবি।
তনুর বরণ যেন প্রভাতের রবি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুন্দর গঠন।
মদনসদন ভুলে করি দরশন॥
চরণ চালন দেখি চন্দ্রনখ জ্বলে।
কামবূহ হয়া রহে চরণ কমলে॥
কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব।
কখন বা অট্টহাস কখন বা স্তম্ভ॥
জলদ সমান ছুটয়ে নেত্রের জল।
তিতিল ভিজিল সব কীর্ত্তন মণ্ডল॥
ময়ূর পুচ্ছের এক পাখা করে লৈয়ে।
আচার্য্য ফিরেন কাছে ব্যজন করিয়ে॥
সেই পাখা অঙ্গের ভিতরে যেন দোলে।
দেখিয়া সকল লোক পড়ে ক্ষিতি তলে॥
ঝলমল কিবা শোভা বাহির অন্তরে।
ডগমগি প্রেমভরে কীর্ত্তন বিহরে॥
নৃপতি দেখেন ভৃত্য স্কন্ধে হস্ত দিয়া।
রহিতে না পারি ক্ষিতি পড়িল ঢলিয়া॥
আস্তে ব্যস্তে ভৃত্য সব ধরি উঠাইল।
আচার্য্য নন্দন প্রভু পদে নিবেদিল॥
শুনিয়া কৃপার্দ্র-হৈল পতিত পাবন।
ধরি আলিঙ্গন দিয়া দিল শ্রীচরণ॥
পরশিবা মাত্র রাজা হইল অস্থির।
পূর্ণ কৃপাপাত্র হইলা শ্রীবীর হাম্বীর॥
চারিদিগে লোক সব হরি হরি বোলে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ হিল্লোলে॥
এইমত লীলা করে বীরচন্দ্র রায়।
কে তাহা জানিতে পারে যদি না জানায়॥

কীর্ত্তন বিশ্রাম হইল রাত্রি হৈল শেষ।
এমত আনন্দ কথা বিস্তারিল দেশ॥
কৃতার্থ মানিয়া রাজা চলিলা ভবনে।
নিশি শেষ পুনর্ব্বার দেখেন স্বপনে॥
সেইমত কীর্ত্তন নর্ত্তন সেই বেশে।
স্বগন সহিত গৃহে করিলা প্রবেশে॥
সম্মুখে রহিয়া এই কহেন হাসিয়া।
তোর দেশে আইনু তোরে কৃপার লাগিয়া॥
তোর ভক্তি দেখি আমি সন্তুষ্ট হইনু।
তোঁহার ভবনে আমি রহিনু রহিনু॥
পুনঃ দেখে সন্ন্যাসীরূপ কমণ্ডলু ধারী।
সাক্ষাৎ চৈতন্যরূপ মৃদু হাস্য করি॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' শ্রীবদনে কয়।
দেখি মহারাজ বড় হইলা বিস্ময়॥
পুনঃ দেখে শুভ্র শ্বেত শ্যামল বরণ।
শ্রীহল মুষল দেখে মুরলী বদন॥
রাজা পানে দৃষ্টি করি হাসি হাসি কয়।
আমারে জান কি রাজা মনেতে নিশ্চয়॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধান।
কি দেখয়ে কি দেখয়ে বলয়ে রাজন॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইল রাজা চাহে চতুর্ভিতে।
কেহ কোথা নাহি নিশি হইয়াছে প্রভাতে॥
প্রাতঃকৃত্য করি রাজা উৎকণ্ঠিত মন।
আচার্য্যেরে বলাইলা করিয়া যতন॥
প্রেমে অঙ্গ গর গর অঙ্গ পুলকিত।
কৃষ্ণ কৃপা চিহ্ন দেখি আচার্য্য বিস্মিত॥
কি দেখিলা কি হইল কহত নিশ্চয়।
অশ্রু পুলক হই রাজা আচার্য্যেরে কয়॥
সব কহিলেন রাজা আচার্য্যের স্থানে।
শুনিয়া আচার্য্য তবে কহেন রাজনে॥
সাক্ষাৎ চৈতন্য শ্রীবীরচন্দ্র কৃপাময়।
তোমারে করিতে কৃপা এখানে উদয়॥
সেইত চৈতন্য গোসাঁই জান অবতরি।
সর্ব্বজীবে কৃপা করে করুণা সঞ্চারি॥
চৈতন্য গোসাঞির এই মহিমা অপার।
ঐছে দয়াল প্রভু না হইবে আর॥
কহিতে চৈতন্য গুণ আচার্য্য ঠাকুর।
প্রেমে পরিপূর্ণ কহে 'হা গৌর হা গৌর'॥
দুইজনে গলাগলি করেন রোদন।
হা কৃষ্ণচৈতন্য বলি গর্জ্জে ঘন ঘন॥
কতক্ষনে দুইজনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
স্থিত হইয়া দুইজন করয়ে কোলাকুলি॥
আচার্য্য বলেন রাজা কৃতার্থ হইলা।
তুমি ভাগ্যবান তোমারে এত কৃপা কৈলা॥
রাজা কহেন, ঐছে প্রভুর দরশনে।
তিঁহ কহিলেন প্রভুর পারিষদ গণে॥
পারিষদ যাই প্রভুর আগে নিবেদিল।
রাজার অনুরাগ কথা সকল কহিল॥
হাসিয়া কহেন প্রভু আপন বদনে।
চৈতন্য গোসাঞি কৃপা করিল আপনে॥
রাজার মনের বাঞ্ছা পূরণ হইবে।
দয়াল চৈতন্য গোসাঞি অবশ্য করিবে॥
প্রভুর করুণা বাক্য আসি রাজাকে শুনে।
কহিলেন শুনি রাজা আনন্দিত মনে॥
প্রভুর চরণে ভক্তি প্রণাম করিয়া।
চলিলা আচার্য্য স্থানে বিদায় হইয়া॥
এইমত বীরচন্দ্র আচার্য্য ভবনে।
বহুবিধ শাস্ত্রালাপে মগ্ন রাত্রিদিনে॥
নিতি নব নব লীলা করে দরশন।
গৃহেতে দর্শন দেন নৃপতির মন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু বনে প্রবেশিলা।
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দ হইলা॥

ভ্রমিতে দেখেন এক স্থান মনোরম।
নীরের নিকট স্থান নির্জ্জন কানন॥
পুষ্পের সৌগন্ধে আমোদিত হৈল নাসা।
চঞ্চলের প্রায় নিরখয়ে চারি দিশা॥
দেখিলেন নিকটেই এক কুঞ্জ আছে।
ফলফুল পুষ্পিত হয়েছে সব গাছে॥
কোকিল ভ্রমরাগণ মধুপান করি।
কেকাধ্বনি করি নাচে ময়ূর ময়ূরী॥
দূরে এক শিশু বংশী বাজাইয়া বনে।
জলপান করাইতে আনায় ধেনুগণে॥
দেখিতে শুনিতে প্রভু প্রেমাবীষ্ট হইয়া।
পড়িলেন তরুতলে ধরনী চলিয়া॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু অচৈতন্য হইলা।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আস্তব্যাস্ত হইলা॥
ধরি বক্ষে তুলিলেন বৈষ্ণবের গণ।
বেড়িয়া মধুর করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
রাজা শুনিলেন এই সব বিবরণ।
অনুরাগে গিয়া রাজা করে দরশন॥
মুদিত নয়ন গণ্ড প্রেম জলে ভাসে।
পলাশের গাত্র যেন পুলক প্রকাশে॥
দরশন কৈল রাজা চরণের তলে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিলা সকলে॥
শ্লথ সন্ধিহীন অঙ্গ সুদীর্ঘ আকার।
দেখিয়া নৃপতি বড় হৈল চমৎকার॥
মহাভক্ত জ্ঞানী রাজা পণ্ডিত প্রবল।
ঈশ্বর লক্ষণ দেখে প্রভুরে সকল॥
বহুক্ষনে বাহ্য প্রকাশিলা বীরচন্দ্র।
অশ্রু নেত্রে দেখে রাজা চরণারবৃন্দ॥
নিবেদন করয়ে বসন দিয়া গলে।
পরিত্রাণ কর প্রভু এই বোল বলে॥
আমার বাটীতে হউক চরণ উদয়।
তবে মোর মনবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়॥
পূর্ব্বে প্রভু সন্তুষ্ট আছেন রাজা প্রতি।
পদচক্রমনে চলিলেন শীঘ্রগতি॥
পথে পথে দেখেন কতেক দেবালয়।
অধিক রাজার প্রতি চিত্তানন্দ হয়।
প্রভু প্রবেশিলা রাজার বাড়ীর ভিতরে।
বসাইল লয়ে দিব্যস্থান মনোহরে॥
আপনে নৃপতি ধরি চরণ পাখালে।
দেখিতে দেখিতে ভাসে নয়নের জলে।
শুক্ল শুভ্র বস্ত্রে শ্রীচরণ মুছাইয়া।
চরণামৃত পান কৈল কৃতার্থ মানিয়া॥
যেই মাত্র শ্রীচরণামৃত কৈলা পান।
কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে রাজার ঝরয়ে নয়ান॥
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে রাজার রোমাঞ্চ হইলা।
দেখিয়া রাজার ভক্তি প্রভুবর তুষ্ট হৈলা॥
কত সেবা কৈলা রাজা মনের আনন্দে।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্র বলি রাজা কান্দে॥
মোরে উদ্ধারিতে প্রভু আইলা মোর ঘরে
পতিত পাবন নাম জাগিল সংসারে॥
তুমিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ।
জীব নিস্তারিতে তোমার এ লীলা কৌতুক॥
বিনা তুমি না জানালে কে জানিতে পারে।
গুপ্তলীলা কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বীরচন্দ্র।
চরণের দাস করি ঘুচাও ভববন্ধ॥
ঐছে কত স্তব কৈলা কেবা অন্তকরে।
হাসে প্রভু বীরচন্দ্র চাহিয়া রাজারে॥
প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান।
তুমিত আমার দাস ইথে নাহি আন।
কিন্তু তুমি আমার প্রকাশ নাহি কর।
এই আজ্ঞা তুমি মোর হৃদয়েতে ধর।

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কৈলা জোড় হাত।
শ্রীচরণ দিলা প্রভু রাজার মাথাত॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রসাদ পাইয়া রাজন।
হৃদয়ে রাখিলা প্রভুর ও রাঙ্গা চরণ॥
নিত্য নিত্য প্রভুর নূতন সেবা করে।
নিতি নব অনুরাগ প্রভুর উপরে॥
প্রভু নিতি নিতি দেবালয় স্থান দেখি।
উদ্দীপন পাইয়া মনেতে হন সুখী॥
বাহিরে করয়ে রাজা মহামহোৎসব।
নিরবধি কীর্ত্তনেতে নাচেন বৈষ্ণব॥
রাত্রিকালে প্রভু আসি করেন কীর্ত্তন।
মধুর মধুর গান মধুর নর্ত্তন॥
কৃষ্ণ নাম বলি গান উচ্চৈঃস্বরে করি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম বলে হরি হরি॥
এই কৃষ্ণ নাম ধ্বনি জীব নিস্তারয়।
যার কর্ণে প্রতিধ্বনি প্রবেশ করয়॥
স্থাবর জঙ্গল আদি নিস্তার হইল।
হেন মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিল॥
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
যাহার কৃপাতে সর্ব্বজীব হইল ধন্য॥
সঙ্কীর্ত্তন হইল ভক্তি প্রকাশ করিয়া।
সেই ধর্ম্ম বীরচন্দ্র আপনে লওয়াইয়া॥
সর্ব্বদেশ ধন্য হৈল করি সঙ্কীর্ত্তন।
আপনে আচরি শিখাইলা জগজ্জন॥
সবে কৃষ্ণ গাও নাচ বল হরি হরি।
অনায়াসে ভব ভয়ে সবে যাবে তরি॥
বিষয়ে থাকিয়া কৃষ্ণপদে কর আশ।
স্ত্রীপুত্র বান্ধবাদি হও কৃষ্ণদাস॥
কি গৃহস্থ উদাসীন এই ধর্ম্মসার।
কলিযুগে এই ধর্ম্ম বিনে নাহি আর॥
গৃহস্থের মূলধর্ম্ম অতিথি সেবন।
এই ধর্ম্ম রাখি কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥
উদাসীন বিষয় বিরক্ত মন হইয়া।
ইন্দ্রিয় বারণ কর কৃষ্ণ নাম লইয়া॥
উদাসীন ধর্ম্ম এই বড়ই কঠিন।
বিষয় আলাপে হয় কৃষ্ণভক্তি হীন॥
অতএব উদাসীন ইথে সাবধান।
বিষয়ী জনার কভু নিকটে না যান॥
গৃহস্থ আশ্রম হয় সুলভতা অতি।
সংসারে থাকিয়ে যদি কৃষ্ণে করে রতি॥
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের করয়ে সেবন।
কথঞ্চিত বিষয় আসক্ত নয় মন॥
কৃষ্ণ নাম লয়ে সদা অনুরাগী হইয়া।
সংসার তরিয়া যায় কৃষ্ণনাম গাইয়া॥
এই ধর্ম্ম বীরচন্দ্র জগতে লয়াই।
কৃষ্ণ বিনু জগতের গতি আর নাই॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে হর্ষ মন।
স্ত্রীপুত্র বান্ধবাদি লইয়া সর্ব্বজন॥
সে বোল শুনিয়া রাজা অঙ্গীকার কৈল।
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন সব প্রজারে লওয়াইল॥
যৈছে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসের বচনে।
হস্তিনানগরে লওয়াইলা প্রজাগণে॥
তৈছে রাজা বনবিষ্ণুপুরে প্রকাশিল।
'গুপ্ত বৃন্দাবন' খ্যাতি তাহাতে হইল॥
এই প্রভু আজ্ঞা কৈলা শ্রীবীর হাম্বীরে।
এই ধর্ম্ম তুমি সব লয়াও প্রজারে॥
পূর্ব্বে যেন নিতাই চৈতন্য লওয়াইলা।
সেইমত বীরচন্দ্র প্রভু করে লীলা॥
নিরন্তর বীরচন্দ্র ভক্তগণ লইয়া।
জীব নিস্তারেণ সদা কৃষ্ণ গান গাইয়া॥
সর্ব্বদা থাকেন প্রভুর নিকটে রাজন।
প্রভু ছাড়া রাজার না রহে কাহু মন॥

রাজা বলে প্রভু না দিব ছাড়ি আমি।
জীবন ত্যজিব এথা হইতে গেলে তুমি॥
নিরন্তর সেই প্রেমানন্দে বিষ্ণুধাম।
'গুপ্ত বৃন্দাবন' বিষ্ণুপুর থুইলা নাম॥
প্রভু কহে মোর অধিষ্ঠান এই স্থানে।
নিরবধি হইবেক কীর্ত্তন নর্ত্তনে॥
আর কত মহান্ত আসিবে এই স্থানে।
বিপদ না হবে কভু সম্পদ বিহনে॥
তোর বংশে সকলে রহিব অধিষ্ঠান।
ভক্তিতে শক্তিতে করিবেক প্রেমদান॥
কিন্তু নিত্যানন্দ পদে নহিলে বিশ্বাস।
সকল সম্পদ অবিশ্বাসে সর্ব্বনাশ॥
প্রভুর এমত বর শুনিলে রাজন।
আপনাকে কৃতার্থ মানিল ততক্ষণ॥
গলে বস্ত্র হইয়া রাজা পড়ে পদতলে।
চরণ ভিজাইল দুই নয়নের জলে॥
এমত কৃপালু বীরচন্দ্র অবতার।
নহিল নহিল ভাই নহিবেক আর॥
হেন প্রভু ছাড়িয়া কাহারে গিয়া ভজে।
দেখিলেই আনন্দ পাথারে মন মজে॥
যার যেই মন সেই মরে বা না কেনে।
মোর চিত্ত নিরন্তর রহুক সে চরণে॥
দেখিয়া শুনিয়া যার মনে ক্ষোভ লয়।
অমৃত খাইতে বা কে কাহারে যাচয়॥
হেনমতে বীরচন্দ্র বন বিষ্ণুপুরে।
হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে সর্ব্বদা বিহরে॥
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস॥

ইতি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে
অন্ত লীলায়াং দেশভ্রমণং নাম
নবম স্তবক।

দশম স্তবক

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র জয় জয়॥
ভাইরে নিতাই চৈতন্য গুণ গাও।
গাহিয়া দেখ একবার কেমন জুড়াও॥
তথাহি—পদং— ধ্রু॥—

হরি হরি হেন কি জনম হবে আর।
আমি অতি ভাগ্যহীন, দেখিব নয়নে পুন,
—নদীয়াতে গৌর অবতার॥
গোলকের গুপ্তধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
প্রকট করিল ঘরে ঘরে।
মুক্তি অভাগিয়া বিনে, পাইলেক জগজনে,
ধনী হৈল সকল সংসারে॥
কহে বৃন্দাবন দাস, সদা এই অভিলাষ,
নিতাই চৈতন্য গুণ গাই।
নিতাই চৈতন্য নাম, হৃদে স্ফুরুক অবিরাম,
ইহা বহি আর নাহি চাই॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় রসধাম।
জয় নিত্যানন্দ জয় বীরচন্দ্র নাম॥
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ কৈল রাঢ় দেশ।
বৃন্দাবন যাব বলি হইল আবেশ॥
প্রিয়ভক্ত যে যে প্রভুর সঙ্গে ছিল।
খড়দহ যাহ বলি বিদায় করিল॥
রামাই সুন্দরানন্দ আদি প্রিয়জন।
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তারা করিল গমন॥
পাঁচসাত জন প্রভুর রহিল সঙ্গেতে।
তারা বলে আমরা যাইব প্রভুর সাথে॥
প্রভু বলে মোর বোল সবেই মানহ।
গৃহে যাই সবে সদা কৃষ্ণ নাম লহ॥

ঝারিখণ্ড পথে প্রভুর যাইবার মন।
প্রভাতে উঠিল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
স্বেচ্ছাময় কেবা কিবা বলিবারে পারে।
উত্তরিলা এক দেবালয়ের দুয়ারে ॥
অতি মনোরম স্থান সুগন্ধে ভরয়।
নাসা প্রবেশিতে প্রভু হইলা প্রেমময় ॥
ধাইয়া গিয়া পুরীর ভিতরে প্রবেশিলা।
ইতি উতি চাহিয়া উন্মত্ত প্রায় হৈলা ॥
দেবালয়ের পূজারি অতি ব্যস্ত প্রায় হৈয়া।
দরশন নিমিত্তে দিল দ্বার ঘুচাইয়া ॥
দরশন করি প্রভু হইলা অস্থির।
সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলি নেত্রে বহে নীর ॥
প্রভু পুছিলেন কোন নামে অধিষ্ঠান।
'শ্রীমদনমোহন' বলি কহিলা আখ্যান ॥
শুনিবা মাত্রেতে প্রভুর প্রেম উথলিল।
রাধা অঙ্গে সঙ্গ হয়া গৌরবর্ণ হৈল ॥
এই গৌর নবদ্বীপে কৈল অবতার।
আত্মগুপ্ত কান্তি ধরি কৈলা অঙ্গীকার ॥
ভিতরেতে রসময় কৃষ্ণকান্তি হয়।
বাহিরে প্রিয়ার কান্তি দেখি জ্যোতির্ম্ময় ॥
এই হেতু গৌরাঙ্গেরে রসরাজ কহে।
রসবতী ঢাকা তার উপরেতে হয়ে ॥
অতএব রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবান।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বেদের আখ্যান ॥
অতি কষ্টে সেই ভাব কৈল সম্বরন।
অনিমিষে শ্রীমূর্ত্তি করেন দরশন ॥
প্রভু কহেন বৃন্দাবনে ললিত ত্রিভঙ্গ।
কি লাগিয়া এথানে অধিক কি সুরঙ্গ ॥
পূজারি কহেন ছিল ললিত ত্রিভঙ্গ।
অভিরামের প্রণামে অধিক হয় বঙ্ক ॥
এতেক শুনিয়া প্রভু কহিলেন তানে।
ভক্তের মহিমা বাড়াইতে কৃষ্ণ জানে ॥
অভিরাম গোপালের পরম মহত্ত্ব।
সবাকারে শুনাইয়া কহিলেন তত্ত্ব ॥
প্রভু যবে ফিরিলেন অবধূতাশ্রমে।
উৎকণ্ঠা হইয়া গেল বৃন্দাবনভূমে ॥
কৃষ্ণ অদর্শনে উৎকণ্ঠিত অতিশয়।
'ভাইরে শ্রীদাম' উচ্চ করিয়া ডাকয় ॥
গোবর্দ্ধন গিরি হইতে বাহির হইলা।
শিঙ্গা বেনু রব করি আসিয়া মিলিলা ॥
কনক উজ্জ্বল কান্তি নটবর বেশ।
পীতবস্ত্র যষ্ঠি হাতে কৃষ্ণ প্রেমাবেশ ॥
প্রভুরে সুধান তুমি কোন মহাজন।
আমারে বা কেনে তুমি করিলে আবাহন ॥
চিনিতে না পারি বর্ণ হইয়াছে আন।
আমা বুঝি ডাকিলেন দাদা বলরাম ॥
সেইত বচন শুনিয়া আইনু আমি।
নিশ্চয় কহিবে এই কোনজন তুমি ॥
এতেক পুছিলা যদি ভাইয়া শ্রীদাম।
পরিচয় দিলেন কহিয়া বলরাম ॥
শ্রীদাম কহেন, কোথা শিঙ্গা ধড়াচূড়া।
নাগরালী ছাড়িয়াছ হয়ে নাড়া মুড়া ॥
দেখিতে শ্রীমোহন বংশী কানাইর হাতে।
ধেনু সব বলাইতে যাহার ধ্বনিতে ॥
দূর বনে যাইত ধেনু তৃণের লোভেতে।
বংশীধ্বনি করি বলাইতে যূথে যূথে ॥
শ্বেত গৌর লুকাইয়া অরুণ গৌর কেনে।
'দাদা বলরাম' বলি না লাগয়ে মনে ॥
দেখি তবে তোর হস্তে করতালি দিয়া।
যমুনা পর্য্যন্ত আমি যাব পলাইয়া ॥
ধরিবারে পার যদ তবে জানি বলি।
এতেক কহিয়া তার হাতে দিল তালি ॥

ধাওরে বলিয়া পথে যায় পলাইয়া।
দশ পদ অন্তরে ধরিলা তারে গিয়া ॥
ভাইরে বলিয়া তার কণ্ঠে হস্ত দিয়া।
শুভ্র গৌরকান্তি হল মুষল ধরিয়া ॥
কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল।
ঘুমায়ে রহিলে মূর্খ জাতি সে গোপাল ॥
তার স্কন্ধে হল দিয়া কৈল আকর্ষণ।
'খর্ব্ব হও' বলি এই বলিল বচন ॥
তবু আপনার হাতে রহে চারিহাত।
সুন্দর শরীর মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ॥
সেই শুদ্ধ সখ্যভাব হয় সর্ব্বকাল।
অতএব নাম হৈল 'অভিরাম গোপাল' ॥
হাসি হাসি বলে শ্রীদাম শুন আরে ভাই।
কোথা তোমার প্রাণাধিক জীবন কানাই ॥
একবার ঘরে ছাড়া না পারি রহিতে।
সে কৃষ্ণ ছাড়িয়া কৈছে কি কর বনেতে ॥
এক আত্মা দুটি ভাই আমরা সে জানি।
তারে দেখি কৈছে তুমি ভ্রম একাকিনী ॥
হাসি রাম কহে তেঁহ গৌড় দেশে যাইয়া।
অবতীর্ণ হইলা সব গোপগোপী লইয়া ॥
নবদ্বীপ নামে গ্রাম জাহ্নবীর তীরে।
জীব নিস্তারিল সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ করে ॥
এই সব কথা কহিলেন বীরচন্দ্র।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ হইলা আনন্দ ॥
প্রভু কহে আমি শুনিনু উদ্ধারন দত্ত স্থানে।
তীর্থ পর্য্যটন কালে ছিলা প্রভুর সনে ॥
হরি হরি বলে সব বৈষ্ণবের গণ।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভুর আনন্দিত মন ॥
দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া গোসাঞিঃ।
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে রহিলেন যাই ॥
প্রভাতে চলিলা প্রভু ঝারিখণ্ড দিয়া।
কতেক প্রকার লোক বৈষ্ণব করিয়া ॥
চোর দস্যু বাটপাড় আর গলাকাটা।
প্রভুর কৃপাতে তারা ভক্ত হৈলা গোটা ॥
হিংসা দ্বেষ ছাড়ি সব কৃষ্ণ নাম লয়।
হেন প্রভু বীরচন্দ্রের কৃপাতে করয় ॥
হয় নাহি হবেক নাহি হেন অবতার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র আর ॥
ঝারিখণ্ডে হেন প্রভুর কৃপাবলোকন।
কদাচিত অন্যদেব না করে উপাসন।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যানন্দ বীর চৈতন্য বলিয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করে সবে প্রেমে মত্ত হইয়া ॥
পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন ভূমি যাইতে।
নিস্তার করিল কত এড়াইল তাঁহাতে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পথে যাইয়া চলিয়া।
কত দেশ এড়াইল প্রেমেতে ভুলিয়া ॥
বীরচন্দ্র মহাপ্রভু জীবে কৃপা করি।
ক্রমে ক্রমে চলি যান সকল নিস্তারি ॥
নিবিড় কানন পথে ফল ফুলে ভরা।
মধুপানে মত্ত কত গুঞ্জরে ভ্রমরা ॥
কোকিল ময়ূর কত গান নৃত্য করে।
মন্দ মন্দ পবনেতে মকরন্দ ঝরে ॥
কুরঙ্গ কুরঙ্গি সব যূথ বদ্ধ হৈয়া।
ক্রীড়ালক্ত হৈয়া ফিরে ভ্রমণ করিয়া ॥
করীন্দ্র করীনি সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ।
পর্ব্বত শিখর অতিশয় সুশোভন ॥
এইমত পশুপক্ষী বনে ক্রীড়া করে।
পাশে পাশে ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডারে ॥
দেখি বীরচন্দ্র প্রভুর কি আনন্দ হইল।
আইস আইস বলি সবারে বোলাইল।
প্রভু বলে সবে মেলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য প্রেমেতে বিহ্বল ॥

শুনিয়া প্রভুর বোল প্রভু মুখ হেরি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সবে সেই মুখ ভরি॥
কেহ কারু হিংসা নাহি করে পশুগণ।
সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আনন্দিত মন॥
বৃক্ষে বসি পক্ষিগণ শব্দ করে ভাল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি গোবিন্দ গোপাল॥
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু আনন্দিত মন।
ঐছে পশু পক্ষীগণে করে আকর্ষণ॥
সবার হৃদয়ে বীরচন্দ্রের বসতি।
তিঁহ যাহা বলাইবে তাহাতে হয় মতি॥
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভু পশুপক্ষী মুখে।
ভাসিলেন বীরচন্দ্র কৃষ্ণপ্রেম সুখে॥
যৈছে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহারেতে।
পশুপক্ষীগণ তাহা দর্শন করিতে॥
রাধাকৃষ্ণ নাম লয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া।
সেই ভাবে বীরচন্দ্র আবেশ হইয়া॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রভু চিন্তিয়া হৃদয়ে।
বনশোভা দেখি প্রভু আনন্দে ভাসয়ে॥
এইমত প্রভু করেন রহস্য বনেতে।
বনশোভা দেখি প্রভুর কি আনন্দ চিত্তে॥
সঙ্গের বৈষ্ণব সব দেখি চমৎকার।
সবে মানে প্রভুর এই আশ্চর্য্য বিহার।
মহাঘোর বনে যবে প্রবেশ করয়।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে মহানন্দ হয়॥
এই বৃন্দাবন বলি প্রেমেতে ভাসয়।
হা হা বৃন্দাবনচন্দ্র বলিয়া কান্দয়॥
প্রভু কহে যত সুখ পাইনু এই বনে।
এ সুখের লব নাহি বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
এই মত পথক্রমে আইলা গয়া ক্ষেত্রে।
'বিষ্ণুপদ' দেখি কহে জুড়াইল নেত্র॥
বিষ্ণুধামে যত বৈসে সব পরিষদ।
বৈকুণ্ঠ সমান স্থান অতুল সম্পদ॥
তিনদিন সেই স্থানে করিলা বিশ্রাম।
দেখিলেন যত যত বিষ্ণু লীলাধাম॥
ব্রাহ্মণ ভুঞ্জান প্রভু করি বহু যত্ন।
পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন বহু রত্ন॥
পথক্রমে চলিয়া আইলা কাশীপুরে।
মুক্তি ক্ষেত্র বলি দেখিলেন বিশ্বেশ্বরে॥
বিশ্রাম করিয়া করিলেন স্নান পান।
সবারে কহেন প্রভু মহেশ আখ্যান॥
পূর্ব্বে এই কাশীধামে রহেন শঙ্কর।
কাশী নৃপতিরে তুষ্ট হৈয়া দিল বর॥
বিষ্ণুরে জিনিব বলি বর মাগি নিল।
ভাঙ্গড় ভোলানাথ তাহে তথাস্তু বলিল॥
বরে মত্ত হইয়া ভ্রান্ত দ্বারকায় গিয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে সমর করিল অভাগিয়া॥
রনেতে হারিয়া পুন আইলা শিবস্থানে।
আসি জানাইল রাজা সব বিবরণে॥
শুনি কালানল সম হইলেন রুদ্র।
তমোগুণে ভগবানে জ্ঞান হৈল ক্ষুদ্র॥
কার্ত্তিক গণেশ ভূত প্রেত যক্ষ দানা।
বৃষারূঢ় ত্রিশূল ধরিল সঙ্গে সেনা॥
কাশীরাজা অগ্রগামী মহাদম্ভ করি।
পুনঃ বেড়িলেন গিয়া দ্বারকা নগরী॥
শুনি যদুপতি অতি ক্রোধ যুক্ত হৈয়া।
বাহির হইলা চক্র ধারণ করিয়া॥
অবলীলায় কাশীরাজার মস্তক কাটিয়া।
যোড় হস্তে রহে চক্র নিকটে আসিয়া॥
শঙ্কর আপন মদে প্রভু না জানিয়া।
ক্রোধ করি পাশুপত দিলেন ছাড়িয়া॥
শিব অহঙ্কার দেখি ঈষৎ হাসিলা।
সুদর্শন চক্র প্রতি এই আজ্ঞা দিলা॥

পাশুপত বারণ করিয়া কাশীপুরে।
নিজতেজে পোড়াইয়া কর ছারখারে॥
শিবে ত্রাস দেখাইয়া যাইবা তাঁর সঙ্গে।
আজি ব্যস্ত সমস্ত করিবে তারে ঢঙ্গে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া চক্র অতি বেগে ধায়।
ভয় পাই রুদ্র ব্যস্ত হইয়া পলায়॥
কাশীপুর পোড়াইয়া কৈল ছারখার।
চক্রভয়ে শিব ভ্রমিলেন এ তিন সংসার॥
শিব কহে কে রাখিবে এই চক্র স্থানে।
নিবারিতে কেহ নাই এক কৃষ্ণ বিনে॥
পুনর্ব্বার দ্বারকায় উপস্থিত হৈল।
ধাম প্রবেশিবা মাত্র তমোগুণ গেল॥
আসিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মেতে পড়িলা।
শিবেরে দেখিয়া কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিলা॥
স্তুতি করে মহাদেব প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
মত্ত প্রায় কৈল মোরে তমোগুণ দিয়া॥
তোমার নিযুক্তে আমি করি সর্ব্ব কর্ম্ম।
আপনে না জানি আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম।
এমন বিকথে মোর আর কার্য্য নাই।
আপনার শূল রাখে আপনে গোসাঞি॥
তমগুণে কাজ নাই শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ লব।
নিস্পৃহ হইয়া তোমার চরণ ভজিব॥
এত বলি অগ্রে পড়িলেন লোটাইয়া।
কৃষ্ণ তার হস্ত ধরি নিল উঠাইয়া॥
প্রসন্ন হইয়া তারে কহিতে লাগিলা।
ভোলানাথ এমন নহিবে কভু ভোলা॥
শিব কহে, 'মোর ধাম পোড়াইলে তুমি।
তোমার স্বধামেতে থাকিব এবে আমি'॥
কৃষ্ণ কহেন, মোর যত আছে নিত্যধাম।
শুন শিব, তোমারে দিলাম এক স্থান॥
একাম্র-কানন বন স্থান মনোহর।
তথায় হইবে তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর॥
সেই বারানসী প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্য পুরী॥
সেই স্থান কহি শিব আমি তোমাস্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধু তীরে বট মূলে নীলাচল ধাম।
ক্ষেত্র পুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশভূমি।
তাহাতে বৈসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চর্তুভুজ দেবগণে।
মরণ মঙ্গল করি কহয়ে যেখানে॥
নিদ্রাতে সে স্থানে সমাধি ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়োত্তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥
হেন যে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
ভুক্তি মুক্তি প্রদায়ক স্থান মনোহর।
তথায়ে বিখ্যাত হএ্য শ্রীভুবনেশ্বর॥
সম্প্রতি ভুবনেশ্বর কাশীর প্রকাশ।
বহুমূর্ত্তি হইয়া তাহাই কর বাস॥

শুনিয়া অদ্ভুত পুরীর মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর॥
শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অকৃত সর্ব্বক্ষণ॥
তবে কি তোমারে ছাড়ি মুঞি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহি কোন ক্ষণে॥
তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন।
দুষ্ট সঙ্গ দোষে ভিন্ন হইব কখন॥
এতে কেহ মোরে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান।
তবে মোরে নিজ ক্ষেত্রে দেহ একস্থান॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হইল তথায় থাকিতে আমার॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে॥
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন।
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন॥
শিববাক্যে তুষ্ট হৈল শ্রীচন্দ্র বদন।
বলিতে লাগিলা তারে করি আলিঙ্গন॥
শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয় সে আমার প্রিয়তম॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বত্র আমার।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্র কানন তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি॥
সেই স্থান আমার পরম প্রিয়তম।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হৈয়া তোমা না আদরে।
সে আমায় মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥
এতেক শুনিয়া শিব আনন্দিত হৈয়া।
ভুবনেশ্বরেতে রহে নিবাস করিয়া॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মনে।
অচিন্ত্য ঈশ্বর লীলা কহে সর্ব্বজনে॥
তারপর প্রয়াগে করিল আগমন।
বেণীমাধব দেখি হইলা প্রেমাবিষ্ট মন॥
তিনদিন রহি কৈলা কীর্ত্তন নর্ত্তন।
দেখিয়া প্রয়াগ বাসী হৈল চমৎকার মন॥
এই মতে বৃন্দাবনে করিলা প্রবেশ।
দরশন মাত্রে হইলা প্রেমের আবেশ॥
চৌরাশী ক্রোশে জীবজন্তু ভূমি বৃন্দাবন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করয়ে স্তবন॥
জয় জয় বৃন্দাবন স্থাবর জঙ্গম।
সবেই কৃষ্ণের প্রিয় কৃষ্ণ দেহ সম॥
জয় বৃন্দাদেবী তোমা মহিমা অপার।
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে করাণ অঙ্গীকার॥
জয় বৃন্দাদেবী তোমার পদে নমস্করি।
রাধা অনঙ্গের মোরে কর সহচরী॥
জয় কৃষ্ণ বলদেব বৃন্দাবন চন্দ্র।
আত্মসাৎ করি মোরে ঘুচাও ভববন্ধ॥
এইমত প্রার্থনা করিয়া বীরচন্দ্র।
চলিলেন বলি বলি হা কৃষ্ণ গোবিন্দ॥
শিক্ষাগুরু প্রভু সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
আপনে করিয়া ভক্তি জগতে জানায়॥
প্রভু আইলেন শুনি ব্রজে বৈষ্ণবের গণে।
আগে আসি অনুব্রজি করে দরশনে॥
দেবালয় হইল আনন্দ কোলাহল।
গৌড়েশ্বর গোসাঞি আইলা এই স্থল॥
কীর্ত্তন করিয়া চলে গৌড়ের বৈষ্ণব।
প্রভুর দরশনে মনে বাড়িল উৎসব॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি বৈষ্ণবের গণ।
সবে বলে সেই সাক্ষাৎ শচীর নন্দন॥

পড়িলা বৈষ্ণবগণ দণ্ডবৎ হৈয়া।
সবারে তোলেন প্রভু মাথে হস্ত দিয়া॥
প্রভু বলে কর সবে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
গাইতে লাগিলা সবে বৈষ্ণবের গণ॥
প্রভু পদব্রজে গেলা দেবালয় দ্বারে।
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ আসি নাসিকা সঞ্চারে॥
উদঘূর্ণা হইয়া পড়িলা সেই স্থানে।
বেড়িয়া বৈষ্ণবগণ করেন কীর্ত্তনে॥
বহুক্ষণে সেইভাব করি সম্বরণ।
চলিলেন গোবিন্দে করিতে দরশন॥
অনিমিষে দেখেন যুগল শ্রীচরণ।
হেরি স্বানুভাবানন্দে হৈল মগন॥
গোবিন্দ আপাদমস্তক করিয়া দর্শন।
শ্রীমুখ মণ্ডলে নেত্র রহিল লাগিয়া॥
মদনমোহনে পুন দর্শন করিয়া।
স্তব্ধ প্রায় রহিলেন বক্ষে দৃষ্টি দিয়া॥
বামপার্শ্বে শ্রীজাহ্নবা দর্শন করিয়া।
মূর্চ্ছা প্রায় হৈয়া প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥
উত্তান নয়ন শ্বাস ঘন ঘন চলে।
ক্ষণে সূক্ষ্ম প্রায় অঙ্গ ক্ষণে অঙ্গ ফোলে॥
এই মত তৃতীয় প্রহর ভাবেতে।
তাহাতে ভাবের কতগতি শত শতে॥
তবেত ভকতগণ প্রভুকে বেড়িয়া।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া॥
শ্রীজাহ্নবা গোপীনাথ বলেন ফুকারি।
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বলি হরি॥
হা হা জাহ্নবা গোপীনাথ প্রাণেশ্বর।
কৃপা দৃষ্টি কর মুঞি অধম পামর॥
আত্মসম্বরিয়া প্রভু মিলিলা বৈষ্ণবে।
দেবালয় বাহিরে আসি বসিলেন সবে॥
সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব[১] যার নাম।
যোড়হস্তে দণ্ডবৎ করিলা প্রণাম॥
প্রভু কহিলেন ইহো কোন মহাশয়।
মুখ্য হরিদাস সব দিলেন পরিচয়॥
শুনি আনন্দিত প্রভু বহু কৃপা কৈল।
রূপ সনাতনের গুণ কহিতে লাগিল॥
রূপ সনাতনের অতুল এই কীর্ত্তি।
ভক্তিরসে প্রকট হইলা শ্রীমূর্ত্তি॥
শুনিয়াছি তুমি বড় গাম্ভীর্য্য পণ্ডিত।
আমারেও শুনাইয়া মনে দেহ প্রীত॥
জীব কহেন সব তোমার চরণ প্রসাদ।
মূকেরে স্তাবক করো না হয় প্রমাদ॥

তথাহি—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুংলঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দীশ্বরং॥
অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলিলবঃ।
শৈলতাং শৈলোস্থৎ কনতাংতৃণং কুলিশতাং॥
হিমং দহনতা মায়াতিয়স্বেচ্ছয়ালীলা।
দুর্ননিতাস্তুতযাসনিলে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।

১) শ্রীজীব—শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুত্র। শ্রীরূপসনাতনাদির গৃহত্যাগ কালে শ্রীজীব শিশু ছিলেন। বড় হইয়া মায়ের মুখে পিতা জেঠাদ্বয়ের গৃহত্যাগ ও বৈরাগ্যের কাহিনী শ্রবণ করতঃ বৈরাগ্যের উদয় হয়। প্রথমে নদীয়ায় শ্রীনিত্যানন্দসহ মিলন, কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতি সমীপে বিদ্যা অধ্যয়ন। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদাশ্রয় করিয়া ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন, লিখন ও শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ দ্বারে ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথা শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীর অভিলষিত কর্ম্ম শ্রীজীব গোস্বামী দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এইমত জীব গোসাঞি প্রভুর অগ্রেতে।
কৃষ্ণভক্তি বাখ্যা করে প্রেমের সহিতে।।
শুনি বীরচন্দ্র বড় প্রসন্ন হইলা।
প্রেমে গর গর জীবে আলিঙ্গন কৈলা।।
তুমারে চৈতন্য কৃপা হইয়াছে নিশ্চয়।
চৈতন্যের কৃপা বিনু হেন স্ফূর্ত্তি নয়।
তুমার গোষ্ঠীকে প্রভু বড় দয়া কৈলা।
শুনিয়াছি পূর্ব্বে তার সাক্ষাৎ দেখিলা॥
জীব কহে, 'তুমি চৈতন্য সাক্ষাৎ।
মোরে কৃপা করিবারে আইলা এথাত॥
তোমার লীলা বুঝিতে কাহার শকতি।
পুন প্রকটিলা লীলা রাখিতে ভকতি॥
এই গুপ্ত অবতার জীব নিস্তারিতে।
অজভবাদিক ইহা না পারে জানিতে॥
কখন কি কর তুমি বেদে নাহি জানে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর বেদ জানিবে কেমনে॥
অচিন্ত্য তুমার লীলা বেদেতে দুর্লভ।
যাহারে জানাহ তুমি তাহারে সুলভ॥
এই অবতার তোমার অতিগুপ্ত হয়।
যাহারে জানাহ সেই জানয়ে নিশ্চয়'॥
হেনমতে জীব সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রসে।
দুঁহু দুঁহার মহিমা কহেন প্রেমাবেশে॥
প্রভু ভৃত্যের কথা এই কে কহিতে পারে।
ভক্তি বিনে কৃষ্ণেরে চিনিতে কেহ নারে॥
এইমত কৃষ্ণ কথা অনেক হইল।
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে বিস্তার না কৈল॥
প্রেম বিতরিতে বীরচন্দ্র অবতার।
জীবেরে শিখাইল প্রেমভক্তি তত্ত্বসার॥
প্রেমভক্তি সার এই জীবেরে কহিলা।
শুনি জীব গোসাঞি প্রেম রসেতে ডুবিলা॥
প্রভু ভৃত্যে দুইজনে কণ্ঠে কণ্ঠে ধরি।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
পূর্ব্বে যৈছে কাশীপুরে শচীর নন্দনে।
ভক্তি তত্ত্ব শিক্ষা করাইল সনাতনে॥
সেই মত জীব গোসাঞিরে ভক্তিতত্ত্ব।
কহিলা সিদ্ধান্ত সার ভক্তির মহত্ত্ব॥
জীব সঙ্গে কৃষ্ণালাপ অনেক হইলা।
এই কালে গোসাঞীদাস পূজারী আইলা॥
আসিয়া প্রভুর পদে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভু আগে জোড় হস্তে কহিতে লাগিলা॥
নিবেদন গমণ করেন দেবালয়।
সন্ধ্যা উপস্থিত হৈলা আরতির সময়॥
আনন্দিত হইল প্রভু 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
প্রবেশ করিলা প্রভু দেবালয় যাইয়া॥
পঞ্চ দীপ সাজাইয়া আরতি নির্ম্মঞ্ছন।
জানিয়া প্রভুর করে করে সমর্পন॥
আরত্রিক করিলেন যেন নিজ মন।
শঙ্খ জল পিকুনাদি কৈল সমর্পণ॥
প্রাঙ্গনে আরম্ভ কৈল কীর্ত্তন আনন্দ।
শুনিয়া উন্মত্ত হৈল ব্রজবাসীবৃন্দ॥
পুনঃ সেই আরত্রিক পুজারী লইল।
প্রভুরে আরতি করি নির্ম্মঞ্ছন কৈল॥
'কি কর' কি কর' প্রভু পুজারীরে কয়।
পুজারী কহেন, 'স্বতন্ত্র কাহার শক্তি নয়॥
যে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে।
তোমার ইচ্ছা বিনে কেহ করিতে না পারে॥'
প্রভু কহে, 'তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
জীবেরে এমত কর না হয় উচিত॥'
এত কহি প্রভু কিছু মন্দ হাস্য হইয়া।
ঠাকুর প্রণাম করে কৃষ্ণ নাম লইয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে প্রভু চলিয়া আইলা।
প্রভু দেখি ভক্তগণের কি আনন্দ হইলা॥

সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে প্রভু নৃত্য আরম্ভিলা।
কৃষ্ণনাম ধ্বনি শুনি কি আনন্দ হইলা॥
কীর্ত্তন করেন সবে উচ্চৈঃস্বর করি।
'গোবিন্দ গোপাল রাম কৃষ্ণ হরি হরি'॥
প্রেমে পূর্ণ হৈলা প্রভু নৃত্যের আবেশে।
দুবাহু তুলিয়া নাচে কৃষ্ণ প্রেমরসে॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু উন্মাদ হইল।
পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল॥
ভূমিকম্প হৈল হেন মানে ভক্তগণ।
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে ব্যাপিল ত্রিভুবন॥
সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রভু শক্তি প্রকাশিলা।
সবে দেখে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন লীলা॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করয়ে নর্ত্তন।
কভু হাস কভু শ্বাস কভু বা ক্রন্দন॥
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ লোমহর্ষণ।
হুঙ্কার শুনিতে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
কভু স্বেদ কভু কম্প কভু হেন হয়।
দুই তিন গুণ অঙ্গ সবেই দেখয়॥
কভু অতি ক্ষীণ অঙ্গ কখন স্তম্ভিত।
দেখি সকল জন হইলা বিস্মিত॥
কভু দেখে শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বাজান মোহন বাঁশী অধরে লইয়া॥
কভু শুভ্রবর্ণ করে শ্রীহল মুষল।
কভু দেখে তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ কলেবর॥
দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে কীর্ত্তনের মাঝে।
সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি কীর্ত্তনে বিরাজে॥
কভু দেখে অরুণ বরণ মহাজ্যোতি।
কীর্ত্তনে বিরাজে কোটি কন্দর্প মূরতি॥
এইমত ভাব হইল কহনে না যায়।
কখন কিভাবে নাচে বীরচন্দ্র রায়॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা ব্রজবাসী জন।
কভু নাহি দেখি হেন অদ্ভুত কীর্ত্তন॥
দেবালয় দেখিয়া হইল চমৎকার।
সবে বলে সাক্ষাৎ চৈতন্য অবতার॥
শুনিয়াছি মহাপ্রভু নদীয়া নগরে।
সংকীর্ত্তন লীলা কৈলা শচীর কুমারে॥
শুনিয়াছি সাক্ষাৎ দেখিলাম বৃন্দাবনে।
এই সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চৈতন্য আপনে॥
সেইরূপ সেই তেজ সেই সঙ্কীর্ত্তন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই লক্ষণ নর্ত্তন॥
বৃন্দাবনে কত বা হইল প্রেমোল্লাস।
কোন ভাবে কি করেন বুঝিতে দুর্গম॥
এইমত কীর্ত্তন হইল কতক্ষণ।
শ্রমযুক্ত হইল যত গায়ন বায়ন॥
তাহা দেখি প্রভু ভাব সম্বরণ কৈলা।
কীর্ত্তন রাখিয়া সবে বিশ্রাম করিলা॥
গোসাঞীদাস পূজারী যত দেবালয়জন।
ভক্তি করি কৈলা প্রভুর বিবিধ সেবন॥
প্রতিদিন প্রতি কুঞ্জে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
কখন বা কি একাকী যায়েন যথা মন॥
কখন বা নগরে কীর্ত্তন করি ফিরে।
কখন বা নির্জ্জন বনে যমুনার তীরে॥
আমলি তলাতে বসি করেন রোদন।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি হয় অচেতন॥
কখন বা শৃঙ্গার বটে আসিয়া বৈসেন।
'হা হা প্রভু নিত্যানন্দ' বলিয়া কান্দেন॥
কাঁহা মোর প্রাণ প্রভু নিতাই বলাই।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ জীবন কানাই॥
কৃষ্ণলীলা স্মরি প্রভুর হেন ভাব হয়।
দ্বিতীয় প্রহর কভু পড়িয়া থাকয়॥
ভক্তগণ কৃষ্ণলীলা গায় উচ্চ করিয়া।
চৈতন্য হইলে যায় বসাতে লইয়া॥

কভু রাত্রিকালে প্রভু করেন ভ্রমণ।
নির্জ্জনে যাইয়া করে যমুনা দরশন॥
কখন বা গোপেশ্বর দর্শন করিয়া।
বংশীবট তটে প্রভু বৈসেন যাইয়া॥
বৃক্ষ শোভাবল্লী শোভা দেখি আনন্দিত মন।
বসিয়া করেন প্রভু নাম সংকীর্ত্তন॥
'জয় কৃষ্ণ বলদেব রসিক মুরারী।
জয় রাধা গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী॥
জয় রাধাগোপীনাথ জাহ্নবা প্রাণধন।
জয় জয় কৃষ্ণ জয় মদন মোহন॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই মত বীরচন্দ্র উচ্চৈঃস্বর করি।
প্রেমযোগে গায়েন গোবিন্দ নামাবলি॥
শুনিয়া কীর্ত্তন ধ্বনি পশু পক্ষগণ।
প্রভুরে বেড়িয়া সবে করেন নর্ত্তন॥
পুচ্ছ পসারিয়া নাচে ময়ুরা ময়ুরী।
ঝলমল জ্যোৎস্নারাত্রি যমুনা লহরী॥
যূথে যূথে মৃগ আইসে কীর্ত্তন শুনিয়া।
চঞ্চল নয়নে চায় প্রভু নিরখিয়া॥
কোকিল কোকিলী সব কণ্ঠ ধ্বনি করি।
প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণনাম বলে মুখভরি॥
এইমত বৃক্ষ বল্লী বৃন্দাবন যত।
রাধাকৃষ্ণ নাম গায় প্রেমে হইয়া মত্ত॥
এইমত প্রভু প্রেম সুখেতে বিহরে।
কোনদিন যান প্রভু পুলিন ভিতরে॥
দেখিয়া পুলিন শোভা কি আনন্দ হৈল।
বৃন্দার সেবিত বন দেখি সুখ পাইল॥
ঝলমল জ্যোৎস্না রাত্রি সুমন্দ পবন।
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে নাসা পরিপূর্ণ॥
ফল ফুলে বৃক্ষ বল্লী অতি সুশোভন।

দর্শন করিয়া প্রভুর চমৎকার মন।
কৃষ্ণ লীলাভাব আসি উদয় হইলা।
'হা হা রাধাকৃষ্ণ' বলি প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা।
গোপীভাবে আবেশিত তদাত্ম হইয়া।
রাস করে কৃষ্ণ সব গোপীগণ লইয়া॥
মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে গোপীগণ।
রাগরাগিনীর তানে মোহে কৃষ্ণ মন॥
গোপী সব যন্ত্র লই হস্তেতে করিয়া।
'তা থৈ' 'তা থৈ' তাল বাজায় বসিয়া॥
মধ্যে রাধাকৃষ্ণ দোঁহ নাচতহি ভাল।
'তাতি না' 'তাতি না' তা' বাজায়ত তাল॥
তৈছে করত নৃত্য কিশোর কিশোরী।
কতরঙ্গ ভঙ্গে নাচে দোঁহে দোঁহা হেরি॥
হস্তের চালন করিলেন ঝনঝনি।
তার সঙ্গে সুমধুর বলয়ার ধ্বনি॥
কটির হিল্লোলে বাজে কিঙ্কিনীর তাল।
চরণে নুপুর বাজে শুনিতে রসাল॥
কভু কৃষ্ণ রাই প্রিয়ারে নাচাই।
কত অঙ্গ ভঙ্গি নৃত্য করতহি রাই॥
হস্তের চালনে কঞ্চু তুহু শ্লথ হইলা।
তাহা হেরি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পাইলা॥
কুচ পদ্ম দরশনে কি সুখ হইল।
সুখের সমুদ্রে কৃষ্ণ ডুবিয়া রহিল॥
নৃত্যাবেশে রহি তাহা কিছুই না জানয়।
সুখরসে ভাসি কৃষ্ণ দর্শন করয়॥
কভু রাই যন্ত্র বায় নৃত্য করে হরি।
'তাধিক তাধিক' তাল বাজায় কিশোরী॥
নৃত্য নাট্য করি কৃষ্ণের কানে যত মন।
রমিয়া রমন করে লইয়া প্রিয়াগণ॥
কারে হাস্য দান করে কাহারে চুম্বন।
কারে আলিঙ্গন করে কুচকাদকর্ষণ॥

এইমত রাসরসে মগ্ন কৃষ্ণচন্দ্র।
রমিয়া রমিয়া কৃষ্ণ লইয়া প্রিয়াবৃন্দ॥
কৃষ্ণেরে ধরিয়া গোপী করে আলিঙ্গন।
ঐছে কৃষ্ণ সঙ্গ রসে মগ্ন গোপীর মন॥
এইমত আনন্দ কৌতুকে রাসরসে।
বিহরিতে বিহরিতে হৈল রাত্রি শেষে॥
রাত্রিশেষ দেখি কৃষ্ণ ভীত প্রায় হইলা।
কৃষ্ণ আদর্শনে প্রভুর বাহ্য স্ফূর্তি হৈলা॥
'কি হইল কি হইল' বলি প্রভু যে উঠিলা।
হেন সুখ দর্শনেতে আমারে বঞ্চিলা॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রীনন্দ নন্দন।
কোথা রাধা রাধাকুঞ্জ কোথা গোপীগণ॥
প্রভু না দেখিয়া সবে চিন্তাযুক্তগণ।
কোথা গেলা বীরচন্দ্র করে অন্বেষণ॥
শয্যাতে নহিক প্রভু শূন্য ঘর হয়।
কোথা গেলা প্রভু সবে হইলা বিস্ময়॥
দেবালয় দেবালয় চাহিলা দেখিয়া।
যমুনার তীরে তীরে বেড়ায় ঢুড়িয়া॥
ধীর সমীরে বংশীবট পুলীন আইলা।
পড়িয়া আছেন প্রভু আসিয়া দেখিলা॥
মুখের ঘর্ষণে রক্ত চলয়ে বহিয়া।
ব্যাকুল হইল সবে সে দশা দেখিয়া॥
আস্তে ব্যস্তে ধরি সবে প্রভুরে উঠায়।
নাড়িতে না পারে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়॥
তবে সব ভক্তগণ উচ্চঃস্বর করি।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি সব বলে মুখ ভরি॥
কৃষ্ণ নাম ধ্বনি প্রভুর কর্ণেতে পশিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভুর বাহ্য দৃষ্টি হইল॥
নিরখিয়া দেখে প্রভু চারিদণ্ড বেলা।
ভাব সম্বরিয়া প্রভু স্নানেতে চলিলা॥
যমুনায় স্নান করি বাসাতে আইলা।
নিত্যকৃত্য করি প্রভু প্রসাদ পাইলা॥
আচমন করি প্রভু করিলা বিশ্রাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলি রাম রাম'॥
সঙ্গের বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ পাইল।
'গোবিন্দ গৌরাঙ্গ' বলি কিছু স্থির হইল॥
প্রিয় ভৃত্য আসি প্রভুর পদ সেবা করি।
নিদ্রাগত হৈল প্রভু কৃষ্ণলীলা স্মরি॥
এইমতে বৃন্দাবনে কতদিন রহিয়া।
রাধাকুণ্ডে চলে প্রভু 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া॥
পাছে পাছে সঙ্গের বৈষ্ণব সব ধায়।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি প্রভু চলি যায়॥
বহুলা বনেতে প্রভু প্রবেশ হইলা।
কুণ্ডতীরে আসি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণ বলদেবের সে লীলা স্থলী হয়।
সখা সঙ্গে গোচারণ লীলা অতিশয়॥
বহুলা গাভীর কথা না যায় কহনে।
রামকৃষ্ণ প্রিয় কামধেনুর সমানে॥
সে লীলা স্মরিয়া প্রভু ত্বরিতে চলিলা।
মুহূর্ত্তেকে শ্যামকুণ্ডে আসি প্রবেশিলা॥
যাঁহা মহাপ্রভু আসি বসিলা তমালতলে।
প্রভু আসি বসিলা সেই তমালের মূলে॥
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রিয় স্থান বলি বলেন বারবার॥
শ্যামকুণ্ড তরঙ্গ আর তমালের জ্যোতি।
দেখি মূরছিত হইয়া পড়িলেন তথি॥
সঙ্গের বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা।
পড়িয়া আছেন প্রভু আসিয়া দেখিলা॥
প্রভু বেড়ি করে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
সেই ধ্বনি প্রবেশিল প্রভুর শ্রবণে॥
'কৃষ্ণ নাম' ধ্বনি শুনি প্রভুর বাহ্য হৈলা॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু হুঙ্কার করিলা॥

উঠিয়া করেন নৃত্য প্রেমে পূর্ণ হৈয়া।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ' যে বলিয়া॥
এইমত নৃত্যগীত করিলা স্বরঙ্গে।
ক্ষণে বিশ্রামিলা প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দরশন করি।
কি আনন্দ হৈল তাহা কহিতে না পারি॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করি পাঁচ সাত।
রাধাকুণ্ড তটে আইলা ভক্তগণ সাথ॥
যাঁহা শ্রীজাহ্নবা আসি বিশ্রাম করিলা।
সেইত স্থানেতে প্রভু আসিয়া মিলিলা॥
একতরু তমাল সেই ঘাটের উপরে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় তরু ঝলমল করে॥
দিব্যরত্নবেদী বান্ধা সোপান সুন্দর।
তাহে কত লীলা কৈল কিশোরী কিশোর॥
রাধাকুণ্ড জলক্রীড়া করি রাধা সঙ্গে।
বসিলা তমাল তলে হাস্য কথা রঙ্গে॥
কৃষ্ণ অঙ্গে বেশ কৈলা ললিতা সুন্দরী।
রাই বেশভূষা কৈলা অনঙ্গ মঞ্জরী॥
কৃষ্ণ মুখ হেরি রাই ইঙ্গিত করিলা।
সে ইঙ্গিত রসরাজ মনেতে জানিলা॥
অনঙ্গ মঞ্জরী ধরি আকর্ষণ করি।
নিজ কোলে বসাইলা আপনে শ্রীহরি॥
নহি নহি করি ধ্বনি কৃষ্ণেরে নিবারে।
ললিতা আসিয়া তবে রাধানুজা ধরে॥
কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে এত কাহে লজ্জা করি।
হাসি হাসি বেশ কৈলা আপনে শ্রীহরি॥
বেশভূষা করি কৃষ্ণ আনন্দ লহরী।
রাধানুজার শোভা হেরে দুই নেত্র ভরি॥
রাধানুজার মুখ পদ্মের কি মাধুরী শোভা।
জগত মোহন কৃষ্ণ অন হইল লোভা॥
মোহিত হইলা কৃষ্ণ কহিতে না পারি।
দৃঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণ রাধানুজা ধরি॥
মুখ পদ্মে মুখ ধরি চুম্বন করিলা।
তাহাতেই ধনি অতিশয় লজ্জা পাইলা॥
ভুজলতা ছাড়াইয়া কৃষ্ণে তরজিয়া।
হানিলা কটাক্ষবান ভ্রুভঙ্গি করিয়া॥
সে ভঙ্গী দেখিয়া কৃষ্ণ রাই পাশে আইলা।
দেখ রাধে তোমার ভগ্নী মোরে তরজিলা॥
হাসি রাই কহে ধৃষ্ট কি কহিব আর।
অনঙ্গের স্পর্শ পাইলা কি ভাগ্য তোমার॥
এইমত কত লীলা প্রিয়গণ সঙ্গে।
করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কত রস রঙ্গে॥
এই সব লীলা স্মরি বীরচন্দ্র রায়।
তমাল তরুর তলে গড়াগড়ি যায়॥
'হা হা রাধাকৃষ্ণ' বলি করেন হুঙ্কার।
'হা হা রাধানুজা' প্রাণ জীবন আমার॥
'হা হা জাহ্নবা' প্রভু মোর প্রাণধন।
এত বলি বীরচন্দ্র করেন রোদন॥
তমাল তরুর মূলে গড়াগড়ি যায়।
'শ্রীজাহ্নবা' 'শ্রীজাহ্নবা' বলিয়া কান্দয়॥
'হা হা প্রভু নিত্যানন্দ' 'হা হা গৌরহরি'।
এ অধমে লহ প্রভু আত্মসাৎ করি॥
ঐছে বীরচন্দ্র প্রভু শ্রীজাহ্নবা ঘাটে।
উচ্চঃস্বর করি কান্দে শ্রীকুণ্ডের তটে॥
কনকের দ্যুতি যেন ধূলি গড়ি যায়।
'হা হা রাধাকৃষ্ণ' বলি করে হায় হায়॥
এইমত বিলাপ করিয়া কতক্ষণ।
রাধাকুণ্ডে স্নান করি জুড়াইল মন॥
ভোজন বিশ্রাম কৈলা ভক্তগণ লইয়া।
তিনদিন ছিলা প্রভু প্রেমে মত্ত হইয়া॥
প্রভাতে উঠিয়া 'মানস-ঘাটে' করি স্নান।
পঞ্চপাণ্ডব দেখি প্রভু করিলা প্রয়াণ॥

প্রেমেতে অস্থির প্রভু স্থির নহে মন।
চলিলেন বলি 'হা হা গিরি গোবর্দ্ধন ॥
পিছে পিছে বৈষ্ণব সব গমণ করিলা।
'কুসুম সরোবরে' আসি প্রভু প্রবেশিলা ॥
বসিলেন এক কেলি কদম্বের মূলে।
সরোবর দেখি প্রভুর প্রেম উথলে ॥
'হা হা উদ্ধব' বলি করেন ফৎকার।
'কাঁহা প্রাণনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার ॥
হেনকালে সব বৈষ্ণব আসিয়া মিলিলা।
সঙ্গীগণ দেখি প্রভু উঠিয়া চলিলা ॥
গজেন্দ্র গমনে চলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরি।
প্রবেশ করিল আসি গোবর্দ্ধন গিরি ॥
গোপীভাবে আবেশিত চঞ্চলতা মতি।
কৃষ্ণের বিরহ লীলা অন্তরেতে স্ফূর্ত্তি ॥
'হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন'।
একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥
গোবর্দ্ধন গিরি দেখি কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল।
এই 'কৃষ্ণ' বলি গিরিবরে পরশিল ॥
গিরিবর স্পর্শে কৃষ্ণস্পর্শ হইল মানি।
কি আনন্দ হৈল দেহ কিছুই না জানি ॥
সঙ্গের বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা।
সবে মেলি কৃষ্ণ নামা গাহিতে লাগিলা ॥
বাহ্য পাই মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু দ্রুতগতি চলি ॥
আসিয়া প্রবেশ কৈলাদান ঘটি যথা।
গোপীগণ মিলি দান সাধিলেন তথা ॥
সেই সব লীলা প্রভু করিয়া স্মরণ।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈয়া হইলা অচেতন ॥
প্রেমে মূর্চ্ছা হইয়া প্রভু পড়িয়া রহিলা।
পুনর্ব্বার ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ॥
দেখে প্রভু পড়িয়াছেন শ্বাসহীন হৈয়া।
দেখি ভক্তগনের প্রাণ যায় নিকশিয়া ॥
দানখণ্ড লীলা ভক্তগণ গান কৈলা।
শুনি বীরচন্দ্র মহাপ্রভু বাহ্য পাইলা ॥
বৃন্দাবন বনে বনে করি দরশন।
প্রেমেতে ব্যাকুল মন জাহ্নবা জীবন ॥
বর্ণন করিতে আমি প্রভুর চরিত্র।
যেন তেন মতে গাই হইতে পবিত্র ॥
এই সব গুণ লীলা ভক্তের ভজন।
ভজিলে স্মরিলে পায় প্রভুর চরণ ॥
বিদ্যা সাধ্য নাহি মোর নাহি সংস্কার।
শ্লোক ছন্দ না জানিয়ে লিখি যে পয়ার ॥
বুদ্ধিহীন জন মুঞি করি টানাটানি।
কি লিখিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥
মূর্খ জানি নিজগুনে মোরে কৃপা কৈলা।
পতিত পাবন নাম তাহাতে ধরিলা ॥
পতিত অধম জনে করিলা নিস্তার।
এমন দয়াল নিধি নাহি দেখি আর ॥
ধন মোর প্রান মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাহার দ্বিতীয় দেহ রাম নিত্যানন্দ ॥
তাহার দ্বিতীয় দেহ প্রভু বীরচন্দ্র।
জীব হৃদি তমোনাশে জিনি পূর্ণ চন্দ্র ॥
অভিন্ন গৌরাঙ্গ দেহ ভিন্ন কভু নয়।
তাহাতে না কর দ্বিধা, দ্বিধা নাহি তায় ॥
বীরচন্দ্র রূপে প্রভু পুন অবতার।
সত্য সত্য হইলেন শচীর কুমার ॥
নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র আমার জীবন।
জনমে জনমে যেন পদে রহে মন ॥
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র বিনে।
স্বকায় বৈকুণ্ঠ পাই না লাগয়ে মনে ॥
বৈষ্ণব চরণে মোর এই প্রতি আশ।
জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস ॥

সকে মোরে কৃপা করি পুর মনস্কাম।
জন্মে জন্মে প্রভু মোর হউ বলরাম॥
বলরাম নিত্যানন্দ এই কর দয়া।
কৃপা করি দেহ গৌরচন্দ্র পদছায়া॥
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থে
আন্ত্যলীলায়াং শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণং নাম
দশম স্তবক সমাপ্ত।

সূচীপত্র

আদ্যলীলা

সূচীপত্র

মধ্যলীলা

অন্তলীলা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষে ভারত বিশ্ব-মানব সমাজের সমীপে চির-গৌরবান্বিত। যে সম্পদ বলে রোগ-শোকাদি তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষ চির আনন্দকে লাভ করিতে পারে; সেই আধ্যাত্মিকতার সম্পদই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতবর্ষ ভগবানের প্রিয়। ভারতবর্ষই তাঁর লীলাভূমি। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অংশাদি ক্রমে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের মাধ্যমে ভূভার হরণ করতঃ জীব জগতের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান কখন অবতীর্ণ হন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় নিজ মুখে বলিয়াছেন।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি-ভারত। অভ্যুত্থানম্ ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"॥

যখন যখনই ভারতবর্ষে ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয় তথা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া উপধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে; উপধর্ম্মের প্রাবল্যে বিশুদ্ধ সাধকগণ অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, অন্যায় ব্যাভিচারের প্রাবল্যে জীব জগত হাহাকার করিতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই ভকত বৎসল প্রভু ভক্তগণের কাতর আহ্বানে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া উপধর্ম্মের বিনাশ করতঃ সাধুগণের রক্ষা করেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, শ্রীকৃষ্ণাদি লীলা-যুগাবতারাদি বহুবিধ অবতারে রাক্ষস ও দৈত্যগণের নিপীড়ন হইতে জীবজগতকে পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপনা করিয়াছেন। চারিযুগে ভগবান চারিরূপ ধারণ করতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন।

তথাহি — শ্রীমদ্ভাগবতে—১০/৮/১৩ শ্লোকঃ।

আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ। শুক্লো-রক্তস্তথা-পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

সত্য যুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ ও কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া ভগবান যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। অসুরাদি সংহার অংশশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়; কিন্তু প্রেম প্রচারণ পূর্ণশক্তি ভিন্ন সম্ভবপর নহে। তাই কলিযুগ প্রারম্ভে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের জন্য পীতবর্ণধারী সঙ্কীর্ত্তন বিলাসী 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইহা তাঁহার আগমনের বাহ্য কারণ। ইহার অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে।

তথাহি -- শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াং—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যং চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

ব্রজলীলা বিলাসকালে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছার উদ্গম হয়। 'আমার মাধুর্য্য কি রূপ, শ্রীমতী রাধারাণী যে প্রেমদ্বারা আমার মাধুর্য উপভোগ করেন তাহা কিরূপ এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদনে কিরূপ আনন্দের উদ্ভব হয়?" এই তিন বাঞ্ছার উদ্ভব হইয়া মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। ভাবিয়া দেখিলেন শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধারণ

প্রকাশকের নিবেদন

ব্যতিরেকে তাহা আস্বাদন কোনরূপেই সম্ভব নহে। তাই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া অন্তর কৃষ্ণ বহির্গৌররূপ গৌরাঙ্গ স্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন। আর অন্যান্য যুগে লীলাবতার ও যুগাবতারাদিতে যে সকল ভক্তদের সহায় করিয়া ভূভার হরণাদি লীলা করিয়াছেন, সে সময় লীলার কারণে তাহাদের সুনির্ম্মল প্রেমরস মাধুরী আস্বাদন সম্ভবপর হয় নাই। তাই এই অবতারে তাহাদের আকর্ষণ করিয়া তাহাদের চির আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ করিলেন এবং এতৎ সঙ্গে দেব-ঋষি-গন্ধর্ব্বাদিও বাদ পড়িল না। তাই এই অবতারকে সর্ব্বময় অবতার বলা হয়। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা এই অবতারের আর একটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অন্যান্য অবতারে ক্রোধে অস্ত্র ধারণ করিয়া দৈত্য ও রাক্ষসগণকে নিধন করতঃ জগতে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই অবতারে অক্রোধ পরমানন্দ স্বরূপে বিনা অস্ত্রে, বিনা বধে ভূভার হরণ করিয়া নাম সঙ্কীর্তন অস্ত্রে পাষণ্ডত্ব মোচন করতঃ জীবের চির-আকাঙ্ক্ষিত 'ব্রজপ্রেমরস' জীব জগতকে প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য যুগে যারা ভজনের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল; এই অবতারে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করতঃ সেই স্ত্রী-শূদ্র-চণ্ডাল যবন-ম্লেচ্ছাদি ক্রমে সর্ব্বজনের ভজনের পথ প্রদর্শন করিলেন।

তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে—

'চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ। বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপিশ্চপচাধমঃ'। এই আচণ্ডালে প্রেম প্রদান লীলায় যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের সহায়ক হইয়াছিলেন; সেই সর্ব্ব অবতারের পার্ষদবৃন্দ ও দেব ঋষিগণ শৌচ্যদেশে শৌচ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়া সেই দেশ ও সেই কুলকে উদ্ধারের পথ দেখাইলেন। এই মহামহিম শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ সঙ্গী পার্ষদগণের মহিমারাশী অবর্ণনীয়। সকলেই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখাইয়া জীবজগতকে আকর্ষণ করতঃ কৃপাশক্তি সমর্পণে ধন্য করিয়াছেন। এই অদোষদরশী করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের লীলাকীর্ত্তি ও অপার্থিব চরিত্রাবলী জ্ঞাত হইতে কাহার না বাঞ্ছা জাগরিত হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীভক্তি কল্পবৃক্ষ বর্ণনে, শ্রীল-দেবকীনন্দন কৃত শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায় ও শ্রীনরহরি দাস কৃত 'শ্রীনামামৃত সমুদ্র গ্রন্থে' অগণিত শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাসঙ্গী ও তৎপরবর্ত্তী পার্ষদগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত; শ্রীভক্তিরত্নাকরাদি সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী পার্ষদগণের লিখিত গ্রন্থাবলীতে সেই মহামহিম শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের অপ্রাকৃত মহিমারাশী শ্রবণ করিয়া আস্বাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইলাম। উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের মহিমা তথা পূর্ব্বাবতার, পিতা-মাতা, জন্ম ও বংশ পরিচয়, লীলা কাহিনী ও অন্তর্ধ্যান রহস্যাদি বর্ণন করা। কিন্তু এ আশা আমার পক্ষে চরম দুরাশাই বটে। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য বলিলেই চলে তদুপরি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অতীব নগণ্য ভক্তির লেশ মাত্রই নাই তদুপরি আর্থিক অস্বচ্ছলতা। এমত পরিস্থিতিতে এই দুরাশার পথের পথিক সাজিলাম। ভরসা পতিতপাবন শ্রীনিতাইচাঁদের করুণা। অগণিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, অচিন্ত্য অগম্য তাহাদের মহিমারাশী। প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বন করিয়াই কর্ম্মের সূচনা করিলাম। তারপর ক্রমে ক্রমে নেশানেল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি গ্রন্থাগারে প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথী আদি দেখিবার সুযোগ ঘটিল। এইভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সুধী ভক্তদের নিকট প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সাধ্যমত বর্ণনে সচেষ্ট হইলাম। এইভাবে শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ রূপ পরিগ্রহ করিল। প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দারিদ্র্যাদি বহুমুখী সমস্যার জন্য আর গবেষণা কার্য্য অচল হওয়ায় যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম। যদি নিতাই চাঁদ কৃপা করেন ও সুধী ভক্তমণ্ডলীর সাহায্য ও সহানুভূতি পাই তাহা হইলে আরও অগ্রসর হইবার আশা রহিল। এখন সুধীভক্তগণ গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরভক্তচরিতামৃত আস্বাদন করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের প্রেমলীলা বর্ণন বিষয়ে আমার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত বহুবিধ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমলীলা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অতীব অল্প; তাই গ্রন্থ বর্ণন বিষয়ে সিদ্ধান্তের বিরূপতা, বর্ণনের ক্রম ও ভাষা বিষয়ক প্রভৃতি ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এক নামে একাধিক ভক্ত থাকায় এতদ্বিষয়ক বিচারে, ভক্তগণের পূর্ব্বাবতার, পিতামাতা, জন্মভূমি, জন্মকাল, বংশপরিচয়, লীলা কাহিনী ও অন্তর্দ্ধান বিষয়ক নিরূপণে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব অবতার নিরূপণে কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ বিশেষ অবলম্বন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব অবতার নিরূপণে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাকারের মতানৈক্য থাকায় সে সব ক্ষেত্রে অধিক মত সম্মত মতবাদই অবলম্বন করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে অদোষ দরশী শ্রীগৌরলীলা তত্ত্বজ্ঞ পাঠকবৃন্দ সংশোধন করিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা রস মাধুরী আস্বাদনে তৃপ্ত হউন। আর বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, পূর্ব্বাবতার নিরূপণে, পিতামাতা, জন্মস্থানাদি নিরূপণ ও লীলা কাহিনীর বিপর্য্যয়াদি পরিলক্ষিত হইলে কোন মহাজন বিশেষ প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক বিচার প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট হইবে। বিশুদ্ধভাবে গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরিতাবলী নিরূপণ করিয়া প্রকাশ করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে এতাদৃশ সহানুভূতি পাইলে কোনরূপ সঙ্কোচতা প্রকাশ না করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইব ও নিজেকে ধন্য মনে করিবে।

প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে, শ্রীগৌরভক্তামৃতলহরী গ্রন্থের রসাস্বাদনের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের গুরুত্ব উপলব্ধি সম্পর্কে ঠাকুর নরোত্তমের এই চির শাশ্বত বাক্যটি অবশ্য স্মরণীয়।

'শ্রীগৌর মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ॥'

ব্রজ পরিকরগণই গৌরাঙ্গ পার্ষদরূপে আবির্ভাব। গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের কৃপালাভ হইলে ব্রজ প্রাপ্তির বিলম্ব ঘটিবে না। যেহেতু কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা অভিন্ন। মুরলী মনোহর শ্রীরাধাবিনোদই পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইয়া রসাস্বাদন করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৭ম পরিঃ—

'পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু নাহি কিছু ভেদ। রস আস্বাদিতে তবে বিবিধ বিভেদ॥'

তথাহি—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াং—

পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥

ভক্তভাবধারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, ভক্তস্বরূপ প্রভু নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীমদদ্বৈত প্রভু, প্রভুর শক্তি অবতার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শুদ্ধভক্ততত্ত্ব শ্রীবাস পণ্ডিত এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে একজনকে পৃথক জ্ঞান করিয়া অন্য চারিজনকে ভজনা করিলে তাহার সকল ভজনাই ব্যর্থ হয়। আপনার ভজনে আপনিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের পর শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের কাল। তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নরহরি দাস-প্রেমদাস হইতে সিদ্ধবাবাদের কাল পর্য্যন্ত পার্ষদগণ একই সূত্রে বাঁধা। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকাল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি তৎপরে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দাদি বহু পরিবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শাখা প্রশাখাক্রমে প্রভাবিত হইয়া আসিতেছেন। সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। যেহেতু সকলের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ ও তৎপ্রদর্শিত পথ ফলে সকল গৌরাঙ্গ পার্ষদকে একজ্ঞান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিলেই যথার্থ ভাবে শ্রীগৌর পাদপদ্ম লভ্য হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণন যথা—

'ইথে একজনের হৈয়া পক্ষ করে যে। অন্যজনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর। সে অধম কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া। যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥'

অতএব গৌরপ্রেমাভিলাষী পাঠকগণ সমীপে আবেদন সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগণকে একজ্ঞান করিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌর সুন্দরের মহিমারাশী আস্বাদন করুন। পরে কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে, এই মহান কার্য্য সম্পাদনে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি গ্রন্থ প্রদান, আর্থিক, কায়িক, বাচিকাদি সর্ব্ববিধ প্রকারে সহানুভূতি পোষণ করিয়াছেন, তাহাদের সমীপে আমি চির কৃতজ্ঞ। তৎমধ্যে ভাটপাড়া নিবাসী প্রখ্যাত মহামান্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়, কল্যাণী নিবাসী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ভক্তপ্রবর স্বর্গত সুধীররঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় ও কল্যাণী নিবাসী ভক্ত প্রবর ডাঃ সুধীরেন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ সুধীবৃন্দের উৎসাহ ও সহানুভূতিতা, পরবর্ত্তী কালে শ্রীসুভাষ সমাজদার ও শ্রীশতদল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ সুধীবৃন্দের উদারতাপূর্ণ সহযোগিতা এই কার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। কলিকাতা নিবাসী শ্রীশতদল চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থাদি প্রদান করিয়া যথেষ্ট সহানুভূতি করিয়াছেন। শ্রীসুভাষ সমাজদার মহাশয় 'নেশানেল লাইব্রেরীতে গবেষণা কালে যে উদারতাপূর্ণ সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা যথার্থই স্মরণীয়। তাই তাঁহাদের এই মহানুভবতার জন্য পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে তাহাদের ব্যবহারিক ও পরমার্থিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করিলাম।

অতএব মহাশয়গণ শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরীর অমৃতময়রস আস্বাদনে ধন্য হউন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বৈষ্ণব বন্দনা করিয়া শ্রীদেবকীনন্দন দাস বৈষ্ণব অপরাধ হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন। তাহার ফলশ্রুতি স্বরূপে বৈষ্ণব বন্দনার অন্তে গাহিয়াছেন।

'বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন। অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা। কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে। দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে॥'

বর্ত্তমানে জগতের এই দুর্দ্দিনে ভুবন পাবন সেই গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরিতাবলী আস্বাদন করিয়া আপন আপন পুঞ্জীভূত ত্রিতাপ জ্বালা নির্ব্বাপন করুন। গৌর প্রেমের অমিয় পরশে মানব জীবন ধন্য করুন। আর কামনা করুন করুণাময় গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের কৃপা দৃষ্টিপাতে জীব জগতের ভাগ্যাকাশে ঘনিভূত হিংসা-বিদ্বেষের তমিস্রা রজনী দূরীভূত হইয়া পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ হউক। জীব জগত ভেদাভেদ, হিংসা, ক্রটিনাটি ভুলিয়া গিয়া প্রীতি প্রেমের পুণ্য বন্ধনে পরমানন্দ লাভ করুন। করুণাবতার শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে জগতের মঙ্গল করুন। ইতি—

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির।
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট।
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর।
জেলা—২৪ পরগণা

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী গ্রন্থ সম্পাদন কার্যে অদ্যাবধি যে সকল গ্রন্থরাজী হইতে বিশেষ তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে ;

তাহাদের নাম—যথা—

১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত (অপ্রকাশিত অংশ), ৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৪) শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত, ৫) শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা, ৬) শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর), ৭) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ৮) শ্রীগৌর গণোদ্দেশ (শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ), ৯) শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা (শ্রীমুরারী গুপ্ত), ১০) শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, ১১) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ১২) শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য (কবি কর্ণপুর), ১৩ বৃহৎ লঘু শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী), ১৪) শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস ঠাকুর), ১৫) শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীজয়ানন্দ) ১৬) শ্রীবংশী শিক্ষা (শ্রীপ্রেমদাস), ১৭) শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চা (শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকার), ১৮) শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা, ১৯) শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীদেবকীনন্দন), ২০) শ্রীঅভিরাম লীলামৃত (শ্রীরামদাস), ২১) শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় (শ্রীঅভিরাম দাস), ২২) শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ (শ্রীঈশান নাগর), ২৩) শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল (শ্রীহরিচরণ দাস), ২৪) শ্রীসীতা-চরিত-গ্রন্থ (শ্রীলোকনাথ দাস), ২৫) শ্রীভক্তি রত্নাকর. ২৬) শ্রীনরোত্তম বিলাস (শ্রীনরহরি দাস), ২৭) শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত (শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত), ২৮) শ্রীপ্রেমবিলাস (শ্রীনিত্যানন্দ দাস), ২৯) শ্রীঅনুরাগ বল্লী (শ্রীমনোহর দাস), ৩০) শ্রীসাধন দীপিকা (শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী), ৩১) শ্রীমুরলী বিলাস (শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী), ৩২) শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়, ৩৩) শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়, ৩৪) শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী, ৩৫) শ্রীপাট পর্যটন, ৩৬) শ্রীপাট নির্ণয়, ৩৭) শ্রীচৈতন্য তত্ত্বসার (শ্রীরামগোপাল দাস), ৩৮) শ্রীগৌরগণোদ্দেশ (শ্রীরামাই পণ্ডিত ও শ্রীবলরাম দাস), ৩৯) কর্ণানন্দ (শ্রীযদুনন্দন দাস), ৪০) শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থ (শ্রীকৃষ্ণচরণ), ৪১) শ্রীরসিক মঙ্গল (শ্রীগোপীজন বল্লভ দাস), ৪২) শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয় (শ্রীচূড়ামণি দাস), ৪৩) শ্রীভক্তমাল (শ্রীকৃষ্ণ দাস), ৪৪) শ্রীকানুতত্ত্ব নির্ণয় প্রভৃতি।

গ্রন্থাবলীর সঙ্কেত চিহ্নাদি

গ্রন্থ	সঙ্কেত
শ্রীহরিভক্তি বিলাস—	(হ: ভ: বি:)
,, চৈতন্য ভাগবত—	(চৈ: ভা:)
,, চৈতন্য চরিতামৃত—	(চৈ: চ:)
,, চৈতন্য চন্দ্রোদয়—	(চৈ: চন্দ্রো:)
,, নিত্যানন্দ চরিতামৃত—	(নি: চ:)
,, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—	(গৌ: গ: দী:)
,, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক—	(চৈ: চ: নাটক)
,, চৈতন্য মঙ্গল—	(চৈ: ম:)
,, বৈষ্ণ বন্দনা—	(বৈ: ব:)
,, অভিরাম লীলামৃত—	(অ: লী:)
,, অভিরাম শাখা নির্ণয়—	(অ: শা: নি:)
,, অদ্বৈত প্রকাশ—	(অ: প্র:)
,, অদ্বৈত মঙ্গল—	(অ: ম:)
,, ভক্তি রত্নাকর—	(ভ: র:)

গ্রন্থ	সঙ্কেত
শ্রীগৌরগণোদ্দেশ—	(গৌ: গ:)
,, সীতা চরিত গ্রন্থ—	(সী: চ: গ্র:)
,, পাট পর্যাটন—	(পা: প:)
,, পাট নির্ণয়—	(পা: নি:)
,, প্রেম বিলাস—	(প্রে: বি:)
,, অনুরাগবল্লী—	(অ: ব:)
,, নরোত্তম বিলাস—	(ন: বি:)
,, শ্যামানন্দ প্রকাশ—	(শ্যা: প্র:)
,, রসিক মঙ্গল—	(র: ম:)
,, নরহরি শাখা নির্ণয়—	(ন: শা: নি:)
,, রঘুনন্দন শাখা নির্ণয়—	(র: শা: নি:)
,, মুরলী বিলাস—	(মু: বি:)
অধ্যায়—	(অ:)
পরিচ্ছেদ—	(পরি:)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী

গ্রন্থারম্ভঃ

প্রথম খণ্ড

প্রথম লহরী

শ্রীশ্রীমঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমসিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
ছয় গোঁসাইর পাদপদ্ম করিল বন্দন।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ যাতে বিঘ্ন বিনাশন॥
এই ছয় রত্ন যবে ব্রজ-বাস কৈল।
উথাড়ি অখিল শাস্ত্র ভক্তি প্রবর্ত্তিল॥
বিশুদ্ধ ভক্তির করি বিধান স্থাপন।
শাস্ত্রদ্বারে গৌরতত্ত্ব বুঝায় জগজন॥
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ আশে বন্দি ছয় জন।
যাদের প্রসাদে ভক্ত-তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরণ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব বন্দো গৌরাঙ্গ চরণ।
গ্রন্থারম্ভে বন্দি এই তিনের চরণ॥
বন্দিয়ে শ্রীগুরু-পদ হৃষ্ট চিত্ত হয়া।
ভক্ত তত্ত্ব বুঝিবারে বল যার দয়া॥
ইষ্টদেব বন্দো মোর গুরুপদ দাস।
যাঁর কৃপা আজ্ঞা বলে এ গ্রন্থ প্রকাশ॥
গৌরভক্ত গুণগান যাঁর অভিলাষ।
তেঁহ কৃপাশক্তি দিল জানি নিজ দাস॥
যদ্যপি অযোগ্য মুই হই অনুক্ষণ।
তথাপি করুণা তাঁর বড়ই বিষম॥
পুতুল নর্ত্তন সম মোর আচরণ।
যেমত লিখায় লিখি না জানি নিয়ম॥
নাভাজী করিল ভক্তমালের লিখন।
বঙ্গভাষায় কৃষ্ণদাস জানায় সর্ব্বজন॥
তাহাতে গৌরাঙ্গগণের মহিমা গাহিল।
যদ্যপি মধুর তবু স্বল্পজন কৈল॥
অনন্ত গৌরাঙ্গগণ অপূর্ব্ব মহিমা।
আস্বাদিতে চাহে মন করিয়া গরিমা॥
কৃষ্ণদাস পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
গাহিতে গৌরভক্তগুণ বাঞ্ছা কৈল মন॥
সেই-বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি গুরুকৃপা হৈল।
মো হেন অযোগ্যজনে আজ্ঞা সমর্পিল॥
যদ্যপি নাহিক বিদ্যা, বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞান।
তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সদা বলবান॥
তাঁর শক্তি বল মোরে করায় লিখন।
গ্রন্থারম্ভে করি তাঁর চরণ বন্দন॥
বন্দিব পরমগুরু প্রাণকৃষ্ণ দাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
অত্যদ্ভুত রূপেগুণে জগত মোহিল।
পাঠ সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে প্রেম প্রচারিল॥

পরাৎপর গুরু বন্দো প্রাণগোপাল গোস্বামী।
নিত্যানন্দ বংশাত্মজ গৌর প্রেমখনি ॥
শাস্ত্র বাখানিয়া যেবা ভক্তি প্রবর্ত্তিল।
ভক্তিতত্ত্ব বিচারণে সবারে মোহিল ॥
তাঁর মাতা-গুরু শ্রীসারদা গোস্বামিনী।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি ভক্তি স্বরূপিনী ॥
নিত্যানন্দসহ যার সদা আলাপন।
বন্দিয়ে তাঁহার পদ করিয়া যতন ॥
হেনমতে বন্দি যত গুরু পরিকর।
যাঁদের প্রসাদে হব গৌর সহচর ॥
সর্ব্বারাধ্যসার প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রভু নিত্যানন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
সর্ব্বভাবে সেবে সদা গৌরাঙ্গ চরণ।
কুলের ঠাকুর নিতাই পতিত পাবন ॥
শ্রীগুরু প্রসাদে পাব তাঁহার চরণ।
তেঁহ মোরে গৌর পদে করিবে অর্পণ ॥
দেখাবে গৌরাঙ্গ লীলা করি সেবাদান।
গুরুকৃপা বলে পাই হেন কৃপাদান ॥
বন্দিয়া শ্রীগুরু-পদ বন্দি গৌরগণ।
বাসনা হইবে পূর্ণ পাব প্রেমধন ॥
সর্ব্বময় অবতার শ্রীগৌর সুন্দর।
সর্ব্ব অবতার ভক্ত সঙ্গে অনুচর ॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ আর নৃসিংহ-বামন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যত অবতার গণ ॥
তাঁদের পার্ষদ যত চিত্তে বাঞ্ছা কৈল।
শুদ্ধপ্রেম আস্বাদিতে উৎকণ্ঠিত হৈল ॥
সর্ব্ব অবতার ভক্ত বাসনা কারণ।
ব্রজপ্রেম সমর্পিল করি আনয়ন ॥
সবাসহ প্রেমানন্দে কৈল সঙ্কীর্ত্তন।
ব্রজ প্রেমানন্দে মাতে যত ভক্তগণ ॥
আস্বাদিয়া ব্রজ প্রেম কৈল বিতরণ।
পায়া সেই মহাধন ধন্য ত্রিভুবন ॥
হেরিল গৌরাঙ্গ লীলা করিল কীর্ত্তন।
বিনাশি ত্রিতাপ জ্বালা প্রেমেতে মগন ॥
প্রেমফল দানকারী শ্রীশচীনন্দন।
ধরামাঝে কল্পবৃক্ষ করিল স্থাপন ॥
ভক্তিবীজ মাধবেন্দ্র মাঝে আরোপিল।
ঈশ্বরপুরীতে বীজ অঙ্কুরিত হৈল ॥
পরমানন্দাদি তাহে নবমূল নিকসিল।
আপনে শ্রীগৌচন্দ্র বৃক্ষরূপ হৈল ॥
নিতাই অদ্বৈত দুই স্কন্ধ প্রকাশিল।
শাখা উপশাখা ক্রমে জগত ব্যাপিল ॥
হেনমতে গৌরচন্দ্র প্রেম প্রচারিল।
অখিল সংসারে প্রেমধনে ধনী হৈল ॥
তিন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি গৌর অবতার।
আনুষঙ্গে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ তাঁহার ॥
মহাভাব স্বরূপিনী রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর ভাব কান্তি ধরি আসিলা আপনি ॥
লীলার সহায় সঙ্গে ভ্রাতা নিত্যানন্দ।
সর্ব্বভাবে সেবি সদা দেয় মহানন্দ ॥
শয্যা-পাদুকা-খট্টা আর বসন ভূষণ।
পিতা-মাতা-গুরু রূপ যত প্রয়োজন ॥
সর্ব্বভাবে নিত্যানন্দ সেবে অনুক্ষণ।
নিতাই সমান প্রিয় নহে কোনজন ॥
পঞ্চতত্ত্ব রূপে গৌর করয়ে বিহার।
সঙ্গে ভক্ত অবতার অদ্বৈত তাহার ॥
যাহার হুঙ্কারে নিতাই গৌর আগমণ।
অদ্বৈত আচার্য্য তেঁহ পতিত পাবন ॥
দেখিয়া জীবের দশা প্রভু আনাইল।
প্রভু পাশে বর চাহি জীব নিস্তারিল ॥
প্রভু শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
শুদ্ধ ভক্তরূপে শ্রীবাসাদি সহচর ॥

হেনমতে পঞ্চতত্ত্ব করিল বন্দন।
যাদের স্মরণে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥
পাছেতে বন্দিয়ে যত তাঁদের পরিজন।
আমার বাসনা যাঁদের মহিমা কীর্ত্তন ॥
জয় জয় মুরারীগুপ্ত জয় হরিদাস।
জয় ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর জয় গঙ্গাদাস ॥
জয় শ্রী আচার্য্য রত্ন পণ্ডিত শ্রীধর।
শ্রীমান পণ্ডিত জয় জয় দামোদর ॥
জয় শ্রীমুকুন্দ দত্ত সহ সহোদর।
জয় গোড় দেশবাসী গৌড় পরিকর ॥
জয় জয় গুরুবর্গ পিতৃ-মাতৃগণ।
জয় প্রিয়াগণ সহ দাস দাসীগণ ॥
জয় জয় সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র।
জয় কাশী মিশ্র আদি ক্ষেত্র ভক্তবৃন্দ ॥
কাশীধাম দক্ষিণ পশ্চিম বাসীগণ।
বন্দিয়ে সবার পদ দিয়া কায়মন ॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
মিনতি করিয়া বন্দি সবার চরণ ॥
হয়াছেন হবেন যত গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু হয়া বন্দি সবার চরণ ॥
হেনমতে গণসহ বন্দি গৌরগণ।
যুগল কিশোর বন্দি সহ ব্রজজন ॥
আব্রহ্ম স্তম্ভাবধি বন্দিয়া সর্ব্বজনে।
বন্দি শ্রোতা বক্তাপদ করিয়া যতনে ॥
নিজগুণে কৃপা করি ক্ষম মোর দোষ।
ক্রমভঙ্গাদি দেখি কভু না করিহ রোষ ॥
জয় গৌর লীলা ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
যাঁর কৃপায় গৌরতত্ত্ব জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥
চৈতন্য ভাগবত রচি মহিমা রাখিল।
আস্বাদনে জগজীব কৃতার্থ হইল ॥
কবিরাজ গোস্বামী জয় শাস্ত্র কারগণ।
চৈতন্য চরিতামৃতাদি যাদের লিখন ॥
প্রচারিল গৌরপ্রেম লীলার মহিমা।
তাদের করুণা বিনা কে পাইবে সীমা ॥
গৌরাঙ্গের গণ হয় অনন্ত অপার।
সংখ্যা নিরূপিতে নারে অনন্ত যাহার ॥
মুই মূঢ় কৈছে তাহা করি নিরূপণ।
চন্দ্র ধরিবারে চাহি হইয়া বামন ॥
সাধু শাস্ত্র কৃপা করি যাহা জানাইল।
সেই মত গ্রন্থরূপে প্রকাশ ঘটিল ॥
অসংখ্য ভকত সহ গৌরাঙ্গ বিহার।
আস্বাদিয়া ব্রজ প্রেম করিল প্রচার ॥
অচিন্ত্য মহিমা তাদের খ্যাত ত্রিভুবন।
শুনি আস্বাদিতে বাঞ্ছা জাগে মোর মন ॥
নাহি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি-নাহি ভক্তি লেশ।
কেমনে বা পাইব সবার গুণের উদ্দেশ ॥
নিজগুণে কৃপায় যদি করায় স্ফুরণ।
তবেত মো অধমের বাসনা পূরণ ॥
পরম দয়াল প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
করুণার প্রতিমূর্ত্তি তাঁর পরিজন ॥
পঙ্গু লঙ্ঘয়ে গিরি বোবা বাক্য কয়।
এমত মহিমা তাদের শাস্ত্রেতে ঘোষয় ॥
শুনিয়া আমার চিত্তে ভরসা জন্মিল।
কাকুতি করিয়া পদে স্মরণ লইল ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ বন্দি সর্ব্বজন।
অপরাধ ক্ষমি কর বাসনা পূরণ ॥
পরম অযোগ্য আমি কহিতে বাসি ভয়।
নিজগুণে কৃপা করি হইবে সদয় ॥
চিত্তেতে করায়া স্ফুর্ত্তি করায়া লিখন।
পতিত পাবনত্ব দেখাইবে জগজন ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ আর বন্দি গৌরগণ।
গৌরভক্তামৃত লহরী কৈল আরম্ভণ ॥

প্রথমে সদৈন্যে করি মঙ্গলা চরণ।
সম্প্রদায় তত্ত্ব সুখে করিব বর্ণন॥
পুরী ভারতী আদি কল্পবৃক্ষ মূল।
বর্ণিব আনন্দে তাহা যাহে অনুকূল॥
সাবধানে নবদ্বীপ করিয়া বর্ণন।
করিব পঞ্চতত্ত্বের চরিত্র কথন॥
প্রভু ত্রয়ের অন্তর্দ্ধান করিয়া বর্ণন।
গৌর পরিষদ গুণ করিব কীর্ত্তন॥
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত আর গদাধর।
বর্ণিব তাদের শাখা আনন্দ অন্তর॥
গুরু নিরূপণে করি শাখার বর্ণন।
গুরু না জানিলে কহি গৌরাঙ্গের গণ॥
যদ্যপি গৌরাঙ্গগণ হয় সর্ব্বজন।
তথাপি শাখানুরূপ গণের বর্ণন॥
নবদ্বীপবাসী আর শ্রীক্ষেত্র নিবাসী।
কাশীধামবাসী আর দাক্ষিণাত্যবাসী॥
ক্রমে ক্রমে সবার গুণ করিব বর্ণন।
গৌরাঙ্গগণেতে তাহা করিব লিখন॥
হেনমতে খণ্ডে খণ্ডে হইবে বর্ণন।
তারপর যা হইবে শুন সর্ব্বজন॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ তার যতগণ।
নরোত্তম শ্যামানন্দের যত পরিজন॥
সবার মহিমা ক্রমে করিব বর্ণন।
এমত দুরাশা পথে পথিক মোর মন॥

কেবল ভরসা গৌর পতিত পাবন।
পরম দয়াল যত তার পরিজন॥
সবে যদি কৃপা করি করায় স্ফুরণ।
তবেত হইবে মোর সধন্য জীবন॥
এত বাঞ্ছা করি কৈল মঙ্গলাচরণ।
সবে মিলি কর মোর বিঘ্ন বিনাশন॥
মোরে অজ্ঞ জানি ক্ষমা কর সর্ব্বজন।
নিজ দাস জ্ঞানে কর শক্তি সঞ্চারণ॥
ক্রমভঙ্গ দোষ মোর কভু না লইবে।
নিজ দাসানুদাস জ্ঞানে সকলি ক্ষমিবে॥
নাহি মোর ভাষাজ্ঞান নাহি দৈন্য মতি।
ক্ষমিবে সকল দোষ হয়া কৃপা মতি।
আশীষ করহ সবে মোরে নিজগুণে।
নিরপরাধে বর্ণি যেন গৌরভক্ত গুণে॥
শুন শুন শ্রোতাগণ গৌরভক্ত লীলা।
অধমের লিখন বলি না করিহ হেলা॥
শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের আজ্ঞানাদি দোষ।
গৌরে গাঢ় রতি হবে পাইবে সন্তোষ॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সকলে ভাসিবে।
গৌর প্রেম সুধা পিয়া কৃতার্থ হইবে॥
আমি অতি মূঢ় মতি কিছুই না জানি।
গৌরভক্ত কৃপা শক্তি এই মাত্র গণি॥
হেনমতে গৌরসহ বন্দি গৌরগণ।
কিশোরী করয়ে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ॥

শ্রীশ্রীচতু:সম্প্রদায় তত্ত্ব

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় জয় সার্ব্বভৌম জয় হরিদাস॥
জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব গোসাঁই।
জয় জয় ভট্ট যুগ শ্রীদাস গোসাঁই॥
জয় জয় কাশী মিশ্র জয় প্রতাপরুদ্র।
জয় ছোট হরিদাস জয় বীরভদ্র॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
শ্রীনিবাস নরোত্তম জয় শ্রীমুকুন্দ॥
জয় স্বরূপ দামোদর জয় বিদ্যানিধি।
জয় জয় ভক্তগণ গৌর প্রেমনিধি॥

সর্ব্বময় অবতার শ্রীগৌর সুন্দর।
সপার্ষদে অবতীর্ণ অবনী ভিতর॥

যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া।
শুদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপিলেন কৃপা প্রদর্শিয়া॥

শুক্ল-রক্ত কৃষ্ণ আর পীতবর্ণ ধরি।
চারি যুগে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন গৌর হরি॥

এবে পীত বর্ণধারী শ্রীগৌর সুন্দর।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় নিরন্তর॥

ঈশ্বরপুরী স্থানে দীক্ষা করিয়া গ্রহণ।
জগতে শিখাল দীক্ষা মূল প্রয়োজন॥

দীক্ষা বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হয় কখন।
তে কারণে আচরিয়া শিখায় সর্ব্বজন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে—

বিজিত হৃষীক বায়ুভিরদান্ত মনস্তুরগং,
য ইহ যতন্তি যন্তুমতি লোলুপমুপায়-খিদং।
ব্যসন শতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং।
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃত কর্ণধারা জলধৌ॥ ১॥

ভীষণ সংসার সাগর উদ্ধার কারণ।
গুরু পদাশ্রয় যেবা না করি গ্রহণ॥
অদম্য ইন্দ্রিয় মন-বশ-বাঞ্ছা করে।
অকুল পাথারে পড়ি সেই ডুবি মরে॥
যৈছে কর্ণধার হীন নৌকা আরোহিয়া।
অকুল সমুদ্রে বণিক মরয়ে ডুবিয়া॥
সেমত গুরু পদাশ্রয় হীনের আস্ফালন।
কোনকালে নাহি হয় তাহার মোচন॥

তথাহি—শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ২/৩ শ্লোকঃ (স্কন্দপুরাণ)

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্নলব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥ ২॥

নাহি যার বিষ্ণুদীক্ষা নাহিক অর্চ্চন।
বৃথা তার পশুবৎ জীবন ধারণ॥

তথাহি—শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ২/২ শ্লোকঃ (ক্রমদীপিকা)

বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি
কস্যচিৎ॥ ৩॥

দীক্ষা বিনা অর্চ্চনে না হয় অধিকার।
ক্রমদীপিকা গ্রন্থ দ্বারে হতেছে ফুৎকার॥

তথাহি— শব্দ কল্পদ্রুম—

অদীক্ষিতস্য মরণে প্রেতত্বং ন চ মুক্তি॥ ৪॥

তথাহি— শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ২/৪ শ্লোকঃ (বিষ্ণুযামল)
অদীক্ষিতস্য বামোরু, কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরোহিতোজনঃ॥ ৫ ॥
শুনহ বামোরু তবে অদীক্ষিতের গতি।
নিরর্থক সর্ব্বকর্ম্ম পশুযোনি প্রাপ্ত ॥ ৫ ॥
তথাহি—তত্রৈব—২/৭ শ্লোকঃ (বিষ্ণুযামল)
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব কোবিদৈঃ।।
অতোগুরুং প্রণম্যৈব সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষা পূর্ব্বং বিধানতঃ।। ৬ ।।
সম্যক পাপক্ষয়কারী দিব্যজ্ঞান দাতা।
'দীক্ষা' বলি বলে তারে যত তত্ত্ব জ্ঞাতা ॥
অতএব গুরুপদে আত্মসমর্পিয়া।
মন্ত্রগ্রহণ কর সবে বিধিযুক্ত হয়া॥
হেনরূপ শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ।
গুরু পদাশ্রয় বিনে নহে দিব্যজ্ঞান ॥
তথাহি—
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হেরি মূঢ়জন।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষুরুন্মিলন ॥
দীক্ষারূপ জ্ঞানাঞ্জন যেবা করে দান।
সেইজন একমাত্র করুণা নিদান ॥
গুরু পদাশ্রয়ের হয় এমত মহিমা।
শিখায় তা গৌরচন্দ্র করিয়া গরিমা॥
হেনরূপ শাস্ত্র বিধি করি আচরণ।
অধম পতিত জীবে করাল শিক্ষণ ॥
কৃষ্ণ লাগি ধ্রুব করে তপ আচরণ।
দীক্ষাহীনে নাহি পায় তাঁর দরশন॥
শেষেতে নারদ আসি কৈল দীক্ষাদান।
তবে দরশন দিল কৃষ্ণ ভগবান ॥

বিশেষ সম্প্রদায় হীন মন্ত্রের গ্রহণে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি হয় শাস্ত্রের বচনে ॥
তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে—
সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিদ্ধন্তি কোটি কল্প শতৈরপি ॥
সম্প্রদায়হীন স্থানে মন্ত্রের গ্রহণে।
শত কোটি কল্পে ব্যর্থ হয়ত সাধনে ॥
তথাহি—শ্রীপঞ্চরাত্র বচন—
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ বৈষ্ণবাদ গুরোঃ
অবৈষ্ণব দত্ত বিষ্ণু মন্ত্রের গ্রহণে।
নরকে নিবাস হয় শাস্ত্রের বচনে ॥
অতএব হেন গুরু করিয়া বর্জ্জন।
বৈষ্ণবের স্থানে কর মন্ত্রের গ্রহণ ॥
তথাহি - শ্রীকালীতন্ত্রে -
ন চ শাক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহ্ণীয়াদ বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা ন হরৌ-ভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥
শাক্ত শৈব স্থানে বিষ্ণু মন্ত্রের গ্রহণে।
শুদ্ধা হরিভক্তি কভু না হয় বর্দ্ধনে ॥
অতএব শাক্ত শৈবাদি করিয়া বর্জ্জন।
বিষ্ণুভক্ত দ্বিজ স্থানে করিবে গ্রহণ ॥
তথাহি —শ্রীপদ্মপুরাণে—
মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদ বৈষ্ণবঃ॥
উচ্চকুল সমুৎপন্ন সৎক্রিয়াবান।
বেদ সহস্র শাখাধ্যায়ী বিপ্র মতিমান ॥
তেঁহ যদি নাহি করে বিষ্ণুর পূজন।
বিষ্ণু মন্ত্র দিতে তেঁহ নহে যোগ্যজন ॥
তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে—
বিপর্য্যয়ে চ বত্মে গুরু শিষ্যে যদি কচিৎ।
কথং আরাধ্যতে ইষ্টং কথং তত্ত্বস্থিরং ॥

গুরু শিষ্য দোঁহে যদি হুঁহু পথে ধায়।
কৈছে আরাধনা কৈছে ভক্তি লভ্য তায়॥
তথাহি—শ্রীদেবী পুরাণে—
সর্ব্ব লক্ষণ হীনোপি আচার্য্য স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তি যথা বিষ্ণু তথা গুরে,
স এব সদ্গুরু জ্ঞেয়ঃ সত্য মে তত্ত্বদামি তে॥
সর্ব্ব লক্ষণ হীন যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়।
তেঁহ দীক্ষাগুরু যোগ্য শাস্ত্রেতে ঘোষয়॥
তথাহি - শ্রীপদ্ম পুরাণ ও শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে নিস্ফলা মতাঃ॥
কলিযুগে প্রকটিত চারি সম্প্রদায়।
সম্প্রদায় হীন মন্ত্র বিফল সদায়॥
সম্প্রদায় হীন মন্ত্র করিলে গ্রহণ।
শুদ্ধা ভক্তি হৃদয়েতে নহে জাগরণ॥
ভক্তি বিনা ইষ্ট প্রাপ্তি কভু নাহি হয়।
বিফল সকল চেষ্টা ইহা শাস্ত্রে কয়॥
তথাহি—শ্রীপদ্মপুরাণে—
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥
সেই চারি সম্প্রদায় শুন সর্ব্বজন।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক ভুবন পাবন॥
কোন সম্প্রদায়ে কোন মহান্ত আসিয়া।
ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিল করুণা করিয়া॥
বিশ্বাস করিয়া এবে শুন সর্ব্বজন।
শুনিলে সংশয় ছেদ হয় অনুক্ষণ॥
তথাহি—শ্রীপ্রমেয় রত্নাবল্যাং—
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মাধবাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥
শ্রীরামানুজ স্বামী আর শ্রীমাধবাচার্য্য।
শ্রীবিষ্ণুস্বামী আর শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য॥

চারি সম্প্রদায়ে এই আচার্য্য চারিজন।
আবির্ভূত হয়া ভক্তি কৈল বিতরণ॥
অনন্ত অসীম চারি জনের মহিমা।
ত্রিভুবনে নাহি হেরি যাঁদের উপমা॥
শ্রী হন লক্ষ্মীদেবী নারায়ণ প্রিয়া।
নারায়ণ-শিষ্যা হয়া জীবে কৈল দয়া॥
তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে শাখা প্রকাশিল।
সেই শাখায় রামানুজ আবির্ভূত হৈল॥
প্রচণ্ড প্রতাপে কৈল ভক্তি প্রবর্ত্তন।
মায়াবাদীগণের কৈল দম্ভ বিনাশন॥
সূত্রভাষ্য করি কৈল ভক্তির স্থাপন।
'রামানুজ ভাষ্য' বলি খ্যাত ত্রিভুবন॥
তাঁর মহিমতে রামানুজ সম্প্রদায়।
শাখা উপশাখা ক্রমে বিদিত ধরায়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য রূপে হইল বিদিত।
তদবধি শ্রী 'রামানুজ সম্প্রদায়' খ্যাত॥ ১॥
শ্রী-সম্প্রদায় তত্ত্ব করিল বর্ণন।
ব্রহ্ম-সম্প্রদায় তত্ত্ব শুনহ এখন॥
নারায়ণের শিষ্য হয়া ব্রহ্মা প্রজাপতি।
শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে ধন্য কৈল ক্ষিতি॥
এই সম্প্রদায় শিষ্য, হৈল মাধবাচার্য্য।
'ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্য' করি কৈল বহুকার্য্য॥
'শতদূষিনী সংহিতা' করিয়া রচন।
শুদ্ধভক্তি তত্ত্ব ধরায় করিল স্থাপন॥
তাঁর শাখা উপশাখা হইল বিস্তার।
'মাধব সম্প্রদায়' বলি গোচর সবার॥
সেই সম্প্রদায় ভুক্ত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
'মাধব গৌড়ীয়' বলি খ্যাত চরাচর॥ ২॥
নারায়ণের শিষ্য হন রুদ্র মহাশয়।
শাখা উপশাখা ক্রমে ভক্তি প্রকাশয়॥

সেই সম্প্রদায়ে বিষ্ণু স্বামী মতিমান।
আনুগত্য লয়া জীবে কৈল ভক্তি দান॥
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেতে জগত ব্যাপিল।
'বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায়' নামে খ্যাত হৈল॥ ৩॥
চতুর্থ সনক সম্প্রদায় ভুবন পাবন।
ভক্তিধন দিয়া জীবে করিল মোচন॥
নারায়ণের বিলাস শ্রীহংস ভগবান।
সনকাদি চারি ভাই শিষ্য হৈল তান॥
তাদের শিষ্য প্রশিষ্য অসংখ্য গণন।
সেই গণে নিম্বাদিত্য শিষ্য একজন॥
তাহার প্রভাব হেরি লোকে চমৎকার।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেতে ব্যাপিল সংসার॥
তদবধি নাম হৈল 'নিম্ব-সম্প্রদায়'।
এই ত কহিল তত্ত্ব চারি সম্প্রদায়॥
কলিযুগে মাত্র এই চারি সম্প্রদায়।
আশ্রয় করিয়া জীব শুদ্ধ ভক্তি পায়॥
সম্প্রদায় বিহীন যেবা করে আচরণ।
কোনকালে নহে তার অভীষ্ট পূরণ॥
তে কারণে বলি এবে শুন সর্ব্বজন।
সম্প্রদায় আনুগত্যে করহ ভজন॥
সম্প্রদায় হীনে কেহ ভক্তি নাহি পায়।
সর্ব্বশাস্ত্র ফুকারিয়া এক বাক্যে গায়॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ প্রভু গৌরহরি।
আপনি আচরি জীবে শিখান কৃপাকরি॥
শাস্ত্রের মর্য্যাদা স্থাপি নিজে আচরিয়া।
সূক্ষ্মধর্ম্ম জানাইল করুণা করিয়া॥
মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ের আনুগত্য লয়া।
প্রেমধন বিলাইল ভক্তি শিক্ষা দিয়া॥
ঈশ্বরপুরী স্থানে দীক্ষা করিয়া গ্রহণ।
জগতেরে শুদ্ধ তত্ত্ব করাল শিক্ষন॥
প্রভু যবে উড়ুপ তীর্থে করিল গমন।
মাধবাচার্য্য স্থান হেরে করিয়া খণ্ডন॥
উড়ুপ তীর্থে বৈসে যত মাধবাচার্য্যগণ।
'শুদ্ধ বৈষ্ণব' বলি গর্ব্ব করে অনুক্ষণ॥
প্রথমে হেরিয়া গৌরে সবে উপেক্ষিল।
শেষেতে বন্দিয়া পদ প্রেমেতে মাতিল।
যদ্যপি সেবকগণ তর্ক নিষ্ঠ মন।
তথাপি কৃপায় প্রভু করাল শিক্ষন॥
গোপী চন্দনের নৌকায় গোপাল প্রকাশ।
'নর্ত্তক গোপাল' হেরি প্রেমেতে উল্লাস॥
মাধবাচার্য্য আনি হেথা করিল স্থাপন।
ব্রজেন্দ্রাত্মজরূপে সদা করয়ে সেবন॥
সেবা হেরি তুষ্ট হৈল মহাপ্রভু মন।
মাধবাচার্য্য গুণে প্রভু হইল মগন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী ভাব।
যাহা আস্বাদিতে গৌরচন্দ্র আবির্ভাব॥
আপনি আচরি জীবে বলে অনুক্ষণ।
ব্রজবাসী আনুগত্যে করহ ভজন॥
বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাব ব্রজের সম্পদ।
ভাগ্যবান জন সবে করে অনুভব॥
চারি সম্প্রদায় যবে লুপ্তপ্রায় হৈল।
সেকালে আসিয়া প্রভু স্থাপন করিল॥
তথাহি—শ্রীগীতায়াং ৪/৭ শ্লোকঃ—
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
যেকালেতে ধর্ম্ম মাঝে গ্লানি উপজয়।
সেকালেতে আসি প্রভু আপনে স্থাপয়॥
তথাহি—মদ্ভাগবতে—১১/৫/১৯ শ্লোক
কস্মিন কালে চ ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশৈর্নৃভিঃ
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥
মুনি করভাজনে রাজা জিজ্ঞাসে বচন।
কোন কালে ভগবান ধরে কি বরণ॥

ভাগবতে একাদশে মুনির বচন।
চারিযুগে চারি রূপ ধরে ভগবান॥
শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত ধরিয়া শ্রীহরি।
জীবে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন কৃপা দৃষ্টি করি॥
সত্য যুগে হংস নামে শ্বেতবর্ণধর।
চতুর্ব্বাহু তপাচারী জটাবল্ক ধর॥
দণ্ডকমণ্ডলু করে করিয়া ধারণ।
জগজ্জীবে তপধর্ম্ম করায় শিক্ষণ॥ ১॥
ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ ধরি।
ত্রিমেখল স্রুক-স্রুব স্বর্ণ কেশধারী॥
'যজ্ঞ' নাম ধরি করায় যজ্ঞ আচরণ।
বেদবিধি মতে তারে ভজে সর্ব্বজন॥
দ্বাপর যুগে শ্যামবর্ণ পীতবস্ত্র ধর।
শ্রীবৎস্য-কৌস্তুভ অঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে।
বেদতন্ত্রে ভাগ্যবানজন তারে ভজে॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—১১/৫/৩২ শ্লোঃ
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈ-র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
'কৃষ্ণ' দুই বর্ণ যুক্ত কৃষ্ণনামবর্ণ ধারী।
কান্তিতে অকৃষ্ণ তেঁহ সর্ব্বগুণ ধারী॥
'গোরা' 'গোরা' নাম তার বলে সর্ব্বজন।
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পারিষদ সহ আগমন॥
অঙ্গ বলরাম তেঁহ হয় সাঙ্গ নাম।
রূপ-অঙ্গ-আভরণ উপাঙ্গ আখ্যান॥
সুদর্শন আদি অস্ত্র পারিষদগণ।
সবা সহ আবির্ভূত শ্রীশচীনন্দন॥
হেন মতে চারি যুগে চারি রূপ ধরি।
যুগধর্ম্ম শিক্ষা প্রভু দেন কৃপা করি॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—১২/৩/৩৪ শ্লোঃ
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥
সত্যে তপ আর ত্রেতায় যজ্ঞ আচরণ।
দ্বাপরে কৃষ্ণার্চ্চন কলি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
চারি যুগে চারিরূপ ধর্ম্ম আচরণ।
কলিযুগ ধর্ম্ম মাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
তথাহি—শ্রীবৃহন্নারদীয় বচনং—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
অতএব হরিনাম কলিযুগ ধর্ম্ম।
অবতরি গৌরচন্দ্র শিখাইল মর্ম্ম॥
সর্ব্বময় অবতার শ্রীগৌর সুন্দর।
সর্ব্ব অবতার ভক্ত তাঁর অনুচর॥
মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের ভক্তগণ।
গৌর মাঝে করে নিজ ইষ্ট দরশন॥
ব্রহ্ম আনুগত্যে মাধবাচার্য্যের সেবন।
ধন্য করিলেন প্রভু লইয়া শরণ॥
সেই মাধবাচার্য্য শাখা করিব বর্ণন।
যাহার শ্রবণে লভ্য শুদ্ধ ভক্তি ধন॥
তথাহি—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত
গোস্বামী শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু
গোস্বামী মহাশয় কৃত পদ্যানি।
'শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এবচ।
শ্রীল মাধবঃ পদ্মনাভো নৃহরিমাধবস্তথা॥
অক্ষোভ্যো জয়তীর্থশ্চজ্ঞানসিন্ধু মহানিধি।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্ম মুনিস্তথা॥
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থ মুনিস্তথা।
শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরঃ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥'
নারায়ণ শিষ্য ব্রহ্মা নারদ তাহার।
তাঁর শিষ্য ব্যাসদেব মাধবাচার্য্য তাঁর॥

পদ্মনাভ তাঁর শিষ্য তাঁর নরহরি।
মাধব তাঁহার শিষ্য সর্ব্বগুণ ধারী॥
তাঁর শিষ্য অক্ষোভ জয়তীর্থ শিষ্য তাঁর।
জ্ঞানসিন্ধু তাঁর শিষ্য জগতে প্রচার॥
মহানিধি তাঁর শিষ্য বিদ্যানিধি তাঁর।
রাজেন্দ্র আচার্য্য সেবক হইল তাহার॥
তাঁর শিষ্য জয়ধর্ম্ম মহামতি মান।
পুরুষোত্তম তাঁর শিষ্য করুণা নিদান॥
ব্যাস তীর্থ তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি তাঁর।
মাধবেন্দ্র তাঁর শিষ্য প্রেমের আধার॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য ঈশ্বরপুরী মহামতি।
যাঁর শিষ্য গৌরচন্দ্র অগতির গতি॥
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরী।
অদ্বৈত আচার্য্য আর পরমানন্দ পুরী॥
রামচন্দ্র পুরী আদি আর যত জন।
যাদের প্রসাদে জীবের ঘুচিল বন্ধন॥
ভক্তি পথের আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেতে জগতে প্রচার॥
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন।
ঈশ্বরপুরী স্থানে দীক্ষা করিল গ্রহণ॥
ঈশ্বরপুরী স্থানে নিত্যানন্দ দীক্ষা নিল।
যে জন গৌরাঙ্গ প্রেম জগতে অর্পিল॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য শ্রীঅদ্বৈত গুণবন্ত।
গৌরাঙ্গ সহিত নাচে প্রেমে উন্মত্ত॥
গদাধর আদি যত গৌরাঙ্গের গণ।
মাধবেন্দ্র প্রশিষ্যেতে সবার গণন॥
প্রভুর আদেশে প্রেম দেয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হইল জীব পায়া প্রেমধনে॥
তাঁদের শাখা উপশাখা জগতে বিদিত।
প্রেমে মত্ত হয়া গায় গৌরাঙ্গ চরিত॥

মাধবাচার্য্য অনুগত গৌরাঙ্গের গণ।
'মাধব গৌড়ীয়' বলি খ্যাত ত্রিভুবন॥
ব্রজরস আস্বাদন গৌড়ীয় ভজন॥
ভাগ্যবান জন সেবে লইয়া স্মরণ॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—
আশা মহোচরণ রেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥
ব্রজবাসী ভাব হেরি উদ্ধব প্রেম মন।
ব্রজজন্ম বাঞ্ছা করি করয়ে স্তবন॥
ধর্ম্ম পথ ত্যজি পতি পুত্রাদি স্বজন।
বেদ গোপ্য কৃষ্ণপদ কৈল আশ্রয়ন॥
সেই ব্রজ গোপীগণের প্রেমের মাধুরী।
আস্বাদিতে ব্রজজন্ম সদা বাঞ্ছা করি॥
গোপীপদরজঃ সেবি গুল্মলতাদি মাঝারে।
মোরে জন্ম দেহ প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে॥
হেনমত গোপীগণের প্রেমের মহিমা।
উদ্ধব করয়ে স্তব করিয়া গরিমা॥
সেই গোপী প্রেম বিলাইতে ভগবান।
শ্রীশচীনন্দন রূপে হৈল বিদ্যমান॥
এইত কহিল চারি সম্প্রদায় কথা।
শ্রবণে ঘুচয়ে সদা সর্ব্ব-মর্ম্ম-ব্যথা॥
চারি সম্প্রদায়ের যত আচার্য্যের গণ।
আজিও ভক্তি প্রচারিছে করিয়া যতন॥
তাঁদের আনুগত্যে যারা করিছে ভজন।
ধন্য ধন্য তারা সবে ভাগ্যবান জন॥
যদ্যপি বহুত এবে সম্প্রদায় ত্যাগী হৈল।
তথাপিও ভাগ্যবান মূলাশ্রয় কৈল॥
মহাপ্রভুর আদর্শেতে স্বমত স্থাপিয়া।
কদর্য্য আচার করে লোক ভুলাইয়া॥

তাদের হইতে সবে হবে সাবধান।
নহিলে বিপত্তি হবে নাহি পাবে ত্রাণ ।।
রূপ[১] কবিরাজ আদি অগণন।
সম্প্রদায় মত ত্যজে হয়া ভ্রষ্টমন ॥
রূপ কবিরাজ যৈছে পথ ভ্রষ্ট হৈল।
বহির্ম্মুখ প্রকাশে নরহরি গাহিল ॥
করিতে বিশুদ্ধ ভক্তি পথ প্রদর্শন।
'বহির্ম্মুখ প্রকাশ' গ্রন্থ করিল রচন ॥
কালচক্রে হেনরূপ বহুমত হৈল।
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করি ভক্তি লুকাইল ॥
প্রচ্ছন্ন সম্প্রদায়ী রূপে করে বিচরণ।
সাবধান হবে শুদ্ধা ভক্তির কারণ ॥
উৎপথ গামী সঙ্গে সর্ব্ব দিক যায়।
পরম বিপত্তি ঘটে ভক্তি নাহি পায় ॥
গৌর সেবা শুদ্ধা ভক্তি লাভের কারণ।
সর্ব্বদা এসব সঙ্গ করিবে বর্জ্জন ॥
ভক্তি অঙ্গ যাজন বিনা ভক্তি লভ্য নয়।
শাস্ত্র মাঝে এই বাক্য ফুকারিয়া কয় ॥
নববিধা ভক্তি-চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ।
বর্জ্জ সেবা-নামাপরাধ এই সাধন অঙ্গ ॥
এই সব বিচারিয়া করায় শিক্ষণ।
রাগমার্গ ভক্তি পথ করে প্রদর্শন ॥
সাত্ত্বিক আচার করে কৃষ্ণের শরণ।
সে সব আচার্য্য পদে লইবে স্মরণ ॥
রাগানুগাভক্তিপথ গৌড়ীয় ভজন।
অবলম্বন করে যত ভাগ্যবান জন ॥
রাগানুগাভজনের বিশেষ তাৎপর্য্য।
গোপী আনুগত্যে ভজে মন করি দাঢ্য ॥
গুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্য লয়া।
ব্রজে কৃষ্ণ সেবা করে গোপীদেহ পায়া ॥
গোপী আনুগত্য লয়া সাধন স্মরণ।
শ্রীগুরু প্রণালী করি হৃদয়ে ধারণ ॥
গুরু পরম্পরা সিদ্ধ সাধক স্বরূপ।
স্মরণ মননে পায় গোপীদেহ রূপ ॥
নিত্যলীলায় প্রবেশের অধিকার পায়।
সেবানন্দে বিভাবিত রহে সর্ব্বদায় ॥
রাধাকৃষ্ণ রূপলীলা মাধুর্য্য বিলাস।
সাধক স্মরয়ে হৃদে ত্যজি সর্ব্ব আশ ॥
প্রণালীর সহযোগে লীলার স্মরণ।
ভাবিতে ভাবিতে পায় যুগল চরণ ॥
শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ মহাশূর।
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাহে বর্ণন প্রচুর ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক প্রধান।
সাধক স্মরণ লাগি করিল বিধান ॥
নরোত্তম দাস প্রেমে মহিমা গাহিল।
গীতরূপে রচি তাহা জগতে জানাল ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—
'সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার।

১—রূপ কবিরাজ—রূপকবিরাজ ঠাকুর নরোত্তম শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাসের বিদ্যাছাত্র। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কন্যা শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ঠাকুরাণীর সমীপে অপরাধী হইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আগমন করতঃ ভ্রষ্টাচারী মত প্রবর্ত্তন করিয়া জগতকে বিপথ গামী করেন। এই গ্রন্থ শেষে কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণীর জীবনীতে ও স্থানান্তরে ইহার সম্পর্কে সবিশেষ আলোচিত হইবে।

যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা.
রাগপথের এই যে উপায় ॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধ দেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার।'
এইভাবে সাধনেতে রাধাকৃষ্ণ পাই।
শ্রীগুরু প্রসাদে তাহা লভ্য সর্ব্বদাই ॥
সম্প্রদায়ী গুরুপদে লইলে স্মরণ।
এপথ সন্ধান পায় ভাগ্যবান জন ॥
এসব বিধান গৌর করি অবতার।
আপন পার্ষদ দ্বারে করিল প্রচার ॥
ষড় গোস্বামীর নীতি সর্ব্ব নীতিসার।
যাঁদের দ্বারে স্বমত গৌর করিল প্রচার।
চৈতন্য চরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীশচীনন্দন।
গোসাঁই সনাতনে সুখে করাল শিক্ষণ ॥
'বৈষ্ণব স্মৃতি' করিবারে প্রভু আজ্ঞা দিল।
'শ্রীহরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থ বিরচিল ॥
তাহাতে বৈষ্ণব আচার করিল প্রচার।
বিশুদ্ধ ভজন শালের কণ্ঠমণিহার ॥
এমত রচিয়াগ্রন্থ ভক্তি প্রকাশিল।
ভাগ্যবান জনাস্বাদী সুপথ পাইল ॥

বহির্ম্মুখ সঙ্গ ত্যজি করি দৃঢ় মন।
সম্প্রদায় আনুগত্যে করহ ভজন ॥
অতএব বিচারিয়া ভজ সুধীজন।
শুদ্ধাভক্তি লভ্য যাতে লভ্য প্রেমধন ॥
বিচার করিয়া ভজে যত সুধীজন।
অবিচারে ডুবি মরে যত মূঢ়গণ ॥
ভজ ভজ ভাই সব করিয়া বিচার।
সংসার সমুদ্র হোতে হইতে নিস্তার ॥
সম্প্রদায় তত্ত্ব এই করিল বর্ণন।
জ্ঞানাজ্ঞান কৃতদোষ ক্ষম সুধীগণ ॥
সম্প্রদায় তত্ত্ব মুই কিছুই না জানি।
তমো বুদ্ধি দোষে সদা হই অভিমানি ॥
কৃপা করি কর সবে শুভ দৃষ্টি দান।
অন্তরের গ্লানি যাক হউক দিব্যজ্ঞান ॥
গৌরভক্ত গুণগান করিবারে চাই।
তেকারণে সবা পাশে যেন কৃপা পাই ॥
ওহে সম্প্রদায়ের যত আচার্য্যের গণ।
মিনতি করি যে পদে শুন নিবেদন ॥
নিরপরাধে করি যেন ভক্ত গুণগান।
হৃদয়ে করায়া স্ফুর্ত্তি কর কৃপা দান ॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চাই।
অপরাধ ক্ষমা কর বৈষ্ণব গোসাঁই ॥
সকল বৈষ্ণব পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করে সম্প্রদায় তত্ত্বের বর্ণন ॥

ইতি—শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী
গ্রন্থে প্রথমখণ্ডে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে
শ্রীমঙ্গলাচরণ-চতুঃসম্প্রদায়-তত্ত্ব
কথনং নাম প্রথম লহরী সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবীয় পুরাকীর্ত্তি

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রদত্ত শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম

শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের ইতিবৃত্ত

এই শ্রীনামব্রহ্ম বর্ত্তমানে পুরুলিয়ার বেগুণকোদর গ্রামে শ্রীপ্রফুল্লকমল ঠাকুরের গৃহে সেবিত হইতেছেন। এই শ্রীনামব্রহ্ম প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের পুত্র শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরকে প্রদান করেন। এতদ্বিষয়ক কাহিনী শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরের পুত্র পদকর্ত্তা শ্রীকানুরাম ঠাকুরের একটি পদের মাধ্যমে পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই পদটি অধুনা শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধর শ্রীপ্রফুল্লকমল ঠাকুর শ্রীজলুন্দী পাটের শ্রীনৃসিংহ মুরারি ঠাকুরের প্রদত্ত একটি প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করায় প্রকাশ করিলাম।

"ধনঞ্জয় সুত ঠাকুর শ্রীযদুচৈতন্য। নাম প্রেমদানে যিনি সর্ব্ব অগ্রগণ্য॥
কাঁদরা গ্রামেতে আইলা প্রভু বীরচন্দ্র। শুনি দরশনে গেলা শ্রীযদুচৈতন্য॥
মঙ্গল ঠাকুর আদি কবি জ্ঞানদাস। যদুরে পাইয়া সবার পরম উল্লাস।
প্রভু বীরচন্দ্র যদুরে করি আলিঙ্গন। 'এস এস' বলি কহেন মধুর বচন॥
রাঢ় দেশে উগ্র ক্ষত্রিয়গণের নিবাস। নাম প্রেমদিয়া কর ভক্তির প্রকাশ॥
এত বলি খুলিলেন সম্পুট আপনি। শিলালিপি নামব্রহ্ম দিয়া জয়ধ্বনি॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হর॥'
ধর বাপ নামব্রহ্ম করহ প্রচার। কলি হত জনগণে করহ উদ্ধার।
প্রভু বীরচন্দ্র কৃপা পাইয়া চৈতন্য। কানুরাম গুণ গায় নিজে মানি ধন্য॥"

এই শ্রীনামব্রহ্ম শ্রীপাট জলুন্দীগ্রামে শ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরেই সেবিত হইতেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীযদু চৈতন্য ঠাকুরের চতুর্থ অধঃস্তন শ্রীস্বরূপ চাঁদ ঠাকুর পৌরবস্ত্য অর্থাৎ পুরুলিয়া দেশে বেগুণকোদর গ্রামে গিয়া বাস করেন। সেই সময় তিনি শ্রীজলুন্দী পাট হইতে প্রভু বীরচন্দ্র প্রদত্ত শ্রীনামব্রহ্মের শিলালিপি লইয়া পুরুলিয়ায় আগমন করেন। অদ্যাপি বেগুনকোদর গ্রামে শ্রীস্বরূপচাঁদ ঠাকুরের চতুর্থ অধঃস্তন শ্রীপ্রফুল্লকমল ঠাকুরের গৃহে সেবিত হইতেছেন। এই শ্রীনামব্রহ্মের শিলালিপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য বস্তু, পুরাকীর্ত্তি ও গৌরবের নিদর্শন।

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা-মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) ভিক্ষা—১'৫০

২। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২'০০

৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক-পরিচয় : ভিক্ষা—১'৫০

৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন : ভিক্ষা—৭'০০

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক অভিনব প্রকাশ, তীর্থ-ভ্রমণ উৎসুক ব্যক্তি ও বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে চৌষট্টিটি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া প্রায় শতাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়া সপ্রমাণ স্থান-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকীর্ত্তি তথা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের সপ্রমাণ প্রকট রহস্যাদি তথা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে।)

৫। শ্রীচৈতন্য যুগের শিল্পী নয়ন ভাস্কর – (যন্ত্রস্থ)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের নব-অভ্যুত্থান, কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীতাদির ন্যায় ভাস্কর্য্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। সুদীর্ঘকাল মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের কবলিত ভারতবর্ষে বিগ্রহ সেবা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেইকালে নব যুগের সুচনা করিল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তিবাদের উৎস। বিগ্রহই সাক্ষাৎ ভগবান। এই উৎসে উদ্ভাবিত হোয়ে স্থাপিত হইতে লাগিল শ্রীবিগ্রহ সেবা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গাদি বিগ্রহ নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইল। এই কার্য্যের প্রারম্ভের যিনি কর্ণধার রূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনিই নয়নভাস্কর। তৎপরবর্ত্তী রঘু ও জানকাদি নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের কর্ম্ম বৈচিত্র্য ও জীবন কাহিনী এই গ্রন্থের বিশেষ আলোচ্য। তৎসঙ্গে তৎসমসাময়িক ও পরবর্ত্তী নির্ম্মিত বিগ্রহাবলীর নাম উল্লেখ করতঃ নির্ম্মাণকারীগণের নাম ও পরিচিতির জিজ্ঞাসায় এই গ্রন্থের সমাপ্তি।

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর; জেলা—২৪ পরগণা

২। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)—৭, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

৪। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

৫। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২

৬। "গ্রন্থালোক", ৫/১, অম্বিকা মুখার্জী রোড, কলিকাতা—৭০০০৫৬

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীশচীনন্দন মিত্র কর্ত্তৃক শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা হইতে মুদ্রিত।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

ঃ নিয়মাবলী ঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আশ্রমের ষাণ্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাসে ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা—(সডাক)—৫·০০, প্রতি সংখ্যা—২·৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে পত্রিকা প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাক টিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

: কলিকাতায় যোগাযোগ :

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)
ফোন : ২৪-৬৬২৩
৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য্য এণ্ড কোং)
ফোন : ২৬-৭০০৭
১০, ওয়াটার লু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৬৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী
ফোন : ২৪-৪৬০৩
১৭, শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট, ইণ্টালী, কলিকাতা ৭০০০১৪

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী
সম্পাদক—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী
শ্রীচৈতন্যডোবা
পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবানুকূল্যের জন্য এই পত্রিকার প্রয়াস। যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া আপনি এই পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করুন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুসন্ধান পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তাই এতদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করুন।

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ — ৪৯০
সন — ১৩৮৩ সাল, ১৯শে মাঘ
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) — ৫'০০

প্রতি সংখ্যা — ১'২৫

॥ শ্রীমন্নিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত বিষয়ক অপ্রকাশিত তথ্যাবলী ॥

(শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত বংশোদ্ভব পুরুলিয়ার বেগুনকোদারবাসী শ্রীপ্রফুল্ল কমল ঠাকুর কর্তৃক প্রদত্ত)

॥ শ্রীশ্রীধনঞ্জয়াষ্টকং ॥

অঙ্গ নিত্য রঙ্গ নিত্য নিত্য জীব পালকং ।
ভক্তি নিত্য গোপালস্য নিত্য সেবাকারকং ॥
ভক্তিপরাশক্ত ধীর নিত্যভাব ভাবিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব দিব্যরূপধারী নটবরবেশিনং ।
গোধূলি ধূসর তনু শিখিপুচ্ছধারিনং ॥
কটিতটে পীতধটি বনমালা বেষ্টিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ২ ॥

বর্ণোৎকর্ষ জ্ঞান জ্যেষ্ঠ শাস্ত্রোভাব দাসিনং ।
কীর্ত্তিমন্ত য ধর্ম্ম বেদধর্ম্ম পালকং ।
সংকুলিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তি ধর্ম্মমাশ্রিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৩ ॥

সেবাধর্ম্ম স্থাপনাদি গৌড়দেশ বিস্তারং ।
দিব্যজ্ঞান প্রেমদান সর্ব্বজীব নিস্তারং ॥
দর্শনে স্পর্শনে কত নিজভাবমাশ্রিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৪ ॥

শাস্ত্রাঙ্কুর ক্ষমাধীর সঙ্কীর্ত্তন চেষ্টিতং ।
ভাবোদগম লোমহর্ষ সর্ব্ব গাত্র পূর্ণিতং ॥
নেত্রকান্তি জ্যোৎস্না শান্তি শাস্ত্রাম্বর বেষ্টিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৫

চম্পকাঙ্গ ভক্তসঙ্গ চন্দনাদি চর্চ্চিতং ।
জ্ঞানদান শান্তিমন্ত শ্রীচৈতন্য রঙ্গভাবে মূর্চ্ছিতং ॥
শ্রীচৈতন্য কৃপানিত্যং রাধাকৃষ্ণ ভাবিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৬

প্রেমমত্ত ভক্তিতত্ত্ব লোকশিক্ষা কারকং ।
দয়াবাস গৃহিস্থান সর্ব্বজীব পালকং ॥
নিজ কীর্ত্তি সর্ব্বস্যাদি প্রভু পাদে অর্পিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৭

প্রভুপ্রিয় অতিরিক্ত পঞ্চম রসধারণং ।
রস পঞ্চ পাত্র ভাণ্ড করে ধারি ভ্রমিতং ॥
শ্রীবৃন্দাবন আদি যত সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিতং ।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৮

ইতি শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুর বিরচিত
শ্রীধনঞ্জয়াষ্টকং

॥ শ্রীধনঞ্জয় গোপালের ধ্যান ॥

ধনঞ্জয়ং বসুদামং শ্যামলং পীতবসনং ।
দ্বিভুজং বেণুহস্তঞ্চ গোপবেশং ধরং ভজে ॥
শ্রীধনঞ্জয় গোপালের প্রণাম ।
হরিনামাঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ সদা তদ্ভাব পূরিত ।
ধনঞ্জয় বসুদাম গোপালায় নমো নমঃ ॥

শ্রীশ্রীধনঞ্জয় গোপালাসূচক ।

আরে মোর পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
শ্রীপতি বিপ্রের সুত, কালিন্দীর গর্ভজাত,
জাড়গ্রামে হইলা উদয় ॥

অল্প বয়স হৈতে, কৃষ্ণভক্তগণ সাথে,
থাকে কৃষ্ণ কথা আলাপনে।
অতুলধনের পতি, পিতা তাঁর স্নেহে অতি,
পুত্রধনে করয়ে পালনে॥
সুন্দরী শ্রীহরি প্রিয়া, নানা অলঙ্কার দিয়া,
পুত্রে আনি করি সমর্পণ।
বিবিধ বিলাস দ্রব্য, অগ্রেতে ধরয়ে নিত্য,
ফিরাইতে তনয়ের মন॥
পিতার সন্তোষ লাগি, বিলাসীর প্রায় থাকি,
কৃষ্ণভক্তি সাধে সঙ্গোপনে।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ গুণ, প্রাণ হৈল উচাটন,
বিকাইতে ও রাঙ্গা চরণে॥
পিতামাতা অদর্শনে, প্রবল বৈরাগ্য মনে,
ধন সম্পদ সব তেয়াগিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণে, করি আত্ম সমর্পণে,
প্রেমভাণ্ড গ্রহণ করিলা॥
নিত্যানন্দে না হেরিয়া, অতি উৎকণ্ঠিত হিয়া,
অল্পদিনে প্রভুর দর্শনে।
পূর্ব্বভাব প্রকাশিল, তনুমন সমর্পিল,
নানা কাকু বিনতি বচনে॥
কৃষ্ণ সখা বসুদাম, পাই নিত্যানন্দ রাম,
নিশিদিশি সংকীর্ত্তনে মাতি।
ফিরয়ে নিতাই সনে, কি আনন্দ হৈল মনে,
বর্ণিবারে নাহিক শকতি॥
শ্রীগৌরাঙ্গ আজ্ঞামতে, গৌড়ভূমি উদ্ধারিতে,
নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
ধনঞ্জয় আদি সঙ্গে, আসি তথা মহারঙ্গে,
মত্ত হৈলা স্থাবর জঙ্গমে॥

পাই নিত্যানন্দ রাম, ধনঞ্জয় গুণধাম,
প্রেমাবেশে নিমগ্ন সদাই।
আজ্ঞা হৈলা তাঁর প্রতি, ভাসাইতে রাঢ়ক্ষিতি,
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমের বন্যায়॥
শ্রীউগ্র ক্ষত্রিয়গণে, প্রেম দিলা হৃষ্ট মনে,
বর্দ্ধমান শীতল গ্রামেতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথ, সেবা স্থাপি অচিরাৎ,
আকর্ষিল সর্ব্বজন চিত্তে॥
সাঁচড়পাঁচড়া গ্রামে, উদ্ধারিতে জীবগণে,
প্রেমে মাতি বুলে সব ঠাঁই।
বৃন্দাবন আদি তীর্থ, ভ্রমিয়া আনন্দে কত,
বাস কৈলা শ্রীজলুন্দী গাঁয়॥
যদুচৈতন্য পুত্র ধনে, মন্ত্র দিয়া করি ধন্যে,
নিত্যানন্দ দত্ত শালগ্রাম।
সেবা সমর্পণ করি, রাধাবিনোদ সেবহ বলি,
স্ব ইচ্ছায় হৈলা অন্তর্ধ্যান॥
হা! হা! প্রভু ধনঞ্জয়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমময়,
নিত্যানন্দ পার্ষদ প্রধান।
কৃষ্ণদাস অকিঞ্চনে, উদ্ধারিয়া নিজগুণে,
তব শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

॥ শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ সেবা প্রকাশ ॥

অপূর্ব্ব জলুন্দীগ্রাম দেখিতে সুন্দর।
রাধাবিনোদের সেবা অতি মনোহর॥
প্রভু ধনঞ্জয় ঠাকুর ছিল নাম যাঁর।
শীতল গ্রামেতে ভাণ্ডসেবা তাঁর॥
শীতল গ্রামের লোক সেই ভাণ্ড সেবে।
জলুন্দীতে স্থাপেন বিনোদ নৃসিংহদেবে॥

প্রভু নিত্যানন্দ লীলা নরসিংহ বেশে।
ধনঞ্জয়ে সমর্পিলা দণ্ড মহোৎসবে ॥
একদিন ধনঞ্জয় আনন্দিত মনে।
শ্রীযদুচৈতন্যে কহেন মধুর বচনে ॥
শুন বাপ যদুচৈতন্য বাছাধন।
তোমারে প্রভুর সেবা দিতে মোর মন ॥
মন্ত্র দিয়া ধনঞ্জয় সেবা সমর্পিলা।
মন্ত্র-সেবা পাইয়া যদু কৃতার্থ মানিলা ॥
পূর্ব্বভাব স্মরি যদু আনন্দিত মন।
দিবানিশি কৃষ্ণ নামে নাচে অনুক্ষণ ॥
অন্ন ব্যঞ্জন সব পরিপাটি করি।
প্রেমসহ বিধিমত দিবসেতে সারি ॥
সন্ধ্যাকালে বিনোদের আরতি বাজিল।
জলুন্দীর লোক সবে কৃতার্থ মানিল ॥
অপূর্ব্ব দর্শন রাধাবিনোদ যুগল।
হেরিয়া ভকতগণ প্রেমেতে পাগল ॥
সেবার বিধান কন প্রেমে পুলকিত।
গৌর কৃষ্ণ বলি নাচে সুমধুর গীত ॥
জয় জয় রাধাবিনোদ গায় ভক্তগণ।
জলুন্দী হইল সাক্ষাৎ নব বৃন্দাবন ॥
প্রভুর আদেশে সেবার বিধান করিল।
প্রেমেতে করিবে সেবা পুত্রে জানাইল ॥

চৌদ্দপোয়া উষ্ট অন্ন মধ্যাহ্ন কালেতে।
সাধ্যমত ব্যঞ্জনাদি পায়স করিবে ॥
বৈকালে শীতল দিবে ভিজান কলাই।
বারটি করিয়া খণ্ড সমর্পিবে তাই ॥
নিশাকালে দুগ্ধসহ বারখণ্ড দিবে।
বিচিত্র শয্যায় বিনোদে শয়ন করাবে ॥
প্রভাতে অর্চ্চনা সারি কলাদির ভোগ।
চন্দন তুলসী দিবে মন্ত্রে মনযোগ ॥
অতিথি সেবিবে সদা কায়বাক্য মনে।
অতিথি সেবনে ভক্তি লভে সর্ব্বজনে ॥
কাঙ্গাল ভক্তের সেবা শুন বাছাধন।
জলুন্দীতে বিনোদ সেবা গায় সর্ব্বজন ॥
পণ্ডিত ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া চৈতন্য।
কানুরাম গুণ গায় নিজে মানি ধন্য ॥

ইতি শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পৌত্র শ্রীরামকানাই
ঠাকুর প্রণীত শ্রীপাট জলুন্দীর শ্রীরাধা-
বিনোদ সেবা-প্রকট বর্ণন সমাপ্ত।

শ্রীপাট জলুন্দী শ্রীপাটে রক্ষিত
হস্তলিপি হইতে সংগৃহীত।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

॥ গ্রন্থ পরিচিতি ॥

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-সুন্দরের অহৈতুকী কৃপাশক্তি বলে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমামূলক "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার" নামক একটি অমূল্য গ্রন্থ।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত "শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার" এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে এক যোগসূত্র রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য ভাগবত"। উক্ত গ্রন্থের শ্রীনিত্যানন্দ মহিমামূলক আখ্যানগুলিকে গ্রহণ করিয়া "শ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত" গ্রন্থের সূচনা, প্রথম ভাগে চৈতন্য-ভাগবতধৃত শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণন করিয়া শেষভাগে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ, প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব রহস্যাদি রচনা করতঃ সংযোজন করেন। আর শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতের প্রভু বীরচন্দ্রের জন্ম উপাখ্যানটি গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের সূচনা করেন। তদুপরি প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি করেন।

আলোচ্য শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১১৬৩ ও ৮২৮২ নং গ্রন্থ। ১১১৬৩ নং গ্রন্থখানি রাজসাহী; মোক্তারপুর বাসী শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী ১৮০৯ শকাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। ৮২৮২ নং গ্রন্থখানি শ্রীনবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয় ১৭৯৬ শকাব্দের ১০ই কার্ত্তিক প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত পয়ারের মিল থাকিলেও উভয়ে কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়াছেন। ৮২৮২ নং গ্রন্থখানি ৩টি স্তবক ছাড়িয়াছেন। উভয় গ্রন্থে প্রভূত মুদ্রণত্রুটি বিদ্যমান। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিলাম। আলোচ্য গ্রন্থ-সম্পাদনে বহুবিধ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। অদোষ দরশী সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সংশোধন করতঃ পাঠ করুন। তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক প্রেমলীলা কাহিনীর মাধুর্য্য রস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন।

প্রভু বীরচন্দ্রের জীবন কাহিনী

কলিযুগ-পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজরস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে অন্যাদির বাঞ্ছিত ব্রজ-প্রেম-সম্পদ বিতরণ ও যুগধর্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য সর্ব্ব অবতারের ভক্তগণ সমভিব্যাহারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। নিজ লীলা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এক লীলাশক্তির প্রকাশ করেন। তিনিই সর্ব্বজনবন্দিত প্রভু বীরচন্দ্র।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের অন্তর্দ্ধানের পর সর্ব্ব বঙ্গদেশের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও প্রবর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীবীরচন্দ্রের প্রকাশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিলেন। শালিগ্রাম নিবাসী শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। এই স্থানেই প্রভু বীরচন্দ্রের জন্ম হয়।

প্রভু বীরচন্দ্রের প্রেমলীলা কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীঅভিরাম লীলামৃত, শ্রীবংশী শিক্ষা, শ্রীমুরলী বিলাস, শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীভক্তি রত্নাকর ও শ্রীপ্রেম বিলাসাদি প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে অল্পবিস্তারভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীল দেবকীনন্দন দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনায় বর্ণন যথা—

"দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ। যাহা হৈতে নাট-গীত সভার আনন্দ ॥
বসুধা-জাহ্নবী বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী। যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥
বীরচন্দ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে। সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে ॥

*　　*　　*　　*

শ্রীগোপীজন-বল্লভ বন্দিব যতনে। অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে ॥
গোসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব সাদরে। জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে ॥
গোসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দোঁ এক মনে। যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে ॥
নিত্যানন্দ সুতা বন্দোঁ গঙ্গা ঠাকুরাণী। ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি ॥"

প্রভু নিত্যানন্দের দুই পত্নী— বসুধা ও জাহ্নবা। বসুধার পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবী। প্রভু বীরচন্দ্রের দুই পত্নী— নারায়ণী ও শ্রীমতী (বিষ্ণুপ্রিয়া)। তিন পুত্র— গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র এবং কন্যার নাম ভুবন-মোহিনী। ফুলিয়া নিবাসী পার্ব্বতীচরণ মুখুটির সহিত ভুবনমোহিনীর বিবাহ হয়। গোপীজন বল্লভের তিন পুত্র। তথাহি শ্রীনরোত্তম বিলাসে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ে—

"প্রভু গোপীজন বল্লভের পুত্রত্রয়। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ গুণের আলয় ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ হন মধ্যম সন্তান। কনিষ্ঠ শ্রীরামগোবিন্দাখ্য দয়াবান ॥"

প্রভু নিত্যানন্দের চয় পুত্র ক্রমে ক্রমে অভিরামের প্রণামে অন্তর্দ্ধান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ঠাকুর অভিরামকে বলিলেন, 'আমি অন্তর্দ্ধান করিয়া নিত্যানন্দের ভবনে গিয়া আবির্ভূত হইব। তোমার প্রণামেই তাহার প্রকাশ ঘটিবে।' অভিরাম ব্রজের শ্রীদাম সখা। ব্রজদেহ লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করতঃ হুগলী জেলায় কৃষ্ণনগরে

লীলায় প্রকাশ করেন। অভিরামের প্রণামে বাংলাদেশ বিগ্রহশূন্য হইয়াছিল। একমাত্র বিষ্ণুপুরের শ্রীমদন মোহন ও কাড়ীর শ্রীকৃষ্ণ রায় তাঁহার প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন। পার্ষদগণ মধ্যে নিত্যানন্দের প্রথম ছয় পুত্র অন্তর্দ্ধান করেন। প্রভু বীরচন্দ্র, গঙ্গামাতা, খণ্ডের রঘুনন্দন ও ক্ষেত্রের গোপাল গুরু তাহার প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন। অভিরাম শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া তাকাইলেই প্রতিমা বিদীর্ণ হইত। যাহা হউক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান জন্ম সংবাদ পাইলেই অভিরাম আসিতেন এবং প্রণাম করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই সন্তানের অন্তর্দ্ধান ঘটিত। এইভাবে ছয়জন গত হইলেন। সপ্তমে গঙ্গামাতা ও অষ্টমে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশ।

প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া ঠাকুর অভিরাম খড়দহে আগমন করতঃ পূর্ব্ববত নিয়মে পরীক্ষা করিলেন। তথাহি শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে ২য় স্তবকে—

"প্রভু শুতিয়াছে নিজ খট্টার উপরে। অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম। চরণের তলে গিয়া করিলা প্রণাম ॥
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ। বার বার তিনবার করিলা এইমত ॥
যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয়। চরণ চারণ করি শিশু প্রায় হয়।"

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু বরীচন্দ্রের প্রকাশ পরিস্ফুট হইল ॥

তথাহি—৬৭ শ্লোকঃ—

"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ।"

সঙ্কর্ষণের ব্যূহ পয়োব্ধিশায়িই শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্ন মূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্র। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে প্রভু বীরচন্দ্র আবির্ভূত হন। পঞ্চদশ মাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন। প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া শান্তিপুর নাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য তাহার দর্শনের জন্য খড়দহে আগমন করেন এবং দর্শন করতঃ প্রেমানন্দে বলিতে লাগিলেন, "চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে। এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে ॥". এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্রের স্বরূপত্বায় পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিল। প্রভু বীরচন্দ্র— 'বীরচন্দ্র ও বীরভদ্র' এই দুই নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাল্য লীলা খেলা রসে প্রভু বীরচন্দ্র কতককাল অতিবাহিত করিলেন। সহসা প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধান ঘটিল। প্রভু বীরচন্দ্র পিতার তিরোধান মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। প্রভু সীতানাথসহ প্রায় সমস্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ খড়দহে একত্রিত হইলেন। বিচিত্র বিধানে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। কতদিন পরে প্রভু বীরচন্দ্র দীক্ষার কারণে মহা উদ্বিগ্ন হইলেন। সে সময় তাঁহার বিশ বৎসর বয়স। তিনি মনে চিন্তা করিয়া সপার্ষদে নৌকারোহণে দীক্ষা গ্রহণের জন্য শান্তিপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। বাসনা শান্তিপুরনাথ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মাতৃদ্বয়ে যথাযোগ্য বন্দনাদি করিয়া মহাসমারোহে নৌকারোহণে শান্তিপুর অভিমুখে চলিলেন। এদিকে অদ্বৈতাচার্য্য সংবাদ পাইয়া লোক মারফত পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, 'বীরচন্দ্র যেন মায়ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন।' পত্রবাহক খড়দহে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই বীরচন্দ্র রওনা হইয়া গিয়াছেন। এদিকে মাতা জাহ্নবাদেবী বীরচন্দ্রের অভিপ্রায় অন্তরে উপলব্ধি করিয়া নিকটস্থ চন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'যেভাবেই হউক বীরচন্দ্রকে ফিরাইয়া আন'। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। পথে রামদাসের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি তাঁহার উদ্বেগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে চন্দ্রশেখর সমস্ত বলিলেন। তখন রামদাস ক্রোধে বংশী ছুড়িয়া প্রভু বীরচন্দ্রের নৌকায় নিক্ষেপ করিলেন। বংশীর আঘাতে নৌকা দ্বিখণ্ডিত হইল। সঙ্কীর্ত্তনরত সঙ্গীগণ সাঁতার দিয়া তীরে উঠিলেন। বীরচন্দ্র কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে জলের উপর হাঁটিয়া পাড়ে আসিলেন। বীরচন্দ্র কূলে আসিলে রামদাস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মাতা জাহ্নবা দেবীর সমীপে উপনীত হইলেন। মাতা তখন

অভূতপূর্ব্ব বৈভব প্রকাশে বিরাজমান। মায়ের ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বীরচন্দ্র চরণে লুণ্ঠিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও মাতা শ্রীজাহ্নবার অভিন্ন স্বরূপত্বার সত্বা উপলব্ধি হওয়ায় বীরচন্দ্রের মনের সকল সংশয় দূরীভূত হইল। তখনই মায়ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিতে লাগিলেন।

তারপর শ্রীনিত্যানন্দ আরাধনা তিথি উদযাপন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ-উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। ঠাকুর অভিরামসহ নীলাচলে উপনীত হইলেন। অভিরাম ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে প্রভু বীরচন্দ্রের মিলন করাইলেন। নীলাচলবাসী বৈষ্ণবগণ প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক রূপ-গুণ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন-সদৃশ সুখ অনুভব করিলেন। প্রভু বীরচন্দ্র ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণসহ মিলনাদি করতঃ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে চলিলেন। দক্ষিণ ভ্রমণ সমাপ্তির পর নীলাচলে পৌছিলে শ্রীনারায়ণী দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মাহেশ নিবাসী শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইর জামাতা শ্রীসুধাময় ক্ষেত্রবাসকালে সমুদ্র প্রদত্ত অযোনী সম্ভবা 'নারায়ণী' নামে এক কন্যা প্রাপ্ত হন। সমুদ্রের উপদেশে ও সর্ব্বানুকূল্যে প্রভু বীরচন্দ্রকে সেই কন্যা সমর্পণ করেন। তারপর ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র রাজা চক্রদেবের আনুকূল্যে প্রভু সপত্নীক খড়দহে আগমন করেন। কতককাল খড়দহে অবস্থানের পর প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। প্রভু দোলারোহণে চলিলেন। সঙ্গে জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, রামদাস, রামাই ও নিত্যানন্দ দাস প্রমুখ চলিলেন। কতদিনে সপার্ষদে ঢাকায় উপনীত হইলেন। অপ্রাকৃত লীলা বৈভব প্রকাশ করিয়া প্রভু ঢাকার নবাবকে প্রেমদান করতঃ মালদহ অভিমুখে রওনা হইলেন। মালদহে মহানন্দা নদীর তীরে সঙ্কীর্ত্তন সুরু হইল। সংবাদ পাইয়া গৌড়রাজ হোসেন শাহের মন্ত্রী কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্ল্লভ ছত্রী স্বজনসহ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য অত্যদ্ভুত লীলাশক্তি প্রকাশ করিয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। দুর্ল্লভ ছত্রী সমস্ত ব্যয় বহন করিলেন। দ্বাপরে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সদৃশ এই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। মহোৎসব অন্তে দুর্ল্লভ ছত্রী দেবোত্তর করিয়া উক্ত স্থান প্রভু বীরচন্দ্রকে দান করেন। পরবর্ত্তীকালে বীরচন্দ্রের মধ্যম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু উক্ত স্থানে শ্রীপাট স্থাপন করেন। মালদহ হইতে প্রভু বীরচন্দ্র পিতৃ জন্মভূমি একচাক্রাধাম দর্শনের জন্য চলিলেন। একচাক্রায় উপনীত হইয়া শ্রীবঙ্কিমদেবের দর্শন ও সেবানন্দে বিভোর হইলেন। তথায় তিনদিন অবস্থান করিয়া মহামহোৎসব করিলেন। শেষে উক্ত স্থানের নাম 'বরীচন্দ্র পুর' রাখিলেন। অদ্যাপি সেইস্থান প্রভু বীরচন্দ্রের নামে 'বীরচন্দ্রপুর' নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তথা হইতে প্রভু গঙ্গা পথে রওনা হইলেন। পথে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের সহিত মিলন ঘটিল। প্রভু তাহাকে তিনবার বেত্রাঘাত করিয়া প্রেম সঞ্চার করেন। তারপর তাহার আবাহনে তাঁহার ভবনে চলিলেন। পথে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের ভবনে পদার্পণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাসকালে অত্যদ্ভুত লীলাশক্তির প্রকাশ করেন। তারপর আচার্য্যভবনে পদার্পণ করিয়া প্রভূত লীলা করেন। রাজা বীরহাম্বীরকে শক্তি সঞ্চার করেন। তথা হৈতে ঝাড়্‌দেশে প্রেম প্রবর্ত্তন করতঃ সঙ্গীগণকে বিদায় দিয়া আপনি ঝারিখণ্ড পথে শ্রীধাম বৃন্দাবন সন্দর্শনে গমন করিলেন। প্রেমরঙ্গে কতদিন বৃন্দাবন নিত্যলীলাস্থলী দর্শন করিয়া খড়দহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইভাবে তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রভু বীরচন্দ্র খড়দহে অবস্থান করতঃ জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। প্রেম প্রচারকালে প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দের সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাস্বর্ণ সংপুটে ভরিয়া সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন। শ্রীনিবাস নরোত্তমের সহিত প্রেমরঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব্ব বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করেন। শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরির তিরোধান মহোৎসবে প্রভু বীরচন্দ্র গমন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে এক অত্যদ্ভুত লীলাশক্তি প্রকাশ করেন। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু বীরচন্দ্রের ভুবন মোহন নৃত্য-গীত দর্শনের জন্য আকুল প্রাণে আসিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া এক অন্ধও প্রভুর দর্শনের আকাঙ্খায় সঙ্কীর্ত্তন স্থলে উপনীত হইল। সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু রূপমাধুরী দর্শনে বঞ্চিত

হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু বীরচন্দ্র অন্ধের মনবাসনা পূর্ণ করিলেন। প্রভুর কৃপা প্রভাবে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইলেন এবং প্রাণের প্রভুর নৃত্য-গীত ও ভুবনমোহন রূপমাধুরী দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। এইভাবে প্রেমপ্রচারের মাধ্যমে প্রভু বীরচন্দ্র কত শত পতিত পামরকে ত্রাণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আর বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মসংস্থাপনে প্রভু বীরচন্দ্র কাঁদরা গ্রামবাসী জয়গোপাল নামক এক শিষ্যকে বর্জ্জন করেন। তিনি বীরচন্দ্রের শিষ্য হইয়া নিজেকে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রেরিত পত্রের বাক্য যথা—

"জয়গোপাল দাসেন মৎপ্রসাদোদয়নং কৃত্বং যচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ যেন সার্দ্ধং মদীয় জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে। যদ্যপি নিবিদ্ধং, তথাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি।"

তথাহি— শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১৪ তরঙ্গে—

"তথায় কাঁদড়া জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা-অহঙ্কারে তার অধম দুর্গতি॥
গুরু বিদ্যাহীন— ইথে হেয় অতিশয়। জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয়॥
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল। লঙ্ঘিল প্রসাদ—তেঞি তারে ত্যাগ দিল॥

প্রভু বীরচন্দ্রের বার হাজার নাড়া শিষ্য ছিল। তাহারা সাধন প্রভাবে যদিচ্ছাচরণ আরম্ভ করিল। এমন কি প্রসাদে বিলম্ব কারণে যোগ প্রভাবে শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে অগ্নি সংযোজিত হইল। সে সময় প্রভু তাহাদের শক্তিহীন করিবার জন্য তের হাজার 'নেড়ি' সৃষ্টি করিলেন এবং মায়া বিস্তার করিয়া সবাইকে এক দুইটি করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রভুর মায়ায় সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল। যাহারা গ্রহণ না করিয়া পলায়ন করিল তাহাদের মাধ্যমে বীরচন্দ্রের গণের প্রচার ঘটিল। আর যাহারা গ্রহণ করিল তাহাদের মাধ্যমে ভ্রষ্টাচারী 'সজোগী' বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল।

তথাহি— শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তারে—৩য় স্তবকে —

"হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল। সেই হইতে 'সজোগী' বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল॥
যেই যেই নাড়া ত্রি সত ভয়ে পলাইল। আত্মমায়াকাশে তারা বসিত হইল॥
সেই নাড়া যেই স্থানে আশ্রয় করিল। সেই সেই স্থান মহাসিদ্ধ পীঠ হইল॥
নারী কুম্ভিরিণী গ্রাম করিল যাহারে। তারে দেখি ভক্তি দেবী পলায়ন করে॥"

এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্র শাসন করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তন করেন। প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রেমপ্রচার কার্য্যে প্রভু বীরচন্দ্র গৌড়দেশে উপনীত হইলে গৌড়ের নবাব তাহার মহিমা দেখিতে চাহিলেন। নবাব একদিন বাবুর্চির দ্বারা অমেধ্য-পাক করাইয়া উত্তম বস্ত্রে আবৃত করতঃ প্রভুর সমীপে পাঠাইলেন। বাবুর্চি প্রভুর সমীপে উপনীত হইলে প্রভু পাত্রের আবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন। বাবুর্চি খুলিবা মাত্র পাত্রে যাতি, যূথি, মালতী আদি পুষ্প সম্ভার সকলেই দেখিতে পাইলেন। এরূপ তিনবার ঘটায় নবাব বিমোহিত হইলেন। তখন নবাব প্রভুর চরণে প্রণিপাত করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, 'আপনি আমার কিছু দান গ্রহণ করুন।' নবাবের তোরণে একটি তেলুয়া পাথর শোভিত ছিল। প্রভু সেই পাথর যাজ্ঞা করিলেন। নবাব পরমাগ্রহে সেই পাথরখানি খসাইয়া প্রভুকে অর্পণ করিলেন। প্রভু সেই পাথরখানি খড়দহে আনয়ন করতঃ তিনমূর্ত্তি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করান। প্রথম মূর্ত্তি খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর, দ্বিতীয় সাঁইবোনার শ্রীনন্দদুলাল, তৃতীয় মাহেশের শ্রীরাধাবল্লভজী—এই তিন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রভু বীরচন্দ্রের বরে শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতি-গোবিন্দের জন্ম হয়। একদিন প্রভু বীরচন্দ্র বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্যের ভবনে উপনীত হইলেন। প্রভুর দর্শন লাভে আচার্য্য তাঁহার যথাযোগ্য সম্বোধনা করিয়া পাকের ব্যবস্থার কথা নিবেদন করিলে প্রভু বলিলেন, 'তোমার কনিষ্ঠা পত্নী পাক করিবে'। আচার্য্য কনিষ্ঠা পত্নী শ্রীপদ্মাদেবীকে পাক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভোগ নিবেদনের পর প্রভু প্রসাদ-গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলেন। আচার্য্য সপত্নী প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে সময় প্রভু আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কনিষ্ঠা পত্নীর কি পুত্র বা কন্যা'? আচার্য্য বলিলেন, 'আপনার কৃপাই ভরসা'। তখন প্রভু তাঁহাকে পুত্র বর প্রদান করিয়া চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করতঃ শক্তি সঞ্চার করিলেন। পদ্মাবতী সেই চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিয়া গর্ভবতী হইলেন। তাঁহাতেই শ্রীগতি-গোবিন্দের জন্ম হয়। এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্র কতককাল লীলা প্রকাশ করেন। প্রভু বীরচন্দ্র "শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। শ্রীগোপীজন বল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র নামে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপীজন বল্লভ প্রভু মঙ্গলকোটে 'লতাগদী' স্থাপন করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু মালদহে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং ছোট পুত্র শ্রীরামচন্দ্র প্রভু খড়দহ শ্রীপাটে অবস্থান করিয়া লীলার প্রকাশ করেন। ফুলিয়া নিবাসী পার্ব্বতী-চরণ মুখুটির কন্যার সহিত বিবাহ হয়।

এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্রের লীলাকাহিনী প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রভুর লীলা কাহিনী বিষয়ক "শ্রীবীরচন্দ্র চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহা শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের লেখক শ্রীনিত্যানন্দ দাসের লিখিত। উক্ত খানি দুঃপ্রাপ্য। উক্ত গ্রন্থখানি কোন সুধীব্যক্তির সমীপে থাকিলে বা সন্ধান জানা থাকিলে অতি অবশ্য জানাইবেন। উক্ত গ্রন্থে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকৃত লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত—

প্রথম স্তবক

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

নিত্যানন্দমহং বন্দে প্রেমানন্দ স্বরূপকং।
চৈতন্যাগ্রজরূপেন পবিত্রীকৃত ভূতলং॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে প্রেমামৃতরসপ্রদং।
শ্রীবীরচন্দ্ররূপেন প্রকটিভূত ভূতলং॥

অদ্বৈতাঙ্ঘ্রি যুগং বন্দে মূর্ত্তিমান য কৃপাস্বয়ং।
যৎ প্রসাদাৎ পামরোঽপি হরেকৃষ্ণেতি গায়তি॥
শ্রীবীরচূর্জ্জন প্রতি দণ্ডিরেববরদো কুণ্ডকুঞ্জর
কলি প্রতি খণ্ডিবির ঘোরাব্দীমর্জ্জন।
কৃষ্ণকরুণায় বীর রাধিকা প্রেমগুণগুপ্ত প্রকাশী বীর॥

শ্রীবীরচন্দ্র কলিতামহ বীরচন্দ্র সভক্ত প্রফুল্লিত-
কবিচন্দ্র।
শ্রীজাহ্নবাস্য নয়নে ক্ষণদীপ্তচন্দ্রঃ প্রেমামৃত বিতরণে
পরিপূর্ণ চন্দ্র॥
প্রাতঃ সোম করা বনৌর্ব্বন্দীকৃত শ্রীবিগ্রহং।
প্রেমভক্ত্যাক্ত দুষ্প্রাপ্য সঞ্চারিত জগৎ ত্রয়ং॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সর্ব্বানন্দ কন্দ॥
কৃপা করি মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে।
নিত্যানন্দ চন্দ্রের গুণ গাইবার লোভে॥
শ্রীবীরচন্দ্রের গুণ গাইতে মন হয়।
ক্ষুদ্র পক্ষী তৃষ্ণা লোভে সমুদ্র ইচ্ছয়॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য লীলায় যে রহিল শেষ।
ইচ্ছা হয় তার কিছু কহিব বিশেষ॥
প্রার্থনা করিয়া সব বৈষ্ণব চরণে।
সবে শক্তি দেহ মোরে করিতে বর্ণনে॥
পূর্ব্বে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একাসনে।
নীলাচলে এই যুক্তি করিল নির্জ্জনে॥
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে এই সব লোকের হইবে নিস্তার॥
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে॥
তোমার গৃহেতে হবে আমার অবতার।
ভক্তি বিলাইয়া পুন তারিব সংসার॥
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে প্রকাশিয় নয়।
অচিন্ত্য আমার লীলা কেহ না জানয়॥
তোর কৃপা বিনে মোরে কেহ নাহি জানে।
সেই সে জানয়ে তুমি জানাহ যাহানে॥
পূর্ব্বে যদুবংশ নাহি করিলে দ্বাপরে।
এবে তোর বংশ বৃদ্ধি হইবে সংসারে॥
নিত্যানন্দ কহেন, সকলি কর তুমি।
তুমি যন্ত্রী হও যন্ত্র তুল্য হই আমি॥
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা।
কে আছে স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা॥
বিশেষে আমার তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা।
বিকর্ম্ম সুকর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা॥

অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা।
মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়া রহিলা॥
চিরদিন বই মোরে দরশন দিয়া।
নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া॥
আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা॥
পরভূষা পরাইয়া করিলে বিষয়ী।
আপনা বুঝিতে নারি কখন কি কই॥
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার।
আপনেত যতিধর্ম্ম করিলে স্বীকার॥
রমনী লম্পট ছাড়ি কীর্ত্তন লম্পটে।
সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারিব বটে॥
এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গোঁসাই।
তুমি সে অনন্ত গতি মোর আর নাই॥
তুমি মোর প্রাণ বন্ধু তুমি সে জীবন।
তুমি মোর প্রাণপতি হৃদয়ের ধন॥
আজ্ঞাকারি দাস[1] আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা তাহা বহি শিরে ধরি॥
এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হৈল।
প্রভু তার হস্তে ধরি কহিতে লাগিল॥
নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ মূর্ত্তিমান।
মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান॥
তুমি শক্তি হও আমি হই শক্তিমান।
শক্তি বিনা শক্তিমন্ত বৃথা অবস্থান॥

কোন কালে তোমাতে মোহতে নহে ভিন্ন
যেই তুমি সেই আমি নাহি কিছু অন্য॥
তুমাতে আমাতে যেই ভিন্ন করি মানে।
সে অধম মোর কর্ম্ম কখন না জানে॥
যৈছে মসুরের ডাইল দুই ফাক হয়।
তৈছে তুমি আমি এক ভিন্ন দেহ নয়॥
তুমি আমি একদেহ একই জীবন।
কলিকালে অবতার স্বকার্য্য সাধন॥
অতএব তোমাতেই মোর সুখ শক্তি।
কখন বা আবির্ভাব কখন বা স্ফূর্ত্তি॥
চলি-বলি করি যত তোমার ইচ্ছায়।
আমার যেখানে যত তোমার সহায়॥
নিত্যানন্দ কহেন, "কপট কলা তোর।
কত ভাঁতি কহ মন পাতিয়ান মোর॥
পূর্ব্বে গোপীগণে ব্রহ্ম জ্ঞান শিখাইয়া।
উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাঠাইয়া॥
সব ছাড়ি ভজি তোমার না পাইল সঙ্গ।
স্বগণ সন্তাপি সর্ব্বকাল এই রঙ্গ॥
মাতা পিতা পুত্রে মৈত্রে করিলে উদাস।
মোরা তাথে কি বলিব অকিঞ্চন দাস॥
যা বলিবে তাহাই করিতে হয় মোরে।
অলঙ্ঘ্য বচন কেবা পারে লঙ্ঘিবারে॥
সত্য বল পুনঃ কবে দরশন পাব।
তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ কেমনে সহিব॥"

১—আজ্ঞাকারি দাস—প্রভু নিত্যানন্দ অনাদিকাল হইতে প্রভুর সেবক হইয়া অঙ্গ-সঙ্গীরূপে বিরাজিত।

নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকোপধান-বর্ষাতপ বারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥ (শ্রীঅনন্ত-সংহিতা)

প্রভু নিত্যানন্দ নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান, ছত্রাদি সর্ব্বাত্মরূপ সেবার মূরতি ধারণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ মুরলী মনোহর শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিতেছেন। গরুড় রূপে বাহন, বলরাম রূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ রূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শেষরূপে শয্যা ইত্যাদি। তাই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্বকাল আজ্ঞাকারী দাস।

প্রভু কহে, 'প্রতি বর্ষ এথা না আসিবা।
ইচ্ছা মাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইবা॥
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই স্থানে॥
অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব।
তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব॥
গুপ্ত অবতার মোর বেদেই না জানে।
আপনার মন কথা কহি তোমা স্থানে॥
সত্য সত্য কহিয়ে অন্যথা কভু নয়।
তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয়॥'
এত শুনি নিত্যানন্দ পড়ে লোটাইয়া।
চরণের ধুলা লুটে চৈতন্য আসিয়া॥
দুইজনে গলাগলি করিয়ে রোদন।
এই মতে সেই রাত্রি হইল জাগরণ॥
প্রাতে গিয়া দুই প্রভু নিত্য কৃত্য করি।
অনিমিখে জগন্নাথের দেখিয়া মাধুরী॥
সেইদিন হইতে প্রভুর হইল কুন দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা॥
রাত্রিদিন রাধাভাবে ভাবিত হইয়া।
কৃষ্ণের বিরহ সব আস্বাদ করিয়া॥

রাধাগুণ আস্বাদনে স্বরূপের[১] সনে।
এ রস না জানে অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে॥
যুগধর্ম্ম পালন কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
এই দুই রসে মগ্ন শ্রীশচীনন্দন॥
ভাব রস নাম রস করি আস্বাদনে।
আপনি আচরি শিখাইল জগজ্জনে॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুপ্ত কথা হইল।
অন্তরঙ্গে ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ করিল॥
এ অতি নিগূঢ় কথা কেহ না জানিল।
প্রভুর মনোবৃত্তি প্রভু সকলি বুঝিল॥
ইঙ্গিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত স্থানে।
এই সব কথা আর কেহ নাহি জানে॥
একে একে ভক্তবৃন্দে তীর্থ যাত্রা হলে।
প্রভু পদে বিদায় হইয়া সবে চলে॥
নিত্যানন্দ আইলেন গৌড়দেশ দিয়া।
কতক মহান্তগণ সঙ্গেতে লইয়া॥
পথে পথে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যায় চলি।
মধুপানে মত্ত যেন পড়ে ঢলি ঢলি॥
গৌরগোবিন্দ রসে বিহ্বল হইয়া।
ভাসাইল সর্ব্বলোকে প্রেমভক্তি দিয়া॥

---

১) স্বরূপ—শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের একজন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত। নবদ্বীপে আবির্ভাব। পিতার নাম পদ্মগর্ভাচার্য্য। শ্রীহট্টের ভিটাদিয়া গ্রামের পদ্মগর্ভাচার্য্য অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। তথায় পুরুষোত্তম পণ্ডিতের জন্ম হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি বিরহে কাশীধামে চৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'স্বরূপ দামোদর' নাম ধারণ করেন। যোগপট্ট গ্রহণ না করায় 'স্বরূপ' নামে খ্যাত হন। দক্ষিণ গ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলে পৌঁছিলে স্বরূপ গিয়া মিলিত হন। তদবধি প্রভুর সমীপে অবস্থান করতঃ রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাব-উপযোগী পদ রচনা করিয়া সান্ত্বনা করিতেন। প্রভুর শেষ লীলা কড়চাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহাই 'স্বরূপের কড়চা' নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রহিয়াছে। মূল গ্রন্থখানি এখনও দুষ্প্রাপ্য।

পূর্ব্ববৎ চলিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
পানিহাটী[২] গ্রামে আইলা রাঘবের[৩] ঘরে॥
শুনি সব লোক আইসে আনন্দ উন্মাদে।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক সব দরশন সাধে॥
ত্রিবেণী[৪] পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥
কত লোক খায় বারি লয় কত আর।
কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নির্দ্ধার॥
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে পারে আসে যত জন॥
নর্ত্তনের কালে কত কীর্ত্তনীয়া গায়।
কত বা ময়ূর পুচ্ছ চামর ঢুলায়॥
শিরে লটপটি পাগ শ্রবণে কুণ্ডল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
অঙ্গদ বলয়া ভুজে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
গলে দোলে নীলমনি কণ্ঠেতে শিকলি॥
চরণ কমলে বাজে সোনার নূপুর।
শ্রবণ মাত্রকে পাপ তাপ যায় দূর॥
কমল নয়নে ধারা পড়ে মুখ বয়ে।
পদ্ম মধু ভ্রমরা ফেলিছে উখারিয়ে॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ মহামল্লবীর॥
অরুণ বরুণ অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কীর্ত্তন লম্পট সদা গৌর অনুরাগী॥
'গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ' বলি গর্জ্জে ঘনেঘন।
কি অদ্ভুত চেষ্টা কিছু না যায় বুঝন॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি সে ডাকিনে বামে হেলে।
অঙ্কুশের ঘাতে যেন মত্ত হস্তী দোলে॥
ঘূর্ণিত লোচন করি ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
'হয়' 'হয়' করি কথা মধুর করি ভাষে॥
কখন বা মৌন রহে নয়ন মুদিয়া।
শ্যামসুন্দর নটবর হৃদয়ে দেখিয়া॥
বাহ্য পাইলে প্রেমে মত্ত হুঙ্কার করিয়া।
'কৃষ্ণরে' বাপরে বলি কান্দয়ে ডাকিয়া॥
কোথা গেলা প্রাণপতি শ্রীনন্দনন্দন।
তোমা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন॥
হাহা নন্দসুত সেই মুরলী অধরে।
কোথা যাব কোথা পাব হৃদয় বিদরে॥
হাসি হাসি আসি মোরে দেহ দরশনে।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে রাখহ পরাণে॥
কখন বা জোড় হস্তে প্রভু বলি ডাকে।
কখন বসনে মুখ লুকাইয়া রাখে॥
মৃদু মৃদু স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে।
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে স্থির নাহি বান্ধে॥
রাগানুগা ভাবে প্রভুর গরবিত মন।
রাধা মোর প্রাণেশ্বরী তার একজন॥

---

২) পানিহাটী— পানিহাটী ২৪ পরগণা জেলার অবস্থিত। শিয়ালদহ—রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর ষ্টেশন নামিয়া শ্রীপাটে যাইতে হয়। ব্যারাকপুর শ্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

৩) রাঘবের ঘরে— রাঘব পণ্ডিতের রন্ধনে সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধারাণী অবস্থান করেন। রাঘবের ঝালি সর্ব্বজনে প্রসিদ্ধ। ব্রজের ধনিষ্ঠা সখী পূর্ব্ব সেবা অনুক্রমে রাঘব পণ্ডিত রূপে প্রকট হইয়া তদনুরূপ সেবা করিয়াছেন।

৪) ত্রিবেণী— হুগলী জেলার অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—কাটোয়া রেলপথে ত্রিবেণী রেল- ষ্টেশন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন স্থান, সপ্তঋষির তপস্যার স্থান ও প্রভু নিত্যানন্দের বিহার ভূমি।

কভু রাম ভাবে প্রভু মত্ত হই দোলে।
'কৃষ্ণরে' 'কৃষ্ণরে' প্রভু এই বোল বোলে॥
চল কৃষ্ণ ধেনু লয়ে যাই বৃন্দাবনে।
সখ্যভাবে এইমত রহে প্রভু মনে॥
ভায়ারে! ভায়ারে! বলি কখন বা হাসে।
বিধি স্থানে পাখা চাহে উড়িতে আকাশে॥
এই মত নিত্যানন্দ ভাবের উদগম।
কিভাবে কেমন করে বুঝিতে বিষম॥
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার।
অনন্ত শেষ যার নাহি পায় পার॥
একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া।
অম্বিকানগর[১] যায় এক ভৃত্য লইয়া॥
জাতিতে বণিক[২] নাম উদ্ধারণ দত্ত।
প্রভু পারিষদ হন পরম মহত্ত্ব॥
সূর্য্য দাস পণ্ডিতের দ্বারেতে রহিয়া।
অন্তঃপুরে দত্তেরে দিলেন পাঠাইয়া॥
তিঁহো গিয়া কহিল প্রভুর সমাচার।
শুনিয়া পণ্ডিত আসি হইলা সাক্ষাৎকার॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণ যুগলে।
কি ভাগ্য প্রসন্ন বলি জোড় হস্তে বলে॥
প্রভু কহে, 'তোমার কাছে আইলাম আমি।
বিবাহ করিব, মোরে কন্যা দেহ তুমি॥'
জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মায়াতে ভুলিলা।
আমি তার প্রায় বিপ্র কহিতে লাগিলা॥

পণ্ডিত কহেন, 'প্রভু ইহা কৈছে হয়।
বর্ণযুক্ত ব্রহ্মচারী আছে জাতি ভয়॥
যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগি, আমি যে ব্রাহ্মণ॥'
এত শুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া।
লোক সব নিরীক্ষয়ে চমৎকার হঞা॥
প'ণ্ডিত বিমনা হয়া গেলা অভ্যন্তরে।
স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে॥
যৈছে আমি রাত্রে আজি দেখিনু স্বপন।
সাক্ষাতে দেখিনু সেই প্রভুর চরণ॥
কিন্তু আমি গৃহাশ্রমী মনে শঙ্কা করি।
হেন কার্য্য আমার সিদ্ধ করিবেন হরি॥
হে কৃষ্ণ এমন কি করিবে বিধাতা।
নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাতা॥
এত চিন্তি বলিলেন বাড়ীর ভিতরে।
স্বগণ আনাই সব করিল গোচরে॥
গত নিশি শেষে এই দেখিল স্বপন।
তালধ্বজ রথে চড়ি এক মহাজন॥
শুভ্র গৌর কান্তি অতি প্রকাণ্ড শরীর।
আরক্ত লোচন যেন মহামল্ল বীর॥
করিয়া গম্ভীর বোল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
প্রেমে অঙ্গ গরগর ডাহিনে বামে দোলে॥
আমার দুয়ারে রথ রাখিল আসিয়া।
এই বাড়ি পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া॥

১ অম্বিকানগর— বর্ত্তমান নাম কালনা। কালনা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কালনা ষ্টেশন। ষ্টেশনের দেড় মাইল পূর্ব্বে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত। শালিগ্রাম হইতে প্রথমে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত এখানে আসিয়া বাস করেন।

২) উদ্ধারণ দত্ত— উদ্ধারণ দত্ত ব্রজের সুবাহু সখা। প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে তিনি সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ করেন। কাটোয়ার উদ্ধারণপুরে তাঁহার সমাধি ও সপ্তগ্রামে তাঁহার শ্রীপাট বিরাজিত।

স্কন্ধাবলম্বিয়া হল মূষল ধরিয়া।
আমারে ডাকিয়া নিল হাতসান দিয়া॥
পুষ্পেতে মণ্ডিত চূড়া কুণ্ডল এক কানে।
নীলধটি পরিধান নুপূর চরণে॥
পরিসর বক্ষ শোভা কৌস্তুভ যেমনি।
বনমালা কণ্ঠে শোভা অধর রঙ্গিনি॥
তাহাতে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে।
অলকা তিলকা মুখ পদ্ম সে ঝলকে॥
মোরে কহে তোর কন্তা বিবাহিব আমি।
অত্যাবধি আমারেহ না চিনিলে তুমি॥
এতেক কহিয়া মোরে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রাভঙ্গ হইল দেখি হয়াছে বিহান॥
বসুধা শুনিল স্বপ্ন গৃহ মাঝে থাকি।
স্বাভাবিক প্রেম উথলিল ঝরে আঁখি॥
বসনে আপন মুখ ঝাঁপিয়া রহিল।
নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল॥
আত্ম বন্ধু কহে এই অপরূপ কথা।
কেহো বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহুবস্থা॥
নিত্যানন্দ ব্রহ্ম কিন্তু আচরিত এই।
আমার গৃহস্থ কন্তা দিতে পারি কই॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ।
অন্তর দুঃখিত হঞা কহে 'রক্ষ কৃষ্ণ'॥
হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার কি হৈল কি হৈল॥
ধাঞা সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ দুয়ারে॥
অসম্বিত্ত অঙ্গ কন্ন নয়ন উত্তান।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম॥
চিকিৎসকগণ দেখি মরণ নির্দ্ধার।
কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার॥
অকস্মাৎ সন্নিপাত কয়ায় ইহাতে।
কহিয়া চিকিৎসা কৈল বহু শাস্ত্র মতে॥
তথা চ নাহিক কিছু ভালোর বিষয়।
ঔষধাদি বাঞ্ছিয়া চিকিৎসক কয়॥
অতঃপর কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা।
গঙ্গা তীর লও, তোমার কন্তা কুল জ্যেষ্ঠা॥
এত শুনি সূর্য্যদাস কান্দিতে লাগিল।
তারে আশ্বাসিয়া গৌরীদাস যে বলিল॥
বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে॥
যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার॥
বাঁচাইতে পারে যেই কন্তা দিব তাঁরে।
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিনু সবারে॥
সবে কহে এই কথা সবাকার দৃঢ়।
সবে মেলি চল নিত্যানন্দ পদে পড়॥
প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে নেত্রে ধারা বহি চলে॥
স্বগণ সহিত গৌরীদাস পায়ে পড়ে।
প্রভু ধরি উঠাইল মারিয়া চাপড়ে॥
ভুলিয়া রহিলি সব মূর্খ গোয়ালিয়া।
কণ্ঠেতে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়া॥
পণ্ডিত গোসাঞি কান্দে চরণে ধরিয়া।
আপনে লুটিলা সব মোরে ভুলাইয়া॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্গ না ছাড়ালে মোর।
সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর॥
সংপ্রতি শ্রীচরণ তোমার করাহ বিজয়।
দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয়॥

এত কহি প্রভু দিল বাড়ির ভিতরে।
বস্ত্র শুতি আছিল যাঁহা ঘরের দুয়ারে॥
বসনে আচ্ছন্ন তনু কিরণ উপরে।
মেঘের বিদ্যুৎ যেন ঝলমল করে॥
উত্তান নয়নাম্বুজ ধারা মকরন্দ।
চাঁচর চিকুর ভালে শোভে মধ্যচন্দ্র॥
দশন কিরণ উঠে অম্বর উপরে।
বিম্বের অন্তরে যেন কিরণ সঞ্চরে॥
দশম দশার শেষ তনুতে প্রকাশ।
এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস॥
অঙ্গ গন্ধ গিয়া নাসা প্রবেশ করিল।
মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল॥
তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল।
একি! একি! বলি গৃহে প্রবেশ করিল॥
লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল।
প্রাঙ্গনে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়ভুজ হৈল॥
ঊর্দ্ধে ধনুর্ব্বান মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমণ্ডল॥
মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গে মনি ভূষা করে ঝলমল॥
দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করয়ে স্তুতি করজোড় হৈয়া॥
ব্রাহ্মণ সকলে দেখি হইল চমৎকার।
দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার॥
হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে জিয়ে জিয়ে করে॥
সবে বলে পূর্ণদাস বিপ্র ভাগ্যবান।
জামাতা মিলি লয়ে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
সেবা করি দূর করাইল পরিশ্রান্ত॥

এখন না লয়ে বিপ্র হেন মতি ভ্রান্ত॥
পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ এক মত॥
বেদ সংস্কার পুনঃ দিব উপবীত।
পূর্ব্বাশ্রমের গোত্র গাঁই যেন আছে নীত॥
প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু করিল স্বীকার॥
যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই।
একলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি॥
সকলে আনন্দ হৈল করিয়া শ্রবণ।
পণ্ডিত গোসাঞি দ্রব্য করে আয়োজন॥
রাজপুত্র বিবাহের সম আয়োজন।
বহু দেশ হইতে জড় করিল ব্রাহ্মণ॥
আশ পাশের সব জনে নিমন্ত্রণ কৈল।
অনেক গুবাক পান উপস্থিত হৈল॥
শুভদিন কৈল বিপ্র আচার্য্য আনিয়া।
উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়া॥
সেই দিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়ে মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব॥
বাদ্যকার বাজায় বিবিধ বাদ্যগণ।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥
স্ত্রীগণেতে বিলায় সিন্দুর গুয়া পান।
তৈল সন্দেশ কত বিবিধ বিধান॥
একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া।
হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে শুধায়া॥
শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করয়ে কিম্বা আহরে ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে, ‘কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উত্তারি॥

এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।'
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময় ॥
তারা কহে 'এ বৈষ্ণব হয়ে কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন নামে কোথায় বসতি ॥'
প্রভু কহে 'ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি করিনু স্বীকার ॥'
এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল ॥
কিছু কহিবার শক্তি আছে বা কাহার।
সবার হৃদয়ে নিত্য বসতি যাহার ॥
তিঁহ যদি বলাইবে তবে সে বলিবে।
নতুবা কাহার সাধ্য বচন কহিবে ॥
যাহার শক্তিতে জীব বলয়ে চলয়।
কার শক্তি আছে তার সঙ্গে কথা কয় ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর কে বুঝিবে তার লীলা।
জীব উদ্ধারিতে প্রভু করে হেন খেলা ॥
তার পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সকলে।
সন্ধ্যা আহ্নিক করি আইলা এককালে ॥
যজ্ঞ কাষ্ঠ পুষ্প আনি কুশ কুশাসন।
উদূখল মূষল স্রুক্ আদি যত হন ॥
দণ্ড কুমণ্ডল ছত্র পাদুকাদি ঘৃত।
মেখলা কৌপীন কৃষ্ণাজিনে উপবিত ॥
বেদমত যজ্ঞাদিক করিয়া সকলে।
পুরোহিত নিত্যানন্দে 'অত্রাগচ্ছ' বলে ॥
বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ মণ্ডলে।
শ্রুতি মন্ত্রে অগ্নি মধ্যে ঘৃতাহুতি ঢালে ॥
যত বেদ বিধি মত শাস্ত্রেতে লিখিল।
তাহা করি দণ্ড কুমণ্ডল হস্তে দিল ॥
অরুণ কৌপীন বহির্ব্বাস কান্ধে ঝুলি।
'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' মাত্তা এই বোল বলি ॥
সংগ্রাম করিয়া সূর্য্যদাসের গৃহিণী।
সুবর্ণ রজত মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি ॥
পুরোহিত কহে, 'পাত্রী দানের নিমিত্তে।'
নিত্যানন্দ কহেন 'ও সব আছে চিত্তে ॥'
এতক'হ শুনাইল পুরোহিতের কানে।
ওঁ হো কহে এই বটে না হইবেক কেনে ॥
দণ্ড কুমণ্ডল ধরি প্রভু অট্টহাসে।
বার বার তিনবার এইত প্রকাশে।
চরণে পাদুকা, স্কন্ধে ছত্র চলি যায়।
সকলে দেখয়ে যেন নববটু প্রায় ॥
সেই মূর্ত্তি স্ত্রীগণ দেখিয়া কহে হাসি।
'রাম জেঠ' হইবে মরমে হেন বাসি ॥
প্রধান গৃহেতে প্রভু প্রবেশ করিলা।
তিনদিন সেই মত নির্জ্জনে রহিলা ॥
অতি প্রাতে সূর্য্যরথ দর্শন করিয়া।
বাহির হইল বিপ্র বদন দেখিয়া ॥
বিষ্ণুকে প্রণাম করি পিড়ার উপর।
বসিলেন নিত্যানন্দ চন্দ্র মনোহর ॥
গলাগলি করিয়া নগর নারী যত।
পণ্ডিতের গৃহেতে আইসে কত শত ॥
বদনে তাম্বুল পুরি নয়নে কজ্জল।
অঙ্গ দোলাইয়া এবে আইলা সকল ॥
অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত।
নারীগণ হুলাহুলি দেয় চতুর্ভিত ॥
সূত্র বান্ধিলেন গিয়া দুজনার হাথে।
বসুদেবী গৃহ প্রবেশিলা নম্র মাথে ॥
বাহিরে বাজায় কত মঙ্গল বাজনা।
পরম আনন্দে আসে যাই কতজনা ॥

জল সহিবারে চলে নাগরীর গণ ।
'বড় ভাগ্যবতী' বলি বলে কতজন ॥
কেবা পাইয়াছে হেন পুরুষ সুন্দর ।
পূর্ব্বেতে রেবতী যেন পাইলেন বর ॥
কেহ বলে পার্ব্বতী শঙ্করে যেন মেলা ।
কেহ বলে নারায়ণ সনেতে কমলা ॥
কেহ বলে কামদেব রতিত মিলন ।
কেহ কহে সীতারাম এই দরশন ॥
কেহ বলে বৃন্দাবন কিশোর কিশোরী ।
কেহ বলে দোঁহার রূপ কহিতে না পারি ॥
বরের অঙ্গের জ্যোতি কহনে না যায় ।
কন্যার অঙ্গের ছটা ভুবন মোহয় ॥
কেহ কেহ বলে সত্য লক্ষ্মীনারায়ণ ।
যৈছে বর তৈছে কন্যা কন্দর্প মোহন ॥
যার যত মনের কথা বলিয়া বলিয়া ।
হাসিয়া হাসিয়া পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া ॥
একে নব তরুণী নাগরী বিভা ঘর ।
আনন্দে ধরিতে নারে অঙ্গ পরস্পর ॥
এইমতে আনন্দে সমস্ত দিন গেল ।
প্রদোষ সময় আসি উপসন্ন হৈল ॥
বর কন্যা সাজাইতে কহিলা পণ্ডিত ।
শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় প্রীত ॥
নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণু মণ্ডপ উপরে ।
গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে ॥
পূর্ব্বে যেন বৃন্দাবনে রোহিনী নন্দনে ।
মনোহর বেশ কৈল সুবল আপনে ॥
দৈবে সেই বস্তু হয় নাহিক সংশয় ।
সত্য সেই রাম সেই সুবল নিশ্চয় ॥
সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ মোহন ।
তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন ॥
সহজেই প্রেমে মত্ত ঘূর্ণিত লোচন ।
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন ॥
উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে ।
সে মুখের শোভা বিধু মণ্ডল ঝলকে ॥
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘন সার ।
মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুভ্র উপবীত ।
বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত ॥
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল ।
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ ভূষা করে ঝলমল ॥
শিল্পী-পণ্ডিতা নারী বসিয়া নির্জ্জনে ।
বসুধার অঙ্গ বেশ করে এক মনে ॥

যথা রাগ :—

করেতে চিরুণি ধরি, কেশ সংস্কার করি,
স্বর্ণ সূত্র দিয়ে মূল বান্ধে ।
ত্রিগুচ্ছ সমান করি, বেণী কৈল মনহারী,
বদ্ধ কৈল কবরীর ছন্দে ॥
রঙ্গন পাটের থোপা, দুই দিগে কর্ণ ঝাঁপা,
পিঠে পড়ে হৈয়া সারি সারি ।
ললাটের কুন্তলোকে, এক এক করি তাকে,
বেণী বানাইল মনোহারী ॥
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া, মুছি মুখ নিরখিয়া,
কুঙ্কুম মাখিল পুনঃ তায় ।
অলকা তিলক করে, নয়ন অঞ্জন পরে,
সাজাইয়া দীর্ঘ রেখায় ॥
কপাল চিত্রিত করি, বিন্দু দিল সারি সারি,
চিবুকেতে চন্দ্রক রচিল ।
নাসায় তিলক দিয়া, মুছে তাহা নিরখিয়া,
তার পরে অঙ্গদ পরাইল ॥

নাসাগ্রেতে স্থূল মুক্তা, সুবর্ণের গুলযুক্তা,
দোলে কিবা অধর শিখরে।
তিল পুষ্প অগ্রে যেন, পড়ে মকরন্দ কণ,
স্থূলরূপে বিম্বের উপরে॥
সুবর্ণের কণ্ঠি হয়, কণ্ঠ বক্ষ পরিচয়,
আর দিল সুবর্ণপদক।
সে অতি বিচিত্র সাজে, ধরিল বক্ষের মাঝে,
শোভে যেন অনঙ্গ ফলক॥
কর্ণে দিল চাঁপা সোনা, সে যেন বিজুরি কোণা,
নম্র রহে অংশের উপরে।
রহিলা একত্র স্থিতি, স্বভাব চঞ্চল মতি;
অংশ পরশিতে সাধ করে॥
সুবর্ণ বলয়া ভুজে, করে নব সঙ্গ সাজে,
তার কোণে কনক কঙ্কণ।
সোনার নূপুর পদে, পরাইল বহু সাধে,
যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ॥
শুভ্র বস্ত্র পরাইয়া, অধরে তাম্বুল দিয়া,
গলে দিল গন্ধ পুষ্প মাল।
চন্দন চর্চ্চিত করি, অঙ্গে গন্ধ দিব্য ধরি,
ঘন সার করিয়া মিশাল॥
শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ, দুহু পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব,
হৃদয়েতে ধরি অবিরত।
তার লীলা গুণগানে, বৃন্দাবন দাস মনে,
তুইাল ধর ভেল চিত্ত॥
আত্মবন্ধু সবে মেলি কহিল পণ্ডিতে।
সকলে বলেন বর ভ্রমণ করিতে॥
পণ্ডিত শুনিয়া তাহা কৈল অঙ্গীকার।
সকলের অভিরুচি কর্ত্তব্য আমার॥
শুনি সবে আনন্দে ধাইল চতুর্ভিতে।
যার যত আয়োজন একত্র করিতে॥
আনি উপস্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে।
দিব্য চতুর্দ্দোলা পরি চড়ান প্রভুরে॥
বাদ্যকার সকল বাজায় এক তানে।
কত শত শত বাদ্য উঠিল গগনে॥
নর্ত্তন গায়ন গায় সুযন্ত্রিত তানে।
দিব্য বস্ত্র ভূষাপরি প্রভু বিদ্যমানে॥
লীলায় চলিল নিত্যানন্দ নগরেতে।
আনন্দ মঙ্গল ধ্বনি হয় চতুর্ভিতে॥
সারি সারি দোয়ারে নগর-নারীগণ
শিশু কোলে করি ধেয়া যায় কতজন॥
পৌগণ্ড বালক আগে আগে কত ধায়।
আনন্দে উন্মত্ত কত শত গীত গায়॥
ইছাই আতষ ছুটে পার্শ্ব গগনেতে।
দীপক জ্বালায়ে কত লক্ষ লক্ষ শতে॥
তাহার ছটাতে রাত্রি দেখি দিন প্রায়।
কত শত বিদ্যাধরি নাচি নাচি যায়॥
দেবগণ আসি সব নররূপ হইয়া।
দেখয়ে প্রভুর শোভা নয়ন ভরিয়া॥
দেবে নরে কি আনন্দ কহনে না যায়।
হেন লীলা করে প্রভু নিত্যানন্দ রায়॥
কলিযুগে হেন লীলা করেন ঈশ্বর।
বেদগুপ্ত লীলা এই জানিতে দুষ্কর॥
এইমতে নগর ভ্রমিয়া নিত্যানন্দ।
পণ্ডিতের দুয়ারে উদয় পূর্ণচন্দ্র॥
পণ্ডিত আসিয়া নিল করেতে ধরিয়া।
ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্পমালা পদে দিয়া॥
জল ধারা লইল বিবাহ স্থানেরে।
স্ত্রীগণ মেলিয়া সব হুলাহুলি করে॥
নিত্যানন্দ দাঁড়াইলা পিড়ের উপরে।
অঙ্গের ছটায় দিক ঝলমল করে॥

এতেক কহিয়া পণ্ডিত উর্দ্ধবাহু করি।
প্রেমে পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি॥
হে কৃষ্ণ! যাবৎ দেহ না রহিবে কখন।
নিত্যানন্দে রহে মোর কায়-বাক্য-মন॥
এই সব কহিলেন স্বগণ আসিয়া।
ভাল ভাল কহে তারা হাসিয়া হাসিয়া॥
তোমার সম্বন্ধে মোরা হইলাম কৃতার্থ।
প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কাহার সমর্থ॥
সবে কহে পণ্ডিতেরে হস্ত জোড় হয়া।
কলিকালে দিলা তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া॥
এইমত অম্বিকাতে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝে লোকেরে ভাসায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ইচ্ছা লীলা করে।
শ্রীবসু জাহ্নবা লৈয়া সতত বিহরে॥
একদিন নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্য প্রকাশি।
দুই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হাসি হাসি॥
অনন্ত শয্যাতে শুই প্রভু হলধর।
দুই প্রিয়া সেবা করে পালঙ্ক উপর॥
বসুলক্ষ্মী করে প্রভুর চরণ সেবন।
শ্রীজাহ্নবা মৃদু মৃদু হাস্য শ্রীবদন॥
কর্পূর তাম্বুল দেন প্রভুর অধরে।
চৌদিকে বেষ্টিত সখীগণ সেবা করে॥
কেহত চামর বায় কেহ বা বিজন।
মৃদু হাস্যে প্রভুর কি শোভা সে বদন॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি তেজ নাহি অন্ত।
সহস্র ফণার ছত্র ধরিয়া অনন্ত॥
অজ-ভবাদিক আদি জোড় করি কর।
সনক নারদ ব্যাস আর শুকবর॥
প্রভু প্রভু বলিয়া সবেই করে স্তুতি।
ঝলমল অঙ্গ ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি॥
মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর।
সূর্য্যদাস গৌরীদাস ছিল বাড়ির ভিতর॥
মহাতেজ দেখি সবে চমৎকার হৈলা।
জামাতা আলয়ে দুই ধাইয়া যে গেলা॥
দেখিলা পালঙ্ক পরি প্রভু শুই আছে।
দুই কন্যা চতুর্ভুজা দেখি প্রভুর কাছে॥
শুভ্র গৌর শ্বেত কান্তি অঙ্গের লাবণী।
চতুর্ভুজে নীলবাস কটিতে কিঙ্কিনী॥
নানা অলঙ্কারে সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত।
আজানুলম্বিত বনমালা বিরাজিত॥
দুই হস্তে শ্রীহল মূষল শোভা করি।
দুই হস্তে কৃষ্ণ নাম জপে করে ধরি॥
পারিষদগণ সব দেখি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভু! প্রভু! করি স্তুতি করে অতিশয়॥
জয় বলদেব জয় জয় সঙ্কর্ষণ।
কিবা প্রভু কিবা রূপ না যায় কথন॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়ে দুই ভাই।
জয় জয় বলরাম বলিয়া জিব তাই॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া।
উঠ উঠ বলি প্রভু তুলিল ধরিয়া
প্রভুর পরশে দোঁহে পাইলা চেতন।
দুই ভাই ধরে প্রভুর দুই শ্রীচরণ॥
দুই ভাই স্তুতি করে গলে বস্ত্র দিয়া।
হাসে কৃপাময় প্রভু দুহাঁরে চাহিয়া॥
তুমি দুই জন্ম জন্ম কৃষ্ণের প্রিয়দাস।
এই মত করি দুঁহা করিল আশ্বাস॥
বিদায় হইয়া দুঁহে করিলা গমন।
জানিলেন দুঁহে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
মন হইল খড়দহে করিব শ্রীপাট।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট॥

এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ গ্রাম।
প্রকট করিল তাঁহা আত্ম লীলাধাম॥
গৃহাশ্রমীধর্ম্ম প্রভু সকলি করিল।
'শ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ' সেবা প্রকটিল॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে চরণ সেবয়ে।
কারে কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে॥
দুই প্রিয়া সঙ্গে প্রভু করয়ে বিলাস।
নানা সুখে বিহরয়ে রতি সুখল্লাস॥
দুই প্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া।
দুই প্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূরণ করিয়া॥
দুই প্রিয়ার কি আনন্দ তার নাহি ওর।
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পাইয়া প্রেমে ভোর॥
চৈতন্য চরণে দোঁহে প্রার্থনা করয়।
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয়।
ভক্তি শক্তি জাহ্নবাতে বসুতে প্রকাশ।
এই গূঢ় লীলা কহে বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বংশ-বিস্তারে আত্ম লীলায়াং শ্রীবীরচন্দ্রাবতার কারণং নাম প্রথম স্তবকঃ।

দ্বিতীয় স্তবক

জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।
চরণ আশ্রয় দিয়া পূর্ণকর কাম॥

তথাহি—

প্রাতঃ সেমকরাকর্ণৈর্ব্বন্দীকৃত সুবিগ্রহং।
প্রেমভক্ত্যাখ্যাভুস্থাপ্য সঞ্চারিত জগত্রয়ং॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
মো পাপিষ্ঠে দেহ প্রভু চরণ আশ্রয়॥

ধুয়া—

জয় জয় নিত্যানন্দ, মহামহেশ্বর,
সকল আধার।
সব রস সাগর, ব্রজ জন নাগর,
দ্বিতীয় কৃষ্ণ অবতার॥
বসু রেবতী পতি, জাহ্নবা সংহতি,
পুরুষ প্রকৃতি দেহধারী।
গৌর মনোগত, অভিমত ভাবিত,
নিরবধি গৌর বিহারি॥
কলি মলে লিপ্ত, দীপ্ত নহু হরিরস,
অদরশে গৌর গোসাঞি।
শুদ্ধ ভক্তি বিনে, অন্য আরাধনে,
কলিজনে আনগতি নাঞি॥
কৃষ্ণ কৃপালু, কৃপা করি দীনহীনে,
পুনঃ যদি করে অবতার।
তবে সে সকল জীবে, কৃপা করি পুনঃ এবে,
তবে সে হইব উদ্ধার॥
বসুধা জাহ্নবা দেবী, নারায়ণ দেব সেবি,
শুদ্ধ সত্ত্ব মতি শিরোধার্য্যা।
নিত্যানন্দ প্রিয়, কুশল ঈশ্বরী,
সকল প্রকৃতি-গণ বর্য্যা॥
দুগ্ধ সিন্ধু, সম যার উদর,
বীরচন্দ্র অবতার।
সুকৃতি বন্ধুগণ, চিত নির ধারণ,
কৃষ্ণ করল পরচার॥
কলিমল নাশিতে, বীরচন্দ্র সম,
দুর্জ্জনগণ পৃথিবীর।
ত্রিংশদ্বয় লক্ষণ, যুত সুপুরুষ,
উভরণ বিনা মিহির॥

নিত্যানন্দ চন্দ্র, অতি হরষিত,
অট্ট অট্ট বহু হাস।
সব জন মন প্রাণ, বপ্তু নিরধারণ,
কহু বৃন্দাবন দাস ॥
ঈশ্বরের জন্ম কর্ম্ম কভু নাহি হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব বেদে মাত্র কয় ॥
অপ্রাকৃত লীলা এই জীব উদ্ধারিতে।
প্রাকৃত দেখায় এই মনুষ্য লীলাতে ॥
ভক্ত বিনা এ লীলা কে বুঝিতে পারে।
ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্তি কখন কি করে ॥
শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পাইয়া।
ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া ॥
শরৎ-কৃষ্ণা-নবমীতে বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাবে সবলোক আনন্দেতে ভাসে ॥
তিনলোকে জয় জয় হরিধ্বনি হৈল।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥
ধন্য ধন্য বসু লক্ষ্মী বলে সর্ব্বজন।
পুত্র প্রসবিল সেই গৌর নারায়ণ ॥
পঞ্চদশ মাস তেজোরূপী যে রহিলা।
মার্গশীর্ষ শুক্লা-চতুর্থীতে প্রসবিলা ॥

তথাহি—পদং—যথা রাগেন গীয়তে—
কনক কমল জ্যোতি, অঙ্গ ভঙ্গি শোভা অতি,
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে।
সিংহের ডম্বুর হেন, মধ্য দেশ অতি ক্ষীণ,
বক্ষ কণ্ঠ কিশোরী বিরাজে ॥
পাদপদ্ম শোভা অতি, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তথি,
রক্তোৎপল অঙ্ক নহি ভালে।
মধুর মধুর হাসি, উগরে অমিয়া রাশি,
দরশনে হৃদয় নির্ম্মল ॥
যত কুল বধু আসি, বালক দেখিয়া হাসি,
প্রশংসয়ে ধন্য ধন্য করি।
বসুলক্ষ্মী ভাগ্যবতী, পুত্র প্রসবিল সতী
ভুবনমোহন বলিহারী ॥
বালকের দরশনে, সবে চমৎকার মানে,
কোন মহাপুরুষ নিশ্চয়।
বৃন্দাবন দাস কহে, প্রাকৃত বালক নহে,
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন হয় ॥
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যে না দেখেছে গৌরচন্দ্র সে দেখুক আরবার ॥
ভুবনমোহন বাল্যরূপে করে লীলা।
দিন দিন বাড়ে যেন সুধাংশুর কলা ॥
একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে।
হেনকালে অভিরাম আইলা সত্বরে ॥
দাদারে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল।
প্রাঙ্গণে আসিয়া পুন অনেক হাসিল ॥
নিত্যানন্দ ধাইয়া ধরিল তাঁর গলে।
মধুর মধুর করি অভিরাম বলে ॥
শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান।
আমারে দেখাও আমি করিব প্রণাম ॥
নিত্যানন্দ কহেন সকলি জান সে।
আমিত না জানি কোথাকারে আইল কে ॥
এই মত ঠারে ঠারে কহেন দু'জনা।
গলে গলে ধরি করে প্রেমের কান্দনা ॥
অভিরাম আইলা শুনিয়া বসু দেবী।
কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি ॥
শুনিতেছি শ্রীবিগ্রহে দণ্ডবৎ হয়া।
আসিতেছে কত স্থানে বিদায় করিয়া ॥
বীরচন্দ্র শুতিয়াছেন খট্টায় উপরি।
দিব্য সুরঙ্গ বস্ত্র-খণ্ড বক্ষে ধরি ॥

আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা
প্রদোষে কমল কোষে ভুলিছে ভ্রমরা ॥
কজ্জল উজ্জ্বল রেখা নয়নের কাছে।
গোময় অঞ্জন ফোটা ললাটের মাঝে ॥
সুচারু চিকুরে সম্মুখের ঝুঁটা সাজে।
যেবা নিরখয়ে তার জাগে হিয়া মাঝে ॥
বসুলক্ষ্মী পুত্র নিলা কোলেতে তুলিয়া ॥
হেনকালে অভিরাম[1] তথায় আসিয়া ॥
দেখি বসুলক্ষ্মী দিলা জাহ্নবা কোলেতে ॥
পুত্র কোলে নিলা দেবী আনন্দ সহিতে ॥
হস্ত ফিরাইলা মাতা বালক মস্তকে ॥
মৃদু মৃদু হাসে প্রভু দেখিয়া মাতাকে ॥
হেনকালে অভিরাম তথাতে আসিয়া
অনিমিখে রহে শিশুরূপ নেহারিয়া ॥
নয়নে লাগিল যেন অমিয়া অঞ্জন।
সর্বেন্দ্রিয় জুড়াইল করি দরশন ॥
নিশ্চয় প্রভু শুতিয়াছে মাতার উরু পরে।
অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপাল।
মহাভুজ দীর্ঘকায় বক্ষ সুবিশাল ॥
কর পদ তলে যেন অঙ্কিত ত্রিশূল।
মহাপুরুষের আকৃতি তাহার উপরে ॥
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম।
চরণের তলে দিয়া করিলা প্রণাম ॥
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ।
বার বার তিনবার করিলা এইমত ॥
যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিলা তখন।
চরণ চালন করি শিশু প্রায় হয় ॥

চিনিলেন অভিরাম এই প্রভু মোর।
হাসি হাসি বলে আজ ঠাকুরালি তোর ॥
পূর্বে যৈছে গৌরাঙ্গের লাবণ্য সুন্দর।
সেইমত বীরচন্দ্র সর্ব কলেবর ॥
তৈছে মুখচন্দ্র শোভা তৈছে দুই নেত্র।
তৈছে দুই ভুজ শোভা আজানুলম্বিত ॥
তৈছে সর্ব অঙ্গ ভঙ্গী দেখি অভিরাম।
সেই সেই বলে প্রেমে ঝুরে দু নয়ান ॥
প্রদক্ষিণ করি পুনঃ দণ্ডবৎ করি।
প্রেমানন্দে ভাসিয়া বলেন হরি হরি ॥
শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া বাহির হইলা।
নিত্যানন্দ সমাদর করি বসাইলা ॥
ময়ূর পুচ্ছের চূড়া গুঞ্জা পুষ্পমালা।
মকর কুণ্ডল কানে হস্তে স্বর্ণ বালা ॥
কটিতে কিঙ্কিণী খাড়ু চরণে নূপুর।
কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর ॥
বৃষভানু নৃপতির নন্দন শ্রীদাম।
সেই সিদ্ধ গোপ মাত্র নাম 'অভিরাম' ॥
এক রাত্রি রহিয়া গেলেন অন্য স্থানে।
উৎকণ্ঠা আনন্দে কেহ নাহিক বিশ্রামে ॥
বাল্য লীলা ছলে প্রভু আছে প্রকাশিয়া।
বিহরয়ে নিত্যানন্দ চন্দ্রে সুখ দিয়া ॥
অদ্বৈত গোসাঞি শান্তিপুর হইতে আইলা।
দেখি আনন্দিত হৈলা সাবধানে রহিলা ॥
পুন চোরা আসিয়াছে জগতি নাশয়ে ঘরে।
ক্ষণে অবধৌত ক্ষণে রহেছ সংসারে ॥
ভক্তির প্রভাবে জানিলেন সীতানাথ।
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র আপনে সাক্ষাৎ ॥

১) অভিরাম— ব্রজের শ্রীদাম সখা ব্রজ দেহ লইয়াই গৌড় দেশে আগমন করতঃ খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নাম অভিরাম গোপাল রাখেন।

'চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে।
এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে॥'
সহজে অদ্বৈত গোসাঞি তর্জ্জায় সমর্থ।
তার কৃপা যারে সেই জানে সব অর্থ॥
নিজ প্রাণনাথ জানি অদ্বৈত গোসাঞি।
অনেক প্রণাম কৈল প্রেমে বাহ্য নাই॥
'সেই চোরা' 'সেই চোরা' বলয়ে অদ্বৈত।
এ সকল প্রেম কথা কে জানিবে তত্ত্ব॥
দেখিয়া সবার মনে চমৎকার হইলা।
কোন মহাপুরুষ নিত্যানন্দ ঘরে আইলা॥
প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেল পুরে।
আর যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেল ঘরে॥
এইমতে বীরচন্দ্র বাল্যলীলা বেশে।
মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে॥
কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী।
যার যাঁহা নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি॥
কোটি কন্দর্প লাবণ্য মন মোহনীয়া।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দেখেন আসিয়া॥
নবরূপ ধরিয়া সকল দেবগণ।
নিতি আসি বীরচন্দ্রে করে দরশন॥
ভাল লীলা কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে।
তোমার কৃপা বিনে এই কে জানিতে পারে॥
ঘোর কলিযুগে প্রভু ঐছে লীলা কর।
কে জানিতে পারে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
এইমত নতি স্তুতি করে দেবগণ।
শুনিয়া হাসেন বীরচন্দ্র নারায়ণ॥
চরণে মগরা খাড়ু বাঘ নখ গলে।
বিধি কি গড়িল রূপ রসের মিশালে॥
অন্যের কি দায় নিত্যানন্দ মোহ পায়।
পুত্র বুদ্ধি না করেন প্রভু সর্ব্বথায়॥
বীরচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে কিছু নাহি ভেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥
শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞির চরণ করি আশ।
বংশ-বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তারে আত্ত
লীলায়াং শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র প্রকাশ
কথনং নাম দ্বিতীয় স্তবকঃ॥

তৃতীয় স্তবক

শ্রীবীরচন্দ্র কলি-তামস-সংহার চন্দ্র-
স্বভক্ত কৌমুদ প্রফুল্লিত কারি চন্দ্র।
শ্রীজাহ্নবাজ্ঞ নয়নে ক্ষণদীপ্ত চন্দ্র-
প্রেমামৃতং বিতরণে পরিপূর্ণ চন্দ্র॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যার নাম লবা মাত্র ভক্তি সিদ্ধ হয়॥
মাহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধ চিত্ত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পূজা তার নিত্য কৃত্য॥
'সুধাময়' নাম পিপ্লিলাইর[১] জামাতা।
'বিদ্যুন্মালা' নামে হয় তাহার বনিতা॥
বিষ্ণু-পরায়ণী-শুদ্ধা-পতিব্রতা-নারী।
স্বামীর নিকটে নিত্য রহে কর জুড়ি॥

১) পিপ্লিলাই— পিপ্লিলাই বলিতে শ্রীকমলাকর পিপ্লিলাইকে বুঝায়। তিনি দ্বাদশ গোপালের একজন। পূর্ব্ব অবতারে ব্রজে 'মহাবল' নামে ছিলেন।

কন্যা পুত্র হীন মুই বৃথা জন্ম যায়।
কি সুখ সংসারে থাকি কিসের মায়ায় ॥
মুখুটী কহয়ে সতী মোর মন অই।
নির্ব্বিষয় হয়েছি গৃহে তোরে সত্য কই ॥
প্রভুর চন্দন যাত্রায় যাত্রিক[1] সহিতে।
চল যাব শ্রীমুকুন্দ-দর্শন করিতে ॥
তার কৃপায় মোর চিত্তে হইল স্ফুরণ।
চল গিয়া করি জগন্নাথ দরশন ॥
এত বলি বিপ্রবর হরিধ্বনি করে।
ভাসি গেল সুধাময় আনন্দ সাগরে ॥
তার পরদিনে গ্রামী-বিপ্রে নিমন্ত্রণ।
চতুর্ব্বিধ করি ভক্ষ্য ভোজ্য করাইল ॥
ঘরে যত দ্রব্য ছিল বিপ্রে কৈল দান।
মাল্য গন্ধ দিয়া সবার করিল সম্মান ॥
হেনকালে আইল যত যাত্রিকেরগণ।
মহামহোৎসবে তারা করিল ভোজন ॥
প্রাতে উঠি বিপ্রবর পত্নী করি সঙ্গে।
চলিল বৈষ্ণবসহ হরিকথা রঙ্গে ॥
অবশেষ বিষয় ধনরত্ন-যত ছিল।
জগন্নাথের ভোগ লাগি সঙ্গে করি নিল ॥
ক্রমে ক্রমে চলিয়া আইলা নীলাচলে।
পথ পরিশ্রম নাহি, হরি হরি বোলে ॥
শ্রীমুখ দর্শন করি কৃতার্থ মানিল।
সর্ব্ব তীর্থ পর্য্যটন প্রদক্ষিণ কৈল ॥
পরম আনন্দ কৈল রথ মহোৎসবে।
সঞ্চয় যা, যার ব্যয় করিল উৎসবে ॥
চতুর্ম্মাস্য রহি করে তীর্থ পর্য্যটন।
নিজ ভার্য্যা প্রতি এই কহিল বচন ॥
নির্জ্জন স্থানেতে চল সমুদ্রের তীরে।
সাধন করিব প্রাপ্তি লাগি যত্নবরে ॥
তথা গিয়া এক ক্ষুদ্র পত্রাশ্রম করি।
নিরন্তর হৃষ্টমনে জপয়ে মুরারী ॥
বহুকাল ধ্যানে তুষ্ট সমুদ্র হইয়া।
কন্যা এক সঙ্গে করি মিলিলা আসিয়া ॥
মূর্ত্তিমন্ত জলনিধি হইয়া সদয়।
কন্যা অগ্রে ধরি বিপ্রে মৃদু ভাষা কয় ॥
'এই কন্যা লইয়া তুমি পালহ যতনে।
ইহাঁ হৈতে পাবে তুমি পুরুষ রতনে ॥
এই কন্যা হইতে তোমার কুলের উদ্ধার।
এই কন্যা হইতে যাবে সংসারের পার ॥
'নারায়ণী' নামে এই কন্যা লক্ষ্মীরূপা।
গঙ্গা সমর্পিল মোরে তোরে করি কৃপা ॥
এই কন্যার বর তিনলোক যোগ্য নহে।
ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের যোগ্য রহে ॥'
বিপ্র কহে, 'আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
আমা হৈতে লক্ষ্মী কৈছে হইব পালন ॥'
জলনিধি কহে, 'বিপ্র না করিহ ভয়।
দুঃস্বপ্ন নহে সুস্বপ্ন এই হয় ॥
প্রত্যক্ষা রহিবে তব স্নেহের বশ হৈয়া।
থাকিবেন নিরন্তর প্রভুরে ভাবিয়া ॥
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তেহো বিষ্ণু বিশ্বধাম।
নিত্যানন্দ অনুজ শ্রীবীরচন্দ্র নাম ॥
অল্পদিনে তীর্থ করি এথাহি আসিবে।
কন্যা পরিগ্রহ করি কৃতার্থ করিবে ॥
এত কহি জলনিধি অন্তর্দ্ধান হৈল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহে হৃষ্ট চিত্ত হৈল ॥

---

১) যাত্রিক সহিতে— শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে চতুর্ম্মাস্য যাপনকারী গমনরত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গে

কবে বীরচন্দ্র প্রভু দিবেন দরশন।
রাত্রিদিন দোঁহাকার এই উপাসন॥
এই খানে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
যে কথা শ্রবণে মিলে গৌর ভগবান॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যাঁর কৃপায় ভক্তিযোগ জ্ঞান সিদ্ধি হয়॥
যার নাম স্মরণে সংসার বন্ধ নাশ।
যার নাম লইলে হয় গৌরাঙ্গের দাস॥
সর্ব্ব অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ ভাই॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভুর সদাই বিলাপ।
কদাচিত বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া গৌরাঙ্গ গুণ গায়॥
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ সুতে॥
আপনে গৌরাঙ্গ নাম হৃদয়ে জপয়ে।
গৌরভক্ত বিনে নিতাই কিছু না জানয়ে॥
নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্রীবসু জাহ্নবা সদা বাড়ান পিরীতি॥
গৌর প্রেমে গরগর না জানে দিবারাতি।
শ্যামসুন্দরেহ কভু দেখে গৌর দ্যুতি॥
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব॥
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইল।
শ্রীবসু জাহ্নবা লইয়া গমন করিল॥
তথা হৈতে একচাকা করিলা গমন।
বঙ্কিমদেবেরে গিয়া করেন দরশন॥
কতোদিন বঙ্কিমদেব দর্শন করি তথা।
পুনঃ শ্রীবঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান হৈল হেথা॥

এসব বিরহ লীলা বর্ণন করিতে।
প্রাণপোড়ে অতএব না পারি বর্ণিতে॥
প্রভু দরশনাভাবে বৈষ্ণব ব্যাকুল।
এক বীরচন্দ্র সবার প্রাণ-সমতুল॥
প্রভুর বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অন্য মনা।
বিরলে বসিয়া সদা করয়ে ভাবনা॥
কি করিব কোথা যাব বচন না স্ফুরে।
অপ্রকট হইলা প্রভু ছাড়িয়া আমারে॥
আনে কহে ভক্ত সব তোমা পরতন্ত্র।
যখন যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র॥
মহামহোৎসব করে ভক্তবৃন্দ লয়ে।
অগ্রে পরিমণ্ডলাক্ষা অভিষিক্ত হয়ে॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু মহোৎসব কৈলা।
ভক্তবৃন্দ সমুঝিয়া সান্ত্বনা করিলা॥
নর্ত্তক গোপাল আর প্রভুর মাতুল।
মহামহোৎসব দ্রব্য বহুতর কৈল॥
দেশে দেশে নিমন্ত্রণ মহান্তের গণে।
মহাপ্রভু অভিষেক হইব শুভদিনে॥
এত শুনি যেবা আইল যেবা না আইল।
লোক দ্বারে ভেট দিয়া কৃতার্থ মানিল॥
তার মধ্যে দুর্ভাগ্য হইল যেবা জন।
জন্মে জন্মে বিমুখ রহিল শ্রীচরণ॥
সে সবার নাম লইতে শ্রদ্ধা নাহি হয়।
প্রভুর শুদ্ধ ভক্তগণের মনে তাপ রয়॥
সে সব প্রসঙ্গ এথা নাহি প্রয়োজন।
মন দিয়া শুন প্রভুর বংশের কীর্ত্তন॥
এইমত মহোৎসব সম্পূর্ণ হইল।
তবে মহান্তের গণ মনে বিচারিল।
তারপর শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া।
প্রভু বীরচন্দ্রে মহাঅভিষেক করিয়া॥

মনে মনে শ্রীঅদ্বৈত জানিলেন সায় ।
সেই চোয়া পুনরপি আইলেন আর বায় ॥
কারে না কহিয়া প্রভু বিদায় হইয়া ।
চলিলেন নিজগৃহে চৈতন্য স্মরিয়া ॥
নিজ নিজ গৃহে সব ভক্ত চলি গেলা ।
নিজগণ লইয়া প্রভু বিরহে রহিলা ॥
তবে কতদিন রহি বীরচন্দ্র রায় ।
উপাসনা হব বলি মাতারে সুধায় ॥
গোপনে কহিল প্রভু বিরলে ডাকিয়া ।
কিবা দৃঢ় কৈল বীর পুনঃ দেখি ইহা ॥
তিঁহো নিবেদিল প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
যারে যে করায় সেই তাহাতে তৎপর ॥
দাস মুঞি কি বলিব কিবা জানি কথা ।
ব্যবহার পরমার্থের জানেন ব্যবস্থা ॥
বাহিরে আসিয়া দেখে প্রভু খড়্গাপরী ।
বসিয়াছেন পারিষদগণ সঙ্গে করি ॥
গঙ্গাস্নানে যাব বলি হইল হুংকার ।
স্নান পূজাদ্রব্য সব কৈল সাক্ষাৎকার ॥
'দূরঘাট যাব' বলি প্রভু যে বলিল ।
নৌকা লইয়া নাবিক স্নান ঘাটেতে রহিল ॥
কীর্ত্তনীয়াগণ গায় বেড়ি বীরচন্দ্রে ।
নৌকায় চড়িল প্রভু কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ॥
শান্তিপুর মুখ করি নৌকা ছাড়ি দিল ।
তার মন বাক্য শ্রীজাহ্নবা জানিল ॥
চন্দ্রশেখরে আনি কহিল তুরিতে ।
ফিরাইয়া আন বীরে হৈল বিপরীতে ॥
উপাসনা লাগি যান অদ্বৈতের স্থানে ।
ছলবল করি শীঘ্র আনহ তাহানে ॥
রড়ে ধায় পণ্ডিত অতি ব্যাকুল হইয়া ।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে তাহা না শুনিয়া ॥
হেন সময়ে শুনি কীর্ত্তনীয়া রামদাস ।
কায়মনোবাক্যে যার নিত্যানন্দে বিশ্বাস ॥
তিঁহ কহে পণ্ডিত এত উদ্বিগ্ন হইয়া ॥
কোথা যাও কোন বার্ত্তা কহ বুঝাইয়া ॥
তিঁহো কহে, 'প্রভুর নন্দন বীর রায় ।
অদ্বৈতের স্থানে উপাসনা হইতে যায় ॥
হায় ! হায় ! করি ডাক পাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ।
না শুনয়ে প্রভু উচ্চ হরিধ্বনি করে ॥
ক্রোধ করি রামদাস বাহিয়া ফেলিল ।
নির্ভরে বাহিল নৌকা দুই খণ্ড হইল ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রভু গঙ্গার মধ্য জলে ।
কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে জলের উপরে চলে ॥
অর্দ্ধ গঙ্গা গিয়ে পুন ফিরিলেন কূলে ।
সন্তরণ করি তীর পাইল হিল্লোলে ॥
স্তুতি করে রামদাস পরম প্রবীণ ।
তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী আমি দীন হীন ॥
তুমি জগতের গুরু শিক্ষা দীক্ষা মূর্ত্তি ।
ত্রিভুবনে ঘুষিবে তোমার গুণকীর্ত্তি ॥
তুষ্ট হইলা প্রভু তার শুনিয়া স্তবন ।
মহাপ্রেমময় জানি দিল আলিঙ্গন ॥
গঙ্গা স্নান করি চলে নিজ অভ্যন্তরে ।
প্রেমী-রামদাসে নিল ধরি তার করে ॥
হেনকালে শ্রীমতি জাহ্নবা স্নান করে ।
বসিয়া আছেন বীরচন্দ্র পথ হেরে ॥
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী-মাতা কৃষ্ণ-অনুরাগী ।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-রসে অঙ্গ ডগমগী ॥
দুই কর বন্ধ কৃষ্ণ নামের গ্রহণে ।
এ সময়ে যুবা পুত্র দেখিয়ে নয়নে ॥
অপরাধ হয় পাছে নাম ভজ ক্রমে ।
আর দুই ভুজে বস্ত্র করিল সম্ভ্রমে ॥

আর দুই হস্তে দেখি শ্রীহল মুষল ।
শুভ্র শ্বেত কান্তি ষড়্ভুজ কি সুন্দর ॥
তখন দেখাইয়া মাতা তখনি লুকাইল ।
দেখি বীরচন্দ্র প্রভু চমৎকার পাইল ॥
ইহা দেখি বীরচন্দ্র পড়ে শ্রীচরণে ।
অপরাধ কৈনু মাতা ক্ষমা কর মনে ॥
মন্ত্রদান করি কর আমার উদ্ধার ।
যেমতে হই এ ভব সংসারের পার ॥
তবে শ্রীজাহ্নবা মহামন্ত্র কৈল দান ।
প্রেম উথলিল করে কৃষ্ণগুণ গান ॥
ধরিতে না পারে কেহ হইল অস্থির ।
উদ্দণ্ড নর্ত্তনে যেন মহামল্লবীর ॥
'পাইনু পাইনু' বলি যায় গড়াগড়ি ।
বৈষ্ণবের পদ ধরিবারে রড়ারড়ি ॥
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ ধুলে গড়ি যায় ।
'কৃষ্ণরে' 'বাপরে' বলি করে হায় হায় ॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন ।
একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥
এইমতে মহানন্দে বীরচন্দ্র রায় ।
কৃষ্ণ মহোৎসবানন্দে ভাসে সর্ব্বথায় ॥
সর্ব্বদা করেন কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন ।
হৃদে দেখেন শ্যামসুন্দর মুরলী বদন ॥

এমত কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্রে ডুবিয়া ।
কিছু স্থির হইলা কৃষ্ণ নামগুণ গাইয়া ।
সংসার করিব বাঞ্ছা হইল অন্তরে ।
'মোর প্রিয়া কোথা বলি' অন্বেষণ করে ॥
অন্তর্য্যামী জানিলেন আপনার মনে ।
আমিহ যাইব নীলাচল দরশনে ॥
মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী প্রভুর জন্মোৎসব ।
করিয়া চলিল সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ॥
হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে চলে প্রেমানন্দে ।
কি সুখ সাগরে ভাসি চলে ভক্তবৃন্দে ।
কতদিনে নীলাচলে প্রবেশ করিলা ।
সার্ব্বভৌম[1] আদি ভক্ত প্রভুরে মিলিলা ॥
অভিরাম ঠাকুর সবার পরিচয় দিয়া ।
এ সকল মহাপ্রভুর প্রিয়তম কহিয়া ॥
শুনি প্রভু সবারে কৈলেন আলিঙ্গন ।
সবে দেখে সেই কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান ॥
সেইরূপ সেই বোল সেইত লক্ষণ ।
সেই নৃত্য সেই প্রেম সেই সঙ্কীর্ত্তন ॥
তৈছে প্রভুর সঙ্গে মর্য্যাদা করিলা ।
প্রতাপ রুদ্রের ছেলে আসিয়া মিলিলা ॥
ক্ষেত্রে যাই গোবিন্দের দোলযাত্রা দেখি ।
মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে পদ্ম আঁখি ॥

১) সার্ব্বভৌম— সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ বাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতা। তাঁহার নাম বাসুদেব। অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য গুণে 'সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য' উপাধিলাভ করেন। যবনগণ কর্ত্তৃক নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলে তাঁহারা নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। মহেশ্বর বিশারদ কাশীধামে বাস করেন। বাচস্পতি গৌড়ে অবস্থান করেন। আর সার্ব্বভৌমকে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্র আকর্ষণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিয়োজিত করেন। তদবধি ক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বড় বড় সন্ন্যাসীগণকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ক্ষেত্রে গমন করিলে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রথম মিলন ঘটে। পরে তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া বেদান্ত বিচার উপলক্ষ্যে তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডন করেন এবং তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভক্তি পথে আনয়ন করেন। তদবধি গৌর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রভুর সেবায় ব্রতী হইলেন। প্রভু তাঁর বিদ্যা গর্ব্ব খণ্ডনকালে যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময় ক্ষণ মধ্যে শত শ্লোক রচনা করিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুর স্তব করেন। তাহাই শ্রীচৈতন্য শতক নামে প্রসিদ্ধ।

চিত্র বিচিত্র লীলা কৈল পুরুষে প্রেমে।
পুন গৌরচন্দ্র প্রকট হৈল সর্বজনে॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সিংহগ্রীব গজ স্কন্ধ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অরুণ বরণ অঙ্গে রত্ন মনিহার।
শ্রবণে কুণ্ডল যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
অঙ্গদ বলয়া ভুজে চরণে নুপুর।
জ্ঞান যোগ রোগ শোক দেখি যায় দূর॥
শ্রীমুখ সুন্দর যেবা করয়ে দর্শন।
আর জন্ম নাহি করি তার হয় মন॥
কীর্ত্তন উদ্দণ্ড নৃত্য হরিধ্বনি করে।
জল যন্ত্র ধারা যেন দুই নেত্রে ঝরে॥
এইমত নীলাচল বাসী সর্ব্বজনে।
সবে বলে সেই কৃষ্ণ চৈতন্য আপনে॥
কতদিন রহি গেলা দক্ষিণ ভ্রমণে।
কত মনোহর লীলা কৈল স্থানে স্থানে॥
পূর্ব্বে যৈছে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিলা।
সেইমত সর্ব্বদেশ উদ্ধার হইলা॥
যেই দেখে সেই বলে কৃষ্ণ হরি হরি।
ঐছে নর-পশু-পক্ষ সকল নিস্তারি॥
পুনরপি নীলাচলে করিলা গমন।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে নিস্তারিলা ত্রিভুবন॥
ভাগ্যতরু ফলিত হইলা বিপ্রবর।
পথ শ্রমে আইলা প্রভু সুধাময় ঘর॥
তারে দেখি বিপ্রবর পত্নীর সহিতে।
দর্শন প্রভাবে যায় চরণে ধরিতে॥
আস্তে ব্যস্তে প্রভু তারে সান্ত্বনা করিল।
কিবা রাখিয়াছ বিপ্র তাহা দেহ কৈল॥
বিপ্র বলে, 'আমি অতি দরিদ্র পামর।
কিবা ধন দিব আছে দেখ মোর ঘর॥'

এত কহি হস্ত ধরি তারে ঘরে নিল।
ছায়ারূপা নারায়ণী তাহাই দেখিল॥
পত্রের কুটীরে বসি লক্ষ্মী জলোদ্ভবা।
গন্ধ মাল্য দিয়া করে নারায়ণ সেবা॥
সেই নারায়ণ সাক্ষাৎ আইলা আপনে।
লক্ষ্মীদেবী জানিলেন তাহা মনে মনে॥
এই মোর প্রাণনাথ জানিলা নিশ্চয়ে।
মোর প্রভু বিনে কি মোর মন মোহয়ে॥
এইমত লক্ষ্মীদেবী মনে মনে কৈল।
যেই মালা নারায়ণের কণ্ঠে পরাইল॥
সেই মালা প্রভু কণ্ঠে পড়ে আচম্বিতে।
সুধাময় শ্রুতি পাঠ কৈল বহু মতে॥
প্রভু আসি সকল স্বগণ সঙ্গে লৈয়া।
নিকটে চিলকা গ্রামে রহিল আসিয়া॥
সুধাময় বিপ্র আসি নিমন্ত্রণ কৈল।
স্বগণ বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহিল॥
তবে সেই বিপ্র দিয়া গলতে বসন।
প্রভুর গণেতে করে আত্ম নিবেদন॥
জলোদ্ভবা কন্যা এক আছে মোর স্থানে।
জলনিধি দিয়াছেন করিতে পালনে॥
মহাপুরুষের যোগ্য এই কন্যা হয়।
পরিচয় দিয়া মোরে করহ নির্ভয়॥
কোন-গোত্র গ্রামী আর কাহার-সন্তান।
অকপটে কহি মোরে কর পরিত্রাণ॥
কহে, 'হাড়াই বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্র নিত্যানন্দ।
শাণ্ডিল্য গোত্র হয় ওঝাকুলে পূর্ণচন্দ্র॥
তাঁর এক পুত্র ইহার বীরচন্দ্র নাম।
রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বত্র বাখ্যান॥
আত্ম পরিচয় দিল সব বিপ্রগণে।
সভে ভাল ভাল কৈল আনন্দিত মনে॥

এতেক শুনিয়া বিপ্র আনন্দিত হৈল।
সঙ্গের বিপ্রগণ লৈয়া শুভলগ্ন কৈল॥
বিপ্র কহে, 'দান দিব পঞ্চ হরিতকী।'
প্রভু কহে, 'তথাস্তু হৈল একি একি॥'
গোধূলিতে লগ্ন হৈল অতি শুভক্ষণ।
বিনা বর বেশে প্রভু বরের মোহন॥
হেন কালে জলনিধি আইলা বিপ্র স্থানে।
মনুষ্যের বেশ ধরি বসিলা নির্জ্জনে॥
কহ বিপ্র কিবা চাহি করি পুরস্কার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কি কহিব আর॥
মো অতি নিমচ্ছর আজি মচ্ছর হৈনু।
লক্ষ্মীনারায়ণ যুগল নয়নে দেখিনু॥
জলনিধি বলে বিপ্র দেখ বিদ্যমান।
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ সাক্ষাৎ ভগবান॥
জগন্নাথ যেই বস্তু সেই এই রূপ।
কেবল পরমানন্দ আনন্দ স্বরূপ॥
বহু মূল্য রত্ন বিপ্রে কৈল সমর্পণে।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য স্তূপ করিল সেই ক্ষণে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর নারদ তুম্বরে।
নরবেশ ধরি সবা আইলা বিপ্রপুরে॥
বেদধ্বনি করে কেহ, কেহ গায় বায়।
দেবরূপে-নররূপে কেহ আয় যায়॥
নারায়ণী অঙ্গবেশ করিল মোহিনী।
বর বেশ কৈল আসি সমুদ্র আপনি॥'
সর্ব্বপূর্ণ হইল আইল গোধুলি।
দুজনায় দেখা দেখি পুষ্প ফেলাফেলি॥
মহাবাক্য দ্বিজবর করে উচ্চারণ।
কন্যাদান কৈল শুভলগ্ন শুভক্ষণ॥
সমুদ্র আপন কোষালয় দিব্যাগারে।
কুসুম শয্যায় শুতাইল দোঁহাকারে॥
চিরদিন বিয়োগ বিষাদে দুই জন।
চির-নিরীক্ষয়ে দোঁহে দোঁহার বদন॥
সুপ্রভাতে উঠি প্রভু মুখ প্রক্ষালিল।
সঙ্গীগণ মধ্যে আসি শুভ প্রশ্ন কৈল॥
বক্রেশ্বর[১] পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈল।
দেশেরে যাইব বলি এই বোল বৈল॥
তিঁহো কহে, 'শিরোধার্য্য তোমার বচন।'
এত কহি তিঁহো গেলা রাজার ভবন॥
গজপতির সন্তান সে দেশে অধিকারী।
দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ চক্রদেব নামধারী॥
পণ্ডিত আসিয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
রাজার অন্তরে ভক্তি সিন্ধু উথালিল॥
দণ্ডবৎ করি পড়ে চরণ যুগলে।
কৃতার্থ হইনু এই বার বার বলে॥
কৃপা করি মন্ত্র দেহ আমার শ্রবণে।
স্নান পূজা করি দোঁহে গেলেন নির্জ্জনে॥
'রাধাকৃষ্ণ' মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ কৈল।
সংসার তরিল তারে এই বোল বৈল॥
কিবা আজ্ঞা হয় রাজা কহে হস্ত জোড়ে।
নেত্রে জল ঝরে পদে বারে বারে পড়ে॥
তেঁহ কহে প্রভুর শ্রীচরণ বিজয়।
সুধাময় কন্যাসহ পানিগ্রহণ হয়॥

১) বক্রেশ্বর পণ্ডিত— বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ, ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা ও শশিরেখা সখির মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হন। সংকীর্ত্তন নৃত্য গীতে তাঁহার অগাধ ক্ষমতা ছিল। তিনি একভাবে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিতেন। তিনি ক্ষেত্রধামে শ্রীকাশীমিশ্রের শ্রীরাধাকান্ত সেবায় অবস্থান করিয়া অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করেন।

দম্পতিরে দেশে লইব তোমার সহায়।
দর্শনে কৃতার্থ হৈব শীঘ্র চল রায়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা আজ্ঞা শিরে লই।
গমন করিল রাজা অতি ত্বরা হই॥
দোলা হস্তি রথ নিল সজ্জিত করিয়া।
বহু পদাতিক চলে সুসজ্জ করিয়া॥
পণ্ডিত আসিয়া প্রভু প্রতি সব কৈল।
রাজা প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করাইল॥
সুধাময় মাগিল নিজ অভীষ্ট বর।
উৎসবান্তে মন প্রীতে চলে নিজ ঘর।
তবে প্রভু গৃহে যাইতে উৎকণ্ঠা হইলা।
নিজগণ লইয়া প্রভু গমন করিলা॥
সার্ব্বভৌম আদি করি মহাপ্রভুর গণ।
সবাস্থানে বিদায় হইয়া হর্ষ মন॥
বোঝা বোঝা মহাপ্রসাদ সঙ্গেতে লইয়া।
জগন্নাথ বলরামের শ্রীমুখ দেখিয়া॥
স্তুতি ভক্তি দণ্ডবত প্রণাম করিয়া।
চলিলেন বীরচন্দ্র নিজগণ লইয়া॥
দেবা দোলা পরে প্রভু লক্ষ্মীর সহিতে।
সঙ্কীর্ত্তন সুখে নিজ বর্গের সহিতে॥
সর্ব্ব পথ হরি সঙ্কীর্ত্তন প্রেম সুখে।
লক্ষ্মীসহ চলিলেন আনন্দ কৌতুকে॥
পথ ক্রমে ক্রমে চলি আইল শ্রীপাটে।
লোক কোলাহল হৈল জাহ্নবীর ঘাটে॥
নানা বাদ্যভাণ্ড বাজে কৃষ্ণ কোলাহল।
বৈষ্ণব মণ্ডল করে কীর্ত্তন মঙ্গল॥

ধাইয়া আইলা সব নগরিয়াগণ।
দেখে দোলা পরে প্রভু কন্দর্পমোহন॥
লক্ষ্মীর সহিত শোভা কহনে না যায়।
ঝলমল কিরণ কন্যার অঙ্গের ছটায়॥
তাহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কান্তি প্রভা।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য দোঁহাকার শোভা॥
সর্ব্ব লোক দেখিয়া কহয়ে ধন্য ধন্য।
সবে বলে এই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ॥
বীরচন্দ্র বিভা করি আইলেন ঘরে।
আনন্দে মঙ্গল দ্রব্য আয়োজন করে॥
গঙ্গাদেবী আইলেন বর কন্যা লইতে।
মাতাদ্বয় পশ্চাতে সর্ব্বস্বগণ সহিতে॥
প্রভুর অগ্রজা গঙ্গা নিত্যানন্দ শক্তি।
দ্রবময়ি তনুধরে করে বিষ্ণু ভক্তি॥
গৃহে নিল বর কন্যা করাগ্রে ধরিয়া।
মাতা মুখ নিরখয়ে নয়ন ভরিয়া॥
লোকে কহে গৃহস্থ হইল বীরচন্দ্র।
শাখাগণ বৃদ্ধ হয়ে পূর্ণ হইল স্কন্ধ॥
এইমত নিত্য লীলা করে বীর রায়।
কে জানিতে পারে তেঁহো যদি না জানায়॥
ব্যবহার পরমার্থ খ্যাত হইল ত্রিভুবনে।
ভক্ত সঙ্গে ভক্ত্যালাপ করেন নির্জ্জনে॥
অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভু পরমার্থের সীমা।
বৃন্দাবন ভক্তিরস মাধুর্য্য গরিমা॥
বাড়ীর ব্যবহারের যত সমস্তের কর্ত্তা।
মাধব আচার্য্য[1] নাম গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা॥

১) মাধব-আচার্য্য— শ্রীমাধব আচার্য্য প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য ও জামাতা। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নন্দাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, মাতা মহালক্ষ্মী। শৈশবে মাতৃ বিয়োগ ও পিতার সন্ন্যাস ঘটিলে বিশ্বেশ্বরের বাল্যবন্ধু ভগীরথাচার্য্য তাহাকে পালন করেন। মাধব বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'আচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি জিরাট বলাগড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন। গীত-বাদ্যে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত নিত্যানন্দ মহিমামূলক পদ দৃষ্ট হয়।

যার শত নাড়া আর তের শত নাড়ী।
কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ী॥
'বীর' 'বীর' করি নাড়া করে সিংহনাদে।
কারে নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে॥
হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইচ্ছাতে হইল।
মহাতেজ দেখি নাড়াগণে দণ্ড কৈল॥
নাড়ি সৃষ্টি করি নাড়ার তেজঃ কৈল ক্ষয়।
তথাপি নাড়ার তেজে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়॥
যৈছে নাড়ী প্রকাশ করিলা বীরচন্দ্র।
তার বিবরণ কহি শুনহ ভক্তেন্দ্র॥
একদিন বীরচন্দ্র আছেন শয়নে।
রাত্রি জাগরণ করি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে॥
রন্ধন ব্যবস্থা করে শ্রীবসু-জাহ্নবা।
শ্রীশ্যাম সুন্দরের করেন অনুরাগে সেবা॥
এইকালে নাড়াগণ আইলা কোথা হইতে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল নাড়া লাগিল কহিতে॥
'মা' 'মা' বলিয়া নাড়া করয়ে ফুৎকার।
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট দেহ খাইবার॥
শুনি শ্রীজাহ্নবা অতি করুণা হৃদয়।
কহেন ক্ষণ তিষ্ঠ ঠাকুরের ভোগ নাহি হয়॥
শ্যামসুন্দরের ভোগ হইলে খাইতে পাবে।
শুনি সে বচন নাড়াগণে কহে তবে॥
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি।
'জ্বলিল জ্বলিল' বলি কহয়ে ফুকারী॥'
এতেক কহিতে অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল।
দেখিয়া সকল লোক কোলাহল কৈল॥
মহা কোলাহল শুনি বীরচন্দ্র রায়।
ব্যস্তে ব্যস্তে হইয়া প্রভু জাগিলা ত্বরায়॥
ধাঁ ধাঁ করিয়া অগ্নি গৃহ মাঝে জ্বলে।
অদ্ভুত নয়নে প্রভু চাহে কুতূহলে॥
ততক্ষণে অগ্নি সব নির্ব্বাণ হইল।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের মহাক্রোধ হৈল॥
যার অংশে ভ্রূভঙ্গে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ।
নাড়াগণে দণ্ড দিতে করিলা প্রকাশ॥
নাড়ার তেজ দেখি প্রভু মনে বিচারিয়া।
নাড়ী সৃষ্টি কৈল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
তের শত নাড়ী সৃষ্টি ইঙ্গিতে করিলা।
ভুবন মোহিনী সব রূপেতে উজ্জ্বলা॥
ষোড়শ বৎসর সবে যৌবনে উন্মত্ত।
দেখিয়া সকল নাড়া হইলা মোহিত॥
হাসি হাসি প্রভু সব নাড়া বোলাইল।
এক দুই করিয়া নাড়ারে পছাইল॥
মোহিত সকল নাড়া নাড়িরে দেখিয়া।
অঙ্গীকার কৈল নাড়া প্রভু আজ্ঞা পাইয়া॥
কৈ কৈ নাড়া তাহে বিবেকি আছিল।
নাড়িতে দেখিয়া ভাজীগণ পলাইল॥
মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের ডরের লাগিয়া।
জলের ভিতরে যাই রহিল ডুবিয়া॥
দুই এক মাস রহিল ডুবিয়া যে জলে।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের ঐছে কৃপাবলে॥
হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল।
সেই হইতে 'সংযোগী' বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল॥
হেন প্রভু বীরচন্দ্রের মায়ার প্রকাশ।
কলি যুগ দেখি নাড়ার তেজ কৈল নাশ॥
অতএব স্ত্রী সঙ্গিনী করি দূরে।
তবে সে ভাসিবে কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥
যেই যেই নাড়া স্ত্রী সঙ্গ ভয়ে পলাইল।
আত্ম মায়াকাশে তারা রহিত হইল॥
সেই নাড়া যেই স্থানে আশ্রম করিল।
সেই সেই স্থান মহাসিদ্ধ পীঠ হইল॥

নারী কুম্ভিরিণী গ্রাস করিতে যায় যারে।
তারে দেখি ভক্তিদেবী পলায়ন করে॥
অতএব স্ত্রী সঙ্গী সঙ্গীজি দূরে করি।
সাধু সঙ্গে ভজ সদা গোবিন্দ মুরারী॥
ইন্দ্রিয়গণের সদা করিয়া দমন।
সর্ব্বদা করহ কৃষ্ণ শ্রবণ কীর্ত্তন॥
যদি বল সংসারি লোকের কিবা গতি।
ধন পুত্র নারী বিনে অন্য নাহি মতি॥
এ সব জীবের কিসে হইবে উদ্ধার।
নিত্যানন্দে গৌরচন্দ্রে নিষ্ঠা আছে যার॥
সর্ব্ব দোষ থাকিলে তরিবে সেইজন।
নিত্যানন্দে গৌরচন্দ্র পদে যার মন॥
পাতকি তারিতে দুই প্রভু অবতার।
হেন যে ভজে সে পাইবে নিস্তার॥
স্ত্রী পুত্র সংসারেতে রহিয়া যেই জন।
সর্ব্বদা করয়ে নিতাই চৈতন্য স্মরণ॥
সত্য সত্য সেই কৃষ্ণ-প্যারী করে যাবে।
ভাব যোগ্য দেহ পাই কৃষ্ণপদ পাবে॥
সর্ব্ব ভক্তি সাধন নিতাই চৈতন্যের নাম।
ইথে নিষ্ঠা কৈল যেই সেই ভাগ্যবান॥
অতএব ভজ সদা নিতাই চৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ লীলাভাব হইয়া অনন্য॥
একর্ণে শুনহ বীরচন্দ্র লীলা গুণ।
কৃষ্ণ ভক্তি পাবে সর্ব্ব তাপ হবে ন্যূন॥
কতদিনে সন্তান প্রকাশিতে হৈল মন।
'গোপীজন বল্লভ' কাছে প্রথম নন্দন॥
দ্বিতীয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

ব্রহ্মাণ্ডজয় 'রামচন্দ্র' তারপর॥
ত্রিশক্তি কারণ তিন পুত্র প্রকাশিল।
জীবের কল্মষ বীজ সব নাশ হৈল॥
সকল কনিষ্ঠা এক কন্যা উপাদান।
পার্ব্বতি চরণ মুখুর্য্যারে[১] কৈল দান॥
এই সব কথা হয় অতিশয় গূঢ়।
সাবধান হবে যেন না শুনয়ে মূঢ়॥
মন্ত্রবেদ হয় সম্প্রদায় বিহীন।
ব্যবসায়ী বাসিবে তাহারে সদা ভিন্॥
পুরুষ ক্রমে এক মন্ত্রে নহে উপাসক।
যখন যেমত করে লোক প্রতারক॥
আত্মঘাতী আদি পঞ্চ পাতকি করিয়া।
তারা যেন কোন মতে না শুনয়ে ইহা॥
ব্যবহার পরমার্থে সুধায়া জানিবা।
গুরু ত্যাগি অপরাধি প্রতি না কহিবা॥
কুচ্ছিত অপাত্রে ধর্ম্ম ব্যাভিচারি জনে।
নিন্দক পাষণ্ড জনে কহিবে গোপনে॥
নিত্যানন্দ দ্বেষী নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য।
ভক্তদ্রোহী আদি যত আছে হীন গণ্য॥
ধর্ম্মী কর্ম্মী যোগী জ্ঞানী নানা মত হই।
কামী ক্রোধী অহঙ্কারী লোভী যত দুষ্ট॥
ভাব ভিন্ন জনে না কহিয় এই কথা।
প্রভুর বিরল কথা পালিবে সর্ব্বথা॥
সগোষ্ঠী বৈষ্ণব যার ঐকান্তিক মন।
মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণধন॥
স্বজাতি প্রতিই কহিবে এই কথা।
গোপনে রাখিবে ব্যক্ত না হয় সর্ব্বথা॥

১) পার্ব্বতিচরণ মুখুর্য্যা— ফুলিয়া নিবাসী শ্রীপার্ব্বতীচরণ মুখার্জ্জির সহিত প্রভু বীরচন্দ্রের কন্যা ভুবন মোহিনীর বিবাহ হয়।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"দুহিতার নাম হয় ভুবন মোহিনী। ফুলিয়ার মুখুটী পার্ব্বতীনাথ স্বামী"

এই গ্রন্থ লিখি শুনাইনু প্রভু স্থানে।
তেঁহো মোরে কহিয়াছেন রাখিবে গোপনে ॥
ঘরের সেবক যেন কররে শ্রবণ।
অন্য যেন নাহি শুনে এ অতি গোপন ॥
এই গ্রন্থ শুনি প্রভু বড় প্রীতি পাইল।
মোরে আলিঙ্গন করি হাসিতে লাগিল ॥
বীরচন্দ্র প্রভুর পদ করি আশ।
বংশ-বিস্তার কহেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তারে
আদ্য লীলায়াং শ্রীল শ্রীমদ্বীরচন্দ্র
বংশ প্রকাশ কথনং নাম
তৃতীয় স্তবক।

চতুর্থ স্তবক

জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন।
জয় বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ যার ধন ॥
জয় বসু জাহ্নবার জীবনের জীবন।
জয় বীরচন্দ্র সেই শচীর নন্দন ॥
তবে প্রভু করিলেন দ্বিতীয় সংসার।
মহাভাগ্যবতী 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম যার ॥
রূপে গুণে শীলে দেখি লক্ষ্মী মূর্ত্তি মন্ত।
বসু জাহ্নবা বধু দেখিয়া আনন্দ ॥
কৃপা করি শ্রীজাহ্নবা তাঁরে শিষ্য কৈল।
তিঁহ প্রভুর পাদপদ্মে দেহ সমর্পিল ॥
বীরচন্দ্রের সেবা করে মহাপতিব্রতা।
নারায়ণী দেবী স্নেহ করেন সর্ব্বথা ॥
যৈছে লক্ষ্মী সরস্বতী তৈছে দোঁহার রিতি।
বীরচন্দ্র -নারায়ণী সেবাতে পিরীতি ॥

নারায়ণী-বিষ্ণুপ্রিয়া দুই জগন্মাতা।
বসুধা-জাহ্নবা দুঁহার প্রাণের সমতা ॥
দুই বধু দু-মাতার সদা সেবা করে।
শ্রীবসু-জাহ্নবা ভাসে সুখের সাগরে ॥
নিরন্তর শ্যামসুন্দরের সেবা পরায়ণ।
প্রভু বীরচন্দ্রের সেবা করে কায়মন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীবীরচন্দ্র রায়।
যাহার প্রভাবে পাপ পাষণ্ড পলায় ॥
তার তিন পুত্র সাক্ষাৎ মূর্ত্তি মন্ত।
শান্ত-দান্ত-শুচি সদ্ গুণের নাহি অন্ত ॥
বীরচন্দ্র কিরণ শীতলে সব প্রাণী।
জড়াইনু এই মাত্র পরম্পর শুনি ॥
শ্রীমতী জাহ্নবা বীরচন্দ্র প্রতি কৈল।
তোমার ভক্তিতে আমি বড় তুষ্ট হৈল ॥
অনুমতি দেহ বাপ যাব বৃন্দাবন।
ব্রজেন্দ্র নন্দন লাগি চিত্ত উচাটন ॥
শুনি বীরচন্দ্র কহে জোড় হস্ত হৈয়া।
কোন অপরাধে প্রভু যাইবা ছাড়িয়া ॥
পুরুষ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ তুমিত নিশ্চয়।
তুমি রাধাকৃষ্ণ রূপ নাহিক সংশয় ॥
তুমি বৃন্দাবননাথ বৃন্দাবনেশ্বরী।
তুমি নিত্যানন্দ প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
'অনঙ্গ মঞ্জরী' তুমি মোর মনোভীষ্ট।
ভাব নিষ্ঠ সিদ্ধ মোর সম্মিত ইষ্ট ॥
আমি ইথে কি বলিব তুমিত স্বতন্ত্র।
যাইতে তোমার সুখ এই সবার মন্ত্র ॥
প্রভু গেলে মোর প্রাণ না রহে সর্ব্বথা।
চরণে ধরিয়া প্রভু করি যে ব্যগ্রতা ॥
আমি সঙ্গে যাব প্রভুর চরণ দেখিয়া।
সংসারে থাকিব আমি কিসের লাগিয়া ॥

প্রভু কহে, 'তুমি যাহ নহে এ সময় ।
পশ্চাৎ আসিবে তুমি তোর নিজালয় ॥'
গোসাঞি লইল আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত ভরি ॥
বহু দাসদাসী সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ।
করিলেন শুভ যাত্রা পরম উৎসব ॥
গোপীজন বল্লভ গোসাঞি সঙ্গে অনুব্রজি ।
দুয়ারে ধরিল আনি দিব্য দোলা সাজি ॥
জগন্মাতা আনন্দে চড়িল দোলাপরি ।
বৈষ্ণব সকল চলে হরিধ্বনি করি ॥
গঙ্গাপার হই চলে গঙ্গা ধারে ধারে ।
প্রভুর মুণ্ডন স্থান কণ্টক[১] নগরে ॥
তিনদিন তথায় হইল মহোৎসব ।
তথা আসি মিলিলেন অনেক বৈষ্ণব ॥
আজ্ঞা হৈল রাঢ়দেশ পথে যাব আমি ।
প্রথমত অনুরাগে প্রভুর জন্মভূমি ॥
পথি মধ্যে আছয়ে মঙ্গলকোট[২] নামে ।
চন্দন মণ্ডল বণিক বৈসে সেই গ্রামে ॥

সেহ ধনি বৈষ্ণব পরমার্থ নিষ্ঠ অনে ।
একরথ নির্ম্মাইল অনেক যতনে ॥
শুনিল যে প্রভু যান বৃন্দাবন ধাম ।
কৃতার্থ হইনু বলে পূর্ণ হইল কাম ॥
সগোষ্ঠি তথায় গেল গলে বস্ত্র লৈয়া ।
পড়িয়া রহিল প্রভুর পথ আগুলিয়া ॥
প্রভু কহেন একি হয় পথে পড়ি কেনে ।
ঠাকুর রামাই[৩] তবে কহে শ্রীচরণে ॥
বিষয়ী বণিক জাতি চন্দন ইহার নাম ।
ঘরের সেবক নিবেদয়ে তব স্থান ॥
শুনি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ।
প্রভু পূর্ণ করিবেন তোমার মনোভীষ্ট ॥
শুনি উঠি নাচে মণ্ডল হরি হরি বলে ।
নাচে গায় কান্দে পড়ে লুটি ক্ষিতিতলে ॥
জয় নিত্যানন্দ বলি করয়ে হুঙ্কার ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রু ধার ॥
কৃপায় হইল কৃপাময় কলেবর ।
আজ্ঞা হইল সবে চল মণ্ডলের ঘর ॥

---

১) কণ্টকনগরে — কণ্টকনগরই শ্রীকাটোয়া ধাম । শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস স্থান । হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল হইয়া কাটোয়া জংশন যাওয়া যায় । ষ্টেশনের নিকটেই প্রভুর লীলাভূমি বিরাজিত ।

২) মঙ্গলকোট— মঙ্গলকোট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত । বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ।

৩) ঠাকুর রামাই — শ্রীরামাই পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবংশীবদনের পৌত্র ও শ্রীচৈতন্যদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র । শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বংশীবদনই পুনঃ অপ্রাকৃত লীলার জন্য নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর গর্ভে প্রকট হন । শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবীর বরে শ্রীরামাই পণ্ডিতের জন্ম হয় । ১৪৫৬ শকে ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমীতে রামাই পণ্ডিতের জন্ম হয় । রামাইয়ের কৈশোর বয়সে শচীনন্দন নামে এক ভ্রাতা জন্মিলে জাহ্নবাদেবী রামাইকে খড়দহে আনয়ন করেন । জাহ্নবাদেবীর স্নেহে রামাই অশেষ গুণের অধিকারী হইলেন । কতদিনে বৃন্দাবনে জাহ্নবাদেবী শ্রীগোপীনাথ অন্তর্দ্ধান করিলে রামাই প্রস্কন্দন তীর্থে প্রাপ্ত শ্রীরাম কানাই বিগ্রহ লইয়া গৌড় দেশে আগমন করেন । বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন । কতককাল সেবাদি করার পর ভ্রাতা শচীনন্দনের উপর সেবার ভার দিয়া ১৫০৫ শকাব্দের মাঘ মাসে কৃষ্ণ পক্ষ তৃতীয়া তিথিতে রামাই পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করেন । বাংলা ভাষায় শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী সম্পুটিকাদি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন ।

ইহা শুনি আনন্দিত হইল গৃহস্থ।
মঙ্গল আয়োজন করে সগণে হৈয়া ব্যস্ত॥
নূতন বসন ধৌত পথেতে ফেলিল।
নবঘট পূর্ণ দ্বারে কদলি রোপিল॥
আম্রের পল্লব গাঁথি করে বনমালা।
প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘৃত প্রদীপ জ্বালিলা॥
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য ষোড়শ উপচার।
পূজা দ্রব্য রাখিয়াছে মণ্ডপ দুয়ার॥
খট্টাসন ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল পুরি।
ব্যজন চামর নব পাদুকাদি করি॥
আত্মগৃহে দারা-পুত্র-প্রাণ-ধন-জনে।
অকপটে সমর্পিল প্রভুর চরণে॥
'আরে মোর মোর নিত্যানন্দ রায়।'
হাসে কান্দে নাচে পড়ে এই মাত্র গায়॥
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' বলি গর গর হিয়া।
'হা বসু জাহ্নবা' বলি কান্দে ফুকারিয়া॥
আনন্দে লোকেতে পূর্ণ হইল তার বাস।
এককালে সর্ব্বজনে দেখিল প্রকাশ॥
কেহ দেখে চতুর্ভুজা কেহ অষ্ট ভুজা।
কেহ দেখে ব্রহ্মা শিব আদি করে পূজা॥
কেহ দেখে দুর্গারূপা কেহ বা জাহ্নবী।
কেহবা গায়ত্রী রূপা কেহবা বৈষ্ণবী॥
কেহ দেখে পুরুষ প্রকৃতি এক ধাম।
কেহ দেখে আনন্দ স্বরূপে অভিরাম॥
কেহ দেখে কৃষ্ণ কেহ দেখে বলরাম।
কেহ দেখে বৃন্দাবনেশ্বরী জ্যোতি ধাম॥
কেহ দেখে যুথেশ্বরী প্রকৃতি প্রধান।
গোপীগণ বামে যন্ত্র করে নৃত্য গান॥
কেহ দেখে শ্যামল চিকন্ বলরাম।
গোষ্ঠ ক্রীড়া করে সখা সঙ্গেতে শ্রীদাম॥

যার যেই ভাব দেখে আপনার মনে।
নিত্য সিদ্ধগণ করে অপূর্ব্ব দর্শনে॥
এইমত প্রকাশ করয়ে নিত্যানন্দ।
ইহা না মানয়ে যেই সেই অতি মন্দ॥
সে সব জনের সঙ্গে কিবা প্রয়োজন।
নিত্যানন্দ-মতিহীনের না দেখি বদন॥
পঞ্চরসের গুরু হয় মত্ত মূর্ত্তি মস্ত।
কৃষ্ণ সুধাধার যার গুণে নাহি অন্ত॥
দাস হৈয়া করে কৃষ্ণের পাদ সম্বাহন।
সখা ভাতে সর্ব্বজ্ঞাতা বিশ্বাস বচন॥
বাৎসল্যেতে কৃষ্ণ প্রতি অতি স্নেহ মানে।
মধুরেতে নিজ শক্তি সব কান্তাগণে॥
রাধিকা অনঙ্গ রূপে প্রধান প্রকৃতি।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে আহ্লাদিনী শক্তি॥
প্রধান প্রকৃতি রূপে আপনে সেবয়।
কৃষ্ণের যখন যেবা মনোবাঞ্ছা হয়॥
দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-কান্তাভাব বৃন্দাবনে।
যেবা চাহে সে ভজুক নিতাই চরণে॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা যত কৃষ্ণের হয়।
সব লীলা পুষ্ট করে রোহিণী তনয়॥
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম-রাজ-ধন মায়া।
যে চাহিবে সব পাবে নিরঙ্কুশ হৈয়া॥
পতিতের ত্রাণ লাগি যার অবতার।
হেন নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য যে সে ছার॥
সে সব জনের সঙ্গে মোর কিবা দায়।
মোর প্রাণধন সদা নিত্যানন্দ রায়॥
যে শরীরে গৌরচন্দ্র করেন বিহার।
নিত্যানন্দে ভক্তি বিনে কিছু নাহি আর॥
হেন নিত্যানন্দে যার নাহিক বিশ্বাস।
ইহকাল পরকাল দুই হয় নাশ॥

সচ্চিদানন্দ তনু রাধাকৃষ্ণ নাম।
সেই দুই এক এবে নিত্যানন্দ-রাম॥

তথাহি—ধরণী শেষ সংবাদে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—
নিত্যং শ্রীরাধিকা নাম আনন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহ।
উভয়ং মিলিতং নাম নিত্যানন্দে বসুন্ধরে॥
আমার কথাতে যদি না হয় বিশ্বাস।
ধরণী শেষ সম্বাদে দেখ পাইবে প্রকাশ॥
ভক্তিমন্ত জন ইহা দৃঢ় করি মানে।
অভক্তে দেখিলে শাস্ত্র সত্য নাহি মানে॥
এই মতে শ্রীজাহ্নবা দ্বাদশ বৎসর।
মহামহোৎসব করে চলিতে তৎপর॥
সকল বৈষ্ণবগণে ঘোষণা পড়িল।
সবে 'সাজ' 'সাজ' বলি এই বোল রৈল॥
মণ্ডল আসিয়া বলে গলে বস্ত্র দিয়া।
আর তিনদিন প্রভু না দিব ছাড়িয়া॥
তোমার কৃপায় এক রথ নির্ম্মাণ কৈল।
অদ্যাপিহ বিষ্ণু প্রতি উদ্দেশ্যে না দিল॥
সাক্ষাৎ সে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমারে।
ঘৃণা ত্যাগ করি চড় রথের উপরে॥
এবে মোর মনোভীষ্ট সর্ব্বসিদ্ধ হয়ে।
পতিত পাবন নাম ঘুষিবারে রয়ে॥
মণ্ডলের পত্নী পুত্র পড়ে শ্রীচরণে।
দন্তে তৃণ ধরি করে আত্ম নিবেদনে॥
তুমি জগন্মাতা সব তোমার বালক।
ছোট বড় নীচানীচ সবার পালক॥
হা হা জগন্মাতা তুমার লইনু স্মরণ।
এ নফরে কৃপা করি পূর্ণ কর মন॥
তার স্তুতি ভক্তি শুনি প্রভু হাস্য কৈলা।
গোসাঞি 'গোপীজন বল্লভে' আজ্ঞা দিলা॥
রথে চড়ি মণ্ডলের করহ উদ্ধার।
সবংশে উত্তম গতি হউক ইহার॥
বিশেষ আমার প্রাণনাথের কৃপাপাত্র।
সে সম্বন্ধ জানি বাপু করহ কৃতার্থ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া গোসাঞি আজ্ঞা শিরে ধরি।
সেবক জানিয়ে তার বাঞ্ছাপূর্ণ করি॥
লীলায় চড়িলা প্রভু রথের উপরে।
চারিদিকে লোক সব হরিধ্বনি করে॥
'হরি বোল হরি বোল জয় কৃষ্ণ রাম।'
এই সুধা ধ্বনি বর্ষে সদা কৃষ্ণ নাম॥
রথেতে চড়িয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
বনমালা পীত বস্ত্র চতুর্ভুজ হইল॥
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃতের গণ।
সবে মেলি এককালে পাইল দরশন॥
আর এক কৃপাশক্তি করিল বিস্তার।
সবার মুখে স্তুতি বাক্য নেত্রে জলধার॥
রথে চড়ি প্রভু মণ্ডলের পূজা নিল।
বহু দ্রব্য আয়োজনে দৃষ্টিপাত কৈল॥
রথটানে মণ্ডল স্বগণ সঙ্গে লইয়া।
আর সব লোক টানে কাছিতে ধরিয়া॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে করতাল করি।
শঙ্খ-ঘণ্টা-তুরি-ভেরি-ডমরু-ঝঞ্জরি॥
মহানন্দে হরিধ্বনি করে সব লোক।
দরশনে দূর গেল তাপত্রয় শোক॥
প্রভুর কৃপাতে কারো ক্ষুধা তৃষ্ণা নাঞি।
আপনে ডাকিয়া বলে দয়াল গোসাঁই॥
তৃতীয় প্রহর বেলা হইল আক্রমণে।
বহু শ্রম কৈল সভে পথের কীর্ত্তনে॥
স্নান পান করি সবে রহ এই স্থানে।
অহোরাত্রি কর আজি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে॥

'রহ রহ' বলি ডাক পাড়িল সকলে।
মণ্ডল পড়িল আসি প্রভুর পদতলে॥
রথ হৈতে পৃথিবী পরশ কৈল প্রভু।
হেন কৃপাময় লীলা না শুনিয়ে কভু॥
মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি।
যতেক আইলা চড়ি রথ গম্য ভূমি॥
এই ভূমি হইল তোমার অধিকার।
তীর্থ ক্ষেত্র হইল মোর সত্তা নাহি আর॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
এই সব বার্ত্তা আসি শ্রীমতীরে কৈল॥
লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর স্থান।
'শ্রীপাট' করিয়া আখ্যান হইল 'লতাধাম'॥
স্বশক্তি সঞ্চার প্রভু তথাতে করিল।
লীলা লাগি বহু মূর্ত্তি বহু ধাম হৈল॥
কলি কম্ভ গজ প্রভু সন্তান কেশরী।
স্থানে স্থানে জীব নিস্তারিতে অধিকারী॥
এই পথে চুরি করে সাধুবেশ ধরে।
মন্ত্র বেদ শিক্ষন করায় এ সংসারে॥
আপনাকে প্রভু করি দেখায় অন্যেরে।
সেবকের সহিত রৌরবে ডুবি মরে॥
সে সব পাষণ্ডীর নাম নাহি প্রভু জনে।
করন কারণ দেখিবেক সর্ব্বজনে॥
লোকের নিস্তার বিদ্যা ধর্ম্মের বিচার।
কলিতে করিল প্রভু সন্তান প্রচার॥
জগতের পতিত দুর্গতি দীনজনে।
উদ্ধার করিতে নিত্যানন্দ সাবধানে॥
পতিত পাবন হেতু নিত্যানন্দ সীমা।
পাষণ্ড দুর্জ্জন বলে কিসের মহিমা॥
দেখিয়া স্বরূপ-শক্তি দেখিতে না পায়।
সূর্য্যের কিরণ যৈছে উলুকে না দেখয়॥

হেন নিত্যানন্দে যেব যে জন করয়।
তবে পদাঘাত করি তাহার মাথায়॥
প্রভু নিন্দা করি আত্মঘাতী হৈয়া মরে।
তারে উদ্ধারিতে কেহ নাহিক সংসারে॥
এক নিত্যানন্দ প্রভু জগতের গুরু।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভক্তি বাঞ্ছা কল্পতরু॥
অজ্ঞান পাষণ্ড দোষ প্রভু নাহি ধরে।
জ্ঞানেতে পাষণ্ড হৈয়া নিন্দা করি মরে॥
মোর কিবা মনঃ কথা মরিবে আপনে।
আত্ম মনো দৃঢ় বহু প্রভুর চরণে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু জয় জয়।
আমি বিকাইনু বিনিমূলে যাঁর পায়॥
নিত্যানন্দ বিনে মোর গতি নাহি আর।
মোর প্রাণধন পদ্মাবতীর কুমার॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
যাঁর কৃপায় পাইনু নিত্যানন্দের চরণ॥
জয় জয় বাপ বিশ্বম্ভর গৌর হরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তুমানা পাসরি॥
জয় মোর নাথের পরাণ বিশ্বম্ভর।
সদা স্ফূর্ত্তি রহ মোর বাহির অন্তর॥
গৌর নিত্যানন্দ বিনে কি মোহার গতি।
জন্ম জন্ম দুটি ভাই মোর হউ পতি॥
সকল বৈষ্ণবগণ পুরাও মোর আশ।
জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস॥
আর এক প্রার্থনা করি যে সর্ব্ব স্থানে।
নিত্যানন্দ বিমুখের না দেখি বদনে॥
প্রভু বীরচন্দ্র পদে রহু মোর মন।
শ্রীবসু-জাহ্নবা পদ মোর প্রাণধন॥
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণে করি আশ।
বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে মগ্না
লীলায়াং শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামীন
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন গমনং নাম
চতুর্থ স্তবকঃ।

পঞ্চম স্তবক

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের আর্য্য।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব ভক্তি শিরোধার্য্য॥
জয় নিত্যানন্দ বসু-জাহ্নবা জীবন।
জয় নিত্যানন্দ অধম পাতকী তারণ॥
জয় বীরচন্দ্র নিত্যানন্দের তনয়।
অভিন্ন চৈতন্য বীরচন্দ্র কৃপাময়॥
তারপর শুন সব অপূর্ব্ব কথন।
যেইমত চলিলেন প্রভু বৃন্দাবন॥
রামদাস রামাই সুন্দর[১] জ্ঞানদাসে[২]।
এই চারি জনে প্রভু ডাকিলেন পাশে॥
রাঢ়-মৌড়েশ্বর এক চাকা নামে গ্রাম।
দর্শন করিব মোর প্রভুর জন্মস্থান॥
অবশ্য যাইতে হয়ে এই মোর মন।
বড় ভাল ভাল বলি কহে ভক্তগণ॥
'শ্রীহরি' বলিয়া প্রভু দোলা চড়ি যায়।
গ্রামবাসী স্ত্রী বালক কান্দি কান্দি ধায়॥
কেহ কেহ প্রভু যেবা প্রীতি বাক্য বৈল।
এ জনমে যেন লীলা এত স্নেহ কৈল॥
কৃপাময়ী মূর্ত্তি গঙ্গা সীতা লক্ষ্মী রূপা।
দর্শন দিবারে আইলা যারে করি কৃপা॥
যার যে অভীষ্ট তাহা মাগি নিল বর।
দুঃখীত হইয়া সবে চলিলেন ঘর॥
মণ্ডল আপন বৃত্তি সন্তানেরে দিয়া।
চলিল প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব হইয়া॥
তাঁর সঙ্গে গোড়াইল তাহার রমণী।
উঠিল আনন্দময় হরি হরি ধ্বনি॥
এইমত পথ ক্রমে আইলা নগরে।
এক রাত্রি তঁহি রহি মহানন্দ করে॥
তারপর আইলেন এক চাকা গ্রামে।
কুণ্ডলী তলাতে গিয়া করিল বিশ্রামে॥
সেই গ্রামে বৈসে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সবাই মিলিল আসি করিতে দর্শন॥
পণ্ডিতের জ্ঞাতি পুত্র মাধব নাম তার।
আসিয়া করিল তিঁহ বহু পুরস্কার॥
বৈষ্ণবের গণে দিল দিব্য বাসস্থান।
যথাযোগ্য ভোজ্য পৃথক কৈল সমাধান॥
ঘর ভাত করি কৈল গোসাঁঞির নিমন্ত্রণ।
আনন্দে উন্মত্ত হৈল সেই গ্রামীজন॥
ভোজনান্তে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন আরম্ভিল।
মত্ত হৈয়া সব লোক নাচিতে লাগিল॥
নিত্যানন্দ শক্তি তথা করিল প্রচার।
গোসাঞির নৃত্য দেখি সবে হৈল চমৎকার॥
কেহ দেখে পাতাল হৈতে সব ফণি।
আসিয়া দেখয়ে নৃত্য শিরে জ্বলে মনি॥
কেহ দেখে আকাশে বিমানে দেবগণ।
প্রেমানন্দে নাচে সবে করে দরশন॥

১) সুন্দর— সুন্দরানন্দ ঠাকুর প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের একজন। ব্রজের বসুদাম সখা। যশোহর জেলায় হলদা মহেশ পুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জাম্বীর বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প ফুটাইয়া ছিলেন।

২) জ্ঞানদাস— জ্ঞানদাস প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র। রাঢ় দেশের কাঁদরা গ্রামে তাঁহার ভবন। বৈষ্ণব সঙ্গীতে তাঁহার অবদান রহিয়াছে।

'হরি বোল বোল হরি হরি বলি।'
প্রেমানন্দে নাচে লোক দুই বাহু তুলি ॥
এই মতে গেল দুই প্রহর রজনী।
কীর্ত্তন রাখিল করি 'হরি হরি' ধ্বনি ॥
কুণ্ডলের প্রসঙ্গ হইল সেই স্থানে।
মাধব কহেন তাহা সর্ব্ব ভক্ত শুনে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু যবে করিল সন্ন্যাস।
অবধৌতাশ্রম লই হৈল দিগ্বাস ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল এক হাতে যষ্টি ধরি।
ভ্রমিলেন চারিদিক বহু তীর্থ করি ॥
চিরকাল ভ্রমিয়ে আসিলেন জন্মভূমে[১]।
আসিয়া উপস্থিত হইল এই গ্রামে ॥
হেনকালে গ্রামের সকল প্রজাগণে।
পলাইয়া যায় তারা মনে ভয় মেনে ॥
প্রভু কহে, 'সবে কোথা যাও পলাইয়া।'
সবে নিবেদন করে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
এক মহা অজগর এই গ্রামে আসি।
মহাউপদ্রব করে তারে ভয় বাসি ॥
নিবেদন কৈল তারে গলে বস্ত্র দিয়া।
তুমি উপদ্রব কর কিসের লাগিয়া ॥
তুমিত অনন্ত মূর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপক।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা সবার পালক ॥
ব্যক্ত হয়া অজগর কৈল সবাকারে।
আমি এই সর্ব্ব প্রাণী করিব সংহারে ॥
নহে এক ক্রম করি সবে ঘরে ঘরে।
দিনে দিনে এক বলি আনি দিবে মোরে ॥
ইহা শুনি ত্রাসিত হইয়া সর্ব্বজন।
দেশ ছাড়ি যাই সবে করি পলায়ন ॥
এতেক শুনিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাসি।
কিয়াইল গ্রামী জনে অনেক আশ্বাসী ॥
এই স্থানে বসিল নিতাই অবধৌত।
কোথা সর্প প্রভু করেন দৃষ্টিপাত ॥
এই স্থানে বিষহার হৈল অকস্মাৎ।
মহানাগ ফণা ধরি হইল সাক্ষাৎ ॥
প্রভু তার ফণা ধরিলেন নিজ করে।
অস্পষ্ট করিয়া কিবা মন্ত্র দিল তারে ॥
চরণে পড়িয়া সর্প গর্ত্তে প্রবেশিল।
কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বার বন্ধ কৈল ॥
এই সব কথা বিস্তারিল দেশে দেশে।
অনেক সংঘট্ট লোক হৈল প্রভু পাশে ॥
সাত দিন প্রভু ইহা করিল বিশ্রাম।
'কুণ্ডলীতলা' আখ্যান হৈল মহাতীর্থ স্থান ॥
সেই হৈতে কুণ্ডল বাড়িছে দিনে দিনে।
এই কথা গ্রামবাসী সব লোক জানে ॥
শুনিয়া সকল ভক্তের হইল আনন্দ।
এইমত বিলাস করেন নিত্যানন্দ ॥
হেন মতে অবধৌত বেশেতে ভ্রমিয়া।
সর্ব্বদেশ নিস্তারিল দরশন দিয়া ॥
সর্ব্ব জীবে সম দয়া নিত্যানন্দ রায়।
কৃষ্ণ নাম দান করি জগৎ নিস্তারয় ॥
খল নিন্দুক আর পাষণ্ড দুর্জ্জন।
আপনার গুণে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন ॥

---

১) জন্মভূমে—প্রভু নিত্যানন্দ অবধৌত বেশে তীর্থ ভ্রমণকালীন জন্মভূমিতে আগমন অস্বাভাবিক নহে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রমাণে তাঁহার বঙ্গদেশে আগমন চিহ্নিত রহিয়াছে।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—আদিখণ্ডে ৮ম অধ্যায়ে—

"এইমত কতদিন থাকি নীলাচলে। দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে ॥"

হেন নিত্যানন্দে যার বিশ্বাস নহিল।
বিধাতা বিমুখ তার জন্ম বৃথা গেল॥
আর কবে মনুষ্য জনম হইবে রে ভাই।
নয়নে দেখিব পুনঃ চৈতন্য নিতাই॥
এখনহ দৃঢ় করি করহ বিশ্বাস।
দেখিতে পাইবে প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ॥
ভবসিন্ধু শিশু পালের সঙ্গে না পাইবে।
লোকেতে অযশ আর দুর্গতিতে যাবে॥
এত দেখি শুনি যার না হল বিশ্বাস।
খণ্ড কপালিয়া তার হউক সর্ব্বনাশ॥
জানিয়া শুনিয়া যদি প্রভু নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
দুটি ভায়ে নিষ্ঠা কর পাইবে আনন্দ॥
হৃদয়ে ধরহ নিত্যানন্দ- শ্রীচৈতন্য।
প্রেমানন্দে ভাসিবে হবে মহাধন্য॥
এইমত ইষ্টালাপে সমস্ত রজনী।
পোহাইল মহানন্দে কিছুই না জানি॥
প্রাতঃকৃত্য করি সবে করেন স্নান দান।
প্রভুর চরণে আসি করিল প্রণাম॥
তবে প্রভু তথা হইতে করিলা গমনে।
এক চাকা গ্রামে আইলা প্রভুর জন্ম স্থানে॥
পরম শোভিত গ্রাম যেন বৃন্দাবন।
দেখিয়া হইল মাতা আনন্দিত মন॥
বৃক্ষ বল্লী লতা সব কি সুন্দর শোভা।
কৃষ্ণ পরায়ণ লোক তেজময় প্রভা॥
পুষ্পের উদ্যানে সর্ব্ব কি শোভা করয়ে।
পুষ্প মকরন্দ খাই অলি ঝঙ্কারয়ে॥
পক্ষী সব গান করে প্রেমে মত্ত হইয়া।
জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া॥
দেখি জাহ্নবা দেবীর কি আনন্দ হৈল।
গুপ্ত খেত তীর্থ করি হৃদয়ে জানিল॥
আসি উত্তরিলা প্রভু আপনার পুরে।
সর্ব্বগণ সহপ্রভু আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীবঙ্কিমদেব প্রভু দর্শন করিলা।
সর্ব্ব গোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু কি আনন্দ হইলা॥
গোপীজন বল্লভ প্রভু আনন্দিত মন।
ভক্ত সঙ্গে আরম্ভিল মহাসঙ্কীর্ত্তন॥
শুনি গ্রামবাসী সর্ব্ব জনের আনন্দ।
সবে বলে ঈশ্বর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি মন্ত॥
সবে ধন্য ধন্য বলে শুনিয়া কীর্ত্তন।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি নাগরিকগণ॥
এবে প্রভু বঙ্কিম দেবেতে নিষ্ঠা হইয়া।
আপনে করিলা সেবা প্রীত যুক্ত হইয়া॥
এইমত কতদিন গেল সুখ রসে।
নিত্য মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন ভক্তি রসে॥
এবে মাতা নিত্যানন্দ চৈতন্য স্মরিয়া।
দুই প্রভুর বিয়োগে মাতা ব্যাকুলিত হইয়া॥
বৃন্দাবন যাব আমি বিলম্বে কার্য্য নাই।
এইমতে শ্রীজাহ্নবা চিন্তা নিত্ত হই॥
গোপীজন বল্লভে প্রভু বিরলে ডাকিল।
'মহামন্ত্র' দিয়া তারে সব শিখাইল॥
ভক্তির প্রচার আর উপাসনা ধর্ম্ম।
সাধু মার্গ ভক্তি শাস্ত্র মত নিত্য কর্ম্ম॥
আজ্ঞা হইল বাহুড়িয়া যাহ তুমি ঘরে।
আমি যাবো বৃন্দাবনচন্দ্র দেখিবারে॥
আর না সহয়ে মোর বিলম্ব সময়ে।
প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠা হৃদয়ে॥
দাস দাসী সকল বৈষ্ণব লৈয়া যাও।
জগতের গুরু হইয়া সদ্ভক্তি শিখাও॥

রামাই সুন্দরানন্দ চলুক মোর সনে।
দোলা বহি চারি জনা দাসী একজনে॥
এত শুনি গোসাঞি পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।
ধরি উঠাইল প্রভু শ্রীহস্ত করিয়া॥
চিবুক ধরিয়া করে শিরে ঘ্রাণ নিল।
আত্মশক্তি সঞ্চারিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জগন্মাতা করিয়া স্মরণ।
শ্রীবঙ্কিমদেব প্রভুর করিয়া সেবন॥
এইমত প্রভু চলিলেন বৃন্দাবনে।
গোসাঞি সবারে লইয়া আইলা ভবনে॥
এইমত চলিলেন জাহ্নবা শ্রীমতী।
স্থানে স্থানে উদ্ধারিলা যতেক দুর্গতি॥
দরশনে স্থাবর জঙ্গম পুলকিত।
দুই জাতি জম ভয়ে হয় এক ভিত॥
রামাই চলিলেন আগে সাবধান হৈয়া।
যেখানে যেমন যান পথ নির্ব্বাহিয়া॥
ক্রমে ক্রমে আইলেন গয়া ক্ষেত্র স্থানে।
পদব্রজে আগমন কৈল বিষ্ণুস্থানে॥
বিষ্ণু পাদপদ্ম দেখি প্রেমবীষ্ট হৈল।
প্রভুর সে সেবক বিপ্রগণ সব আইল॥
তা সবারে ব্রাহ্মণ করিয়া দিল দান।
তিন রাত্রি গয়া ক্ষেত্রে করিলা বিশ্রাম॥
গয়ালির ঘর উচ্চ দিব্য বাসস্থানে।
নিত্য নিত্য মিষ্ট দ্রব্য ভুঞান ব্রাহ্মণে॥
তারপর কাশীপুরে করিল বিশ্রাম।
বিশ্বেশ্বর দর্শন করি কৈল গঙ্গাস্নান॥
তিন দিন কাশীপুরে করি অবস্থিতি।
চলিলা গৌরাঙ্গ বলি করি নতি স্তুতি॥

উত্তর বাহিনী গঙ্গা দেখি সুখী হইলা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু প্রয়াগে চলিলা॥
প্রয়াগে মাধব দেখি প্রেমাবীষ্ট হইয়া।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা পড়য়ে বহিয়া॥
ত্রিবেণীতে স্নান করি মহাসুখ পাইলা।
দান দিয়া ব্রাহ্মণগণেরে সন্তোষিলা॥
মাধবে প্রণাম করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রেম রসে ঢলি॥
তবে মাতা তথা হইতে করিলা গমন।
হা হা বৃন্দাবনচন্দ্র বলয়ে সঘন॥
ক্রমে ক্রমে আইলেন বৃন্দাবন ভূমি।
সেই স্থানে দোলা ছাড়ি হইলা পথগামী॥
ব্রজ ভূমি প্রবেশিয়া দণ্ডবৎ করি।
বৃন্দাবনের শোভা লক্ষ্মী দেখে নেত্র ভরি॥
বৃন্দাবন দেখি মাতার প্রেম উথলিল।
চিরদিন অবসরে নিজধামে আইল॥
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা
কাঁহা প্রাণনাথ মোর প্রাণের অধিকা॥
কাঁহা রাম কাঁহা কৃষ্ণ এতেক কহিয়া।
প্রেমে মাতা বিহ্বলতা অধিক হইয়া॥
কি বলই কিবা করি বিহ্বলতা মন।
কতক্ষণে বাহ্য পাই করেন রোদন॥
ভাব সম্বরণ করি দেবালয়ে আইলা।
পারিষদগণ সব হরি বোল বৈলা॥
দেবালয়ে গিয়া রামাই দিলেন সম্বাদ।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দে উন্মাদ॥
বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব রূপ সনাতনে[1]।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে প্রভুর চরণে॥

১) রূপ সনাতন— রূপ সনাতন দুই ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, দুজনেই গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। উভয়ের নবাব দত্ত নাম দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। মহাপ্রভু রূপ-সনাতন নাম রাখেন। উঁহাদের বংশ বিবরণ যথা— কর্ণাট

কাঁহা মোর কীর্ত্তিকা মাতা বৃষভানু পিতা।
কাঁহা মোর ব্রজেশ্বরী রোহিণী দেবী মাতা॥
এইমত ব্রজ প্রেম রসেতে ডুবিয়া।
প্রেমে উন্মাদ হইয়া রহিলা পড়িয়া॥
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকাশিলা নিজ প্রভা।
বৃন্দাবনময় দেখে বিদ্যুতের আভা॥
প্রভুরে দেখয়ে সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেশ্বরী।
সেই বেশ সেই কান্তি বৃষভানু কুমারী॥
দেখি রূপ সনাতন চমৎকার পাইলা।
প্রভুর অগ্রেতে দুই ভাই মূর্চ্ছা হইলা॥
দেখিয়া জগৎ গুরু জগতের মাতা।
দোঁহা প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন মাতা॥
উঠ উঠ মাতা এই লাগিল কহিতে।
উঠি রূপ সনাতন জোড় করি হাতে॥
রূপ সনাতন দোঁহে স্তুতি পাঠ করে।
ডুবিল বৈষ্ণবগণ আনন্দ সাগরে॥
তুমি হরি প্রিয়া তুমি জগতের গুরু।
যেই যাহা চায় পায় বাঞ্ছা কল্পতরু॥
বৃন্দাবনেশ্বরী তুমি কৃষ্ণ ভক্তি দাতা।
চিৎশক্তি প্রধানা তুমি জগতের মাতা॥
তোমা বহি কৃষ্ণের প্রিয়সী শ্রেষ্ঠ নাই।
কৃষ্ণ সুখরস আস্বাদয়ে তোমার ঠাঁই॥
এইমত দুই ভাই বহু স্তুতি কৈলা।
তবে শুনি জগতেশ্বরী প্রসন্ন হইলা॥
তবে মাতা রূপ সনাতনেরে কহিল।
তোমা দোঁহা দেখি মন দয়ার্দ্র হইল॥
আমার প্রভুর দোঁহে অনুগ্রহ পাত্র।
প্রেম ভক্তিময় দোঁহা হও শুদ্ধ সত্ত্ব॥
শুভ দৃষ্টি কৈলা মাতা সবারে চাহিলা।
সবাই আনন্দ হইলা কৃতার্থ মানিলা॥
মুখ্য হরিদাস[২] আর গোসাঁই দাস[৩] পুজারী।
আজ্ঞা মালা প্রসাদ আনিল বাটাভরি॥

অধিপতি যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ। তাঁহার দুই পুত্র রূপেশ্বর হরিহর। ভ্রাতৃ বিরোধে রূপেশ্বর পৌলস্ত্য রাজ্যে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে বাস করেন। তৎপুত্র মুকুন্দ তৎপুত্র কুমারদেব তৎপুত্র রূপসনাতন। ১৪৩৬ শকাব্দে মহাপ্রভু রামকেলিতে গমন করিলে উভয়ে গোপনে মিলিত হন। পরবর্ত্তী কালে উভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে লুপ্ত বৃন্দাবন ধাম, শ্রীবিগ্রহ প্রকট ও ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য পদবাচ্য হন। উভয়ের অলৌকীক জীবন কাহিনী মৎকৃত "শ্রীশ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। এখানে শ্রীজাহ্নবার অন্তর্দ্ধানকালীন রূপসনাতনের মিলন বাক্য থাকিলেও ভক্তি রত্নাকর, প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী, নরোত্তম বিলাসাদি গ্রন্থ প্রমাণে স্বীকার্য্য নহে। ইহা প্রথম বৃন্দাবন যাত্রাকালীন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রথম বৃন্দাবন যাত্রায় রূপ সনাতনের মিলন ঘটে। সে সময় রূপ গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শীঘ্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরে শ্রীনিবাস গমনের পূর্ব্বে রূপ সনাতনের অন্তর্দ্ধান। তাহার অনেক পরে খেতুরী উৎসবের পরে দ্বিতীয় বার ব্রজ-গমন। তাহার কতককাল পরে তিনবার বৃন্দাবন গমন। এই বারে গোপীনাথের অন্তর্দ্ধান ঘটে। মনে হয় গ্রন্থকার জাহ্নবা দেবীর অত্যুজ্জ্বল মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথম যাত্রার ঘটনাটি তুলে ধরেছেন।

২) মুখ্য হরিদাস— মুখ্য হরিদাস বলিতে ব্রজধামে শ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য তাঁর শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত। শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী

পাইয়া প্রসাদ মালা নমস্কার করি।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা পরম ভক্তি করি॥
শ্রীচরণ চলিলেন দেবালয় দিয়া।
দ্বার মোচন করিল আগে লোক গিয়া॥
'গোপীনাথ' বলি অতি অনুরাগে চলে।
শ্রীমন্দির প্রবেষ্ট প্রভু হইল একই কালে॥
অনিমেষে দেখে বিধু বদন সুন্দর।
কহিতে না পারে কিছু কাঁপয়ে অধর॥
মন্দিরের দোয়ার লাগিল আচম্বিতে।
বুঝিতে না পারি লীলা করে কোনমতে॥
গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষিয়া।
বসাইলা আপনার বামপার্শ্বে লইয়া॥
আনন্দিত হইলা রাধা সুবদনী।
দুই পার্শ্বে দুই প্রিয়া কি শোভে না জানি॥
সবেই মানিল অতিশয় চমৎকার।
মন্দির সেবক গিয়া মুক্ত কৈল দ্বার॥
সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিমা মূর্ত্তি হৈয়া।
বিরাজয়ে গোপীনাথের বামেতে বসিয়া॥
চমৎকার হই সবে করে দরশন।
গোপীনাথের অতিশয় প্রফুল্ল বদন॥
বাম পার্শ্বে শ্রীজাহ্নবা দক্ষিণে রাধিকা।
মধ্যে গোপীনাথ ইথে কি উপমা অধিকা॥
নিত্যানন্দ গোপীনাথ এক দেহ হয়।
ধরণী শেষ সংবাদে ইহা ফুকারিয়া কয়॥
নিত্যানন্দ-গোপীনাথ অনঙ্গ জাহ্নবা।
রাধিকা অনুজ শ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা॥
রামের প্রকৃতি সেহ আছয় অনঙ্গ।
রাধিকার সুখ হেতু রহে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ চৈতন্য অবতার।
রাম-নিত্যানন্দ সঙ্গে করেন বিহার॥
যেই রাম সেই কৃষ্ণ সেই গৌরচন্দ্র।
শ্রীরাধিকা শ্রীজাহ্নবা অনঙ্গ নিত্যানন্দ॥
এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ।
লীলা আস্বাদিতে ঐছে করয়ে বিলাস॥
যখন যে লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় মনে।
সেই রূপ ধরি রাম বিলসে কৃষ্ণ সনে॥
কে বুঝে রামের রীত অনন্ত অপার।
পুরুষ প্রকৃতি রাম বিনে নহে আর॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সঙ্গেতে লইয়া।
গৌর নিত্যানন্দ নবদ্বীপে প্রকটিয়া॥
সবে আসি অবতরি করে প্রেমদানে।
বৃন্দাবনে বিলসয়ে একত্র মিলনে॥
এইমত ঈশ্বর লীলার নাহিক বিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥
শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ।
সেই যে আমার গতি জীবনে মরণ॥
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তারে মধ্য লীলায়াং শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবা জীউর বৃন্দাবন গমনং নাম পঞ্চম স্তবক।

সেবাধিকারীর জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে পত্রী পাঠাইলেন। প্রভু শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীকে পাঠাইলেন। কাশীশ্বর কিছুকাল সেবা করার পর সর্ব্বক্ষণ প্রেমাবিষ্ট থাকিতেন। তাই পুনর্ব্বার পত্রী পাঠাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীহরিদাস পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন। হরিদাস পণ্ডিতের সেবাগুণে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার নিকট চাহিয়া খাইতেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখনারম্ভে আজ্ঞা গ্রহণকালে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত সেবাধ্যক্ষ ছিলেন।

৩) গোসাঁই দাস পূজারী— গোসাঁই দাস পূজারী শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের সেবিত শ্রীমদনমোহন দেবের সেবাধিকারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ লিখনারম্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আজ্ঞা গ্রহণের জন্য শ্রীমদনমোহন সমীপে গমন করেন সে সময় গোসাঁই দাস পূজারী সেবাকার্য্যে ছিলেন।

ষষ্ঠ স্তবক

জয়তি জয়তি নিত্যানন্দ অবতার রূপ।
জয়তি জয়তি রাধা প্রাণবন্ধু স্বরূপ ॥
জয়তি জয়তি রাস লীলা বিহারী।
জয়তি জয়তি রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রচারী ॥
চৈতন্যের প্রিয়দেহ নিত্যানন্দ রাম।
অহর্নিশ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥
চৈতন্য নিতাইর প্রেম কে কহিতে পারে।
সহস্র বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে ॥
এ দোঁহার প্রেম প্রীত দোঁহে জানে মাত্র।
আর কেহ জানয়ে দোঁহার কৃপাপাত্র ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যার নাম লবা মাত্র ভক্তি সিদ্ধ হয় ॥
এইমত লীলা করে নিত্যানন্দ রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥
হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে।
আগ্রহ করিয়া যমদণ্ড করি তানে ॥
তার সনে মোর কিসে মরে বা না কেনে।
আমার মন সদা রহু প্রভুর চরণে ॥
প্রপঞ্চ গোচর হইলে প্রকট নাম ধরে।
অপ্রপঞ্চের অতীত প্রকট কহি তারে ॥
স্ফূর্তিরূপে আবির্ভাব স্বরূপ লক্ষণে।
এইমত ঈশ্বর লীলা জানে ভক্ত গণে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে স্ফূর্ত্তি আবির্ভাব ভক্ত জনে।
বীরচন্দ্র রূপে হয় স্বরূপ লক্ষণে ॥
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গা তটস্থ আখ্যানে।
ইহা কেহ নাহি জানে অন্তরঙ্গ বিনে ॥
মূর্ত্তি মন্ত্র ভক্তি দেবী জাগে যার মনে।
স্ফূর্ত্তি আবির্ভাব জানি স্বরূপ লক্ষণে ॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগে বেদে ইহা নাহি পাই।
ভক্তির গোচর হয়েন চৈতন্য গোসাঞি ॥
কলিযুগে নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
অবতীর্ণ হইলা জীবে হইয়া সদয় ॥
ঊর্দ্ধ মুখে দুহাত তুলিয়া বলি ভাই।
কলিযুগে আর কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই ॥
আপনে প্রকটি নাম করিল প্রচার।
সেই নাম লহ সবে ভবে হবে পার ॥
কলিযুগে নাম গুণে কৃষ্ণ হয়ে বশ।
ইহা হইতে অধিক প্রেম নাহি ভক্তি রস ॥
নাম যেই লৈল সেই কৃষ্ণেরে জিতিল।
'সত্য সত্য' কৃষ্ণ তার স্থানে বদ্ধ হইল ॥
নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম সত্য।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম দুই হয় এক তত্ত্ব ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম কভু ভিন্ন নয়।
নাম আর কৃষ্ণ তত্ত্ব অভেদ বেদে কয় ॥
প্রেম যোগে লহ নাম না করিও হেলা।
সত্য সত্য কৃপা করিবেন নন্দ ঘোষের বালা ॥
প্রেম ভক্তি বিনে কোন কার্য্য সিদ্ধি নহে।
মাথা মুড়াইলে যম দণ্ড নাহি যায়ে ॥
হরি নাম মন্ত্ররাজ জপ সব প্রাণী।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি ॥
গুরুরূপ নিত্যানন্দ বৈষ্ণব অদ্বৈত।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপ শাস্ত্র অভিমত ॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিতে অন্য নাহি আর।
এইমত যে ভিন্ন মানে সেই ছারখার ॥
কলিকালে মন্ত্র গুরু শিক্ষা গুরু রূপ।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র অদ্বৈত স্বরূপ ॥
আশ্রয় অলম্বন উদ্দীপন এক হইয়া।
কলিযুগে প্রকটিল জীবের লাগিয়া ॥

ইহা যেই মানে সেই পরম সুবুদ্ধি।
ইহা যেই না মানে সেই পাষণ্ড কুবুদ্ধি॥
অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥
হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে।
আগ্রহ করিয়া যম দণ্ড করে তানে॥
তার সনে মোর কিসে মরে বা না কেনে।
আমার মন সদা রহু প্রভুর চরণে॥
সর্ব্ব গুণ যুক্ত নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য।
কভু নাহি দেখি সেই পাপী হীন পুণ্য॥
সর্ব্ব গুণ শূন্য সব ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত।
নিত্যানন্দে রতি সেই সর্ব্বত্র পূজিত॥
তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যে করে স্মরণ।
তার পদরেণু করি মস্তকে ভূষণ॥
এক্ষণে শুনহ নিত্যানন্দের মহিমা।
চারি বেদে যে প্রভুর দিতে নারে সীমা॥
প্রপঞ্চ গোচর হইলে প্রকট নাম ধরে।
প্রপঞ্চের অতীত অপ্রকট কহি তারে॥
স্ফূর্ত্তি রূপ আবির্ভাব স্বরূপ লক্ষণে।
এইমত ঈশ্বর লীলা জানে ভক্তগণে॥
সঙ্কীর্ত্তনে স্ফূর্ত্তি আবির্ভাব ভক্ত জনে।
বীরচন্দ্র রূপে হয় স্বরূপ লক্ষণে॥
কৃষ্ণ বলরাম করি যারে বেদে গাই।
কলিযুগে সেই দুই চৈতন্য নিতাই॥
কৃষ্ণ সুখ হেতু এক প্রভু বলরাম।
সর্ব্বরূপ ধরি কৃষ্ণের পূর্ণ করে কাম॥
কৃষ্ণ প্রকাশ বৃন্দাবনে শ্রীবলরাম।
কৃষ্ণ চিত্তে সুখ দেন এই তার কাম॥

তথাহি—শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ধরণী শেষ সংবাদে
গোলকে দ্বিভুজ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
তৎ প্রকাশরূপোয়ং দ্বিতীয়ো দেহ রূপকঃ॥

তথাহি—তত্রৈব—
বর্ণ মাত্রং প্রথকঞ্চ স্বরূপের্নৈকমে বহি।
কান্তি লাবণ্যমৈশ্বর্য্যং সর্ব্বকং ন সংশয়॥
নিত্যানন্দ সেই বলরাম সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ দশাক্ষর মন্ত্রে যার উপাসন॥
কাম গায়ত্রী ধ্যান মন্ত্রে দেখি একরূপ।
কৃষ্ণ বলরাম মাত্র একই স্বরূপ॥
কখন বা পুরুষ রূপেতে করে খেলা।
প্রকৃতি পরমা হইয়া করে রাসলীলা॥

তথাহি—তত্রৈব—
কৃষ্ণত্বং সেন রামোসৌ গোলকাজ্ঞাদিবাকরঃ।
যত্র বৃন্দাবনে কুঞ্জে ক্রীড়ায় রাধিকা কৃষ্ণ যোঃ॥
পুমং সে বলরামোয়ং হ্যোয়লীলাদি পোষকঃ।
বিশেষঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য গোষ্ঠক্রীড়া দিনায়কঃ॥
নানা স্বষ্টাদিক তত্বং সরাম শক্তিভির্যুতঃ।
রাধিকারাসমুক্তাশা কৃষ্ণ শক্তি সমন্বিতঃ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যার ভক্তি রসধাম।
এই অর্থে পুরাণে বাখানে বলরাম॥

তথাহি—তত্রৈব—
বলেতি সর্ব্ব কার্য্যে সুবলে বানভদ্র নির্ম্মলং।
বলভদ্রামিতি প্রক্ত প্রসঙ্গাম্মে সমাসতঃ॥
রাকারে শ্রীমতী রাধা মকারে মধুসূদন।
দ্বয়ো বিগ্রহ সংযোগোত্রাম নাম ভবেৎ কিল॥
সেই বলরাম নিত্যানন্দ স্বরূপ ধরি।
সেই কৃষ্ণ কলিতে চৈতন্য অবতরি॥

তথাহি—শ্রীউপপুরাণে—

নিত্যং শ্রীরাধিকা চৈব আনন্দ কৃষ্ণবিগ্রহঃ।
দ্বয়োবিগ্রহ সংযোগো নিত্যানন্দভিধিয়তে॥

কৃষ্ণ কহে আমি সর্বেশ্বর সর্বাশ্রয়।
আমি না তারিলে জীবের কৈছে গতি হয়॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যদসদসৎ পরম।
পশ্চদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্ঠে তসোপ্যহং॥

তথাহি—শ্রীনারদীয়ে—

দিবিজাভুবি জায়ার্দ্ধং জায়ার্দ্ধং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামী শচীসুত॥

কলিযুগে জীবের অল্প আয়ু হীন পুণ্য।
হেন জীব উদ্ধারি করিব কলি ধন্য॥

তথাহি—শ্রীবামন পুরাণে—

শুদ্ধেগৌর সুদীর্ঘাঙ্গ ত্রিস্রোত শিরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামী কলৌযুগে॥

তথাহি—তত্রৈব—

কলি ঘোর তমচ্ছন্নান সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামী নারদ॥

হরি নাম যজ্ঞেতে করি সব পুণ্য।
ভক্তগণে সুখ দিব হইয়া আচ্ছন্ন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাহি যুগানুবৃত্তং।
ছন্নং কলৌ মদভবস্ত্রী যুগোথসাত্তং॥

সেই কৃষ্ণ সাঙ্গসহ প্রকৃতি প্রধান।
অবতার করি জীবে কৈল প্রেমদান॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ নিত্যানন্দ বলরাম।
বহু মূর্ত্তি ধরি পূর্ণ কৈল সর্বকাম॥

বিষয় অবলম্বন কৃষ্ণ রাধিকা আশ্রয়।
আশ্রয় না হইলে বিষয় আস্বাদ না হয়॥

অতএব রাধাভাব কান্তি ব্যক্ত করি।
প্রকট হইল নাম গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

তথাহি—শ্রীস্কন্দ পুরাণে—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতাঃ॥

বলরাম প্রাকৃত্যাংশে অনঙ্গ মঞ্জরী।
রাধাঙ্গ সেবা করিবার অধিকারী॥

শক্তি বিনু রাধাঙ্গ সেবিতে না পারয়।
রাধানুজা হই কৃষ্ণ সেবন করয়।

রাধাভাব অঙ্গ করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
কলিযুগে অবতীর্ণ জীবে কৃপা করি॥

তথাহি - শ্রীব্রহ্ম পুরাণে—

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহ॥

তথাহি—শ্রীগরুড় পুরাণে—

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর সমুদ্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥

তথাহি—শ্রীকূর্ম্ম পুরাণে—

কালিনা দহ্যমানানামুদ্ধারার্থং তমোভুতাং।
কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং ভবিষ্যতি দ্বিজাতিষু॥

তথাহি—শ্রীদেবী পুরাণে—শিবনারদ সম্বাদে

ভবিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবানঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলেজন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—(ব্রজরাজ প্রতি গর্গ বাক্যং)

আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্যগৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

তথাহি—শ্রীমহাভারতে—

সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃত্ সমঃ শান্তঃ শান্তি নিষ্ঠাপরায়ণ ॥
অতএব বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে কয়।
কলৌচ্ছন্ন অবতার বেদে ব্যক্ত হয় ॥
ইহা যে না মানে সেই খল দুষ্ট জন।
সে সব কুবুদ্ধি জনে কিবা প্রয়োজন ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রে বিমুখ যে জন।
সে সব জনের মুখ না দেখি কখন ॥
বলরাম প্রাকৃত্যাংশে সে অনঙ্গ মঞ্জরী।
রাধিকা প্রকাশ কৃষ্ণ সঙ্গে অনুচরি ॥
সেই রাম নিত্যানন্দ জাহ্নবা অনঙ্গ।
প্রকাশ ভেদেতে করে কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গ ॥
সদা সেই লীলা করে অনঙ্গ মঞ্জরী।
কভু রাম সঙ্গে কভু গোবিন্দ বেহারী ॥
চৈতন্যের স্বয়ং প্রকাশ নিত্যানন্দ মূর্ত্তি।
মন্ত্র দাতা গুরুরূপে মন্ত্ররূপে স্ফূর্ত্তি ॥
হেন নিত্যানন্দ চৈতন্যেতে করে ভেদ।
বিশেষে নরক ভোগ তার অবিচ্ছেদ ॥
আপনার মনে সত্য এই দৃঢ় করি।
অভিন্নাত্মা নিত্যানন্দচন্দ্র গৌরহরি ॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্রে সদা রহু মন।
এই মোর সর্ব্বসিদ্ধি সাধন স্মরণ ॥
নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য মোর প্রভু।
দুটি ভায়ের পাদপদ্ম না পাশরি কভু ॥
হেন দিন হবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশ-বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তারে মধ্য
লীলায়াং শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র
নিরূপণং নাম ষষ্ঠম স্তবক।

সপ্তম স্তবক

শ্রীবীর দুর্জ্জন প্রভৃতি দণ্ড বীর।
দুর্দ্দণ্ড কুঞ্জর প্রভৃতি খণ্ডি বীর ॥
ঘোরদ্ধি মর্দ্দন গজ কুবলয় বীর।
শ্রীরাধিকা গুপ্ত প্রকাশি বীর ॥
নিত্যানন্দ পাদদ্বন্দ্ব মকরন্দকুনা।
অয়ে লুব্ধ মন ভৃঙ্গ করহ ভাবনা ॥
চৈতন্য রসের ধাম, পুন বীরচন্দ্র নাম,
ধরি প্রকাশিল কলিকালে।
পতিত দুর্গতি যত, জড় অন্ধ আদি কত,
ভাসাইল আনন্দ হিল্লোলে।
কিবাসে দর্শন ধাম, যেন মূর্ত্তি মন্ত কাম,
অরুণ বরণ ডগমগি।
শান্ত দান্ত কৃপাবান, ভক্ত জনের ধনপ্রাণ,
হরি রসে সদা অনুরাগী ॥
নহিল নহিবে আর, হেন প্রভু অবতরি,
পুন আসি করয়ে উদয় ॥
কলি দণ্ড নিবারণে, কেবা আছে ত্রিভুবনে,
সিংহ জিনি যাহার বিক্রম।
কহে বৃন্দাবন দাস, না পুরিল মন আশ,
বঞ্চিত রহিল মতিভ্রম ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জগত আশ্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার ইচ্ছা মাত্র হয় ॥

মহাতীর্থ কুমারহট্ট

কুমারহট্ট গ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মহামহিম তীর্থ। কুমারহট্ট গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"ত্রিবেণীর পার হয় কাঁচড়াপাড়া গ্রাম। কৃষ্ণ রায় ঠাকুর যাঁহা শ্রবণে অনুপাম ॥

*　　*　　*　　*

তাহার দক্ষিণেতে কুমারহট্ট গ্রাম। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর গৌরাঙ্গ রায় নাম ॥"

ত্রিবেণীর পরপারে কাঁচপাড়া গ্রাম। তাহার দক্ষিণে কুমারহট্ট গ্রাম অবস্থিত। বর্ত্তমান কলিকাতার ত্রিশ মাইল উত্তরে ২৪ পরগণা জেলায় এই কুমারহট্ট গ্রাম অবস্থিত। এই কুমারহট্ট গ্রামের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। প্রেমবিলাস ভক্তিরত্নাকর ও পাট-পর্য্যটনাদি গ্রন্থে হালিসহর নামের উল্লেখ দেখা যায়। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী কিংবা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫ নং বাস যোগে হালিসহর 'শ্রীচৈতন্য ডোবা' নামক ষ্টপেজে নামিতে হয়। গাড়ী পথে শ্যামবাজার হইতে বারাকপুর। তথা হইতে ৮৫ নং রুটে হালিসহর শ্রীচৈতন্য ডোবায় আসা যায়। এখানে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি বিরাজিত। এই স্থানের অত্যুজ্জলতম মহিমা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—আদিখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে—

"যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর পুরীরে। তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে ॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান। দেখিলেন ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান ॥
প্রভু বলেন, এই কুমার হট্টেরে নমস্কার। ঈশ্বর পুরীর যেই গ্রামে অবতার ॥
কান্দিলেন বিস্তর শ্রীচৈতন্য সেই স্থানে। আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বরপুরী বিনে ॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি। লইলেন বহির্ব্বাসে বাঁধি এক ঝুলি ॥
প্রভু বলেন, ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন-ধন-প্রাণ ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খ্রীঃ) শ্রীধাম যাত্রার উদ্দেশ্যে বিজয়া দশমী তিথিতে গৌড়দেশাভিমুখে রওনা হইলেন। সপার্ষদে ভুবনেশ্বর, কটক, যাজপুরের মধ্য দিয়া ওড্র দেশে উপনীত হন। তথা হইতে তদ পার্শ্ববর্ত্তী যবন রাজার সেবানুকূল্যে তাঁহার প্রদত্ত নবনির্ম্মিত নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক পিছলদার মধ্য দিয়া পাণিহাটী গ্রামে উপনীত হন। পর দিবস সেই নৌকা আরোহণে শান্তিপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। সুরধনীর কিনারে কিনারে চলিতে চলিতে প্রভু সপার্ষদে কুমারহট্ট গ্রামে পদার্পণ পূর্ব্বক নিত্য লীলা প্রবিষ্ট স্বীয় অভীষ্টদেবের সুপবিত্র জন্মভূমির স্মরণে দূর হইতে প্রণিপাত হইয়া পড়িলেন। তারপর শ্রীগুরুদেবের জন্মভূমিতে উপনীত হইলে শ্রীগুরুদেবের সুনির্ম্মল মহিমারাশী সহসা তাঁহার হৃদয় কন্দরে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রথমে প্রভু কুমারহট্ট গ্রামকে স্তুতিনতি করিয়া প্রেমাপ্লুত স্বরে শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন করতঃ ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ হেন প্রেমিক পুরুষকে এই কুমারহট্ট গ্রাম বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ এই ভূমিতে আবির্ভূত হইয়া বাল্য খেলারসে কতই বিচরণ করিয়াছেন, কতই গড়াগড়ি দিয়াছেন; তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শিত রজ আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। এ হেন অমূল্যরত্নাপ্রাপ

ভাবের উদ্দীপনে প্রভু উক্ত সুপবিত্র স্থানের রজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন, তিলক ধারণ ও ভক্ষণাদি করিয়া পরিশেষে নিত্য নিয়মিত-ভাবে গ্রহণের নিমিত্ত নিজ পরিধেয় বহির্ব্বাসে পরমাগ্রহের সহিত 'মম জীবন ধন প্রাণ' বলিয়া প্রেমানন্দাবেশে এক মুলি মৃত্তিকা গ্রহণ করিলেন। প্রভুকে অচিন্ত্য মহিমা সম্পন্ন শ্রীপাদের শ্রীচরণ স্পর্শিত মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগামী লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পার্ষদবৃন্দ উক্ত স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে একটি ক্ষুদ্র ডোবার সৃষ্টি হইল। তাহাই কালের বিপুল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অদ্যাপি 'শ্রীচৈতন্যডোবা' নাম ধারণ পূর্ব্বক বিরাজিত। এইরূপে অভূতপূর্ব্ব প্রেমবিলাসের মাধ্যমে শুভ গৌণ কার্ত্তিকী কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে 'শ্রীচৈতন্য ডোবা' সৃষ্টি করিয়া তদ্ পার্শ্ববর্ত্তী ভক্ত চূড়ামণি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করেন।

প্রভুর আগমনে কুমারহট্ট গ্রামে যে লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপুরের বর্ণন যথা—

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিত বাটীমভ্যা যযৌ।
তত্র চ গঙ্গাতীরাঘাটী পর্য্যন্ত গমনে ॥
যত্র যত্র পদমর্পয়তীশ, তত্র পাদরজসাং গ্রহণায়।
প্রাণি-পানি পতনেন স পন্থা, হস্তগর্ত্তময় এব বভূব ॥
প্রাচীরস্তোপরি বিটপিনাং সর্ব্ব শাখাসু ভূমৌ।
রথ্যাং রথ্যামনু পথি পথি প্রাণিষু প্রাপ্তবৎসু।
উচ্চৈরুচ্চৈর্বদ হরিমিতি প্রোচ্চঘোষেষু দেবো
রাত্রি শেষে তরিমধি শিবানন্দনীতঃ প্রতস্থে ॥

প্রভু গঙ্গাতীর হইতে শ্রীবাস ভবন পর্য্যন্ত গমনকালে ভক্তগণ প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করায় সমস্ত পথ গর্ত্তময় হইয়াছিল। প্রাচীরের উপর; বৃক্ষের প্রতিটি ডালে, প্রতি রাজপথে, অলিগলি, খালি জমির উপর লোকে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। জনতার হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রভু রাত্রিশেষে নৌকাতে আরোহণ করিয়া শিবানন্দ সেনের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীবাসভবন হইতে সেন শিবানন্দ, বাসুদেব দত্ত, বিদ্যা-বাচস্পতি ভবন, কুলিয়া, শান্তিপুর, রামকেলি, কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গমন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা ভঙ্গ করতঃ পুনঃ শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তথাহি—(শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অঃ)

"কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে। আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস। আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ ॥"

শ্রীবাসের ঐকান্তিক সাধনের ফল স্বরূপ শ্রীগৌর সুন্দর সপার্ষদে উপনীত হইলে শ্রীবাস প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন। শ্রীগৌর সুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীবাস বিচ্ছেদ-বিরহে কাতর হইয়া কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থান করেন। আজ সেই অন্তরের নিধিকে সম্মুখে পাইয়া আর আনন্দের সীমা নাই। প্রভু কতিপয় দিবস শ্রীবাসভবনে অবস্থান করিয়া পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে শ্রীবাসের অতৃপ্ত আকাঙ্খা পূর্ণ করিলেন এবং লীলা ভঙ্গীতে শ্রীবাসের গুপ্ত অত্যুজ্জ্বল মহিমারাশী ব্যক্ত করতঃ দুইটি বর প্রদান করেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে ॥

অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর। অদ্যাপ্রভু নহিব দোঁহার কলেবর॥"

এইরূপ বর প্রদান করিয়া শ্রীবাসভবন হইতে পানিহাটী-বরাহনগর হইয়া নীলাচলে গমন করেন।

এই কুমারহট্টের শ্রীবাসভবনেই কলিব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের লেখক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৩ বিলাস।

"কুমারহট্ট বাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যেঁহো। তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস। তিঁহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেলা স্বর্গে॥
ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি। আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস। মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন পিতা বৈকুণ্ঠ দাস অপ্রকট হওয়ায় শ্রীবাস নিজ ভ্রাতৃকন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীকে আপনার কুমারহট্ট ভবনে আনিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তথায় বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। এবং পঞ্চ বৎসর বয়সকাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতৃভূমি সম্পর্কে শ্রীপাট পর্য্যটনের বর্ণন যথা—

"হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত। ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত॥"

এখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের 'শ্রীগৌরাঙ্গ' সেবা স্থাপন এবং শ্রীশিবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাট সম্পর্কে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বচন যথা—

"তাহার নিকটে কুমারহট্ট গ্রাম। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর 'গৌরাঙ্গ রায়' নাম॥
শিবানন্দ পণ্ডিতাদি অনেক বসতি। মহাপ্রভুর প্রিয় স্থান 'গোপাল রায়' মূর্ত্তি॥"

'শ্রীগৌরাঙ্গদেব' ও 'শ্রীগোপাল রায়' বিগ্রহদ্বয় এখন কুমারহট্ট গ্রামে নাই। এখানে শিল্পকার্য্য বিশারদ বিশ্বকর্ম্মার অবতার শ্রীনয়ন ভাস্করের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—১৯ বিলাস—

"হালিসহর গ্রামে নয়ন ভাস্কর আছিলা। রঘুনাথ আচার্য্যসহ খেতুরী আইলা॥"

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১০ম তরঙ্গে—

"নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিলা। পরম আনন্দে তিঁহো শীঘ্র যাত্রা কৈলা॥"

নয়ন ভাস্কর প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবীর আদেশে বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। সেই বিগ্রহ বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলে শ্রীগোপীনাথদেবের বামে প্রতিষ্ঠিত হন।

এইভাবে বহু শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের বিহারভূমি এই হালিসহর গ্রাম। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে এই হালিসহর গ্রামে পদার্পণ করতঃ শ্রীগুরু ভক্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ শ্রীচৈতন্য ডোবা মহাতীর্থ সৃষ্টি করিয়া হালিসহর গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও তাঁহাদের বিহার ভূমির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে গেলে প্রেমিক ঠাকুর নরোত্তমের রচিত প্রার্থনা-বলীর এই ছত্রটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"গৌরাঙ্গের-সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌর-মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদগণের নাম ও মহিমাবাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের স্তুতিনতি করণ, তৎসঙ্গে তদপথাবলম্বী সুধী বৈষ্ণবগণের চরণামৃত ও অধরামৃত গ্রহণ এবং শ্রীগৌর মণ্ডলভূমি দর্শন, তত্র স্থানের বারি এবং স্পর্শন; স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও স্থানের লীলা কাহিনী স্মরণই শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপালাভের অন্যতম উপায়, যাহারা এই আপ্তবাক্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া ভগবৎ প্রাপ্তি মূলক সাধন পথে অগ্রসর হন, তাহারাই ব্রজধামে বাসাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ব্রজেশ্বর শ্রীরাধা-বিনোদের সুদুর্লভ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন।

পরবর্ত্তী অবস্থা

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম লীলাভূমি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সুপবিত্র জন্মস্থানোপরি বিরাজিত 'শ্রীচৈতন্য ডোবা' ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গণ; এই মহান তীর্থভূমিদ্বয় সংস্কার অভাবে প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ অরণ্য সমাকীর্ণ অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভেচ্ছায় আমার পরমারাধ্যতম পরমগুরু শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ ৺প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে এই সুপবিত্র হালিসহর গ্রামে শুভাগমন করেন। লোক পরম্পরায় এই গুপ্ত মহান্ তীর্থভূমিদ্বয়ের সন্ধান পাইয়া উক্ত স্থান দর্শন করেন এবং উক্ত স্থানদ্বয় জাগ্রত করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশের আন্তরিক অনুভূতি পান। গত ১৩৪২ সালে ১২ই আষাঢ় উক্ত স্থানটি ক্রয় করিয়া জঙ্গলাদি পরিষ্কার করতঃ বহু বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহু কষ্টে ১৩৪২ সালের ১১ই কার্ত্তিক শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাহাতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবার প্রকাশ করেন। এই তীর্থভূমি সংস্কারের প্রারম্ভে সংস্কারকারী বাবাজী মহারাজের প্রচারিত আবেদন পত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে তীর্থের তৎসাময়িক পরিস্থিতিটি পরিস্ফুট রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ শরণম্

কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে প্রেমাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীপাদ 'ঈশ্বরপুরীর' জন্মভিটার সংস্কার কল্পে সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন।

প্রায় পাঁচশত বৎসর হইতে চলিল হালিসহর গ্রামে পরম পবিত্র পুণ্যস্মৃতিময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটাটি জঙ্গল সমাকীর্ণ অবস্থায় পতিত ছিল। গত কয়েক বৎসর হইতে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই স্থানটিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণ বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ও প্রেরণায় বর্ত্তমানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার পুনঃ চেষ্টা হইতেছে, শ্রীশ্রীপাদের ভিটাটি, প্রায় দেড় বিঘা প্রমাণ জমি, ৫৫২ টাকায় খরিদ করিয়া প্রায় ২২০০ শত টাকা ব্যয়ে সেবক ও বৈষ্ণবগণের বাসোপযোগী ৩ খানি ঘর, ১ খানি ভাণ্ডার ঘর ও ১ খানি পাকের ঘর তৈয়ারী করান হইয়াছে। গত ২রা ফাল্গুন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাবিনোদ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমন্দিরের অভাবে একখানি ঘরে রাখা হইয়াছে। কলিকাতা নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক শ্রীমন্দিরের

ভিত্তি স্থাপন করিয়াও অর্থাভাব বশতঃ শ্রীমন্দিরটি নির্ম্মাণ করা যাইতেছে না। প্রায় তিন হাজার টাকা সংগ্রহ না করিতে পারিলে শ্রীমন্দিরটি নির্ম্মাণ করিতে পারা যাইবে না। শ্রীমন্দির ভিন্ন আরও অনেক কাজ করিতে হইবে, যথা—শ্রীমন্দির সম্মুখে একটি নাট মন্দির, অপর "শ্রীচৈতন্য ডোবার সংস্কার" আর একটি পৃথক বৈষ্ণব খণ্ড এবং সমুদয় স্থানটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে হইবে। তজ্জন্য আরও প্রায় ৫/৬ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই আর্থিক দুর্দ্দিনে কোন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে এই ভার গ্রহণ করা অসম্ভব বিধায়, সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, সকলে যেন সাধ্যমত সাহায্য করিয়া এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেন। এই স্থানটি দেশের ও দশের পুণ্যময় পবিত্র-তীর্থ। ইহার সংস্কারে সকলেই কায়মনোবাক্যে সহায়তা প্রদান করিবেন বলিয়া আশা করি। আর এই স্থানটি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীমুখে বর্ণন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলেই স্থানটির যে কত মহিমা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যথা—

"যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর-পুরীরে। তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান। দেখিলেন শ্রীঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলেন, এই কুমারহট্টেরে নমস্কার। শ্রীঈশ্বর-পুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কাঁদিলেন বিস্তর চৈতন্য সে স্থানে। আর কিছু শব্দ নাই শ্রীঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা প্রভু আপনি তুলি। লইলেন বহির্ব্বাসে বাঁধি এক ঝুলি॥
প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্ম স্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন, ধন, প্রাণ॥"

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী
শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।
পোঃ হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা।
সন ১৩৪২ সাল।

সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থী—
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী
শ্রীধাম বৃন্দাবন

এইভাবে আবেদন পত্র মুদ্রণ করিয়া প্রচার করতঃ শ্রীপাটের মহিমা প্রচার ও উন্নয়ন কার্য্যের সূচনা করেন। তবে আবেদন পত্রে অভিলষিত কার্য্যক্রমের মধ্যে শ্রীমন্দির ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ সংস্কার আরম্ভের কিছুকাল পরে তথা ১৩৫৩ সালে আষাঢ়ী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটে। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের ফলে তীর্থের সংস্কার ও স্মৃতি সংরক্ষণের বিলক্ষণ ক্ষতি সাধিত হইল। তাঁহার সমকালীন শ্রীমন্দিরের সেবক শ্রীশ্রী১০৮, ৺পরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ স্থলাভিষিক্ত রূপে কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্দ্দৈব অনতিকাল পরে তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটায় শ্রীপাটের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে এক কাল মেঘ ঘনিভূত হইয়া আসিল। আত্মকলহ ও বহুমুখী সমস্যার মধ্য দিয়া কয়েক বৎসরের

মধ্যে স্থানের অস্তিত্ব পুনঃ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। সেই অবস্থায় আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রী১০৮, শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আগমন করতঃ ১৩৬০ সালে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ সেবারক্ষার একটি পয়সা উপার্জ্জন নাই, নাই নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র, নাই দ্বিতীয় সাহায্যকারী সেবক। তদুপরি অন্যান্য সমস্যা।

যাহা হউক একাকী সর্ব্বাত্মরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সেবা চালাইতে লাগিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত পরম ধৈর্য্য সহকারে শ্রীপাটের স্মৃতি সংরক্ষণে ব্রতী হইলেন। একদিকে বৈষ্ণব জগতের মহাতীর্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দিত স্থান। অন্যদিকে স্বীয় গুরুদেবের পুণ্যস্মৃতি; উভয় ঐতিহ্যের প্রতি পরমাসক্তিই তাঁহাকে দৃঢ়তার পথে পরিচালিত করিতে লাগিল। পরম দুঃসাহসিকতার সহিত দৈনন্দিন ভিক্ষার মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহের সেবা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহাকে অধিকাংশ দিন অর্দ্ধাশন এমনকি অনশন বরণ করিয়াও এই সেবা-কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিতে হইয়াছে। চরম বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নিজ সর্ব্বাত্মরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্জ্জন করতঃ শ্রীপাটের স্মৃতি রক্ষণে ব্রতী হইলেন। এইভাবে বিগত কয়েক বৎসরে তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের ফলে শ্রীপাটের পুণ্য স্মৃতি ক্রমে ক্রমে অগ্রণী হইয়া লোক স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। ক্রমে ক্রমে সেবক সংগ্রহ, গ্রন্থ ও প্রচার পত্রাদির মাধ্যমে স্থান মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হইলেন। আজ শ্রীপাটের মহিমা যতটুকু প্রচারিত ও প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাঁহার আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ। শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরমগুরু মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এই স্থানটিকে বৈষ্ণবীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা, ভক্তি শাস্ত্র পাঠ-ব্যাখ্যা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচার বিভাগ গড়ে তোলা। কিন্তু দুর্দ্দৈব সহসা তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটায় সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে তাহাই তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যের অন্তরের অভিব্যক্তি ঘটিল। তিনি স্থান মাহাত্ম্য প্রচার উপলক্ষে "শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য" ও "জগদগুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত" গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করিয়া সেই কার্য্যের উদ্বোধন করেন। ইচ্ছা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্র সংগ্রহ সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য 'শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ গ্রন্থ মন্দির' স্থাপন করা। তাঁহার অভিলাষ মৃদু মন্থর গতিতে কার্য্যকারী রূপ নিয়েছে। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎ কৃপাশক্তি বলে এই ভক্তি শাস্ত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন গ্রন্থদ্বয় ও এই শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই কর্ম্মের যতেক সাফল্য একমাত্র তাঁহার আত্মত্যাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফল স্বরূপ। যাহা হউক সেবাভার গ্রহণের পর হইতে ঐকান্তিক চেষ্টার মাধ্যমে অল্প বিস্তর সেবকাবাস ও শ্রীমন্দির মেরামত, চতুষ্পার্শ্বে সুদীর্ঘ প্রাচীরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। অধুনা নৈহাটী নিবাসিনী পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী মলিনা পালের বিশেষ দানে একটি বৃহৎ সেবকাবাসের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। তিনি তাঁহার পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি ফলকও স্থাপন করিয়াছেন। হুগলী নিবাসী (চুঁচুড়া, ষণ্ডেশ্বর তলা) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাল মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিয়া মেরামত কার্য্যের আনুকূল্য করিতেছেন। এইভাবে কিছু কিছু সংস্কার কার্য্য সংঘটিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতীব নগণ্য। শ্রীপাটের সুযোগ্য সংস্কার ও সংরক্ষণ বিষয়ে এখনও বহুত প্রয়োজন বিদ্যমান। নিত্যসেবা পরিচালন বিষয়ে এখনও কোন স্থায়ি ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও দৈনন্দিন ভিক্ষার মাধ্যমে কোনরকম

শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। সুযোগ্য সংস্কার ও সংরক্ষণ অভাবে মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবায় চলছে নানা অনাচার। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের যথোপযুক্ত সোজা রাস্তার ব্যবস্থা হইতেছে না। সেবকাবাসগুলি ভগ্নপ্রায়। আমার পরমারাধ্যতম পরমগুরু শ্রীপাটের সংস্কারক শ্রীশ্রী১০৮ ৺প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের অভিলষিত কর্ম্মসম্পাদনে "শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ গ্রন্থ মন্দির" নামে একটি বৈষ্ণব-শাস্ত্র সংগ্রহশালা নির্ম্মাণের একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রণয়ন ক্ষেত্রে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহের সেবা ও তীর্থভূমির সুযোগ্য সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য আমরা সহায়তা ভিক্ষা করিতেছি। কলিযুগ পাবন প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌর সুন্দর গৌড়জন তথা সর্ব্ব ভারতবাসীর প্রাণধন। সুতরাং এই শ্রীবিগ্রহের সেবা ও তীর্থভূমির সুযোগ্য সংস্কারের সুমহান কর্ত্তব্য আপনাদের সর্ব্বসাধারণের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত রহিয়াছে। আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়া এই গৌরবপূর্ণ পুণ্যময় ধামকে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিতে জাগ্রত করিয়া তুলুন। এইভাবে বিশ্বে যত নগরাদি ও গ্রাম রহিয়াছে সর্ব্বত্র মধুময় পতিত পাবন প্রেমভক্তি দাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নাম ও মহিমারাশি প্রচারিত হউক এবং শ্রীগৌর প্রেমের অমিয় পরশে প্রত্যেকের জীবন ধন্য হউক, কৃতার্থতা লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের একটি পথ। ভাগ্যবান ব্যক্তি এই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভে ধন্য হউন।

॥ শ্রীপাট সংস্কারের বিষয় ॥

শ্রীজীর্ণ মন্দির ও সেবকাবাস, শ্রীনাট মন্দির, শ্রীচৈতন্যডোবা, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীমন্দির, গ্রন্থাগার, বৈষ্ণব খণ্ড, রাস্তা ও আলো, জলের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি।

সাহায্য পাঠাইবার ও বিভিন্ন বিষয়ক যোগাযোগের ঠিকানা—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা

পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা

শোক সংবাদ

শ্রীপাটের সুদীর্ঘকালের পৃষ্ঠপোষক নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বর্ত্তমানের রেক্টর্ ডঃ সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় গত ২৯শে পৌষ (১৩৮৩) সোমবার শেষরাত্রে তাঁহার কল্যাণীর বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তিনি পনর বৎসরাধিককাল শ্রীপাটের সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীপাটের গ্রন্থ সেবায় তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ সহযোগিতা বিশেষ স্মরণীয়। কার্য্যারম্ভের প্রথম হইতেই তাঁহার প্রবল উৎসাহ ও সহানুভূতিই আমার ভক্তি শাস্ত্র প্রচার কার্য্যের বিশেষ অবলম্বন ছিল।

গত ২৩. ৯. ৭৩ তারিখে শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য, ৩. ৯. ৭৬ তারিখে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত, ৪. ৮. ৭২ তারিখে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় ও ৮. ১. ৭৬ তারিখে 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' পত্রিকার ভূমিকায় তাঁহার লেখনী প্রসূত বিবৃতির মধ্যে তাঁহার প্রবল আন্তরিকতার স্বরূপ পরিস্ফুট রহিয়াছে। তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ও সহানুভূতি আমার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিলাম।

যু ব জ ন আ র ণ সং স্থা

YOUTH HOSTELS ASSOCIATION OF INDIA

WEST BENGAL STATE BRANCH

Recognised by Ministry of Education, Government of India.

Affiliated to the International Youth Hostels Federation.

State President :
The Hon'ble Justice Mr. Sanker Prasad Mitra
Chief Justice, Calcutta High Court

Vice President :
The Hon'ble Justice Mr. S. A. Masud

State Chairman :
Major Bikas Chandra Ghosh

State Secretary :
Shri Provash Ranjan Dey

Chief Patron :
Mr. Anthony Lancelot Dias
Governor of West Bengal

STATE OFFICE :
Room No. 4 ; Block 2
Rabindra Sarobar Stadium
CALCUTTA-29

Ref No. ....

Date 15th August, 1976

দেশ দেখবার নেশায় হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে ঘরের পাশে পশ্চিমবঙ্গের অনেক তীর্থ দেখা হয় নাই, কিন্তু বহু পয়সা ব্যয় করে, বহু সময় নষ্ট করে, বহু কষ্ট করে দূরের বহু জায়গায় গিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের তীর্থগুলো বিষয়ে কোন গাইড বই না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি জায়গা ছাড়া কোথাও যাবার উৎসাহ পাই নাই। ভ্রমণরসিক বন্ধুবর শ্রীশ্যামসুন্দর-চন্দ্র মহাশয় একদিন আমাকে বললেন—"আপনি ত ভারতের কোন জায়গা বাদ দেন নাই, তা'ছাড়া একজন ভ্রমণ কাহিনীর লেখক। আপনার "আরব থেকে আরাবল্লী", "কাশ্মীরে কয়েকদিন" প্রভৃতি বই বহুল প্রচারিত। আমি আপনাকে একটা বই দিচ্ছি পড়ে দেখুন কেমন লাগে।" এ কথা বলে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীর লিখিত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন" বইটি দিলেন। বইটি পড়ে পশ্চিমবঙ্গের তীর্থগুলোর বিষয়ে খুবই উৎসাহিত হলাম এবং দেখতে দেখতে অনেকগুলো তীর্থ দেখে ফেললাম। তথ্যপূর্ণ বইটি পর্যটনের অপরিহার্য সাথী যা অজানা বহু তথ্য জানিয়ে ভ্রমণকে করে তোলে মধুর। আশাকরি বইটি ভ্রমণ বিলাসী ও তীর্থ ভ্রমণকারীদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হবে।

শ্রীপ্রভাস রঞ্জন দে, বিদ্যানিধি, সাহিত্য সরস্বতী
ইয়ুথ হোষ্টেলস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার রাজ্য
সম্পাদক এবং জাতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৬

ঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকা বিষয়ক মতামত

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাস অঙ্গন
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম।

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৩
শ্রীশ্রীদাম গদাধরের শ্রীপাট
কলিকাতা—৫৭

মহাশয়, আপনার রচিত ও সম্পাদনা 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' শাস্ত্রময় ষাণ্মাষিক পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য যে চেষ্টা লইয়াছেন তাহা জয়যুক্ত হউক।

আজ পাশ্চাত্য প্রভাবে দেশ প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশের ঐতিহ্য লুপ্তপ্রায়, তাই আপনার মারফৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভু দেশে ও দেশবাসীর কাছে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন ও শুষ্ক মরুভূমি প্রায় জগতবাসীদের প্রাণে প্রেমের বন্যা বহুক। বিশ্ববাসী আবার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। 'সাগর জলমাদি আছে যত গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম'—ইহাই সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আপনিও ইহাতে সহায়তা করুন ও সার্থক করিয়া তুলুন; ইহাই শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের চরণে প্রার্থনা।

প্রণামান্তে ইতি
শ্রীনিমাই চাঁদ মল্লিক, সেবায়েৎ
শ্রীপাট আড়িয়াদহ, কলিকাতা—৫৭

উজ্জীবন ।। সন ১৩৮৩—আশ্বিন মাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন—

অগণিত পার্ষদ লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতির এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁহাদের লীলা কীর্ত্তির স্থানগুলি আমাদের পরম তীর্থ। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যাদিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে এই মহামহিম বৈষ্ণবতীর্থগুলি। কালচক্রে তাঁহাদের স্মৃতিপূত বহু স্থান বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। এই সময়ে এই ধরণের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতিতীর্থগুলি লোকপটে তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। গ্রন্থকার বৈষ্ণবতীর্থগুলির যথাযথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরিচিতি, মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৬৪টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া গমনাগমনের পথ নির্দ্দেশাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উল্লেখ করায় পরিব্রাজক তীর্থ দর্শনার্থীদের সমীপে ইহা এক প্রয়োজনীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে। গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা এই গ্রন্থে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সমাদৃত হইবার যোগ্য। বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন কারীদের কাছে এই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। তৎসঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাকারীগণের নিকটও এই বইটি যথেষ্ট গুরুত্ব পাইবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী— শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বঙ্গদেশে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। ধর্ম, কাব্য, নাটক, ছন্দ সঙ্গীত ও সাহিত্যাদিতে ঘটিয়াছিল অভিনব রূপ। তাঁহার পার্ষদ ক্রমে এতদ্বিষয়ক প্রভূত গ্রন্থরাজি লিখিত হইয়াছিল। কাল প্রভাবে উক্ত গ্রন্থসমূহের অনেকগুলি লুপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিছু এখনও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের সূচনা করিয়াছেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্যগুলির পুনঃ মুদ্রণই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আলোচ্য সংখ্যায়ে বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত শ্রীদেবকীনন্দন কৃত 'শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা' এবং শ্রীকানুদেব গোস্বামী কৃত 'শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত' এই তিনখানি গ্রন্থ উপযুক্ত স্থলে টীকাটিপ্পনীসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তি গ্রন্থ পাঠ পিপাসু ও বৈষ্ণব সাহিত্যে গবেষণারত গবেষকগণ এই প্রাচীন গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশের প্রচেষ্টায় পরম পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া আশা রাখি। সম্পাদকের মহদুদ্দেশ্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ও পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

বিশ্ববাণী —১৩৮৩ সাল শ্রাবণ মাস।

পয়ার ছন্দে সমগ্র পত্রিকাটিতে রয়েছে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদি ও মধ্য লীলার বর্ণনা। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্ত ও পাঠকদের পাঠ করতে ভালই লাগবে।

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা-মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) ভিক্ষা—১.৫০

২। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২.০০

৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক-পরিচয় : ভিক্ষা—১.৫০

৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যাটন : ভিক্ষা—৭.০০

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক অভিনব প্রকাশ, তীর্থ-ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তি ও বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে চৌষট্টিটি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া প্রায় শতাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়া সপ্রমাণ স্থান-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকীর্ত্তি তথা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের সপ্রমাণ প্রকট রহস্যাদি তথা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে।)

৫। শ্রীচৈতন্য যুগের শিল্পী নয়ন ভাস্কর—(যন্ত্রস্থ)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়। আধ্যাত্মিক ও সমাজিক জীবনের নব-অভ্যুত্থান, কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীতাদির ন্যায় ভাস্কর্য্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। সুদীর্ঘকাল মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের কবলিত ভারতবর্ষে বিগ্রহ সেবা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল ; সেইকালে নব যুগের সূচনা করিল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তিবাদের উৎস। বিগ্রহই সাক্ষাৎ ভগবান। এই উৎসে উদ্ভাবিত হোয়ে স্থাপিত হইতে লাগিল শ্রীবিগ্রহ সেবা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গাদি বিগ্রহ নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইল। এই কার্য্যের প্রারম্ভের যিনি কর্ণধার রূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনিই নয়নভাস্কর। তৎপরবর্ত্তী রঘু ও আনন্দাদি নাম পাওয়া যায়। ইহাদের কর্ম্ম বৈচিত্র্য ও জীবন কাহিনী এই গ্রন্থের বিশেষ আলোচ্য। তৎসঙ্গে তৎসমসাময়িক ও পরবর্ত্তী নির্ম্মিত বিগ্রহাবলীর নাম উল্লেখ করতঃ নির্ম্মাণকারীগণের নাম ও পরিচিতির জিজ্ঞাসায় এই গ্রন্থের সমাপ্ত।

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর জেলা—২৪ পরগণা।

২। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)—৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬।

৪। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬।

৫। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২।

৬। "গ্রন্থালোক", ৫/১, অম্বিকা মুখার্জী রোড, কলিকাতা—৭০০০৫৬।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট হইতে মঠাধ্যক্ষ শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীশচীনন্দন মিত্র কর্ত্তৃক শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা হইতে মুদ্রিত।

ভিক্ষা—৫০ পয়সা

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

ঃ নিয়মাবলী ঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ষাণ্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাসে ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা—(সডাক)—৫'০০, প্রতি সংখ্যা—২'৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাইবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে পত্রিকা প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাক টিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

ঃ কলিকাতায় যোগাযোগ ঃ

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)
ফোন ঃ ২৪-৬৬২৩
৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য্য এণ্ড কোং)
ফোন ঃ ২৩-৭০০৭
১০, ওয়াটার লু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৬৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী
১৭, শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট, ইণ্টালী, কলিকাতা—১৪

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী
সম্পাদক—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী
শ্রীচৈতন্যডোবা
পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ।

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবানুকুল্যের জন্য এই পত্রিকার প্রয়াস। যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া আপনি এই পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করুন। আর অন্ততঃ একজনও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এই সেবাকার্য্যের সহায়তা করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯০

সন—১৩৮৩ সাল, ১লা ভাদ্র

জন্মাষ্টমী।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫'০০

প্রতি সংখ্যা—২'৫০

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

অন্ত্যখণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইমত গঙ্গা মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভু ঘাটে মিলিলা আসিয়া ॥

আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয় ॥

আসি দেখে আইর দ্বাদশ উপবাস।
সবে কৃষ্ণ শক্তি বলে দেহে আছে শ্বাস ॥

যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম জল ॥

যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা লয়।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় ?

কহ কহ রামকৃষ্ণ আছেন কেমনে ?
বলিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়য়ে তখনে ॥"

ক্ষণে বলে আই 'ওই শুনি শিঙ্গা বাজে'।
অক্রুর আইল কিবা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে ॥

এইমত আই কৃষ্ণ বিরহ সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহি কলেবরে ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়।
আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয় ॥

নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ।
উচ্চঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥

"বাপ! বাপ!" বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানিয়ে কেবা বা পড়য়ে কোন্ ভিত ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম জলে ॥

শুভবাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
'সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে' ॥

শান্তিপুরে গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাম তোমা সবারে নিবারে ॥

চৈতন্য বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হৈলা শুনি নিত্যানন্দের বচন ॥

সবাই হইলা অতি আনন্দ বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ কোলাহল ॥

যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস ॥

দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন।
চৈতন্য প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন ॥

দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত অন্তর।
আইরে প্রবোধি বলে মধুর উত্তর ॥

কৃষ্ণের রহস্য কোন না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি ॥

তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥

বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন ॥

হেন প্রভু বক্ষে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার ॥

ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার ॥

ভাল হয় যেমতে প্রভু সে সব জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে ॥

শীঘ্র গিয়া কর মাতা, কৃষ্ণের রন্ধন।
আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ ॥

তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপাসে হয় কৃষ্ণ উপবাস ॥

তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহার একান্ত তাহা খাইবারে মন ॥

তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রতি॥
তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে আগে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া॥
পরম আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন॥
তবে সর্ব্বভক্তগণ নিত্যানন্দ সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ হইলেন রঙ্গে॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া অদ্ভুত নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্ব্বলোক হরি বলি বলে ধন্য ধন্য॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তারাও সপরিবারে করিল গমণ॥
গূঢ় রূপে নবদ্বীপে লইলেন জন্ম।
না জানিয়া নিন্দা করিলাম তান মর্ম॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
এইমত বলি লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায়॥
আইল সকল লোক ফুলিয়া নগরে।
ব্রোমাণ্ড স্পর্শিয়া হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
বাহির হৈলা সর্ব্ব সন্ন্যাসীর শিরোমণি॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে॥
সর্বলোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতুহলী॥
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর॥
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রীচরণ॥
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান।
সবেই প্রভুর নিজ প্রাণের সমান॥
আর্তনাদ ক্রন্দন করেন ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন॥
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে ঘন॥
কি কহিব সে বা প্রেম রসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি-হরি'॥
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ॥
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনরায় দিলা দরশন॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেড়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে॥
কেবা কার গায়ে পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে করয়ে হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার॥
যে সুকৃতি জন শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান॥
পুনঃ প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ দরশন।
পুনরায় ঐশ্চর্য্য আবেশে সংকীর্ত্তন॥

সর্ব বৈষ্ণবের সহিত প্রভুর মিলন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কতদিনে উত্তরিলা সুবর্ণ রেখাতে[১] ॥

সুবর্ণ রেখার জল পরম নির্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল ॥

স্নান করি সুবর্ণ রেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌর সুন্দর নরহরি ॥

রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ[২] ॥

কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥

চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্বথায় ॥

কখন হুঙ্কার করে কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥

ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব অঙ্গে ধূলা মাখয়ে অপার ॥

ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমরসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্বলোক বাসে ॥

আপনা আপনি নৃত্য করে কোন ক্ষণে।
টল-মল করয়ে পৃথিবী সেই ক্ষণে ॥

এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥

নিত্যানন্দ কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপে থুইয়া এক স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে ॥

ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ স্বরূপের কহে ॥

"ঠাকুরের দণ্ডে মনদিহ সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥

আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ডধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে ॥

দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥

"ওহে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ ত যুক্তি নহে ॥"

এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেনে ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে ॥

নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরও জানে শ্রীগৌর সুন্দর ॥

---

১) সুবর্ণ রেখা—সুবর্ণ রেখা উড়িষ্যায় অবস্থিত। এখানে রোহিনী নগরে প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের জন্মভূমি।

২) জগদানন্দ—শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, পূর্ব্ব অবতারের শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী সত্যভামা দেবী অধুনা জগদানন্দ পণ্ডিত রূপে প্রকট হন। বাল্যে শিবানন্দ সেনের ভবনে রহিয়া গীতা ভাগবত অধ্যয়ন ও রন্ধন কার্য্যাদি শিক্ষা করেন। শিবানন্দ সেনই সঙ্গে লইয়া তাহাকে নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলন করান। তদবধি প্রভু সঙ্গে খেলাধূলা, অধ্যয়নাদি লীলা করেন। সন্ন্যাসের কালে সঙ্গে রহিয়া ক্ষেত্রধামে গমণ করেন। তথায় শ্রীগিরীধারী সেবা প্রকট করেন। প্রভুর আদেশে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে মায়ের সমীপে আসিতেন। তৈল কলস ভঞ্জন, প্রভুর শয্যা নির্ম্মাণ ও বৃন্দাবন গমনাদি তাহার প্রেম বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

আগে যেন দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ॥
এক বস্তু দুইভাগ ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সরে নিত্যানন্দ হৈতে॥
বলরাম বিনে অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌর সুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম সেই জন সুখে তরে॥
দন্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া॥
ভগ্ন দন্ড দেখি ইহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন "দন্ড ভাঙ্গিলেক কে"?
নিত্যানন্দ বলে "দন্ড ধরিলেক যে"॥
আপনার দন্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দন্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্যজনে॥
শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দন্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর সুন্দর।
ভাঙ্গা দন্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর॥
প্রভু বলে কহ দন্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে নাকি কন্দল করিলা কারো সনে?
কহিলা জগদানন্দ পন্ডিত সকল।
ভাঙ্গিলেন দন্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল॥
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
'কি লাগি ভাঙ্গিলা দন্ড কহ দেখি শুনি'॥
নিত্যানন্দ বলে 'ভাঙ্গিয়াছি বাঁশখান।
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি প্রমাণ'॥
প্রভু বলে যাহে সর্ব্ব দেব অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশখান॥
কে বুঝিতে পারে গৌর সুন্দরের লীলা।
মনে করে এক মুখ পাতে আর খেলা॥
এতেকে যে বলে বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়।
সেই সে অবুধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
মারিবেন হেন যারে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহাপ্রীতি করে॥
প্রাণ সম অধিক বা যে সকল জন।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ মন॥
এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপামাত্র॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
শেষে ক্রোধ ব্যক্তিতে লাগিলা গৌরহরি॥
প্রভু বলে সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল কিবা আমি যাই॥
মুকুন্দ[১] বলেন তবে তুমি চল আগে।
আমরা সবার কিছু কৃত্য আছে পাছে॥
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
মত্তসিংহ প্রায় গতি লঙ্ঘিতে দুষ্কর॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর[২] দেব স্থানে॥
দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন শিব হইলা বিদিত॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য॥
কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥

১) মুকুন্দ—প্রভুর গায়ক, চট্টগ্রামে দত্ত কুলে জন্ম। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। বাসুদেব দত্ত ইহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা
২) জলেশ্বর উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত।

প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে ।
নাচিতে লাগিলা বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে ॥

সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার ।
নয়নে বহয়ে সুরধনী শত ধার ॥

এবে সে শিবের পুর হইল সফল ।
যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥

কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া ।
স্থির হই রহিলেন প্রিয়গোষ্ঠী লৈয়া ॥

সবা প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন ।
সবেই নির্ভয় হৈলা পরানন্দ মন ॥

নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে ।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে ॥

কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ ।
যে মতে আমার হয় সন্ন্যাস রক্ষণ ॥

আর আমা পাগল করিতে তুমি চাও ।
আর যদি কর তবে মোর মাথা খাও ॥

যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই ।
সত্য সত্য এই আমি সবা স্থানে কই ॥

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান ।
নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান ॥

মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড় ।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ় ॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে ।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥
আত্ম স্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয় ।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥
পরম আনন্দ হৈলা সর্ব্বভক্তগণ ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

তৃতীয় অধ্যায়

তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু কাজ ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে ।
বা আমি যাইব আগে তাহা বল মোরে ॥

মুকুন্দ বলেন তবে তুমি আগে যাও ।
ভাল, বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রাও ॥

মত্তসিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর ।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর ॥

ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই কালে ।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥

হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন ।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ ॥

দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার ।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥

ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত ।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র ॥

প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায় ।
দেখি মাত্র জগন্নাথ—নিজ প্রিয় কায় ॥

আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে ।
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে ॥

শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে ।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে ॥

সার্ব্বভৌম বলে 'ভাই । পড়িহারীগণ ।
সবে তুলি লহ এই পুরুষ রতন' ॥
পাণ্ডু বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ ।
সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন ॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া ।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥

হেনই সময়ে সর্ব্বভক্ত সিংহদ্বারে ।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ অন্তরে ॥

পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া ॥
এইমত প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি ॥
সিংহদ্বার নমস্করি সর্ব্বভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥
সর্ব্বলোকে ধরি সার্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন কপাট পড়িল তবে দ্বারে ॥
প্রভুর আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হৈলা সার্বভৌম হরষিত মন ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা স্থানে।
বসিলেন সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥
বড় সুখী হৈলা সার্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয় ॥
যার কীর্তি মাত্র সর্ববেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥
নিত্যানন্দ দেখি সার্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধুলি করিয়া বিনয় ॥
মনুষ্য দিলেন সার্বভৌম সবা সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ দরশনে ॥
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া জোড়হাত ॥
স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব গোসাঞির মত কেহো না করিবা ॥
কিরূপ তোমরা কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে ॥
যেরূপ তোমার করিলেন একজনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥
বিশেষ বা কি কহিব যে দেখিনু তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ ॥
এতেকে তোমরা সব অচিন্ত্য কথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিনু নিবেদন ॥
শুনি সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
'চিন্তা নাহি' বলি সবে করিলা গমন ॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তগণ সাথ ॥
দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন ॥
শ্রীচৈতন্য রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—কোন স্থানে নহে স্থির ॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারীগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥
একেবারে উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাত।
ধরিতে পরিল গিয়া হাত পাঁচ সাত ॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার ॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া ॥
আজ্ঞা মালা পাই সবে আনন্দিত মনে।
আইলা সত্বরে সার্বভৌমের ভবনে ॥
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্র গমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে ॥
'এ অবধূতের কভু মানুষী শক্তি নয়।
বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয় ॥
মত্ত হস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে ॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিনু।
তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িনু ॥
এইমত চিন্তি পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করয়ে বিনয় ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপ স্বভাব বাল্যভাবে।
আলিঙ্গণ করেন পরম অনুরাগে॥
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক আছেন সেই মতে॥
বসিয়া আছেন সার্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ 'রাম কৃষ্ণ বলে'॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব জগত জীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ॥
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে॥"
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা॥
দৈবে সার্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন ভবনে॥
আনন্দ আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস॥
এই সার্বভৌম নমস্করেন তোমারে।
আথে-ব্যথে প্রভু সার্বভৌমে কোলে করে॥
প্রভু বলে "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্বভৌমের আলয়॥"
পরম সন্দেহচিত্তে আছিলা আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।
এত বলি সার্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে॥
প্রভু বলে "শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আমি দেখিলাম বিদ্যমান॥
জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষমাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
দৈবে সার্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহাসঙ্কটে॥
আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাও বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিনু জগন্নাথ।
তবেত সঙ্কট আজি হইত আমাত॥"
নিত্যানন্দ বলে "বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল॥"
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ! সম্বরিবা মোরে।
দেহ আমি এই সমর্পিলাম তোমারে॥"
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম সুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য মুখে॥
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বরে।
সার্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে॥
মহাপ্রসাদ দেখি প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সব পরিবার॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় নিতাই'র সঙ্গ॥
শেষ খণ্ডে নিতাই আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

চতুর্থ অধ্যায়

শেষ খণ্ড কথা ভাই শুন একমনে।
শ্রীনিতাই চাঁদ বিহরিলেন যেমনে॥
একদিন শ্রীগৌর সুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥

প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন॥
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগনে॥
রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তি রসময়॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন॥
চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ প্রতি।
সর্ব পরিষদগণ করিয়া সংহতি॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব পরিষদ আগে কৈলা প্রেমময়॥
সবার হইল আত্ম বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥

মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইলা রাধিকাভার—গদাধর দাসে।
'দধি কে কিনিবে' বলি অট্টঅট্ট হাসে॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্তিমতী যে হেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুইরে অঙ্গদ' বলি লাফ দিয়া পড়ে॥
এইমত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্ত ধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥
দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা পাসরি॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক স্থানে।
"বল ভাই! গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে॥"
লোকে বলে হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥
লোক বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যাত্রাপথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোক স্থানে।
লোক বলে পথ রহে দশক্রোশ বামে॥
পুনঃ হাসি সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন পথের কি কথা॥
যত দেহ ধর্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহার নাহিক—পাই পরমানন্দ সুখ॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে—কেবা জানে—সকলি অনন্ত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটী[১] গ্রাম॥

১) পানিহাটী—পানীহাটী ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর ষ্টেশন নামিয়া এক মাইল পশ্চিম দিকে শ্রীপাট বিরাজিত।

রাঘব পণ্ডিত[২] গৃহে সর্ব্বান্তে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পরম আনন্দ হৈলা রাঘব পণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ কর[৩] গোষ্ঠীর সহিত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল—পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে॥
সুকৃতি মাধব ঘোষ কির্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে মহা প্রিয়তম॥
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেম রসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ॥
যতেক আছয়ে প্রেম ভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেই ক্ষণে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিগে সবেই বলেন হরি হরি॥
সবেই পড়েন অভিষেক মন্ত্র গীত।
পরম সন্তোষে সবে হৈলা পুলকিত॥
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥
দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী সহিতে।
পীনবক্ষ পূর্ণ করিলেন নানা মতে॥
তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত॥
খট্টায়ে বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ॥
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা আনন্দ ক্রন্দন॥
"ত্রাহি ত্রাহি" সভেই বলেন বাহুতুলি।
কার বাহ্য নাহি, সবে মহাকুতূহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম দৃষ্টি—বৃষ্টি করি চারিদিকে চায়॥

২) শ্রীরাঘব পণ্ডিত—রাঘব পণ্ডিত পূর্ব্ব লীলায় ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। "রাঘবের ঝালি" সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর সেবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ঝালিতে সাজাইয়া দিতেন। রাঘব পণ্ডিত চতুর্মাস্য যাপনের জন্য নীলাচলে যাত্রাকালে লইয়া যাইতেন। তাহা বারমাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ষণ করিতেন।

৩) শ্রীমকরধ্বজ কর—মকরধ্বজ কর ব্রজলীলায় চন্দ্রমুখ নট ছিলেন। পানিহাটী গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং কায়মনে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিয়াছেন। 'রাঘবের ঝালি' লইয়া তিনি নীলাচলে গমন করিতেন। পানিহাটীর ভবানীপুর ওয়ার্ডে ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাগানের পূর্ব্বে ও সুখচর যাইবার রাস্তার ধারে তাঁহার ভিটা বিরাজিত।

আজ্ঞা করিলেন "শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥"
করজোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে॥
প্রভু বলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মন্দে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহাঅনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥
কি অপূর্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব বন্ধ॥
দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রাঘব পণ্ডিত।
বাহ্য দূরে গেল হৈলা মহা আনন্দিত॥
আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে॥
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়॥
কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা অনুভব॥
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব দোনার গন্ধ পায় সর্বজনে॥
দমনক পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে, "শুন ভাই সব।
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব॥"
করজোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
অপূর্ব দোনার গন্ধ পাই চারি ভিতে॥
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥
প্রভু বলে 'শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য'॥
চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি 'কৃষ্ণ গাও' আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে।
এত কহি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্বদিগে প্রেমবৃষ্টি করিলা বিস্তার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম বৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥
শুন শুন আরে ভাই! নিত্যানন্দ শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্বজগতেরে ভক্তি॥
যে ভক্তি গোপীকাগণে কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে॥
কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥

কেহ বা গুবাক বনে যায় ঝড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥

হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেমবল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥

অশ্রু, বাষ্প, স্তম্ভ, ঘর্ম, পুলক, হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন, সিংহসার॥

শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ॥

সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমবল॥

যে দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিগে মহাপ্রেম ভক্তি বৃষ্টি হয়॥

যাহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমি পড়ি গড়ি যায়॥

নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবাতে হইল সর্বশক্তি অধিষ্ঠান॥

সর্বজ্ঞতা বাক সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥

সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥

এইমত পানিহাটী গ্রামে তিনমাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস॥

তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ ধর্ম তিলার্দ্ধেক কারো নাহি স্ফুরে॥

তিনমাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম সুখে নৃত্য বহি নাহি আর॥

পানিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥

এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥

ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দ্দিকে লই সব পারিষদ সঙ্গ॥

কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে॥

এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমবন্যাময়॥

মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক বন।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্বজন॥

আপনে যে হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই মত করিলেন সর্বভক্তবৃন্দ॥

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ॥

হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে॥

যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় সেই ক্ষণে॥

এইমত পরানন্দ ভক্তি সুখ রসে।
ক্ষণপ্রায় কেহ না জানিল তিনমাসে॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

পঞ্চম অধ্যায়

তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কতদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥

ইচ্ছামাত্র সর্ব অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে॥

সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥

মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥

কত বা নির্মিত কত করিয়া নির্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান ॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম ইচ্ছাময় ॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্যহার।
মণি-মুক্তা প্রবালাদি—যত সর্বসার ॥
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে ॥
মুক্তা কসা সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥
পাদপদ্মে রজত নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগত মোহন ॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥
মালতী মল্লিকা যূথী চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে দোল আন্দোলন খেলা ॥
গোরোচন সহিত চন্দন দিব্য গন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ মাল্যের বিলাস ॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥
যে দিগে চাহেন দুই কমল নয়নে।
সেইদিগে প্রেমবর্ষে ভাসে সর্বজনে ॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুইদিগে করি তথি সুবর্ণ-বন্ধন ॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভা করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে ॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সুহার ॥
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশকলা ॥
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাব রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে ॥
তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত গৃহে গৃহে করে পর্যটন কেলি ॥
জাহ্নবীর দুইকূলে যত আছে গ্রাম।
সর্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥
দরশন মাত্র সর্বজীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময় ॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর ॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্তন বিনে ॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত শত জন ॥
গৃ স্থের শিশু সবকিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে ॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
'মুঞি রে গোপাল' বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
সাতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥
"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী ॥
এইমত নিত্যানন্দ-বালক জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥

হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
মারেন বান্ধেন—তবু অট্ট-অট্ট হাসে॥
একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন, তানে প্রীতি করিবার তরে॥
গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কে কিনিবে গো রস॥"
শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর॥
অনন্ত হৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল।
সর্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ মল্ল রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল লীলায়॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি॥
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে "গোপী" হেন বাসে॥
দানখণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায়।
যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায়॥
প্রেম ভক্তি বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপম॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ চালন মহিমা॥
কিবা সে নয়ন ভঙ্গী কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির কম্পন বিলাস॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়ে জোড়ে লাফ দেন মনোহর॥
যেদিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেইদিগে স্ত্রী পুরুষে কৃষ্ণ সুখে ভাসে॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ স্মৃতি কারো না থাকয়॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে।
নিত্যানন্দ প্রসাদে তা ভুঞ্জে যেতে জনে॥
হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে দেহ হয় অতি ক্ষীণ॥
এক মাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহপ্রায় সব ব্যবহার॥
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য মায়ায়॥
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বসে॥
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি হরিবোল বলায় সবারে॥
সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেল সেই কাজীর আলয়॥
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে॥
নিরবধি হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে॥

দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্বগণে।
বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে॥
গদাধর বলে 'আরে! কাজী বোটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বল নহে ছিণ্ডি তোর মাথা'॥
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির।
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির॥
কাজী বলে গদাধর! তুমি কেন এথা?
গদাধর বলেন আছয়ে কিছু কথা॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বলাইলা হরি হরি॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাম তোমা স্থান॥
পরম মঙ্গল হরিনাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥
যদ্যপিও কাজী মহা-হিংসক চরিত।
তথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত॥
হাসি কাজী বলে শুন দাস গদাধর।
কালি বলিবাও হরি আজি যাহ ঘর॥
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেম সুখে॥
গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরি নামের গ্রহণ॥
এত বলি পরম উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে॥
এইমত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাঁহার গণনা॥
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই জাতি মাত্র লয় সেইক্ষণে॥
হেন কাজী দুর্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥
হেন জনে পাসরিল সব হিংসাধর্ম।
ইহারে সে বলি—কৃষ্ণ আবেশের কর্ম॥
সত্য কৃষ্ণ ভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্রেও লঙ্ঘিতে না পারে॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ রায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়॥
ভজ ভাই! হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্য-শরণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে[১]।
সপ্তগ্রাম[২] আইলেন সর্বগণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণী ঘাট' নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥

---

১) খড়দহ—খড়দহ চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা হইতে রাণাঘাট পথে খড়দহ ষ্টেশন অবস্থিত। শ্যামবাজার (কলিকাতা) হইতে বাসযোগে যাওয়া যায়।

২) সপ্তগ্রাম—সপ্তগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-বারহারওয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেলের পরবর্তী আদি সপ্তগ্রাম ষ্টেশন অবস্থিত।

তিন দেবী সেই স্থানে একত্রে মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণী ঘাট' সকল ভুবনে।
সর্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ববৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত৩ ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর॥
জন্মে জন্মে নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইলা দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দেন চরণ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক সবের কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈলা উদ্ধার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥
রাত্রি-দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রাভয়।
সর্বদিগ হৈল হরি সঙ্কীর্ত্তনময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে নগরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্মেয় ধিক্কার॥
জয় জয় অবধূত চন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এইমতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে॥
তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ॥
হরি বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইল বিবশ।
জন্মিল অত্যন্ত অনির্বচনীয় রস॥

৩) উদ্ধারণ দত্ত—উদ্ধারণ দত্ত শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ—দ্বাদশ গোপালের একজন। পূর্বঅবতারে ব্রজের সুবাহু সখা ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ সহ সর্বতীর্থ ভ্রমণ করেন। প্রভুর বিবাহকার্য্যে তাহার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কাটোয়ার অনতিদূরে উদ্ধারণ-পুরে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে অন্তর্দ্ধান করিলে উদ্ধারণ দত্ত খড়দহে আসিয়া সেই সংবাদ প্রভু বীরচন্দ্রকে প্রদান করেন।

দোঁহে দোঁহা ধরি পড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥
কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ॥
তবে কতক্ষণে দুই প্রভু হৈলা স্থির।
বসিলেন এক স্থানে দুই মহাধীর॥
করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি॥
তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম॥
সর্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্মসেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি ভক্ত নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা হৈতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে॥
পতিত পাবন তুমি দোষ দৃষ্টি শূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহুপুণ্য॥
সর্ব যজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ড স্মরণে যাহার॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র বদন আদি দেব মহীধর॥
রক্ষকুল হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবে যেতে জনে॥

কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ আবেশে পাসরিলেন আপনা॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥
তবে যে কলহ হের অন্যান্য বাজে।
সে কেবল পরানন্দ যদি মনে বুঝে॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার॥
হেনমতে দুই মহাপ্রভু নিজ রঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা মঙ্গল প্রসঙ্গে॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিত।
অশেষ প্রকারে তান জন্মাইয়া প্রীত॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

সপ্তম অধ্যায়

তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতদিনে।
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি।
পারিষদগণ সব চলিলা সংহতি॥
সেইমত সর্বাদ্যে আইলা আই স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন, তার অন্ত নাই॥
আই বলে "বাপ তুমি সত্য অন্তর্য্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতর॥
কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ বাসে।
যেন তোমা দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে॥

মুঞি দুঃখিতের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে॥"

শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত॥
নিত্যানন্দ বলে "শুন আই সর্ব মাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছোঁ হেথা॥

মোর ইচ্ছা তোমা দেখোঁ থাকিয়া হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়।"

হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হইয়া॥

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তন আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত॥

প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥

পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তন মল্লবেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস॥

কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে॥

গোরোচনা চন্দনে লেপিত সর্ব অঙ্গ।
নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ॥
কি অপূর্ব লোহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ মুদ্রিকায়॥

শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস॥

বেত্র বংশী পাঁচনী জঠর তটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যানে জগমন লোভে॥

রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্রগমনে॥

যেদিকে চাহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই দিকে হয় কৃষ্ণ রস মূর্ত্তিমন্ত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য জন্মভূমি নবদ্বীপে॥

নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী।
কত মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি॥

হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি।
সর্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী॥

তথি মধ্যে দুর্জ্জনো যে কত কত বৈসে।
সর্ব ধর্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে॥
তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণে রতি মতি হৈল অতি অমায়ায়॥

আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥

চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার॥
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ॥

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর॥
যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ—অতি পরম কুমতি॥

পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখি অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মনি-মুক্তা দিব্যহার॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে হৈল দস্যু ব্রাহ্মণের মন॥

মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাহার ধন হরিবারে রঙ্গে॥

অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নহে।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত হৃদয়ে ॥
হিরণ্য পণ্ডিত[১] নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-অকিঞ্চন ॥

সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥

সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরম দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি ॥

আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঁই ॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোনা মুক্তা হীরা কসা বহি নাহি আর ॥

কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি ॥

শূন্য বাড়ী মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥

ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥
এইমত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ করি করিল গমন ॥

খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥

এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল একজন ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ।
কেহো করে সিংহনাদ, কেহো বা গর্জ্জন ॥

রোদন করয়ে কেহো পরানন্দ রসে।
কেহো করতালি দিয়া অট্ট-অট্ট হাসে ॥

হৈ-হৈ হায় হায় করে কোনো জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি—সবে সচেতন ॥
চর আসি কহিলেক দস্যুগণ স্থানে।
ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব জনে ॥

দস্যুগণ বলে সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সবে, হানা দিব গিয়া ॥

বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে।
পর-ধন লইবেক এই কুতূহলে ॥

কেহো বলে 'মোহার সোনার তাড়বালা'।
কেহো বলে 'মুঞি নিব মুকুতার মালা' ॥
কেহো বলে মুঞি নিমু কর্ণ আভরণ।
স্বর্ণহার নিমু মুঞি বলে কোনো জন ॥

কেহো বলে 'মুঞি নিব রজত-নূপুর'।
সবে এই মনঃকলা খায়েন প্রচুর ॥

হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায় ॥

সেইখানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন ॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত ॥

কাক রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখি মন ॥

আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গা স্নানে ॥

শেষে সব দস্যুগণ নিজ স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥

কেহো বলে 'তুই আগে পড়িলি শুইয়া'।
কেহো বলে 'তুই বড় আছিলি জাগিয়া' ॥

কেহো বলে কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা ধর্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার ॥

১) হিরণ্য পণ্ডিত—হিরণ্য পণ্ডিত পূর্ব অবতারে যজ্ঞপত্নী ছিলেন। পূর্বে অবতারের ন্যায় এই অবতারে শ্রীমন্মহাপ্রভু একাদশী দিনে তাহার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে কলহ করহ কেনে আর ॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
একদিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজি সবে গেনু তেকারণে ॥
ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥
আর দিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেন বীর ছাঁদে পরি নীলবস্ত্র ॥
মহানিশা—সর্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ॥
বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥
চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি 'হরিনাম' করেন গ্রহণ ॥
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সবেই উদ্দণ্ড।
নানা অস্ত্রধারী সবে পরম প্রচণ্ড ॥
সর্ব দস্যুগণ দেখে তাঁর এক জনে।
শত জন মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥
সবার গলায় মালা, সর্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিকে 'কৃষ্ণ' গায় সেই সব গণে ॥
দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি সবে বসিলেন এক ভিত ॥
সর্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিল করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥"
কেহ বলে "অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহারো পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়া ॥"
কেহো বলে "ভাই! অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥
জ্ঞানবান কিবা অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥
অন্যথা যেসব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের প্রায় যে না দেখি একজন ॥
হেন বুঝি এই সব শক্তির প্রভাবে।
গোসাঞি করিয়া তানে কহে লোক সবে ॥"
আর কেহো বলে 'তুমি বসি থাক ভাই।
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞি ॥
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।'
সে বলয়ে, "জানিলাম সকল কারণ ॥
যত বড় বড় লোক চারিদিগ হৈতে।
সবে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে ॥
কোন দিগ হৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর ॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ ॥
এ বা নহে কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কতদিন এড়াইব এই পাকে ॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই ॥
এত বলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে।
অবধূত চন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥
আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেক নিত্যানন্দ প্রভুর ভবনে ॥
দৈবে সেই দিন মহা ঘোর অন্ধকার।
মহা ঘোর নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার ॥
মহা ভয়ঙ্কর নিশা চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের কাচন ॥
প্রবিষ্ট হইবা মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ, কেহো চাহিতে না পারে ॥

কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবে হইলেন হত—প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥
কেহো গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াই মারে ॥

উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথাও মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে ॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে।
সর্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে ॥

খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গিলেক, করয়ে ক্রন্দন ॥
সেইখানে কারো কারো গায়ে হৈল জ্বর।
সর্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর ॥

হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি ॥

একে মরে দস্যু জোঁক পোকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি ঝড়ে।

শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে ॥
হেন সে পড়য়ে এক মহা ঝন-ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা ॥

মহাবৃষ্ট্যে দস্যুগণ তিতে নিরন্তর।
মহাশীতে সবার কম্পিত কলেবর ॥

অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা ঝড়-বৃষ্টি শীতে ॥

নিত্যানন্দ দ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে দুঃখ দিয়া ॥
কতক্ষণে দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥

মনে ভাবে বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সেহো ঈশ্বর—মনুষ্যে সত্য কহে ॥

একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর মায়ায় ॥

আরদিন অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তভু মোর নহিল চেতন ॥
যোগ্য মুঞি পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি ॥

এ মহা সঙ্কটে মোরে কে করিব পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর ॥"
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্ত ভাবে লইল শরণ ॥

সে চরণ চিন্তিলে আপাদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরো নিস্তার ॥
এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল দুই চক্ষু বিমোচন ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের স্মরণ প্রভাবে।
ঝড়বৃষ্টি আর কারো দেহে নাহি লাগে ॥

কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সবে করিলা গমন ॥

সবে ঘর গিয়া সেইমতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ ॥
দস্যু সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দ চরণে আইলা সেই মতে ॥

বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিত জনেরে করি শুভ দৃষ্টি পাত ॥

চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে 'হরিধ্বনি'।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত মনি ॥

সেই মহা দস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হয় ॥
আপাদ-মস্তক পুলকিত সর্ব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প ॥

হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি বিপ্র করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা-আপনি নাচে হরষিত হৈয়া ॥

"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিত পাবন।"
বাহু তুলি এইমত বলে ঘনে ঘন ॥
দেখি হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত ॥

কেহো বলে, 'মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোনো পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে ॥
কেহো বলে 'নিত্যানন্দ পতিত পাবন।'
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন ॥

বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া ॥

প্রভু বলে "কহ দ্বিজ! কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত ॥

কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন ॥

গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল অঙ্গনে।
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা-আপনে ॥
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু বিদ্যমানে ॥

এই নদীয়ায় প্রভু! বসতি আমার।
নাম সে ব্রাহ্মণ—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার ॥

নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি ॥

আমা দেখি সর্ব নবদ্বীপ কাঁপে-ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার ॥

একদিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইলুঁ মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন ॥

সেদিন নিদ্রায় প্রভু মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে ॥

আর দিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া ॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে।
সর্ব বাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে ॥

একেক পদাতি যেন মত্ত হস্তি প্রায়।
আজানু লম্বিত মালা সবার গলায় ॥
নিরবধি 'হরিধ্বনি' সবার বদনে।
তুমি আছ এই গৃহে আনন্দে শয়নে ॥

হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমা সবাকার।
তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার ॥

'কারো পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে'।
এতভাবি সেদিন গেলাম সেই মতে ॥

তবে কতদিন ব্যাজে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম ॥
বাড়ীতে প্রবীষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানাস্থানে ॥

কাঁটা জোঁক পোক ঝড়-বৃষ্টি শিলাপাতে।
সবে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে ॥
মহা যম যাতনা হইলে যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তি যোগ ॥

তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলুঁ একান্তভাবে সবেই স্মরণ ॥

তবে হইল সবার লোচন বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিত পাবন ॥

আমি সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন বা মহিমা ॥
রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু! তুমি সর্ব জীব পাল ॥

যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥

এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখ তরে ॥

তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ ॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥

সর্ব মহা পাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডয়ে তার সংসার বন্ধন ॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥

যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে উর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূত রায় ॥

শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ॥

দ্বিজ বলে 'প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি ভায় ॥

যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত— মরিব গঙ্গায় ॥
শুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সর্ব ভক্তগণ ॥

প্রভু বলে "দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান বড়।
জন্ম-জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥

নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্তবিনে ॥

পতিত তারণ হেতু চৈতন্য গোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি ॥
শুন দ্বিজ! যতেক পাত কৈলি তুঞি।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি ॥

পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া—ইহা তুমি না করিহ আর ॥

ধর্মপথে গিয়া তুমি লও 'হরিনাম'।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥

যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্মপথ সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥"
এত বলি আপন গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥

মহা জয়-জয় ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ববন্ধ বিমোচন ॥
কাকু করে দ্বিজ প্রভু চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে অতি ডাকিয়া ডাকিয়া ॥

প্রভু মোর নিত্যানন্দ পাতকি পাবন।
মুঞি পাতকীরে দেহ চরণে শরণ ॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের কোন লোকে হৈব গতি ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণা সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর ॥

চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥

সেই দ্বিজ দ্বারে যত চোর দস্যুগণ।
ধর্মপথে লইলেন চৈতন্য শরণ ॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে হইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥

সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণু ভক্তিযোগ দক্ষ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা সাগর ॥

অন্য অবতারে কেহো ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায় ॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ স্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর দস্যুগণে ॥

যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম বিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার ॥

চোর ডাকাইতের হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের শক্তি ॥

ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র।
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
দস্যুগণ মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥
যে জন শুনে নিত্যানন্দের আখ্যান।
তাহারে অবশ্য মিলে গৌর ভগবান ॥
যেই গায় নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে।
সে বিহরে অভয় পরমানন্দ সুখে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগ গান ॥

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সর্বদাস সহ করে কীর্ত্তন আনন্দ ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দ স্বরূপের খেলা ॥
অকৈতব-রূপে সর্ব জগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে রতি মতি ॥
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম।
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর ॥
দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস ॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব অধ্যয়ন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥

চৈতন্য চন্দ্রেতে তাঁর বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি ॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে ॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে।
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥
বিপ্র বলে "প্রভু ! মোর এক নিবেদন।
করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন ॥
মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছু ত না বুঝি মুক্তি করেন কিরূপ ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বলে সর্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্বক্ষণ ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে ॥
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥
শাস্ত্রমত মুক্তি তান না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার ॥
'বড়লোক' বলি তাঁরে বলে সর্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে ॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌর সুন্দর।
আসিয়া বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর ॥

শুন বিপ্র মহাঅধিকারী যে বা হয়।
তবে তাঁর দোষ গুণ কিছু না জন্ময় ॥

তথাহি—(ভাঃ ১১।২০।৩৬)

ন ময্যে কান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবাগুণাঃ।
সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল ॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্বদা বিহরে ॥
অধিকারী বই করে তাহান আমার।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তার ॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্বথায় মরে, সর্ব পুরাণ প্রমাণ ॥

তথাহি—(ভাঃ ১০।৩৩।৩০-২৯ ,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥
ধর্ম-ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষয় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥

এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দায় কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি ॥
ভাগবত হৈতে সে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি ॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥
এককালে রামকৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যাপূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে ॥
'কি দক্ষিণা দিব' বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নী সঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রামকৃষ্ণ স্থানে।
তবে রামকৃষ্ণ গেলা যম বিদ্যমানে ॥

আজ্ঞায় শিশুর সর্ব কর্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দৈবকীও মাগিলেন মৃত পুত্র দান ॥
দৈবে রাম-কৃষ্ণে একদিন সম্বোধিয়া।
কহেন দৈবকী অতি কাতর হইয়া ॥
"শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য-শুদ্ধ কলেবর ॥
সর্ব জগতের পিতা তুমি দুই জন।
আমি জানি তুমি দুই পরম কারণ ॥
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥
তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার ॥
যমঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি দুইজন ॥
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত মোর তাহা সবারে দেখিতে ॥
কতকাল গুরুপুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥
এইমত আমারেও কর পূর্ণ কাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান ॥
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
সেইক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন ॥
নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝ ॥
গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করি পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥
"জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল ভূষণ ॥

জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ ভক্ত—পূর্ণ মনস্কাম॥
যদ্যাপিও শুদ্ধ-সত্ত্ব দেব ঋষিগণ।
তাঁ সবারো দুর্ল্লভ তোমার দরশন॥

তথাপি হেন সে প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎ কার॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহা দেখিও সাক্ষাতে॥

মারিতে যে আইল লইয়া বিষ স্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেও না পারে॥

যোগেশ্বর সবে যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব-লোক-নাথ।
গৃহ-অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত॥

তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া॥

তোমার দাসের মেলে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ॥"

রামকৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এইমত স্তুতি করে বলি মহাশয়ে॥

ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী রূপে॥
হেন পুণ্য জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে॥

গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার॥

"আজ্ঞা কর প্রভু! মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে॥

যে করয়ে প্রভু! আজ্ঞা পালন তোমার।
সেইজন হয় বিধি-নিষেধের পার॥"

শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে, "শুন শুন বলি মহাশয়।
যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আলয়॥

আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহো মৈল শেষে॥
নিরবধি সেই পুত্র শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী দেবী দুঃখিতা হইয়া॥

তোমার নিকটে আছে সেই ছয়জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ কারণ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা সবার এত দুঃখ শুন যে কারণ॥

প্রজাপতি মরীচি যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্বে তান পুত্র ছিল এই ছয়জন॥
দৈবে ব্রহ্মা কামবশে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত॥

তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয়জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ॥

মহান্তের কর্মেতে করিলা পরিহাস।
অসুর যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥

হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে॥

তথাও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ॥
তবে যোগমায়া ধরি পুন আর-বার।
দেবকীর গর্ভে লঞা কৈলেন সঞ্চার॥

ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহো দেহে দুঃখ পাইলেন নানা মতে॥

জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংসরায়॥

দৈবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানি।
তা সবারে কান্দেন আপন পুত্র মানি॥

সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান ॥
দেবকীর স্তন পানে সেই ছয়জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥

প্রভু বলে "শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥
সিদ্ধ সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥

যে দুষ্কৃতী জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে ॥
শুন বলি, এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু জানি নিন্দা হাস্যকর বৈষ্ণবেরে ॥

মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারো বিঘ্ন ধরে ॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে ॥

তথাহি—বরাহ পুরাণে—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনান্ ॥

মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক—নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

তথাহি—শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥

তুমি বলি! মোর প্রিয় সেবক সর্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য কথা ॥

শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলি মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত হইলা হৃদয় ॥

সেইক্ষণে ছয় পুত্র, আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি ॥

তবে রামকৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন ততক্ষণ ॥

মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষ-মনে ॥
ঈশ্বরের অবশেষ স্তন করি পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্য জ্ঞান ॥

দণ্ডবৎ হই সবে ঈশ্বর চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্বজনে ॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সবারে চাহিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া ॥

"চল চল দেবগণ যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস ॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্ম—ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥

তাঁহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা ॥
ব্রহ্মা স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুন পাইবা প্রসাদ ॥"
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয়জন।
পরম আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
পিতা-মাতা রামকৃষ্ণ পদে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব দেবগণ নিজ পুরী ॥

"কহিলাম এই বিপ্র! ভাগবত কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥

অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥

পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্বজীব হইব উদ্ধার ॥

তাঁহার আচার বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥

না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥

চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহো কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে॥
সত্য সত্য সত্য বিপ্র! কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥

তথাহি—শ্রীমুখ কৃত শিক্ষাশ্লোকঃ—
"গৃহ্লীয়াদ্ যবনী পানিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজম্॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সেই সুব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইলা তখন॥
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন নবদ্বীপে নিজ বাস॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিয়া তাঁরে করিলা প্রসাদ॥
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
বেদ গুহ্য লোক বাহ্য যাঁহার আচার॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি আদি দেব ধরণী ধরেন্দ্র॥
সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর॥
কেহ বলে 'নিত্যানন্দ যেন বলরাম'।
কেহ বলে 'চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥'
কেহ বলে 'মহাতেজী অংশ অধিকারী'।
কেহ বলে 'কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সভার চরণে মোর এই অভিলাষ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখবি বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

নবম অধ্যায়

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি আনন্দ সাগরে॥
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নৃত্য গীত হৈল সবার ভজন॥
গোপ শিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল নগরে॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র ভগবান।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
আই স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায়॥
পরম বিহ্বল, পারিষদ সব সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য নাম-গুণ সঙ্গে॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ॥

এইমত সর্ব পথে প্রেমানন্দ-রসে।
আইলেন নীলাচলে কতক দিবসে ॥
কমল পুরেতে[১] আসি প্রসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥

নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার ॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥

নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥

ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥

প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥
শ্লোক বন্ধে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥

শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥

তথাহি—শ্রীমুখকৃত শিক্ষাশ্লোকঃ—

গৃহ্নীয়াদ্ যবনী পানিং বিশোদ বা শৌণ্ডকালয়ম।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজম্ ॥

মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ ॥
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেইক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি পরম সম্ভ্রমে ॥

দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন ॥

'হরি' বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥
দুইজনে প্রদক্ষিণ করেন দোঁহারে।
দোঁহে দণ্ডবত হই পড়ে দুজনারে ॥

ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ ক্রন্দন ॥
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় দুইজন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দোঁহার গর্জ্জন ॥

কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুই জনে।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীবাস লক্ষণে ॥

দুইজনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দোঁহারে।
দোঁহারেই দোঁহে যোড়হস্তে নমস্করে ॥

অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম ॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি।
সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞি ॥

কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস ॥

তবে ততক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥

"নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত ॥

যতকিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার ॥

স্বর্ণ মুক্তা হীরা কসা রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধ ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে ॥

নীচ জাতি পতিত অধম যতজন।
তোমা হৈতে সবার হইল বিমোচন ॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে।

১) কমল পুর উৎকলে দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। মালতী, পাটপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া ক্ষেত্র যাত্রাপথে ভুবনেশ্বর হইতে কমল পুরে আগমন করেন। এখান হইতে শ্রীজগন্নাথে মন্দিরের দেউল দর্শন করিয়া প্রভু ভাবাবিষ্ট হন।

তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥

তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস অবতার ॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্ত্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর ॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে ॥

তবে ততক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥
"প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥

প্রদক্ষিণ কর কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার ॥
কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে ॥

মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু! তুমি।
তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি ॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥

তাড় খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা ছান্দ দড়ি।
ইহা সে ধরিনু আমি মুনি ধর্ম ছাড়ি ॥

আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপভক্তি আচরণ ॥

মুনি-ধর্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি জনে সে সকলে হাস্য করে ॥

তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥

নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর তভু তোমার সে নাম" ॥

প্রভু বলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধাভক্তি বই কিছু নহে আর ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার।
এই যে তোমার সর্বকাল অলঙ্কার ॥
নাগ বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্বজনে বুঝিবারে পারে ॥

পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগ ছলে অনন্ত ধরেন সর্বক্ষণ ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য বাধ ॥

আমি তো তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ, কহোঁ কায় বাক্য মনে ॥
নন্দ গোষ্ঠী-রসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে ॥

ইহা দেখি যে সুকৃতী চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা গুঞ্জাহার মাল্য গন্ধ।
সর্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ ॥

যতেক বালক দেখ তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি ॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন ॥

সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্বদেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি ॥

এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে ॥

স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত ॥

কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বাসলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া ॥

ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।

বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্বথা" ॥
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহো নাহি থাকে সে সময় ॥
কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুই জনে।
চৈতন্য ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখনে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেও প্রভু ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি ॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ॥
সুকোমল দুর্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা আদি সবে এই কয় ॥
না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা ॥
এইমত ভাব-রঙ্গে চৈতন্য গোসাঞি।
এক কথা না কহেন একজন ঠাঞি ॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ—সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন ॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা।
মুনি-ধর্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্বথা ॥
বেত্র বংশী বহি পুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ-দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনি ধর্ম ছাড়ি ॥
কেহো বলে ভক্ত-নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ ক্রীড়া অধিক সবার ॥
গোপ-গোপী ভক্তি সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকল ॥
অতি কৃপা পাত্র-সে গোকুল ভক্তি পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায় ॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজ-স্ত্রীনাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন-ত্রয়ম্ ॥

এইমত বৈষ্ণব যে করেন বিচার।
সর্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার ॥
অন্যোন্যে বাজায়েন আনন্দ ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কথনো কথনো বাজে আনন্দ-কন্দল ॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সেই অভাগিয়া ॥
ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ ॥
তথাপিও সর্ব বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণ চৈতন্য সর্বথা ॥
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দুর্বিজ্ঞেয়-তত্ত্ব।
সবে মেলি এইমাত্র গায়েন মহত্ত্ব ॥
অবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তাঁ সবার অনুগ্রহে ভক্তি ফল ধরে ॥
সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল মনে ॥
ইতিমধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি ॥
কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন ॥
এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্র সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
তবে নিত্যানন্দ স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপো পরম হর্ষ মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দরশনে ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব বন্ধ বিমোচন ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

দশম অধ্যায়

জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥

জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃপুন দেন সবে প্রভাব জানিয়া॥

নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঁই।
সবে কহে 'এই কৃষ্ণ চৈতন্যের ভাই'॥

নিত্যানন্দ স্বরূপো সবারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥

তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্বগণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর দরশনে॥

নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীত অন্তরে।
তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে॥

গদাধর ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন যে হেন নন্দকুমার সাক্ষাত॥

আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছে কোলে।
অতি পাষণ্ডিও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥

দেখি শ্রীমুরলী মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা॥

নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥

দোঁহে মাত্র দেখিয়া দোঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥

অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোন্যে দোঁহে বলে মহিমা দোঁহার॥

কেহো বলে আজি হৈল লোচন নির্মল।
কেহো বলে আজি হৈল জনম সফল॥

বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি আনন্দ-সাগরে॥
হেন সে হইল প্রেম ভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সব দাস॥

কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥
গদাধর দেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ—নিন্দকের না দেখেন মুখ॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যার নাঞি।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত-গোসাঞি॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে॥

তবে গদাধর দেব নিত্যানন্দ প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন 'আজি ভিক্ষা ইথি'॥
নিত্যানন্দ-গদাধরে দিবার কারণে।
এক মণ চাউল আনিয়াছেন যতনে॥

অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেব যোগ্য সর্বমতে।
গোপীনাথ লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে॥
আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিম সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥

"গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন"।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥

তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গোসাঞি।
নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি॥

এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
আনিয়াছ গোপীনাথ দেবের লাগিয়া॥

লক্ষ্মীমাত এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ॥

আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর॥

দিব্য রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা ॥
কেহো করে নাহি, দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক ॥
তেঁতুলি-বৃক্ষের যত পত্র সু-কোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিলা লোন জল ॥
তার এক ব্যঞ্জন করিল অম্লনাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান ॥
গোপীনাথ অগ্রে লঞা ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
'গদাধর গদাধর' ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কেন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ॥
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই ॥
নিত্যানন্দ দ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন-মোর ইথে আছে ভাগ ॥
কৃপা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ-গদাধর।
মগ্ন হইলেন মুখ সাগর ভিতর ॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর ॥
সর্ব টোটা ব্যাপিলোক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুন অন্ন বন্দে ॥
প্রভু বলে তিনভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে ॥
প্রভু বলে, "এ অন্নের গন্ধেও সর্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥
গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক ॥
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলি-পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি ॥
এইমত মহানন্দে হাস্য পরিহাসে।
ভোজন করেন প্রীতি এ তিনে সে জানে ॥
এ তিন জনের প্রীতি এ তিন সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে ॥
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সেই সে জানয়ে নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত-মনে।
লওয়ায়েন গদাধর, জানে সেই জনে ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্র সঙ্গে কুতূহলে ॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর ॥
জগন্নাথ একত্র দেখেন তিনজনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে ॥
এ আনন্দ ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তচ্ছু পদ যুগে গান ॥

একাদশ অধ্যায়

একদিন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সনে।
নীলাচলে যেই যুক্তি করিল নির্জ্জনে॥
"তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে এ সব লোকের হইবে নিস্তার॥

পুনহ[১] আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
তোমার গৃহে হবে আমার অবতারে॥
ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার।
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে নহেত প্রচার॥

অচিন্ত্য আমার শক্তি কেহ নাহি জানে।
সেই সে জানয়ে তুমি জানাহ যাহানে॥
পূর্বে যদ্ বিস্তার না করিলা দ্বাপরে।
এবে তোমার বংশ-বৃদ্ধি হৈবে সংসারে"॥

নিত্যানন্দ কহেন "সকলি কর তুমি।
তুমি যন্ত্রি হও যন্ত্রতুল্য হই আমি॥
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা।
কে আছে স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা॥

বিশেষে আমার তুমি হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা।
বিকর্ম সুকর্ম করাও তোমাতে সত্তা॥
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা।
মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়া রহিলা॥

কিছুদিন বই মোরে দরশন দিয়া।
নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া॥
আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা॥

পুনঃ ভূষা পরাইয়া করিলে বিষই।
আপন বুঝিতে নারি কখন কি হই॥
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার।
আপনে ত জানি ধর্ম করিলে স্বীকার॥
রমনী লম্পট ছাড়ি কীর্ত্তন লম্পটে।
সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারিব বটে॥

এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গোসাঞি।
তুমি সে অনন্য গতি মোর আর নাঞি॥

আজ্ঞা করি দাস আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা তাহা বহি শিরে ধরি॥
এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হৈলা।
প্রভু তাঁর হস্তে ধরি কহিতে লাগিলা॥

নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ মূর্ত্তিমান।
মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান॥
তুমি শক্তি হও আমি হই শক্তিমান।
শক্তি বিনা শক্তিমন্ত বৃথা অবস্থান॥

কোন কালে তোমাতে আমাতে নহে ভিন্ন।
কলিকালে অবতার স্বকার্য্য সাধন॥
যৈছে মসুরের দাল দুই ফাক হয়।
তৈছে তুমি আমি এক ভিন্ন দেহ নয়॥

অতএব তোমাতেই মোর সুখ শক্তি।
কখন বা আবির্ভাব কখন বা স্ফুর্তি॥
চলি বলি করি যত তোমার ইচ্ছায়।
আমার যেখানে যত তোমার সহায়॥

নিত্যানন্দ কহে কপট কথা তোমার।
কতভাতি কহ মন পাতিয়ান মোর॥
পূর্বে গোপীগণে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইয়া।
উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাঠাইয়া॥

সব ছাড়ি ভজি তোমা না পাইল সঙ্গ।
স্বগণ সন্তাপি সর্বকাল এই রঙ্গ॥
মাতা, পিতা, পুত্রে, মৈত্রে করিলা উদাস।
মোরা অথে কি বলিব অকিঞ্চন দাস॥

যা বলিবে তাহাই করিতে হয় মোরে।
অলঙ্ঘন বচন কে পারে লঙ্ঘিবারে॥

সত্য বল পুনঃ কবে দরশন পাব।
তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ কেমনে সহিব॥
প্রভু কহে প্রতি বর্ষ এথা না আসিবা।

১) পুনহ আসিব আমি—এই বাক্যই প্রভু বীরচন্দ্রের জন্মের পূর্বাভাষ।

ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা ॥
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই স্থানে ॥
রাত্রি দিন রাধাভাবে ভাবিত হইয়া।
কৃষ্ণের বিরহ সব আস্বাদ করিয়া ॥

অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব।
তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব ॥

নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুপ্তকথা হৈল।
অন্তরঙ্গ ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ কৈল ॥

গুপ্ত অবতার মোর বেদে নাহি জানে।
আপনার মন কথা কহি তোমা স্থানে ॥

সত্য সত্য কহি যে অন্যথা কভু নয়।
তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয় ॥

এত শুনি নিত্যানন্দ পড়ে লোটাইয়া।
চরণের ধুলা লোটে চৈতন্য আসিয়া ॥

দুইজনে গলাগলি করয়ে রোদন।
এইমতে সেই রাত্রি হৈল জাগরণ ॥
প্রাতে গিয়া দুই জনা নিত্যক্রিয়া করি।
অনিমিষে দেখে জগন্নাথের মাধুরী ॥

সেদিন হৈতে প্রভুর হৈল কোন দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা ॥
এ অতি নিগূঢ় কথা কেহ না জানিল।
প্রভুর মনোবৃত্তি প্রভু সকলি বুঝিল ॥

ইঙ্গিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত স্থানে।
এইসব কথা আর কেহ নাহি জানে ॥

একে একে ভক্তবৃন্দে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে।
প্রভুপদে বিদায় হইয়া সবে চলে ॥
নিত্যানন্দ আইলেন গৌড়দেশ দিয়া।
কতেক মহান্তগণ সঙ্গেতে লইয়া ॥

পথে পথে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যায় চলি।
মধুপানে মত্ত যেন পড়ে ঢলি ঢলি ॥
পূর্ববৎ চলিয়া আইল গঙ্গাতীরে।
পানিহাটী গ্রামে আইলা রাঘব-ঘরে ॥
শুনি সব লোক আসে আনন্দ উন্মাদে।
বৃদ্ধ বালক সব দরশনের সাধে ॥
ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥

কত লোক খায়, বারি লয় কত আর।
কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নির্দ্ধার ॥

দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে নারে আসে যত জন ॥

নর্ত্তনের কালে কত কীর্ত্তনীয়া গায়।
কত বা ময়ূর পুচ্ছ চামর ঢুলায় ॥

শিরে লট-পটি পাগ শ্রবণে কুণ্ডল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল ॥

অঙ্গদ বলয়া ভুজে অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
গলে দোলে নীলমণি কণ্ঠেতে শিকলি ॥

চরণ কমলে বাজে সোনার নূপুর।
শ্রবণ মাত্রেকে পাপ তাপ যায় দূর ॥
কমল নয়নে ধারা পড়ে মুখ বেয়ে।
পদ্মমধু ভ্রমরা ফেলিছে উগারিয়ে ॥

সিংহ গ্রীব গজস্কন্ধ প্রকাশ শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ মহা-মল্লবীর ॥
অরুণ বরুণ অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কীর্ত্তন লম্পট সদা গৌর অনুরাগি ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সে ডাহিনে বামে হেলে।
অঙ্কুশের ঘাতে যেন মত্ত হস্তী দোলে ॥

ঘূর্ণিত লোচন করি ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
হয় হয় করি কথা মধুর করি ভাষে ॥
কখন বা মৌনে রহে নয়ন মুদিয়া।
কৃষ্ণরে! বাপরে! বলি ডাকয়ে কান্দিয়া ॥

কখন বা যোড়হস্তে প্রভু বলি ডাকে।
কখন বসনে মুখ লুকাইয়া রাখে ॥
মৃদু মৃদু স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে।

অঙ্গ আচ্ছাদিয়া পড়ে স্থির নাহি বান্ধে ॥
ভায়ারে ! ভায়ারে ! বলি কখন বা হাসে ।
বিধি স্থানে পাখা চাহে উড়িতে আকাশে ॥

এইমত নিত্যানন্দ ভাবের উদ্গম ।
কিভাবে কেমন করে বুঝিতে দুর্গম ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া ।
অম্বিকা নগরে[১] যায় এক ভৃত্য লৈয়া ॥
জাতিতে বণিক, নাম উদ্ধারণ দত্ত ।
প্রভু পারিষদ হন পরম মহত্ত্ব ॥

সূর্য্যদাস পণ্ডিতের[২] দ্বারেতে রহিয়া ।
অন্তঃপুরে দত্তেরে দিলেন পাঠাইয়া ॥
তিঁহো গিয়া কহিলেন প্রভু সমাচার ।
শুনে পণ্ডিত আসি হৈলা সাক্ষাৎকার ॥

দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে চরণ-যুগলে ।
'কি ভাগ্য প্রসন্ন' বলি যোড়হস্তে বলে ॥
প্রভু কহে তোমা কাছে আইলাম আমি ।
বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি ॥

জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মায়াতে ভুলিলা ।
আমি ছার প্রায় বিপ্র কহিতে লাগিলা ॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু ইহা কৈসে হয় ।
বর্ণযুক্ত গ্রহাচারি আছে জাতি ভয় ॥

যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ ।
তথাপিও বর্ণ ত্যাগি, আমি যে ব্রাহ্মণ ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া ।
লোক সব নিরীক্ষয়ে আশ্চর্য্য হইয়া ॥

পণ্ডিত বিমনা হৈয়া গেলা অভ্যন্তরে ।
স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে ॥
হে কৃষ্ণ ! এমন কি করিবেন বিধাতা ।
নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাতা ॥

এত চিন্তি চলিলেন বাড়ীর ভিতরে ।
স্বগণ আনাই সব করিল গোচরে ॥
গতনিশি শেষে এই দেখিল স্বপন ।
তালধ্বজ রথে চড়ি এক মহাজন ॥

শুভ্র গৌরকান্তি অতি প্রকাণ্ড শরীর ।
আরক্ত লোচন যেন মহা-মল্লবীর ॥
আমার দুয়ারে রথ রাখিল আসিয়া ।
এই বাড়ী পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া ॥

স্কন্ধাবলম্বিয়া হল, মুষল ধরিয়া ।
আমারে ডাকিয়া নিল হাত সান দিয়া ॥

পুষ্পে মণ্ডি চূড়া কুণ্ডল দুই কানে ।
নীলধটী পরিধান নূপুর চরণে ॥

আর কহে তোর কন্যা বিবাহিব আমি ।
অদ্যাবধি আমারেও না চিনিলে তুমি ॥

এতেক কহিয়া মোরে হৈলা অন্তর্দ্ধান ।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দেখি হয়েছে বিহান ॥

বসুধা শুনিল স্বপ্ন গৃহ মাঝে থাকি ।
স্বাভাবিক প্রেম উথলিল ঝরে আঁখি ॥
বসনে আপন মুখ ঝাঁপিয়া রহিল ।
নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল ॥

ওহে বন্ধু ! কহি এই অপরূপ কথা ।
কেহ বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহুবস্থা ॥
নিত্যানন্দ ব্রহ্ম কিন্তু আচরিত এই ।
আমরা গৃহস্থ, কন্যা দিতে পারি কই ॥

---

১) অম্বিকা নগর—ইহার বর্ত্তমান নাম কালনা । ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া রেলপথে কালনা রেলষ্টেশন অবস্থিত ।

২) সূর্য্যদাস পণ্ডিত—সূর্য্যদাস পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুর ও গৌরদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিবাস শালিগ্রাম ।

সূর্যদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ।
অন্তর দুঃখিত হঞা কহে রক্ষ রক্ষ॥
হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার কি হৈল! কি হৈল॥

বেগে সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ দুয়ারে॥
অসম্বিত অঙ্গ-কম্প নয়ন-উত্তান।
সর্বাঙ্গ শীতল মুখে অবিরত ঘাম॥

চিকিৎসকগণ দেখি মৃত্যু নির্দ্ধার।
কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার॥
অকস্মাৎ সন্নিপাত করায় ইহাতে।
কহিয়া চিকিৎসা করিল শাস্ত্রমতে॥

তথাপি নাহিক কিছু ভালর বিষয়।
ঔষধাদি বান্ধিয়া চিকিৎসক কয়॥
এবে কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা।
গঙ্গাতীরে লও, তব কন্যা কুল জ্যেষ্ঠা॥

এত শুনি সূর্য্যদাস কান্দিতে লাগিলা।
তারে আশ্বাসিয়া গৌরী দাস যে বলিলা॥
বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে॥

যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার॥
বাঁচাইতে পারে যদি কন্যা দিব তাঁরে।
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিনু সবারে॥

সবে কহে এই কথা সবাকার দৃঢ়।
সবে মেলি চল নিত্যানন্দ পদে পড়॥
প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্রে ধারা বহি চলে॥

স্বগণ সহিতে গৌরীদাস পায়ে পড়ে।
প্রভু ধরি উঠাইল মারিয়া চাপড়ে॥
ভুলিয়া রহিলি সব মূর্খ গোয়ালিয়া।
কণ্ঠেতে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়া॥

পণ্ডিত গোসাঞি কান্দে চরণে ধরিয়া।
আপনে লুটিলা সর্ব মোরে ভুলাইয়া॥
বর্ণাশ্রম ধর্মবর্ণ না ছাড়ালে মোর।
সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর॥

শীঘ্র শ্রীচরণ তব করাহ বিজয়।
দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয়॥
এত কহি প্রভু নিল বাড়ীর ভিতরে।
বসু শুইয়া আছে যে ঘরের দুয়ারে॥

বসনে আচ্ছন্ন তনু কিরণ উপরে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন ঝলমল করে॥
উত্তান নয়নাম্বুজ ধারা মকরন্দ।
চাঁচর চিকুর ভালে শোভে মধ্যচন্দ্র॥

দশন কিরণ উঠে অম্বলি উপরে।
বিম্বের অন্তরে যেন কিরণ সঞ্চরে॥
নবম দশার শেষ তনুতে প্রকাশ।
এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস॥

অঙ্গগন্ধ গিয়া নাসাতে প্রবেশ কৈল।
মৃত সঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল॥
তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল।
একি, একি, বলি গৃহে প্রবেশ করিল॥

লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল।
প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়ভুজ হৈল॥
উর্দ্ধে ধনুর্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমণ্ডল॥

মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব অঙ্গে মণিভূষা করে ঝলমল॥
দেখিয়া সকল লোক পড়িলা লুটিয়া।
পণ্ডিত করয়ে স্তুতি করযোড় হৈয়া॥

ব্রাহ্মণ সকলে দেখি হৈল চমৎকার।
দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার॥
হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে জীয়ে জীয়ে করি।

সেবা করি দূর করাইলা পরিশ্রান্ত।
এখনা হয় বিপ্র হেন মতি ভ্রান্ত ॥
পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ একমত ॥

বেদ সংস্কারে পুনঃ যে দিব উপবীত।
পূর্বাশ্রমের গোত্র গাঁই যে আছে নীত ॥
প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু করিল স্বীকার ॥

যা কর তাহাই কর মোর মোর দায়নাই।
একলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি ॥
সকলে আনন্দ হৈল করিয়া শ্রবণ।
পণ্ডিত গোসাঞি দ্রব্য করে আয়োজন ॥

রাজপুত্র বিবাহের সম আয়োজন।
ভিক্ষাতি শিক্ষাতি জড় করিল ব্রাহ্মণ ॥
আসপাশে সব জনে নিমন্ত্রণ কৈল।
অনেক গুবাক পান উপস্থিত হৈল ॥

শুভদিন কৈল বিপ্র আচার্য্য আনিয়া।
উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়া ॥
সেদিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব ॥

বাদ্যকার বাজায় বিবিধ বাদ্যগণ।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ ॥
স্ত্রীগণেতে বিলায় সিন্দুর গুয়া পান।
তৈল সন্দেশ কত যে বিবিধ বিধান ॥

তার পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সকলে।
সন্ধ্যা আহ্নিক করি আইলা এককালে ॥
যজ্ঞ কার্য্য পুষ্প আনি কুশ-কুশাসন।
উদূখল মুষল স্রকাদি যত হন ॥

দণ্ড কমণ্ডুল ছত্র পাদুকাদি ঘৃত।
মেখলা কৌপিন কৃষ্ণাজিনে উপবীত ॥
বেদমত যজ্ঞাদিক করিয়া সকলে।
পুরোহিত নিত্যানন্দে অত্রাগচ্ছ বলে ॥

বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ মণ্ডলে।
শ্রুতি মতে অগ্নিমধ্যে ঘৃতাহুতি জ্বলে ॥
যত বেদ বিধি মত শাস্ত্রেতে লিখিল।
তাহা করি দণ্ড কুমণ্ডল হস্তে দিল ॥

অরুণ কৌপিন বহির্বাস কান্ধে ঝুলি।
ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতা এ বোল বলি ॥
সংভ্রম করিয়ে সূর্য্যদাসের গৃহিণী।
সুবর্ণ রজত মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি ॥

পুরোহিত কহে পাত্রী দানের নিমিত্তে।
নিত্যানন্দ কহেন 'ও সব আছে চিত্তে' ॥
এত কহি শুনাল পুরোহিতের কানে।
তেহো কহে এই বটে না হইবে কেনে ॥

দণ্ড কুমণ্ডল ধরি প্রভু অট্টহাসে।
বার বার তিনবার এই ত প্রকাশে ॥
চরণে পাদুকা, স্কন্ধে ছত্র, চলি যায়।
সকলে দেখয়ে যেন নববটু প্রায় ॥

সেই মূর্তি স্ত্রীগণ দেখিয়া কহে হাসি।
রামজেঠ হইবে মরমে হেন বাসি ॥
প্রধান গৃহেতে প্রভু প্রবেশ করিলা।
তিনদিন সেইমত নির্জ্জনে রহিলা ॥

অতি প্রাতেঃ সূর্য্য রথ দর্শন করিয়া।
বাহির হইল বিপ্র বদন দেখিয়া ॥
বিষ্ণুকে প্রণাম করি পিড়ার উপর।
বসিলেন নিত্যানন্দ চন্দ্র মনোহর ॥

গলাগলি করিয়া নগর নারী যত।
পণ্ডিতের গৃহেতে আইসে কত শত ॥
বদনে তাম্বূল পুরি নয়নে কজ্জল।
অঙ্গ দোলাইয়া এবে আইলা সকল ॥

অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত।
নারীগণ হুলাহুলি দেয় চতুর্ভিত ॥
সূত্র বান্ধিলেন গিয়া দুজনার হাতে।
বসুদেবী গৃহে প্রবেশিলা নম্র মাথে ॥

বাহিরে বাজায় কত মঙ্গল বাজনা।
পরম আনন্দে আসে যায় কত জনা॥
জল সহিবারে চলে নাগরীর গণ।
'বসু ভাগ্যবতী' বলি বলে কতজন॥

কেবা পাইয়াছে হেন পুরুষ সুন্দর।
পূর্বেতে রেবতী যেন পাইলেন বর॥
কেহ বলে পার্বতী শঙ্করে যেন মেলা।
কেহ বলে নারায়ণ সনেতে কমলা॥

কেহ বলে কামদেব রতিতে মিলন।
কেহ কহে সীতারাম এই দরশন॥
যার যত মনের কথা বলিয়া বলিয়া।
হাসিয়া হাসিয়া পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া॥

একে নব তরুণী নাগরী কিভাম্বর।
আনন্দ ধরিতে নারে অঙ্গ পরস্পর॥
এইমত আনন্দে সমস্তদিন গেল।
প্রদোষ সময় আসি উপসন্ন হৈল॥

বর-কন্যা সাজাইতে কহিলা পণ্ডিত।
শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় প্রীত॥
নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণু মণ্ডপ উপরে।
গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে॥

সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ মোহন।
তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন॥
সহজেই প্রেমে মত্ত ঘূর্ণিত লোচন।
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন॥

উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে।
সে মুখের শোভা বিধু মণ্ডল ঝলকে॥
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘন সার।
মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥

শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুভ্র উপবীত।
বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত॥
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্বাঙ্গে সুবর্ণ ভূষা করে ঝলমল॥

শিল্পি-পণ্ডিতা সে নারী বসিয়া নির্জনে।
বসুধার অঙ্গবেশ করে এক মনে॥
করে চিরুনি ধরি কেশ সংস্কার করি।
বন্ধন করিলা কত ছান্দেতে কবরী॥

রঙ্গন পাটের থোপা, দুই দিগে কর্ণ ঝাঁপা,
পিঠে পড়ে হৈয়া সারি সারি।
ললাটের ক্ষুদ্রালোকে, এক এক করি তাকে,
বেণী বনাইল মনোহারী॥

বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া, মুছি মুখ নিরখিয়া,
কুঙ্কুম মাজিল পুনঃ তায়।
অলকা তিলক করে, নয়নে অঞ্জন পরে,
সাজাইয়া দীর্ঘ রেখায়।

কপাল চিত্রিত করি, বিন্দু দিলা সারি সারি,
চিবুকেতে চন্দন রচিল।
নাসায় তিলক দিয়া, রহে তাহা নিরখিয়া,
তারপরে ভূষা পরাইল॥

নাসাগ্রাতে স্থূল মুক্তা, সুবর্ণের গুলযুক্তা
দোলে কিবা অধর শিখরে।
তিলপুষ্প অগ্রে যেন, পড়ে মকরন্দ কন,
স্থূলরূপে বিম্বের উপরে॥

সুবর্ণের কণ্ঠি হয়, কণ্ঠ বক্ষ পরিচয়,
আর দিলা সুবর্ণ পদক।
সে অতি বিচিত্র সাজে, ধরিল বক্ষের মাঝে,
শোভা যেন অনঙ্গ ফলক॥

কর্ণে দিলা চাঁপা সোনা, সে যেন বিজুরি কোনা,
নম্র রহে অংশের উপরে।
রহিলা একত্র স্থিতি, স্বভাব চঞ্চল অতি,
অংশ পরশিতে সাধ করে॥

সুবর্ণ বলয়া ভুজে, করে নবসঙ্গ-সাজে,
তার কোণে কনক কঙ্কন।
সোনার নূপুর পদে, পরাইল বহু সাধে,
যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ ॥
শুক্র বস্ত্র পরাইয়া, অধরে তাম্বূল দিয়া,
গলে দিলা গন্ধ পুষ্প মাল।
চন্দন চর্চ্চিত করি, তাহে গন্ধ দিব্য ধরি,
ঘন সার করিয়া মিশাল ॥

আত্ম বন্ধু সবে মেলি কহিল পণ্ডিতে।
সকলে বলেন বর ভ্রমণ করিতে ॥
পণ্ডিত শুনিয়া তাহা কৈল অঙ্গীকার।
সকলের অভিরুচি কর্ত্তব্য আমার ॥
শুনি সবে আনন্দে ধাইল চতুর্ভিতে।
যার যত আয়োজন একত্র করিতে ॥
আনি উপস্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে।
দিব্য চতুর্দ্দোলোপরি বসা'ল প্রভুরে ॥
বাদ্যকার সকলে বাজায় একতানে।
কত শত শত বাদ্য উঠিল গগনে ॥
নর্ত্তক গায়ন গায় সুযন্ত্রিত তানে।
দিব্য বস্ত্র ভূষা পরি প্রভু বিদ্যমানে ॥
দোলায় চলিলা নিত্যানন্দ নগরেতে।
আনন্দ মঙ্গল ধ্বনি হয় চতুর্ভিতে ॥
সারি সারি দোয়ারে নগর-নারীগণ।
শিশু কোলে করি ধেয়া যায় কতজন ॥
পৌগণ্ড বালক আগে আগে কত ধায়।
আনন্দে উন্মত্ত কত শত গীত গায় ॥
এইমতে নগর ভ্রমিয়া নিত্যানন্দ।
পণ্ডিতের দুয়ারে উদয় পূর্ণচন্দ্র ॥
পণ্ডিত আসিয়া নিজ করেতে ধরিয়া।
ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্প মালা গলে দিয়া ॥
জল ধারা দিয়া কৈলা বিবাহ স্থানেরে।
স্ত্রীগণ মেলিয়া সব হুলাহুলি করে ॥

নিত্যানন্দ দাঁড়াইলা পিঁড়ার উপরে।
অঙ্গের ছটায় দিক ঝলমল করে ॥
বিপ্রগণ দীপমালা ধরি সব করে।
নিত্যানন্দে সাতবার প্রদক্ষিণ করে ॥
স্ত্রীগণ হাসয়ে সব মুখে বস্ত্র দিয়া।
পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে পড়য়ে ঢলিয়া ॥
কন্যা আনিলেন দিব্য সিংহাসনোপরি।
ফিরিলেন নিত্যানন্দে প্রদক্ষিণ করি ॥
পান পুষ্প ছড়াইয়া সম্মর্দন কৈলা।
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় হৈলা ॥
চিরদিন বিয়োগে দেখিয়া প্রাণনাথে।
অভিমানে বসুধা রহিলা হেঁট মাথে ॥
পুনঃ তারে লইলেন গৃহের ভিতরে।
ব্রাহ্মণ সকল বিধিমত ক্রিয়া করে ॥
বহুবিধ তৈজসাদি বস্ত্র আভরণ।
সাক্ষাতে পণ্ডিত কৈল জামাতা বরণ ॥
পুনঃ কন্যা আনিয়া করিল সম্প্রদান।
পূর্ব্বাপর আছে যেন বেদের বিধান ॥
বর-কন্যা লইলেন গৃহের ভিতরে।
দিব্য শয্যা পুষ্পময় পাতিয়া বাসরে ॥
বিদগ্ধা যুবতী সব প্রবেশিয়া ঘরে।
রঙ্গ পরিহাসে সবে জাগিলা বাসরে ॥
এমন আনন্দ রাত্রি প্রভাত হইলা।
স্নান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিলা ॥
বিধি শাস্ত্রে যজ্ঞাদিক কর্ম সব কৈল।
তারপর শত শত ব্রাহ্মণ ভুঞ্জিল ॥
এইমত আনন্দে কতেক দিন যায়।
একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ রায় ॥
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন।
বারে বার শ্রীজাহ্নবা দিছেন ব্যঞ্জন ॥
সূর্য্য দাসের কন্যা হন বসু কনিষ্ঠা।
বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তার নিষ্ঠা ॥

পারসিতে মস্তকের বসন খসিলা।
আর দুই ভুজে বাস সংভ্রম করিলা॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল বসুধারে দক্ষিণে আনিয়া॥

সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
জৌতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ দুহিতা॥
শুনিয়া পণ্ডিত গোসাঞি কৈলা স্বীকার।
তোমারে কিবা অদেয় আছয়ে আমার॥

জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিজন মোর।
এক কালে সমর্পণ কৈলা পায়ে তোর॥
এতেক কহি পণ্ডিত ঊর্দ্ধবাহু করি।
প্রেমে পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি॥

হে কৃষ্ণ! যাদব হেন করিবে কখন।
নিত্যানন্দে রহু মোর কায় বাক্য মন॥
এইসব কহিলেন স্বগণ আনিয়া।
ভাল ভাল কহে তারা হাসিয়া হাসিয়া॥

তোমার সম্বন্ধে মোরা হলাম কৃতার্থ।
প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কাহার সামর্থ॥
সবে কহে পণ্ডিতেরে যোড়হস্ত হৈয়া।
কলিকালে নিলা তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া॥

এইমত অম্বিকাতে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝে লোকেরে ভাসায়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হেনমতে অম্বিকাতে নিত্যানন্দ রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায়॥
এত সব প্রকাশে ও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধু মাঝে চন্দ্র, যেন না জানিল মীনে॥

মন হৈল খড়দহে করিব শ্রীপাট।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট॥
এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ গ্রাম।
প্রকট করিল তাহা আত্মলীলা ধাম॥

গৃহাশ্রমীধর্ম প্রভু সকলি করিল।
'শ্যামসুন্দর বিগ্রহ' সেবা প্রকাশিল॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে চরণ সেবয়ে।
কারে কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে॥

দুই প্রিয়া সঙ্গে নানারস বিলাসিয়া।
দুই প্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া॥
দুই প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর।
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পেয়ে প্রেমে ভোর॥

চৈতন্য চরণে দোঁহে প্রার্থনা করয়।
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয়॥
শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পায়া।
ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া॥

শরৎ-কৃষ্ণা-নবমী বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাবে লোক আনন্দেতে ভাসে॥
তিন লোকে জয় জয় হরিধ্বনি হৈল।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল॥

ধন্য ধন্য বসু লক্ষ্মী বলে সর্বজন।
পুত্র প্রসবিলা যেমন চন্দ্র বদন॥
পঞ্চদশ মাস তেজে রূপী যে রহিলা।
মার্গ শীর্ষ শুক্ল-চতুর্থীতে প্রসবিলা॥
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক এবার॥
ভুবন মোহন বাল্যরূপে করে লীলা।
একদিন বাড়ে যেন সুধাংশুর কলা॥
একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে।
হেনকালে অভিরাম[১] আইলা সত্বরে॥

---

১) অভিরাম—অভিরাম ব্রজের শ্রীদাম সখা। তিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্ব লীলার দেহ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। অদ্যাপি তাঁহার সেবিত শ্রীগোপীনাথ দেব, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি ও রামকুণ্ডাদি কৃষ্ণনগরে বিরাজমান। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে কৃষ্ণনগর যাওয়া যায়।

দাদারে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল।
প্রাঙ্গণে আসিয়া পুনঃ অনেক হাসিল ॥
নিত্যানন্দ ধাইয়া ধরিল তাঁর গলে।
মধুর মধুর করি অভিরাম বলে ॥

শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান।
আমারে দেখাও আমি করিব প্রণাম ॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি সকলি জান সে।
আমিত না জানি কোথাকারে আইল কে ॥

এইমত ঠারে ঠারে কহেন দুজনা।
গলে গলে ধরি করে প্রেমের কান্দনা ॥
অভিরাম আইলা শুনিয়া বসু দেবী।
কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি।

শুনিতেছি শ্রীবিগ্রহে দণ্ডবৎ হৈয়া।
আসিতেছে কত স্থানে বিদায় করিয়া ॥
বীরচন্দ্র শুইয়াছে খট্টার উপরি।
দিব্য সুরঙ্গ বস্ত্র খণ্ড বক্ষেতে ধরি ॥

আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা।
প্রদোষে কমল কোষে ডুবিছে ভ্রমরা ॥
কজ্জল উজ্জ্বল রেখা শ্রবণের কাছে।
গোময় অঞ্জন ফোঁটা ললাটের মাঝে ॥

সুচারু চিকুরে সম্মুখের ঝুটী সাজে।
যেবা নিরখে তার জাগয়ে হিয়া মাঝে ॥

হেনকালে অভিরাম তথায় আসিয়া।
অনিমিষে রহে শিশুরূপ নিরখিয়া ॥

নয়নে লাগিল যেন অমিয়া অঞ্জন।
সর্বেন্দ্রিয় জুড়াইল করি দরশন ॥

প্রভু শুইয়াছে নিজ খট্টার উপরে।
অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥

উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপাল।
মহাভুজ দীর্ঘকায় বক্ষ সুবিশাল ॥

কর পদতলে যেন মাড়িল হিঙ্গুলে।
মহাপুরুষের আকৃতি তার উপরে ॥

দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম।
চরণের তলে গিয়া করিলা প্রণাম ॥
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ।
বার বার তিনবার কৈলা এইমত ॥

যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয়।
চরণ চারণ করি শিশু প্রায় হয় ॥
প্রদক্ষিণ করি পুনঃ দণ্ডবত করি।
প্রেমানন্দে ভাসিয়া বুলেন হরি হরি ॥

শিঙ্গা বেনু বাজাইয়া বাহির আইলা।
নিত্যানন্দ সমাদর করি বসাইলা ॥
ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, গুঞ্জ পুষ্প মালা।
মকর কুণ্ডল কানে হস্তে তাড় বালা ॥

কটিতে কিঙ্কিনী ধড়া চরণে নূপুর।
কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর ॥
বৃষভানু-নৃপতির নন্দন শ্রীদাম।
সেই সিদ্ধ গোপ মাত্র নাম অভিরাম ॥

একরাত্র রহিয়া গেলেন অন্তস্থানে।
উৎকণ্ঠা-আনন্দে ফেরে নাহি বিশ্রামে ॥
বাল্য লীলাচ্ছলে প্রভু আত্ম-প্রকাশিয়া।
বিহরয়ে নিত্যানন্দচন্দ্রে সুখ দিয়া ॥

অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর হৈতে আইলা।
দেখি আনন্দিত হৈয়া সাবধানে কৈলা ॥

চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে।
এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে ॥

সহজে অদ্বৈত প্রভু তর্জ্জায় সমর্থ।
তাঁর কৃপা যারে সেই জানে সব অর্থ ॥

প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেলা পুরে।
আর যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেলা ঘরে ॥

এইমত বীরচন্দ্র বাল্য লীলা বেশে।
মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে ॥

কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী।
যার যাহা নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি ॥

চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে।
বিধি কি গড়িল রূপ রসের মিসালে॥
বীরচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে কিছু নাহি ভেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥

সর্ব অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোসাঁই।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ ভাই॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভুর সদা বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ॥

কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চৈস্বর করিয়া চৈতন্য গুণ গায়॥
নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে গৌর মূর্ত্তি॥

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব॥
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা।
বসু জাহ্নবারে লৈয়া গমন করিলা॥

তথা হৈতে একচাকা করিলা গমন।
বঙ্কিম দেবেরে গিয়া করে দরশন॥

কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা॥

প্রভু দরশনাভাবে বৈষ্ণব আকুল।
এক বীরচন্দ্র সবার প্রাণ-সমতুল॥

প্রভুর বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অন্যমনা।
বিরলে বসিয়া সদা করয়ে ভাবনা॥

কি করিব কোথা যাব বচন না স্ফুরে।
অপ্রকট হৈলা প্রভু ছাড়িয়া আমারে॥

অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া॥

কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥

মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি নিত্যানন্দ রায়।
অনায়াসে চলি গেলা, আমা সবা না বলিলা,
কাঁদে ভক্ত ধুলায় ধূসর॥

শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাদুঃখ,
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া॥

নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত,
বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
নিতাইরে না দেখিমু আর॥

পতিত পাবন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু।
তাঁহার চরণ বিনু না সেবিহ কভু।
অতিশয় মূর্খজন না জানে মহিমা।
বলে অন্য বোল সেই পাপিষ্ঠের সীমা॥

জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয়তম।
ত্রিজগতে আর কেহ নাহি তোমা সম॥
আনন্দ কন্দ মহাপ্রভু প্রেমভক্তি দাতা।
যে সেবয়ে সেই ভক্তি পায়ে ত সর্বথা॥

সর্ব জীবের প্রভু! করিলা প্রসাদ।
ক্ষেমিলা সকল মহা মহা অপরাধ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব নিত্যানন্দ নাম।
পৃথিবীর ভাগ্য অবতারি অনুপাম॥

আর কি কহিব কথা ভাগ্যের অবধি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মহাগুণনিধি॥

অভিমান দুরন্ত তথি, না পাই কৃষ্ণ রতি।
ইহা জানি নিত্যানন্দে করহ ভকতি॥

যাহার প্রসাদে পামর পাইল নিস্তার।
হেন প্রভু নাম হার হউক গলার॥

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমময় ধাম।
স্বভাবে পরম শুদ্ধ নিত্যানন্দ নাম॥

জগত তারণ হেতু যাঁর অবতার।
যে জন না ভজে সেই পাপের আকার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ এক দেহ।
ইহাতে নিশ্চয় করি কর এক স্নেহ॥

পরানন্দ ময় দুহুঁ মুরতি রসাল।
নিতাই চৈতন্য প্রভু শ্রীরাম গোপাল॥
ইহাতে করয়ে ভিন্ন অতি বুদ্ধি হীন।
আর না দেখিয়ে তার বিষ্ণুভক্তি চিন॥

জয় জয় শচীসুত আনন্দ বিহার।
পতিত পাবন নাম বিদিত যাঁহার॥
নিজ নাম দিয়া জীব নিস্তার করিলা।
হেন দয়াময় প্রভু ভক্তিতে নারিলা॥

কায় বাক্যমনে মোর প্রভুর শরণ।
মোর সম পতিত নাহিক ত্রিভুবন॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভুবন সুন্দর।
প্রকাশহ পদ মোর হৃদয় ভিতর॥

যত যত বিহার করিলা গৌড়দেশে।
সকল প্রকাশ মোর হউক বিশেষে॥
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত ত্রিভুবন নাথ।
চরণে শরণ মোর হউক একান্ত॥

আর অবতারে কহি নানাবিধ ধর্ম।
কেবল কহিল এবে প্রেমভক্তি মর্ম॥

ইহাতে যাহার মতি নহিল আনন্দ।
তাহারেই জানিহ পাপিষ্ঠ মহা অন্ধ॥

সর্ব বৈষ্ণবের পানে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর॥

কেহ বলে প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।
কেহ বলে চৈতন্যের মহাপ্রিয় ধাম॥

কেহ বলে মহা তেজীয়ান অধিকারী।
কেহ বলে কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥

যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥

তোমার হইয়া যেন গৌরগুণ গাই।
জন্মে জন্মে যেন তোমা সংহতি বেড়াই॥
এই মোর কাম্য যেন দেখা পাই তান।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥

আনে কহে ভক্ত সব তোমা পরতন্ত্র।
যখন যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র॥
এইমত ঈশ্বর লীলার নাহিক বিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

॥ অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিতং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণম।

পরিশিষ্ট

ভজ ভজ ভাই! হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ মন॥

কার কোনো কর্ম নাহি সংকীর্ত্তন বিনে।
সবার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥

বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছাঁদদড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু গায়ে, পায়ে নূপুর সবার॥

নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু, কম্প, পুলক যতেক অনুরাগ॥
সবার সৌন্দর্য্য হেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সঙ্কীর্ত্তন॥

পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও কহিবারে নাহি সীমা॥

তথাপিহ নাম কহি জানি যাঁর যাঁর।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার॥
যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দ গোষ্ঠী গোপ গোপী অবতার॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব নাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
পরম পার্ষদ—রামদাস[১] মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয়॥

যাঁর বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁর হৃদয়েতে॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্থ রামদাস।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিনমাস॥

প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস[২] মুরারি পণ্ডিত[৩]।
যাঁর খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত॥

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি॥

প্রেমভক্তি রসময় গদাধর দাস[৪]।
যাঁর দরশন মাত্র সর্ব পাপ নাশ॥

প্রেমরস সমুদ্র—সুন্দরানন্দ[৫] নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥

পণ্ডিত কমলাকান্ত[৬] পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥

গৌরদাস পণ্ডিত[৭]—পরম ভাগ্যবান।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের বিলাস॥

বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস[৮]।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
পুরন্দর পণ্ডিত[৯]—পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত॥

নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস[১০]।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
ধনঞ্জয় পণ্ডিত[১১]—মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্বক্ষণ॥

প্রেমরসে মহামত্ত—বলরাম দাস[১২]।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র[১৩]—প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয়॥

জগদীশ পণ্ডিত[১৪]—পরম জ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম॥

পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদে যাঁহার বিলাস॥

প্রসিদ্ধ কালিয়া[১৫] কৃষ্ণদাস ত্রিভুবন।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে॥

সদাশিব কবিরাজ[১৬]—মহাভাগ্যবান।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম॥

বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের[১৭] শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥

উদ্ধারণ দত্ত—মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাহার অধিকার॥

মহেশ পণ্ডিত[১৮]—অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত॥

চতুর্ভুজ পণ্ডিত[১৯] নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ[২০]—পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথ পুরী নাম খ্যাতি যাঁর॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥

কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র—নিত্যানন্দ গতি॥
গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ[২১] মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ[২২]—অতি প্রেমরসময়॥

মহা ভাগ্যবন্ত জীব পণ্ডিত[২৩] উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ চন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দ প্রিয়—মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন॥

যত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
নিত্যানন্দ প্রসাদে তাঁহারা গুরুসম॥

শ্রীচৈতন্য রসে সবে পরম উদ্দাম।
সবার চৈতন্য নিত্যানন্দ—ধন প্রাণ॥
কিছুমাত্র আমি লিখিলাম জানি যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে॥

সর্বশেষ ভৃত্য তান—বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
"চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥"
সে সবার বিধিমতে মন্ত্র যন্ত্র লয়ে।
নিত্যানন্দ সহভক্ত গৌর কৃপাময়ে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ পদে আশ।
ভক্ত কৃত্য কহে বৃন্দাবনচন্দ্র দাস॥

অপ্রেক্ষৈকগতিঃ নিত্যানন্দচন্দ্রময়ী প্রভুঃ।
যদিচ্ছয়া পামরোঽপি উত্তমশ্লোকমীয়তেঃ॥

মন নিত্যানন্দ বলি ডাক,
এমন দয়াল প্রভু, আর না পাইবে কভু,
হৃদয় কমলে করি রাখ॥
কিবা সে মধুর লীলা, নটন কীর্ত্তন কলা,
অতীব গম্ভীর অবতার।
আপনার গুপ্তধনে, আনি মর্ত্তে করি দানে,
ত্রাণ কৈল এ তিন সংসার॥
পরশ মণির গুণে, তুচ্ছ লাগে মোর মনে,
লৌহ পরশিলে হেম করে।
নিতাই চৈতন্য গুণে, গান করে কতজনে,
রতন হইল ঘরে ঘরে॥
আমোদে বলিয়া হরি, নাম সঙ্কীর্ত্তন করি,
প্রেমাবেশে পড়ে লোটাইয়া।
কহে বৃন্দাবন দাস, এমত করিলা আশ,
বঞ্চিত রহিনু অভাগিয়া॥

গ্রন্থোক্ত শ্রীনিত্যানন্দ পরিকরগণের মধ্যে যাঁহাদের পরিচয় জানা সম্ভব হইয়াছে তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করিলাম। পরবর্ত্তীকালে মৎকৃত "শ্রীশ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী" নামক গ্রন্থের শ্রীনিত্যানন্দ শাখায় ইঁহাদের বিস্তারিত জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইবে।

১) রামদাস—ঠাকুর অভিরামের নামান্তর।

২) চৈতন্য দাস—চৈতন্য দাসের পরিচিতি অজ্ঞাত। তবে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য "আউলিয়া চৈতন্য দাসের" নাম পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার বন বিষ্ণুপুর হইতে বার ক্রোশ দূরে এক গ্রামে তাহার নিবাস।

৩) মুরারী পণ্ডিত—নামান্তর মুরারী চৈতন্য দাস। প্রহ্লাদ সদৃশ তাঁহার মহিমা। তিনি ভাবাবেশে ব্যাঘ্রের গালে চড় মারিয়াছিলেন ও সর্পের সঙ্গে খেলা করিয়াছেন।

৪) গদাধর দাস—ব্রজের চন্দ্রকান্তি ও পূর্ণানন্দ নামক সখিদ্বয় মিলিত হইয়া শ্রীল গদাধর দাস নামে আবির্ভূত হন। এড়িয়াদহে তাঁহার শ্রীপাট। কাটোয়ায় প্রভুর সন্ন্যাস স্থানে সমাধি বিরাজিত।

৫) সুন্দরানন্দ—সুন্দরানন্দ ঠাকুর ব্রজের সুদাম সখা। যশোহর জেলায় হলদা মহেশপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জাম্বীরের বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প ফুটাইয়াছিলেন।

৬) কমলাকান্ত পণ্ডিত—কমলাকান্ত পণ্ডিত পূর্ব অবতারে গঙ্গোন্মদা ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ অন্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি পরমানন্দপুরীর সঙ্গে তথায় গমণ করেন। প্রভু নিত্যানন্দ তাহাকে সপ্তগ্রাম অর্পণ করেন।

৭) গৌরীদাস পণ্ডিত—গৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের সুবল সখা। কালনায় তাঁহার "শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ"-দেবের সেবা বিরাজিত।

৮) কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস বড়গাছি গ্রামের রাজা হরিহোড়ের পুত্র। বিহারী কৃষ্ণদাস ইহার নামান্তর। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের বিবাহ কার্য্যের সমস্ত ব্যয় বহন করেন এবং অধিবাসাদি ব্যবহারিক কর্ম তাহারই ভবন হইতেই অনুষ্ঠিত হয়।

৯) পুরন্দর পন্ডিত—পুরন্দর পন্ডিত রাম অবতারে বালির পুত্র অঙ্গদ ছিলেন। খড়দহে তাহার শ্রীপাট। বিবাহ করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ তাহার ভবনে অবস্থান করেন। তাহাই বর্ত্তমানে প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীপাট বলিয়া পরিচিত।

১০) পরমেশ্বর দাস—পরমেশ্বর দাস ব্রজের অর্জ্জুন সখা। তড়া আঁটপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জাহ্নবা-দেবীর আদেশে তড়া আঁটপুরে শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করেন।

১১) ধনঞ্জয় পন্ডিত—ধনঞ্জয় পন্ডিত ব্রজের বসুদাম সখা, জাড়গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম শ্রীপতি, মাতার নাম কালিন্দী ও পত্নীর নাম হরিপ্রিয়া। তিনি পিতা-মাতার অন্তর্দ্ধানের পর অতুল ঐশ্চর্য্য ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া, জলঙ্গী, শীতলগ্রাম, ছাঁচড়া পাঁচড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহার শ্রীপাট।

১২) বলরাম দাস—দোগাছিয়া গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। বৈষ্ণব সঙ্গীতে তাঁহার অফুরন্ত অবদান।

১৩) যদুনাথ কবিচন্দ্র—নবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতুল রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র।

১৪) জগদীশ পন্ডিত—জগদীশ পন্ডিত ব্রজের চন্দ্রহাস নর্ত্তক। যশোড়াতে তাঁহার শ্রীপাট। মহেশ পন্ডিত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি গোঘাট হইতে ভ্রাতা সহ নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার পত্নী দুঃখিনী দেবী মহাপ্রভুর ধাত্রীমাতা ছিলেন। জগদীশ পন্ডিত নীলাচল হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আনিয়া যশোড়ায় স্থাপন করেন। কতদিনে প্রভু যশোড়ায় আগমন করিয়া দুঃখিনীর প্রীতিবশে শ্রীগৌরগোপাল মূর্ত্তি ধারণ করেন। অদ্যাপি সেই সেবা বিরাজিত।

১৫) কালিয়া কৃষ্ণদাস—কালিয়া কৃষ্ণদাস পূর্ব অবতারে লবঙ্গ সখা ছিলেন। আকাই হাটে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন।

১৬) সদাশিব কবিরাজ—সদাশিব কবিরাজ ব্রজের চন্দ্রাবলী সখী ছিলেন। বোধখানায় তাঁহার শ্রীপাট। তাঁহার পিতা কংসারি সেন, পুত্র পুরুষোত্তম দাস, পৌত্র কানু ঠাকুর। ইহারা সকলে ব্রজের পরিকর ও শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ।

১৭) পুরুষোত্তম দাস—পুরুষোত্তম দাস সদাশিব কবিরাজের পুত্র। ব্রজের দাম সখা। সুখ সাগরে তাঁহার শ্রীপাট।

১৮) মহেশ পণ্ডিত—মহেশ পণ্ডিত ব্রজের মহাবাহু সখা। পালপাড়ায় তাঁহার শ্রীপাট।

১৯) চতুর্ভূজ-নন্দন-গঙ্গাদাস—ইহারা নবদ্বীপ বাসী। চতুর্ভূজ পণ্ডিতের তিন পুত্র নন্দন আচার্য্য, গঙ্গাদাস ও বিষ্ণু দাস। নন্দন আচার্য্যের ঘরে প্রভুত্রয় লীলারঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

২০) আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—ইনি পূর্ব অবতারে লঘিমা নামক অষ্টসিদ্ধির একজন।

২১) মাধবানন্দ ঘোষ—মাধব ঘোষ পূর্ব অবতারে রসোল্লাসা সখী ছিলেন। তমলুকে ইহার শ্রীপাট বিরাজিত। গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ তিনভাই প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তিন জনেই বৈষ্ণব সঙ্গীতের লেখক। মাধব ঘোষের সংকীর্ত্তন গুণে প্রভু তাঁহাকে অভঙ্গ স্বর প্রদান করিয়াছিলেন।

২২) বাসু ঘোষ—পূর্ব অবতারে গুণতুঙ্গা সখী ছিলেন। গৌরাঙ্গপুরে তাঁহার সেবা বিরাজিত।

২৩) শ্রীজীব পণ্ডিত—শ্রীজীব পণ্ডিত ব্রজের ইন্দিরা সখী। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাতুল রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

সূচীপত্র

আদিখণ্ড

মধ্যখণ্ড

অন্ত্যখণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ

কলিযুগ পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁহার প্রেমলীলা বিলাসের পূর্বভাগে যিনি আবির্ভূত হইয়া প্রেমলীলা বিলাস করাইয়াছিলেন, তিনিই সর্বজন বিদিত শান্তিপুরনাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য। তিনি স্বশক্তি প্রভাবে আকর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবকে সপার্ষদে ধরণীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত চির অনর্পিত ব্রজপ্রেম সম্পদ অচণ্ডালে বিতরণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অপার মহিমত্বে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব তাঁহাকে "অদ্বৈত আচার্য্য" অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজানুগত্য তথা গোপী অনুগত মঞ্জরী ভাবানুরূপ ভজনের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই লীলায় ব্রজ পরিকরগণ অনুগতক্রমে পুরুষ দেহ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় বিহার করিয়াছেন। ব্রজ-লীলায় গৌর লীলায় সেবানুক্রমের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপূর 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পরিকরগণের চরিত্র অনুশীলনে পূর্ব অবতার বিচারে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব অবতার সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত, ও শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা নামক পুঁথিদ্বয়, শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থ এবং তন্মধ্যে শ্রীকামদেব মণ্ডল কৃত অদ্বৈতাষ্টক, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য কৃত শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপ নির্ণয় ও শ্রীশ্যামদাস আচার্য্য কৃত অষ্টক প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর গুপ্ত অবতার রহস্য বিদিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলাম। অতি গূঢ় এই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে পূর্ব লীলার দুই তিন পার্ষদ একত্রে মিলিত হইয়া লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন। আবার এক একজন বহুরূপ ধারণে রসাস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বৈত প্রভু বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার বচন যথা।—৭৬-৮০ শ্লোকঃ ॥

> ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্ব্যূহো যোঽপি সদাশিবঃ। স এবাদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥
> যশ্চগোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্যসন্নিধৌ। ননর্ত্ত, শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা ॥
> একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপযাত্রা মহোৎসবে। স রামঃ সহগোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যতি যত্নবান্ ॥
> নিরীক্ষ্য মদগুরুর্দেবো গোপভাবাভিলাষবান। প্রিয়েনর্ত্তিতুমারব্ধশ্চক্রভ্রমণ লীলয়া ॥
> শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেনদ্বিবিধোঽভূত সদাশিবঃ। একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপাল বিগ্রহঃ" ॥

ব্রজের আবরণ রূপত্ব প্রযুক্ত যে সদাশিব ব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিই শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যের অভিন্ন শরীর ॥ ৭৬ ॥ ইনি গোপালরূপী হইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে নৃত্য করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে শিবাতন্ত্রে ভৈরবের বাক্য যথা ॥ ৭৭ ॥ একদা কার্ত্তিক মাসে দীপযাত্রা মহোৎসবে রাম ও গোপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যত্নবান হইয়া নৃত্য করিতে ছিলেন ॥ ৭৮ ॥ তদ্দর্শনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাষী হইয়া চক্র-ভ্রমণ লীলার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সদাশিবও দুই-প্রকার ছিলেন। এক মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিব ও অপর মূর্ত্তি গোপাল বিগ্রহ ॥ ৮০ ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উল্লেখিত বচন—

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ম্—

> মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ। তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥
> অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥
> অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
> মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য। তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥

হে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ।।
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশে। এক এক মূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে ।।
সেই পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ। শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ।।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডে ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা উৎসবে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের ঐশ্চর্য্য প্রভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীগৌরচন্দ্রের উক্তি যথা—

"প্রভু বলে, এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়। আচার্য্য মহেশ হেন মোর চিত্তে লয় ।।
মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে। এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে ।।
বুঝিলাম আচার্য্য 'মহেশ অবতার'। এইমত হাসি প্রভু বলে বার বার ।।"

শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের প্রারম্ভে ঈশান নাগর লিখিয়াছেন যে, "কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি শঙ্কর কলিজীব উদ্ধারের জন্য যোগমায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কারণ সমুদ্রের তীরে উপনীত হইলেন। তথায় সপ্ত শত বৎসর তপস্যায় অতীত হইলে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু পঞ্চাননকে দর্শন প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"মহাবিষ্ণু কহে তুঁহু নহ আর কেহ। তোর মোর এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ ।।
এত কহি পঞ্চাননে কৈলা আলিঙ্গন। দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন ।।
অত্যাশ্চর্য্য হৈল এক শুন সর্বজন। শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ উজ্জ্বল বরণ ।।

* * * *

শুন মহাবিষ্ণু তুমি এ হেন মূর্ত্তিতে। অবতীর্ণ হও আগে লাভার গর্ভেতে ।।"

শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ের বর্ণন যথা—

"পূরব বৃত্তান্ত এক করহ স্মরণে। শ্রীবিশাখা রূপে যাহা কৈলা নিরমানে" ।।

এইরূপে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকাদি গ্রন্থের অভিপ্রায় উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিচরণ দাসের লিখিত শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল, শ্রীদেবকীনন্দন দাসের লিখিত শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা ও শ্রীকানুদেব গোস্বামীকৃত শ্রঅদ্বৈত স্বরূপামৃত গ্রন্থের বর্ণন প্রকাশ করিব। উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্যের পুত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীবলরাম মিশ্রের সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোকের অবতারণা করিয়া উভয়ে শ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্বকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নামকরণ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ উক্ত বাক্যং—১ম অঃ ৪র্থ সংখ্যা—

"কমলে জন্মিলা লক্ষ্মী তান ভর্ত্তা ইনি। কমলাকান্ত নাম এবে রাখিবা আপনি ।।
ভগবানের অদ্বিতীয় সর্ব শাস্ত্র কহে। অদ্বৈত নাম তাহে বিখ্যাত যে হয়ে ।।
পূর্বজন্ম বাসুদেব বসুদেব ঘরে। এবে ত কমলাকান্ত জানিয় তাহারে ।।
পূর্বজন্ম বাসুদেব নাম প্রকটিল। এবে ত কমলাকান্ত জানিয়া রাখিলা ।।"

তথাহি—৪র্থ অবস্থা—১ম সংখ্যা—

"তাহাতে রাধিকার সখী স্বরূপ আমার। সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম আছে সর্বাকার ।।
সখারূপে হই আমি উজ্জ্বল নাম ধরি। কৃষ্ণের সহিতে সখ্য ব্যবহার করি ।।

উজ্জ্বল রস মূর্ত্তিমান আমি যে হইয়া। রাধাকৃষ্ণ বিহার সহায় লাগিয়া।" ॥

ইত্যাদি বচনের মাধ্যমে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, সম্পূর্ণামঞ্জরী ও উজ্জ্বল সখারূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে শ্রীদেবকীনন্দন দাসের বর্ণন যথা।—

তথাহি—শ্রীবলরাম গোস্বামিনোক্তং—

"অংশরূপে উজ্জ্বলশ্চ কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়ঃ সখা। অদ্বৈতং শিবনামাব কৃষ্ণস্যাবতারো ভবেৎ॥

অস্যার্থঃ—

পূর্ণতর সেই কৃষ্ণ বাসুদেব রূপ। উজ্জ্বল রূপ নাম ধরে অদ্বৈত স্বরূপ॥
সদাশিব নাম সেই অভেদ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রিয়তম সখা জানাগি সতৃষ্ণ॥
প্রেয়সী প্রধান লাগি উজ্জ্বল স্বরূপ। উজ্জ্বল রসোমূর্ত্তি হয়ে একরূপ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীনোক্তং—

পূর্ণতর গুনৈরেক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্ত্তয়ঃ। যবয়ো বহু সেবাস্তু সম্পূর্ণাতোর্য্যকারিণী॥"
কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং কুবেরালয় বিগ্রহে॥

অস্যার্থঃ—

পূর্ণতর গুণ করি কৃষ্ণ বলি যারে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিন জানিহ তাঁহারে॥
ইৎসা শক্তি দ্বারায় সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী। রাধাকৃষ্ণ সেবা করে একান্ত বিহারী॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম ধরে কুঞ্জ বনে। রাধিকা স্বারূপ্য হয় কনিষ্ঠা বিধানে।।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে বিরলে বসিয়া। বিহার সময়ে সেই সেবা করে যাঞা॥
কলির প্রথমে সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী। অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈল অবতরী॥
কুবের আচার্য্য পুত্র হইলা বিদিত। সেই কৃষ্ণ পূর্ণতর হইলা নিশ্চিত॥"

শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত গ্রন্থে সম্পূর্ণা মঞ্জরীর পরিচিতি যথা—

"গুরু পরম্পরা সম্পূর্ণা মঞ্জরী খ্যাতা। রত্নভানু পিতা জয় কীর্ত্তি মাতা॥
র্ত্তকং সুকণ্ঠ নাম পতি স্যন্যঃ। প্রেম সরোবর নিবাসিনী সঙ্কেত স্থান॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম অদ্বৈত আখ্যানে। রাধিকার প্রাণসখী জানিহ বিধানে॥

তস্যা বয়সঃ—। ১৩/৯ ॥—

সার্দ্ধ নয় মাসাবিধ ত্রয়োদশ বর্ষায়া। মাঘ মাস শুক্লা সপ্তমী ব্রজে প্রকটাবতার॥
দুগ্ধ হেমবর্ণা যা নিলবস্ত্রা তাম্বুল সেবা। অদ্বৈত নাম প্রভু শুস্মিন দিবসে প্রকটাবতার॥"

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী শ্রী ও সীতা দেবীর তত্ত্ব যথা—

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—৮৬ শ্লোকঃ—

যোগমায়া ভগবতীগৃহিণী তস্য সাম্প্রতং। সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনামা তৎ প্রকাশতঃ॥

(যোগমায়া ভগবতী অদ্বৈতের গৃহিণীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রকাশ নাম শ্রী ছিল।।)

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—

"ব্রজলক্ষ্মী হয় এহো পৌর্ণমাসী নামে। কনক সুন্দরী নাম কুঞ্জবন ধামে॥"

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা—

"এক সময়ে কৃষ্ণ বিহার করিয়া। বিশ্রাম করিলা কুঞ্জে শ্রান্তযুক্ত হৈয়া॥
কৃষ্ণ কহেন শুন রাই মোর প্রাণপ্রিয়া। তোমার সেবা করি আমি বিরল পাইয়া॥
রাধিকা কহেন তবে শুন রসরাজ। তোমার সেবা করি আমি হইয়া প্রকাশ।
সেই কালে ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিলা। 'কনক সুন্দরী' নাম আদ্যাশক্তি হৈলা॥
আদ্যা বলি রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী। কনক সুন্দরী হৈয়া সেবা করে দেখি॥
রাধিকা প্রকাশ মূর্ত্তি সীতা ঠাকুরাণী এবে। কনক সুন্দরী নাম কহিলাম এবে॥

* * * *

কনক সুন্দরী রাধাকৃষ্ণ সেবা করে। সীতা দেবী হয়ে সেই অদ্বৈতের ঘরে॥
পৌর্ণমাসী রূপে করে রাধাকৃষ্ণ লীলা। যোগমায়া রূপে সেই ব্রজে যত খেলা।
যোগমায়া ভগবতি নাম আদ্যাশক্তি। রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী পুরাণের উক্তি॥
শ্রীমৎ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেতে। অনেক প্রমাণ আছে সদাশিব সাথে॥"

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃতে—

কুঞ্জ মধ্যে কনক সুন্দরী সীতা নাম তার। ললিতাদি জ্যেষ্ঠ সখী মহিমা অপার॥

তস্যা বয়ঃ॥ ১৪/১৩॥—

সার্দ্ধ ত্রয়োমাসাধিক চতুর্দ্দশ বর্ষয়া।

"ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী দিবসে কলি প্রথম সন্ধ্যায়াং সীতা নাম্নি প্রকটাভূতা॥"

এইভাবে শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু, গুণাবতার শঙ্কর, ব্রজের উজ্জ্বল সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ (বসুদেবনন্দন বাসুদেব), বিশাখা সখী ও সম্পূর্ণা মঞ্জরীর একত্র মিলনে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলার সহায় করিয়াছেন। আর আদ্যাশক্তি যোগমায়া ও কনক সুন্দরীর মিলনে শ্রীসীতাদেবী নামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পত্নীরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পুষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর জীবনী

কলিযুগপাবন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের পূর্বাভাষে যিনি জীবভাগ্যাকাশে সহস্র সূর্য্য সদৃশ তেজরাশী ধারণে আবির্ভূত হইয়া সুনির্মল প্রেম বৈভব প্রকাশ করতঃ ত্রিভুবন মোহিত করিয়াছিলেন, আর স্বশক্তি প্রভাবে গোলক হইতে ত্রিভুবনারাধ্য প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ দেবকে আকর্ষণ করিয়া ধরাধামে প্রকট করাইয়াছিলেন, সেই পরম দয়াল শান্তিপুরনাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের অলৌকীক মহিমা কাহারই বা অবিদিত রহিয়াছে। গুণাবতার সদাশিব, ব্রজের উজ্জ্বল সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ (বসুদেবের পুত্র), বিশাখা ও সম্পূর্ণা মঞ্জরী একত্রে মিলিত হইয়া লীলার কারণে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। তিনি দাস্য ও সখ্যরসাশ্রয়ে শ্রীগৌর প্রেম আস্বাদন করতঃ জগত ধন্য করিয়াছেন। অনাদির আদি গোবিন্দ স্বীয় প্রেমলীলারস

তাৎপর্য্যের ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্য ভেদে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম তথা দ্বারকাখ্য, মথুরাখ্য, গোকুলাখ্য স্বরূপে চিরন্তন লীলা বিলাস করিতেছেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল বাক্য যথা—

"পূর্ণতম লীলা কৃষ্ণ ব্রজে যে বিহরে। পূর্ণতর হইয়া চলে মথুরানগরে॥

* * * *

পূর্ণতম ব্রজে কৃষ্ণ পরিকর পূর্ণতম। পূর্ণতর মথুরা পূর্ণ দ্বারকা ভুবন॥"

পূর্ণতর মথুরাখ্য শ্রীকৃষ্ণই শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য।

১৩৫৫ শকাব্দে (১৪৩৩ খৃঃ) মাঘমাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম শ্রীকুবের পণ্ডিত, মাতার নাম শ্রীলাভা দেবী। কুবের পণ্ডিতের পিতৃপুরুষগণের পরিচয় যথা—নারায়ণ ভট্ট (শাণ্ডিল্য গোত্র, চতুর্বেদী)—আদি বরাহ—বৈনেতেয়—সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গুহ—গঙ্গাধর—সুহাস—শকুনি—আকাশবাণী (আকাই)—নারায়ণ পঞ্চতপা—অগ্নিহোত্রী—পৃথ্বীধব কুলপতি—শরভ আচার্য্য (মাডভা)—মত্ত ওঝা (মাতঙ্গ ওঝা)—জিগ্মনি (জৈমনী—ভাস্কর বৈদান্তিক (বারেন্দ্র শ্রেণী আরম্ভ)—সায়ন আচার্য্য—আড়ো ওঝা (আরুণি)—যত্নাথ পণ্ডিত—শ্রীপতি—কুলপতি—ঈশান—বিভাকর—প্রভাকর—নরসিংহ নাড়িয়াল (সাত পুত্র—কন্দর্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর, মহাদেব, নারায়ণ, পুরন্দর ও গঙ্গাধর)—বিদ্যাধর—ছকড়ির দুই পুত্র—কুবের, নীলাম্বর। কুবের পণ্ডিতের সাতজন পুত্র। শ্রীকান্ত লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল দাস, কীর্ত্তিচন্দ্র ও কমলাক্ষ প্রথম ছয় পুত্র তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়া চারিজন অন্তর্দ্ধান করেন। অবশিষ্ট দুইজন প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র কমলাক্ষ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য নামে জগতে প্রসিদ্ধ হন। কুবের আচার্য্য শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় ধামের অধিপতি দিব্য সিংহের দ্বার পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। রাজার সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সখ্যভাব ছিল। শান্তিপুরে কুবের আচার্য্যের পিতৃ পুরুষগণের বাসভূমি ছিল। কুবের আচার্যের প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল গণেশ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজ কন্যার বিবাহে কোপের উৎপত্তি হওয়ায় শান্তিপুর হইতে লাউড়ে গমন করেন। লাউড়ের রাজরাণী নবগ্রামে কুবের আচার্য্যের ভবন ছিল। কুবের আচার্য্য চারি পুত্রের অদর্শনে বিরহান্বিত হইয়া শান্তিপুরে আগমন করতঃ কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময় পত্নী লাভা দেবী গর্ভাবতী হন। তারপর রাজার আহ্বানে লাউড়ে গমন করেন। তথায় অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। অদ্বৈত প্রভুর বাল্য নাম কমলাক্ষ। কমলাক্ষ বাল্য খেলা ছলে প্রভূত অলৌকীক লীলার প্রকাশ করেন। একদিন লাভা দেবী পুত্র কমলাক্ষকে কোলে লইয়া শয়নে আছেন। সেই সময় পুত্রের অলৌকীক বিভূতি দর্শনে বিমোহিত হন। প্রাতঃকালে পুত্র জাগরিত হইলে মাতা সমস্ত ঘটনা বলিলেন। কমলাক্ষ মায়ের অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য সন্ধ্যাকালে সমস্ত তীর্থগণকে আহ্বান করিয়া পর্বতের উপর স্থাপন করিলেন। পর দিবস মাতাকে সেই তীর্থ জলে স্নান করাইলেন। তীর্থ সকল ঝরণাকারে পর্বতের উপর বিরাজিত রহিলেন। সব সময় ঝরণাকারে জল ঝরিতে লাগিল। শঙ্খ ঘণ্টা উলুধ্বনি প্রদান করিলে প্রচুর পরিমাণে জল ঝরিতে থাকে। কমলাক্ষ মাতাকে জল মধ্যে সকল তীর্থের বর্ণ দর্শন করাইয়া স্নান করাইলেন। অদ্যাপি তাহা পনাতীর্থ নামে বিখ্যাত। বারুণী যোগে স্নান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এইভাবে কমলাক্ষ লাউডধামে প্রভূত অলৌকীক লীলার প্রকাশ করিয়াছেন।

একদিন কমলাক্ষ রাজা দিব্য সিংহের পুত্রের সহিত খেলা করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী দেবী মন্দিরে উপনীত হইলেন। রাজপুত্র সশ্রদ্ধভাবে দেবীকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু কমলাক্ষ প্রণাম করিলেন না। তাহা

দেখিয়া রাজকুমার প্রতিবাদ করিলে কমলাক্ষ প্রচণ্ড হুঙ্কার করিলেন। হুঙ্কারের শব্দে রাজকুমার মূর্চ্ছিত হইলেন। কমলাক্ষ সাধারণ শিশুমত ভয়ে নিকটবর্ত্তী উই পোতার মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে রাজার নিকট সংবাদ গেল। রাজা কুবের পণ্ডিত সহ ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। পুত্রকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কুবের পণ্ডিত অন্বেষণ করিয়া কমলাক্ষকে ধরিয়া আনিলেন। তখন কমলাক্ষ বিষ্ণু পদোদক প্রদান করিয়া রাজকুমারের জ্ঞান ফিরাইলেন। এইভাবে কমলাক্ষ লীলা করিতে লাগিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃকাল হইলে তিনি বিষ্ণু নিবেদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু ভোজন করিতেন না। একদা দ্বীপান্বিতা দিবসে দেবী মন্দিরে রাজা দিব্যসিংহ সপার্ষদে উপবিষ্ট আছেন। কমলাক্ষ সকলের শেষে তথায় উপনীত হইলেন। কিন্তু পূর্ববত দেবীকে প্রণাম করিলেন না। তাহা দেখিয়া পিতা কুবের আচার্য্য প্রতিবাদ করিলেন। পিতা পুত্রে বহুক্ষণ শাস্ত্র চর্চ্চা হইল। শেষে পিতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কমলাক্ষ দেবীকে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা পরিলক্ষিত হইল। কমলাক্ষের প্রণামে প্রতিমা বিদীর্ণ হইল, দেবী অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাহা দেখিয়া সভাসদ সকলে বিস্মিত হইলেন। রাজা দিব্য সিংহ কমলাক্ষের চরণে শরণ লইলেন। কমলাক্ষ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া সবার অজ্ঞাতে দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আগমন করিলেন। অগ্রে সাহিত্যাভিধান, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি অধ্যাপনা শেষ করিয়াছেন। শান্তিপুরে আসিয়া ষড় দর্শনাদি পাঠ সমাপন করিলেন। এদিকে কুবের আচার্য্য পুত্রের খোঁজ না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। কতদিনে কমলাক্ষ পিতার সমীপে পত্র পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া কুবের আচার্য্য সস্ত্রীক মনানন্দে শান্তিপুরে আগমন করিলেন। তারপর কমলাক্ষ পিতার নির্দেশ মত বেদপাঠ অভিপ্রায়ে ফুল্লবটী গ্রামের গঙ্গাতীরে পণ্ডিত প্রবর শ্রীশান্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সমীপে উপনীত হইলেন। বেদান্তবাগীশ মহাসমাদরে তাহাকে স্বগৃহে রাখিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কমলাক্ষের শ্রুতিধর ক্ষমতায় বেদান্তবাগীশ মোহিত হইলেন। কমলাক্ষ দুই বৎসরে বেদপাঠ সমাপন করিয়া বেদ পঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত হন। ফুল্লবটীগ্রামে অবস্থান কালীন কমলাক্ষ এক অলৌকীক লীলার প্রকাশ করেন। একদা বেদান্তবাগীশ শিষ্যগণ সমভিব্যবহারে গঙ্গাস্নানে চলিলেন। সেই সময় বেদান্তবাগীশ গঙ্গার সংলগ্ন বিল হইতে কাল সর্পাদি পরিবৃত একটি পদ্মপুষ্প চয়ন করিয়া আনিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু কেহই এই বিপদ সঙ্কুল কর্মে অগ্রণী হইতে সাহসী হইলে না। শেষে কমলাক্ষ সাহস প্রকাশ করিয়া পদ্ম আনয়ন করিতে চলিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে পদ্ম চয়ন করিয়া শ্রীগুরু চরণে অর্পণ করিলেন। কমলাক্ষ যে সময় পদ্ম চয়নে গমন করেন সেই সময় জলে পদক্ষেপ কালে প্রতি পদতলে ভাসমান পদ্ম দেখিয়া তথা পদ্মে পদ্মে পদক্ষেপ করিয়া পদ্ম আনিতে দেখিয়া শান্তাচার্য্য ভাবিলেন কমলাক্ষ মনুষ্য নহে; মনুষ্যরূপী কোন দেবতা। কমলাক্ষের বৈভব দর্শনে ছাত্রগণ সহ শান্তাচার্য্য মোহিত হইলেন। কমলাক্ষ শ্রীগুরু সমীপে বিদায় লইয়া স্ব-ভবনে আসিলেন। তাহার পর একবর্ষ কাল পিতামাতার যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। সহসা একদিন নব্বই বৎসর বয়ঃক্রম কুবের আচার্য্য ও লাভা দেবী দিব্য রথারোহণে অদর্শন হইলেন। কুবের আচার্য্য অন্তর্দ্ধানের পূর্বে গয়া কার্য্য করিবার জন্য পুত্রকে বলিয়াছিলেন। তাই কমলাক্ষ যথাবিধি ক্রিয়াদি করিয়া গয়াধামে চলিলেন। তথায় পিণ্ড দানাদি করিয়া তীর্থ ভ্রমণে চলিলেন। অগ্রে নাভি গয়ায় পিণ্ডদান উদ্দেশ্যে পুরুষোত্তম পথে চলিলেন। রেমুনা—নাভিগয়া—জগন্নাথ ক্ষেত্র—গোদাবরী—শিবকাঞ্চী—বিষ্ণুকাঞ্চী—কাবেরী স্নান—পাপ নাশন—দক্ষিণ মথুরা—সেতুবন্ধ—ধেনুতীর্থাদি হইয়া উড়ুপতীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে মিলন হইল। পুরী পাদের সহিত মিলনে প্রেম সমূদ্র উথলিত হইল। তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার বিষয়ক

'শ্রীঅনন্ত সংহিতা' নামক গ্রন্থখানি পাইয়া লিখিয়া লইলেন। তথা হইতে দণ্ডকারণ্য—নাসিক—দ্বারকা—প্রভাস—পুষ্কর—কুরুক্ষেত্র—হরিদ্বার—বদরিকাশ্রম—গোমুখী পর্বত হইয়া গণ্ডকী নদীর তীরে পৌছিলেন। নদীতে স্নানাদি করতঃ একমূর্ত্তি শিলাচক্র গ্রহণ করিয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন। তথায় এক বটবৃক্ষতলে বিদ্যাপতির সহিত মিলন ঘটিল। তারপর অযোধ্যা হইয়া বারানসীতে গমন করিলেন। তথায় বিজয়পুরীর সহিত সাক্ষাত হইল। বিজয়পুরী কমলাক্ষের মাতুল স্থানীয়। বিজয়পুরী কমলাক্ষের মাতামহ বিপ্রের পুরোহিতের পুত্র ছিলেন এবং লাভা দেবীর সঙ্গে ভ্রাতৃ ব্যবহার ছিল। তিনি কমলাক্ষের লাউড় ধাম ত্যাগে বিরহান্বিত হইয়া কাশীধামে আগমন করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বিজয়পুরী নাম ধারণ করেন। তারপর কমলাক্ষ নিত্য-লীলাস্থল শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিয়া লীলা স্থানগুলির দর্শন আনন্দে প্রমত্ত হইলে। একদা স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া দ্বাদশ আদিত্য টিলা হইতে তৃণ মৃত্তিকাদি আবৃত কুব্জার সেবিত শ্রীরাধা মদনমোহন দেবকে প্রকট করিলেন। তথায় এক বটবৃক্ষতলে একটি ঝুপড়া বাঁধিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করতঃ এক ব্রজবাসী বৈষ্ণবকে সেবায় নিযুক্ত করিলেন। তারপর আপনি বন ভ্রমণের জন্য গমন করিলেন। এদিকে শ্রীবিগ্রহের প্রকট বার্ত্তা সর্বত্র ব্যাপিত হইল। হিন্দুর দেবতা প্রকটে ঈর্ষান্বিত যবনগণ রাত্রে মন্দিরে প্রবীষ্ট হইলেন। তখন প্রভু অন্তর্দ্ধান করিলে যবনগণ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। পর দিবস প্রভাতে পুজারী আসিলেন। শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়া বিরহে কাতর হইলেন। সেই দিবস কমলাক্ষ বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া সমস্ত শুনিলেন। তখন তিনি বিরহান্বিত হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। স্বপ্নে মদনমোহন দর্শন প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমায় যবনগণ হরণ করিতে পারে নাই। আমি গোপালরূপ ধারণ করিয়া পুষ্পের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছি। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ সেইরূপ দর্শন পাইবে না। আর আজ হইতে আমায় মদন গোপাল নামে অর্চ্চন করিবে।" স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া কমলাক্ষ প্রভাতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেই অলৌকীক লীলা মাধুর্য্যের স্বরূপ দর্শন পাইলেন। প্রভু পুনরায় পূর্বরূপ ধারণ করিলেন। তদবধি অদ্বৈতের প্রাণধন হইলেন "শ্রীমদন গোপাল।" আর যে বৃক্ষতলে এই লীলা ঘটিল তাহা অদ্যাপি "শ্রীঅদ্বৈত বট" নামে প্রসিদ্ধ। এইভাবে মদন গোপাল নামে কতককাল অর্চ্চনের পর একদা মদন গোপাল স্বপ্নাদেশে বলিলেন, "কল্য প্রাতে মথুরা হইতে এক চৌবে আসিলে আমাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবে।" এই বার্ত্তা শুনিয়া কমলাক্ষ ব্যাকুলিত হইলে প্রভু বলিলেন, "তুমি নিকুঞ্জ বন হইতে বিশাখার নির্মিত চিত্রপট প্রকট করতঃ তাহা লইয়া শান্তিপুরে গমন কর।" প্রভুর আদেশ মত কমলাক্ষ প্রভাতে মথুরাগত চৌবের হস্তে মদন গোপালকে অর্পণ করিয়া নিকুঞ্জবনে গমন করেন। তথায় বিশাখার নিম্মিত চিত্রপট প্রকট করিলেন। তারপর সেই চিত্রপট লইয়া শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কমলাক্ষ যেই বিগ্রহকে মথুরাগত চৌবের হস্তে অর্পন করিলেন; সেই বিগ্রহ পরবর্ত্তীকালে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে আসিয়া 'মদন মোহন' নাম ধারণ করতঃ লীলার প্রকাশ করেন।

তারপর অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে আসিয়া ভক্তি শাস্ত্র বাখ্যা আরম্ভ করিলেন। কতককাল পরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী চন্দনোদ্দেশ্য নীলাচলে গমনকালে শান্তিপুরে আগমন করেন। সেই সময়ে উভয়ের মিলনে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইল। তৃষিত চকোর সদৃশ মাধবেন্দ্র পুরী পাদের অপার্থিব প্রেমৈশ্বর্য্যের উচ্ছাসে বহুকালের অতৃপ্ত পিপাসা নিবারণ করিলেন। শ্রীপাদ কমলাক্ষকে দীক্ষা প্রদান করিয়া যুগল উপাসনার ঐতিহ্য বর্ণন করতঃ শ্রীরাধার চিত্রপট নির্মাণ করিতে বলিলেন। শ্রীগুরু আদেশে শ্রীরাধার চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া ব্রজানুগত যুগল উপাসনার পদ্ধতি জগতে প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য, ছোট-বড় শ্যামদাস, শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত ও শ্রীকামদেব মণ্ডল প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ

পার্ষদগণের মিলন ঘটিতে লাগিল। লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া উদাসীন-বেশে শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। রাজা শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের সমীপে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভক্তির ঐতিহ্য সম্যক উপলব্ধি করতঃ দীক্ষাদি গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল কৃষ্ণদাস। তিনি পরবর্ত্তী-কালে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন।

দয়াল প্রভু সীতানাথ ত্রিতাপ-জর্জ্জরিত জীবের দুর্দশা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার প্রাণনাথ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে জগতে প্রকাশ করাইয়া জীবের দুর্গতি বিনাশ করিবেন। আর ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত সুনির্ম্মল প্রেমসম্পদ জগতে বিতরণ করিয়া ত্রিভুবন ধন্য করিবেন। তাই প্রভু আগমণের কাল চিন্তা করতঃ শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে ত্রেতাযুগের এক তুলসী বৃক্ষতলে পিণ্ডি বাঁধিয়া তথায় ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা ও তপস্যাদি করিতে লাগিলেন। সেই সময় বৃন্দাবন হইতে আগত কাম্য বনবাসী কৃষ্ণদাস তাঁহার সেবায় ব্যাপিত রহিয়াছেন। তিনি আচার্য্যের তীর্থ ভ্রমণ কালে বৃন্দাবন হইতে সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপুরে আসেন। ইহার কতদিন পরে শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের মধ্যস্থতায় ফুলিয়ার ঘাটে সপ্তগ্রাম বাসী শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা সীতা ও শ্রীদেবীর সহিত শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্যের বিবাহ সংঘটিত হয়। সে সময় তাহার অলৌকীক ঐশ্বর্য্য প্রকাশের কাহিনী অবর্ণনীয়। কালক্রমে তাঁহার ছয় পুত্র জন্মে। শ্রীঅচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, জগদীশ ও স্বরূপ এই ছয়জন।

এদিকে সীতানাথ গোলক বিহারী প্রভুকে প্রকট করাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। গঙ্গাজল তুলসী যোগে সুরধনী তীরে আকুল প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। একদিন প্রভুর উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলী গঙ্গাজলে অর্পণ করিলে তাহা উজান বহিয়া চলিল। আচার্য্য তাহার পিছনে পিছনে চলিলেন। নবদ্বীপে শচীদেবী যে ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, পুষ্পাঞ্জলী সেই ঘাটে উপনীত হইয়া শচীদেবীর অঙ্গে ঠেকিল। শচীদেবী সেইকালে গর্ভবতী ছিলেন। আচার্য্য ভাবিলেন, ইঁহারই গর্ভে আমার সাধন সম্পদ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাই গর্ভ-পরীক্ষার জন্য আচার্য্য শচীদেবীকে প্রণাম করিলেন। সাধারণ গর্ভের কারণে তাহা বিনষ্ট হইল। তারপর প্রভু আগমনের সময় জানিয়া সীতানাথ নবদ্বীপে আসিয়া টোল খুলিলেন। এদিকে আচার্য্যের প্রণামে শচী-দেবীর অষ্টগর্ভ বিনষ্ট হইলে তাহার বংশ রক্ষার জন্য আচার্য্যের শরণ লইলেন। আচার্য্য দুইজনকে চতুরাক্ষর শ্রীগৌরগোপাল মন্ত্রে দীক্ষা অর্পণ করিলেন। কতদিনে শচীদেবী গর্ভবতী হইলে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। প্রভু সঙ্কর্ষণ বিশরূপ নামে আবির্ভূত হইলেন। তারপর একদিন আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে প্রকট করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাজলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আরোপ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। সেই পুষ্পাঞ্জলি ভাসিতে ভাসিতে স্নানরত শ্রীশচীদেবীর অঙ্গে লাগিল। তদবধি সীতানাথ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া সঙ্কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইলেন। আর প্রভু আগমনের সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কতদিনে সীতানাথের আরাধ্য দেবতা মুরলী-মনোহর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করতঃ রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই শুভলগ্নে সীতানাথের যে আনন্দের উচ্ছাস ঘটিল তাহা বর্ণন করিবার সাধ্য কাহার আছে। সীতানাথ প্রিয় পারিষদগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে বিভোর হইলেন। তারপর কতক্ষণে শুনিলেন যে, প্রভু প্রকট হইয়া দুগ্ধপান করিতেছেন না। তখন আকুল প্রাণে প্রভুর সমীপে উপনীত হইলেন। প্রভুর অভিপ্রায় জানিবার জন্য সকলকে দূরে সরাইয়া নির্জ্জন কক্ষে সীতানাথ প্রভুর দুগ্ধপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি অগ্রে আনন্দাবেশে হরিনাম প্রদান না করিয়া আমার পিতা মাতায় দীক্ষার্পণ করিয়াছ, তাই অসম্পূর্ণ দীক্ষার কারণে আমি মায়ের দুগ্ধপান করিতে পারিতেছি না। তুমি শীঘ্র বিধিযুক্ত ভাবে

দীক্ষার্পণ কর।" প্রভু তখন সীতানাথের কর্ণে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম অর্পণ করিলেন। সীতানাথ মহানন্দে শচী-জগন্নাথ মিশ্রকে পুনঃ দীক্ষার্পণ করিলে প্রভু দুগ্ধ পান করিলেন। বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরের অলৌকীক নদীয়া লীলা দর্শনানন্দে সীতানাথ নবদ্বীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যে-মধ্যে সীতানাথ শান্তিপুরে আসিয়া অবস্থান করিতেন। কতদিনে প্রভু বিশ্বম্ভর বিদ্যাবিলাস রঙ্গে শান্তিপুরে আচার্য্য গৃহে অবস্থান করিয়া আচার্য্য সমীপে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। তারপর প্রভু বিদ্যাগর্বের প্রচণ্ড হুঙ্কার আরম্ভ করিলেন। জীবের দুর্দশা দেখিয়া কাতর ভক্তগণ দুঃখের কথা আর কাহাকে জানাইবে, সকলে শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত আচার্য্যের সমীপে উপনীত হইয়া আবেদন করিতে লাগিলেন। সকলের ইচ্ছা প্রভু বিদ্যাগর্ব সঙ্কোচ করিয়া প্রেম প্রকাশ করতঃ জীবের ত্রিতাপ জ্বালা নির্বাপন করুণ। একদিন সীতানাথ মুকুন্দাদি ভক্তগণ পরিবৃত অবস্থায় শ্রীরাধামদন গোপালের সম্মুখে ধ্যানস্থ আছেন। সহসা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তথায় উপনীত হইলে উভয়ের মিলনে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইল। উভয়ের প্রেমোশ্চর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল যে, "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর প্রেমোশ্চর্য্যের প্রচণ্ডাঘাতে প্রভুর বিদ্যাগর্বের অবস্থান ঘটিবে; তৎসঙ্গে জীব জগতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রের প্রকাশ ঘটিবে। জীব জগত প্রগ্নাদির বাঞ্ছিত ধনপ্রাপ্ত হইয়া অনাদি কালের পুঞ্জীভূত ত্রিতাপ জ্বালা নির্বাপন করতঃ চিদানন্দে প্রমত্ত হইবে। তারপর শ্রীপাদ সহ বিশ্বম্ভরের মিলন ঘটিল। লীলাচক্রে প্রভু শ্রীপাদ সমীপে বিদ্যাগর্ব সঙ্কোচন করিলেন। কতদিনে পিতৃপিণ্ডদানোদ্দেশ্যে গয়াধামে গমন করিয়া শ্রীপাদের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তারপর নদীয়ায় আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাসের মাধ্যমে জগতে প্রেম প্রকাশের সূচনা করিলেন। একদা প্রভু গদাধর সঙ্গে অদ্বৈত ভবনে গমণ করিলে তিনি প্রভুর অর্চ্চনাদি করিলেন। তারপর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস ভবনে ঐশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া রামাই পণ্ডিতের মাধ্যমে সীতানাথকে আহ্বান জানাইলেন। সংবাদ পাইয়া সীতানাথ মহানন্দে উৎফুল্ল হইলেন। হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা আজ প্রকাশ হইয়াছেন। তাই অর্চ্চন সামগ্রী লইয়া শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। প্রভুর ঠাকুরালী জানিবার জন্য প্রথমে নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইলেন। পরে প্রভুর সমীপে উপনীত হইয়া নিজ আরাধ্য দেবতায় প্রত্যক্ষ করিলেন। যথাযোগ্য প্রভুর অর্চ্চন ও স্তবাদি করিলেন এবং আচণ্ডাল জীব জগতের উদ্ধারের বর গ্রহণ করিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ সহ আচার্য্যের মিলন ঘটিল। তারপর আচার্য্য নিতাই-গৌরাঙ্গ সহ সঙ্কীর্ত্তন লীলায় প্রমত্ত হইলেন। এবার প্রভু ভক্তের এক লীলার সূচনা হইল। প্রভু সর্বক্ষণ আচার্য্যকে গুরুবুদ্ধি করেন, কিছুতেই প্রভু পাদস্পর্শ করিতে দেন না। তাই গৌরাঙ্গদাস্যে বিভাবিত আচার্য্য প্রভুর সেবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে মনে চিন্তা করিয়া শান্তিপুরে আগমন করতঃ 'যোগ বাশিষ্ট বাদ' ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ভক্তি হইতে জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতে লাগিলেন। অন্তরে জানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রভু নিত্যানন্দ সহ শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। প্রভু প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আচার্য্যকে অঙ্গনে ফেলিয়া কিলাইতে আরম্ভ করিলেন, বলিতে লাগিলেন, "তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তনে জীব উদ্ধার করিবার জন্য আমার গোলক হইতে আকর্ষণ করিয়া ধরাধামে প্রকট করিলে। এখন চতুরামি প্রকাশ করিতেছ।" এইভাবে বহু তর্জ্জ-গর্জ্জ আরম্ভ করিলেন। শেষে সীতা ঠাকুরাণীর অনুরোধে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর প্রভু বাহ্য প্রকাশ করিলে প্রভু ভৃত্যের প্রভুত অলৌকীক লীলার প্রকাশ ঘটিল। সীতানাথ বলিলেন, "এতদিন ভৃত্যের প্রতি কৃপা হইল। তোমার ঠাকুরালী দেখিয়া ধন্য হইলাম।" এইভাবে কতদিন গত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় শ্রীকেশব-ভারতীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রেমাবেশে তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতঃ ফুলিয়ায় পৌঁছিলেন। প্রভু

নিত্যানন্দ গোপনে আচার্য্য সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। আচার্য্য সংবাদ পাইয়া নৌকাসহ গঙ্গাঘাটে পৌঁছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসবেশ দর্শন করিয়া আচার্য্য ব্যাকুল হইলেন। তারপর মহাসমাদরে নৌকায় তুলিয়া স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। সংবাদ পাইয়া শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ আকুল প্রাণে শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। প্রভু ১০ দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে দর্শন প্রদান করিলেন। সেইকালে ভোজন লীলায় প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রেম কলহ এক অভিনব রসের সঞ্চার করিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সুচারু রূপে পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রেম কলহের মাধ্যমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব ও শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-চন্দ্রের নিগূঢ় সম্পর্কের প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তথা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলেন। প্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিলে গৌড়ীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সঙ্গে সীতানাথ নীলাচলে উপনীত হইয়া প্রভুর সঙ্গে চতুর্মাস্য যাপন করিলেন। এইভাবে প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল গমন করিয়া নিজ প্রাণনাথের লীলারস মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইলেন। সীতানাথ প্রভুর সেবার সামগ্রী লইয়া যাইতেন এবং চতুর্মাস্য কাল বিবিধ বিধানে প্রভুর সেবা করিতেন। এইভাবে কতককাল অতীত হইল। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর আদেশে নবদ্বীপ হইয়া শান্তিপুরে সীতানাথের সমীপে পৌঁছিলেন। সীতানাথ প্রভুর সমাচার লইয়া যাত্রাকালে একটি প্রহেলী বলিলেন এবং বলিলেন এই প্রহেলী প্রভুর সমীপে নিবেদন করিবে।

—তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—অন্ত্যখণ্ডে—১৯শ পরিঃ—

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"

এই বাক্য জগদানন্দ নীলাচলে গিয়া প্রভু সমীপে ব্যক্ত করিলেন। প্রভু এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করতঃ মৌনাবলম্বন করিলেন। অন্তরে বুঝিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু সমীপে এই বাক্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন—

তথাহি—তত্রৈব—

"উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন। পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন ॥
পূজা নির্বাহন হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন। তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন ॥"

ইঙ্গিতে প্রভু তর্জ্জার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেন। যিনি আবাহন করিয়া আমায় আনয়ন করিয়াছিলেন তিনি এখন প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দেশ দিতেছেন। তদবধি প্রভুর বিরহ উন্মাদনা বৃদ্ধি পাইল। কতদিনে লীলার অবসান করিলেন। সেই সংবাদ আচার্য্য সমীপে পৌঁছিলে আচার্য্য বিরহে ব্যাকুল হইলেন। প্রভু শান্তিপুরে আচার্য্য সমীপে প্রকট হইয়া দর্শন প্রদান করতঃ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর প্রভু নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান করিলে বিরহে ব্যাকুল হইয়া কতদিন যাপন করিলেন। শেষে পুত্র সকলের সম্মতি লইয়া পুত্র কৃষ্ণ মিশ্রের হস্তে শ্রীরাধামদন গোপালের সেবা অর্পণ করতঃ ১৪৮০ শকে (ইং ১৫৫৮ খৃঃ) ১২৫ বৎসর বয়সে প্রাণধন শ্রীরাধামদন গোপাল অন্তর্দ্ধান করিয়া লীলার অবসান অবসান করেন। কলি জীবের দুর্গতি বিনাশের জন্য সপার্ষদ প্রভুদ্বয়কে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং লীলা বিলাসের মাধ্যমে নামে প্রেমে জগত ধন্য করি॥ সবাইকে বিদায় প্রদান করতঃ আপনি নিত্য লীলাস্থলে গমন করিলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা

শ্রীদেবকীনন্দন দাস কৃত। পুথি নং—২৮৯৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌজয়তাং।
শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামিনোক্তং ॥—
সার্ব্বসামবতারাণাং প্রকাশানাং বহুনীব।
তথৈব ব্রজলীলায়াংভাবপরতরং নহি ॥

অস্যার্থঃ ॥—

কৃষ্ণের অবতার যত প্রকাশ বিস্তর।
ধামান্তরে রহে সব সেবক কিঙ্কর ॥
সকল ধামের নায়ক অংশেতে প্রমাণ।
ব্রজের শ্রেষ্ঠভাব প্রধান আখ্যান ॥
শ্রেষ্ঠ লীলা জানি সবে ভাবে ব্রজলীলা।
ব্রজলীলা পর নাহি শ্রেষ্ঠ এই লীলা ॥

তথাহি ॥—

ব্রজোদ্ভব দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রেয়সী।
চারিভাবে চারি স্বরূপ হয়ে ব্রজবাসী ॥
মথুরা নায়ক হয় পূর্ণতর খ্যাতি।
ব্রজের চারি ভাব হয় আস্বাদের শক্তি ॥

তথাহি ॥—

পূর্ণতর ইতি খ্যাত বাসুদেবো তদুচ্যতে।
একান্ত কান্ত সেবায়াং তত্র দাস্যাভিমানিনঃ ॥

অস্যার্থঃ—

পূর্ণতর কৃষ্ণ হন বসুদেব নন্দন।
পূর্ণতম ব্রজ নায়ক শ্রীনন্দনন্দন ॥
শ্রীরাধিকার সঙ্গে বৈসে শ্রীবৃন্দাবনে।
একান্ত প্রেমে সেই লীলা জানে সর্ব্বজনে ॥
তাঁহার দাসী অভিমান করে রাত্রি দিবা।
ইচ্ছাশক্তি দ্বারায় করেন তাঁর সেবা ॥
সেই পূর্ণতর কৃষ্ণ অদ্বৈত আচার্য্য।
তিনভাবে তিনমূর্ত্তি শুন তার কার্য্য ॥

তথাহি ॥—

যদা ব্রহ্ম মোহিতাশ্চ তদাত্তোজ্জ্বলস্তবঃ।
পূর্ণতর ইতি খ্যাতো স কৃষ্ণো বিশ্বমোহনঃ ॥

অস্যার্থঃ ॥—

যেকালে ব্রহ্মাকে মোহিলা শ্রীকৃষ্ণ।
বৎস বালক সব হইলা সতৃষ্ণ ॥
ব্রহ্মা মোহ গেলা কৃষ্ণের ঐশ্চর্য্য দেখিয়া।
সব বৎস বালক বিহরে কৃষ্ণরূপ হৈয়া ॥
পূর্ব্ববৎ সব বালক সকল করিলা।
আপনার অংশ আপনাতে আনিলা ॥
তবহি উজ্জ্বল সখা পূর্ণতর রূপ।
বিশ্বমোহ সেই কৃষ্ণ উজ্জ্বল স্বরূপ ॥

শ্রীবলরাম গোস্বামিনোক্তং ॥—

অংশরূপে উজ্জ্বলশ্চ কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয় সখা।
অদ্বৈতং শিবনামাব কৃষ্ণস্যাবতারো ভবেৎ ॥

অস্যার্থঃ ॥—

সেই কৃষ্ণ উজ্জ্বল প্রিয় নর্ম্ম সখা।
কৃষ্ণের প্রাণতুল্য হয় কন্দর্পের রেখা ॥
পূর্ণতর সেই কৃষ্ণ বাসুদেব রূপ।
উজ্জ্বল রূপ নাম ধরে অদ্বৈত স্বরূপ ॥
সদাশিব নাম সেই অভেদ শ্রীকৃষ্ণ।
কৃষ্ণের প্রিয়তম সখা জানাগি সতৃষ্ণ ॥
প্রেয়সী প্রধান লাগি উজ্জ্বল স্বরূপ।
উজ্জ্বল রসোমূর্ত্তি হয়ে একরূপ ॥

শ্রীরূপ গোস্বামিনোক্তং ॥—

মূর্ত্তিমানে রসোরাজ উজ্জ্বলশ্চ মহোজ্জ্বলঃ।
বিলাসী শেখরঃ কৃষ্ণঃ বিলাসেনবমীহৃতঃ ॥

অস্যার্থঃ ॥—
সখ্য ক্রীড়া করে যাতে কৃষ্ণের সুখ হয়।
কৌতুকী প্রেয়সী আনি কৃষ্ণকে মিলয় ॥
এই লাগি প্রধানত্বেক হয়ে উজ্জ্বল।
অদ্বৈত আচার্য্য সেই ভজ অবিরল ॥
অদ্বৈত সর্ব্বস্ব মোর অদ্বৈত মোর সার।
সে চরণ বিনে মোর গতি নাহি আর ॥
ব্যাসরূপে নারায়ণ পদ্ম পুরাণে।
বিস্তারি লিখিয়াছেন অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যানে ॥
তথাহি ॥ –
পাদ্মোক্ত্যা শ্রীমদুজ্জ্বল নিলমনৌ ধ্যানং.—
অরুণাম্বরমুক্তা লক্ষ্মণং মধুপুষ্পবনীভি প্রসাধিতং।
হরিলীলারুবিংহরিপ্রিয়ং মনিহারোজ্জ্বলং ভজেৎ ॥
অস্যার্থ: ॥—
অরুণবস্ত্রং বিশালনেত্রং মধুর প্রেয়সী প্রধান সেবা।
ইন্দ্রনীলমণিবনং কৃষ্ণবর্ণং তদুচ্যতে ।।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা জানিহ নিশ্চয়।
মণিহার গলে পরে উজ্জ্বল নাম ধর ॥
তস্য বয়োনির্ণয় ॥ -
নয় বর্ষ দ্বিমাস দশ দিবস হরিণীর বর্ণ
রক্ত বস্ত্র প্রেয়সী প্রিয়াসন সেবা।
তস্যানুগতে সখ্য নির্ণয় এবং বাৎসল্য তত্র ॥
শ্রীবলরাম গোস্বামিনোক্তং ॥ -
সদাশিব পৌর্ণমাস্যা গোপগোপী প্রপূজিতা।
আজ্ঞা দেন কৃষ্ণত্বেন সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িকা ॥
তেন যস্যা দ্বৌ শিষ্যা রাধাকৃষ্ণ নিভাবিতৌ।
বাৎসল্যেন তেন রূপেন যশোদায়া বরঃপ্রদা ॥
অস্যার্থ: ॥ —
সদাশিব পূর্ণমাসী ব্রজে সদা রয়।
তাহার কৃপায় কৃষ্ণলীলা পূর্ণ হয় ॥
গোপ গোপী তাঁকে পূজে ইষ্ট সিদ্ধি লাগি।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ সেই জানে বড় ভাগি ॥
সদাশিব-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-মিলন বর দেয়।
পৌর্ণমাসী রাধা হয় গুরু যে কহয় ॥
রাধাকৃষ্ণ বিনে কেবা করে এত কর্ম্ম।
তাহাতে জানিবা সভে নির্য্যাস এহি মর্ম ॥
সেই পূর্ণমাসীর শিষ্য ব্রজে রাধাকৃষ্ণ।
যশোদাকে বর দেন হইয়া সতৃষ্ণ ॥
পৌর্ণমাসী বিনে কোন লীলা নাহি হয়।
বাৎসল্য করয়ে বড় যশোদা আলয় ॥
পৌর্ণমাসী আদ্যাশক্তি কনক সুন্দরী আখ্যানে।
সীতাদেবী হয়ে সেই অদ্বৈত ভবনে ॥
সদাশিব বাসুদেব নাম ধরে যেই।
পূর্ণতর সেই হয় অদ্বৈত নাম এই ॥
শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামিনোক্তং ॥ --
বাৎসল্যে বর্ত্তব্বিধাশ্চ যশোদা শ্রেষ্ঠ কথ্যতে।
বর্ত্তব্বিধা স্বানুগত্যা যশোদাভাবমিত্যপি ॥
স্নেহাত্তস্মাৎ পরোনাস্তি ব্রজোদ্ভব বিনোদকে।
পৌর্ণমাস্যাত্বেণাত্বেব পূর্ণা প্রেমসমন্বিতা ॥
অস্যার্থ: ॥ -
জনিতাগুরুশ্চ প্রতিপাল্যোবধাত্রিকা।
শাস্ত্রে লিখে বর্ত্তঃ প্রকার হয়েত মাতৃকা ॥
বর্ত্তব্বিধা মার্ত্তমধ্যে যশোদা শ্রেষ্ঠ যেন।
জনিতা যশোদা শ্রেষ্ঠা স্নেহ উৎকর্ষ তেন ॥
যশোদার আনুগত্য করিয়া ভজিবে।
তাহার সখিত্ব ভাব আশ্রয় করিবে ॥
যশোদার সমান স্নেহ ভাবন পূজন।
কৃষ্ণ পুত্র হয়ে মাত্র অন্য নাহি মন ॥
স্নেহ শ্রেষ্ঠা যশোদা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তেকারণে বর্ত্তব্বিধা যশোদার আশ্রয় ॥
ব্রজের বাৎসল্যে যশোদা শ্রেষ্ঠা হয়।
পৌর্ণমাসী যশোদা এক জানিহ নিশ্চয় ॥

পৌর্ণমাসীর পূর্ণ স্নেহ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি হয়।
তে কারণে যশোদা ভক্তি তাহাকে করয় ॥
অতএব যশোদার করি যে অনুগতি।
কৃষ্ণ পুত্র ভাব হয় যশোদা সঙ্গতি ॥

যশোদার বয়ো নির্ণয়ঃ ॥—

সপ্ত চল্লিশ বর্ষ ॥ নবঘনবর্ণা ॥ বিচিত্র বাসনা ॥
স্নেহ সেবা ॥

তস্য ধ্যানং ॥—

অঙ্কগর পঙ্কজ লাভাং নবমূল্যাভাং
বিচিত্র সিচয়াং বিরচিত জগত প্রমোদাং
মুহুর্যশোদায়ৈ নমস্যামীতি ॥

অস্যার্থঃ ॥—

যশোদার কমলাভ নবঘনবর্ণ।
চিত্র বিচিত্র বস্ত্র জগত আনন্দ ॥
জগতেরে স্নেহ করে নমস্কার করি।
তস্যানুগতে বাৎসল্যে হয় অধিকারী ॥

অথ প্রেয়সী প্রসাধন সেবা ॥—

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামিনোক্তং ॥—

পূর্ণতর গুণৈরেক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্ত্তয়ঃ।
যবয়ো বহুসেবাস্তুসম্পূর্ণাতৌর্যকারিণী ॥
কলৌপ্রথমসন্ধ্যায়াংকুবেরালয়বিগ্রহে ॥

অস্যার্থঃ ॥—

পূর্ণতর গুণ করি কৃষ্ণ বলি যারে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিন জানিহ তাঁহারে ॥
ইচ্ছাশক্তি দ্বারায় সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে একান্ত বিহারী ॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম ধরে কুঞ্জবনে।
রাধিকা সারূপ্য হয় কনিষ্ঠা বিধানে ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে বিরলে বসিয়া।
বিহার সময়ে সেই সেবা করে যাঞা ॥
কলির প্রথমে সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা অবতরী ॥
কুবের আচার্য্য পুত্র হইলা বিদিত।
সেই কৃষ্ণ পূর্ণতর হইলা নিশ্চিত ॥

শ্রীবলরাম গোস্বামিনোক্তং—

ঋসানাং যেন জীবস্থিতয়োর্মিৎসতি সর্ব্বদা।
পূর্ণতর সখিত্বেন রাধিকা প্রাণর্ত্তস্ময়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রতিসেব্যোঽয়ং দাসীভাব সদাচারঃ।
যদিচ্ছয়াং প্রকটয়াং তদিচ্ছা আবরেৎ সদা ॥

অস্যার্থঃ ॥—

জল বিনে না জিয়ে মৎস্য জানে সর্ব্বজন।
তেমতি পূর্ণতর সখি রাধিকা জীবন ॥
সেইভাবে আচার্য্য কৃষ্ণদাস অভিমান করে।
আপন ইচ্ছায় কৈলা প্রকট সভারে ॥
চৈতন্য প্রকট করি প্রেম বিস্তারিল।
আপন ইচ্ছায় তবে প্রকট হইল ॥
ভক্তিশাস্ত্র প্রকট করিলা অনেক।
ভক্তিমার্গ প্রচার করিলা যতেক ॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম অদ্বৈত আখ্যানে।
সিদ্ধনাম সম্পূর্ণা মঞ্জরী জানিহ বিধানে ॥

তস্য বয়োনির্ণয়মাহ ॥—

তেরো বর্ষ সাড়ে নয় মাস ॥ দগ্ধহেমবর্ণা ॥
নীল বসনা ॥ তাম্বুল সেবা ॥

তস্য ধ্যানং ॥—

নবকৈশোরী হেমাঙ্গসুন্দরী প্রেমসঞ্চয়ঃ।
নীলাম্বরীকুচোশ্রস্তোবর্ণকুন্তলকারিণী ॥
সুনাসাগ্রস্তমুক্তাহারো হেতবক্ষসঃ।
কঞ্চুকাদি শোভিতাঙ্গিনসৎ চারু মনোহরাং ॥
কিঙ্কিনী কবন ঝঙ্কারা নুপুরাত্যাংনসৎ পদে।
নিয়তঃ কৃষ্ণ সেবায়াং রাধিকা জীবনং ভবেৎ ॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম্নী কৃষ্ণপ্রিয়া সদা ভজেৎ ॥

অস্যার্থঃ ॥—

নব কিশোরী বয় তার দগ্ধ হেমবর্ণ।
সুন্দরী প্রেম সিঞ্চয়ে নীলবস্ত্র রঙ্গ ॥
বিঙ্কন বুনের গুচ্ছ অতি মনোহর।
ছোট ছোট বুল দোলে অলকা উপর ॥
তিলপুষ্প জিনি নাসা বড়ই সুন্দর।
তার অগ্রভাগে মুক্তা দোলে নিরন্তর ॥
গলাতে মণিহার কুচ মধ্যভাগে।
কঞ্চুক উপরে দোলে অত্যন্ত সৌভাগে ॥
নীলবর্ণ কাচোলি শোভিত বক্ষেত।
দেয় দীপ্তমান সেই ধরয়ে নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণ মনোহরা যার কঙ্কন ঝঙ্কার।
নুপুর চরণে বাজে হংসের আকার ॥
সদা কৃষ্ণ সেবাতে মন বিরল নিকুঞ্জে।
রাধিকা জীবন সেই অতি রস পুঞ্জে ॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম বিখ্যাত ব্রজেতে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী হয় শ্রীরাধিকার সাথে ॥
এইত ধ্যান করি তদানুগততে।
মধুরেত প্রাপ্ত হয় জানিহ নিশ্চিতে ॥

অথ শ্রীমত্যা সীতা গোস্বামিনী প্রভুর সিদ্ধ নির্ণয়মাহ ॥—

তত্র বলরাম গোস্বামিনোক্তং ॥—

বিহারাবসরে কৃষ্ণস্তত্র বিশ্রামিতে যদা।
কৃষ্ণরাগানুরূপাস্তু কচিদ্রাধা প্রকাশিতা ॥

অস্যার্থঃ ॥—

এক সময়ে কৃষ্ণ বিহার করিয়া।
বিশ্রাম করিলা কুঞ্জে শ্রান্তযুক্ত হৈয়া ॥
কৃষ্ণ কহেন শুন রাই মোর প্রাণপ্রিয়া।
তোমার সেবা করি আমি বিরল পাইয়া ॥
রাধিকা কহেন তবে শুন রসরাজ।
তোমার সেবা করি আমি হইয়া প্রকাশ ॥
সেইকালে ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিলা।
"কনক সুন্দরী" নাম আদ্যাশক্তি হৈলা ॥
আত্মাবলি রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী।
কনক সুন্দরী হৈয়া সেবা করে দেখি ॥
রাধিকা প্রকাশ মূর্ত্তি সীতা ঠাকুরাণী এবে।
কনক সুন্দরী নাম কহিলাম এবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীনোক্তং ॥—

জনাদ্বতিষ্ঠ বেশানাং কৃষ্ণেনরচিতা যদা।
পাদৈকেন দৃষ্টেন কৃষ্ণদাসীভবেৎ মনা ॥

অস্যার্থঃ ॥ -

এক সময়ে মধ্যাহ্নে লীলা করি রাধাকুণ্ডে।
জল বিহার করি বেশ করে একখণ্ডে ॥
রাধিকার পদে দেখেন কৃষ্ণবেশ চিহ্ন।
আপনে প্রকাশ করি সেবয়ে নির্ব্বিঘ্ন ॥
কোটি কন্দর্প নিন্দাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি।
কৃষ্ণবেশ নিরখিতে ঐশ্বর্য্য রাধাশক্তি ॥
কনক সুন্দরী নাম ব্রজে সেই মূর্ত্তি ॥
কনক সুন্দরী রাধাকৃষ্ণ সেবা করে।
সীতাদেবী হয়ে সেই অদ্বৈতের ঘরে ॥
পৌর্ণমাসী রূপে করে রাধাকৃষ্ণ লীলা।
যোগমায়ারূপে সেই ব্রজে যত খেলা ॥
যোগমায়া ভগবতি নাম আদ্যাশক্তি।
রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী পুরাণের উক্তি ॥
শ্রীমৎ পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডেতে।
অনেক প্রমাণ আছে সদাশিব সাথে ॥
সেই অনুসারে কিছু করিল বিস্তার।
ইথে দোষ কেহো কিছু না লবে আমার ॥
যেই ইহা কর্ণরন্ধ্রে পিয়ে একবার।
সেই কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে নারে আর ॥
অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান হয় এ গ্রন্থ শ্রবণে।
বিশ্বাসে পাইয়ে ইহা শুন সর্ব্বজনে ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥
শ্রীমদ্বলরাম কৃষ্ণ গোস্বামী চরণ।
যাহার কৃপায় মোর এ গ্রন্থ স্ফুরণ ॥
এ দুই গোসাঞির পায় কোটি নমস্কার।
যে কৃপায় অদ্বৈত তত্ত্ব স্ফুরিল আমার ॥
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুর চরণ বন্দন।
বৈষ্ণব কৃপায় কহে দেবকী নন্দন ॥

ইতি—শ্রীমত্যা সীতা গোস্বামীর সিদ্ধ নির্ণয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সিদ্ধ তত্ত্ব নির্ণয় ভাবানুসারে দেবকীনন্দনেন রচিতং শ্রীমৎ পদ্ম পুরাণেয় পধ্যতিঃ পরিভাষাব্যক্তিমিতি।

শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ সমাপ্ত। ইতি—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত (খণ্ডিত পুঁথি)

শ্রীকানুদেব গোস্বামী কৃত। পুঁথি নং—২৮৯৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

ওঁ শ্রীরাম ॥ শ্রীকৃষ্ণভ্যাং নম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ ॥
শ্রীলাদ্বৈত পাদদ্বন্দ্ব মম জীবন কারণং।
গৌরচন্দ্র প্রকাশিত্বস্তমদ্বৈত প্রভুং ভজে ॥
শ্রীলাদ্বৈতং দ্বৈত রহিতং সর্ব্ব কারণ কারণং।
শ্রীলীলাপুরুষোত্তমং ॥
লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান প্রকাশ।
এই দুইরূপে কৃষ্ণ করয়ে বিলাস ॥
বসুদেব ঘরে লীলা পুরুষোত্তম প্রকাশ।
দেবকীর রত্নগর্ভে পর্য্যঙ্ক বিলাস ॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ॥—

শ্রীবসুদেব উবাচ ॥—

বিদিতোঽসিভবান্ সাক্ষাত পুরুষ পদ্ধতিঃ পর।
কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥
ইত্যাদি বহু বচনেন শুকাদিভি নির্ণয়ঃ ॥ ইতি ॥
শ্রীলীলা পুরুষোত্তম যোগমায়ালয়া।
যশোদার রত্নগর্ভে জন্মিলা আসিয়া ॥
নন্দাত্মজ স্বয়ং লীলাময় পূর্ণ কৃষ্ণ।
বসুদেবাত্মজ আসি মিলিলা সতৃষ্ণ ॥

* * *

শ্রীবিসদ্বাদেশস্তু শ্রীলীলা পুরুষোত্তমঃ ॥
কংস ভয় ছলা করি দোঁহে একত্র হইলা।
কৃষ্ণের মায়ায় বসুদেব না জানিলা ॥
কন্যা লয়া বাসুদেব পুরে প্রবেশিলা।
যোগমায়া যায়া তথা কংসেরে ভাণ্ডিলা ॥

তথাহি—পাদ্মে ॥—

গো গোপীন হিতার্থায় কৃষ্ণস্যাসুরলীলায়শ্চ।
মহামায়া স্বরূপায়াং কংসাসুর বিড়ম্বিনী ॥
লীলা পুরুষোত্তম বাসুদেব একত্র হইয়া।
অসুরাদি বধে ব্রজে মাধুর্য্য প্রিয়া লইয়া ॥
নিত্য লীলায় কৃষ্ণ বিহার বিনোদি।
প্রকট লীলায় হয় বধ অসুরাদি ॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর কান্তা অপার।
প্রিয় প্রাণপ্রিয়া লইয়া করেন বিহার॥

তথাহি—সনৎকুমারে॥—

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রিয়স্য চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠঃ শৃণু গুণশালীনঃ॥
যথা প্রকট লীলায়াং পুরাণে সুপ্রকীর্ত্তিতা।
তথাতে সর্ব্বে নিত্য লীলায়াং সান্তি বৃন্দাবনেশ্বরী॥
নন্দীশ্বরে মাতাপিতার স্নেহ অবধি।
গোষ্ঠে সব সখা লইয়া বিহার নিরবধি॥
প্রিয়সীর গিওনীপ্নি সঙ্কেত গমন।
এই তিনভাবে দাস করেন সেবন॥

তথাহি॥—

গমনা গমনে নিত্যং তথৈব বনগোষ্ঠ যোঃ।
গোচারণং বয়স্যেশ্চ বিনাসুর বিঘাতনং॥
পরকিয়াভি যা নিত্যস্তথা তস্য প্রিয়জনা।
পৃচ্ছাথে নৈবভাবেন রমন্তি চ নিজ প্রিয়ং॥
সেই কৃষ্ণ কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায়।
জীবেরে কৃপা করি হইলা উদয়॥

তথাহি—শ্রীমৎ মহাপ্রভু বাক্যং॥—

লোকস্য করুণা হেতোরদ্বৈতাগমনং ভবেত।
যয়ানুর্দ্ধনতীতেনবাহসম্যং ক্রিয়তে যয়ি॥

তথাহি—মৎপ্রভু বাক্যং॥—

যদাহসর্ব্ব লোকাঃ পাপরাশীভিরাবৃত্তাঃ।
তদা তেষাং কৃপাহেতোরবতারঃ স্বয়ং হরি॥
যখন জীবেরে দেখে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ।
তখনি সপরিবার সঙ্গে কৃষ্ণ সম্মুখ॥
কৃষ্ণ কহে রাধিকারে শুন প্রিয়তমা
ভক্তভাব অঙ্গীকার করিব দুইজনা॥
দুই স্বরূপ একত্র হয়া আস্বাদিব পৃথ্বী।
অংশাঅংশি লইয়া চল তীর ভাগীরথী॥
নিত্য লীলা পরিকর নন্দ যশোদা মাতাপিতা।
প্রকাশ করিলা তাহে জগন্নাথ শচীমাতা॥
দৈবকী মাতা আর বসুদেব পিতা।
কুবের আচার্য্য প্রকাশ লাভা জগন্মাতা॥
এইরূপে মাতাপিতা আগে প্রকট করিয়া।
পারিষদগণ সঙ্গে সিদ্ধ ভক্ত লইয়া॥

শ্রীমৎ প্রভু বাক্যং॥—

পৃথিভ্যাং জাহ্নবি তীরে শ্রীকৃষ্ণ বিহারাদ্ভুতঃ।
বক্রেশ্বর স্বরূপাদ্যৈঃ প্রিয় পারিষদবৃতঃ॥
যস্য সকীর্তনারম্ভ পুন ত্রিভবনাত্রয়ং।
করুণানিকরঃ কৃষ্ণ লোকানুগ্রহ কারতঃ॥
কুবের আচার্য্য ঘরে প্রকট অদ্বৈত।
দ্বিতীয় রহিত প্রভু ভুবনে বিদিত॥

তথাহি—

যদ্বৈতং হরিনাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তি শংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥
বহুকাল তপস্যা করিলা গঙ্গাতীরে।
প্রকট করিলা গুরুবর্গ জনেরে॥
শ্রীচৈতন্য বৃক্ষের ফল মাধবেন্দ্রপুরী।
শ্রীলাদ্বৈত হইলা তবে অঙ্কুর আচরি॥
অঙ্কুরের স্কন্ধ হয়ে নিত্যানন্দ ধাম।
স্কন্ধ উপশাখা স্বরূপাদি অনুপাম॥

তথাহি—শ্রীচন্দ্রোদয় নাটকে॥—

আচায়ে যস্য কন্দা য'ত মুকুট মণির্স্মাধ—
বাভ্যো মণিন্দ্রঃ শ্রীলাদ্বৈতং প্ররোহস্তে
ভুবন বিদিতঃ স্কন্ধ এবাক্রাধুতঃ।
শ্রীমদ্বকে সরাদ্যারসময় বপুষঃ স্কন্ধ
শাখা স্বরূপো বিস্তারো ভক্তিযোগঃ
কু সখঃ সখকনং প্রেম নিস্কৃতরং যত॥
ঈশ্বরপুরী আদি করি প্রকট করিলা।
কামাই পুরাই দুই ভুজা যে হইলা॥

শ্যামদাস বিষ্ণুদাস আর বহু শিষ্য।
তাহার আগ্রহে করিলা বিবাহের উদ্দিশ্য॥
ভক্তভাব অঙ্গে করি করিলা অবতার।
কৃষ্ণ হইলে আস্বাদন না হইবে আর॥
এতেক ভাবিয়া মনে জন্মিলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এক অঙ্গ দুই হয়া লোক কৈল ধন্য॥
গঙ্গাজল তুলসী শচীরে খাওয়াইয়া।
সেই জগন্নাথ ঘরে পুত্র হইলা আসিয়া॥
শচী শিষ্য করি প্রভু দুগ্ধ খাওয়াইলা।
এক অঙ্গ দুই মূর্ত্তি ইহাতে জানিলা॥
শ্রীবসুদেব নন্দনদ্বৈত রহিত যাহার।
কলির প্রথম সন্ধ্যায় অদ্বৈত অবতার॥

তথাহি—যদুনন্দন আচার্য্যস্য॥—

যদুবংশ পরিত্রাতা প্রজাহ্লাদ করোপি চ।
কুবের আচার্য্য তনয়ঃ খ্যাতোঽদ্বৈতাচার্য্য মম প্রভুঃ॥
একাঙ্গস্য দ্বিধা মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য প্রকটে বত।
গৌরাদ্বৈত বিহারস্য শান্তিপুরে মম প্রভুঃ॥
ইত্যাদি নবম শ্লোকে নির্ণয়ে লিখ্যাতে॥
পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতমঃ কৃষ্ণস্ত্রিবধা ভবেৎ।
এক কৃষ্ণ ত্রিধা প্রোক্তানতু কৃষ্ণস্ত্রিধা ভবেৎ॥
সেই কৃষ্ণ প্রথমে অদ্বৈত অবতার।
বিলাস লাগিয়া হইলা দুইত আকার॥

তথাহি—যদুনন্দনস্য॥—

অগ্রে প্রকটতাং লব্ধা ভারতি তীর সন্নিধৌ।
গৌরহরিঃ প্রকাশিয়ঃ প্রেযাদ্বৈত মম প্রভুঃ॥
পূর্ণতর রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রকাশিলা।
পূর্ণতর হই তবে অদ্বৈত বিলাস করিলা॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামীনোক্তং॥—

ব্রজেন্দ্রাত্মজাস্বাহ্ রাধা-স্বভাবংগণদ্বাবিধা-
বাপ্তি বাযোবসাহৎ খনোস্তাবনি পাবনী-
শোভিতাঙ্গঃ তমেকান্তভক্ত্যাভজেদ্বৈতচন্দ্রং।
অহং রাধিকেতিস্ন প্রপন্নাত্ত্ববুধ্যাহ্নুত
নন্দগোপাত্মজঃ সুন্দারাস্যঃ।
বিনস্যেৎ সদেতি প্রগণ্ডং রুদন্তং
ত্রয়েকান্ত ভক্ত্যা ভজে দ্বৈতচন্দ্রং॥
মহাবিষ্ণু মহানারায়ণ বলি তারে।
কৃষ্ণবিষ্ণু অভেদ জানিবার তরে॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে॥—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণুস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সেবিকা বিষ্ণুরত্য কান্তবল্লভা॥
কৃষ্ণ নারায়ণ অভেদ।

তথাহি—সনৎকুমার॥—

সাতু সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী কৃষ্ণ নারায়ণ প্রভুঃ।
নেতে সাবিত্যতে ভেদঃ সল্লোপি মুনি সত্তম॥

তথাহি—স্বরূপ নির্ণয়স্য॥—

মহাবিষ্ণু জগত কর্ত্তা মায়ায়স্য
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচর্য্য ঈশ্বর॥
মহাবিষ্ণু গুণাতীতঃ সর্ব্ব বিষ্ণুময়স্তয়ঃ।
তস্যাবতারৌ বিখ্যাতোঽদ্বৈতাচার্য্য মম প্রভুঃ॥
পূর্ণতর হইলা পূর্ণতম আস্বাদন লাগি।
পরকিয়া প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহে জাগি॥
বৃন্দাবন বিহারে বাসুদেবের হৈল ক্ষোভ।
তাহারে উপাবিস্য করি উপজায় লোভ॥

তথাহি—ললিত মাধুরী॥—

উদ্গীর্ণাদ্ভুত মাধুপরি মনস্যাতীর নিলস্য
যোদ্বৈতংহস্ত সবীক্ষন মুক্বর সৌচেত্রী যতি
চারণঃ, চেত্তঃ কেনিন্দত্তহনৌত্তর নিতং সত্যং
সখে মামকং স্বস্তোৎ প্রেক্ষা স্বরূপতাং
ব্রজবধু সারপ্যামন্বিচ্ছতি॥

তথাহি—যদুনন্দনস্য॥—

বাসুদেবো ইতি খ্যাতো ব্রজে মধুপুরে তথা।
পরকিয়া সদা ভাব্যা তস্যাচার্য্য মম প্রভু॥

শুক্ল ভাব অবতরি অদ্বৈত আচার্য্য।
রাধাভাব অঙ্গিকরি চৈতন্য হইলা আর্য্য॥
রাধিকার সখিত্য অভিমান করি।
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ এক মঞ্জরী আচরি॥

তথাহি॥—

তস্য রূপ গুণাঃ সখ্যো কিঞ্চিৎ গুণাস্তদাসিকাঃ।
সেইভাবে আচার্য্য প্রভু চৈতন্য প্রেমে ভাসে।
হা কৃষ্ণ রাধিকানাথ বলি সদাই প্রিয়াসে॥

তথাহি—যদুনন্দনস্য॥—

ভক্তাভিমানিতমনা ভাব্যানিত্যং ব্রজাত্মজঃ।
অদ্বিতীয় প্রকাশিয়ঃ স আচার্য্য মম প্রভুঃ॥
পূর্ণতর প্রকাশ সেই অদ্বৈত কৃষ্ণ।
প্রিয়াভাব আস্বাদিতে হইলা সতৃষ্ণ॥
গুণাতীত মহাবিষ্ণু সদাশিব নাম।
বৃন্দাবনে তার স্থিতি গোপেশ্বর ধাম॥

তথাহি—পদ্মোত্তর খণ্ডে॥—

নাস্তি বৃন্দাবনাৎক্কাপি যুষ্মাকংগমনং মনং।
নিত্যং বৃন্দাবনাস্থায়ি মহাভাগবতো মহান॥

তথাহি—বরাহে ধরণি সম্বাদে॥—

তত্তিরে দিব্য উদ্যানে সস্থান যুন মণ্ডপে।
তত্রাসনে স্থিতো নিত্যং কুঞ্জেশ্বর সদাশিব॥
গুণাতীত মহাবিষ্ণু সদাশিব খ্যাতি।
যাদ্যাশক্তি লয়া তাহার সেবা নিরবধি॥

তথাহি—প্রশ্নোত্তর খণ্ডে॥—

যবিদ্যা নাসিনী লোক কুমতিং ধ্বংসকারিণী।
ললিতাদি সখী শ্রেষ্ঠা কিঙ্করী যুগযোস্তব॥

তথাহি॥—

নিত্যং বৃন্দাবনং ধাম সুখদং শুভ দুর্লভ।
কুত্রাপ্যহং ন গচ্ছামি হিম্বেতর্চ্চরণং তব॥
সখ্য দাস্য বাৎসল্য কান্তা শ্রেষ্ঠ মানী।
চারি প্রকাশ তার ভাবেতে আপনি॥

শ্রীবৃন্দাবনে রহে রাধিকার সনে।
দাসি অভিমানে দোঁহে সখিত্য সেবনে॥

তথাহি—পদ্মে॥—

হেম চম্পক গৌরাঙ্গী রাধা বৃন্দাবনেশ্বরিং।
কৃষ্ণ প্রিয়ত্বমাং ত্যক্তানক্তি গচ্ছামি সুন্দরীং॥
নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণবৈসে রাধাসনে।
ললিতাদি সখি সব মঞ্জরী আদিগণে॥

তথাহি॥—

আদেশ কারিণী নিত্যং শ্রীমদ্বৃন্দাবনে স যোঃ।
স্যামস্য য প্রেমসিন্ধু য কারি পূর্ণ মাসিকা॥
ললিতাদির কৃষ্ণ সখি আছে একজন।
কনক সুন্দরি বলি তাহার আখ্যান॥

তথাহি—পাদ্মে॥—

ব্রহ্মরাত্রি স্বরূপাহং মহারাসোঽসবের্চ্ছয়োঃ।
ইতি তে কথিতং সত্যং মমক্রুত বচনং শিব॥
মঞ্জরীর মধ্যে এক সম্পূর্ণা মঞ্জরী।
শ্রীরাধিকার প্রেম সেবা আছে অঙ্গিকরি॥
পূর্ব্বকথা শুন এবে ইহার কারণ।
যাহাতে হইলা কৃষ্ণ প্রকৃতি সদন॥
মদনানন্দ কুঞ্জে কৃষ্ণ প্রলাপ করিলা।
বিলাস অবসানে রাধা চিবুক ধরিলা॥
তোমার সখিত্ব নহিলে সেবা সুখ নাঞি।
প্রকাশ হইব তোমার সখিত্য সদাই॥
পূর্ণতর রূপে সখিত্ব হইলা।
ইহার কারণ এহি শুন মন দিয়া॥

তথাহি—শ্রীমৎ প্রভু—

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীন উক্তং,—

তত্র তত্রাপি সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিনোদকঃ
মনোগত প্রলাপেন রাধাপ্রিয় সখী ভবেৎ।
মধ্যাহ্ন লীলা দোঁহে করিলা একদিন,
সখি সঙ্গে বহু লীলা গণেতে প্রবীণ॥

রাধাকুণ্ডে জলক্রীড়া করি কৃষ্ণ সঙ্গে।
সখি সব লয়া বেশ করে পরস্পর রঙ্গে ॥
কৃষ্ণবেশ করিলা রাধিকা মন রসে।
রাধাবেশ কৃষ্ণমন যাহে বসে ॥
পরস্পর প্রীতিবিম্ব পদকে দেখিয়া।
কৃষ্ণসেবা করিব আমি সখিস্থ হইয়া ॥
এইরূপে সখিত্ব রাধা আপনি হইয়া।
কৃষ্ণসেবা করেন কনক সুন্দরী প্রকাশিয়া ॥

তথাহি ॥—

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী ধৃতং ॥ —
গণস্থার্থায় বেশানাং কৃষ্ণেন কারিতা যদা।
পদকেন তদা দৃষ্টা কৃষ্ণদাসী ভবেৎ মনা ॥
কৃষ্ণ মধ্যে একান্ত দোঁহে বিশ্রাম করিলা।
মনেতে ভাবিয়া রাধা প্রকাশ প্রকাশিলা ॥

তথাহি—শ্রীবলরাম গোস্বামী উক্তং ॥—

বিহারাবসরে কৃষ্ণস্তত্র বিশ্রামী যদা।
কুঞ্জ সেবানুরূপাস্ত কাচিৎ রাধা প্রকাশিতা।
কুঞ্জ মধ্যে সখি বিনা সেবা নাহি পাই।
সদাশিব মহাশক্তি প্রকৃতি সদাই ॥
রাধাকৃষ্ণের দোঁহে একান্ত বিহার।
কনক সুন্দরী সেবা করয়ে যাহার ॥
আদ্যাশক্তি কনক সুন্দরী নাম ধরি।
সদাশিব সম্পূর্ণা মঞ্জরী আচরি ॥
শ্রীরাধা আদ্যাশক্তি একান্ত প্রকাশে।
সদাশিব শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈত প্রকাশে ॥
একান্ত বিহার দোঁহে সেবে নিরবধি।
পদ্ম পুরাণে ইহার শুন সব সন্ধি ॥

তথাহি—পদ্মোত্তর খণ্ডে পার্ব্বত্যুবাচ ॥—

তত্র তত্রাপি সময়ে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনং।
কৌতূহলং তথা শম্ভো তত্র বৃন্দাবনে ভুবি ॥
করোমহং সহচরিবৃন্দ স্তোয়াং মনোহরং।
সদা কৃষ্ণ রসোন্মত্তা বৃন্দারণ্য নিবাসিনঃ ॥
রসিকাঃ সখিনো নিত্যাঃ কৃষ্ণেব স্মরণং যথা।
তৎকাদৃক্ষ তথা কৃষ্ণযুগয়ো সুখবন্ধুকারিণী ॥
সুতৌর্য্য সখেভিঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিশং।
পশ্যামি রূপলাবণ্যঃ ভজেৎ পাদপঙ্কজং ॥
আবাং যথা ভজাবোহ যুগলৌ প্রাণপুরুষৌ।
তথা ভজন্তি তাবাং সাবযোস্তেব সেবকাঃ ॥
মদ্ভক্তাস্যকানাঃ সর্ব্বে পাতালে সবনিমণ্ডলে।
ন ভজন্তি কদাচিতে বিনা কৃষ্ণ পদাম্বুজং ॥
প্রকৃতির কারণ সভে শুন মন দিয়া।
যুগলমন্ত্র প্রকাশ হইল যাহাতে আসিয়া ॥

তথাহি – সনৎকুমারে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ॥—

ইদং রহস্যং পরমং স যাতে পরিকীর্ত্তিতং।
তয়ালেন্মহাদেব গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥
ত্বমল্পেতাং সমশ্রিত্য রাধিকাং মম বল্লভাং।
জপন্মে যুগলং মন্ত্রং সদা তিষ্ঠা মমালয়ে ॥
এতেক বচন কহি শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা সদাশিবের কানে ॥

তথাহি—সদাশিব উবাচ ॥—

ইত্যুক্তো দক্ষিণে কর্ণে মম কৃষ্ণ দয়ানিধিঃ।
উপবিশ্য স্বয়ং দেবা তত সংস্কারশ্চবিধাযহি ॥
পঞ্চ সংস্কার করি রাধিকার সখিত্ব ভাব দিলা।
শ্রীকৃষ্ণ সদাশিব দ্বারায় রাধিকার ভাব আস্বাদিলা

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীনোক্তং ॥—

নসন্থাহৃদগুং গণচ্ছেনথলুং সদা-
রাধিকাঃ ব্রজেন্দ্রাত্মজার্থং।
মহন্নিম্ব সন্তং ধরন্ত্যাং স্ফুর্ত্তিং-
তমেকান্ত-ভক্ত্যা ভজেদ্বৈত চন্দ্রং ॥
মহাবিষ্ণু দ্বাপরে সদাশিব নাম।
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতর বিলাস প্রধান ॥
মহাশক্তি রাধিকা ব্রজেত আহ্লাদিনী।

আপনার রূপ গুণ কৃষ্ণ প্রেমখনি ॥
ভিন্নদেহ হইয়া করিলা আস্বাদন।
আদ্যাশক্তি কনক সুন্দরী প্রকাশ তখন ॥
দোঁহে এইরূপে সখিত্ব হইলা মদনকুঞ্জে।
রাধাকৃষ্ণ বিলাসি বিনা রসপুঞ্জে ॥
পূর্ব্বে নদীশ্বরে বসি শ্রীকৃষ্ণ আপন লাবণ্য।
দর্পণে দেখিয়া তবে হইলা অচৈতন্য ॥
মনেতে ভাবিলা আপন মাধুরী আস্বাদিতে।
রাধার সখিত্ব বিনা না পাই কোনমতে ॥

তথাহি ॥—

হরিদৃষ্টা গোষ্ঠেমুকুরগতমাত্মাসতু নঃ।
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয় তব সখিবাপ্তুমভিতঃ ॥
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপর গৌরেকতনুভাক।
শচীসুনঃ কিং যেন যন সরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥
সেইভাবে কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গ প্রকাশ।
সীতানামে সেই রাধা প্রকাশ বিলাস ॥
যোগমায়া রূপে করেন কৃষ্ণের বিহার।
ব্রজলীলা বিহার জানিহ যোগমায়ার ॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে ॥—

ভগবান পিতা রাত্রীঃ সারোদঃ ফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষবন্ত মনশ্চক্রে যোগমায়া অপাশ্রিতঃ ॥
কনক সুন্দরী নামে পরমিষ্ট সখি জানি।
বিলাস প্রকাশ রাধাকৃষ্ণ সেবা মানি ॥
আদ্যাশক্তি নামে রাধা খ্যাতি পুরাণে।
প্রকাশরূপ সেই রাধা সীতানাম আখ্যানে ॥

তথাহি—পার্ব্বত্যুক্তং ॥—

তত্র রাধাস্বরূপাংস্তু মূর্ত্তিং কৃত্বা তদাম্বিকা।
দৈত্যানাং নিধনং কৃত্বা সর্ব্বলোকহিতৈস্বিনী ॥

তথাহি—তত্রৈব ॥—

অহং নন্দে বাসন্তোমুপ্রকৃতিরেব চ।
ললিতাদি সখীবৃন্দেভোর্য্যাদানন্দকারিকা ॥

কনক সুন্দরী প্রকাশে তিলার্দ্ধ নহে বিচ্ছেদ।
সদাই একত্র রহে নাহিক নিষেধ ॥

তথাহি—শ্রীমহাদেব উবাচ ॥—

পরিহাস্যাং কৃতং দেবী আদ্যেকাঙ্কেসনাতনি।
তবাস্তঃ করণে ভক্তিং জানামীতাঞ্চ সুন্দরী ॥
আসাচ্চ মত্তিঃ স্বর্গে কৃষ্ণতত্ত্ব বিদাম্বরী।
মম ক্ষ্যামস্বাপরাধং গোবিন্দ প্রিয় কিঙ্করী ॥
আদ্যাশক্তি রাধা কনক সুন্দরী বিলাস।
সেই বিলাসে রাধা সীতার প্রকাশ ॥
সদাশিব রূপে কৃষ্ণ অদ্বৈত বিলাস।
দোঁহে পূর্ণতর রূপে পূর্ণতর সেই অভিলাষ ॥

তথাহি—

বারাহ সংহিতায়াং—ধরণী-সম্বাদ—

বনং বৃন্দাবনং নাম সর্ব্বানন্দ বিবর্দ্ধনং।
তত্র স্তেকং রম্য কৃষ্ণং বিষ্টিতং ॥
কৃষ্ণসাষ্টকং তত্রিয়ে দিব্য উদ্যানে সন্তানমুনমাণ্ডপে।
তত্রাসনেস্থিত নিত্যং কৃষ্ণেশ্বর সদাশিবঃ ॥
তত শক্ত্যাদ্যা ভগবতি সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িকা।
পৌর্ণমাসী মহামায়া পূর্ণ প্রেম সমন্বিতাঃ ॥
আগতা ভুবনে জাতোঽদ্বৈতঃ কিংজল্প উত্তরে।
সেবয়া পরমা ভক্ত্যা তত্ত সমাবয়োগুণা ॥
পৌর্ণমাসী সীতা কনক সুন্দরী সীতা।
অষ্ট সখী ললিতাদি নাম রসময়গুণা ॥

তথসিদ্ধ নাম ॥—

শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে
সম্পূর্ণা মঞ্জরী ইতি ॥ নাম ভেদক ॥—
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতার।
নিগুড় লীলা হই বুঝিতে অপার ॥
এ তিনের কৃপা যাকে সেই পায় পার।
ভবসিন্ধু পার হইতে এই অধিকার ॥
শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ শ্রীবলরাম।

নিত্যানন্দ নাম ধরে সেই গুণধাম ॥
সখারূপে তেঁহ সদা কৃষ্ণ সঙ্গে করি।
মাতাপিতা গোপগোপী প্রীত আচরি ॥
শ্রীকৃষ্ণ সহিত রাধিকার সেবা অঙ্গীকরি।
অনঙ্গ মঞ্জরী নাম জানিহ তাহারি ॥
বলরাম পদ্ধতি ইথে না করিহ ভয়।
শ্রীভাগবতে ইহার জানহ নিশ্চয় ॥

তথাহি—ভাগবতে ॥—

ইতোহি স্বন্দ বাজযোনী বামো
মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং ॥

তথাহি—বস্ত্র হরণে শ্রীবলদেব উবাচ।

প্রাযো যা যাস্তমে ভর্ত্তুর্নবল্লামেপিরেঃ
মোহিনী ইতি ॥

শ্রীচৈতন্য কৃপা যারে সেই ভক্ত ধীর।
এসব লীলা সেই বুঝিবার ধীর ॥
এ তিনের কৃপা বিনা না হইবে সম।
ইহাতে যে ভেদ করে পাষণ্ডে অধম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত স্বয়ং অবতার।
আর সব ভক্তবৃন্দ সেবক তাহার ॥
এসব আনুগত্য হয়া রাধাকৃষ্ণ ভজে।
সখি সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সেই পায় ব্রজে ॥
ললিতাদি সখি সব প্রকট হইলা।
এই তিন অনুগত্ত হয়া ভজন করিলা ॥
দেখিয়া শুনিয়া লোক পড়ে অন্ধকূপে।
প্রাচীন অপরাধ তার জানি এইরূপে ॥
শ্রীগুরু প্রকাশে কৃষ্ণ আপনা জানাইলা।
শ্রীকৃষ্ণ বিনা আপনাকে না জানে অন্তলীলা ॥
পরস্পর ভাবে লোক শাস্ত্র সিদ্ধি এই।
সেবা পরায়ণ সখি অদ্বৈত সদাই ॥
কৃষ্ণে অচিন্ত্য লীলা বিহার বিনোদি।
একরূপ তিন হয়া বিহার নিরবধি ॥

অর্দ্ধ অঙ্গ শ্রীরাধিকা স্বরূপ প্রকাশ।
আর অর্দ্ধ অঙ্গ দুই মঞ্জরী বিলাস ॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী সভার অগ্রগণ্য।
অনঙ্গ মঞ্জরী আর এই দুই অনন্য ॥
শ্রীরাধিকার প্রেমার পরাকাষ্ঠা জানিয়া।
সেবা অঙ্গীকার কৈলা অনন্য হইয়া ॥

তথাহি—প্রাচীন বাক্যং ॥—

পূর্ণতরগুণৈরেক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্ত্ত যে।
যুগয়োরহস্বেবাস্ত সম্পূর্ণাত্মার্য্য-কারিণী ॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম্নি যুবযোস্তের্য্যকারিণী।
কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াংকুবেরাত্মজ বিগ্রহঃ ॥
এব ব্রহ্ম সমীপস্থ সাদ্বৈত ব্রহ্মচয্যকঃ।
সদাচার প্রবক্তা চ ভক্তিমার্গ প্রব ইত্যাদি ॥
গুরু পরম্পরা সম্পূর্ণা মঞ্জরী খ্যাতা।
রত্নভানু পিতা জয়কীর্ত্তি মাতা ॥
শুকং সুকণ্ঠ নাম পতিস্তস্যঃ ॥
প্রেম সরোবর নিবাসিনী সঙ্কেত স্থান।
তস্যা সখ্যো লক্ষ্য সংখ্যাঃ সেবা সখ্য পরায়ণাঃ ॥
তদ্ভাবে ভাবিত সর্ব্বৈঃ সর্ব্ব মাধুর্য্যত্তোধিকাঃ।
প্রচ্ছন্নেনেব ভাবেত সেবযতি নিজপ্রিয়ং ॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম অদ্বৈত আখ্যানে।
রাধিকার প্রাণসখি জানিহ বিধানে ॥

তস্যা বয়সঃ—১৩/৯ ॥—

সার্দ্ধনয়মাসাধিক ত্রয়োদশ বর্ষায়া।
মাঘ মাস শুক্লা সপ্তমী ব্রজে প্রকটাবতার ॥
দুগ্ধ হেমবর্ণা যা নিলবস্ত্রা তাম্বুল সেবা।
অদ্বৈত নাম প্রভু শুভস্মন দিবসে প্রকটাবতার ॥
তস্যাসখি সমূহশ্চ শৃঙ্গারসে সেবা পরায়ণাঃ।
রাধিকার প্রাণসখ্যাশ্চ প্রাণতুল্য বরাননাঃ ॥
কুঞ্জ মধ্যে কনক সুন্দরী সীতা নাম তার।
ললিতাদি জ্যেষ্ঠ সখী মহিমা অপার ॥

তস্যা বয়ঃ ॥ ১৪/৩ ॥—

সার্দ্ধ ত্রয়োমাসাধিক চতুর্দ্দশ বর্ষয়া।
ভাদ্র শুক্লাচতুর্থী দিবসে কলি প্রথম সন্ধ্যায়াং
সীতা নাম্নি প্রকটাভূতা।
একান্ত সেবাতে কৃষ্ণ দেখিয়া সতৃষ্ণ।
কন্দর্প সুন্দরী নাম দিলা তাহে কৃষ্ণ॥
তস্যাঃ সখিসখশ্চ সেবা সৌখ্য পরায়ণা।
মঞ্জুকেশি ১ নাসিকা ২ কেলিকুন্দলি ৩ কাদম্বরী
৪ শশিখখে ৫ চন্দ্ররেখা ৬ প্রিয়ম্বদা ৭ মধুমতি
৮ ইত্যাষ্ট প্রধানা।
পঞ্চ রসের কর্ত্তা অদ্বৈত আচার্য্য।
বাল্যেতে সীতা অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের আর্য্য॥
সেইরূপে প্রকটে দেখ গৌরাঙ্গের পূজ্য।
গুরুবলি পূজা করি সভার শিরোধার্য্য॥

তথাহি—শ্রীবলরাম গোস্বামীনোক্তং—

সদাশিব পৌর্ণমাসী গোপ গোপী প্রপূজিতা।
আহ্লাদিনীতি কৃষ্ণস্য সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িকা॥
তে নাস্যা আদিতঃ শিষ্যো রাধাকৃষ্ণাবিহাভিতৌ।
বাৎসল্যে হেন রূপেন যশোদায়া বরপ্রদা॥
সখ্যভাবে অদ্বৈত প্রভু উজ্জ্বল সখা নাম।
শ্রীকৃষ্ণের সমান তার বয়েস গুণধাম॥

তথাহি—তস্যোক্তং॥—

অংশরূপেনোজ্জ্বলশ্চ কৃষ্ণপ্রাণ প্রিয় সখা।
অদ্বৈত শিব নামা চ কৃষ্ণস্য স্যাবতারো ভবেৎ॥

তথাহি—পাদ্মে॥—

নদেবস্থং তথোকোপি কিন্তু কার্ষ্ণকৃষ্ণ প্রিয় সখা।
জ্যায়াংশ্চভক্তবৃন্দস্য বর্ণ খখ্যা যথা দ্বিজঃ॥
কান্তভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বিশেষ।
দাস্য শান্তভাব তিনেতে প্রবেশ॥
সখে নির্ণয় সকল কহিল পূর্ব্বাপর জানি।
শ্রীবলরাম কৃষ্ণমিশ্র দোঁহার আজ্ঞা মানি॥
পূর্ব্ব কৃষ্ণমন্ত্র যাহা বলি।
পূর্ব্ব রাধামন্ত্র শেষে এ কেবলি॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর কৃষ্ণমন্ত্রে পাই।
চূড়ামণি মন্ত্রে কৃষ্ণ সখি সঙ্গে রাই॥
লোক দীক্ষা প্রভু কৈলা পুরী গোঁসাইর স্থানে।
কৃষ্ণমন্ত্র রাধামন্ত্র দুই অভিমানে॥
পিতা মাতা সখা সখি যার যেইভাব।
সিদ্ধ নাম অনুসারে পাইবেক সব॥
এইসব অনুগত্য স্বীকার করিয়া।
সীতাদ্বৈত চরণ ভজে ব্রজে পায়ে জায়া॥
মাধুর্য্য রস মাত্র হয় প্রাণধন।
ঐশ্চর্য্য লইয়া মোর কিবা প্রয়োজন॥
অদ্বৈত চরণ আর সীতার চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব সেই পায় প্রেমধন॥
অদ্বৈত চরণ বিনা চৈতন্য কৃপা নহে।
রাধাপ্রেম বিনে শ্রীকৃষ্ণ না মিলয়ে॥

তথাহি॥—

অনারাধ্য রাধা পদাম্ভোজ রেণুমনা—
শ্রুত্য বিন্দাষ্টবি তত পদাঙ্কং।
অসম্ভাস্য তস্তাব গম্ভীর চিন্তান
কথং শ্যামসিন্ধু রস্যাবগাহঃ॥
দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা অদৃষ্ট করিলা।
লোক সব দুর্ম্মতি তখনি হইলা॥

তথাহি॥—শ্রীভাগবতে একাদশে উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।—

যদ্বৈবায়ং ময়াত্যক্তা লোকয়ং নষ্ট মঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্য চিরাস্যাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ॥
কলির প্রথম সন্ধ্যায় কৃষ্ণভক্তি না দেখিয়া।
অবতার করিলা কৃষ্ণ পারিষদ লয়া॥
তাহাতে অদ্বৈত প্রথমে অবতার।
কৃষ্ণভক্তি বিহীন দেখি দুঃখীত অপার॥

শ্রীভাগবত অর্থ রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিলাস।
বহু পারিষদগণ করিলা প্রকাশ॥
ভক্তাবতার হয়া মনেতে ভাবিলা।
চৈতন্য অবতার করি তাহারে ভজিলা॥
নিত্যানন্দ অবতরি প্রেম বিস্তারিলা।
অদ্বৈতের এসব নাট সভাই জানিলা॥
মুনিশ্বর আদি করি আচণ্ডাল অন্ত।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসাইলা সকল নিতান্ত॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
একাদশে ইহার প্রমাণ জানিহ বিধানে॥
তথাহি—নবমো যোগেশ্বর বাক্যং নিমিরাজন প্রতি॥—
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনে নৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভি লভ্যতে॥
তথাহি—তত্রৈব॥—
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ঘরণী সীতা প্রধানা।
দ্বিতীয় শ্রীঠাকুরাণী এই দুই জনা॥
সীতার পুত্র পঞ্চজন শুন তার নাম।
অচ্যুত-গোপাল-বলরাম-জগদীশ-রূপধাম॥
শ্রীঠাকুরাণীর পুত্র কৃষ্ণমিশ্র নাম।
এই ছয় পুত্র সীতার শিষ্য অনুপাম॥
অল্পকালে চারিজনা হইলা অপ্রকট।
বলরাম কৃষ্ণমিশ্র দুই যে প্রকট॥
দুই পুত্র চন্দ্র সূর্য্য প্রভুর সমান।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ করিলা বিধান॥
রাধাকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ অচ্যুতানন্দন।
প্রাণপ্রিয়তমা সখি যাহার আখ্যান॥
শ্রীচৈতন্য অচ্যুতানন্দ একই শরীর।
প্রসিদ্ধ আছয়ে প্রকাশ জানে সব ধীর॥
রাধাকৃষ্ণ দুই স্বরূপ গৌরাঙ্গ জানিয়া।
দোঁহার প্রকাশ সীতা-অদ্বৈত মানিয়া॥
প্রেমরস বন্যা করি ভাসাইলা দোঁহে।
রাধাকৃষ্ণ দিতে নিতে এহি দুই হয়ে॥
প্রভুর শিষ্য আর শিষ্য নিত্যানন্দের।
মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র সভার উপর॥
দুই প্রভুর কৃপা বিনা মহাপ্রভুর কৃপা নাই।
গোপাল মহান্ত সব জানিহ সভাই॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য অনন্ত অপার।
সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শরীর তাহার॥
সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীঠাকুরাণী।
বড় ভাগ্যবতী দুই জঙ্গলী নন্দিনী॥
আর দুই শিষ্য প্রভুর জ্ঞান ব্যাখ্যা কৈল।
শঙ্কর বলিয়া প্রভু তাহারে ত্যাগিল॥
প্রভুর শিষ্য কামাই-পুরাই-ঈশান।
শ্যামদাস বিষ্ণুদাস আদি বহু জন॥
কামাই পুরাই দুই সেনাপতি প্রভুর।
প্রভুর সমান তেজ ধরয়ে প্রচুর॥
দুই শিষ্যকে আজ্ঞা দিলা সীতানাথ।
পাষণ্ডী দলন বা না করিলা সাক্ষাত॥
এই সব মহান্তের প্রকাশ বিখ্যাত।
জঙ্গলী নন্দিনী পুরুষ স্ত্রী যে সাক্ষাত॥
বীরাবৃন্দা নামে খ্যাতা দূতিকা যে ব্রজে।
আর সব মঞ্জরী কেহো সাখ্যান মাঝে॥
কেহ নন্দ যশোদার আনুগত্য স্বীকার।
কেহ সখা মিলে রহে আনন্দ অপার॥

ইতি শ্রীপ্রভুর বংশোদ্ভব শ্রীকামদেব গোস্বামীন্ বিরচিতং শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত সমাপ্তং।

যথা দৃষ্টং তথা লেখিতং লেখক নাস্তি দোষকং।
লেখিত শ্রীরাজচন্দ্র দেবশর্ম্মণ॥

শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থ ধৃত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শিষ্য
শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য কৃত।
স্বরূপ বর্ণনং

মহাবিষ্ণুগুণান্বিতঃ সর্ববিষ্ণুময়স্তু চ।
তস্যাবতারো বিখ্যাতো অদ্বৈতাচার্য্যেন প্রভু॥ ১॥
বাসুদেব ইতি খ্যাতো ব্রজে মধুপুরে তথা।
পরকিয়া সদা ভাব্যা তস্যাচার্য্যেন প্রভুঃ॥ ২॥
সদাশিব স্বরূপেন বৃন্দাবনে সদা স্থিতিঃ।
নিগূঢ় ব্রজলীলায়াং সদাতিষ্ঠেম্মম প্রভুঃ॥ ৩॥
যদুবংশ পরিত্রাতা প্রজাহ্লাদ করোঽপি চ।
কুবেরো তনয়ো খ্যাতো অদ্বৈতাচার্য্যেন প্রভুঃ॥ ৪॥
সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তা চ ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তকঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারেশো ভক্তরূপী মম প্রভুঃ॥ ৫॥
ভক্তাভিমানি তস্মোক্তো ভব্য নিত্য ব্রজাত্মকঃ।
অদ্বিতীয়ঃ প্রকাশিয়ঃ স আচার্য্য মম প্রভঃ॥ ৬॥
অগ্রে প্রকটতাং লব্ধা ভাবতি তীর সন্নিধৌ
গৌরহরেঃ প্রকাশিয় প্রেমানন্দ মম প্রভূঃ॥ ৭॥
একাঙ্গস্য ত্রিবিধা মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য প্রকটৈক্রতঃ।
গৌরাদ্বৈত বিহারশ্চ শান্তিপুরে মম প্রভুঃ॥ ৮॥
সর্ব্বশাস্ত্রোপদিষ্টাশ্চ নিরূপ্য চ পুনঃ পুনঃ।
দৃঢ়াভক্তাভাবনিয়ঃ যদুনন্দনশ্চায়ং প্রভঃ॥ ৯॥
ইতি স্বরূপ বর্ণনং।

শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য শ্রীকামদেব মণ্ডল কৃত
শ্রীঅদ্বৈতাষ্টক।

অনাশ্রিতামদ্বৈত পাদারবৃন্দমনা
ভৃত্যতস্থাকাং প্রেমাবাদানং।
অশস্তাবাতস্তাব গম্ভীর ভক্তান্ কথং-
গৌর সিন্ধো নিমগ্নো ভবেৎ ষ॥ ১॥
অপার সংসার বিষয়ানুভূয়ঃ
হৃতক্লেশদৃষ্ট করুণাবতারং।
সঙ্কল্পাবম্য মনোভিরাম কথং
ঘোর সিন্ধো নিমগ্নো ভবেৎ ষ॥ ২॥
ফণিরাজ বাহু হৃত পথধা পিতরে
দ্বামশারং গণত নেত্রধারি।
রোমাবলি নৃপজশুম প্রফুল্লং
কথং গৌরসিন্ধো নিমগ্নো ভবেৎ ষ॥ ৩॥
অদ্বৈত নামো বসুদেব গুনোঃ
লীলা করোতি ব্রজরাজ পুরঃ।
একাঙ্গ খর্তিহি বিধায় কথং
গৌরসিন্ধো নিমগ্নো ভবেৎ ষ॥ ৪॥
তরুবর্ণাখ্যাতে মেহানুসাস্তা ন
বর্ত্তভবেমঙ্গা নিবশান খর্ত্তিঃ।
স যেব অদ্বৈত প্রকাশমস্তু
কথং গৌরসিন্ধো নিমগ্নো ভবেৎ ষ॥ ৫॥
ব্রজরাজগুনঃ স অদ্বৈত গৌরলীলা
করোতি বহুদা প্রকাশঃ।
নীলাচলে এব জগদীশ আর্য্য
কথং গৌরসিন্ধো নিমগ্নো ভবেৎ ষ॥ ৬॥
বিনাদ্বৈতচন্দ্রং গৌরভজে যশ-
পাপমুক্তিঃ সংসার সিন্ধৌ।
শাস্ত্রান্ দৃষ্টান্ নিরূপ্য এষ
অহং কামদেব তত স্বত্য দাসঃ॥ ৭॥
অষ্টক শাঙ্গ॥

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শিষ্য শ্রীশ্যামদাস আচার্য্য কৃত
শ্রীঅদ্বৈতাষ্টক।

এবটিকা তপ্তহেম তপ্তহেম-
গৌরং জগন্তোশিশীলং।
কবানথগ্রন্থং হরেকৃষ্ণমন্ত্রং বরাস্তোজ নেত্রং সদাশ্চ॥
পুস্তধৃত স্ফীত মাঙ্গং ভজে অদ্বৈতচন্দ্রং॥ ১॥

মহাবর্ষ মাঙ্গং প্রগা ভক্তি সারং
ক্ষৌণী ভাবদৃষ্টং ভক্তিশাস্ত্র মুহ্যং।
অনিস্কাপীবস্তুং বর্গভাত্মবুদ্ধং
কৃপা ভিন্নদেশং শান্তিপুর নাথং ॥ ২ ॥
পুনঃ প্রব্বটাকা পুরটবর রুচিতং
শুভিতং জিত অদিরং পানিত-
বিবুধং স্তোশিত ভকতং।
মমতি প্রেমকং উর্বিকোণ্ডকং
কুন্দাবর বদং নমামি অদ্বৈতং ॥ ৩ ॥
ওনসিদনমনে অঙ্গং রুচিরং বিন্দু-
তদ্ধোতরি বরোঙ্গ সদঙ্গ জয়-
জয় অদ্বৈত শান্তিপুর নাথং ॥ ৪ ॥
এনকং ক্ষৌণী পবিত্রং পরিশদ গৌত্রং
নীক্ষ্ণ বৈবংশ ভক্তি প্রচারং।
রক্ষিত ভক্তং ধৃত করমাঙ্গং দন্তি-
দ্বষ্টং ভজে অদ্বৈত চন্দ্রং ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট মহীপতি নিক্কৃত রাবং
শাধ্ব শা মহিশ শঙ্ক নিশঙ্ক।
কনবাস্থ মৃদঙ্গ উবরং বন্দে
সন্দবহেমাঙ্গ চন্দ্রকং ॥ ৬ ॥
বঙ্গিনি পূর্ণকান্তি দিপ্ত জাতি
দিগ্ গীগাণ্ড মণ্ডলং গৌড়দেশ ভূপতিশঃ
প্রেমবর্ষহারকং দিগ্বিনাশি ভক্তিরাশি-
কীর্ত্তশিব পল্লবং শান্তিপুরহাবিধারি
শ্রীলাদ্বৈত শঙ্গদং ॥ ৭ ॥
ভক্তেশঙ্গ বঙ্গ উর্ব্বি শান্তিপুর নায়কং
ফুল্ল পুণ্ডরীক মাল্লক্রীণ্ডহার কণ্ঠকং।
শর্ব্ববন্ধাতাপীনাথ ভক্তিভাব ধারকং
যহদ্বিশুভাবনিয় শান্তিপুর ভূপতিং ॥ ৮ ॥

ইতি—শ্রীঅদ্বৈতাষ্টক সমাপ্তং ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত—

উজ্জীবন—১৩৮১ সাল ফাল্গুন সংখ্যা—

এই পুস্তকখানির স্বল্প পরিসরে ১০৮ জন গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। লেখকগণের নাম, জন্মভূমি, পিতা মাতা, গুরু ও বিরচিত গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছু অজ্ঞাত পরিচয় বৈষ্ণব লেখকের পরিচয়ও দৃষ্ট হয় এই গ্রন্থে। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্যপ্রমাণ সন্নিবেশ করার নিষ্ঠা চোখে পড়িবে। এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানি তত্ত্বাভিলাষী সুধীজনের ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই।

যুগান্তর—১২।২।৭৩ ইং

এ ধরণের পুস্তক আভিধানিক জগতে বিশেষ একটি সংযোজন বলা যেতে পারে। একশো আটজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখকের বিশেষ পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। অনেকেই বৈষ্ণব লেখকদের নাম জানেন কিন্তু তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানেন না। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রয়াসের সঙ্গে পুস্তকখানি সম্পাদন করেছেন। ছাপা ও কাগজ ভাল।

বিশ্ববাণী—১৩৮০ সাল শ্রাবণ সংখ্যা—

বৈষ্ণব লেখকদের জীবনী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা লেখক

মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যাখ্যান কৌশলের গভীরতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়াছি, অতএব এই গ্রন্থ যে শাস্ত্রানুরাগী সুধী ও সাধু সমাজে প্রশংসনীয় হইবে তাহা নিশ্চিত। এই পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তথ্য মূল্য এবং পাণ্ডিত্যে ইহার মূল্য অনেক। বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ গ্রন্থানুরক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইত্যাদি

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যাটন গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত—

দৈনিক বসুমতী—২৫শে মাঘ ১৩৮২ সাল—

উড়িষ্যা ও সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব তীর্থ সমূহ। গ্রন্থকার শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী অক্লান্ত ধৈর্য্য ও শ্রমের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বৈষ্ণব তীর্থ সমূহের পরিচয় পশ্চাদপটস্থিত ইতিবৃত্তি, পথ নির্দ্দেশ প্রভৃতি এই গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কোন ষ্টেশন থেকে কিভাবে তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া যায়, সে বিবরণ এবং তীর্থের ইতিহাস থাকায় পর্য্যটনকামী ভক্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে গ্রন্থটি অবশ্য পঠনীয় বলা যায়। সাধারণ পর্য্যটকদেরও গ্রন্থখানি কাজে লাগবে। তাছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুরাগী ও জিজ্ঞাসু পাঠকবৃন্দও এই পুস্তক থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্রে তীর্থস্থানের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনগুলি চিহ্নিত করা আছে। গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক নীলরতন সেন এবং পরিচিতি লিখেছেন শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

আর্য্য দর্পণ—মাঘ ১৩৮২ সাল—

ইহা লেখকের বৈষ্ণব তীর্থ মাহাত্ম্য বিষয়ে এক অমর অবদান। এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পীঠস্থানগুলির যথাযথ পরিচয়, গুরুত্ব এবং বিশেষত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লিখিত হওয়ায় পরিব্রাজক, তীর্থ দর্শনার্থী ও বিশেষতঃ বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যাটনকারীদের পক্ষে ইহা একখানি অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত। গ্রন্থকার বাবাজী মহারাজ তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ করিয়া এবং বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রাচীন বহু বৈষ্ণব পুঁথি পত্র এবং বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে লুপ্ত পীঠস্থানের নাম ধাম উদ্ধার করতঃ সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় উক্ত গ্রন্থ উপস্থাপন করিয়াছেন। ইত্যাদি—

যুগান্তর ১৩৮২ সাল ১৯শে ফাল্গুন বুধবার—

এই গ্রন্থখানি শুধু বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের নয় ভ্রমণবিলাসী তীর্থ ভ্রমণ পিপাসু ও বৈষ্ণবতীর্থের মহিমা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। সূচীপত্রে বর্ণানুক্রমিক স্থান সমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে উল্লেখ্য প্রসঙ্গের কথা ও প্রমাণ সহ উদ্ধৃত হয়েছে। বইখানি পড়িলেই বুঝা যায় শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও তাঁর অনুসন্ধিৎসা যে এই গ্রন্থে রূপ পাইয়াছে, ইহা সমাদৃত হইবার যোগ্য।

সত্যযুগ—১৩৮২ সাল ১০ই ফাল্গুন সোমবার—

সারা বাংলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নানা নিদর্শন রয়ে গিয়েছে, যার অধিকাংশ হয়তো আজ বিস্মৃতির গর্ভে। ঠিক এই সময়ে এই ধরণের একটি মূল্যবান পরিক্রমা গ্রন্থ রচনা করে লেখক সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকেই তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখক তৎকালীন ঘটনাবলী তুলে ধরে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়েছেন।

বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটনকারীদের কাছে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণারত গবেষকগণের কাছেও এইটি অপরিহার্য্য বলে বিবেচিত হবে।

পত্রিকার পরবর্ত্তী আকর্ষণ

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের দুষ্প্রাপ্য আর একখানি অমূল্য গ্রন্থরত্ন —
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু মুনিধর্ম্ম ছেড়ে বরণ করিলেন গার্হস্থ্যাশ্রম।
তথাহি — শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে —

"তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার। তবে এ সব লোকের হইবে নিস্তার॥
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে। তোমার গৃহে হবে আমার অবতারে॥
ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার। গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে নহেত প্রচার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আগমন করতঃ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিলেন। কতদিনে শ্রীমন্মহাপ্রভু বীরচন্দ্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন শ্রীবসুধা দেবীর গর্ভে। এই গ্রন্থে প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব, শ্রীজাহ্নবা দেবী সমীপে দীক্ষা, তীর্থ পর্য্যটন, বিবাহ, সর্ব্ব বঙ্গদেশে বিপুলভাবে প্রেম প্রচার, লতা গদী ও মালদহ শ্রীপাট সৃষ্টি। শ্রীজাহ্নবার বৃন্দাবনে গমন ও শ্রীগোপীনাথে অন্তর্দ্ধান। বীরচন্দ্রের পুত্র প্রভু গোপীজন বল্লভের অত্যাদ্ভুত লীলাশক্তির প্রকাশ এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগতি গোবিন্দের উপাখ্যানাদি প্রভৃত অলৌকীক লীলা কাহিনী বিষদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের অন্তর্দ্ধানের পর সর্ব্ব বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও প্রবর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশ। এই গ্রন্থ পাঠে প্রভু বীরচন্দ্রের লীলা কাহিনী ও বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত তথ্যাদি জানিতে পারিবেন।

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা-মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) ভিক্ষা—১.৫০

২। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২.০০

৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক-পরিচয় : ভিক্ষা—১.৫০

৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন : ভিক্ষা—৭.০০

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক অভিনব প্রকাশ, তীর্থ-ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তি ও বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে চৌষট্টিটি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া প্রায় শতাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়া সপ্রমাণ স্থান-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কীর্ত্তি তথা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের সপ্রমাণ প্রকট রহস্যাদি তথা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে।)

৫। শ্রীচৈতন্য যুগের শিল্পী নয়ন ভাস্কর—(যন্ত্রস্থ)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের নব-অভ্যুত্থান, কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীতাদির ন্যায় ভাস্কর্য্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। সুদীর্ঘকাল মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের কবলিত ভারতবর্ষে বিগ্রহ সেবা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল; সেইকালে নব যুগের সূচনা করিল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তিবাদের উৎস। বিগ্রহই সাক্ষাৎ ভগবান। এই উৎসে উদ্ভাবিত হোয়ে স্থাপিত হইতে লাগিল শ্রীবিগ্রহ সেবা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গাদি বিগ্রহ নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইল। এই কার্য্যের প্রারম্ভের যিনি কর্ণধার রূপে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য তিনিই নয়নভাস্কর। তৎপরবর্ত্তী রঘু ও আনন্দাদি নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের কর্ম্ম বৈচিত্র্য ও জীবন কাহিনী এই গ্রন্থের বিশেষ আলোচ্য। তৎসঙ্গে তৎসমসাময়িক ও পরবর্ত্তী নির্ম্মিত বিগ্রহাবলীর নাম উল্লেখ করতঃ নির্ম্মাণকারীগণের নাম ও পরিচিতির জিজ্ঞাসায় এই গ্রন্থের সমাপ্তি।

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর জেলা—২৪ পরগণা।

২। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং) - ৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬।

৪। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬।

৫। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২।

নিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-গুরুধাম, জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীশচীনন্দন মিত্র কর্ত্তৃক শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা হইতে মুদ্রিত

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

পরমারাধ্যতম পরমগুরু
শ্রীশ্রী১০৮, ৺প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ।

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব
শ্রীশ্রী১০৮, শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী
মোহান্ত মহারাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৮৯

সন—১৩৮২ সাল, ৩০শে মাঘ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫·০০

প্রতি সংখ্যা—২·৫০

ঃ নিয়মাবলী ঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শাস্ত্রময় ষাণ্মাসিক পত্রিকা। ইহা বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাসে ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসে সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলা বিজড়িত কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা (সডাক) ৫'০০ প্রতি সংখ্যা—২'৫০, প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাইবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পত্রিকা প্রেরণ তারিখের পূর্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাই কার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাক টিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী
শ্রীচৈতন্যডোবা
পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ।

সমর্পণ

নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপ বারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরীতো জনৈঃ॥

(শ্রীঅনন্ত সংহিতা)

যিনি নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান, ছত্রাদি সর্ব্বানুরূপ সেবার মূরতি ধারণে সর্ব্বকাল মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গী রূপে বিরাজিত, যিনি সুনির্মল প্রেম-সম্পদের ভাণ্ডারী, যাঁহার করুণা কটাক্ষ ব্যতিরেকে যুগল কিশোরের সেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং যাঁহার কৃপায় শ্রীচৈতন্যের মহিমা স্ফুরিত হয়, সেই অশেষ মহিমাসম্পন্ন অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী—সন্ধিনী শক্তি—মূল সঙ্কর্ষণ—পরম দয়াল শ্রীনিতাই চাঁদের শ্রীকর কমলে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা প্রচার মূলক "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকাখানি পরম সদৈন্যে সমর্পণ করিলাম।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত
দীন
কিশোরী দাস

॥ শ্রীঃ ॥

Dr. Srijiva Nyayatirtha,
M. A. D. LITT.

Mahamahimopadhyaya, Mahakavi,
Recipient of the certificate of Honour
from Rastrapati of Indian Union,
Retired lecturer, Calcutta University,
Retired lecturer, Jadavpur University,
Principal : Bhatpara Sanskrit College.

Address :
THAKURPARA
BHATPARA
DIST : 24 PARGANAS
WEST BENGAL

Date..............................

ইহা পরম আনন্দের কথা যে,—"শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" এই নামে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' ছিলেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু, হালিসহরেই তাঁহার জন্ম ও লীলাস্থান। এই পত্রিকার বিশেষত্ব ইহাই যে,—ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনা-রহস্য ইহাতে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশিত দুর্লভ গ্রন্থগুলি ও অপ্রকাশিত (যাহা হস্তলিখিত ভাবে সর্বসাধারণের অগোচরে পড়িয়া আছে) পুস্তকগুলিও ইহাতে স্থান পাইয়া সাধারণের গোচরে আসিবে।

এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান্ কিশোরীদাস বাবাজী। শ্রীমান্ বাবাজীকে আমি বহু বৎসর হইতে জানি, যদিও শ্রীমান্ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, তথাপি তাহার উদ্যম ও কর্মদক্ষতা প্রশংসনীয়। তাহার অর্থ সামর্থ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি সঙ্কল্প বলে ইতিমধ্যে দুইখানি বিশিষ্ট-আয়তন সম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া নিজ কর্মশক্তিকে প্রমাণিত করিয়াছে। তাহার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক, এই আশীর্বাদ করি। আর ভাগবত ধর্মপ্রিয় জনসাধারণকে এই বলিয়া উদ্বোধিত করি—এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচারে জাতীয় জীবনের একাংশে আলোকপাত হইবে। আমরা বিশ্বাস করি—জাতীয় জীবন বলিতে শুধু রাজনৈতিক সিদ্ধি নহে,—ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সদাচারের সহিত সম্বন্ধ—জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ অংশ। এ অংশটি উত্তমরূপে জ্ঞাত ও আলোচিত হইলে শুধু ভারত-বাসীর নহে, অভারতীয় বৈদেশিকগণের সমাজও উপকৃত হইবে। স্বাধীন ভারতের প্রকৃত মর্য্যাদা হইবে তাহার সংস্কৃতিকে বিশ্বসমক্ষে প্রকাশিত করা। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ভারতের এই আদর্শের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছে। আমরা যেন শ্রীমান্ বাবাজীকে সেই পথে যথাশক্তি সহায়তা করিতে পারি। ইতি—

শ্রীশ্রীজীব দেবশর্ম্মা

UNIVERSITY OF KALYANI

Bengali Department.

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজীর সম্পাদনায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নামে একটি ষাণ্মাষিক পত্রিকা শ্রীচৈতন্য-ডোবা থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে। এটি বৈষ্ণব সাহিত্য-প্রেমী মাত্রের পক্ষেই বিশেষ সুসংবাদ। শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতি মধ্যেই কয়েকটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য পত্রিকা মাধ্যমে তিনি সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বিজড়িত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেছেন। আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস আছে অগণিত বৈষ্ণব সাহিত্য-প্রেমী পাঠক তাঁর এই মহৎ কার্য্যে সর্বপ্রযত্নে সহায়তা করবেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের পবিত্র আশীর্বাদ তাঁর এই সাধু সংকল্পে প্রেরণা যোগাবে এই শুভ কামনা জানাচ্ছি।

১৪/২৪৭ কল্যাণী
নদীয়া
৮-১-১৯৭৬।

নীলরতন সেন।

P/1/424, Kalyani
Nadia
8. 1. 76.

কিশোর বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কিশোরীদাস বাবাজী মহারাজের অনুরোধ আমার নিকট এক অলঙ্ঘনীয় আদেশ সমতুল। বয়সে বালক হইলেও, প্রজ্ঞায় জ্ঞানবৃদ্ধ। তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি; উপরন্তু, ভালবাসি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পুস্তক ও উপদেশাবলী বহুলাংশে লুপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাংলাদেশ, তার ভাষা, হিন্দু জাতির জাতিত্ব, তথা অস্তিত্বের জন্য, দেশবাসী তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। এই ঋণ মুক্তির কথঞ্চিৎ অথবা যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। বহু অবতার ভারতে আবির্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু বাংলাদেশের তিনিই একমাত্র নিজস্ব দেবতা। তিনি না আসিলে, এই বাংলাদেশকে কে চিনিত? এক ব্রাহ্মণ ভক্ত এই প্রশ্নটি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই কলিঙ্গ দেশে কোনও মহাপুরুষ আসিতে চাহিতেন না। আসিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল। একমাত্র মহাপ্রভুই এই দেশকে উত্তোলন করিয়া যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উপরোক্ত মহাপুরুষের ভাষায় "মহাপ্রভু হইলেন, একটি পূর্ণচন্দ্র। তুলনায়, গত একশত বৎসরের মধ্যে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা এক একটি খদ্যোত প্রায়।" সেই চন্দ্রপ্রভা, সেই চাঁদের অপ্রকাশিত, দুষ্প্রাপ্য, প্রাচীন গ্রন্থাবলীর পুনঃ প্রকাশ এই কিশোরের একমাত্র প্রচেষ্টা ও কামনা। তদুদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ইহাই তাহার সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টা নহে, পূর্ব্বে ও তথ্যবহুল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। এই বিশ্বাস আমরা পোষণ করি। সর্ব্বসাধারণের সাহচর্য্য, সহানুভূতি ও সর্ব্বোপরি মহাপ্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ কামনা করি। তাহার সাথে মিলিত হউক আমার ক্ষুদ্র, অথচ অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। ইতি—

সুধীররঞ্জন দাসগুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যক্ষ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ
নৈহাটী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

নিবেদন

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দর দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

পরম করুণ-অগতির গতি দাতা শ্রীগুরুদেব সহ শ্রীগুরুপরিকরগণের সদৈন্য বন্দনাদি করিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌর-সুন্দর ও ব্রজজনসহ শ্রীরাধাবিনোদের বন্দনা করতঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকাখানি প্রণয়নের সূচনা করিলাম। ইঁহাদের অযাচিত করুণাশক্তিই এই কার্য্যের সর্ব্বানুরূপ সিদ্ধির একমাত্র অবলম্বন। আর যাঁহার শ্রীনামাঙ্কিত এই পত্রিকাখানি; সেই পরম দয়াল শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু ও শ্রীভক্তি কল্পবৃক্ষের প্রথমাঙ্কুর স্বরূপ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আমার সর্ব্বানুরূপ ক্রটি মার্জ্জনা করিয়া এই মহান কার্য্যের সহায়ক হউন। তাঁহার নামের গুণেই সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র সম্পদ শ্রীগৌর সুন্দরের অত্যুজ্জ্বল মহিমা রাশীর প্রচার কার্য্যে সক্ষম হইব; ইহাই একমাত্র ভরসা।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। যাঁহার আবির্ভাবে জীব-জগতে এক অভিনব আলোকপাত ঘটিয়াছে। যিনি কলি তমাচ্ছন্ন জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য যুগ প্রারম্ভে চন্দ্র-সূর্য সদৃশ জীব ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া জীবের চির পুঞ্জীভূত ভক্তি-মুক্তি-মোক্ষ-বাঞ্ছাদি বিনাশ করতঃ সুনির্ম্মল ব্রজপ্রেম-সম্পদ প্রদানে জীবের ত্রিতাপ দগ্ধ তাপিত হৃদয় শীতল করিয়াছেন। সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার সম্পর্কে বেদবাক্য যথা—

তথাহি—শ্রীআথর্বনস্য তৃতীয়-কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরম্—

ইতোঽহং কৃত সন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্বেদো নিষ্কামোভূগীর্বানন্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃ সহস্রাব্দোপরি পঞ্চ সহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বর প্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপোমিশ্রাখ্যো বিদিত যোগোঽস্যামিতি ॥

তথাহি—শ্রীঅথর্ববেদে পুরুষ বোধস্যাম্—

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য।
প্রাপ্তে প্রাতরবতীর্য সহ স্বৈঃ স্বমনুশিক্ষয়তি॥

অস্য ব্যাখ্যা—

সপ্তমে সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ গৌরবর্ণো ভগবান স্বশক্ত্যা হ্লাদিনী শক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রাপ্তে কলৌযুগে প্রাতঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং স্বৈঃ পার্ষদৈঃ সহ অবতীর্ণো ভূত্বা স্বং নিজ জনান্ অনুশিক্ষয়তি হরেকৃষ্ণাদি উপদিশতি।

কলিযুগের চতুঃসহস্র বৎসরের পর পঞ্চ সহস্র বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্ব কালে অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বশক্তি হ্লাদিনীরূপা শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও কান্তি বিশিষ্ট ভক্তরূপে সুদীর্ঘ গৌরকান্তি ধারণ করতঃ নিজরস আস্বাদনের জন্য সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া নিজ পার্ষদগণকে হরেকৃষ্ণাদি শিক্ষা প্রদান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারকাল সম্পর্কে আরও শাস্ত্রবাক্য যথা—

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৩য় পরি :—

"বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। সাতাইশচতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥ অষ্টবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥"

তথাহি—শ্রীভঃ রত্নাঃ—১২শ তরঙ্গে—

"যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে। সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে॥" সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বের অষ্টবিংশ চতুর্যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। সেই অষ্টবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতেই সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হন।

তথাহি—শ্রীঅনন্ত সংহিতায় চৈতন্য জন্মখণ্ডে ৫৭ অধ্যায়—

"অবতীর্ণা ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী পরিবারিতে॥
কৃষ্ণাবতার কালে যঃ স্ত্রিয়ো যে পুরুষাভুবি।
চতুঃষষ্টি মহান্তস্তে গোপা দ্বাদশ বালকাঃ॥
কলৌ তেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদাম সুবলাদয়ঃ।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি-তৈরহম্॥
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যামহং পুনঃ॥"

মুরলী মনোহর শ্রীকৃষ্ণ নিজরস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে ব্রজ পরিকরসহ অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের অনর্পিত প্রেম-সম্পদ জগতে বিতরণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের ভক্তগণ লীলার প্রয়োজন অনুযায়ী বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রজবাসীর আস্বাদিত সুনির্ম্মল প্রেমসুখ উপলব্ধির সুযোগ-প্রাপ্ত হন নাই। তাই সেই সকল ভক্তগণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের রাস-বিলাস সদৃশ সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করিয়া নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন। এই প্রেমরস আস্বাদনের জন্য দেব-ঋষিগণও ভক্তদেহ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে বিহার করিয়াছেন। কোন ভক্ত কি নাম ধারণ করিয়া বিহার করিয়াছেন তাহা কবি কর্ণপুর কৃত "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

এই সকল প্রিয় পারিষদগণের সঙ্গে সংঘটিত প্রেম লীলা কাহিনী সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী পার্ষদক্রমে লিখিত হইয়া শাস্ত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই সকল শাস্ত্র কাব্য, নাটক, দর্শন, সঙ্গীতাদির মাধ্যমে জগতে প্রচারিত

হয়। এই সকল গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত। গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের অধিকাংশই বাঙ্গালী। তাই বাংলা ভাষায় সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহিমাবলী কাব্য ও সঙ্গীতাদির মাধ্যমে প্রভূত লিখিত হইয়াছে। মুরারী গুপ্ত, কবি কর্ণপুরাদি সংস্কৃত ভাষায় এবং বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, নিত্যানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর নরোত্তম, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, নরহরি দাস, প্রেমদাস, যদুনন্দন দাস, রামগোপাল, রাধামোহন বৈষ্ণবদাসাদি পার্ষদগণক্রমে কাব্য, নাটক, দর্শন ও সঙ্গীতাদির মাধ্যমে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেম-লীলা রহস্যাদি জগতে প্রচার করেন।

কালচক্রে এই সকল গ্রন্থাবলী লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও এখন দুষ্প্রাপ্য। বহু গ্রন্থ পুঁথি আকারে বিরাজ করিতেছে। এতন্নিমিত্ত প্রকাশিত অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রবণ পঠনের মহিমা ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনা ছলে গাহিয়াছেন।

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভকতি রসসার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যাঁর কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সেজন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামনি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

ভক্তিশাস্ত্র পাঠাদি দূরের কথা দর্শন মাত্রেই দিব্যভাবের উদয় হয়। তাহার প্রমাণ শ্রীনরহরি দাস শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

তথাহি —৭ম তরঙ্গে—

"এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে চায়॥
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিয়া আপনে। দেখয়ে সম্পুট মধ্যে গ্রন্থরত্নগণে॥
গ্রন্থ দৃষ্টি মাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন। পুনঃ পুনঃ গ্রন্থরত্নে করে সন্দর্শন॥"

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক আনীত ভক্তিগ্রন্থাবলী বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীরের চরগণ অপহরণ করিয়া রাজপ্রাসাদে আনিলে রাজা উক্ত ভক্তিগ্রন্থরত্নগুলি দর্শন করেন। দর্শন স্পর্শনেই তাঁর দিব্যভাবের উদয় হইল। তখন গ্রন্থ আনয়নকারীর দর্শনের জন্য ব্যাকুলিত হইলেন। কত দিনে সেই গ্রন্থ আনয়নকারী শ্রীনিবাস আচার্য্যের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার অভয় চরণে আত্মসমর্পণ করতঃ পরম ভাগবত হইলেন।

তাই এই জাগতিক দুর্দ্দিনে ভক্তিগ্রন্থ পাঠের একান্ত প্রয়োজন। এই সকল ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তনে জীবের প্রাণক্লেশের অবসান ঘটুক। পরম দয়াল শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপালাভে ধন্য হউক। আর তাঁর প্রদত্ত হরিনাম সুধা পান করিয়া সুনির্ম্মল প্রেম-সম্পদ লাভ করতঃ সুদুর্লভ মানব জনম সফল করুক, নামে প্রেমে জগত মাতিয়া উঠুক, শ্রীগৌর পাদপদ্মে ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

গত ১৩৪২ সালে আমার পরমারাধ্যতম পরমগুরু শ্রীশ্রী ১০৮, ৺প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ লুপ্ততীর্থ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট সংস্কারকল্পে তৎপার্শ্বে বিরাজিত কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গনোপরি শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির স্থাপন করেন। তাহাতে শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবার প্রকাশ করেন। তাঁহার

একান্ত ইচ্ছা ছিল ; এই স্থানটিকে বৈষ্ণবীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা; ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা, সংগ্রহ সংরক্ষণ ও প্রচার বিভাগ গড়ে তোলা। কিন্তু দুর্দৈব শ্রীপাট সংস্কারারম্ভের অল্পকাল মধ্যে অন্তর্দ্ধান করায় তাঁহার অভিলষিত কর্ম সুসম্পন্ন হয় নাই। শ্রীবিগ্রহের সেবার সুবন্দোবস্ত ও শ্রীপাটের সুযোগ্য সংস্কারও সম্ভব হয় নাই। তাহার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহারই সুযোগ্য শিষ্য আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮, শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী মহারাজ তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া সেবার দায়িত্ব গ্রহণের পর বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার অভিলষিত কর্মে বিশেষ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। অধুনা তাঁহার একান্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারই অযাচিত করুণা শক্তি বলে এই কর্মের শুভারম্ভ হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য' ও "জগদগুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়া এই কর্মের শুভারম্ভ করেন। তৎপরে "শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়" ও "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন" গ্রন্থদ্বয় তৎকৃপাদিষ্ট হইয়া মৎ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। অধুনা তাঁহারই কৃপাশক্তি বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকা প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছি। এই গুরুহ কর্ম সম্পাদন ক্ষেত্রে আমি অতীব অযোগ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা ও তত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই এই কর্ম সম্পাদনে আমার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত বহুবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিজগুণে সর্ব্বাত্মরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুর্য্য রস আস্বাদন করুন।

"শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥"

কার্য্যারম্ভে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরচিত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত" গ্রন্থখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়া উদ্যোগ পর্ব্বের শুভ সূচনা করিলাম। আশা, পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ভাণ্ডারী শ্রীনিতাই চাঁদের কৃপাধন্য হোয়ে আমাদের যাত্রা শুভ হউক। নিতাই চাঁদ আমাদের সকল বিঘ্ন অতিক্রম করাইয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অপ্রাকৃত গুণ ও মহিমা প্রচারের পরম সহায়ক হউন, ইহাই একান্ত আন্তরিক আকুল আবেদন। শ্রীনিতাই চাঁদের অপার মহিমা, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গীত ছন্দে গাহিয়াছেন—

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথা যে কয়॥
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন তারা।
দশদিক ময়, নিতাই সুন্দর, নিতাই ভুবন ভরা॥
রাধার মাধুরী, অনঙ্গ মঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে॥
রাধার ভগিনী, শ্যাম সোহাগিনী, সব সখীগণ প্রাণ।
যাঁহার লাবণি, মণ্ডপ সাজনি, শ্রীমণি মন্দির নাম॥
নিতাই সুন্দর, যোগপীঠ ধরে, রত্ন সিংহাসন সেজে।
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে॥
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি মুখ সব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন রঙ্গ॥
নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, চলিব ব্রজের পুরে।
দাস বৃন্দাবন, এই নিবেদন, নিতাই না ছাড়ো মোরে॥"

ঃ গ্রন্থ পরিচয় ঃ

শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থখানি ইতিপূর্ব্বে হাওড়া রামকৃষ্ণপুরবাসী শ্রীহরিচরণ মল্লিক মহাশয় ১৩০৯ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে ও পরে কেহ প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এতৎ সঙ্গে গ্রন্থের উল্লেখিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় টীকায় প্রদান করিলাম। এইগ্রন্থে প্রভু নিত্যানন্দের অলৌকিক মহিমারাশি বর্ণিত রহিয়াছে। প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম, বাল্য-লীলা, গৃহত্যাগ, তীর্থ পর্য্যটন, নবদ্বীপে আগমন ও শ্রীগৌরাঙ্গ সহ মিলন, গৌর আদেশে নাম প্রচার, গৌরসহ নদীয়া লীলা, প্রভুর সন্ন্যাসকালে অবস্থান করিয়া সঙ্গে নীলাচল গমণ, প্রভুর আদেশে গৌড়দেশে আগমন, বিবাহ, প্রেম প্রচার ও অন্তর্দ্ধানাদি বহু বিষয় সূচারুরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতে চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মহিমারাশি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বগ্রন্থে সগৌরবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৮ম পরি :—

"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।" শ্রীচৈতন্য ভাগবত বঙ্গভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ক সর্ব্ব আদিগ্রন্থ। এই গ্রন্থের সূত্রাদি অবলম্বনে পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ রচিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি বিশেষ অংশ। অর্থাৎ গ্রন্থকার স্বলিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের নিত্যানন্দ মহিমা বিজড়িত উপাখ্যানগুলির সঙ্গে শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বাৎসল্য, শ্রীবসুধা জাহ্নবার বিবাহ ও প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় সংযোজন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাই এই গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বহুলাংশের মিল রহিয়াছে।

গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবনী

গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনলীন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় প্রেম প্রকাশের প্রারম্ভে চতুর্থ বর্ষিয়া কন্যা নারায়ণীকে প্রেম প্রদান করিয়া জগতে প্রেম প্রকাশ ও প্রচার লীলার সূচনা করেন এবং চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। এই অপ্রাকৃত শক্তির সংরক্ষণের পরিণতি রূপে কতদিনে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীনারায়ণী দেবী স্বচক্ষে শ্রীশ্রীল গৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতার মুখে শ্রবণ, মুরারী গুপ্তের কড়চার সূত্র ও স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থকার প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য এবং প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে বহু লীলার সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারই লেখনী প্রসূত এই গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাত ঘটিয়াছে কিনা তাহার সঠিক কোন প্রমাণ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রেম-বিলাসাদি গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত। ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত॥
নতিগ্রামে জন্মস্থান, দেন্দুড়াতে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত কৈল প্রচারিতে॥"

তথাহি—শ্রী প্রেমবিলাসে—

"কুমারহট্ট বাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যেহোঁ। তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস। তিঁহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেলা স্বর্গে॥
ভ্রাতৃ কন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি। আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস। মাতা সহ মামগাছি করিলা নিবাস॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন। মাতাসহ বৃন্দাবনের করে ভরণ পোষণ॥
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল। নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল॥

* * * *

তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধান করিবার পরে। দেহুড় গ্রামে বৃন্দাবন বসতি যে করে॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতার নাম বৈকুণ্ঠ বিপ্র। মাতার নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। হালিসহরের নতি গ্রাম নামক স্থানে তাঁহার পিতৃভূমি। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালীন পিতা বৈকুণ্ঠ বিপ্র অন্তর্দ্ধান করিলে মাতা অসহায় হইয়া পড়েন। সে সময় মাতামহ শ্রীবাস পণ্ডিত নারায়ণী দেবীকে আপনার কুমারহট্ট ভবনে আনিয়া সযতনে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভূমিষ্ট হন। তথায় পাঁচ বৎসর অবস্থানের পর মাতার সঙ্গে মামগাছি গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত সেবায় অবস্থান করিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পূর্ব্বাবতার সম্পর্কে কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার বচন যথা—

তথাহি—১০৯ শ্লোকঃ—

বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখ যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥

সত্যাবতী সুত বেদব্যাসের সঙ্গে লীলার প্রয়োজনে ব্রজের কুসুমাপীড় সখা মিলিত হইয়া বৃন্দাবন দাস নামে প্রকট হন। কতক কাল মামগাছিতে অবস্থান করিয়া দেন্দুড়ায় গিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং তথায় বসিয়া ১৪৯৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—

"চৌদ্দ শত পঁচানব্বই শকাব্দের যখন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের দেন্দুড়ায় গমন সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ—

রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া। উপনীত হইলা শেষে দেনুড়া আসিয়া॥
কেশব ভারতী যথা করি বাল্য লীলা। শৃঙ্গারী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী। যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী॥
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন এখন। নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলা যখন।

গোপীনাথ আর ভক্তরাম হরিদাস। অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভুপাশ ॥
ভক্তি করি প্রভুরে সবে প্রণাম করিলা। হরিনাম গাহি তবে নাচিতে লাগিলা ॥
ভোজনাদি শেষ করি মুখ শুদ্ধি তরে। হরিতকী মাগিলেন নিত্যানন্দ মোরে ॥
পূর্ব্বের সঞ্চিত এক হরিতকী লৈয়া। প্রভুর শ্রীকরে মুক্তি দিলাম ভাঙ্গিয়া ॥
হাসি প্রভু বলে তুমি রহ এই স্থান। এথা রহি গাও তুমি চৈতন্য গুণগান ॥
প্রভুরে দেখিবে হেথা না হইও চঞ্চল। এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল ॥
প্রভুর বিগ্রহ ইহ করহ স্থাপন। বিগ্রহে প্রভুরে সদা পাবে দরশন।"

এইভাবে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেন্দুড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। ইহার পরবর্ত্তী কোন ঘটনা আমার জানা নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় ও শ্রীগুরু কৃপা শক্তিবলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকা প্রণয়নের প্রারম্ভে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। পরবর্ত্তী কালে এতাদৃশ ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার, শ্রীঅভিরাম লীলামৃত, শ্রীবংশীশিক্ষা, শ্রীকর্ণানন্দ, শ্রীশ্যামানন্দ, প্রকাশ, শ্রীঅদ্বৈতস্বরূপামৃত, শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীপ্রেমবিলাস, শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীভক্তি রত্নাকর, শ্রীঅনুরাগবল্লী, শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ, শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় প্রভৃতি সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বিজড়িত প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী অগ্রে প্রকাশ করাই মূল লক্ষ্য। গ্রন্থ বিশেষে কোন গ্রন্থ এক সংখ্যায় কোন গ্রন্থ দুই তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। এতৎ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের লিখিত অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থাবলীও স্বলিখিত "শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী" নামক গ্রন্থখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। এই শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চ শতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের পূর্ব্ব অবতার, জন্ম, বংশপরিচয়, লীলা কাহিনী ও অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় বিষদভাবে সুললিত পয়ার ছন্দে বর্ণিত রহিয়াছে।

আলোচ্য পত্রিকা প্রণয়ন কার্য্যে বহু সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে হালিসহর নিবাসী শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবদান বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই কার্য্যের শুভ সূচনা করিলাম। এতৎসঙ্গে তৎভ্রাতা শ্রীগুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা নিবাসী শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য, ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহানুভূতিও কিঞ্চিৎকর নহে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের সর্ব্বানুরূপ মঙ্গল করুন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকাখানির প্রণয়ন ক্ষেত্রে বহুমুখী ত্রুটি তথা মুদ্রণ প্রমাদাদি দৃষ্টিগোচর হইলে অদোষদরশী সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিজগুণে ক্ষমা করতঃ সংশোধন করিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা রস-মাধুর্য্য আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন। ব্রহ্মাদির আরাধিত সুনির্মল শ্রীগৌর-প্রেমের অমিয় পরশে সুদুর্লভ মানব জীবন ধন্য করুন।

জয় শ্রীশ্রীনিতাই গৌর হরিবোল।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ হালিসহর।
জেলা—২৪ পরগণা।

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী
দীন—
কিশোরী দাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত—

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ॥

শ্রীমুরারিগুপ্তস্য শ্লোকঃ[১]।

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানু-বিলম্বি-ষড়্‌ভুজো বহুধাভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্যনিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়ানাং॥
আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥
তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবদ্বাক্যং।

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য সিদ্ধির লক্ষণ॥
ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
সহস্র বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখ কৃষ্ণ যশোধাম॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে, সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥

১) মুরারীগুপ্ত—শ্রীমুরারীগুপ্ত শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হন। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানই মুরারীগুপ্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব লীলাচ্ছলে মুরারী গুপ্তের গুপ্তমহিমা বিদিত করিয়াছেন। তাঁর মুখে শ্রীরামমহিমাষ্টক শ্রবণ করিয়া প্রভু তাঁহার ললাটে 'রামদাস' নাম লিখিয়া দেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক ছন্দে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। তাহা মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে সর্ব্বজনাদৃত। ইহা গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক সর্ব্ব আদি গ্রন্থ। ১৪০৫ শকে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে কড়চা গ্রন্থ রচনা করেন।

ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায়॥
কহিলাম এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এইমত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব॥
অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব॥
নিতাই-চাঁদের পুণ্য শ্রবণ চরিত।
ভক্ত প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥
বেদগুহ্য নিতাই চরিত কেবা জানে।
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥
নিতাই চরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি।
যেনমত দেন শক্তি তেন মত লিখি॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত নিতাই আমারে যে বলায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মন দিয়া শুন ভাই শ্রীনিতাই কথা।
ভক্তসঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা যথা॥
ত্রিবিধ নিতাই লীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই! শুন এক চিতে।
শ্রীনিতাই অবতীর্ণ হৈল যেই মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদযুগে গান॥

প্রথম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥
জয়াদ্বৈত চন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর॥
রাঢ়দেশে একচাকা[1] নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য দোষ খণ্ডিল সকল॥
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র[2] হাড়াই পণ্ডিত।

---

১) একচাকা—একচাকা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এখানে ১৩৯৫ শকে প্রভু নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। একচাকা ধামই বর্ত্তমানে বীরচন্দ্রপুর নামে খ্যাত। (মৎকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটনে বীরচন্দ্রপুর দ্রঃ)।

২) হাড়াই পণ্ডিত—হাড়াই পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দের পিতা। প্রভু নিত্যানন্দের মাতার নাম পদ্মাবতী। পূর্ব্ব অবতারের বসুদেব ও দশরথের মিলনে হাড়াই পণ্ডিত, রোহিণী ও সুমিত্রার মিলনে পদ্মাবতী প্রকট হন। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম শ্রীসুন্দরামল ওঝা। হাড়াই পণ্ডিতের সাত পুত্র যথা—নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ। হাড়াই পণ্ডিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর হস্তে জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যানন্দকে অর্পণ করিয়া দশরথের ন্যায় পুত্র বিরহে বিরহান্বিত অবস্থায় কতদিনে অন্তর্দ্ধান করেন।

মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত ॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবী শক্তি সেই জগন্মাতা ॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী শুভদিনে।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নামে ॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায় ॥
এইমত সর্ব্বলোক নানা কথা কয়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায় ॥
হেনমতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥
দেবসভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহো করে নিবেদনে।
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধরায় ॥
কোনো শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে।
জন্মিবাও গিয়া আমি মথুরা গোকুলে ॥
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দৈবকীর করায়েন বিয়া ॥
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে ॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥
কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহো স্তন পান করে উঠি আর বুকে ॥
কোনদিন শিশু সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥
তারে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥
যাহার বালক তারা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে ॥
সবে বলে না দেখি এমত কৃষ্ণখেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ॥
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥
ঝাঁপদিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া ॥
কোনদিন তালবনে শিশুগণ লইয়া।
শিশুসঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া ॥
শিশুসঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক, অঘ, বৎস করিয়া তাহা মারে ॥
বিকালে আইসে ঘরে গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ সঙ্গে শৃঙ্গ বহিতে বহিতে ॥
কোনদিন করে গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোনদিন করে খেলা ॥
কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন ॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া ॥
কোনদিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লঞা যায় রামকৃষ্ণ কংসের নির্দ্দেশে ॥
আপনেই গোপীভাবে যে করে ক্রন্দন।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ ॥
বিষ্ণুমায়া মোহে কেহো লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেণ শিশু সঙ্গে।
কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে ॥
কুব্জা বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে ॥
কুবলয়, চানুর, মুষ্টিক, মল্লমারি।

কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি ॥
কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশুসঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে ॥
এইমত যত যত অবতার লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ॥
কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি রাজা করি ছলে তাহার ভুবন ॥
বৃদ্ধ কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে ॥
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে ॥
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি "জয় রঘুনাথ" বলে ॥
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে ॥
"আরেরে বানরা! মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয় ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা! তুমি কর সুখ ॥"
কোনদিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র! পলাহ সত্বরে ॥"
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু, মানবে কৌতুক ॥
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ ॥
"কে তোরা বানর সব! বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ ভৃত্য বল মোর স্থানে ॥"
তারা বলে "আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র লই পদধূলি" ॥
তা সবারে কোলে করি আইসে লইয়া।
শ্রীরাম চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
ইন্দ্রজিত-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণভাবে হারে ॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রামস্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে ॥
কোন শিশু বলে মুঞি আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ ॥
এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া ॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে ॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে ॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্বলোকে আসি হইলা বিস্মিতে ॥
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহ বলে বুঝিলাম ভাবের কারণ ॥
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রাম বনবাসে এড়িলেন কলেবর ॥
কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়াল।
হনুমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল ॥
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।
পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে ॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান।
নাকে দিলে ঔষধ আসিব মোর প্রাণ ॥
নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ ॥
ছন্ন হইলেন সবে শিক্ষা নাহি স্ফুরে ॥
উঠ ভাই। বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
লোকমুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনুমান কাচে শিশু চলিলা তখন ॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফলমূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে ॥
রহ বাপ! ধন্য কর আমার আশ্রম।

বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন ॥
হনুমান বলে কার্য্য গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব ॥
শুনিয়াছ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ ॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন ॥
তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয় ॥
নিত্যানন্দ শিক্ষায় বালকে কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে রহি চায় ॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণে ॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া।
হনুমান শিশু আনে কূলেতে টানিয়া ॥
কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখে হনুমান আর মহাবীর ॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছ ॥
কুম্ভীর জিনিলা মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাব, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে ॥
হনুমান বলে তোর রাবণ কুকুর।
তারে নাহি বস্তু বুদ্ধি তুই পালা দূর ॥
এইমত দুইজনে হয় গালাগালী।
শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী ॥
কতক্ষণে সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে ॥
তঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা' সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন ॥

আর এক শিশু তঁহি বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি পিতা-মাতা আদি হাসে সর্ব্বজনে ॥
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত ॥
সবে বলে বাপ! ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা ॥
প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোলে হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার ॥
সর্ব্বলোকে পুত্র হইতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণু মায়া বশে ॥
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনে আর না করে আনন্দ ॥
পিতা-মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব শিশুগণ।
নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ ॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমত বিহার ॥
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনে নাহি ভায় ॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেনমত স্ফুরে যারে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দজান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী তাত দুঃখের কারণ ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা ॥

তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষি কর্ম্মে, কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা মাঠে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ চন্দ্র বলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়॥
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে॥
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঁই।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ ধর্ম্ম পালিয়াছে পিতা সনে॥
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী[১] সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর॥
নিত্যানন্দ পিতা জানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
সর্ব্বরাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা কথন প্রসঙ্গে॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ পিত. প্রতি ন্যাসীবর বলে॥
ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার॥
ন্যাসী বলে করিবাও তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল জেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর।
প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ হয়' হেন বাসি॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন।

---

১) এক সন্ন্যাসী—এই সন্ন্যাসীর নাম শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। ইান স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া একচাক্রায় হাড়াই পণ্ডিতের ভবনে আগমণ করতঃ তীর্থ সেবকরূপে নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া গমণ করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—

জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্ন করয়ে দর্শন। বলরাম আসি তারে কহয়ে বচন॥
আমি হাড়া ওঝা পুত্র ওহে ন্যাসীবরে। নিত্যানন্দ নাম হয় এই অবতারে॥
মোরে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করাইঞা গ্রহণ। নিত্যানন্দ অবধূত নাম করিবা রক্ষণ॥

* * * *

দৈবে সেই সন্ন্যাসী আইলা হাড়া ওঝা ঘরে। নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিলা ভিক্ষা করে॥
সেই সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বরপুরী হয়। নিত্যানন্দ দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করয়॥
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে দিলা। তেজরূপে বিশ্বরূপ নিতাইয়ে মিশিলা॥
সন্ন্যাসীর তেজে নিতাই হৈলা অবধূত। ঈশ্বরপুরী সহ তীর্থ ভ্রমিলা বহুত॥"

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোদয় নাটকে—

অন্তাগ্রজস্তুরুতদার পরিগ্রহঃ সন্, সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ।
শ্রীমং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা, পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরো বভূব ইতি॥

যদ্যপিহ রাম বিনে আজ্ঞা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে॥
সেইত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে॥
দৈবে সেই বস্তু, কেনে রহিব সে অস্থি।
অন্যথা লক্ষ্মণ যার গৃহেতে উৎপত্তি॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছ প্রভু। সেই মোর কথা॥
আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোঙাইয়া মাথা॥
নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর।
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমেতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন্ জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥
ভক্তিরস জড়-প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়ো ওঝা হইলা পাগল॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
প্রভুকে না ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব॥
স্বামী হীনা দেবহূতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥
যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায়॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনী॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়॥
প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব জন্মস্থান॥
যমুনা বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বুলেন কুতূহলী॥
শ্রীবৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদন গোপাল[1] নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী॥

---

১) মদন গোপাল—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বৃন্দাবন গমনের বহুপূর্ব্বে তীর্থ ভ্রমণ কালীন শ্রীল অদ্বৈত প্রভু কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহন বিগ্রহকে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রকট করতঃ শ্রীঅদ্বৈত বট নামক স্থানে স্থাপন করেন। তথায় লীলাবশে "মদনমোহন" "মদন গোপাল" নাম ধারণ করেন। (লীলা কাহিনী সংকৃত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটনের ১৩৬ পৃঃ দ্রঃ)।

ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন রোদন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি শূন্যের কারণ॥
বলরাম কীর্ত্তি দেখি হস্তিনা নগরে।
"ত্রাহি হলধর।" বলি নমস্কার করে॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ॥
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুইগণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব॥
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যোদক বিন্দু সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর।
রাম জন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর॥
তবে গেলা গুহক চণ্ডাল রাজ্য যথা।
মহা মূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥
গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিন দিন আছিলা আনন্দে অচেতন॥
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ॥
তবে গেলা সরযু কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত্য আশ্রম পুণ্যস্থান॥
গোমতী গণ্ডকী শোন তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্র পর্ব্বত চূড়োপরি॥
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গাজন্ম ভূমি হরিদ্বার॥
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণ্বাতীর্থে বিপাশায় মার্জ্জন আচরি॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ পার্ব্বতী॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরূপে মহেশ পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি॥
নিজ ইষ্টদেব[১] চিনিলেন দুইজনে।
অবধূতরূপে করে তীর্থ পর্য্যটনে॥
পরম সন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥
কি অন্তর বাথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠি পুরী।
কাঞ্চী হরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রের পয়ান॥
ঋষভ পর্ব্বত গেলা দক্ষিণ মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরা॥
মলয় পর্ব্বত গেলা অগস্ত্য আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়॥
তা' সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রম গেলা পরম আনন্দ॥

---

১) ইষ্টদেব—এখানে গ্রন্থকর্ত্তা প্রভু নিত্যানন্দকে শ্রীমহেশ পার্ব্বতীর ইষ্টদেব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে প্রভু নিত্যানন্দের তত্ত্ব উপলব্ধি করিলে এই ইষ্টদেব বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন।

কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয় ॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড প্রণত হইলা ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু, বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকানগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ সাগর ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরা-সরোবরে ॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে ॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেবী নিত্যানন্দ রায়।
নির্বিবন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায় ॥
রেবা মাহেষ্মতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সুপারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥
এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায় ॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদযুগে গান ॥

তৃতীয় অধ্যায়

এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র[১] সহ হৈল দরশন ॥

---

১) মাধবেন্দ্র—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের সর্ব্বাদি সূত্রধার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গুরু। মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্ব্ব অবতার বিষয়ক বর্ণন যথা—তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা—২২ শ্লোকঃ—

"কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধাম ন তিষ্ঠতঃ।
প্রীত-প্রেয়ো-বৎসলতোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিণঃ ॥

প্রীত-প্রেয়ো-বৎসল-উজ্জ্বল অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর নামক রসাল ফলধারী ব্রজস্থিত কল্পবৃক্ষের সহিত মন্ত্রস্বরূপ পৌর্ণমাসী ও মহামুনি সনক মিলিত হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী নাম ধারণ করেন। তাঁহার গুরু পরম্পরা যথা—নারায়ণ ব্রহ্মা নারদ-ব্যাস-মাধবাচার্য্য-পদ্মনাভ-নরহরি-মাধব-অক্ষোভ-জয়তীর্থ-জ্ঞানসিন্ধু-মহানিধি-বিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্ম-পুরুষোত্তম-ব্যাসতীর্থ লক্ষ্মীপতি-মাধবেন্দ্রপুরী। মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীহট্ট জেলায় পূর্ণিপাট গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে সর্ব্বশাস্ত্রে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বৈরাগ্য উদয়ে পিতা বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে এক পুত্র জন্মিলে পত্নী বিয়োগ ঘটিল তখন তিনি শিশুপুত্র বিষ্ণুদাস সহ কুমারহট্ট কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপুর নামক স্থানে আসিয়া চতুষ্পাটি খুলিলেন। তথায় ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈতাদির সহ মিলন হইল। কতদিনে অদ্বৈত সমীপে নিজপুত্রে রাখিয়া তীর্থ ভ্রমণে গমণ করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপাল প্রকট করিয়া চন্দনোদ্দেশ্যে ক্ষেত্রপথে শান্তিপুরে উপনীত হন। সে সময় অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে দীক্ষা দিয়া ক্ষেত্র হইতে চন্দন আনয়ন করতঃ রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দেবের অঙ্গে অর্পণ করেন। তারপর ঝারিখণ্ডের হ্রদতীরে অষ্টমাস গলিত পত্র গ্রহণ করিয়া ভজন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনাদি লাভ করেন। সে সময় পরমানন্দাদি সপ্তশিষ্য পৌঁছিলে বিষ্ণুমন্ত্রে পুনঃশ্চরণ করতঃ তাহাদিগকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর সশিষ্য একচাক্রায় প্রভু নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমণ করেন। পরে তীর্থ ভ্রমণ কালে নিত্যানন্দ সহ মিলন করেন। ১৩১১ শকাব্দের ৭ই ফাল্গুন

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য্য গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা পাসরি॥
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী[২] আদি শিষ্যগণে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজনে।
অন্যোন্যে গলায় ধরি করেন ক্রন্দনে॥
বালুগড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি॥
নিত্যানন্দ বলে "তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক্ তাহার ফল পাইলাম তত॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥"
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেম জলে॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দ[৩] পুরী আদি যত।
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥
সবে যত মহাজন সম্ভাসা করেন।
কৃষ্ণপ্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন॥
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সবে ভ্রমেন দেখিয়া॥
অন্যোন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোন্যে দেখি কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি পূজনের কিছু পূর্ব্বে নবদ্বীপে আগমণ করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। তারপর বৈশাখ মাসে প্রভুর চূড়াকরণ অনুষ্ঠান সমাপন করেন। তারপর কতদিন পরে তিনি শ্রীগোপালদেবের স্মরণ করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

২) ঈশ্বরপুরী—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। তাঁহার পূর্ব্ব অবতার বিষয়ক বর্ণন যথা: তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা—২৩ শ্লোকঃ—

তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ।
কলয়া মাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার ফলাত্মকং॥

শৃঙ্গার ফলস্বরূপ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রসস্তূপ হইয়া জগতে শৃঙ্গাররস বিস্তার করিয়াছেন। "ঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল"।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহর গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য্য। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সেবা গুণে সমস্ত প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গে অর্পণ করতঃ ১৪৩৩ শকাব্দের ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে অন্তর্দ্ধান করেন।

৩) ব্রহ্মানন্দপুরী—শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু স্থানীয় ও ভক্তিকল্পবৃক্ষের নবমূলের এক মূল।

কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণ কথা পরানন্দ রঙ্গে॥
মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন।
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মত্তপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কতকাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে॥
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে 'প্রেমা না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেইজনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত, আর না করয়॥
এইমত অন্যোন্য দুই মহামতি।
কৃষ্ণ প্রেমে না জানেন কোথা দিবারাতি॥

কতদিন মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিচ্ছেদে প্রাণ রহে॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে॥
ধনু তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়ানগর॥
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড় নৃসিংহদেব পুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্য স্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচল চন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে॥
দেখিলেন চতুর্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড় হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার॥
এই মত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
তাঁর তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর কৃপা হইতে॥
এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥

আহার নাহিক কদাচিত দুগ্ধ পান।
সেই অযাচিত যদি কেহ করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশুসঙ্গে বৃন্দাবনে ধুলা খেলা খেলে॥
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব শক্তি।
তথাপিহ কারেও না দিলেন বিষ্ণুভক্তি॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তাঁর সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস॥
কেহ কিছু না করে চৈতন্য আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে॥
কি অনন্ত, কিবা শিব, অজাদি দেবতা।
চৈতন্য আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥
ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সেই পাপী সর্ব্বথায়॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে॥
চৈতন্যের আদিভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়ে॥
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য কৃপাতে হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥
কেহ বলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয় ধাম॥
কিবা যতী নিত্যানন্দ। কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ, সে কেবল স্তুতি॥
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যে।
অন্য জনে নিন্দাকরে ক্ষয় যায় সে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্ম জন্ম পড়িবাও এই অভিমত॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয়॥
তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
তুমি তাঁরে দিলে বিনা কোনজনে পায়।
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থ পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান॥

আদিখণ্ড সমাপ্ত ঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায়চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে নিতাই কথা ভক্তিলভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে খুচে অন্তর পাষণ্ড॥
দেখরে নয়ন ভরি নিতাই সুন্দর।
গৌরাঙ্গ প্রণয়-রসময় পুরন্দর॥
আভোরা প্রণয়রসে অঙ্গ গদগদ।
চলিতে অথির ধরে আধ আধ পদ॥
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে
নন্দন[১] আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্যসম॥
মহা-অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গম্ভীরতা দেখি মহাধীর॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম অবতার॥
কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগৎ জীবন হাস্য সুন্দর অধর॥
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতি।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ॥
পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিতে শ্রীমুখ-বাক্য কর্ম্মবন্ধনাশ॥
আইলা নদীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায়।
সকল ভবনে জয় জয় ধ্বনি গায়॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড॥
বণিক অধম মূর্খ যে করিল পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম হইলে যাঁর॥
পাইয়া নন্দন আচার্য্য হরষিত হয়া।
রাখিলেন নিজঘরে ভিক্ষা করাইয়া॥

---

১) নন্দন আচার্য্য—নন্দন আচার্য্য নবদ্বীপবাসী শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু লীলাঙ্গে তাঁহার ঘরে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ চন্দ্র আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অন্তর হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥
পূর্ব্বে ব্যপদেশে সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে ॥
আরে ভাই দিন ছুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥
দৈবে সেইদিন বিষ্ণু পূজি বিশ্বম্ভর।
সকল বৈষ্ণব যথা মিলিলা সত্বর ॥
সবাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
আজি আমি অপরূপ দেখিনু স্বপনে ॥
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার ছুয়ার ॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে গতি নহে স্থির ॥
বেত্র-বান্ধা এক কানা কুম্ভ বামহাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান নীলবস্ত্র মাথে ॥
বাম শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব হেন বুঝিয়ে চরিত্র ॥
এই বাড়ী নিমাই পণ্ডিতের হয় হয়।
দশবার বিশবার এই কথা কয় ॥
মহা অবধূত বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর প্রভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিনু আমি কোন মহাজনে তুমি ॥
হাসিয়া আমারে বলে এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হবে পরিচয় ॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম ॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥
মদ আন, মদ আন, বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন ছুই কর্ণ ফাটে ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত[২] কহে শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি ॥
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়।
কম্পিত সকলগণ দূরে রহি চায় ॥
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ ॥
আর্য্যা-তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ ॥
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব চরিত্র।
স্বপ্ন অর্থ স্বভাবে বাখানে রামমাত্র ॥
হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এককথা।
কোন মহাপুরুষ যে আসিয়াছে হেথা ॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি তোমা সবা স্থানে।
কোন মহাজন সঙ্গে হৈব দরশনে ॥
চল হরিদাস[৩] চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখ কে আইসে কোন ভিত ॥

---

২) শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, পঞ্চতত্ত্বের একজন। নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহাপ্রকাশ লীলা সংঘটিত হয়। তাঁর গৃহে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন বিলাসের সূচনা করিয়া জগত উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করেন। শ্রীবাস পূর্ব্ব অবতারে মহামুনি নারদ ছিলেন। শ্রীহট্টে জন্ম; নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। নলিন, শ্রীবাস, রামাই, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এই পাঁচভাই। গৌরাঙ্গদেবের বৈভব-লীলা প্রকাশের পূর্ব্বে নলিন পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করায় শ্রীবাসের চার ভাই বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস পণ্ডিত হালিসহরে আসিয়া বাস করেন।

৩) হরিদাস—হরিদাস যিনি হরিদাস ঠাকুর নামে সর্ব্বজনবিদিত। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ঋচক মুনিপুত্র ব্রহ্মা ও

দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুইজনে।
এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণে॥
আনন্দে বিহ্বল দুই চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়॥
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহো না দেখিয়া॥
নিবেদয়ে দোঁহে আসি প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে॥
কি সন্ন্যাসী, কি বৈষ্ণব, কিবা জ্ঞানী স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিনু সকল॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্যগ্রাম॥
দুঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাকে অনেক যাইবে যম ঘর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক কারণে॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্তগণ।
"জয় কৃষ্ণ" বলি সবে করিলা গমন॥
পথে যাইতে "মুরারি মুরারি"। ডাকে পঁহু।
"না দেখিলা অবধূত" বলি হাসে লহু॥
নন্দন আচার্য্য ঘরে আছে মহাশয়।
আইস যাইব তথা কহিলা নিশ্চয়॥
পথে যাইতে ঘন ঘন "হরি হরি বোল।"
শ্রীঅঙ্গে পুলক কণ্ঠে গদগদ বোল॥
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা।
চলিতে না পারে পথ সোনার কিশোরা॥
ক্ষণে সিংহ পরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর যেন উলটি না চায়॥
নবধর জল যেন গম্ভীর নিনাদে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার আনন্দ উন্মাদে॥
সবা লই প্রভু নন্দন আচার্যের ঘর।
যাইয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌর সুন্দর॥
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য্য সম॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহাভক্তি যোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর কৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাঁড়াইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিলা চাহিয়া॥

দৈত্যকুল তিলক প্রহ্লাদের মিলনে হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ১৩২৭ শকে বূঢ়নে ভোটকলাগাছি গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহন করেন। বাবার নাম মনোহর, মায়ের নাম উজ্জলা। বাল্যে পিতা-মাতার বিয়োগ ঘটিলে আম্বয়ার অধিপতি মণদ্মা কাজী তাঁহাকে পালন করেন। পরে অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌর-আগমনী-আরাধনায় সহায়তা করেন। বাইশ বাজারে প্রহার, মায়া ও গণিকার দীক্ষাপ্রদান পরে গৌরসহ নদীয়া বিলাস করিয়া পরে ক্ষেত্রধামে অবস্থান করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন, শ্রীবদন দর্শনরতঃ অবস্থায় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর ॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্যগন্ধমাল্য দিব্যবাস পরিধান ॥
কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে ॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥
ললাটে বিচিত্র উর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর ॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥
নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর ॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায় ॥
রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু সবেই বিস্মিত ॥
বুঝিলেন সর্ব্ব প্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিলা উপায় ॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণ ধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত ॥

তথাহি —শ্রীমদ্ভা—১০ স্কন্ধে ॥—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং,
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রাণ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ণ গোপবৃন্দৈ,—
বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্গীত কীর্ত্তিঃ ॥

শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়া নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
"পড় পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে রোদন ॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অন্যের কি দায়! বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" সবে সওরয় ॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥
বিশ্বম্ভর রূপ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তর-আনন্দ ক্ষণে, ক্ষণে মহাহাস ॥
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গান, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোরে জোরে লম্ফ দেই দেখি ভাল ॥
আরক্ত গৌরাঙ্গ কান্তি পরম সুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কার অঙ্গ মনোহর ॥
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা।
শিরে লটপটি পাগ চম্পকের আভা ॥
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি।
কুরঙ্গ নয়নী চিত্ত তরল সন্ধানি ॥
হাসিতে বিজুলি যেন খড়িয়া পড়িছে।
কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে ॥

মেঘ জিনি গরজে গম্ভীর শব্দ শুনি।
কলি মত্ত হাতির দমন সিংহধ্বনি॥
মাতিল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্ন বদনে প্রেমধারা নিরন্তর॥
পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগী।
কম্প স্বেদ আদি ভাবে রসে অনুরাগী॥
কলি দর্প দমন কনকদণ্ড ধরে।
রাঙা উৎপল করতল মনোহরে॥
অঙ্গদ কঙ্কন হার কেয়ূর কিঙ্কিনী।
গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি॥
পড়িয়া গড়িয়া উঠে বোলয়ে সামাল।
সবাকে বোলয়ে কাঁহা কানাঞা গোয়াল॥
অলৌকিক বাক্যভাব ক্ষণে কাঁদে হাসে।
মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতি প্রশংসে॥
ক্ষণে যুগপদ করি লাফে লাফে যায়।
এক কহে, আর বলে, বুঝনে না যায়॥
অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ।
কুলবতী গৃহ তারা ছাড়িল তখন॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরনাম করে।
করিল বিনয়স্তুতি মধুর অক্ষরে॥
পড়িলেন প্রভু পদে নিত্যানন্দ রায়।
দুঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়॥
দোঁহ আলিঙ্গন কভু কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া।
কতি ছিলা বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া॥
সকল জগৎ চাহি ফিরিয়া আইনু।
কোথাও তোমার লাগ মুই না পাইনু॥
শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপ পুরে।
লুকাঞা রয়েছে আসি নন্দের কুমারে॥
চোর ধরিবারে মুই আইলাম হেথা।
ধরিলাম চোর আজি পলাইবে কোথা॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কাঁদে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ কাছে॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সহ কান্দে গৌরচন্দ্র॥
পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবেই কেহ নারে ধরিবার॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর করিলেন আপনার কোলে॥
বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তাঁরে হইলা নিষ্পন্দ॥
যার প্রাণ তারে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেন শ্রীরামের কোলে॥
প্রেমভক্তিবাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিতাইরে কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র॥
কি আনন্দ বিরহ হইল দুইজনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বই নাহিক উপমা॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরি বলি জয়ধ্বনি করে ভক্তগণে॥
নিতাইরে কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি। মনে হাসে গদাধর॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥
নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের[১] অন্তর॥

১) গদাধর—চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতৃভূমি। পিতার নাম মাধব মিশ্র, মাতার নাম রত্নাবতী। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গসহ বিদ্যা বিলাস ও সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করিয়া নীলাচলে গমন

নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু না বোলয়ে ঝুরে মাত্র আঁখি॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিলা॥
বিশ্বম্ভর বলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাম ভক্তিযোগ চারি বেদ সার॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
ইহা কি ঈশ্বর শক্তি বিনা হয় আর॥
সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে কোনকালে॥
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা লক্ষিবেক হেন আছে কোন জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥
অবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিত্যানন্দ স্তুতি করে নাহি অবসর॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক সম্ভাষ।
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ॥
প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোনদিক হইতে শুভ করিলে বিজয়॥
শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥
এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেক মর্ম্ম।
করযোড় করি বলে হই অতি নম্র॥
প্রভু করে স্তুতি, শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ ভ্রমিলাম অনেক।
দেখিলাম কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থানমাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাস করিনু তবে ভাল লোক ঠাঁই॥
সিংহাসন সব কেন দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত॥
তারা বলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড় দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে॥
নদীয়ায় শুনি বড় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ বলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনু মুই পাতকী এথায়॥
প্রভু বলে আমরা সকলে ভাগ্যবান।
তোমা হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥
আজি কৃত কৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারিধারা॥
হাসিয়া মুরারী বলে, তোমরা তোমরা।
ইহাতো না বুঝি কিছু আমরা সবারা॥

করতঃ শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রকাশ করেন এবং গৌর অন্তর্দ্ধানের পর নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তখন তাঁহার ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ তাঁহার গলদেশস্থিত গোপীনাথ মূর্ত্তি, গীতা গ্রন্থাদি লইয়া ভরতপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শক্তিরূপা শ্রীরাধার প্রকাশ মূর্ত্তি, রুক্মিনী ও লক্ষ্মী আদি শক্তির মিলনে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়।

শ্রীবাস বোলয়ে উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥
গদাধর বলে ভালো বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত॥
কেহ বলে দুইজন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুইজন যেন কৃষ্ণরাম॥
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেইমত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ॥
কেহ বলে দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয়॥
এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ দরশনে করেন কথন॥
নিতাই চাঁদ গৌরচন্দ্র দুই দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন॥
সঙ্গি-সখা-ভাই-ছত্র-শয়ন-বাহন।
নিত্যানন্দ বিনা নহে অন্য কোনজন॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই তাহা পায়॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব॥
না জানিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ॥
চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যতে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥
রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ।
এইমত নিত্যানন্দ আর বলদেব॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর মহেশ্বর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনন্ত ঈশ্বর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদযুগে গান॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা রসে সবে হইলা বিহ্বলে॥
সবে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি।
বহয়ে আনন্দ ধারা সবাকার আঁখি॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি?
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল যারে লয় মন॥"
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর॥
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর"॥
পণ্ডিত বলেন প্রভু! কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার॥
বস্ত্র, মুদগ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান॥
পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্যে ব্যাস পূজন দেখিব॥

প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে॥
বিশ্বম্ভর বলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভকর সবে পণ্ডিতের ঘর যাই॥"
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে॥
সর্ব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল কিঙ্কর॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥
ব্যসপূজা অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে বেড়ি গায় ভক্তগণ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঁই॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জ্জন।
কেহ মূর্চ্ছা যায় কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প-স্বেদ-পুলক-আনন্দ মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায়॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা ন জানে দোঁহে আপন লীলায়॥
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরণ না যায়॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌর সুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ জলে সর্ব্ব কলেবর॥
চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি আনন্দ সাগরে মাঝে ভাসে॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ উপর॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদতালে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
"মদ আন, মদ আন" বলি ঘন ডাকে॥
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌর সুন্দর।
"ঝাট দেহ মোরে হল মুষল সত্বর॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র॥
কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিল ও শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহমাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব্বজন স্থানে॥
নিত্যানন্দ স্থানে হল মুষল লইয়া।
'বারুণী বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে না বুঝে উপায়।
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায়॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া॥

সর্ব্বজনে দেয় জল প্রভু করে পান।
সত্ত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে হেন জ্ঞান॥
চতুর্দ্দিকে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' প্রভু বলে অনুক্ষণ॥
সঘনে ঢুলায় শির 'নাঢ়া নাঢ়া' বলে।
নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে॥
সবে বলিলেন প্রভু। নাঢ়া বল কারে?
প্রভু বলে আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈত[১] আচার্য্য বলি কথা কহ যার।
সেই নাঢ়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহারে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সব ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
"কি চাঞ্চল্য করিবাঙ ?" প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তসব বলে "কিছু উপাধিক নয়॥
সবারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥
হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেমরসে বিহ্বল হইলা প্রভু শেষ॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু,
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে॥
"স্থির হও কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজবাস॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস মন্দিরে॥
কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥

---

১) অদ্বৈত আচার্য্য—অদ্বৈত আচার্য্য ১৩৫৬ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীহট্টের লাউড় পরগণায় অবির্ভূত হন। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম লাভাদেবী। কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের আমত্য ছিলেন। পূর্ণতর কৃষ্ণ, উজ্জ্বল সখা; সম্পূর্ণা মঞ্জরী ও সদাশিবের মিলনে কমলাক্ষ নামে অবতীর্ণ হন। পরবর্তীকালে অদ্বৈত আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। পিতৃ-মাতৃ অন্তর্দ্ধানে গয়া কার্য্য করিয়া তীর্থভ্রমণ কালে বৃন্দাবনে কুঞ্জায় সেবিত মদনমোহনকে প্রকট করেন। পরে তাঁহাকে চৌবের হস্তে অর্পণ করিয়া নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখার নির্ম্মিত চিত্রপট, গণ্ডকী হইতে শালগ্রাম শিলা গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে আগমণ করেন। কতদিনে চন্দ্রনোদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষার্পণ করেন। তারপর সপ্তগ্রামবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণীকে বিবাহ করেন। ক্রমে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ-মিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ নামে ছয় পুত্র জন্মে। আচার্য্যের আরাধনায় শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গদেব সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন উদ্ধার করেন। কতদিন গৌরাঙ্গসহ লীলা বিহার করিয়া গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের পঁচিশ বৎসর পরে ১৪৮০ শকাব্দে অন্তর্দ্ধান করেন।

কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গাদণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন 'যাও ঠাকুরের স্থানে॥'
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন :
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস[২] করে 'হায় হায়॥'
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয় শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাস পূজা আজি তুমি করহ সত্বর॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নানকরি গৃহে আইলেন প্রভুসনে॥
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব কার্য্য॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভবন॥

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য বিধি ও বোধিত॥
দিব্যগন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥"
যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয়॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায়॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥"
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌর সুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক উপর॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস পূজা মহোৎসব মহাকুতূহল॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়।
সবাই চরণ ধরে যে যাহার পায়॥
চৈতন্য প্রভুর মাতা জগতের আই[৩]।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে।
"দুইজন মোর পুত্র" হেন বাসে মনে॥

২) শ্রীনিবাস—শ্রীবাস পণ্ডিতের নামান্তর।

৩) আই—আই বলিতে গৌরাঙ্গ জননী শচীদেবীকে বুঝায়। পূর্ব্ব অবতারের কৌশল্যা, দেবকী, পৃথ্বী ও অদিতি যশোমতীর সহিত মিলিত হইয়া শচীদেবী নামে প্রকট হন। শ্রীহট্ট নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে বেল-

ব্যাসপূজা মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার॥
সূত্র করি কহি কিছু নিতাই চরিত।
যে তে মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত॥
দিন অবশেষ হৈলে ব্যাসপূজা রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর সঙ্গে॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ববগণ লৈয়া॥
ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
'ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর॥'
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ করে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস ভাগ্য কে বলিতে পারে॥
এইমত নানা দিন নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্বলোকে॥
সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদযুগে গান॥

তৃতীয় অধ্যায়

আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল॥
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি।
ভিক্ষা করি সেইদিন রহিল তথাই॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান।
শ্রীবাস আশ্রমে গেলা প্রসন্ন বয়ান॥
দেবালয়ে প্রবেশিয়া বৈসি দিব্যাসনে।
কহিলা আমারে এই দেখহ নয়নে॥
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ ন্যাসীবর।
সাদরে নিরীখে বিশ্বম্ভর কলেবর॥
তত্ত্ব না জানিলা কিছু বিশেষ তাহার।
কি কাজে কহিলা প্রভু ইঙ্গিত আকার॥
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজজন দেখি কিছু কহিলা অন্তর॥
সবজন হও এই মন্দির বাহির।
শুনিয়া বিস্মিত সব বৈষ্ণব সুধীর॥
মন্দির বাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে।
ইঙ্গিতে কহিল কর্ম্ম কে জানিবে তাঁরে॥
সবিশেষ কথা কিছু কহে আপনার।
নিভৃতে করয়ে কর্ম্ম কে জানিবে তার॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হৈলা ততঃপর॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥

পুখুরিয়ায় আসিয়া বাস করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও রত্নগর্ভ আচার্য্য তাঁর দুই পুত্র, শচী ও সর্ব্বজায়া দুই কন্যা। অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ সর্ব্বকাল যাহার পুত্ররূপে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ইহা অপেক্ষা তাহার মহিমার আর কি বৈচিত্র্য থাকিতে পারে।

তথাহি-শ্রীমুরারীগুপ্ত কড়চায়াং—
সজয়েতি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥

ষড়্ভুজদেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী তলে—ধাতু মাত্র নাই॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ'! করেন স্মরণ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেন ঘন বিশাল গর্জ্জন॥
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া॥
উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত্ত।
সঙ্কীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি তুমি প্রেমময়।
নাহি তুমি দিলে কারু ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি উঠ নিজজন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥
পাইলা চৈতন্য প্রভু, প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ দর্শনে॥
যে অনন্ত হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ॥
ছয়ভুজ দৃষ্টি তানে এ কোন অদ্ভুত।
অবতার অনুরূপ এ সব কৌতুক॥
দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদ্ভুত।
পূর্ব্ব সঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত॥
জয় জয় বিশ্বম্ভর জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদ ধর্ম্মসাধু বিপ্র পাল।
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর॥
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ॥
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে॥
তথাপিও দশরথ বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া সে বধ তা সবারে॥
এতেকে বুঝিতে পারে তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥
তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্বধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন-দণ্ড-কমণ্ডলু-জটা ধরি।
ধর্ম্মস্থাপ ব্রহ্মচারীরূপে অবতরি॥
ত্রেতাযুগে ধরিয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হয়ে যজ্ঞ পুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম্ম॥
স্রুকস্রুব হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ-হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্নধরি।
পূজাকর মহারাজ রূপে অবতরি॥

কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে তাহা সংখ্যা করিবার॥
মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কূর্ম্মরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের আধার॥
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধুকৈটভ সংহার॥
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
শ্রীনরসিংহরূপে কর হিরণ্য বিদার॥
বলি ছল অপূর্ব্ব বামনরূপ হই।
পরশুরাম রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার॥
বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥
ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব লীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে গোকুলে করিলা বহুরঙ্গে॥

তথাহি—শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু.—
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকা পালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান বিদুর্জয়তি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে—
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিনীনাঞ্চ যোষিতাম্।
স্বপ্রিয়ানা-মভূচ্ছব্দ-স্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব শক্তি পরচারি॥

সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেমভক্তির প্রচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব দাস॥
যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদ তালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টি মাত্রে দশ দিক্ হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস॥

তথাহি—শ্রীপাদ্মপুরাণে-তথৈব চ শ্রীস্কন্দপুরাণে
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগভ্যাং,
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিক্।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্,
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্ত অভিলাষ করি॥
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেনধন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞপূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥
যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈলা নবদ্বীপ-গ্রামে॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচীজগন্নাথ গৃহে যথা অবতার॥
জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর॥

জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধু-সুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তভ বিভূষণ॥
জয় জয় হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ, প্রভু তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥
তুমি রক্ষ-কুল-হন্তা জানকী-জীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যা মোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম তাঁর॥
সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ॥
তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি হেথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাধীর।
ভক্তজনে ধরি তোমা করয়ে বাহির॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর॥
এই তোর দুইখানি চরণ কমল।
ইহার সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্র বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়॥
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি শির ধন্য হৈল ইহার স্পর্শনে॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গার জনম।
মস্তকে ধরিয়া শিব আনন্দে মগন॥
তোমারে সে বসুদেব নন্দ সুত বলি।
এবে অবতীর্ণ হঞা উদ্ধারিলে কলি॥
তব পদস্পর্শে প্রভু কাষ্ঠ হয় সোনা।
পাষাণ মানবী হয় জগতে ঘোষণা॥
করযুড়ি নিত্যানন্দ করে নিবেদন।
ত্রিভুবন করে প্রভু তোমার সেবন॥
হরিষে নাচয়ে নিতাই আনন্দ অপার।
দিগ্ বিদিগ্ নাহি জ্ঞান প্রেমের পাথার॥
যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে প্রেমদাতা তারে বিশ্বম্ভর॥
জগতে দুর্লভ বড় বিশ্বম্ভর নাম।
যিনি প্রভু চৈতন্য সবার ধনপ্রাণ॥
এই নিত্যানন্দের ষড়ভুজ দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ বিমোচন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান॥

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি অন্ন মালিনী[১] যোগায়॥

---

১) মালিনী—শ্রীমালিনী দেবী গৌরপ্রিয় শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী। পূর্ব্ব অবতারে ব্রজে অম্বিকা নামে কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী ছিলেন। তাই এই অবতারে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে সম্বোধন করিতেন। তিনি পূর্ব্বভাব অনুরাগে নিতাই গৌরাঙ্গের প্রভুত্ব পালন করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্রমাতা॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূত কেন রাখ নিরন্তর॥
কোন জাতি কোন কুল কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি—বলিলাম আমি॥
আপনার জাতি কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥"
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমারে পরীক্ষ প্রভু! এ নহে উচিত॥
দিনেক যে তোমা ভজে, সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ—মো হন্তে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা॥
এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে॥
প্রভু বলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস॥
মোরগোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা স্থানে।
সর্ব্বমতে সংবরণ ক'রবা আপনে॥
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া-নগর॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায়—সন্তোষ অপার॥
বালক সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায়, গঙ্গাদাস[২] মুরারির ঘরে॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥
বাল্য-ভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়—আই করে পলায়ন॥
এ'কদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র বিশ্বম্ভর স্থানে॥
"নিশি অবশেষে মুঞি দেখিনু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন॥
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুইজনে সান্তাইলা গোসাঞির ঘরে।
রামকৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে॥
তাঁর হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই বলরাম।
চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥

২) গঙ্গাদাস—গঙ্গাদাস নবদ্বীপবাসী শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। বিষ্ণুদাস, নন্দন আচার্য্য ও গঙ্গাদাস তিন ভাই। প্রভুত্রয় লীলারঙ্গে তাঁর ঘরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্ব্বে যবনাক্রান্ত গঙ্গাদাস সপরিবারে পলায়নের জন্য নিশাভাগে খেয়াঘাটে আসিলে প্রভু নিজে খেওয়ারী হইয়া তাঁহাকে পার করিবার জনত বাৎসল্য প্রকাশ করেন। শ্রীবাস গৃহে গৌরাঙ্গদেব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কালে সর্ব্ব সমক্ষে প্রভু ইহা ব্যক্ত করেন।

এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে।
যেকালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়ে॥
ঘুচিল গোয়ালা হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন জন॥
রামকৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাঞি।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি আজিকর আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম॥
নিত্যানন্দ বলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর॥
এইমত কলহ করহ চারিজন।
কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজন॥
কাহার হাতের কেহ কাড়ি লই যায়।
কাহার মুখের কেহ মুখ দিখা যায়॥
'জননী'! বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
'অন্নদেহ' মাতা! মোরে ক্ষুধা বড় করে॥
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইনু।
কিছু না বুঝিনু আমি তোমারে কহিনু॥"
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন॥
বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কার ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়॥
মুঞি দেখোঁ বারেবারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহি কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে॥
বিশ্বম্ভর বলে 'মাতা! শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি শীঘ্র করাহ ভোজন॥"
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান॥

পঞ্চম অধ্যায়

নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর॥
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইলা শিক্ষা॥"
কর্ণধরি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥
এত বলি দুইজনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণকথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে॥
আসিয়া বসিলা এক ঠাঁই দুইজনে।
গদাধর আদি পরমাত্মীয়গণ॥
ঈশান[১] দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন॥

১) ঈশান—ঈশান দাস শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহ সেবক। প্রভু তাহাকে "বড়াই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বিপ্রকুলে তাঁহার জন্ম। তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবাভিলাষ জানাইলে সীতানাথ তাহাকে প্রভুর বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সবেমাত্র জন্মিয়াছেন। শচীমাতা সযতনে গৌরাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার

বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুইজন॥
পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুইজন হাসে॥
আর বার আসি আই দুইজনে দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেখে॥
কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥
পড়িলা মূর্চ্ছিতা হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥
অন্নময় সব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে॥
আথে বাথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি॥
"উঠ উঠ মাতা, তুমি স্থির কর চিত।
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত॥
বাহ্য পাই আই আথে-ব্যথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে॥
মহাদীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প সর্ব্ব গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা কিছু নাহি ভায়॥
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যতছিল অবশেষ – সকল তাঁহার॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান॥
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে॥
ভিক্ষা অন্তে দোঁহা অঙ্গে লেপিয়া চন্দন।
দিব্যমালা নিবেদিলা পূজার বিধান॥
নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াল নয়ান।
পিরীতি পাগল হৈঞা হেরয়ে বয়ান॥
প্রভু বলে নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমার অধিক করি ইহারে পালিবে॥
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলা শচীদেবী কহে॥
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোমরা দুই আমার নন্দনে॥
বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্রে ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে॥
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবৎ করি বলে মধুর বচনে॥
যে কহিলে মাতা তুমি সেই সত্য হয়।
তোর পুত্র হই আমি কহিল নিশ্চয়॥
পুত্র অপরাধ কিছু না লইহ মাতা।
"তোর পুত্র বেটে৺। মুই[২]" জানিহ সর্ব্বথা॥

দিয়া স্বগৃহে রাখিলেন। তদবধি ঈশান প্রভুগৃহে রহিয়া প্রভুর সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য সহ্য করতঃ পালন করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়া তাহাদের অন্তর্দ্ধানের পর শান্তিপুরে আসিলে সীতানাথ স্বগৃহে রাখিলেন। পরে নীলাচক্রে সীতাদেবীর আদেশে বৃদ্ধ বয়সে দার পরিগ্রহ করতঃ "ভাঙ্গামঠ" নামক স্থানে অবস্থান করেন। জগন্নাথ ও বলরাম সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সমীপে চাহিয়া খাইতেন। সীতাদেবীর বরে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। তিন জনের গুণে জগৎ উদ্ধার লাভ করে। বড় ছেলের কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সকলে প্রেমাবিষ্ট হইত।

২) তোমার পুত্র বটে৺। মুই—তোমার পুত্র বিশ্বরূপই আমি। বিশ্বরূপ নিত্যানন্দে প্রবিষ্ট হওয়ায় নিতাই দর্শনে

নিত্যানন্দ মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে ধারা গদগদ বাণী ॥
এইমতে স্নেহ রসে সবে গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াল অন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
বাপ! বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরীতি ॥
অহর্নিশ বাল্যভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন পানে ॥
কভু নাহি দুগ্ধ,—পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয় ॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয়ে ॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে "শুন নিত্যানন্দ!
কাহার সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব ॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সঙরে ॥
'আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা ॥'
বিশ্বম্ভর বলে "আমি তোমা ভাল জানি।"
নিত্যানন্দ বলে "দোষ কহ দেখি শুনি ॥'
হাসি বলে গৌরচন্দ্র কি দোষ তোমার।
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার ॥
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু পাগলে সে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে ॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও ॥"
প্রভু বলে "তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই ॥"
হাসি বলে নিত্যানন্দ বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল ॥
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি আমি সে চঞ্চল।
এত বলি প্রভু চাহি হাসে খল খল ॥
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন কর্ম্ম করে।
দিগম্বর দুই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥
জোড়ে জোড়ে লম্ফ দিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগবাস ॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর এ কি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এ মত নহে ধর্ম্ম ॥
এখনি বলিলা তুমি আমি কি পাগল?
এইক্ষণে নিজবাক্য ঘুচিল সকল ॥
যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ সিন্ধু মাঝ ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে ॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা ॥
একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে ॥

মাতা বিশ্বরূপ দর্শন সদৃশ সুখলাভ করিতেন। তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা—৬২ শ্লোকঃ ॥

"যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপিতাম্থিতঃ ॥

অদৃশ্য হইয়া কাক কোন রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল॥
বাটী থুই সেই কাক আইল আরবার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার॥
মহাতীব্র ঠাকুর পণ্ডিত ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হৈল অপহার॥
শুনিলে প্রমাদ হৈব হেন মনে গণি।
নাহিক উপায় কিছু কান্দয়ে মালিনী॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেইস্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে।
হাসি বলে নিত্যানন্দ "কান্দ কি কারণ।
কোন দুঃখ বল সব করিব খণ্ডন।।"
মালিনী বলয়ে শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন ঠাঞি॥
নিত্যানন্দ বলে 'মাতা! চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটি তুমি ক্রন্দন সম্বর" ॥
কাক প্রতি হাসি প্রভু বলয়ে বচন।
"কাক তুমি বাটি ঝাঁট আনহ এখন॥"
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক—কাহার শকতি॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায়॥
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটি মুখে করি পুনঃ সেইখানে আইল॥
আনিয়া থুইল বাটি মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ প্রভাব মালিনী ভাল জানে॥
আনন্দে মূর্চ্ছিতা হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দণ্ডাইয়া॥
যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক স্থানে বাটি আনে কি মহত্ত্ব তাঁরে॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানো ভব করয়ে পালন॥
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর বাটি আনে কাক স্থানে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরবধি রক্ষক আছিলা সীতা পাশে॥
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ নাশ।
সে তুমি যে বাটি আন এ কোন প্রকাশ॥
যাঁহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যাঁর।
কাক স্থানে বাটি আনে কি মহত্ত্ব তাঁর॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর সেই সত্য চারিবেদ কয়॥
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্যভাবে বলে মুঞি করিব ভোজন॥
নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে॥
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব—সর্ব্ব জগতে বিদিত॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব সে মানয়ে সত্য হেন॥
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যে মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥

এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে॥
একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর॥
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল॥
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ"! কেনে দিগম্বর?
নিত্যানন্দ "হয় হয়" করয়ে উত্তর॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ! পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বলে "আজি আমার গমন॥"
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ! ইহা কেনে করি?"
নিতাই বলেন 'আজ খাইতে না পারি॥'
প্রভু বলে এক 'কহি কহ কেনে আর?'
নিত্যানন্দ বলে 'আমি গেনু দশবার॥'
ক্রুদ্ধ হই বলে "প্রভু! মোর দোষ নাই।"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু! হেথা নাহি আই॥"
প্রভু বলে "কৃপাকরি পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বলে "আমি করিব ভোজন॥"
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
এক শুনে, আর কহে, হাসিয়া বেড়ায়॥
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি হাসে পদ্মাবতীর নন্দন॥
নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে॥
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে॥
কাহারে না কহে আই, পুত্র স্নেহ করে।
সম স্নেহ করে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরে॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন॥
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া॥
হায় হায় বলে আই কেনে ফেলাইলা?
নিত্যানন্দ বলে "কেনে এক ঠাঞি দিলা॥"
আই বলে, 'আর নাহি আর কি খাইবা?'
নিত্যানন্দ বলে 'চাহ, অবশ্য পাইবা॥'
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেখে॥
আই বলে 'সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন প্রকারে আইল॥
ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া॥
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে 'বাপ! ইহা পাইলা কোথায়?'
নিত্যানন্দ বলে, "যাহা ছড়াইয়া ফেলিনু।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনু।"
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
"নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোনজনে॥"
আই বলে "নিত্যানন্দ, কেনে মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি মোরে মায়া ছাড়॥"
এইমত নিত্যানন্দ চরিত অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ॥
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥

বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শেষ মহীধর॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান॥

সপ্তম অধ্যায়

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুইজনে করে বহু রঙ্গে॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা আপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষমে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার॥
বর্ষার গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত॥
সর্ব্বলোক দেখি তবে করে 'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ রায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়'॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত মুখেও নারি করিতে বর্ণন॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার॥"
হাসে প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহাজ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথে-ব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন, তথাপিও হাস॥
আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্যগন্ধে॥
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে।
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥"
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন, যে করেন,—সর্ব্বত্র সম্মতি॥
প্রভু বলে 'একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥"
এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥
সকল বৈষ্ণব মণ্ডলীর জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বলে এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী-সখা-শয়ন-ভূষণ-বন্ধু-ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্ব জীব জনক রক্ষক সর্ব্বমিত্র॥

ইহান ব্যভার সব কৃষ্ণ প্রেমময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥
প্রভু বলে, শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ॥
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন॥
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ॥
পাঁচবার সাতবার একো জনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ পাদোদক কৌতুকে লোটায়॥
সবে নিত্যানন্দ পাদোদক করি পান।
মত্ত প্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান॥
কেহ বলে "আজ ধন্য হইল জীবন।"
কেহ বলে "আজি সব খণ্ডিল বন্ধন॥"
কেহ বলে "আজি হইলাম কৃষ্ণ দাস।"
কেহ বলে "আজি ধন্য দিবস প্রকাশ॥"
কেহ বলে "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে॥"
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব।
পান মাত্র সবে হৈলা চঞ্চল স্বভাব॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায়॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে॥
কার গায়ে কে বা পড়ে, কে বা কারে ধরে।
কে বা কার চরণের ধূলি লয় শিরে॥
কে বা কার গলা ধরি করয়ে ক্রোদন।
কে বা কোনরূপ করে, না যায় বর্ণন॥
'প্রভু' করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু ভৃত্য নাচয়ে সকলে এক ঠাঞি॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য করিয়া কোলাকোলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ পদতালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণ 'হরি' বলে।
প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম অনুচর॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥
এইমত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্বগণ সঙ্গে গৌরহরি॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌর সুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া উত্তর॥
প্রভু বলে "এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা সে করে আমারে॥
ইহান চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায়॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
মহা-জয়-জয়ধ্বনি করিলা তখন॥

ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল, তাঁহারে সে জানয়ে সর্ব্বথা।।
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান॥

অষ্টম অধ্যায়

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস!
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কর শিক্ষা॥
ইহা বহি আর, না বলাবে, না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্র হস্তে, সকলে কাটিব॥
আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা আছে কার বল॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলেন পথে আসি হাস॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে॥
করয়ে অদ্বৈত সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে।
আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহে কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই! হই এক মন॥"
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত ঈশ্বরে॥
দোহান সন্ন্যাসী বেশ যান ঘরে ঘরে।
আথে-ব্যথে আসি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে "এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
এই বোল বলি দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন, সে বড় সুখ পায়॥
অপরূপ শুনি লোক দুজনার মুখে।
নানা-জনে নানা-কথা কহে নানা-সুখে॥
"করিব করিব" কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ কহে ক্ষিপ্ত দুইজন মন্ত্র দোষে॥
যেগুলা চৈতন্য নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী মাত্র গেলে বলে "মার মার।"
তোমরা পাগল হইলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে।
আমা সবা পাগল করিতে আইস কিসে?
ভব্য সভ্য লোক সব হইলা পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥
কেহ বলে এ দুজন কিবা চোর-চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর॥
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে।
আরবার আসে যদি লইব দেওয়ানে॥
শুনি শুন নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে॥
এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যু প্রায় দুই মত্তপ বিশাল॥
সে দুইজনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে, হেন পাপ নাহি আর॥

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় 'কোটাল'।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥
দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি লোক সব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ॥
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বলে॥
নদীয়ার বিপ্রের করিমু জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥
সর্ব্ব পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিলে বৈষ্ণব নিন্দা এই সব পাকে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসী সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে, হবে সর্ব্বনাশ॥
দুইজনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥
লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন জাতি দুইজন, এমত বা কেনে?"
লোকে বলে "গোসাঞি! ব্রাহ্মণ দুইজন।"
দিব্য পিতা-মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন॥
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেক দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এই পাপকর্ম্ম॥
ছাড়িল গোষ্ঠীয়া বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥
এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়॥
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা, চুরি, মদ্য মাংস করয়ে ভোজন॥
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলে অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি লোকে করে উপহাস॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ের করো যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
'মোর প্রভু' বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গা স্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে, তবে মোরে লিখি॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস প্রতি।
বলে "হরিদাস! দেখ দোঁহার দুর্গতি॥

ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যম-ঘরে নাহিক নিস্তার॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যবনের গণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব কথা॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুষ্টর উদ্ধার॥
যেন গায় অজামিল উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ তিন ভুবনে॥
নিত্যানন্দ তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই জানিলেন মনে॥
হরিদাস প্রভু বলে "শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ সে শিখাও॥"
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন॥
প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মত্তপের ঠাঁই॥
সবারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তারমধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমা দোহাকার।
বলিলে না হয়, তবে সেই ভার তাঁর॥
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুয়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে॥
সাধুলোকে মানা করে নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরান হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম-তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসী জ্ঞান ও দুইর ঠাঁই।
ব্রহ্মবধ গোবধে যাহার অন্ত নাই॥
তথাপিও দুইজন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
নিকটে চলিলা দোঁহে মহাকুতূহলী॥
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥
ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুইজন।
মহাক্রোধে দুইজন অরুণ নয়ন॥
সন্ন্যাসী আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
"ধর ধর ধর" বলি ধরিবারে যায়॥
আথে-বাথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
"রহ রহ" বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে।
মহাভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥
লোকে বলে তখনেই যে নিষেধ করিল।
এ দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
"ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥"
"রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
"ধরিমু ধরিমু" ব'ল লাগি নাহি পায়॥
নিত্যানন্দ বলে "ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে, তবে পাই সব॥
হরিদাস বলে "ঠাকুর! আর কেনে বল।
আমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥

মন্তপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি প্রাণ অবশেষ॥"
এতবলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
দোঁহার শরীর স্থূল না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মন্তপ ধরিতে॥
দুই দস্যু বলে "ভাই! কোথারে যাইবা।
জগা মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?
তোমরা না জান এথা জগা মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে॥"
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ! গোবিন্দ বলিয়া॥
হরিদাস বলে "আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরান হারাই॥
নিত্যানন্দ বলে আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তান।
'চোর ঢঙ্গ' বহি লোকে নাহি বলে আন॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুইজনে বলিলাম দোষভাগী আমি॥"
হেনমতে দুইজনে আনন্দ কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল॥

ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি।
দেখা না পাইয়া দুই মন্তপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন স্থানে, কোথা বা রহিল॥
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কতি গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়॥
স্থির হই দুইজনে কোলাকোলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ মদন মোহন॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যান্যে কৃষ্ণকথা যে কহেন সকল॥
কহেন আপন তত্ত্ব সভা মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেত দ্বীপ পতি যেন সনকাদি সঙ্গে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়॥
"অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মন্তপ, পুনঃ বলয়ে ব্রাহ্মণ॥
ভালরে বলিল তারে 'বল কৃষ্ণনাম।
খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল প্রাণ॥
প্রভু বলে "কে সে দুই, কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?"
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম প্রকাশ॥
সে দুইয়ের নাম প্রভু জগাই-মাধাই[১]।
সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই॥

১) জগাই মাধাই—জগাই মাধাইর আসলনাম জগন্নাথ ও মাধব। পূর্ব্ব অবতারে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয় ছিলেন: নবদ্বীপে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের জমিদার শুভানন্দ রায়ের পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দ্দন। রঘুনাথের পুত্র জগন্নাথ, জনার্দ্দনের পুত্র মাধব। দুঃসঙ্গ কারণে মন্তপ হইয়া মহা অনাচারী হন। পরে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের করুণায় পরমভাগবত হন।

সঙ্গ দোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আর নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ জানহ গোসাঞি॥
প্রভু বলে "জানো জানো সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥"
নিত্যানন্দ বলে "খণ্ড খণ্ড" কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে 'গোবিন্দ' বলাই॥
স্বভাবে ত ধার্ম্মিক বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্মে বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্তি দান।
তবে জানি 'পাতকী-পাবন' হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর "হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥"
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা তখন॥
'হইল উদ্ধার' সবে মানিলা হৃদয়।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কয়॥
চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সে বা কোন দিগে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবী জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি 'হায় হায়'।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥
তার পিতা-মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মরিবারে চায়॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে 'মহেশ' বলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি দুহি খায়॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
'কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে॥
চৈতন্য—বলিস যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে।
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহাক্রোধে ধাইয়া আইসে মরিবার।
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার॥
হাসিয়া অদ্বৈত বলে "কোন চিত্র নয়।
মদ্যপের উচিত মদ্যপ সঙ্গ হয়॥
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত?
নিত্যানন্দ করিবে—সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র আমি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি, দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিবে গোষ্ঠী মাঝে॥
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ বিশেষ॥

"শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণ ভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তান শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া॥
একাকার করিবেক সেই দুইজনে।
জাতি লই তুমি আমি পলাই যতনে॥"
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
'মদ্যপ উদ্ধার' চিত্তে হইল প্রকাশ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু, যার যেন মতি॥
এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গা স্নানে॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্গ॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা স্নানে।
যদি যায়, তবে দশ বিশের গমনে॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ খায়॥
যখন কীর্ত্তন করে, দুই জন রয়।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়॥
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে।
অছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন স্থানে॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে 'নিমাই-পণ্ডিত।
করাইলা সংপূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী গীত॥
গায়েন সব ভাল মুই দেখিবারে চাই।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাই॥
দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায়॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥
"কে রে ; কে রে" বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন "প্রভুর বাড়ী যাই"॥
মদ্যের বিক্ষেপে বলে 'কি বা নাম তোর?'
নিত্যানন্দ বলে "অবধূত নাম মোর॥"
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
'উদ্ধারিব দুইজন' হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেইস্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্তপড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'গোবিন্দ সঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আরবার মারিতে ধরিল তার হাতে॥
কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালাই তোমার॥
আথে-ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্তপড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে॥

রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে।
"চক্র! চক্র! চক্র!" প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে-ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
প্রমাদ গণিয়া সব ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
"মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত; দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥"
জগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা সুখী হইয়া॥
জগাইরে বলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ॥
জগাইর বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল॥
"প্রেমভক্তি হউ" বলি যখন বলিলা।
তখন জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
প্রভু বলে "জগাই! উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিলা তোরে॥"
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা গৌরাঙ্গ গোসাঁই॥
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঁই॥
এক জীব, দুই দেহ—জগাই মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঁই॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া॥
"দুইজনে এক ঠাঞি কৈলা প্রভু, পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু! কর দুই ভাগ?
মোরে অনুগ্রহ কর, লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন॥
প্রভু বলে তোর ত্রান নাহি দেখি মুই।
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুই॥
মাধাই বলে, ইহা বলিতে না পারি।
আপনার ধর্ম্ম সে আপনি কেন ছাড়?
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে।
নিজপদ তা সবারে তবে দিলে কেনে?
প্রভু বলে তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত॥
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দড়॥
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি—মুক্তি পাইব কেমনে?
সর্ব্বরোগ নাশ বৈদ্য চূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি॥
না কর কপট প্রভু সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাত॥
প্রভু বলে অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া তুমি পড়॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ॥
যে চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ॥

বিশ্বম্ভর বলে 'শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে—কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমাত॥"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু, কি বলিব মুই।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুই॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিমু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর, তোমার মাধাই॥
বিশ্বম্ভর বলে 'যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ, হউক সফল॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সব বন্ধন মোচন॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা॥
হেনমতে দুইজনে পাইলা মোচন।
দুইজনে স্তুতি করে দুয়ের চরণ॥
প্রভু বলে "তোরা আর না করিস পাপ।"
জগাই মাধাই বলে "আর না রে বাপ॥"
প্রভু বলে "শুন শুন তোরা দুইজন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলা মোচন॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর
আর যদি না করিস, সব দায় মোর॥
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই॥
মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ সাগরে।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
দুইজনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥
এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান॥
নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥
জগাই মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর ভিতর গেলা লইয়া॥
আপ্তগণ সান্ধাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট কারো শক্তি নাহি যেতে।
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুইপাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র রাজ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব সমাজ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি[১], প্রভু হরিদাস।
গরুড়াই[২], রামাই[৩], শ্রীবাস, গঙ্গাদাস॥

১) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গৌরপ্রিয় গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু। পূর্ব্ব অবতারে বৃষভানু মহারাজ ছিলেন। চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ী ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং প্রেম বৈচিত্র্যের গুণে 'প্রেমনিধি' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

২) গরুড়াই—গরুড়াই বলিতে গরুড় পণ্ডিতকে বুঝায়। ইতিপূর্ব্বে অবতারে শ্রীকৃষ্ণের বাহন গরুড় ছিলেন।

৩) রামাই—শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পূর্ব্ব অবতারে মহামুনি পর্ব্বত ছিলেন। রামাই সর্ব্বক্ষণ শ্রীবাসের অঙ্গসঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া গৌরপ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত[৪], চন্দ্রশেখর আচার্য্য[৫]।
এ সব জানয়ে চৈতন্যের সব কার্য্য॥
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে ভাসিলা জগাই মাধাই লইয়া॥
লোমহর্ষ, মহা অশ্রু, কম্প সর্ব্ব গায়।
জগাই মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায়॥
কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত।
দুই দস্যু করে—দুই মহাভাগবত॥
প্রভু বলে "এ দুই মণ্ডপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই।
সবার চরণ ধরি পড়িলা তথাই॥
সর্ব্ব মহাভাগবতে কৈলা আশীর্ব্বাদ।
জগাই মাধাই হইলা নির-অপরাধ॥
প্রভু বলে উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই॥
এ দুয়ের পাপ মুই না লইমু আপনে।
এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে॥
সশরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥

তো সবার যত পাপ মুঞি নিমু সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই! এই অনুভব॥"
দুইজনের দেহে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার॥
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণ সহে নাচে প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
হেনমতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥
যেই শুনে এই দুই দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিবে গৌরচন্দ্র অবতার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান॥

নবম অধ্যায়

জগাই মাধাই দুইজনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥
শুদ্ধ সরস্বতী দুইজনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়॥
জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরাধর॥
জয় জয় নিজ নামা বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য শরণ॥

---

৪) বক্রেশ্বর পণ্ডিত—বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধ, ব্রজের শশি-রেখা ও তুঙ্গবিদ্যার মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিতরূপে প্রকট হন। একদা প্রভুকে বলিয়াছিলেন, আমায় সহস্র গন্ধর্ব প্রদান করুন, আমি নৃত্য করিব। তিনি ক্ষেত্রধামে শ্রীরাধাকান্তের সেবায় বিরাজ করিতেন।

৫) চন্দ্রশেখর আচার্য্য—নবদ্বীপ নিবাসী চন্দ্রশেখর আচার্য্য পূর্ব্ব অবতারে চন্দ্র ছিলেন। তিনি "আচার্য্যরত্ন" নামে খ্যাত। তিনি শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গের জননী শচীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বজয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি প্রভুর গয়া যাত্রা ও সন্ন্যাস কালে সঙ্গে ছিলেন এবং সন্ন্যাস কার্য্যের সকল সমাধান তিনি করিয়াছেন।

জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজ পণ্ডিত দুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর॥
সেই জয় জয় তুমি কর যত কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধি রাজ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর॥
জয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র বদন নিত্যানন্দ॥
জয় গদাধর প্রাণ মুরারি ঈশ্বর।
জয় হরিদাস বাসুদেব[৬] প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত তাহা ঘোষয়ে সংসারে॥
আমা দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার॥
অজামিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অলাঘব॥
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি অধিকারী॥
কোটি-ব্রহ্ম-বধি যদি তব নাম লয়।
সদ্য মোক্ষ পদ তার বেদে সত্য কয়॥
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
বেদ সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার॥
মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা দুই করিলা উদ্ধার॥
এবে বুঝি দেখ প্রভু! আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে॥
'নারায়ণ' নাম শুনি অজামিল মুখে।
চারি মহাজন আইলা সেইজন দেখে॥
আমি দেখিলাম তোমা রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে॥
গোপ্য করি রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু! মহিমার সীমা॥
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত॥
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য উদ্ধার' প্রভু ইহার সে নাম॥
যদি বল কংস আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন॥
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্র গণে॥
তোমা সনে বুঝিবেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে॥
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র সব বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িল।
তবে কোন মহাজনে তারে পরশিল?
আমারে পরশে এবে ভাগবত গণে।
ছায়া ছুঞি যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে॥
সর্ব্বমতে প্রভু! তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিবে, সবে জানিলেক দঢ়॥

৬) বাসুদেব দত্ত—বাসুদেব দত্ত পূর্ব্ব অবতারে শ্রীকৃষ্ণের গায়ক মধুব্রত ছিলেন। চট্টগ্রামের চক্রশালায় জন্ম। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের গায়ক শ্রীমুকুন্দ দত্ত। তিনি শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। একদা সকল জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া আপনি নরক বাস করতঃ তাহাদের উদ্ধারের জন্য প্রভুর সমীপে আবেদন জানাইয়াছিলেন।

মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণ দেখি করিলা মোচন ॥
দৈবে সে উপমা নহে আসুরী পুতনা।
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা ॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য গতি।
বেদে বিনা তাহা দেখে কাহার শকতি ॥
যে করিলা এই দুই পাতকী শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে ॥
যতেক করিলা তুমি পাতকী উদ্ধার।
কারো কোনো রূপ লক্ষ্য আছে সবাকার ॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্ম দৈত্য দুইজন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ।
বুলিয়া বুলিয়া কাঁদে জগাই মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি ॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
জোড় হাতে স্তুতি করে সবে দণ্ডাইয়া ॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
এখন যে রূপে কৃপা করহ যাহারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান ॥

দশম অধ্যায়

জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায় ॥
উষাকালে গঙ্গা স্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার ॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
"গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিত পাবন।"
সঙরি সঙরি পুনঃ করয়ে রোদন ॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি চৈতন্য কৃপা দুইজন কান্দে ॥
সর্ব্বজন সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া ॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে মুই কৈনু রক্তপাত।
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত ॥
"যে অঙ্গে চৈতন্য চন্দ্র করয়ে বিহার।
সেই অঙ্গে মুই পাপী করিনু প্রহার ॥
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান নাহি সর্ব্ব নগরে বেড়ায় ॥
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া ॥
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন ॥
বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু! করহ পালন।
তুমি সে ফনায় ধর অনন্ত ভুবন ॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু! তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী শঙ্কর ॥

তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণ গুণ গাও।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য সম্পদ॥
কালিন্দী ভেদনকারী তোমার সে নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
বেদে সে বলয়ে তোমা আদিদেব নাম॥
তুমি সে জগৎ পিতা মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর॥
তুমি সে পাষণ্ড ক্ষয় রসিক আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য॥
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদ ছায়া॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্বশক্তি॥
তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন॥
তোমা বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
তুমি সে করহ প্রভু! পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার সর্ব্ব পাষণ্ডীর প্রাণ॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি কর অজ দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে॥
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—
"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্কাম্যাত্তিজগত্রয়ম॥" ইতি।

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ! তুমি বক্ষে ধর॥
পরম কোমল সুখ বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ যশের বিহার॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মোরে ধিক্ দারুণ পাতকী নাহি আর॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন করিয়া॥
যে অঙ্গ পূজনে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥
চিত্রকেতু মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া॥
হেন অঙ্গ মুই পাপী করিনু লঙ্ঘন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল॥
লঙ্ঘনের কি দায় যাঁহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল জীবনে॥
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সূত।
তোমা দেখি না উঠিল হৈল ভস্মীভূত॥
যাঁর আপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ॥
দৈবযোগে ছিলা তথা মহাভক্তগণ।

তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ ॥
কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জুন।
তাঁ সবার বাক্যে পুত্র পাইলেন পুনঃ ॥
যাঁর অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
মুই দারুণের কোন লোকে হবে বাস ॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই ॥
"যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁহার প্রকাশ ॥
শরণাগতেরে বাপ! কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ ॥
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন ॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায় ॥
দারুণ চণ্ডাল মুই কৃতঘ্ন-গো-ঘর।
সব অপরাধ প্রভু, মোর ক্ষমা কর ॥"
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ রায় বলিলা বচন ॥
"উঠ উঠ মাধাই! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥
শিশুপুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এইমত তোমার প্রহার মোর গায় ॥
তুমি সে করিলে স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
সেহ ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥
যে জন চৈতন্য ভজে সেই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ ॥
না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে জন্মে জন্মে সেহো দুঃখ পায় ॥"
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈলা বিমোচন ॥
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
"আর এক প্রভু! মোর আছে নিবেদন ॥
সর্ব্ব জীব হৃদয়ে বসহ প্রভু! তুমি।
সেইসব জীব হিংসা করিয়াছি আমি ॥
কারে বা করিনু হিংসা, তারে নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥
যা সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোনরূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ ॥
যদি মোরে প্রভু! তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয় ॥
প্রভু বলে "শুন কহি তোমার উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ সকহ সদায় ॥
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ ॥
অপরাধ ভঞ্জনা গঙ্গার সেবা কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য ॥
কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার ॥
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে নয়নে বহে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল ॥
লোকে দেখি করে বড় অপূর্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরনাম ॥
"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্বজন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সবে করয়ে স্মরণ ॥
শুনিয়া সকল লোকে "নিমাই পণ্ডিত।

জগাই মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥"
শুনিয়া সকল লোক হইলা বিস্মিত।
সবে বলে "নর নহে নিমাই পণ্ডিত ॥
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাই পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন ॥
নিমাই পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে যে তাঁরে করিবে পরিহাস ॥
এ দুয়ের বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর শক্তি ধরে ॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥"
এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায় নিন্দা হয় যথা ॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লই আপনই খাটে ॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি সর্বলোকে গায় ॥
এইমত সৎকীর্ত্তি হৈল দোঁহাকার।
চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার ॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড ॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেইজন ॥
চারি বেদ গুপ্তধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিলা যথা যথা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান ॥

একাদশ অধ্যায়

একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া ॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ সবে চমকিত ॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায়।
হইব সন্ন্যাসী রূপ প্রভু সর্ব্বথায় ॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হাতে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রভু বলে, "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহি যে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ॥
ভাল সে আইলাম আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল আইলাম সংহারিতে ॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ,
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে ॥
ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সর্ব্ব জীবের সংহার ॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার ॥

সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলি দেখ আমারে কে মারে॥
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিকস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস করণে॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোনক্ষণ।
তুমিত জান অবতারের কারণ॥
আর শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চজনা ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধনাম॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচজনা মাত্র করিবা বিদিত॥
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ॥
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদির্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ॥
কোন বিধি দিব কিছু না আইসে বদনে।
অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে॥
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, সেই সে নিশ্চয়॥
বিধি বা নিষেধ কে, তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য, যে তোমার আছয়ে অন্তরে॥
সর্ব্বলোক পাল তুমি সর্ব্ব লোকনাথ।
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমাত॥
যেরূপে করিবে তুমি জগত উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহাকে জানিয়ে আর॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সেই হইব নিশ্চিত॥
তথাপিহ কহ সর্ব্ব সেবকের স্থানে।
কে বা কি বলেন তাহা শুনহ আপনে॥
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিব তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু! বিরোধিতে পারে॥"
নিত্যানন্দ বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥
এইমত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে গৌরহরি॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাক্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিস্পন্দ॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
"প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল-দিনরাতি।"
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগে গান॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

অন্তখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ বল্লভ একান্ত॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকত সমাজ॥
জয় জয় পতিত পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
শেষখণ্ড কথা ভাই! শুন এক চিত্তে।
নিত্যানন্দ ভক্তগণ মিলিলা যেমতে॥
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে॥
প্রভু বলে, 'শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন॥
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সবারে।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে॥
তাঁ সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে[১]॥
প্রভুর আজ্ঞায় মহামল্ল নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন হইয়া আনন্দ॥
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি নিষেধের পার বিহার সকল॥
ক্ষণেকে কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়॥
আপনা আপনি সর্ব্বপথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবে আনন্দ সাগরে॥
কথন বা পথে বসি করয়ে রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ॥
কথন হাসেন অতি মহাঅট্টহাস।
কথন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস॥
কথন বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে।
সর্প প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে॥
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা॥

(ক্রমশঃ)

১) ফুলিয়া নগর—ফুলিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশান হইতে লালগোলা রেলপথে রাণাঘাট ষ্টেশন। তথা হইতে শান্তিপুর পথে ফুলিয়া রেল ষ্টেশন। ফুলিয়া নামকরণ সম্পর্কে মৎকৃত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ পর্য্যটন দ্রষ্টব্য।

'শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী' পুণ্যনাম ধারণ করে প্রকাশিত হচ্ছে বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ষান্মাসিক পত্রিকা। আবাহমান কাল ধরে বৈষ্ণবশাস্ত্রগুলি উৎকর্ষতায় সাহিত্য রসে আপ্লুত। ভক্তি ও প্রেমসম্পদে ভরপুর। বাঙ্গালীর অন্তঃকরণ সেজন্য আজও আকৃষ্ট -চিরকাল থাকবেও। বঙ্গ-সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে বিরাজ করছে বৈষ্ণব-কাব্য-শাস্ত্র। ভক্তগণ প্রাণ বৈষ্ণব-সাহিত্য-মালা প্রায় এখন দুষ্প্রাপ্য। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বিজড়িত প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের নূতন উদ্যম ও আয়োজন শুরু।

জগদ্বরেণ্য শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি পুণ্যধাম কুমারহট্ট (হালিসহর)। শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীর নিবাসভূমির খ্যাতি জনমানসে 'শ্রীচৈতন্যডোবা' নামে অক্ষুণ্ণ আছে। এই পুণ্যতীর্থ সন্নিকটবর্ত্তী স্থান 'কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন' নামে খ্যাত। আর শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই পবিত্র তীর্থে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারহট্ট গ্রাম ধন্য তাঁরই তীর্থ-মহিমা বর্ণনায়। প্রথম প্রয়াসে তাঁরই সৃষ্টি 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত' দুই খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। পরম করুণাঘন শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র-মাধুর্য্য প্রকাশের অমূল্য গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে নিরাপদে। অগণিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদমণ্ডলী। শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপরবর্ত্তী শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তৎপরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নরহরি দাস প্রেমদাস পর্য্যন্ত প্রবাহিত পুণ্যধারা প্রেম ও ভক্তির। অপ্রাকৃতলীলা বিজড়িত গ্রন্থাবলী পরম্পরাক্রমে লিখিত। সেই সকল গ্রন্থাবলী পুনপ্রকাশে চাই সুধী ভক্তমণ্ডলীর সর্ব্বানুরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি। ভক্তিগ্রন্থ পাঠ পিপাসু পাঠকগণের কাছে সেজন্য আবেদন যেন অবিলম্বে বার্ষিক ভিক্ষা পাঁচ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক ভুক্ত হন। এই প্রচেষ্টার আনুসঙ্গিক কার্য্য ভক্তি শাস্ত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। উক্ত কার্য্য সম্পাদনে চাই প্রভূত অর্থ। তাই এককালীন দান উদার ব্যক্তির নিকটে সাদরে গৃহীত হইবে।

: মূল কার্য্যালয় :

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

(সম্পাদক - শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী)

শ্রীচৈতন্যডোবা

পোঃ—হালিসহর, ২৪ পরগণা।

। কলিকাতায় যোগাযোগ ।

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এম, চন্দ্র এণ্ড কোং)

ফোন : ২৪-৬৬২৩

৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য্য এণ্ড কোং)

ফোন : ২৩-৭০০৭

১০, ওয়াটার লু ষ্ট্রীট,

কলিকাতা - ৭০০০৬৯

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা-মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) ভিক্ষা—১·৫০
২। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২·০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-লেখক-পরিচয় : ভিক্ষা—১·৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন : ভিক্ষা—৭·০০

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক অভিনব প্রকাশ, তীর্থ-ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তি ও বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে চৌষট্টিটি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া প্রায় শতাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়া সপ্রমাণ স্থান-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকীর্ত্তি তথা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের সপ্রমাণ প্রকট রহস্যাদি তথা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে।)

৫। ফটো (শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী)—১·০০, ফটো (শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ) ১·০০, ফটো (শ্রীবিগ্রহ) ১·০০

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা।
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরনি, কলিকাতা-৬।
৩। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরনি, কলিকাতা-৬
৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ-ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-গুরুধাম, জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীশচীনন্দন মিত্র কর্ত্তৃক শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের মুখপত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কাশিত হইবে। ফাল্গুন

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা-মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) ভিক্ষা—১.৫

২। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমাসূচক গ্রন্থ প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি তথা শ্রীগোরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত লীলাবিজড়িত কাব্য নাটক, দর্শন, সঙ্গীত ও সাহিত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইহার বার্ষিক ভিক্ষা—(সডাক)—৫.০০, প্রতি সংখ্যা—২.৫০ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করতঃ নিয়মিত পত্রিকা পাঠান হয়। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ফাল্গুন ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে সংখ্যা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া উক্ত মাসের মধ্যে সম্পাদককে জানাবেন।

মানিঅর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্য লিখিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পত্রিকা প্রেরণ তারিখের পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোন কারণেই পত্রিকার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি সম্পাদকের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে গ্রাহকগণকে রিপ্লাইকার্ড কিংবা উপযুক্ত ডাক টিকিট অবশ্য দিতে হইবে।

: কলিকাতার যোগাযোগ :

শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)

ফোন : ২৪-৬৬২৩

৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০১৩

শ্রীতারাপ্রসন্ন আচার্য্য (আচার্য্য এণ্ড কোং)

ফোন : ২৩-৭০০৭

১০, ওয়াটার লু ষ্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০ ০৬৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

ফোন : ২৪-৪৬০৩

১৭, শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট, ইণ্টালী, কলিকাতা ৭০০০১৪

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

সম্পাদক—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

চৈতন্যডোবা

পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ।

বিঃ দ্রঃ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবানুকূল্যের জন্য এই পত্রিকার প্রয়াস। যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া আপনি এই পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং আপনার পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করুন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুসন্ধান পাঠোদ্ধারাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তাই এতদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মুখপত্র)

তৃতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯২
সন—১৩৮৫ সাল, ৯ই ভাদ্র
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৫.০০ প্রতি সংখ্যা—২.৫০

পত্রিকার পূর্ব্ব-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ২। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাবতার বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—i) শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত (শ্রীকামদেব গোস্বামী) ii) শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা (শ্রীদেবকীনন্দন দাস) ৩। শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর) ৪। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অষ্টক-ধ্যান সূচকাদি। ৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা নির্ণয় (শ্রীযদুনাথ দাস) ৬। শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা নির্ণয় (শ্রীঅভিরাম দাস) ৭। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা (কবি কর্ণপুর) ৮। শ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী (স্বরচিত পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদের জীবন-চরিত বিষয়ক বিশাল গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে চলিবে)।

পত্রিকার পরবর্ত্তী বিশেষ আকর্ষণ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত।

(শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বৃহৎ ও লঘু এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্ষদ মণ্ডলী তথা ব্রজ গোপ-গোপীগণের নাম, বিভাগ, পিতামাতাদি, বর্ণ-বস্ত্র-সেবা ও পরিচিতি বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থখানি ব্রজগোপী অনুগত রাগমার্গীয় ভজনশীল সাধকগণের বিশেষ উপযোগী।)

প্রকাশিত শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের বিশেষ বিবরণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় পঞ্চ শতাধিক সপার্ষদ শ্রীগৌর সুন্দরের মহিমা মূলক শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পত্রিকার মাধ্যমে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয় খণ্ডে নবদ্বীপবাসী ও গৌড়মণ্ডলবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সবিস্তার জীবন চরিত বর্ণিত হইবে।

নবদ্বীপবাসী মধ্যে মুরারী গুপ্ত, বংশীবদন, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, রামাই পণ্ডিত, বিদ্যাবাচস্পতি, হিরণ্য পণ্ডিত, চাঁদকাজী ও বনমালী পণ্ডিত প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ, গৌড়মণ্ডলবাসী মধ্যে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রাঘব পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, পুরন্দর আচার্য্য, ভিক্ষুক বনমালী, নকুল ব্রহ্মচারী, নৃসিংহানন্দ প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ এবং শ্রীখণ্ডবাসী মধ্যে মুকুন্দ দাস, নরহরি সরকার ঠাকুর, রঘুনন্দন, চক্রপাণি মজুমদার, বনমালী কবিরাজ, রামগোপাল দাস প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ ও কুলীনগ্রামী সত্যরাজখানাদি প্রায় অর্দ্ধশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবন চরিত বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

ঋতুগণ আরাধনে ঋতুদ্বীপ নাম।
বিদ্যানগর চলিলেন কহি এ আখ্যান॥
বিদ্যানগর দেখাইয়া বলেন বচন।
বৃহস্পতি কৈল হেথা গৌর আরাধন॥
একদা দেবগুরু বসি দেবসভা মাঝে।
হইলা উদ্বিগ্ন চিত্ত দেখে সর্ব্ব দেবে॥
উদ্বিগ্ন কারণ পুছে যত দেবগণ।
শুনি বৃহস্পতি কহে উল্লাসিত মন॥
নদীয়ায় মিশ্র ঘরে প্রভু অবতার।
করিবে সজন সহ অদ্ভুত বিহার॥
ত্রেতায় অস্ত্র শিক্ষা দ্বাপরে গোচারণ।
কলিতে করিবে লীলা বিদ্যা অধ্যয়ন॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা পুরাইবে এই অবতারে।
সদাই উদ্বিগ্ন মন ধৈরয না ধরে॥
নদীয়ায় গিয়া এবে করি আরাধন।
সেই দয়াল প্রভুর প্রকট কারণ॥
এত কহি ত্বরান্বিত আসি নদীয়ায়।
প্রভুর বিদ্যাক্রীড়া স্মরে আনন্দ হিয়ায়॥
এই স্থানে রহি সদা করে আরাধন।
দৈবে দেখা দিয়া কহে শ্রীশচীনন্দন॥
হইব প্রকট শীঘ্র লয়া নিজ জন।
প্রচার করহ বিদ্যা করিয়া যতন॥
আজ্ঞা পাই বৃহস্পতি হয়া হর্ষ মন।
অশেষ বিশেষে করে বিদ্যা প্রচারণ॥
গৌরাঙ্গের ক্রীড়া লাগি বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু বিদ্যানগর নাম খ্যাতি হৈল॥
এত কহি জান্নগরে প্রবেশ করিল।
জাহ্নদ্বীপ নাম যার পূর্ব্ব খ্যাতি ছিল॥
হেথা জাহ্নু মুনি প্রেমে করি আগমন।
আরাধয়ে গৌর পদে করিয়া যতন॥
এই কলি যুগে হবে গৌরাঙ্গ বিহার।
সঙ্গেতে রহিবে ভক্ত সর্ব্ব অবতার॥
ধরিবে ভুবন মোহন গৌরাঙ্গ বরণ।
তাহা কি সৌভাগ্যে মোর হইবে দর্শন॥
এতেক চিন্তিয়া মুনি করে আরাধন।
ধ্যান যোগে হৃদি মাঝে করে দরশন॥
শিখি পুচ্ছ বিভূষিত শ্যামল সুন্দর।
নবীন সন্ন্যাসী এক দেখে তারপর॥
দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে অপূর্ব্ব দর্শন।
অঙ্গের ছটায় মোহে এ তিন ভুবন॥
অপ্রাকৃত রূপ হেরি জাহ্নু তপোধন।
বিহ্বল হইল প্রেমে নহে সম্বরণ॥
সদৈন্যেতে বন্দিলেন অভয় চরণ।
বহুত কাকুতি করি করয়ে স্তবন॥
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বলেন বচন।
চিন্তা নাহি কর বাঞ্ছা হইবে পূরণ॥
প্রভু অন্তর্দ্ধানে মুনি শোকাকুল মন।
গাইয়া গৌরাঙ্গ-গুণ করে বিচরণ॥
ধূলা ধূসরিত অঙ্গে হেথায় রহিল।
তে কারণে জাহ্নদ্বীপ নাম আখ্যাইল॥
তারপর 'মাউগাছি' গ্রামেতে চলিল।
'মোদদ্রুম দ্বীপ' নাম যার পূর্ব্বে ছিল॥
পূর্ব্বে রাম অবতারে কৌশল্যানন্দন।
পিতৃ-সত্য পালিবারে বনে আগমন॥
জানকী লক্ষ্মণ সহ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
হেরে নবদ্বীপ ধাম কতদূর হোতে॥
নিজ লীলা ধাম হেরি সহাস্য বদন।
জিজ্ঞাসে জানকী তবে হাস্যের কারণ॥
সুমধুর ভাষে রাম বলয়ে তখন।
শুনহ জানকী এবে বিচিত্র কথন॥

কলির প্রারম্ভে হেথা লভিয়া জনম।
করিব কৌতুক কত লয়া সঙ্গীগণ ॥
পাছেতে সন্ন্যাস করি করিব গমণ।
হেনমতে প্রেম রঙ্গে করিব ভ্রমণ ॥
এবে ভ্রমণের কালে সে ভাব জাগিল।
হেরি নবদ্বীপ ধাম হাস্য উপজিল ॥
শুনিয়া জানকী তবে করে নিবেদন।
কহ নাথ কিরূপ সেই লীলার ঘটন ॥
প্রভু কহে বিপ্র গৃহে জনম লভিব।
অপূর্ব্ব মূরতি ধরি ভুবন মোহিব ॥
পিতৃ অদর্শনে দুই বিবাহ করিব।
গয়া পিণ্ড দিয়া পাছে সন্ন্যাসী হইব ॥
শুনিয়া সন্ন্যাস বার্ত্তা জানকী তখন।
কহয়ে নির্দ্দয় কেন হইবে এমন ॥
অনুচিৎ করিবে কেন হয়া দয়াময়।
বিবাহ করিয়া ত্যাগ উচিত না হয় ॥
লজ্জা যুক্ত হয়া রাম বলয়ে বচন।
নবদ্বীপ স্থান আমি না ছাড়ি কখন ॥
এত কহি এই স্থানে করি আগমন।
বৃহদ্বটদ্রুম তলে দাঁড়াল তখন ॥
সীতা কহে কিরূপ সেই নদীয়া বিহার।
কৃপা করি মোরে এবে দেখাহ একবার ॥
রাম বাক্যে সীতা তবে নয়ন মুদিল।
অদ্ভুত নদীয়া লীলা দেখিতে পাইল ॥
অসংখ্য অর্বুদ যত গৌর পরিকর।
বেড়িয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে নাচে নিরন্তর ॥
কৈশোর বয়স রূপ কন্দর্প মোহন।
নৃত্য গীত বাদ্য তালে করিছে নর্ত্তন ॥
হেন লীলা হেরি সীতা অধৈর্য্য হইল।
আঁখি মেলি নিজ নাথে পাশেতে হেরিল ॥
হাসিয়া শ্রীরাম তারে সুস্থির করিল।
সুমিত্রা নন্দন সব অন্তরে জানিল ॥
সবাকার 'মোদ-বৃদ্ধি' হৈল এই স্থানে।
তে কারণে 'মোদদ্রুম' বলে সর্ব্বজনে ॥
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীবৈকুণ্ঠ পুর।'
এ স্থান দর্শনে চিত্তে হয় প্রেমাঙ্কুর ॥
একদা নারদ মুনি বৈকুণ্ঠ হইতে।
শঙ্কর সমীপে চলে কৈলাস পর্ব্বতে ॥
কৃষ্ণ কথা রঙ্গে বসি আছয়ে শঙ্কর।
উপনীত মহামুনি তাঁহার গোচর ॥
নারদ মুনিরে হেরি কহে উমাপতি।
কোথা হোতে আগমন হইল সম্প্রতি ॥
প্রেমোল্লাসে মহামুনি বলয়ে বচন।
শ্রীবৈকুণ্ঠে গিয়াছিল যথা নারায়ণ ॥
হেরিল বৈকুণ্ঠনাথ লয়া নিজ জন।
নদীয়া বিহার লীলা করে আলাপন ॥
গণ সহ নবদ্বীপে প্রকট হইবে।
না জানি বিচিত্র কিবা লীলা প্রকাশিবে ॥
তাহা স্মরি ত্বরান্বিত কৈল আগমন।
শুনি ভোলানাথ প্রেমে হইল মগন ॥
নবদ্বীপ লীলাভাবে বিভোর হইল।
হেরিয়া নারদ মুনি নবদ্বীপে এল ॥
এস্থানে দাঁড়াইয়া মুনি করয়ে চিন্তন।
সর্ব্বধাম ময় এই ধামের কথন ॥
সর্ব্বধামেশ্বর হেথা করিব বিহার।
হেথা কি বৈকুণ্ঠনাথ দেখিব পুনর্ব্বার ॥
মনোরথ মাত্রে মুনি করয়ে দর্শন।
নিজ জন সহ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ॥
হেরিয়া বৈকুণ্ঠনাথে প্রেমেতে মগন।
নবদ্বীপ ধামে কত করিল প্রার্থন ॥

দ্বারকায় চলিলেম কৃষ্ণ সন্দর্শনে।
নারদে হেরিয়া কৃষ্ণ কহে সুখ মনে ॥
কোথা হোতে মহামুনি কৈলে আগমন।
মুনি কহে নবদ্বীপ হোতে আগমন ॥
এত কহি মুনিবর মৌনেতে রহিল।
অভিলাষ বুঝি কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইল ॥
দেখিতে দেখিতে হৈল শ্রীকৃষ্ণ মূরতি।
গৌর-কৃষ্ণ-রূপ হেরি করয়ে কাকুতি ॥
নারদের চেষ্টা হেরি দ্বারকা ঈশ্বর।
হর্ষচিত্তে কহে যাহ শঙ্কর গোচর ॥
নবদ্বীপ গমন বার্ত্তা করিবে প্রচার।
কহিবে সর্ব্বত্র বিলম্ব নাহি আর ॥
প্রভু বাক্যে মহামুনি কৈলাসে চলিল।
প্রণমিয়া যোগেশ্বরে বার্ত্তা নিবেদিল ॥
তথা হৈতে সর্ব্বস্থানে করিল প্রচার।
এই স্থানে আসিলেন মুনি পুনর্ব্বার ॥
হেরি নবদ্বীপ শোভা আনন্দে মগন।
চিন্তয়ে দ্বারকা সম হবে কি দর্শন ॥
বিচারিয়া মহামুনি চারিদিকে চায়।
দ্বারকার ঐশ্চর্য্য হেরয়ে নদীয়ায় ॥
ভুবন মোহনরূপে গৌরাঙ্গে হেরিল।
হেরি মহামুনি মনে কৃতার্থ-গণিল ॥
সুমধুর ভাষে প্রভু বলয়ে বচন।
অচিরে হইবে তব বাসনা পূরণ।
হেলায় খণ্ডিবে জীবের অবিদ্যা বন্ধন।
এত কহি গৌরচন্দ্র হৈলা অদর্শন ॥
গৌর অদর্শনে মুনি ব্যাকুলিত মনে।
কতদিন রহিলেন হেথা প্রেম মনে ॥
এস্থানে মহামুনি হেরয়ে নারায়ণ।
ঐশ্চর্য্য দর্শনে প্রেমে হইল মগন ॥

তে কারণে 'বৈকুণ্ঠপুর' নাম খ্যাতি হৈল।
তথা হৈতে 'মাতা পুরে' প্রেমেতে চলিল ॥
এই স্থানের পূর্ব্ব নাম 'মহৎপুর' ছিল।
বনবাস কালে পাণ্ডব হেথায় আসিল ॥
এক চাক্রা গ্রামে আসি যবে বাস কৈল।
রোহিণী নন্দন আসি স্বপ্নেতে কহিল ॥
হেথা হোতে কতদূরে নবদ্বীপ ধাম।
কলিতে জন্মিবে যথা কৃষ্ণ ভগবান ॥
ধরিয়া গৌরাঙ্গ রূপ করিবে বিহার।
এই স্থানে হইবেক বিহার আমার ॥
এত কহি বলরাম কৈল অন্তর্দ্ধান।
যুধিষ্ঠির কহিলেন ভ্রাতৃগণ স্থান ॥
সবা সঙ্গে নবদ্বীপে কৈল আগমন।
হেরি নবদ্বীপ ধাম জুড়াল নয়ন ॥
কতদিন নিবাস করিল এই স্থানে।
তার মহত্বে নাম 'মহৎ পুরাখ্যানে' ॥
তথা হৈতে 'রাহুপুরে' করিল গমন।
গঙ্গার পূর্ব্বতীরে হেরে অপূর্ব্ব শোভন ॥
পূর্ব্বে এই স্থান নাম 'রুদ্র দ্বীপ' ছিল।
গণ সঙ্গে রুদ্রদেব এথায় আসিল ॥
গৌরাঙ্গ প্রকট লীলা করিয়া চিন্তন।
হেথা আসি প্রেমানন্দে করয়ে কীর্ত্তন ॥
ভাবাবেশে দিগম্বর করয়ে নর্ত্তন।
হেরি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ ॥
দেবগণ হৃদি মাঝে করয়ে চিন্তন।
প্রভু জন্ম লীলা রুদ্র করয়ে কীর্ত্তন ॥
অবশ্য জন্মিবে প্রভু শীঘ্র নদীয়ায়।
এত স্মরি দেবগণ নাচে উর্দ্ধরায় ॥
প্রভু গুণগানে রুদ্র বিহ্বল হইল।
ভাব হেরি গৌর তারে দরশন দিল ॥

প্রবোধিয়া কহে তবে মধুর বচন।
অবিলম্বে গণ সহ হব প্রকটন ॥
প্রভু আলিঙ্গিয়া রুদ্রে অন্তর্দ্ধান কৈল।
হেথা বসি রুদ্র গৌর কথা আলাপিল ॥
শ্রীরুদ্র বিলাসে হৈল রুদ্র দ্বীপ নাম।
এ স্থান দর্শনে ঘুচে অন্তর অজ্ঞান ॥ ৯
তথা হৈতে 'বেলপোখেরা' গ্রামেতে আসিল।
কহে 'বিল্ব পক্ষ' নাম পূর্ব্বে ইহার ছিল ॥
হেথা ছিল পঞ্চবক্ত্র এক শিব মূর্ত্তি।
পূরণ করিত কৃষ্ণ বিষয়ক আর্ত্তি ॥
একদা আসিয়া বহু তপস্বী ব্রাহ্মণ।
মনোরথ সিদ্ধি লাগি করে শিবার্চ্চন ॥
এক পক্ষ বিল্ব দলে করিল পূজন।
তুষ্ট হয়া দেখা দিল দেব ত্রিলোচন ॥
কহে ইষ্ট বর সবে করহ প্রার্থন।
বিপ্রগণ কহে দেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন ॥
শিব কহে কৃষ্ণ সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
বিপ্রগণ কহে তাহা কৈছে লভ্য হয় ॥
শিব কহে অনায়াসে তাহা লভ্য হবে।
কতদিনে নবদ্বীপে কৃষ্ণ জনমিবে ॥
তোমরাও সেই সঙ্গে লভিয়া জনম।
ব্যাল্যাবেশে সুখ দিবে করিয়া যতন ॥
বিদ্যা অধ্যয়ন করি সেই প্রভু স্থানে।
পরিচর্য্যা রত হবে প্রেমানন্দ মনে ॥
শুনি পঞ্চবক্ত্র বাক্য যতেক ব্রাহ্মণ।
ভূমে পড়ি প্রণমিয়া করয়ে গমন ॥
নিভৃতে রহিয়া করে কৃষ্ণ পদ ধ্যান।
চিন্তয়ে গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলার আখ্যান ॥
বিল্বদলে এক পক্ষ পূজিল ব্রাহ্মণ।
তেকারণে "বিল্বপক্ষ" নামের পত্তন ॥

তবেত "ভারইডাঙ্গা" গ্রামেতে চলিল।
যথা মুনি ভরদ্বাজ তপ আচরিল ॥
সমুদ্রাদি তীর্থ হয়া চান্দকাহে এল।
তথা হৈতে নবদ্বীপে উপনীত হৈল ॥
আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে উচ্চ টিলা পরি।
ভরদ্বাজ প্রেমবশ হৈল গৌর হরি ॥
ভুবন মোহন রূপে দিল দরশন।
অপূর্ব্ব হেরিয়া মুনি করয়ে স্তবন ॥
তুষ্ট হয়া প্রভু কহে চাহ ইষ্টবর।
দেখাবে নদীয়া লীলা কহে মুনিবর ॥
প্রভু কহে তব বাঞ্ছা হইবে পূরণ।
শুনি গৌর অদর্শনে মুনি দুঃখ মন ॥
প্রেমানন্দে নবদ্বীপে প্রণাম করিয়া।
চলিলেন মহানন্দে নাচিয়া নাচিয়া ॥
টিলা পরি ভরদ্বাজ তপস্যা করিল।
"ভরদ্বাজ টিলা" নাম সেজন্য হইল ॥
তথা হৈতে "সুবর্ণ বিহার" গ্রামে গেল।
পূর্ব্বে সেথা ভাগ্যবান এক রাজা ছিল ॥
দৈবে তাঁর গৃহে এল এক মহাজন।
নারদ শিষ্য প্রশিষ্যে তাহার গণন ॥
বহুত সম্মান করি বসায়া আসনে
মিষ্টভাষে জিজ্ঞাসয়ে সেই মহাজনে ॥
প্রভু অবতার তত্ত্ব করহ কথন।
বহুত বর্ণিয়া শেষে বলয়ে বচন ॥
কলিতে নদীয়া পুরে প্রভু অবতার।
পীতবর্ণ রূপ ধরি করিব বিহার ॥
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে মাতাইব ত্রিভুবন।
বৃন্দাবন-রাস সম করিব নর্ত্তন ॥
এত কহি মহাজন করিল গমন
আপনা ধিকারি রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥

বারে বারে নবদ্বীপে করয়ে প্রণাম।
কৃপা কি করিবে মোরে নবদ্বীপ ধাম॥
সেকালে কি জন্ম মোর হবে নদীয়ায়।
হেরিব গৌরাঙ্গ লীলা আনন্দ হিয়ায়॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা ধৈর্য্য হারাইল।
কৃপাময় কৃপা করি স্বপ্নে দেখা দিল॥
গীত বাদ্যে মুখরিত হইল ভুবন।
শ্যামল সুন্দর রূপে দিল দরশন॥
সহসা হইল তবে সুবর্ণ বরণ।
হেরিয়া রাজন প্রেমে হৈল অচেতন॥
সুবর্ণ বিগ্রহ হেরি চিমকিত মন।
চিন্তে সঙ্কীর্ত্তন মাঝে শোভে কোন জন॥
এতেক চিন্তনে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
নিজ ভাগ্য প্রশংসিয়া আনন্দে মাতিল।
সুবর্ণ বিগ্রহ বিহার হইল স্মরণ।
তে কারণে 'সুবর্ণ বিহার' নামের কথন।
তথা হৈতে 'মায়াপুরে' মিশ্র গৃহে এল
হেনমতে নবদ্বীপ স্থান দেখাইল॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বময় ধাম।
গৌর সুন্দরের যথা বিহারের স্থান॥
ওহে ধাম নবদ্বীপ কৃপা কর মোরে।
গৌর দিব্য লীলাস্থলী দেখাহ আমারে॥
তব চিন্ময় স্থান করাহ দরশন।
সঙ্কীর্ত্তনে সেবি যেন গৌরাঙ্গ চরণ॥
লীলা রঙ্গে রহি সদা হেরিব বিহার।
এ হেন বাসনা পূর্ণ হবে কি আমার॥
তব কৃপা বিনে নহে বাসনা পূরণ।
কিশোরীরে কৃপা কর লইল শরণ॥

শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপ-স্মরণ

জয় জয় প্রেমময় প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভবের কাণ্ডারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্ব ধাম সার।
যাহাতে গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রকট বিহার॥
সর্ব্ব ধামের হৈল যথা একত্র মিলন।
তাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবন॥
তথাহি—গৌঃ গঃ দীঃ—১৮/১৯ শ্লোকঃ
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো—
যমেতং গোলকং কতিপয়জনাঃ প্রহুর পরে।
সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরিমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপং সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যাম মহিমা॥
তস্মিন্ বাসমুরীচকার নৃহরির্বিশ্বম্ভারাখ্যাং
দধত্তচ্চেষ্টাবশতঃ সমস্ত মহতাং বসোঽপি তত্রাভবৎ
তৈঃ সাকং মহতী হরেরনুগুণাকারাপি লীলাভবদ্-
যত্রাসীজ্জগতাং মনোঽপি পরমানন্দায় মগ্নং স্বতঃ।
রসজ্ঞ ভকত কহে যারে বৃন্দাবন।
বহুবেত্তা সাধু করে গোলক কথন॥
অন্যান্য কহয়ে যারে সিত দ্বীপ নাম।
অপরে কহয়ে যারে পরব্যোমাখ্যান॥
পরম মহিমান্বিত সেই নিত্য ধাম।
জয় হউক নবদ্বীপ আশ্চর্য্য আখ্যান॥
তথা নৃহরি-বিশ্বম্ভর নামেতে বিহার।
আপনা প্রকাশি আকর্ষয়ে পরিবার॥
করিল অদ্ভুত তথা লীলা প্রকটন।
যাহে পরমানন্দে মগ্ন হইল ভুবন॥

বেদ অগোচর এই নবদ্বীপ ধাম।
ব্রহ্মা শিব আদি যাহা বাঞ্ছে অবিরাম॥
পরম অদ্ভুত এই নদীয়া বিহার।
অনন্ত বর্ণনে যাহা নাহি পায় পার॥
যাঁহার দর্শন গানে চিত্ত শুদ্ধ হয়।
সুনির্ম্মল গৌর প্রেম হয় চিত্তোদয়॥
কায়মনে স্মরি সেই নবদ্বীপ ধাম।
যাঁহার স্মরণে পূর্ণ হয় মনস্কাম॥

তথাহি—শ্রীধাম নবদ্বীপস্য ধ্যানং॥—
স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরাত মাত বৃহৎ কুর্ম্ম পৃষ্ঠাভ গোত্রং।
রম্যারামাবৃতং সৎ মানিকনকমহাপদ্মসংঘৈঃ পবীতং॥
নিত্যং প্রত্যালয়োম্মত প্রণয়ভর লসৎ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং।
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপ মীড়ে॥

সুরধনী তটে কুর্ম্ম পৃষ্ঠের আকার।
বিরাজিত ভূমি এক অতি চমৎকার॥
নানা লতা পরিবৃত নানা বৃক্ষ চয়।
ফলফুলে পরিপূর্ণ শোভা অতিশয়॥
মহানন্দে অলিকুল করিছে গুঞ্জন।
শোভিছে অপূর্ব্ব শোভা ভুবন মোহন॥
শ্রীমনি-কুট্টিম বিরাজিত দিব্য স্থানে।
নানা মণি খচিত তথা অপূর্ব্ব দর্শনে॥
রমনীয় রমাবৃক্ত সৌন্দর্য্যের সার।
গৌরাঙ্গের লীলা স্থলী অতি চমৎকার॥
অতুলনীয় স্থান সেই প্রেমানন্দময়।
নিত্য কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে ভুবন মোহয়॥
সেই ব্রজাভিন্ন শ্রীল নবদ্বীপ ধাম।
ঐকান্তিকে ধ্যান তাঁর করি অবিরাম॥

তথাহি—
সিংহাসনস্থ মধ্যে শ্রীগৌর কৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম বিগ্রহঃ॥
বামে গদাধরং দেবমানন্দ শক্তি-বিগ্রহং।
দেবস্যাগ্রে কর্নিকায়াং অদ্বৈতং বিশ্বপাবনং॥
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্র হস্তকং।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথা॥

শ্রীরতন মন্দির মাঝে রত্ন সিংহাসনে।
সপার্ষদে বিরাজিত শ্রীশচীনন্দনে॥
প্রেম বিগ্রহ নিত্যানন্দ দক্ষিণে শোভন।
আনন্দ শক্তি গদাধর বামে অনুক্ষণ॥
বিশ্ব পাবন শ্রীঅদ্বৈত অগ্রে কর্নিকায়।
তদ্দক্ষিণে ছত্র হস্তে শ্রীবাস দাঁড়ায়॥
চতুর্দ্দিকে প্রিয় ভক্তগণ পরিবৃত।
হেরিয়া অপূর্ব্ব শোভা ভুবন মোহিত॥
কৈশোর বয়স গোরা ভুবন মোহন।
চাঁচর চিকুরে মালা অপূর্ব্ব শোভন॥
সদা হাস্য যুক্ত সেই শ্রীচন্দ্র বদন।
মনোহর অঙ্গে শোভে অগুরু চন্দন॥
দিব্য ভুষায় বিভুষিত দিব্য কলেবর।
উন্নত ললাটে শোভে তিলক সুন্দর॥
গলে বনমালা দোলে কন্দর্প মোহন।
মধুর রসাশ্রয়ে সদা উন্মাদিত মন॥
উজ্জ্বল কন্দর্পাবেশে সদা নিত্যাবেশ।
কষিত কাঞ্চন নিন্দি বরণ বিশেষ॥
দর্শনেতে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ রূপ ভুবন মোহন॥
ঈষৎ রক্তিমা যুত সুবর্ণ বরণ।
দিব্য উপবীত বস্ত্র অঙ্গে বিভুষণ॥

* সুরধনী পরিবৃত নবদ্বীপ ধাম।

গলে বনমালা দোলে চন্দনে চর্চ্চিত।
গৌর প্রেম বিলাইতে সদা উন্মত্ত॥
চঞ্চল ঘূর্ণিত আঁখি উন্মাদিত মন।
পরিধানে নীলবস্ত্র অপূর্ব্ব শোভন॥
প্রেমানন্দময় প্রভু প্রেমদানকারী।
বিরাজয়ে নিত্যানন্দ প্রেমাশ্রুতে ঝুরি॥
সুবর্ণ বরণ অঙ্গ কান্তি সুনির্ম্মল।
দিব্য উপবীত স্কন্দে প্রেমে টলমল॥
তিল তণ্ডুলের সম কেশের বরণ।
গলদেশে দিব্য মালা করিছে শোভন॥
পরিধানে শ্বেত বস্ত্র শান্ত প্রেমময়।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু অপূর্ব্ব শোভয়॥
যারে 'অদ্বৈতাচার্য্য' বলে গৌরচন্দ্র।
কর্ণিকায় বিরাজয়ে হয়া প্রেমানন্দ॥
করুণার ধারা যার পদে প্রবাহিত।
ভকত ভ্রমর পানে হইল মোহিত॥
গৌর সম অঙ্গ কান্তি ভুবন মোহন।
পরিধানে শ্বেত বস্ত্র সদা বাম্য মন॥
তাম্বুল অর্পনাবেশে সদা বিরাজিত।
'গদাধর' তাঁর নাম বামে সুশোভিত॥
গৌরাঙ্গ মাধুর্য্যাস্বাদে যুগল নয়নে।
প্রেমার্ণবে বিলসয়ে সহাস্য বদনে॥
মাধুর্য্য ভূষণেতে ভূষিত তনু মন।
দ্বিজ শ্রেষ্ঠ রূপে শোভে এ তিন ভুবন॥
গৌর কৃপাময় মূর্ত্তি দিব্য কলেবর।
বসদ-মধুরভাবে সদাই বিভোর॥
গৌর সম অঙ্গ কান্তি প্রেমযুক্ত মন।
পরিধানে শ্বেত বস্ত্র কীর্ত্তনে মগন॥
সঙ্কীর্ত্তন রসাবেশে মত্ত প্রাণ মন।
গৌর ভক্ত অগ্রগণ্য সর্ব্ব প্রিয়জন॥

ছত্র হস্তে গৌর অগ্রে সদা বিরাজিত।
'শ্রীবাস' তাঁহার নাম অদ্ভুত চরিত॥
অনন্ত অর্ব্বুদ ভক্ত গৌর পরিবৃত।
হেরিয়া ভুবন বাসী বিমোহিত চিত॥
পঞ্চতত্ত্বরূপে সদা গৌরাঙ্গ বিলাস।
নবদ্বীপে বিরাজয়ে অদ্ভুত প্রকাশ॥
সর্ব্বকাল লীলা করে প্রভু গৌরহরি।
ভাগ্যবান জন হেরে দিবস শর্ব্বরি॥
ওরে মূঢ় মন সদা কর এই ধ্যান।
জুড়াবে তাপিত দেহ পাবি পরিত্রাণ॥
নবদ্বীপে করে গৌর অদ্ভুত বিহার।
সে লীলা হেরিতে সাধ না হয় কাহার॥
দিব্য নবদ্বীপ ধামে গৌরাঙ্গ বিলাস।
স্মরিয়া পুরাও মন হৃদয়ের আশ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ সীতানাথ গদাধর।
শ্রীবাসাদি যত গৌর প্রেম সহচর॥
একমনে হেন মতে করহ স্মরণ।
বাঞ্ছ যদি গৌর পদ করিতে সেবন॥
যে পদ সেবিতে বাঞ্ছে দেব ঋষিগণ।
বাঞ্ছা করি সঙ্গে আসি কৈল আস্বাদন॥
সেই প্রেমরসাস্বাদ সর্ব্বারাধ্য ধন।
অভিলাষ করি সদা করহ চিন্তন॥
নবদ্বীপে অষ্টকাল গৌরাঙ্গ বিহার।
স্মরয়ে অবোধ মন না বাঞ্ছহ আর॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যার্চ্চন চন্দ্রিকায়াং
নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষো রাত্রিশ্চ কালা অষ্টৌ যথাক্রমম্॥
মধ্যাহ্নো যামিনী চেতৌ ষন্মুহূর্ত্তমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতা জ্ঞেয়া নিশান্ত প্রমুখাঃ পরে॥

নিশান্ত-প্রাতঃ-পূর্ব্বাহ্ণ আর মধ্যাহ্ণ কাল।
অপরাহ্ণ সন্ধ্যা-প্রদোষ-রাত্রি অষ্টকাল ॥
ছয় মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ণ যামিনী যথাক্রমে।
নিশান্তাদি আর, তিন মুহূর্ত্ত প্রমাণে ॥
এরূপ কাল নিয়ম করহ স্মরণ।
অপ্রাকৃত গৌর লীলা বিচিত্র ঘটন ॥
নিশা অবসানে প্রভু শ্রীবাস উদ্যানে।
শ্রীমনি মন্দিরে রত্ন পর্য্যঙ্ক আসনে ॥
কুসুম শয্যাতে প্রভু নিদ্রায় মগন।
নিদ্রানন্দ অলি-পিক-নাদেতে ভঞ্জন ॥
নিকুঞ্জ মন্দির লীলা করিয়া স্মরন।
প্রেমে পুলকিত তনু ঝুরে দুনয়ন ॥
হেনকালে স্বরূপাদি কৈল আগমন।
প্রভুর নির্ম্মঞ্ছন করি করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বহু করিয়া নর্ত্তন ॥
গণসহ নিজগৃহে কৈল আগমন ॥
ভক্তগণে বিদায় দিয়া করিল শয়ণ।
নিশান্ত লীলার হয় এমত ঘটন ॥ ১
রতন মন্দিরে রত্ন পালঙ্ক উপরে।
শুতিয়াছে গোরাচাঁদ আনন্দ অন্তরে ॥
হেনকালে শচীমাতা করি আগমন।
প্রেমাপ্লুতে ডাকে বাছা উঠহ এখন ॥
তোমা লাগি শ্রীবাসাদি দাঁড়ায়ে অঙ্গনে।
জননীর স্নেহবাক্যে উঠয়ে তখনে ॥
অলসে অবশ অঙ্গ গোরা নটরায়।
আলিস্য সম্বরি সুখে উঠয়ে ত্বরায় ॥
বন্দিয়া জননী পদ ভক্তের মিলন।
সবাসহ যথাযোগ্য কৈল সম্ভাষণ ॥
পূর্ব্বভাব স্মরি প্রভু গর গর মন।
পূর্ব্ব রাস লীলা গায় সহ ভক্তগণ ॥
ভাব সম্বরিয়া পাছে করয়ে গমন।
দন্ত ধাবন প্রাতঃকৃত্য করে আচরণ ॥
ভক্তসহ গঙ্গা স্নানে করয়ে গমন।
পূজা সম্ভার বস্ত্র লয়া চলে দাসগণ ॥
গঙ্গা নমস্করি প্রভু করে অবগাহন।
জলক্রীড়া রঙ্গে মহা আনন্দে মগন ॥
তীরে উঠি শুষ্ক বস্ত্র করি পরিধান।
গঙ্গা স্তুতি নতি করি গৃহেতে পযান ॥
গৃহে শৃঙ্গারা সনে কৈল উপবেশন।
শৃঙ্গার করয়ে আসি যত দাসগণ ॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন বিভূষণ।
ললাটে তিলক শোভে অপূর্ব্ব দর্শন ॥
বনমালা গলে দিয়া দর্পন দেখায়।
হেরি বিষ্ণুগৃহে চলে আনন্দ হিয়ায় ॥
ষোড়শোপচারে করি বিষ্ণুর পূজন।
মাতৃদত্ত ফল মিষ্ট করেন ভক্ষন ॥
ভক্তসহ কৃষ্ণ কথা করে আলাপন।
হেনকালে মাতৃবাক্য কহে দাসগণ ॥
গণসহ উঠি প্রভু আরতি হেরিল।
নিতাই অদ্বৈতাদিসহ প্রসাদ ভুঞ্জিল ॥
শয়নে দাসাদি করে চামর ব্যজন।
হেন মতে প্রাতঃকাল লীলার ঘটন ॥ ২ ॥
পূর্ব্বাহ্ণে গাত্রোত্থানান্তে করি আচমন।
ভক্তসহ প্রেমরঙ্গে করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
স্বভবনে কভু ভক্তগণের ভবনে।
সঙ্কীর্ত্তনে মহানন্দ দেয় পুরজনে ॥
সখা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গমন।
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ প্রেমেতে মগন ॥
তদনুকরণ লীলা করে মনোহর।
ভাবেতে বিভোর হন সহ অনুচর ॥ ৩ ॥

মধ্যাহ্নে রাধা কৃষ্ণের লীলার ঘটন।
ব্যক্ত করি কহি করে তদনুকরণ॥
গঙ্গাতীরে উপবনে করয়ে বিহার।
রাধাভাবোদয়ে প্রভু অধৈর্য্য অপার॥
পূর্ব্ববৎ জলক্রীড়া ভোজন শয়ন।
হিন্দোলা পাশা খেলা আর বন্য ভ্রমণ॥
এ হেন কৌতুক ক্রীড়া করে গোরা রায়।
ভক্তগণ প্রেমার্ণবে ভাসিয়া বেড়ায়॥ ৪॥
অপরাহ্নে ধেনু সখা সহ কৃষ্ণচন্দ্র।
বন হোতে গৃহে চলে হয়া মহানন্দ॥
মধুর মুরলী নাদ করে শ্রীবদনে।
হাম্বা হাম্বা রব করে যত গাভীগণে॥
কৃষ্ণে হেরি হর্ম্মোপরি রাধাভাবোদয়।
সেই ভাবে মগ্ন হৈল গৌরাঙ্গ হৃদয়॥
প্রেম রঙ্গে নানা লীলা করে প্রকটন।
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে করে নগর সঙ্কীর্ত্তন॥ ৫॥
সায়াহ্নে পার্ষদসহ গঙ্গা স্নান কৈল।
দীপ-পুষ্প দিতে বিষ্ণুর অর্চ্চন করিল॥
ভোজনে করিয়া কৈল তাম্বুল চর্ব্বন।
স্মরি কালোচিত লীলা ভাবাবিষ্ট মন॥
ভাবাবেশে করয়ে সেই মতানু করণ।
গৌরাঙ্গ চরিত বুঝে নাহি হেনজন॥
ভাবোন্মত্তে গৌরচন্দ্র করে সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি দেয় ভক্তগণ॥ ৬॥
প্রদোষে গৌরাঙ্গ লীলা অপূর্ব্ব কথন।
পূর্ব্ব-লীলা স্মরি গৌর ব্যাকুলিত মন॥
নিকুঞ্জ গমন স্মরি ভাবাবিষ্ট মন।
শ্রীবাস ভবনে চলে মত্ত প্রাণ মন॥
ঢুলিতে ঢুলিতে গিয়া শ্রীবাস ভবনে।
ভক্ত পরিবৃত বৈসে তাঁহার অঙ্গনে॥ ৭॥

ভক্তসহ প্রেমানন্দে করয়ে কীর্ত্তন।
রাসভাব-অনুরূপ করয়ে নর্ত্তন॥
কীর্ত্তন অবসানে প্রভু বিশ্রাম করিল।
দাসগণ মহানন্দে সেবিতে লাগিল॥
পাছেতে বিবিধ দ্রব্য করিয়া ভোজন।
পুষ্পোদ্যানে দিব্য কক্ষে করিল শয়ন॥
বিবিধ বিধানে সেবা করে দাসগণ।
এইমত অষ্টকাল লীলার ঘটন॥ ৮॥
নবদ্বীপে নিত্য গৌরের অদ্ভুত বিহার।
ভাগ্যবান দিব্য নেত্রে হেরে অনিবার॥
এ হেন সৌভাগ্য কিবা হইবে আমার।
নয়নেতে নেহরিব হেন লীলা তার॥
অষ্টকাল শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার ঘটন।
কায়মনে স্মরি ধন্য করিব জীবন॥
গৌর প্রেমরসার্নবে সদাই ভাসিব।
সেবানন্দ বিনা অন্য বাঞ্ছা না করিব॥
হেরিয়া গৌরাঙ্গ লীলা জুড়াব নয়ন।
হেন কৃপা করিবে কি মোরে অনুক্ষন॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম সার।
লীলাস্থলে স্থান মোরে দেহ একবার॥
সেবিব গৌরাঙ্গ পদ করিব দর্শন।
জুড়াবে তাপিত দেহ পাব প্রেমধন॥
ওহে নবদ্বীপ ধাম কৃপা কর মোরে।
গৌরাঙ্গের প্রেম লীলা দেখাহ আমারে॥
পরম অযোগ্য মুই মূঢ় দূরাচার।
দীন জ্ঞানে কৃপা দৃষ্টি কর একবার॥
গুরু পরিকর সঙ্গে করিব সেবন।
কিশোরীর হেনভাগ্য হবে কি কখন॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে শ্রীধাম নবদ্বীপ মহিমাদি কথনং নাম পঞ্চম লহরী সমাপ্ত।

ষষ্ঠ লহরী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য

জয় শচীনন্দন প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ করুণা সাগর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর অনুচর॥
ধন্য ধন্য গৌরচন্দ্র প্রেম অবতার।
ধন্য প্রেম মূর্ত্তিমন্ত পারিষদ তাঁর॥
ধন্য প্রভু দ্বিজরাজ ন্যাসী শিরোমণি।
নিজ প্রেমধন দিয়া ভরিল অবনী॥

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধ মাধবে ১ অঙ্কে ২য় শ্লোকঃ।
অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ॥
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।
চিত অনর্পিত নিজ ব্রজ প্রেম ধন।
তাহা বিলাইতে স্বয়ং বিদিত ভুবন॥
আপনে আস্বাদি প্রেম কৈল বিতরণ।
এবে শুন যৈছে গৌরচন্দ্র আগমন॥
দৈবর্ষি নারদ হন পতিত পাবন।
বিনা যন্ত্রে কৃষ্ণ গানে তারয়ে ভুবন॥
কলি জীব দশা হেরি কাতর অন্তর।
হেরয়ে জগত জীব বিষয়ে তৎপর॥
'আমি ও 'আমার' বলি মরে অকারণে।
কেবা আমি কিবা আমার কিছুই না জানে॥
শিশ্নোদর পরায়ন হৈল জীবগণ।
কাম ক্রোধ মোহ বশে করয়ে যাপন॥

সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া "কৃষ্ণ" না শুনি বচন।
হেরিয়া জীবের দশা ব্যাকুলিত মন॥
চিন্তয়ে কিরূপে হবে জীবের মোচন।
সধর্ম্ম ত্যজিল জীব কি হবে এখন॥
কৃষ্ণ বিনা ধর্ম্ম স্থাপন কভু নাহি হয়।
কৃষ্ণ অবতারি বারে চিন্তয়ে হৃদয়॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া মুনি কৈল দৃঢ় পণ।
অবশ্য আনিব ভবে মোর প্রাণধন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ সূত্র খণ্ডে—
"যদি কৃষ্ণদাস মুই হও সর্ব্বথায়।
কলিতে আনিব ভবে প্রভু যদু রায়॥
দেখোঁ আগে কলিযুগ করে কোন কর্ম্ম।
তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্ব্বগয় ধর্ম্ম॥
আনিব সকল দেবগণ তাঁর সঙ্গে।
অস্ত্র পারিষদ আদি ক'রি সঙ্গোপাঙ্গো॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সনকাদি মুনি।
পৃথিবীতে জনমিব দেবী কাত্যায়নী॥
দ্বারকায় যত আছে আর যদুবংশে।
পৃথিবীতে জনমিব নিজ নিজ অংশে" ॥
এতেক চিন্তিয়া মুনি দ্বারকা আসিল।
রুক্মিনীর গৃহে কৃষ্ণ চন্দ্রে নেহারিল॥
সারা নিশি সত্যভামা পুরেতে যাপন।
রুক্মিনীর গৃহে প্রাতে কেল আগমন॥
মহানন্দে রুক্মিনী করে গৃহের সাজন।
কৃষ্ণ আগমনে কৈল পাদ প্রক্ষালন॥
আপন সম্পদ হৃদে করিয়া ধারণ।
বিরহিনী প্রায় প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
রুক্মিনী ক্রন্দনে কৃষ্ণ বিস্মিত হইল।
ক্রন্দনের অভিপ্রায় যতনে পুছিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
"জগতে যতেক সব তোর সুগোচর।
সবে না জানহ পদ প্রেমার উত্তর॥
যদি রাধাভাব হৃদে কর আরোপণ।
তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ"॥
হেনমতে রুক্মিনী দেবী বলেন বচন।
মোর দুঃখ শুন নাথ করি নিবেদন॥
রাধাভাব কান্তি ধরি করিবে গমন।
তোমার বিচ্ছেদ চিন্তি ব্যাকুলিত মন॥
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিহ্বল হইল।
হেনকালে নারদ তথা উপনীত হৈল॥
নিজ অভিপ্রায় মুনি প্রকারে কহিল।
শুনিয়া দ্বারকানাথ কহিতে লাগিল॥
তথাহি—তত্রৈব—
'হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি।
পুরুবের যত কথা পাশরিলা তুমি॥
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিলা যেন মতে।
মহেশ সংবাদ মহা প্রসাদ নিমিত্তে॥
আর অপরূপ কথা রুক্মিনী কহিল।
শুনিয়া বিহ্বল আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥
ভকত জনের সঙ্গে ভকতি করিয়া।
নিজ প্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া॥
গুণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব।
নবদ্বীপে শচী গৃহে জনম লভিব॥
গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু সম।
সুমেরু সুন্দর তনু অতি মনোরম॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌর তনু হৈলা।
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাড়িলা॥"

হেরিয়া অপূর্ব রূপ নারদ বিহ্বল।
তাবে প্রবোধিয়া প্রভু কহে কুতুহল॥
ব্রহ্মা শিব আদি স্থানে করিয়া গমন।
গৌর অবতার বার্ত্তা করহ জ্ঞাপন॥
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিব।
সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে প্রেম আস্বাদিব॥
আজ্ঞা পায়া মুনিবর বীণায় দিয়া তান।
হৃদে গোরা রূপ চিন্তি করিল প্রয়ান॥
নৈমিষ্যারণ্যেতে গিয়া উদ্ধবে মিলিল।
উদ্ধব হেরিয়া তাঁরে পুলকিত হৈল॥
কলি জীব ত্রাণ লাগি জিজ্ঞাসে বচন।
মহোল্লাসে মুনিবর কহয়ে তখন॥
দ্বারকায় কৃষ্ণসহ যত আলাপন।
সকলি উদ্ধব পাশে করিল বর্ণন॥
শুনিয়া উদ্ধব প্রেমে হারাল চেতন।
শিরে ধরি মুনি পদ করয়ে ক্রন্দন॥
আনন্দে কহয়ে দেহে প্রাণ সঞ্চারিলে।
শুনায়া নিগূঢ় বাক্য কৃতার্থ করিলে॥
নারদ-উদ্ধব সংবাদ অপূর্ব্ব কথন।
জৈমিনী-ভারতে ব্যক্ত খ্যাত সর্ব্বজন॥
বত্রিশ অধ্যায়ে যত রয়েছে বর্ণন।
পড়য়ে সে ভাগ্যবান করিয়া যতন॥
তথা হৈতে নারদ মুনি প্রেমেতে চলিল।
কৈলাসে শঙ্কর স্থানে আসিয়া মিলিল॥
নারদ গমনে হরপার্ব্বতী সুখ মন।
সযতনে বসাইয়া জিজ্ঞাসে বচন॥
চতুর্দ্দশ ভুবন তত্ত্ব জ্ঞাত তব মন।
কোথা হোতে হৈল তব শুভ আগমন॥
নারদ কহয়ে শুন অদ্ভুত বচন।
জগত নিস্তার হেতু তোমরা দুজন॥

পূর্ব্বে উদ্ধব কৃষ্ণের যত আলাপন।
উচ্ছিষ্ট মহিমা শুনি হৈল লোভ মন॥
প্রসাদ লাগি বৈকুণ্ঠেতে করিয়া গমন।
দ্বাদশ বৎসর কৈল লক্ষীর সেবন॥
তুষ্ট হয়া বর দিতে চাহিল আপনে।
শুনিয়া ভরসা তবে হৈল মোর মনে॥
মন অভিপ্রায় যত কৈল নিবেদন।
তেঁহ কৃষ্ণ স্থানে চাহি করিল অর্পণ॥
প্রসাদ ভক্ষণে মোর দিব্য ভাব হৈল।
বীণা বাজাইয়া মুই তব পাশে এল॥
মম তেজ হেরি তুমি পুছিলে বচন।
একে একে সব আমি কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া আমারে তুমি গঞ্জিলে বিস্তার।
মোরে বঞ্চি একা ভক্ষি হইলে গোচর॥
শুনিয়া লজ্জিত হয়া করি নিরীক্ষণ।
নখ মধ্যে এক কণা প্রসাদ দর্শন॥
তাহা লয়া তব করে করিল অর্পণ।
তাহা ভক্ষি প্রেমে বহু করিলে নর্ত্তন॥
তোমার নর্ত্তনে পৃথ্বী কম্পিত হইল।
সকাতরে কাত্যায়নী পাশে নিবেদিল॥
তারে আশ্বাসিয়া দেবী কৈল আগমন।
তব স্থানে আসি পুছে নর্ত্তন কারণ॥
সকলি কহিলে তুমি আনন্দ আবেশে।
শুনি দেবী কাত্যায়নী কহে রোষাবেশে॥
আমারে বঞ্চিয়া একা করিলে ভক্ষণ।
বড় দুঃখ মোর হৃদে করিলে অর্পণ॥
যথার্থই বিষ্ণু ভক্তি রহে মোর মন।
জগজ্জীবে এই প্রসাদ করিব বিতরণ॥
শৃগাল কুক্কুর আদি সকলে ভক্ষিবে।
তবেত হৃদয় ব্যথা মোর দূর হবে॥

এ হেন প্রতিজ্ঞা যবে পার্ব্বতী করিল।
জানিয়া বৈকুণ্ঠনাথ তথা উত্তরিল॥
প্রভু আগমনে দেবী করয়ে স্তবন।
প্রভু কহে বাঞ্ছা তব হইবে পূরণ॥
আর এক কহিল তারে নিগূঢ় বচন।
সমুদ্র মন্থন কালে যা হৈল ঘটন॥
তথাহি—তত্রৈব—
পুরুব রহস্য যত, কেহো নাহি জানে তত্ত্ব,
সমুদ্র মথিল দেবগণে।
মন্দার মথন দণ্ড, রজ্জু ফণী অনন্ত,
লোম উপজিল ঘরিষণে॥
সে মোর কল্পতরু যাচক যাচিতা করু,
যার যত যেই মনে বাসে।
যে জন যে ধন চায়, সে জন সে ধন পায়,
বিমুখ না করে প্রতি আশে॥
তঁহি এক দিব্যতেজে, চারুতরু বর মাঝে,
শ্রীচৈতন্য অধিষ্ঠিত দেহে।
সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা ভূপ,
আর যত সেহ সম নহে॥
যত যত অবতার, সেই সে আশ্রয়াগার,
লীলা কলা বিলাসের তরে।
পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগতনাথ স্বামী,
করুণা করিব পরচারে॥
কলিযুগে সবিশেষে, সঙ্কীর্ত্তন পরকাশে,
হব আমি মনুজ মূরতি।
তনু হব হেম গৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর,
প্রচারিত পরম পীরিতি॥
এ মোর অন্তর হিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
সম্বরি রাখহ নিজ মনে।
সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার,
নিস্তারিব লোক নিজগুণে॥

বিষ্ণু কাত্যায়নী মনে, সংবাদ এথ পুরাণে,
উৎকল খণ্ডেতে পরকাশ।
রাজা সে প্রতাপ রুদ্র, সর্ব্ব গুণের সমুদ্র,
ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ ॥"

এত কহি নারদ মুনি কহেন বচন।
এ সব বারতা তব হৈল বিস্মরণ ॥
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে করিতে ঘোষণ।
কলিযুগ অবতারে চল সর্ব্বজন ॥
নিজ নিজ অংশে সবে লভহ জনম।
নবদ্বীপে বিপ্র ঘরে প্রভুর গমন ॥
শঙ্করী শঙ্কর শুনি উল্লসিত হৈল।
বীণা বাজাইয়া মুনি প্রেমেতে চলিল ॥
ব্রহ্ম লোকে ব্রহ্মা পাশে উপনীত হৈল।
বন্দিয়া পিতার পদ সকলি কহিল ॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি হৈল পুলকিত মন।
সহসা বারতা এক হইল স্মরণ ॥
পূর্ব্বে সনকাদি মোরে কৈল নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কিমত ঘটন ॥
সংশয় জন্মিল মনে করিয়া শ্রবণ।
যোগ্য বিচারিয়া কর সংশয় ছেদন ॥
শুনি সনকাদি বাক্য সবিস্ময় মন।
মোর অগোচর এই প্রভু আচরণ ॥
হৃদয়ে স্মরিল তবে প্রভুর চরণ।
সেই কালে হংসরূপে দিল দরশন ॥
দিব্য চারি শ্লোক মোরে তত্ত্ব জানাইল।
মুই তাহা সনকাদিগণে বুঝাইল ॥

তথাহি—

শ্রীভগবান উবাচঃ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মেযদ্ বিজ্ঞান সমন্বিতং।
স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণ কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ ॥
অহমেব সমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহং ॥
ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েতন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তৎ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥
যথা মহান্তি ভুতানি ভুতেষুচ্চা বচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষুন তেষ্বহং ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেন সমাধি না।
ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয় স্কন্দে
ভগবত সংবাদে ব্রহ্ম চতুঃশ্লোকিং
ভাগবতং সম্পূর্ণং ॥

এই চতুঃ শ্লোকি হয় ভাগবত বচন।
ইহা দ্বারে ব্রহ্মা বুঝায় সনকাদিগণ ॥
শুনিয়া সন্তোষে তারা করিল গমন।
সর্ব্ব রসভাণ্ড চতুঃ শ্লোকের কথন ॥
কত দিনে নৈমিষ্যারণ্যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ।
ভারত পুরাণাদি যত করিল রচন ॥
জাড্য না বুঝিয়া তেঁহ ফাঁপরে পড়িল।
কাতর হইয়া বন মাঝে মূর্চ্ছা গেল ॥
তাঁর দশা হেরি প্রভুর দয়া উপজিল।
মোরে ডাকি এই চারি শ্লোক সমর্পিল ॥
আজ্ঞা মতে তব দ্বারে করিল প্রেরণ।
শ্রীমদ্ভাগবত রচে ব্যাস তপোধন ॥
কলি অবতার তাহে করিল বর্ণন।
কলিযুগে পীত বর্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥

যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করি প্রবর্ত্তন।
ব্রজের গুপতধন করিবে বিতরণ॥
হেন মতে গৌর অবতার জানাইল।
শুনিয়া নারদ মুনি উল্লাসিত হৈল॥
কহিলেন ব্রহ্মালোকে কর প্রচারণ।
নিজ নিজ অংশে ধরায় করুক গমন॥
এত কহি মুনিবর বীণা বাজাইয়া।
ত্বরিত চলয়ে প্রেমে গৌরাঙ্গ স্মরিয়া॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি স্থানে।
প্রভু আজ্ঞা প্রচারিয়া ফিরে সুখ মনে॥
কৌতুকে সর্ব্বত্র মুনি করয়ে ভ্রমণ।
স্মরি গৌর অবতার পুলকিত মন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মুনি করয়ে দর্শন।
কলির প্রভাব ধরায় প্রকট যেমন॥
গুরুজনে নাহি মানে নাহি বর্ণাশ্রম।
কেহ কারে নাহি মানে পাপ যুক্ত মন॥
হেরি মুনি চিন্তে মনে কলি আগমন।
কার স্থানে মন বাক্য করি নিবেদন॥
চিন্তিতেই দৈববাণী করয়ে শ্রবণ।
হব দারু ব্রহ্ম রূপ জীবের কারণ॥
জগন্নাথ রূপে রব সমুদ্রের কূলে।
দর্শনে উদ্ধার হবে পাপী অবহেলে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত তব নাহিক স্মরণ।
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় মোর আগমন॥
এবে মুনি নীলাচলে করহ গমন।
মোর আজ্ঞা অনুরূপ কর আচরণ॥
শুনিয়া নারদ মুনি বিহ্বল হইল।
'হাহা জগন্নাথ' বলি ত্বরিতে চলিল॥
নীলাচলে প্রেমযোগে কৈল আগমন।
হেরি জগন্নাথ দেবে করয়ে স্তবন॥

হাহা প্রভু জগন্নাথ জগত জীবন।
কলি জীব ত্রানে কর উপায় স্থাপন॥
মুনি বাক্যে জগন্নাথ সহাস্য বদন।
হস্ত পরশিয়া গুপ্তে বলেন বচন॥
পরম নির্গূঢ় তত্ত্ব শুনি মুনিবর।
গোলকে চলহ তুমি হইয়া সত্বর॥
বৈকুণ্ঠোপরি শ্রীগোলক নিত্য ধাম।
রসরাজ মহাভাবের যথায় বিশ্রাম॥
যেরূপে যেভাবে তথা করে অবস্থান।
সেইরূপ সেইভাবে অবতার তান॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া শুদ্ধ ভক্তি দিবে।
দীনহীন পতিতাদি প্রেমেতে মাতিবে॥
গোলকের গুপ্তধন পাবে সর্ব্বজন।
ধন্য কলি যুগ ধন্য কলি জীবগণ॥
জগন্নাথ মুখে শুনি এতেক বচন।
আবেশে চলয়ে মুনি বৈকুণ্ঠ-ভবন॥
সপার্ষদ বৈকুণ্ঠনাথে করি দরশন।
ষষ্ঠাঙ্গে প্রণমি মুনি করয়ে স্তবন॥
দারু ব্রহ্ম রূপে যাহা বলিলে বচন।
সেরূপ দেখায়া ধন্য করহ এখন॥
তবে তেঁহ গৌর তত্ত্ব করিয়া বর্ণন।
নারদে গোলক ধামে করিল প্রেরন॥
প্রেমানন্দে মুনিবর গোলকে চলিল।
তথা রসরাজরূপ নয়নে-হেরিল॥
নারদে কহিল যত নিজ বিবরণ।
শুনি মুনিবর হৈল উল্লাসিত মন॥
তবে তেঁহ নারদেরে বলেন বচন।
বলরামে গিয়া কহ মোর বিবরণ॥
শুনিয়া উল্লাসে মুনি শ্বেত দ্বীপে-এল।
প্রভু বলরামে হেরি কৃতার্থ মানিল॥

বন্দি বলরাম পদ কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা অনুরূপ বার্ত্তা করিল জ্ঞাপন॥
তথাহি—তত্রৈব -
"রাধাভাব অন্তরে, রাধাভাব বাহিরে,
অন্তর্ব্বাহ্য রাধাময় হব।
সঙ্গে সখা-সখীবৃন্দ আর ভক্ত অনন্ত,
ব্রজভাবে অখিল মাতাব॥
সাঙ্গোপাঙ্গে পারিষদে, জন্ম গিয়া পৃথিবীতে,
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ।
তাহাব অগোচর নহে, তাঁর মর্ম্ম কর্ম্ম দেহে,
কহিল যে আজ্ঞা গৌবচন্দ্র॥"
শুনি প্রভু বলরাম নারদ বচন।
অট্ট অট্ট হাসি করে হুঙ্কার গর্জ্জন॥
নিজ পারিষদে প্রেমে বলেন বচন।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে করহ গমন॥
হেন মতে প্রভু আজ্ঞা মুনি প্রচারিল।
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র অবনী আসিল॥
তথাহি-শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াঃ শ্লোকঃ ঃ—
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥
ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র স্বরূপ নিত্যানন্দ।
ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রেম মূর্ত্তি মম॥
প্রভু-শক্তি অবতার-পণ্ডিত গদাধর।
শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব শ্রীবাসাদি অনুচর॥
সবা লয়া করে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
রঙ্গে ত্রিজগত বাঞ্ছা করিল পূরণ॥
পঞ্চতত্ত্বরূপে কৈল অদ্ভুত বিলাস।
অধম পতিতে গৌর কৈল নিজ দাস॥
সঙ্কীর্ত্তন অস্ত্রে কৈল পাষণ্ড দলন।
ব্রজ প্রেমধন দানে কৈল নিজ জন॥

অন্য যুগে অবতারে অস্ত্রের ধারণ।
অসুরাদি বিনাশিল করি মহারণ॥
এবে অসুর ভাবান্বিত পাষণ্ডীর গণ।
নাম অস্ত্রে গৌর সবা করিল দলন॥
সবা লয়া প্রভু প্রেমে করয়ে নর্ত্তন।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন পায় সর্ব্বজন॥
সপার্ষদে আস্বাদিয়া প্রভু নিজধন।
কলিপাপাহত জীবে কৈল বিতরণ॥
সর্ব্ব অবতাব ভক্তেব একত্র মিলন।
কভু নাহি শুনি হেন লীলার ঘটন॥
অন্যান্য যুগে যারা না পাইল প্রেমধন।
কলিকালে কৈল সবার বাসনা পূরণ॥
সর্ব্বময় অবতার সর্ব্বারাধ্য সার।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা আধার॥
জয় শ্রীনারদ মুনি করুণা নিদান।
যাহার প্রসাদে প্রাপ্ত গৌর ভগবান॥
সেইত নারদ এবে পণ্ডিত শ্রীবাস।
পাষণ্ডী করিল যারে বহু পরিহাস॥
মহাবিষ্ণু অবতার অদ্বৈত আচার্য্য।
প্রভু অবতারিবারে কৈল বহু কার্য্য॥
হরিদাস রূপে এল ব্রহ্মা প্রজাপতি।
যবনে করিল যার বহুত দুর্গতি॥
অদ্বৈত হুঙ্কার হরিদাস নির্য্যাতন।
পাষণ্ডী করিল যত শ্রীবাস নিন্দন॥
এ তিনের হুঙ্কার আর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে।
অবতীর্ণ রসরাজ জীবের কারণে॥
নিজাভিন্নতনু বলরামে সঙ্গে নিল।
নিতাই গৌরাঙ্গ নামে দোঁহে জনমিল॥
পূর্ব্বেতে জন্মায়া যত নিজ পরিজন।
শেষে শচীগর্ভে প্রভু লভিল জনম॥

শৌচদেশে শৌচকুলে জন্মায়া নিজ গণে।
শেষে নিজে জনমিয়া কৈল আকর্ষণে॥
শৌচদেশ শৌচকুল করিতে তারন।
করিলেন প্রভু হেন লীলা প্রকটন॥
সবা সহ নবদ্বীপে কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পাছেতে সন্ন্যাস করি জগত তারিল॥
দেশে দেশে ভ্রমে প্রভু জীবের কারণ।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইল করি পর্য্যটন॥
দক্ষিণ পশ্চিমাদি দেশে করিল ভ্রমণ।
গৃহস্থ পামর কত হইল মোচন॥
হেনমতে ধরামাঝে প্রভু আগমন।
অবনী করিল ধন্য দিয়া প্রেমধন॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা পাথার।
মো অধমে কর দাস ঘুচুক সংসার॥
দাস অনুদাস করি অঙ্গীকার।
তব সম দয়াল প্রভু নাহি হেরি আর॥
অনাদি বহির্ম্মুখ মুই পাতকী দুর্জ্জন।
করুণা কটাক্ষে কর কৃপার ভাজন॥
সুদুর্ল্লভ প্রেম সেবা দেহ একবার।
তুমি বিনা কিশোরীরে কে কবিবে পার॥

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব-উপাখ্যান

জয় শচীনন্দন জয় শ্রীগৌরহরি।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র প্রেম দান করি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
জীব উদ্ধারিতে এবে শ্রীশচীনন্দন॥
ব্রজরস আস্বাদিতে অভিলাষ করি।
অবতীর্ণ হইলেন রাধাভাব ধরি॥
গোলকের গুপ্তধন ধরা মাঝে আনি।
প্রেমের ঠাকুর গৌর বিলান আপনি॥
স্ত্রী-শূদ্র-চণ্ডাল-যবন কভু না বিচারে।
যারে দেখে তারে প্রভু প্রেম দান করে॥
ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে এবে করে কোলাকুলি।
প্রেমে হাসে নাচে গায় পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলি॥
অন্যান্য যুগে ভজনে না ছিল অধিকার।
তাদের লইয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার॥
যাহার প্রসাদে জীবের লভ্য প্রেমধন।
ধন্য ধন্য সেই প্রভু শচীর নন্দন॥
সর্ব্ব অবতারের সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে।
সঙ্কীর্ত্তন করি প্রভু নাচে প্রেমরঙ্গে॥
এ হেন প্রভুকে যেবা করয়ে নিন্দন।
তার সম ভাগ্যহীন নহে কোন জন॥
বৃথা ধন বিদ্যা রসে হইয়া গর্ব্বিত।
এ হেন প্রভুকে নিন্দা নহেক উচিত॥
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা যদি লয় মন।
গৌর পাদপদ্ম সেবা কর অনুক্ষণ॥
শ্রীগৌর সুন্দরে যেবা করয়ে নিন্দন।
জন্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম তাঁর বৃথাই সাধন॥
যত কিছু দেখ তাঁর বৃথা আস্ফালন।
কোটি কল্পে কভু তার নহেক মোচন॥
কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে।
তাহার বিচার লিখিয়াছে ভাল মতে॥

তথাহি-শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৮ম পরি ঃ—
"এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক কোলাহল॥

এই সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণ ভক্তি।
কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাঁরে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
বেদ মতে বিষ্ণু পুজি জরাসন্ধাদিগণ।
কৃষ্ণ না মানিয়া হৈল দৈত্যেতে গণন॥
কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ হইয়া যে জন।
শ্রীগৌর সুন্দরে নাহি করয়ে ভজন॥
তাঁর প্রেমলীলা রসে রতি নাহি যার।
দৈত্যগণ মধ্যে তারে করিয়ে বিচার॥
ব্রজ রস আস্বাদিতে যার লয় মন।
কায়মনে লউক সে গৌরাঙ্গ স্মরণ॥
শ্রীগৌর সুন্দর মোর ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া বলে অনুক্ষণ॥
সেই সব শাস্ত্র বাক্য করিয়া গ্রহণ।
গৌরাঙ্গের গণ সবে করেছে লিখন॥
সেই সব প্রমাণ এবে একত্র করিয়া।
গ্রন্থ মাঝে স্থাপিলাম সদৈন্য হইয়া॥
ইথে অপরাধ ক্ষম যত গৌরগণ।
দাস অঙ্গীকরি দেহ গৌরাঙ্গ চরণ॥
তথাহি—শ্রীভঃ, রঃ ৫ম তরঙ্গ ধৃত (সামবেদ বচন)
'ওঁ' যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ম বর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধুয়
নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি॥ ১॥
তথাহি—
ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সপ্তগো
নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ।
কলৌ চতঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে
গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বর
প্রার্থিতো নিজ রসাস্বাদো ভক্তরূপো
মিশ্রাখ্যোবিদিত যোগোঽস্যাং॥
ইতি তু আথর্ব্বনস্য তৃতীয় কাণ্ডে ব্রহ্ম-
বিভাগানন্তরং॥ ২॥
তথাহি - অথর্ব্ব বেদে পুরুষ বোধন্যাং॥—
সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা
চৈক্যমেত্য প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্যসহ স্বৈঃ-
স্বমনু শিক্ষয়তি॥ ৩॥
অস্য ব্যাখ্যা—
সপ্তমে সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বত মনৌ
গৌরবর্ণো ভগবান স্বশক্ত্যাহ্লাদিনী
শক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রান্তে কলৌযুগে
প্রাতঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং অবতীর্ণো ভূত্বা
সহ স্বৈঃ স পার্ষদৈঃ স্বমনু হরে কৃষ্ণাদি
জনান্ শিক্ষয়তি উপদিশতি॥ ৩॥
সপ্তম মনুশ্রী বৈবস্বত নাম হয়।
তাহার রাজত্বে গৌর হইবে উদয়॥
রাধাকান্তো রাধাভাব করিয়া ধারণ।
কলির প্রথম সন্ধ্যায় দিবে দরশন॥
'হরে কৃষ্ণ' উপদেশি করাবে শিক্ষণ।
সপার্ষদে অবতার তারিবে ভুবন॥

তথাহি শ্রীঅনন্ত সংহিতায় চৈতন্য
জন্মখণ্ডে ৫৭ অধ্যায়॥—
অবতীর্ণা ভবিষ্যামি কলৌ নিজ গণৈঃসহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী পরিবারিতে॥
কৃষ্ণাবতার কালে যাঃ স্ত্রিয়ো যে পুরুষাভুবি।
চতুঃষষ্টি মহান্ত স্তেগোপা দ্বাদশ বালকাঃ॥

কলৌ তেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদাম সুবলাদয়ঃ।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্ ॥
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যামহং পুনঃ ॥ ৪ ॥
কালে নষ্ট ভক্তি পথ স্থাপন কারণ।
স্বগণ কলিতে মুই লভিব জনম ॥
কৃষ্ণ অবতারে যত গোপ গোপীগণ।
সবা লয়া বিহার করিব অনুক্ষণ ॥
সুবলাদি দ্বাদশ গোপাল খ্যাত হবে।
গোপীগণ চৌষট্টি মহান্ত আখ্যা নিবে ॥
হেন মতে নবদ্বীপে সুরধনী তীরে।
শচী গর্ভে জনমিয়া তারিব সংসারে ॥ ৪ ॥

তথাহি—বিশ্বসার তন্ত্রের উত্তর খণ্ডে
১১শ পটলে ॥—
গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলি পাপ-বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি ॥
জনিষ্যামি প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ম্
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সন্ধ্যায়াং গৌর বিগ্রহঃ ॥
গঙ্গার দক্ষিণে নবদ্বীপ মনোরম।
মিশ্র পুরন্দর গৃহে লভিব জনম ॥
কলি-পাপ বিনাশে শচীগর্ভে আগমন।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি খ্যাত সর্ব্বজন ॥
সন্ধ্যাকালে শুভযোগে লভিব জনম।
ধরিব গৌরাঙ্গ রূপ ভুবন মোহন ॥ ৫ ॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধ ৯ম
অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকঃ ॥
ইত্থং নৃতির্য্যগৃষি দেবঝষাবতারৈ
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদ ভব স্ত্রিযুগোঽথ সত্বম্ ॥ ৬ ॥

মনুষ্য তির্য্যক ঋষি মৎস্যদের রূপ।
দুষ্ট বিনাশী ধর্ম্ম স্থাপন স্বরূপ ॥
লোক সকল রক্ষা করি করয়ে পালন।
কলি অবতারে নহে এ সব করম ॥
কলিকালে ছন্নরূপ প্রভুর ধারণ।
ত্রিযুগ করিয়া তাই শাস্ত্রের বচন ॥ ৬ ॥
তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ-যামলোক্ত বচন ॥
ভুবং প্রাপ্তে তু গোবিন্দে চৈতন্যাখ্যো ভবিষ্যতি।
অংশেন তত্র যাস্যন্তি তত্র তৎ পূর্ব্ব পার্ষদাঃ ॥
পৃথক্ পৃথক্ নাম ধেয়াঃ প্রায়ঃ পুরুষমূর্ত্তয়ঃ।
সর্ব্বে প্রচ্ছন্নরূপাস্তে স্বেচ্ছয়াচ্ছন্ন শক্তয়ঃ।
কৃষ্ণ প্রেমমদোম্মত্তা ভবিষ্যন্তি পুরঃ সদা ॥ ৭ ॥
—চৈতন্য নামেতে প্রভু ধরা আগমন।
পূর্ব্ব পারিষদ সব সঙ্গেতে মিলন ॥
পৃথক পৃথক নামে পুরুষ স্বরূপ।
আচ্ছাদি স্বরূপ শক্তি প্রেমরস ভুপ ॥
এহেন ভাবেতে সবে করিবে বিহার।
শ্রীকৃষ্ণ যামাল বাক্যে ঘোষে ত্রিসংসার ॥ ৭ ॥

তথাহি—শ্রীমার্কণ্ড-পুরাণে।
গোলকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গ রূপেন লীলা লাবণ্য বিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥
গোলক ত্যজিয়া লোক ত্রাণের কারণ।
লীলা লাবণ্য গৌর কলিতে জনম ॥ ৮ ॥

তথাহি—শ্রীশিব পুরাণে ॥—
পুরা গোপাঙ্গনা আসীদিদানীং পুরুষোত্তমঃ।
যাভির্যস্মাৎ কলৌ কৃষ্ণস্তদথে পুরুষাঙ্গনা ॥ ৯ ॥
রাই কানু মিলনে কলি গৌরাঙ্গ স্বরূপ।
ব্রজের গোপাঙ্গনা ধরে পুরুষের রূপ ॥ ৯ ॥

তথাহি — শ্রীব্রহ্মযামলে ॥ —
ভবিষ্যামি চৈতন্যঃ কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে।
হরিনাম প্রদানেন লোকাণ্নিস্তারয়াম্যহং ॥ ১০ ॥
কলি সঙ্কীর্ত্তন কালে শ্রীচৈতন্য নামে।
হরিনাম প্রদানে লোক করিব তারনে ॥ ১০ ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃধৃত গরুড় পুরাণ বচন।—
কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারু ব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর বিগ্রহ ॥ ১১ ॥
কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীলক্ষ্মীপতি।
দারু ব্রহ্ম সমীপেতে করিবেন স্থিতি ॥
সন্ন্যাসীর রূপধারী শ্রীগৌর বিগ্রহ।
অবতীর্ণ হইবেন করিয়া আগ্রহ ॥ ১১ ॥

তথাহি—তত্রৈব—নারদীয় বচন ॥
দিবিজাভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিনঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥ ১২ ॥
কলিতে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে সহ দেবগণ।
শচীসুত রূপে ধরায় লভিব জনম ॥ ১২ ॥

তথাহি—তত্রৈব · বামন পুরাণ বচন ॥
কলৌ ঘোর তমাচ্ছন্নান সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে তু সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥ ১৩ ॥
বামন পুরাণে নারদে কহেন বচন।
কলিঘোর তমাচ্ছন্ন আচারভ্রষ্ট জন।
শচীগর্ভে জনমিয়া করিব তারন ॥ ১৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব - ভবিষ্য পুরাণ বচন —
আনন্দাশ্রু কলা লোমহর্ষ পূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসীরূপিণঃ ॥ ৭
ওহে তপোধন প্রেমাশ্রু যুক্ত মম লোমহর্ষরূপ ॥
কলিতে দেখিবে সবে হেন সন্ন্যাসী স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

তথাহি-শ্রীচৈঃ চঃ ধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতে-১০/৮/১৩ শ্লোকঃ ॥
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৫
নন্দরাজে গর্গমুনি বলয়ে বচন।
প্রতি যুগে বালক করে শরীর ধারণ ॥
শুক্ল রক্ত-পীতবর্ণ করয়ে ধারণ।
এবে করিয়াছে কৃষ্ণ বর্ণের ধারণ ॥ ১৫ ॥
তথাহি—তত্রৈব—১১/৫/৩২ শ্লোকঃ—
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ-র্যজন্তিহিসুমেধসঃ ॥ ১৬
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র সহ পারিষদগণ।
শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপ করিল ধারণ ॥
এইরূপে সদাই যতেক সুধীজন।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তারে করয়ে ভজন ॥ ১৬ ॥
তথাহি—তত্রৈব—মহাভারত বচনঃ—
সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১৭ ॥
চন্দনাঙ্গদধারী সন্ন্যাসী স্বরূপ।
সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গ মনোহর রূপ ॥
সম শান্ত শান্তি নিষ্ঠা পরায়ণ।
এমত স্বরূপে মুই করিব বিচরণ ॥ ১৭ ॥
তথাহি—তত্রৈব—উপপুরাণ বচন।
অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ-পাপহতান্নরাণ ॥ ১৮ ॥
বিপ্রকুলে জন্মি করি সন্ন্যাস গ্রহণ।
কলি পাপ হতে ভক্তি করাব গ্রহণ ॥ ১৮ ॥
তথাহি-শ্রীচৈঃ মঃ ধৃত-ভবিষ্য পুরাণ বচন —
অজায়ধ্বমজায়ধ্বম জায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥ ১৯ ॥

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ কালেতে।
অবশ্য জন্মিব আমি হয়া শচীসুতে ॥ ১৯ ॥

তথাহি—পদ্মপুরাণ—বচন—
কলৌপ্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথী তটে ভুবি ভবিষ্যতি সনাতনঃ ॥ ২০ ॥
কলির প্রারম্ভে মহীতলে সনাতন।
গঙ্গাতটে গৌররূপে লভিবে জনম ॥ ২০ ॥

তথাহি - কুর্ম্মপুরাণ বচন—
কলিনা দহ্য মানানামুদ্ধারার্থংতমোভুতাং।
কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥ ২১ ॥
তমাচ্ছন্ন পীড়িত জীবের উদ্ধার কারণ।
কল্যারম্ভে বিপ্রকুলে লভিব জনম ॥ ২১ ॥

তথাহি—জৈমিনী ভারত বচন—
স্বর্গনদীতীরস্থিত নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজাত্মজরূপে জনিষ্যামি দ্বিজালয়ে ॥ ২২ ॥
গঙ্গাতীরে দ্বিজগৃহে করি আগমন।
দ্বিজ সুতরূপে নবদ্বীপে লভিব জনম ॥ ২২ ॥

তথাহি—তত্রৈব—(শ্রীচৈঃ কারিকা ২৩)
অন্যাবতারা বহবঃ সর্ব্বসাধারণোদ্ভটাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ় সন্ন্যাসীরূপধৃক্ ॥ ২৩ ॥
প্রভুর যতেক হয় অবতার গণন।
সাধারণভাবে তাহা জানে সর্ব্বজন ॥
কলিকালে কৃষ্ণ যবে অবতারে মন।
গূঢ় সন্ন্যাসীরূপ করয়ে ধারণ ॥ ২৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব—
ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য নামধৃক ॥ ২৪ ॥

ভক্তি প্রকাশি জীবের উদ্ধার কারণ।
ন্যাসীবেশে কৃষ্ণচৈতন্য নামের ধারণ ॥ ২৪ ॥
তথাহি উদ্ধাম্নায় তন্ত্র বচন—
অবতারং বিদন্ কৃত্বা জীব নিস্তার হেতুনা।
কলৌ মায়াপুরীং গত্বা ভবিষ্যামি শচীসুত ॥ ২৫ ॥
কলিকালে মায়াপুরে করিয়া গমন।
শচীসুত রূপ ধরি তারিব জীবগণ ॥ ২৫ ॥
তথাহি—শ্রীনৃসিংহ পুরাণ বচন—
সত্যে দৈত্যকুলাদিনাশ সমরেস্ফুরন্ন যঃ কেশরী।
ত্রেতায়াং দশস্কন্ধরং পরিভবন রামাভিনামাকৃতিঃ ॥
গোপালান্ পরিপালয়ন ব্রজপুরে ভারং হরণং দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা-হরিঃ ॥ ২৬ ॥
সত্যে দৈত্যপতি বধে নৃসিংহ রূপ ধরি।
ত্রেতায় দশস্কন্ধ বধে রাম রূপ ধরি ॥
ব্রজধামে গোপগণে করিয়া পালন।
দ্বাপরে কৃষ্ণ রূপে করে ভুভার হরণ ॥
কলিযুগে দ্বারে দ্বারে করিয়া কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য নামে তেঁহ গৌরাঙ্গ বরণ ॥ ২৬ ॥
তথাহি—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বচন—
অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌসংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতাঃ ॥২৭॥
অন্তরেতে কৃষ্ণরূপ করিয়া গোপন।
বাহিরে গৌরাঙ্গরূপ করিব ধারণ ॥
কলিতে হেন অঙ্গ বৈভব করায়া দর্শন।
কীর্ত্তনারম্ভে কৃষ্ণচৈতন্য নামের ধারণ ॥ ২৭ ॥
তথাহি—শ্রীগরুড় পুরাণ বচন।—
শুদ্ধ গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর সমুদ্ভবঃ।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥ ২৮ ॥

কলিকালে শুদ্ধ গৌর সুদীর্ঘাঙ্গ ধরি।
কীর্ত্তন করিবে গঙ্গাতীরে অবতরি ॥
পরম দয়ালু রূপ করিবে ধারণ।
গরুড় পুরাণে প্রভু কহেন বচন ॥ ২৮ ॥

তথাহি—শ্রীদেবী পুরাণ বচন—
ভবিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতিনাং কুলে জন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ ॥২৯॥
কলির প্রারম্ভে ভূতভাবন ভগবান।
জনমিবে বিপ্রকূলে করি আগমন ॥
শান্ত পুরুষোত্তম রূপ করিবে ধারণ।
দেবী পুরাণেতে ঘোষে এমত বচন ॥ ২৯ ॥

তথাহি—শ্রীঈশাণ সংহিতায়াং (চৈঃ কারিকা ধৃত)
যুগে যুগে তনুং গৃহ্ণ হরির ব্যয়মীশ্বরঃ।
চতুর্ব্বর্গ প্রদোবিষ্ণুঃ কলৌ মানুষ বিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥
চতুর্ব্বর্গ প্রদোবিষ্ণু অব্যয় ঈশ্বর।
যুগে যুগে ধাবণ করয়ে কলেবর ॥
কলিতে মনুষ্যরূপ করিল ধারণ।
ঈশান সংহিতা দ্বারে জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥ ৩০ ॥

তথাহি—শ্রীবিষ্ণু পুরাণ বচন।—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামানি কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরা।
নানা পরাধ মুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ ॥ ৩১ ॥
সুজন 'কৃষ্ণ-চৈতন্য' নমি করিয়া কীর্ত্তন।
অপরাধ মুক্ত হয়া তারয়ে ভুবন ॥ ৩১ ॥

তথাহি—শ্রীব্রহ্ম রহস্য বচন—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি নাম মুখ্যতমং প্রভোঃ।
হেলয়া সুকৃদুচ্চার্য্য সর্ব্ব নাম ফলং লভেৎ ॥৩২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই প্রভুর মুখ্যনাম।
হেলায় উচ্চারণে ফল পায় সর্ব্ব নাম ॥ ৩২ ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত বচন।
অপগণ্য মহাপুণ্য মনন্য শরণং হরেঃ।
অনুপাসিত চৈতন্য মধ্যন্তং মন্যতে জগতে ॥ ৩৩ ॥
শ্রীচরণে যেবা লয় অনন্য শরণ।
অগণ্য মহাপুণ্য লভয়ে সে জন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য না করিলে ভজন।
জগৎ অধন্য বলি হইবে গণন ॥ ৩৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মোর ব্রজেন্দ্র নন্দন।
এমত বিবিধ শাস্ত্রে ফুকারে যনেথন ॥
মুরলী মনোহর মোর শ্রীগৌর রতন।
ভাগবতাদি শাস্ত্রে বলয়ে অনুক্ষণ ॥
জানিয়া শুনিয়াও যতেক মূঢ়জন।
এ হেন প্রভুকে নাহি করয়ে ভজন ॥
উলূকে নাহিক হেরে সূর্য্যের কিরণ।
তৈছে চক্ষু থাকিতে অন্ধ সেই সব জন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়াং/২৪ শ্লোকঃ।
অবক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাম বুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং ॥
অল্পবুদ্ধি বশবর্ত্তী যত জীবগণ।
নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপ না জানে কখন ॥
মায়াতীত মমরূপ কভু নাহি জানে।
সাধারণ জীব বুদ্ধ্যে আমারে সে গণে ॥

তথাহি—তত্রৈব—৭/২৫ শ্লোকঃ
নাহং প্রকাশ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ংনাভি জানাতি লোক মামজমব্যয়ং ॥
যোগমায়াবৃত আমি রহি সর্ব্বক্ষণ।
তেকারণে প্রকাশ না জানে সর্ব্বজন ॥
মদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ যত মূঢ়জন।
জন্মহীন নিত্য স্বরূপ না জানে কখন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ ১ম দর্শনে ধৃত শ্রীনারদীয় বচন।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ লীলা প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত রূপেন লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥
নর লীলায় নিজরূপ করিয়া গোপন।
ভগবদ্ভক্তরূপে করি জীবের রক্ষণ॥
নারদীয় পুরাণে প্রভু কহেন বচন।
শুন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ মোর এ সত্য বচন॥

তথাহি – শ্রীচৈঃ মঃ ধৃত শ্রীমদ্ভাঃ—১১/৫/৩৮ শ্লোকঃ—

কৃত্যাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তিসম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যত নরগণ।
বিষ্ণু ভক্তি লাগি বাঞ্ছে কলিতে জনম॥
অতএব কলি জীব উদ্ধার কারণ।
মুরলী মনোহর রূপ করিল গোপন॥
গৌরাঙ্গ রূপেতে ধরায় করি আগমন।
সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে ভাসাইল ত্রিভুবন॥
সে তরঙ্গে ভাসে পাপীতাপী যতজন।
তার্কিক অভিমানী সবে করে পলায়ন॥
তাদের লাগিয়া প্রভু করয়ে চিন্তন।
সন্ন্যাস করিয়া তবে করিল মোচন॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধিতে সবে নমস্কার করে।
সেই ছলে মহাপ্রভু সর্ব্ব পাপ হরে॥
অন্যান্য যুগে ক্রোধে করি অস্ত্রের ধারণ।
দৈত্য অসুরগণে বধি করিল মোচন॥
এবে বিনা অস্ত্রে বিনা বধে ভগবান।
সঙ্কীর্ত্তনে প্রেম দিয়া করিলেন ত্রাণ॥
এ হেন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।
সর্ব্ব অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোসাঞি॥
সর্ব্ব অবতারের সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে।
নাচয়ে সঙ্কীর্ত্তন নাথ সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥

তথাহি - শ্রীমদ্ভাঃ—১২/৩/৫২ শ্লোকঃ—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥
সত্য যুগে ধ্যান যোগে যজ্ঞেতে ত্রেতায়।
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা করি যাহা পায়॥
কলিযুগে একমাত্র করি সঙ্কীর্ত্তন।
সেইত দুর্লভ ধন পায় সর্ব্ব জন॥

তথাহি—শ্রীবৃহন্নারদীয় বচনঃ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥
অতএব যুগধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে করয়ে স্থাপন॥

তথাহি—শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনম্-

নমি চিন্তামনিঃ কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত ভিন্নাত্ম নামনামিন॥
নাম চিন্তামনি গৌর রসরাজ রূপ।
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত অভিন্ন স্বরূপ॥
যেই নাম সেই গৌর শাস্ত্রের বচন।
নামে সর্ব্ব শক্তি গৌর করিল অর্পণ॥

শ্রীশ্রীধ্যানচন্দ্র পদ্ধতিঃ ধৃত
শ্রীসনৎকুমার সংহিতায়াম্—

হরে কৃষ্ণৌ দ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণ তাদৃক তথা হরে।
হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃগ হরে মনুঃ॥

তথাহি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কলিযুগ ধর্ম্ম এই নাম সঙ্কীর্ত্তন।
আপনে প্রকটি গৌর কৈল প্রবর্ত্তন॥
যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার।
ব্রজপ্রেম বিলাইল অবনী মাঝার॥

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধ মাধবে ১ম অঙ্কে ২য় শ্লোকঃ।
অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিঃশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
চির অনর্পিত ধন করিতে অর্পণ।
অবতীর্ণ ধরা মাঝে শ্রীগৌর রতন॥
ব্রজেরগুপত নিজ প্রেম মহাধন।
পঞ্চতত্ত্ব রূপে এবে করে আস্বাদন॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াং—
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকং॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১১ শ্লোকঃ—
'অস্যার্থো বিবৃতস্তৈর্যঃ স সংক্ষিপ্যাবিলিখ্যতে।
ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ॥
ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ॥
ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিনঃ।
ভক্ত শক্তি দ্বিজাগ্রণ্যঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ॥'
ভক্তরূপধারী প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
যাঁহার কৃপায় জীবের আনন্দ অন্তর॥
ভক্ত-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ কলেবর।
যাঁহার কৃপায় পাই শ্রীগৌর সুন্দর॥
ভক্ত অবতার হন অদ্বৈত গোঁসাই।
যে আনিল ধরা মাঝে গৌরাঙ্গ নিতাই॥

প্রভু শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
যাহারে দেখিলে প্রভু আনন্দ অন্তর॥
শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
যাদের সহিত প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন॥
এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে করি প্রেমাস্বাদন।
কলিযুগে প্রেমদান করে অনুক্ষণ॥
অপূর্ব্ব প্রেমের ভাণ্ডার লুটে অনুক্ষণ।
আশ্চর্য্য প্রেমের ভাণ্ডার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
যতই করয়ে পান তত তৃষ্ণা বাড়ে।
সবে মিলি পান করে প্রেমোন্মত্ত ভরে॥
প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন।
অবিচারে পঞ্চজনে করে বিতরণ॥
অক্ষয় অব্যয় এই প্রেমসিন্ধু রস।
আস্বাদয়ে সর্ব্বজনে হইয়া বিবস॥
এই রস আস্বাদনে যদি চাহ মন।
অমূল্য নিতাই পদে লহরে স্মরণ॥
প্রেমের ভাণ্ডারী মোর নিত্যানন্দ রায়।
তাঁর কৃপা বিনে কেহ প্রেম নাহি পায়॥
নিতাই হেন দয়াল কভু দেখি নাই।
মার খেয়ে প্রেম দেয় কভু শুনি নাই॥
অবিচারে প্রেম দিল গিয়া দ্বারে দ্বারে।
তার সাক্ষী দেখি জগাই-মাধাই উদ্ধারে॥
কলসীর আঘাত শিরে করিয়া ধারণ।
জগাই মাধাইরে দিল গৌর প্রেমধন॥
গৌর ভজ গৌর চিন্ত লহ গৌর নাম।
দয়াল নিতাই ইহা বলে অবিরাম॥
প্রভু সেবা মূরতি যত কর দরশন।
দয়াল নিতাই বিনা নহে কোন জন॥
ব্রজের নিকুঞ্জ সেবা যদি চাহ মন।
সদাই নিতাই পদে লহরে শরণ॥

নিতাই অভয়-পদে লইলে শরণ।
সকলই হইবে তব বাঞ্ছিত পূরণ ॥
এতেক মহিমা জানি যতেক সুজন।
নিতাই চরণ ভজি লভে প্রেমধন ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥
এই পঞ্চতত্ত্ব যেই করয়ে ভজন।
অনায়াসে প্রাপ্তি হয় ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
ব্রজরস আস্বাদিতে যদি চাহ মন।
পঞ্চতত্ত্ব-ভজন করহ অনুক্ষণ ॥
এই পঞ্চতত্ত্বে যেবা করে ভেদবুদ্ধি।
কোনকালে নাহি তার হয় কোন সিদ্ধি ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৭ম পরিচ্ছেদে —
'পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্বে বিবিধ বিভেদ ॥'
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু ধরি পঞ্চরূপ।
রস আস্বাদন করে হোয়ে নররূপ ॥
পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্ব ভিন্ন করে যেই।
আপন ভজন দোষে ধ্বংস হয় সেই ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য খণ্ডে ২৪শ অঃ—
'ইথে একজনের হৈয়া পক্ষ করে যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে ॥'
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর ॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ চরণ ভজে সে যায় তরিয়া ॥'
এতেক জানিয়াও যতেক মূঢ়জন।
দয়াল নিতাই চাঁদে করয়ে নিন্দন ॥

দেহের এক অঙ্গ যদি করয়ে ছেদন।
সেই দেহ নহে কভু হয় সুশোভন ॥
সেমত নিতাই ছাড়ি ভজয়ে যে জন।
গৌর পাদ পদ্মে নাহি পায় প্রেমধন ॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর বচন।
বৃন্দাবন দাস তাহা করিল বর্ণন ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তঃখণ্ডে ২য় অঃ—
'সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান।
নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান ॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ় ॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি, তার প্রেমভক্তি বাধ ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥'
তথাহি—তত্রৈব মধ্যখণ্ডে ১১শ অঃ —
'নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন ॥'
এমত শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা কথন।
অদ্বৈত আচার্য্য যারে করয়ে স্তবন ॥
সেই অদ্বৈতাচার্য্যে যতেক মূঢ় জন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্থাপি করয়ে ভজন ॥
এমত পঞ্চতত্ত্বের করিয়া হেলন।
অদ্বৈত আচার্য্যে যেবা করয়ে ভজন ॥
অদ্বৈতের কৃপা নাহি পায় সেইজন।
নিজ দোষে মজে নাহি পায় প্রেমধন ॥
এই মত গদাধর শ্রীবাসাদি গণে।
কারো বর্জ্জি কারো স্থাপি করয়ে ভজনে
দৈব মায়া মুগ্ধ হোয়ে করে আস্ফালন।
গৌর পদ্মে প্রেম নাহি পায় সেই জন ॥

পঞ্চতত্ত্ব মহিমা হয় অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে সে প্রেমভক্তি লভে সর্ব্বজন॥
ভজনেতে কিবা ফল কহিতে না পারি।
দন্তে তৃণ ধরি মুই সদা স্তুতি করি॥
ওহে পঞ্চতত্ত্ব মোরে করহ করুণা।
দাস করি সেবা দেহ না কর বঞ্চনা॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি স্তবন।
নিজ গুণে ক্ষমা করি কর নিজ জন॥
যেথা সেথা জনম হউক বা না কেন।
পঞ্চতত্ত্ব স্মৃতি যেন রহে সর্ব্বক্ষণ॥
পঞ্চতত্ত্বের পাদপদ্মে লইয়া শরণ।
কিশোরী প্রার্থনা করে সেবার কারণ॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার তত্ত্ব কথনং নাম ষষ্ঠ লহরী সমাপ্ত।

সপ্তম লহরী
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত আশ্রয়॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
প্রেমের ঠাকুর গৌর করুণা নিদান।
পতিত জীবের লাগি কাঁদে যার প্রাণ॥
জীবের উদ্ধার লাগি প্রভু দয়াময়।
যুগে যুগে ধরা মাঝে হয়েন উদয়॥

তথাহি—শ্রীগীতায়াং - ৪/৭/৮ শ্লোঃ
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায়শ্চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
অধর্ম্মের প্রভাব হয় ধর্ম্ম যায় ক্ষয়।
ধর্ম্ম সংস্থাপনে প্রভু আপনা প্রকাশয়॥
সাধুগণ ত্রাণ শুদ্ধ ধর্ম্মের স্থাপন।
দুষ্কৃত-বিনাশ লাগি প্রকাশিত হন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাঃ—১২/৩/৩৪ শ্লোকঃ।
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥
সত্য যুগে ধ্যান যোগে যজ্ঞেতে ত্রেতায়।
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা করি যাহা পায়॥
একমাত্র কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন করি।
অনায়াসে যায় জীব ভবসিন্ধু তরি॥
অতএব যুগধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রচার কারণে প্রভু প্রকাশিত হন॥

তথাহি—তত্রৈব—১০/৮/১৩ শ্লোঃ
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুং।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
ক্রমে ক্রমে শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ বর্ণ ধরি।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগে প্রকাশে শ্রীহরি॥
কলিকালে পীতবর্ণ করিয়া ধারণ।
যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন কৈল প্রবর্ত্তন॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা—২৬-৩০ শ্লোকঃ-
স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্ব সুহৃঙ্করে।
অন্তর্বহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন॥

আস্ত ব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশৎ যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভ মনস্তস্য দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্ব নর্ত্তনং ॥
দ্বারকাস্থোঽপি ভগবানবিশৎ শ্রীশচীসুতং।
নামাবতারঃ সুতরামে ককাল প্রভাবতঃ॥
যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ং ॥
যোগমায়া বলাদেতে স্থিতৈস্তোঽস্তত্র যদ্যপি।
তথাপি প্রাবীশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণ লক্ষিতাঃ ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অন্তর বাহ্যে রাধাভাব-কান্তি ধারণ ॥
আস্তব্যূহ বাসুদেব দ্বারকা পুরেতে।
গন্ধর্ব্ব নর্ত্তন হেরি ক্ষুব্ধ হৈল চিত্তে ॥
দ্বারকাস্থ হয়া তবু চৈতন্যে মিলন।
তাই নামাবতার বলি তাঁহার কথন ॥
পূর্ব্বে যুগাবতার শ্যাম শ্রীকৃষ্ণে মিলিল।
এবে যুগাবতার যত চৈতন্যে মিলিল ॥
যোগমায়া বলে এই লীলার ঘটন।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ লীলা অদ্ভুত কথন ॥
বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ রসিক শেখর।
মুরলী মনোহর ব্রজগোপী মন চোর ॥
কীর্ত্তন প্রচারি প্রভু জীব উদ্ধারিতে।
আবির্ভূত হইলেন গৌরাঙ্গ রূপেতে ॥
গৌর অবতারের ইহা বাহ্য কারণ।
মূল প্রয়োজন এবে শুন ভক্তগণ ॥
চৈতন্য ভাগবত আর চরিতামৃতে।
এ সব নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত ভাল মতে ॥
তাহার কিঞ্চিৎ এবে করি আস্বাদন।
অপরাধ ক্ষম সবে লইল স্মরণ ॥
বৃন্দাবন বিহারী কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
মনিময় দর্পণে হেরয়ে শ্রীবদন ॥
নিজ রূপ কান্তি হেরি হইয়া বিভোলা।
আস্বাদন লাগি প্রভু হইল উতলা ॥
আস্বাদিতে কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তয়ে হিয়ায়।
রাধাভাব কান্তি বিনা নাহিক উপায় ॥

তথাহি – শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াং—
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমাকীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা গুণবতী।
আস্বাদয়ে প্রেমরস হয়া রসবতী ॥
যে প্রেমদ্বারে মোরে করে আস্বাদন।
তাঁর সেই প্রেমগুণ কিমত ঘটন ॥
যে মাধুর্য্য আস্বাদয়ে তাঁর কিদৃশ মহিমা।
তাহা আস্বাদনে কিবা হয় মধুরিমা ॥
কীদৃশ মাধুর্য্য মম কীদৃশ আস্বাদ।
তাহে কত সুখ রাধা করয়ে আস্বাদ ॥
সেই সুখ আস্বাদন সদা জাগে মনে।
তাহা না সম্ভবে রাধাভাব কান্তি বিনে ॥
এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার আশে।
শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে আপনা প্রকাশে ॥

তথাহি—তত্রৈব—
রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনাতদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাব দ্যুতি সুবলিতং নৌমী কৃষ্ণ স্বরূপম্।
অনাদির আদি প্রভু কৃষ্ণ সনাতন।
তিন রূপ ধরিলেন বিলাস কারণ ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী আর চিৎশক্তি রূপ।
এ তিনে আস্বাদে রস সেই রসস্বরূপ ॥

হ্লাদিনী রূপিনী রাধা প্রেমরসবতি।
চিৎশক্তি স্বরূপ কৃষ্ণ রহে রসে মাতি॥
রাধাকৃষ্ণ এক তনু দুঁহু তনু ধরি।
বিলাস করয়ে সুখে সখী সঙ্গে করি॥
সেই দুঁহু তনু এবে একত্ব হইয়া।
প্রকাশ গৌরাঙ্গ রূপ রাধাভাব লয়া॥
আর এক কথা ভাই অপূর্ব্ব কথন।
শাস্ত্রের নিগূঢ় কথা সুজন বচন॥
একদা শয়নে রাধাকৃষ্ণ একাসনে।
স্বপনে হেরয়ে রাধা মুরলী বদনে॥
গৌর অঙ্গধারী এক পুরুষ রতন।
অপরূপ অঙ্গকান্তি কন্দর্প মোহন॥
সদা 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে গদগদাশ্রু ধার।
হুঙ্কার গর্জ্জন করি পাড়য়ে আছাড়॥
পড়িয়া প্রেমেতে মূর্চ্ছা শ্বাসহীন প্রায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষত সর্ব্ব-কায়॥
এ হেন বীভৎস্য লীলা হেরিয়া নয়নে।
নিজ কান্ত পাশে স্বপ্ন কহেন আপনে॥
কান্ত কহে তব ঋণ শোধিবার তরে।
পুনঃ আসিব ধরায় হেন রূপ ধরে॥
তব গুণ নাম গাহি ঘুরিয়া বেড়াব।
দ্বারে দ্বারে গিয়া শুদ্ধ প্রেম বিলাইব॥
রাধা কহে শুন কান্ত মোর নিবেদন।
তব এত দুঃখ মোর না হবে সহন॥
অন্তরে রহিবে তুমি বাহিরে আমি রব।
তোমার সকল দুঃখ আপনে সহিব॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ প্রেমরস ধাম।
এ সব হেতুতে কৈল ইচ্ছার উদ্দাম॥
ঐশ্চর্য্য জ্ঞানেতে সদা জগত মোহিত।
ঐশ্চর্য্য শিথিল প্রেমে নহে কার প্রীত॥

আমারে ঈশ্বর বুদ্ধ্যে নিজে মানে হীন।
সে সব প্রেমীর প্রেমে না হই অধীন॥
ব্রজবাসী ভাবে সখা-পুত্র-পতি জ্ঞানে।
যেজন ভজয়ে তার হই যে অধীনে॥
সেই রসময় ভাব আপনে আচরি।
জীব শিক্ষা লাগি প্রভু হইল অবতরি॥
সেই শুদ্ধভক্তি নিজ অনর্পিত ধন।
গৌরাঙ্গ রূপেতে আসি শিখায় জগ-জন॥

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধ মাধবে ১/২ শ্লোকঃ—
অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণাবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং সভক্তিশ্রিয়ম্॥
হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
ব্রজগোপী আস্বাদিত অনর্পিত ধন।
তাহার সন্ধান নাহি জানে কোন জন॥
সেই স্বীয় গুপ্তধন করি আনয়ন।
অবিচারে সর্ব্ব জীবে কৈল বিতরণ॥
রাগানুগা ভক্তি পথের নিগূঢ় সন্ধান।
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র করিল প্রদান॥
ব্রজ-পার্ষদ যত সবারে সঙ্গে করি।
অবতীর্ণ ধরা মাঝে গোরা রূপ ধরি॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি যত অবতার।
সর্ব্ব অবতারের ভক্ত যতেক তাহার॥
সবা সঙ্গে করি এবে আপনি গৌরহরি।
ব্রজ রস আস্বাদয়ে প্রেমে জগ ভরি॥
পিতা-মাতা-গুরু শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
সবারে জন্মায়া পাছে কৈল আগমন॥
অদ্বৈত আচার্য্য সর্ব্ব ভক্তগণ রাজ।
যাঁহার হুঙ্কারে ধরায় এল ব্রজরাজ॥

আবির্ভূত ভক্তগণ হেরে চতুর্দ্দিকে।
কৃষ্ণ ভক্তি লেশ মাত্র নাহি কোন দিকে॥
মদ্য-মাংস দিয়া করে ভবানী পূজন।
বিষহরি চণ্ডী-গীতে করে জাগরণ॥
নানামত বাহ্য রসে সবার কাল যায়।
কৃষ্ণনাম গান নাহি কাহার জিহ্বায়॥
দু'বাহু তুলিয়া সদা কান্দে ভক্তগণ।
তাপিত জীবের কৃষ্ণ করহ মোচন॥
অদ্বৈত আচার্য্যে মিলি করয়ে চিন্তন।
কেমনে হইবে এসব জীবের মোচন॥
তবেত অদ্বৈত কহে করিয়া হুঙ্কার।
মোর প্রভু আনি সব করিব উদ্ধার॥
গঙ্গাজল তুলসী যোগে সুরধনী তীরে।
নিজ প্রভু লাগি আচার্য্য আরাধনা করে॥
অদ্বৈত হুঙ্কার ভক্তগণ নিবেদন।
হরিদাস সহিলেন যতেক নির্য্যাতন॥
পাষণ্ডীগণ শ্রীবাসেরে যেরূপ করিল।
তাহা হেরি দয়াময় রহিতে নারিল॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী জগত জীবন।
জীবের উদ্ধার লাগি কৈল আগমন॥
ব্রহ্মাদি বন্দিত যেই নবদ্বীপ ধাম।
তাহে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর নাম॥

তাঁর পত্নী শচীদেবী জগতের আই।
তাঁর গর্ভে জনমিলা কৃষ্ণচন্দ্র যাই॥
[১]চৌদ্দশ সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়।
প্রকাশিল গৌরচন্দ্র সবে গুণ গায়॥
প্রকাশিয়া গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব লীলা রসে।
শচীমাতা কোলে রহি সেমত বিলসে॥
ব্রজ বাল্যলীলা যত নদে মাঝে করে।
হেরিয়া সে নদেবাসী প্রেমানন্দে ঝুরে॥
যতেক নদীয়াবাসী গোরা মুখ হেরি।
সকল চাপল্য সহে মহানন্দ করি॥
বাল্য চাপল্য রসে ভ্রমে গোরা রায়।
আপন ইচ্ছায় ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
আরম্ভ করিল প্রভু[২] বিদ্যা অধ্যয়ন।
যে লীলা হেরিয়া মুগ্ধ সর্ব্ব প্রাণমন॥
বিদ্যালীলা রসে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
জগতে পণ্ডিত সব মানে চমৎকার॥
পূর্ব্বে যৈছে প্রভু নরসিংহ অবতারে।
হিরণ্যকশিপু বধি হুহুঙ্কার করে॥
ব্রহ্মা-শিব আদি করি যত দেবগণ।
কেহ না আসিতে পারে তাহার সদন॥
সবাই কম্পিত ভয়ে লক্ষ্মী আদি করি।
প্রহ্লাদ রহে মাত্র নির্ভিক রূপ ধরি॥

১। শ্রীচূড়ামনি দাসের শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয় মতে ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসের ৭ই ফাল্গুন প্রভুর জন্ম, দশম দিবসে নামকরন, ছয় মাস পরে ফাল্গুন মাসের সিত পঞ্চমী হস্তানক্ষত্রযুক্ত শুক্রবারে অন্নপ্রাশন, পঞ্চমবৎসর বয়সে বৈশাখ মাসের পঞ্চম দিবসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি সোমবারে চূড়াকরন এবং বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে প্রভু উপবীত ধারণ করেন।

২। শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ মতে প্রভু শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত সমীপে দুই বর্ষে ব্যাকরণ, দুই বর্ষে সাহিত্য-অলঙ্কার, শ্রীমান বিষ্ণু মিশ্রের নিকট দুই বৎসরে স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্র, শ্রীসুদর্শন পণ্ডিতের নিকট দুই বৎসরে ষড় দর্শন, বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্থানে দুই বৎসরে তর্কশাস্ত্র এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট এক বৎসরে চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।

শেষেতে প্রহ্লাদ যবে কৈল নিবেদন।
নৃসিংহ প্রচণ্ড রূপ কৈল সম্বরণ॥
ভক্ত অনুরোধে কৈল রূপ সম্বরণ।
পুরী স্থানে কৈল বিদ্যা অহঙ্কার বর্জ্জন॥
[৩]মন্ত্রদীক্ষা লয়া প্রভু ঈশ্বরপুরী স্থানে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল লয়া ভক্তগণে॥
শ্রীবাস ভবনে কীর্ত্তনের শুভারম্ভ।
সর্ব্ব পারিষদগণের মিলন আরম্ভ॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভাঃ—১১/৫/২৯ শ্লোঃ
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
বহি অঙ্গে ঢাকি নিজ কৃষ্ণ গোপরূপ।
শোভয়ে সঙ্কীর্ত্তননাথ ধরি গৌরারূপ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিতানন্দ যাঁর নিজ অঙ্গ।
গদাধব শ্রীবাসাদি যতেক উপাঙ্গ॥
অবিদ্যা বিনাশক নিজ-নাম অস্ত্রলোয়ে।
মুরারি শ্রীধরাদি পার্ষদ সাজাইয়ে॥
এমত অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদাদি সঙ্গে।
নাচয়ে কীর্ত্তন নাথ নিজ প্রেম রঙ্গে॥
শ্রীবাস ভবনে করি কীর্ত্তন বিলাস।
সর্ব্ব ভক্তে দেখাইলেন আপন প্রকাশ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তের করি দুঃখ নিবারণ।
জগাই মাধাই আদি করিল মোচন॥
সন্ন্যাস করিয়া কেশব ভারতীর পাশ।
মায়ের আদেশে কৈল নীলাচলে বাস॥
দক্ষিণ পশ্চিমাদি দেশে করিয়া ভ্রমণ।
নাম-প্রেম দানে ভাসাইল ত্রিভুবন॥
পতিত অপরাধী কত করিল উদ্ধার।
নীতি শিক্ষা দানে কৈল ভক্তির বিস্তার॥
প্রিয় ভক্তে প্রভু করি নিজ শক্তি দান।
সর্ব্বভাবে কৈল তেঁহ জীবে পরিত্রাণ॥
স্ত্রী শূদ্র চণ্ডাল যবন ম্লেচ্ছাদি করি।
নামে প্রেমে ভাসাইল প্রেমে জগভরি॥
ঝারিখণ্ড পথে ব্যাঘ্র সিংহ নাচাইয়া।
কৃষ্ণ বলাইল সবা নাম প্রেম দিয়া॥
নাম প্রেমদানে সর্ব্ব দেশ মাতাইয়া।
আস্বাদয়ে নিজ রস গম্ভীরা বসিয়া॥
এ সব প্রেমলীলা রীতি অদ্ভুত কথন।
নিজ গ্রন্থে বর্ণিলেন প্রভুর যত গণ॥
তাঁদের অধরামৃত করি আস্বাদন।
মূঢ়ের বাতুল চেষ্টা ক্ষম সর্ব্বজন॥

৩। কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যের ৪র্থ ও ৫ম সর্গে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহাপ্রভু স্বীয় মেসো শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত পিতৃ পিণ্ডদানোদ্দেশ্যে গয়াধামে যাত্রা করেন। চীরনদে জ্বর প্রকাশ করিয়া বিপ্রপদোদক পান করেন। তারপর পিতৃ পিণ্ডদান অন্তে তথায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সমীপে দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক পৌষ মাসের শেষ ভাগে গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। চারি মাস সঙ্কীর্ত্তনের পর মুরারী গুপ্তের দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করেন। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত আট মাস কাল শ্রীবাস ভবনে সঙ্কীর্ত্তন রসে অতিবাহিত করেন এবং মাঘ মাসের প্রথম দিনে কাটোয়ায় কেশব ভারতী সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

অপূর্ব্ব এ লীলা কথা প্রেমরস পুর।
আস্বাদে রসিক ভক্ত অন্য রহে দূর॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহাশ্রমে বাস।
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া পুরায় সর্ব্ব আশ॥
চব্বিশ বৎসরে করি সন্ন্যাস গ্রহণ।
ছয় বৎসর সর্ব্বদেশ করিল ভ্রমণ॥
অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে কৈল বাস।
এমত অষ্ট চল্লিশ বৎসর বিলাস॥
চৌদ্দশত পঞ্চান্নতে কৈল অন্তর্দ্ধান।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে করি প্রেমভক্তি দান॥
পরম দয়াল প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
ব্রজ প্রেমানন্দ দিয়া জীব কৈল ধন্য॥
অধম পতিত কেহ বাকি না রহিল।
সর্ব্ব দুঃখ ভুলি গৌর প্রেমেতে মাতিল॥
পরম দয়াল অবতার চৈতন্য গোঁসাই।
এ হেন দয়াল প্রভু দেখি শুনি নাই॥
অবিচারে যারে তারে কৈল প্রেমদান।
শুনিয়া পাইল কুল মোর পঞ্চ প্রাণ॥
দয়াল ঠাকুর শুনি বাঞ্ছা উপজিল।
ভাগ্যদোষে হেন প্রভু ভজিতে নারিল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কৃপা কর মোরে।
তোমার গম্ভীর লীলা দেখাহ আমারে॥
আজিও করিছে লীলা মোদের গোরা রায়।
ভাগ্যবান জন হেরে রহিয়া লীলায়॥
তব দাস্য পদ প্রাপ্তির আছয়ে বচন।
তব দাসানুদাস বিনা না হবে পূরণ॥
তব দাসানুদাস হইবারে করি আশ।
ভক্ত মহিমা মৃত আস্বাদনে অভিলাষ॥
হেন কৃপাদান প্রভু করহ আমারে।
নিরন্তর জিহ্বায় যেন ভক্ত যশ স্ফুরে॥
সপার্ষদে গৌর পদে একান্ত শরণ।
কিশোরী করয়ে গৌর চরিত্র কথন॥

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত গৌর প্রেম স্কন্ধ॥
জয় জয় গদাধর মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রিয়জন॥
জগদ্গুরু নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
গৌর প্রেমময় তনু পরমানন্দ ধাম॥
প্রকৃতির পার পরব্যোম স্থান নাম।
তদুপরি বিরাজিত গোলক নিত্য ধাম॥
দ্বিভুজ মুরলী ধারী মদন মোহন।
রাধাসহ নিত্য যথা বিলাসে মগন॥
রসিক শেখর কৃষ্ণের নাহি অন্য মন।
সন্ধিনী করয়ে পূর্ণ যত প্রয়োজন॥
শ্রীসন্ধিনী শক্তি হন মূল সঙ্কর্ষণ।
প্রভু সুখ লাগি যার চেষ্টা অনুক্ষণ॥
নিজ অঙ্গ হোতে অংশ কলা প্রকাশিয়া।
নিরবধি সেবা করে প্রেমযুক্ত হয়া॥
প্রভু সেবা রসে সদা রহি নিমগন।
প্রেম রস আস্বাদয়ে করিয়া যতন॥
কারণাব্ধি শায়ী আদি অংশ প্রকাশিয়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজে প্রেমোন্মত্ত হয়া॥
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী প্রভু সঙ্কর্ষণ।
বহু রূপ ধরি সেবে যুগল চরণ॥

তথাহি—শ্রীঅনন্ত সংহিতায়াং ধরণী
শেষ সংবাদে—
নিবাস-শয্যাসন পাদুকাংশুকো-
পধান বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥
পিতা মাতা গৃহে খট্টা আসন ভূষণ।
সখা ভাই উপাধান আর ছত্র বসন॥
বড় ভাই উপবীত শয্যা শ্রীবাহন।
পাদুকা-দাসাদি রূপে অসংখ্য গণন॥
ধরি মোহনবংশী রূপ প্রভুর শ্রীকরে।
লীলার সহায় করি সুখ দান করে॥
এমত সর্ব্বতোভাবে করয়ে সেবন।
তাঁর কৃপা বিনা সেবা পায় কোনজন॥
গরুড় রূপেতে সদা করয়ে বহন।
পিতা মাতা রূপ ধরি করেন পালন॥
সখা রূপ ধরি সঙ্গে খেলে রস খেলা।
দাসরূপ হয়া সেরে হইয়া বিভোলা॥
নারদ রূপেতে সদা বিনায় দিয়া তান।
গাহিয়া বেড়ায় প্রভুর রূপ গুণ নাম॥
রাম অবতারে লক্ষণ রূপেতে ছোট ভাই।
কৃষ্ণ অবতারে বলরাম বড় ভাই॥
অনন্ত রূপেতে করে ধরণী ধারণ।
এ কারণে শেষ নাম ধরে অনুক্ষণ॥
সেই প্রভু নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ধাম।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত যাঁর শুদ্ধ নাম॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর যারে বলে বড় ভাই।
তাঁর সম দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই॥
দীনহীন জনে সদা হয়ে কৃপাবান।
অযাচিত শক্তি বলে করে প্রেমদান॥

তাহার প্রমাণ জগাই মাধাই উদ্ধারে॥
মার খেয়ে প্রেম যাচে প্রেমোন্মত্ত ভরে॥
প্রেমদাতা নিতাই চাঁদ পতিত পাবন।
এবে মো পতিতে প্রভু করহ তারণ॥
অধম পতিত যত দেখহ সংসারে।
মো সম অধম প্রভু নাহি পাবে কারে॥
জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার।
তাহারা পতিত নহে পার্ষদ তোমার॥
অনাদি বহির্ম্মুখ আমি বড়ই পামর।
মোরে উদ্ধারহ প্রভু করুণা সাগর॥
রাঢ় দেশে ধন্য একচাকা নামে গ্রাম।
তথায় জন্মিলা প্রভু নিত্যানন্দ রাম॥
তথাহি—শ্রীঅং প্রাঃ—১৪ অধ্যায়
'তেরশত পাঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥'
মাঘ মাসে শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি।
প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের শুভ জন্ম তিথি॥
হাড়াই পণ্ডিত পিতা মাতা পদ্মাবতী।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ ব্রহ্মাণ্ডের পতি॥
পূর্ব্বে বাসুদেব পিতা মাতা যে রুক্মিণী।
এবে হাড়ো ওঝা পিতা পদ্মা সে জননী॥
তথাহি – শ্রীপ্রেঃ বিঃ ২৪ বিলাস—
'বাসুদেবের প্রকাশ হাড়াই পণ্ডিত।
দেবকী প্রকাশান্তরে হয় পদ্মাবতী॥
সপ্ত পুত্র হৈল তাঁর বড় গুণবান।
নাম কহিয়ে শুন হঞা সাবধান॥
নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আর সর্ব্বানন্দ।
ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ আর প্রেমানন্দ॥
বিশুদ্ধানন্দ এই পুত্র সপ্ত জন।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ বলরাম হন॥

বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ একই স্বরূপ।
প্রকাশ ভেদে বলদেব হন দুই রূপ॥
নিত্যানন্দের আর নাম চিদানন্দ ছিল।
অদ্বৈতের আজ্ঞায় হাড়া ওঝা রেখে ছিল॥
গৃহাশ্রমে নিত্যানন্দ নাম শ্রুত।
সন্ন্যাস আশ্রমে নাম নিত্যানন্দ অবধূত॥
রাঢ় দেশে এক চাক্রায় প্রভুর প্রকাশ।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হেরি সকলে উল্লাস॥
বাল্য লীলা রসে মত্ত প্রভু নিত্যানন্দ।
খেলয়ে অদ্ভুত খেলা সহ সঙ্গীবৃন্দ॥
রাম কৃষ্ণ বামনাদি যত অবতারে।
করিল যতেক লীলা প্রভু সঙ্গে করে॥
সেই সব লীলা স্মরি খেলে রস খেলা।
বিহরয়ে নিত্যানন্দ হইয়া বিভোলা॥
ইষ্ট লীলা রসে নিত্যানন্দ নিমগন।
অন্য বাল্য খেলা কভু নাহি লয় মন॥
যে দিন জন্মিল মহাপ্রভু নবদ্বীপে।
রাঢ়ে রহি হুঙ্কার করে প্রচণ্ড প্রতাপে॥
এমত দ্বাদশ বৎসর করি রস খেলা।
গৃহ ত্যজিবারে প্রভু হৃদয়ে চিন্তিলা॥
এক চাক্রায় নিত্যানন্দ সুখে বিহরয়।
আপনার ভাবে লীলা সতত করয়॥
জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্নে করে দরশন।
বলরাম আসি তারে কহয়ে বচন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ - ২৪ বিলাসে—
'জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্ন করয়ে দর্শন।
বলরাম আসি তারে কহয়ে বচন॥
আমি হাড়া ওঝা পুত্র ওহে ন্যাসীবরে।
নিত্যানন্দ নাম হয় এই অবতারে॥
মোরে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করাইয়া গ্রহণ।
নিত্যানন্দ অবধূত নাম করিবা রক্ষণ॥
এত বলি বলরাম মন্ত্র কৈলা কাণে।
এই মন্ত্র মোরে তুমি করাবে গ্রহণে॥
ইহা কহি বলরাম হৈলা অন্তর্হিত।
জাগি দেখে ন্যাসীবর রজনী প্রভাত॥
দৈবে সেই সন্ন্যাসী আইলা হাড়া ওঝা ঘরে।
নিত্যানন্দ স্বরূপের নিলা ভিক্ষা করে॥
সেই সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বর পুরী হয়।
নিত্যানন্দ দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করয়॥
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে দিলা।
তেজরূপে বিশ্বরূপ নিতাইয়ে মিশিলা॥
সন্ন্যাসীর তেজে নিতাই হৈলা অবধূত।
ঈশ্বর পুরী সহ তীর্থ ভ্রমিলা বহুত॥'
বিশ্বরূপ তেজ যৈছে নিত্যানন্দে মিলন।
অপূর্ব্ব ভারতী তাহা শুন সর্ব্বজন॥

তাথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৬২ শ্লোকঃ—
যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্থিতঃ॥
সনাতন বিশ্বরূপ কৈলে অন্তর্দ্ধান।
যতদী অংশ নিত্যানন্দে কৈল অবস্থান॥
তথাহি শ্রীপ্রেঃ বিঃ ২৪ বিলাসে
'বিশ্বরূপ ঈশ্বর পুরীরে প্রণমিলা।
নিজ ঐশি তেজ তিঁহ পুরীতে স্থাপিলা॥
বিশ্বরূপ বোলে দেব এই তেজ ধন।
নিত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া করহ স্থাপন॥
ইহা বলি বিশ্বরূপের সিদ্ধ প্রাপ্তি হৈল।'

তবে বিশ্বরূপ তেজ করিয়া গ্রহণ।
ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দে করিল অর্পণ॥

দীক্ষা দান ছলে তেজ হইল সঞ্চার।
বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ খ্যাত ত্রিসংসার॥
দক্ষিণ পশ্চিমে যত তীর্থ বিরাজিত।
প্রভু নিত্যানন্দ ভ্রমে হয়া সুখ চিত্ত॥
একদা শ্রীপাদ কহে নিত্যানন্দ প্রতি।
মাধবেন্দ্র অন্বেষণে যাব শীঘ্র গতি॥
সর্ব্বতীর্থ ভ্রম তুমি রাখিহ স্মরণ।
মাধবেন্দ্রসহ তোমা হইবে মিলন॥
এত কহি ঈশ্বরপুরী করিল গমন।
কত দিনে মাধবেন্দ্র সহিত মিলন॥
দৈবে মাধবেন্দ্র পুরী সহ দরশন।
দুঁহু অঙ্গ ধরি দুঁহে করয়ে ক্রন্দন॥
দোঁহার মিলনে প্রেমসিন্ধু উথলিল।
দোঁহার নয়ন জলে মেদিনী তিতিল॥
দোঁহার মিলনে যত হৈল প্রেমরঙ্গ।
অনন্ত বর্ণিতে নারে সে সব প্রসঙ্গ॥
যবে মাধবেন্দ্রসহ হইল মিলন।
গুরু বুদ্ধি নিত্যানন্দ করে সর্ব্বক্ষণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দের হেরি শ্রীবদন।
হারান দুর্লভ নিধি পাইলেন যেন॥
বন্ধুভাবে নিত্যানন্দে হেরে অনুক্ষণ।
দোঁহাকার ভাব চেষ্টা বুঝে দুই জন॥
তথা হৈতে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে এল।
পূর্ব্ব জন্মভূমি হেরি বহুত কান্দিল॥
প্রেমেতে হুঙ্কার করি ভ্রমে সর্ব্ব স্থান।
ব্রজের বালক ভাবে করে অবস্থান॥
আহার নাহিক রুচে করে দুগ্ধ পান।
তাহা যদি অযাচিত কেহ করে দান॥
নবদ্বীপে গুপ্ত ভাবে আছেন গৌরচন্দ্র।
মানসে চিন্তয়ে সদা প্রভু নিত্যানন্দ॥

যাবৎ না করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
তাবৎ নিতাই করে ব্রজ ধামে বাস॥
যাবৎ না করে প্রভু আদেশ প্রদান।
তাবৎ না বিলায় প্রেম নিত্যানন্দ রাম॥
প্রেমের ভাণ্ডারী প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু আজ্ঞা বিনা প্রেম কারে নাহি দেয়॥
মহাপ্রভু যবে কৈল আপনা প্রকাশ।
নিতাই জানিয়া সুখে এল প্রভু পাশ॥
প্রভু গয়া হয়া দেশে করিল গমন।
ঈশ্বরপুরী হতে প্রেম করিয়া গ্রহণ॥
সুনির্ম্মল প্রেমসিন্ধু উথলিত হৈল।
মনে জানি নিত্যানন্দ প্রভু পাশে এল॥
গৌর সম্পদ গৌরে দিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী।
নিত্যানন্দ পাশে ব্রজে এল ত্বরা করি॥
নিত্যানন্দে বলে চল নবদ্বীপ পুরে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন নাচে নদীয়া নগরে॥
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ আবেশে চলিল।
মিলিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে উৎকণ্ঠা বাড়িল॥
হেন মতে বিশ বৎসর করি পর্য্যটন।
চৌদ্দশ সাতাশ শকে গৌরাঙ্গ মিলন॥
নদীয়া নগরে আসি করিয়া চিন্তন।
রঙ্গ করি নন্দন-ঘরে রহিল গোপন॥
নন্দন আচার্য্য গৃহে আছেন নিত্যানন্দ।
স্বপনে হেরয়ে তারে প্রভু গৌরচন্দ্র॥
তালধ্বজ রথে এক পুরুষ রতন।
প্রকাণ্ড শরীর প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ॥
পরিধানে নীল বস্ত্র হলধরাবেশ।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে নাহি বাহ্য লেশ॥
স্বপ্ন হেরি গৌরহরি পুলকিত মন।
স্বজনে ডাকিয়া কহে মরম বচন॥

কোন মহাপুরুষের হৈল আবির্ভাব।
সন্ধান করিয়া এবে করাহ প্রকাশ॥
শ্রীবাস হরিদাস দোঁহে অম্বেষিতে গেল।
তৃতীয় প্রহর ভ্রমি প্রভু পাশে এল॥
তবে প্রভু সপার্ষদে করিল গমন।
নন্দন আচার্য্য ঘরে হইল মিলন॥
দুই ভাই মিলনে যাহা হইল ঘটন।
সে লীলা দেখিতে বাঞ্ছে দেব-ঋষিগণ॥
গৌরচন্দ্র পাশে বিরাজয়ে নিত্যানন্দ।
পূর্ব্ব রস রঙ্গে দোঁহে করয়ে আনন্দ॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে মহাপ্রভু মন।
শ্রীবাসে কহয়ে শ্লোক করহ পঠন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—(১০/২১/৫)
বর্হাপীড়ং নটবর-বপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং,
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর-সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥
ভাগবতে কৃষ্ণধ্যান পাঠ যবে কৈল।
ছিন্নতরু প্রায় নিতাই ভূমিতে পড়িল॥
পুনঃ পুনঃ শ্রীবাস পড়য়ে ভক্তি শ্লোক।
নিত্যানন্দ প্রেম বাড়ে হেরে তিন লোক॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করি পাড়য়ে আছাড়।
তাহা হেরি সর্ব্ব চিত্তে ত্রাসের সঞ্চার॥
নয়নের জলে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে প্রেমে গর গর॥
স্বেত অশ্রু কম্পাদি যত প্রেমের লক্ষণ।
ক্ষণে ক্ষণে প্রভু দেহে করে বিচরণ॥
প্রেমের বৈভব প্রভু যত প্রকাশিল।
অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিতে নারিল॥

তবে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দে করি কোলে।
সিক্তিলেন অঙ্গ তাঁর নয়নের জলে॥
দোঁহারে ধরিয়া দোঁহে করয়ে ক্রন্দন।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ প্রেমে নিমগন॥
ক্রন্দন তরঙ্গে সর্ব্ব দিক ভাসি যায়।
ভকত চকোর তাহে ভাসিয়া বেড়ায়॥
এই মত রঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গৌরসহ নবদ্বীপে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু রহি শ্রীবাস ভবন।
দণ্ড কমণ্ডলু রাত্রে করিল ভঞ্জন॥
প্রভাতে রামাই হেরি শ্রীবাসেরে দিল।
কেন দণ্ড ভাঙ্গিলেন কেহ না বুঝিল॥
শ্রীবাস গৌরাঙ্গে ডাকি অর্পণ করিল।
ভঙ্গ দণ্ড হস্তে প্রভু গঙ্গায় অর্পিল॥
যাঁর লাগি দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে ধরি।
অবধূত বেশে ফিরি যত তীর্থ করি॥
এবে সেই প্রভুর পাইল দরশন।
তবে দণ্ড কমণ্ডলু কিবা প্রয়োজন॥
পরম গম্ভীর নিত্যানন্দের চরিত।
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বুঝায় তাঁর রীত॥
দৈবে ব্যাস আরাধনা তিথি উপসন্ন।
প্রভুর আদেশে নিতাই করয়ে পূজন॥
শ্রীবাস গৃহেতে শ্রীনিবাস পুরোহিত।
ব্যাস পুজে নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ চিত॥
মাল্য হস্তে দিয়া শ্রীবাস বলয়ে বচন।
মন্ত্র পড়ি মাল্য দিয়া করহ পূজন॥
মাল্য হস্তে করি প্রেমে নিতি উতি চায়॥
প্রেমেতে বিহ্বল চিত্ত নিত্যানন্দ রায়॥
প্রভুকে ডাকিয়া শ্রীবাস বলয়ে বচন।
তোমার শ্রীপাদ নাহি করয়ে পূজন॥

শ্রীবাস বচনে গৌর তথায় আসিল।
অমনি নিতাই প্রভু গলে মাল্য দিল॥
সেই কালে প্রভু ষড়ভুজ দেখাইল।
নিত্যানন্দ হেরি তাহা প্রেমে মূর্চ্ছা গেল॥

তথাহি—শ্রীমুরারী গুপ্ত কড়চায়াং—
সজয়তি বিশুদ্ধ বিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তে ক্ষণঃ।
ববজানু বিলম্বি ষডভুজো বহুধা ভক্তিরসাভি নর্ত্তকঃ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি খণ্ডে ১৭ পরিঃ—
'প্রথমে ষড়ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ বেণু ধর॥
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুই হস্তে শঙ্খ চক্র॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম অঙ্গ পীত বস্ত্র ব্রজেন্দ্র নন্দন॥'
হেন রূপ হেরি প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমেতে বিহ্বল হয়া ভুমে গড়ি যায়॥
বক্ষে করাঘাত করে হুঙ্কার গর্জ্জন।
দেহে ধাতু নাহি হেরি দুঃখী সর্ব্বজন॥
অঙ্গে হস্ত দিয়া প্রভু তুলিলেন তারে।
আপন কোলেতে রাখি কহে ধীরে ধীরে॥
উঠ উঠ নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিতে তব আগমন॥
প্রেমধন বিতরিবে তুমি দ্বারে দ্বারে।
তুমি বিনা প্রেমধন কেহ দিতে নারে॥
উঠ উঠ নিত্যানন্দ আপনা সম্বর।
যারে ইচ্ছা তারে নিজ প্রেম দান কর॥

তোমায় আমায় ভেদ যেই মূঢ় করে।
ভক্ত হইলেও সেই রহে শত দূরে॥

তথাহি—
অজপ্তা লক্ষ্মণং মন্ত্রং রামচন্দ্রং জপেৎ তু যঃ।
তস্য কার্য্যং ন সিধ্যেত কল্প কোটি শতৈরপি
লক্ষণ মন্ত্র নাহি জপি রামচন্দ্র জপে।
শত কোটি কল্পে সিদ্ধি নাহি তাঁর জপে॥
তোমায় না ভজি মোবে করয়ে ভজন।
তাহার ভজনে তুষ্ট নহে মোর মন॥
ব্যাস পূজা সমাপি সবে করয়ে কীর্ত্তন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ বেড়ি যত ভক্তগণ।
প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে করয়ে কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন তরঙ্গে সবে ভুমে গড়ি যায়।
যেবা যারে পায় সেই ধরে তার পায়॥
গৃহে থাকি শচীমাতা করে নিরীক্ষণ।
এই দুই পুত্র মোর সদা লয় মন॥
বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরে যেমত দেখে আই।
নিতাই গৌরাঙ্গ চাঁদে আজি দেখে তাই॥
নিত্যানন্দ চাঁদে আই পাই নিজ কোলে।
বিশ্বরূপ বিরহ যত সব রহে ভুলে॥
বাল্য ভাবে মত্ত সদা নিত্যানন্দ রায়।
'মা বলি ডাকিয়া শচীর বিরহ জুড়ায়॥
প্রভুর আদেশে নিতাই নগর বেড়িয়া।
কত পতিত উদ্ধারিল নাম প্রেম দিয়া॥
দৈবে শ্রীবাস অঙ্গনে অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
প্রভুর বিশ্বরূপ হেরি পাইল আনন্দ॥
ভাবা বেশে দুইজন করয়ে স্তবন।
পাছে প্রেম কলহেতে হইল মগন॥

কলহ ছলে শ্রীঅদ্বৈত করয়ে স্তবন।
শুনে নিত্যানন্দ রহি প্রেমে নিমগন॥
আপনার ইষ্টদেবে সম্মুখে পাইয়া।
আবেশে নিতাই গুণ গাহেন নাচিয়া॥
নিতাই অদ্বৈতের যত শ্রীকলহ লীলা।
ঠাকুর বৃন্দাবন দাস গ্রন্থেতে বর্ণিলা॥
নিতাই অদ্বৈত কলহ অপূর্ব্ব কথন।
নিতাই অদ্বৈত ভিন্ন বুঝে কোনজন॥
কেবল তাদের কৃপাপাত্র যেইজন।
এ গূঢ় রহস্য সদা বুঝয়ে সেইজন॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু চলে নীলাচলে।
জগদানন্দ দণ্ড বহি প্রভু সঙ্গে চলে॥
জগদানন্দ নিতাই স্থানে দণ্ড রাখিয়া।
ভিক্ষা করিবারে তেঁহ গেলেন চলিয়া॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড হস্তে করি।
প্রেমাবেশে আপনে কহয়ে স্তুতি করি॥
সদা আমি করি যেই প্রভুকে বহন।
রে দণ্ড সে প্রভু তোরে করিবে বহন॥
এত বলি সেই দণ্ড কৈল তিন খণ্ড।
জগদানন্দ আসি হেরয়ে ভঙ্গ দণ্ড॥
কহয়ে জগদানন্দ, দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে?
নিত্যানন্দ কহেন, দণ্ড ধরিয়াছেন যে॥
তার দণ্ড তিনি বিনা কে ভঙ্গিতে পাবে।
প্রেমেতে বিহ্বল নিতাই কহে হাস্য স্বরে॥
প্রভু নিত্যানন্দ সদা হলধরাবেশে।
ব্রজের গোপাল ভাবে রহে ভাবাবেশে॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু রহি নীলাচলে।
নাম প্রেম বিতরণ কর অবহেলে॥
দীনহীন পতিত আছয়ে যত জন।
এই প্রেম অবতারে ভাসাও সর্ব্বজন॥

প্রভু ইচ্ছা বঙ্গদেশে নিতাই রহিয়া।
সদা প্রেম বিতরয়ে প্রেমযুক্ত হয়া॥
প্রভুর আবেশে মত্ত সদা নিত্যানন্দ।
প্রতি বছর দেখিবারে যায় গৌরচন্দ্র॥
ব্রজের রাখাল যত প্রভুর সঙ্গীগণ।
সবা লয়া গৌর প্রেম করে বিতরণ॥
প্রভুর আদেশে যবে গৌড় দেশে এল।
রাঘব ভবনে প্রভু অভিষিক্ত হৈল॥
গৌর প্রেম সমর্পণে হইল দীক্ষিত।
অপূর্ব্ব নিতাই গুণ ভুবনে বিদিত॥
দণ্ড মহোৎসব ছলে রঘুনাথে কৃপা কৈল।
ব্রজের পুলিন বিহার সকলে হেরিল॥
নিতাই প্রসাদে রঘুনাথের মোচন।
বিষয় বন্ধন ছিন্ন হইল তখন॥
হেন মতে গৌর দেশে করে প্রেমদান।
আহার নর্ত্তনে গৌর করে অবস্থান॥
প্রভুর আদেশে দার পরিগ্রহ কৈল।
জীবে কৃপা লাগি খড়দহেতে রহিল॥
শ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ করিয়া স্থাপন।
বসুধা জাহ্নবা সহ সেবে অনুক্ষণ॥
গৌর নাম প্রেমানন্দে মত্ত তনু মন।
গৌর প্রেম বিতরয়ে হেরি দীন জন॥
হলধরা বেশে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ।
হল মুষল-শিঙ্গা-বেত্র করয়ে ধারণ॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার বিচিত্র বসন।
প্রেমানন্দে করে প্রভু পাষণ্ড দলন॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে হেরি বিচিত্র অলঙ্কার।
কতিপয় চোর আসে তাহা হরিবার॥
পতিত পাবন প্রভু করুণা নিদান।
দুর্ব্বৃত্ত ঘুচায়া ছলে কৈল প্রেমদান॥

স্ত্রী শূদ্র চণ্ডাল যবন কভু না বিচারি।
গৌর প্রেম বিতরয়ে কৃপা দৃষ্টি করি ॥
অধম বণিক কুল যতেক আছিল।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ সবা উদ্ধারিল ॥
দ্বাদশ বৎসর গৃহাশ্রমে করি বাস।
বিংশতি বৎসর কৈল তীর্থেতে বিলাস ॥
ছত্রিশ বৎসর করি গৌর প্রেম দান।
চৌদ্দশ তেষট্টি শকে করিল প্রয়াণ ॥
হেন মতে আটষট্টি বৎসর প্রেমলীলা।
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রেম খেলা ॥
অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
গৌরাঙ্গের কৃপা যারে সে বুঝিতে পারে ॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে অনুক্ষণ।
নিত্যানন্দ হৈতে সবে হও সাবধান ॥
আমা হৈতে আমার নিতাই দেহ বড়।
নিত্যানন্দে ভক্তি কর মন করি দৃঢ় ॥
যবনী মদিরা যদি করয়ে গ্রহণ।
তথাপিও নিত্যানন্দ পতিত পাবন ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে যত দেখহ ভুষণ।
ভক্তি অঙ্গ বিনা কিছু না করে গ্রহণ ॥
নিত্যানন্দ চেষ্টা মোর সুখের কারণ।
নিত্যানন্দ ছাড়া মুই না হই কখন ॥
নিতাই নর্ত্তনে মোর সদাই বিহার।
নিত্যানন্দ সঙ্গে মোর সদাই আহার ॥
যে পাপীষ্ঠ নিত্যানন্দে করয়ে নিন্দন।
তাহারেও গঙ্গা হেরি করে পলায়ন ॥
নিত্যানন্দ স্থানে য'র অপরাধ হবে।
মোর দোষ নাহি সেই প্রেম নাহি পাবে ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দে যার দ্বেষ মন।
ভক্ত হইলেও মোর নহে প্রিয় জন ॥
পতিত পাবন এই প্রেম অবতারে।
দয়াল নিতাই ছাড়ি ভজিব কাহারে ॥
এত জানি যেবা করে নিতাই নিন্দন।
কৃপা কর যেন তার না হেরি বদন ॥
ধন জন বিদ্যা মদে হইয়া মগন।
এ হেন নিতাই চাঁদে করয়ে নিন্দন ॥
গৌর কৃপা নাহি তারে না পায় প্রেমধন।
বৃথা গৌর ভক্ত বলি বলয়ে সেজন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমার নিতাই লীলা স্ফুরুক অন্তরে ॥
যে দেশে যে কুলে মোর হউক না জনম।
নিতাই চরণ যেন না ছাড়ি কখন ॥
হেন কৃপা মোরে প্রভু কর সর্ব্বক্ষণ।
নিতাই বিমুখ সঙ্গ না হয় কখন ॥
কুলের ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ রাম।
যাহার কৃপায় পাই গৌর গুণ ধাম ॥
ওহে প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা কর মোরে।
গৌরের নদীয়া লীলা স্ফুরাহ আমারে ॥
তব সঙ্কীর্ত্তন মাঝে মোরে দেহ স্থান।
নিজ জন মাঝে রাখ করি দাস জ্ঞান ॥
আমি অতি মূঢ় মতি শ্রদ্ধা ভক্তি হীন।
স্মরণ লইল পদে করহ অধীন ॥
মো সম পতিত প্রভু নাহিক সংসারে।
তোমা সম দয়াল বিনা মোরে কে উদ্ধারে ॥
তোমার অভয় পদে রহে যেন মন।
অধম কিশোরী দাসে কর নিজ জন ॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণানিদান ॥

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
গৌর ভক্ত অগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্য্য।
গৌর সেবা লাগি যার সদা সর্ব্ব কার্য্য ॥
বৈষ্ণবের চূড়ামনি অদ্বৈত আচার্য্য।
যাঁর হৃদে রহি প্রভু করে সর্ব্ব কার্য্য ॥
দীন হীন পতিত হেরি যার গলে মন।
যাহার কারণে নিতাই গৌর আগমন ॥
গোলক সম্পদ প্রেমরূপ মহাধন।
সে ধন আনিয়া জীবে কৈল বিতরণ ॥
প্রেমধন পায়া জীব নাচে কাঁদে হাসে।
আচার্য্য হেরিয়া তাহা প্রেম জলে ভাসে ॥
এ হেন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।
যে আনিল ধরা মাঝে গৌরাঙ্গ নিতাই ॥
দেখয়ে পতিত জীব রহে মিথ্যা রসে।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হই দুঃখ মাঝে ভাসে ॥
সদাই চিন্তয়ে চিত্তে জীবের কারণ।
মোর প্রভু আনি সবার করিব মোচন ॥
গঙ্গাজল তুলসীতে তুষ্ট প্রভু মন
এত চিন্তি আচার্য্য প্রেমে করে আবাহন ॥
গঙ্গাজল তুলসী যোগে সুবধনী তীরে।
ডাকয়ে কাতর স্বরে নিজ প্রাণেশ্বরে ॥
সর্ব্ব অঙ্গ তিতিলেক নয়নের জলে।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে প্রেমে ফুলে ফুলে ॥
আকর্ষিয়া আনিলেন গৌব নিত্যানন্দ।
যাঁদের প্রসাদে জীব পাইল আনন্দ ॥
দীন হীন পতিত পামর যত ছিল।
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে সকলে ভাসিল ॥
যে মহাবিষ্ণু করেন জগৎ সৃজন।
অদ্বৈত আচার্য্য তার অবতার হন ॥

অদ্বৈত আচার্য্য হন সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ইচ্ছা বশে সৃষ্টি স্থিতি করেন নিরন্তর ॥
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী মূল সঙ্কর্ষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তার অংশ হন ॥
আচার্য্যের পূর্ব্বাভাষ শুন সর্ব্বজন।
ঈশান নাগর যাহা করিল বর্ণন ॥
জীব দশা হেরি শম্ভু হয়া দুঃখ মন।
কারণ সমুদ্র তীরে করিল গমন ॥
সপ্ত শত বৎসর তপ আচরিল।
তুষ্ট হয়া মহাবিষ্ণু দরশন দিল ॥
নারায়ণে হেরি শম্ভু করয়ে স্তবন।
শেষে মহাবিষ্ণু তাঁরে বলেন বচন ॥

তথাহি—শ্রীঅ: প্রঃ ১ম অধ্যায়—
'মহাবিষ্ণু কহে তুহুঁ নহ আর কেহ।
তোর মোর একআত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ ॥
এত কহি পঞ্চাননে কৈল আলিঙ্গন।
দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন ॥'
সদাশিব মহাবিষ্ণু এক দেহ হৈল।
অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রেমে করয়ে হুঙ্কার।
সেই কালে দৈববাণী হৈল চমৎকার ॥
শুন মহাবিষ্ণু তুমি হেন রূপ ধরি।
লাভাগর্ভে জনমিবে অতি ত্বরা করি ॥
পাছে সপার্ষদে মুই লভিব জনম।
অধম পতিত জীবে দিব প্রেমধন ॥
মহাবিষ্ণু দৈববাণী করিয়া শ্রবণ।
লাভাগর্ভে ধরা মাঝে লভয়ে জনম ॥
এইত কহিল ঈশান নাগর বচন।
কবি কর্ণপুর বাক্য করহ শ্রবণ ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৭৬-৮০ শ্লোকঃ

ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্ব্যূহো যোঽপি সদাশিবঃ।
স এবাদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ॥
যশ্চ গোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ।
ননর্ত্ত শ্রীশিব তন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা॥
একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপ যাত্রা মহোৎসবে।
স রামঃ সহ গোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যতি যত্নবান॥
নিরীক্ষ্য মাগুরুর্দেবো গোপভাবাভিলাষবান্।
প্রিয়ে নর্ত্তিতুমারব্ধশ্চক্র ভ্রমণ লীলয়া॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন দ্বিবিধোঽভূৎ সদাশিবঃ।
একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপাল বিগ্রহঃ॥
ব্রজে আবরণ রূপ সদাশিব ব্যূহ।
চৈতন্য অভিন্ন তনু শ্রীঅদ্বৈত তেঁহ॥
শিবাতন্ত্রে ভৈরব বাক্য শুন সর্ব্বজন।
বৃন্দাবনে গোপালভাবে যেরূপ নর্ত্তন॥
কার্ত্তিকে দীপান্বিতা মহোৎসব দিনে।
রাম-গোপাল সঙ্গে কৃষ্ণ নাচে সযতনে॥
তাহা হেরি মোর গুরু দেব দিগম্বর।
গোপী ভাবাবেগে নাচে হইয়া তৎপর॥
চক্র ভ্রমণ লীলা প্রিয় ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আরম্ভিল তার পাশে করিতে নর্ত্তন॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সদাশিব দুইত প্রকার।
সাক্ষাৎ সদাশিব এক গোপাল মূর্ত্তি আর॥
সদাশিব গোপাল মূর্ত্তি হয়া একত্রিত।
অদ্বৈত আচার্য্য রূপে হৈল প্রকটিত॥
দাস্য সখ্য ভাবাশ্রয়ে অদ্বৈত প্রকাশ।
চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে কহয়ে পুরী দাস॥
শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকায় দেবকীনন্দন।
কহয়ে অদ্বৈত তত্ত্ব শুন বিবরণ॥

তথাহি — শ্রীবলরাম গোস্বামীনোক্তং—
অংশ রূপে উজ্জ্বলশ্চ কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়ঃ সখা।
অদ্বৈতং শিবনামাব কৃষ্ণস্যাবতারো ভবেৎ॥
অস্যার্থঃ—
সেই কৃষ্ণ উজ্জ্বল প্রিয় মর্ম্ম সখা।
কৃষ্ণের প্রাণতুল্য হয় কন্দর্পের রেখা॥
পূর্ণতব সেই কৃষ্ণ বাসুদেব রূপ।
উজ্জ্বল রূপ নাম ধরে অদ্বৈত স্বরূপ॥
সদাশিব নাম সেই অভেদ শ্রীকৃষ্ণ।
কৃষ্ণের প্রিয়তম সখা জানায়পি সতৃষ্ণ॥
প্রেয়সী প্রধান লাগি উজ্জ্বল স্বরূপ।
উজ্জ্বল রসোমূর্ত্তি হয়ে একরূপ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামীনোক্তং॥—
পূর্ণতব গুনৈরেক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্ত্তয়ঃ।
যবয়ো বহু সেবাত্ত সম্পূর্ণাতোর্য্যকারিণী॥
কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং কুবেরালয় বিগ্রহে॥
অস্যার্থঃ॥ —
পূর্ণতর গুণ করি কৃষ্ণ বলি যারে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিন জানিহ তাঁহারে॥
হৎসা শক্তি দ্বারায় সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে একান্ত বিহরী॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম ধরে কুঞ্জবনে।
রাধিকা স্বারূপ্য হয় কনিষ্ঠা বিধানে॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে বিরলে বসিয়া।
বিহার সময়ে সেই সেবা করে বাঞ্ছা॥
কলির প্রথমে সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈল অবতরী॥
কুবের আচার্য্য পুত্র হইলা বিদিত।
সেই কৃষ্ণ পূর্ণতর হইলা নিশ্চিত॥'

পূর্ণতম কৃষ্ণ হন নন্দের নন্দন।
পূর্ণতর কৃষ্ণ বসুদেবের নন্দন॥
পূর্ণ-পূর্ণতম আর হয় পূর্ণতর।
এ সকল বিচার হয় অতি গূঢ়তর॥
অদ্বৈত মঙ্গলাদি গ্রন্থে এ সব বিচার।
অপূর্ব্ব ভাবেতে তথা বর্ণন বিস্তার॥
সংক্ষেপ করিয়া কহি তত্ত্ব নিরূপনে।
আস্বাদহ গৌরগণ অতি সযতনে॥
পূর্ণতর কৃষ্ণ শ্রীবসুদেব নন্দন।
তাহাতে উজ্জ্বল সখা হইল মিলন॥
সদাশিব মিলে আসি লীলার কারণ।
সম্পূর্ণা মঞ্জরী মিলে জানি প্রয়োজন॥
এতেক মিলনে হন [১]অদ্বৈত আচার্য্য।
করয়ে প্রকাশি শক্তি গৌর প্রেম কার্য্য॥
শ্রীহট্টেতে নব গ্রামে উদয় হইল।
লাভাগর্ভে জনমিয়া জগত মোহিল॥
মাতা লাভা দেবী পিতা কুবের আচার্য্যে।
যাঁর পুত্র শ্রীঅদ্বৈত জগতের আর্য্য॥
অদ্বৈত আচার্য্য যৈছে লভিল জনম।
অপূর্ব্ব ভারতী তাহা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ ২৪ বিলাসে—
'লাভা দেবীর ছয় পুত্র এক কন্যা হৈল।
জনম লভিয়া কন্যা স্বর্গে চলি গেল॥
শ্রীকান্ত লক্ষ্মীকান্ত হরিহরা নন্দ।
সদাশিব কুশলদাস আর কীর্ত্তিচন্দ্র॥
এই ছয় পুত্র গেল তীর্থ পর্য্যটনে।
চারিজন মারিল দুইজন এল পিতৃ দর্শনে॥
দুই পুত্র আসি পরে সংসার করিল।
এবে কহি যৈছে শ্রীল অদ্বৈত জন্মিল॥
পুত্র শোকে লাভাদেবী কুবের মহামতি।
গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে করিলা বসতি॥
পুত্র শোকে শান্তিপুরে রহে দুইজন।
সেই কালে গর্ভে প্রভু কৈল আগমন॥
পত্নীগর্ভ হেরি সুখী কুবের মহামতি।
রাজ আজ্ঞায় লাউড়েতে চলে শীঘ্র গতি॥
তথায় জন্ময়ে পুত্র অপূর্ব্ব দর্শন।
স্নেহে কমলাক্ষ নাম রাখয়ে তখন॥
মাঘ মাসে শুভ শুক্লা সপ্তমী তিথি যোগে।
আবির্ভূত শ্রীঅদ্বৈত গৌর প্রেমাবেগে॥
তের শত পঞ্চান্ন শকে দিল দরশন।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দর্শন॥
জনমিয়া করিলেন অদ্ভুত বিলাস।
হেরি পিতামাতা মন সদাই উল্লাস॥
পঞ্চম বৎসর তাঁর বয়স যখন।
কৃষ্ণের প্রসাদ বিনা না করে ভোজন॥
অল্পকালে সর্ব্ব শাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন।
শ্রুতিধর বলি খ্যাত হৈল সর্ব্বজন॥
তাঁহার প্রণামে দেবী প্রতিমা ফাটিল।
প্রকাশি অলৌকীক শক্তি জগত মোহিল॥
দ্বাদশ বর্ষে শান্তিপুরে করি আগমন।
ষড় দর্শন পড়িলেন করিয়া যতন॥
শান্তিপুর নিকটেতে ফুল্লবটী গ্রাম।
শান্তাচার্য্য নামে তথা পণ্ডিত মহান॥
তাঁর স্থানে করিলেন বেদ অধ্যয়ন।
দুই বর্ষে চারিবেদ কৈল সমাপণ॥

১। শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ মতে 'বিশাখা সখী' ও 'শ্রীসীতা চরিত্র গ্রন্থ' মতে 'বিশাখা ও রতি মঞ্জরীর' মিলন দুই হয়

একদা বেদান্ত বাগীশ শিষ্যগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন শাস্ত্র চর্চ্চা রঙ্গে॥
সেই কালে বিল হোতে পদ্ম আনি দিল।
কাল সর্পগণ ভয়ে ভীত না হইল॥
কাল সর্পাবৃত অগাধ সলিল হইতে।
পদ্ম আনি গুরু করে দিল ভাল মতে॥
অদ্ভুত প্রভাব হেরি গুরু সুখ মন।
বুঝিলেন ঈশ্বর বিনা নহে অন্য জন॥
গুরু তাঁরে আখ্যা দিল বেদ পঞ্চানন।
গুরু স্থানে বিদায় লয়া কবিল গমন॥
তথা হৈতে শ্রীঅদ্বৈত গৃহেতে আসিল।
পিতৃ অদর্শন লীলা নয়নে হেরিল॥
পিতৃ আজ্ঞা মতে তবে গয়া ধামে গেল।
গদাধর পাদ পদ্মে পিণ্ড সমর্পিল॥
তথা হৈতে শ্রীক্ষেত্রেতে করিয়া গমন।
হেরি জগন্নাথ দেবে পুলকিত মন॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত হুঙ্কার করিয়া।
সেতু বন্ধে চলিলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥
ক্রমে ক্রমে তীর্থ ভ্রমি উড়ুপে আসিল।
মাধ্বাচার্য্য স্থান হেরি প্রেমে মূর্চ্ছা গেল।
তথা মাধবেন্দ্র সহ হইল মিলন।
আলিঙ্গন করি দোঁহে প্রেমেতে মগন॥
আচার্য্য প্রতি মাধবেন্দ্র বলিল বচন।
যুগধর্ম্ম স্থাপনে কৃষ্ণ হবে আগমন॥
অনন্ত সংহিতাদিতে আছয়ে প্রমাণ।
শুনিয়া অদ্বৈত চন্দ্র প্রেমেতে অজ্ঞান॥
গৌর নামে জনমিবে নবদ্বীপে আসি।
শুনি তবে চলিলেন প্রেমানন্দে ভাসি॥
তবেত অনন্ত সংহিতা লিখিয়া লইল।
তথা হৈতে শ্রীআচার্য্য আনন্দে চলিল॥

গণ্ডকী হতে শীলাচক্র করিল গ্রহণ।
দ্বিজ বিদ্যাপতিসহ মিথিলায় মিলন॥
তথা হৈতে কাশী হয়া বৃন্দাবনে গেল।
শ্রীনন্দ নন্দনে তথা স্বপনে হেরিল॥
প্রভু সীতানাথ যবে মথুরা আসিল।
জনৈক নিন্দুকেরে ছলেতে তারিল॥
তার মুখে বৈষ্ণব নিন্দা করিয়া শ্রবণ।
চতুর্ভুজ প্রকাশিয়া করয়ে গর্জ্জন॥
শ্রবণে নিন্দুক বিপ্রের দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচিল।
অদ্বৈতের কৃপা পায়া প্রেমেতে ভাসিল॥
স্বপনে আচার্য্য হেরি নন্দের নন্দন।
দুঁহু বসে দুঁহুজন হইল মগন॥
বহু রসালাপ শেষে বলেন বচন।
কুঞ্জ হোতে লয়া মোরে করহ সেবন॥
কুব্জার সেবিত মুই মদন মোহন।
দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে রহি সঙ্গোপন॥
তৃণ মৃত্তিকা সরাইয়া বাহির করহ।
জগতের হিত লাগি সেবা প্রকাশহ॥
এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগি প্রেমে শ্রীঅদ্বৈত নাচিতে লাগিল॥
গ্রাম লোক লয়া তবে বাহির করিল।
বৃক্ষতলে রাখি অভিষেক সমাপিল॥
বট বৃক্ষ তলে প্রেমে কুপার বান্ধিল।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এক সেবক রাখিল॥
প্রেম রঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রমা করে।
হেথা যবন এল বিগ্রহ হরিবারে॥
মদন মোহন এক রঙ্গ প্রকাশিল।
গোপাল হইয়া পুষ্প তলে লুকাইল॥
ম্লেচ্ছগণ প্রবেশিয়া বিগ্রহ না পাইল।
প্রভাতে পুজারী আসি বিস্মিত হইল॥

বিগ্রহ না হেরি বহু করিল ক্রন্দন।
দৈবে সন্ধ্যাকালে আচার্য্যের আগমন ॥
শুনিয়া দুঃখীত চিত্তে আচার্য্য তখন।
অনাহারে বটতলে করিল শয়ন ॥
স্বপ্নে মদন মোহন বলয়ে বচন।
ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল রূপ করিল ধারণ ॥
পুষ্প তলে রহিয়াছি করিবে দর্শন।
তুমি বিনা কেহ তাহা না পাবে দর্শন ॥
পুনঃ পূর্ব্বরূপ মুই করিব প্রকাশ।
জগতে পতিত জীবের পূরাইব আশ ॥
স্বপ্ন হেরি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল।
গোপাল মুরতি হেরি বিহ্বল হইল ॥
পুজারীরে ডাকি তবে বলিল বচন।
মদন গোপাল বলি করিও অর্চ্চন ॥
হেন মতে কত কাল অতীত হইল।
একদা আচার্য্যে মদন গোপাল কহিল ॥
প্রভাতে চৌবে এক করিবে আগমন।
তার করে মোরে তুমি করিহ অর্পণ ॥
আচার্য্য কহে তোমা বিনা বিফল জীবন।
প্রভু কহে দুঃখ কেন ভাব অকারণ ॥
শ্রীরাধার মোহ লাগি পুর্ব্বেতে বিশাখা।
যেই চিত্র পট কৈল তাহা পাবে দেখা ॥
সেই নিত্য সিদ্ধ বস্তু নিকুঞ্জ বনেতে।
অনায়াসে পাবে তাহা চলহ ত্বরিতে ॥
সেই চিত্রপট লয়া করহ গমন।
দেশে গিয়া ভক্তি ধর্ম্ম কর প্রবর্ত্তন ॥
এত কহি স্বপ্নে গোপাল অন্তর্দ্ধান কৈল।
প্রভাতে চৌবের করে গোপালে অর্পিল ॥
নিকুঞ্জ বনেতে গিয়া চিত্রপট পাইল।
শান্তিপুরে আনি প্রেমে সেবিতে লাগিল ॥

চন্দন ছলে মাধবেন্দ্র কৈল আগমন।
চিত্রপট হেরি প্রেমে হইল মগন ॥
নিভৃতে আচার্য্য প্রতি বলেন বচন।
শ্রীরাধার চিত্রপট করহ রচন ॥
বিবাহ করিতে তবে আচার্য্যে কহিল।
কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিল ॥
কহিলেন কৃষ্ণ সদা তব প্রেমবশ।
অপরাধ না লইবে পুরুষ চতুর্দ্দশ ॥
শুনি রাধিকার পট নির্ম্মাণ করিল।
ব্রজগোপী ভাবোদয়ে সেবিতে লাগিল ॥
পাছে হরিদাসসহ হইল মিলন।
প্রভু অবতারিবারে করে আবাহন ॥
গঙ্গাজল তুলসীতে করয়ে পূজন।
কহে আসি উদ্ধারহ দীন হীন জন ॥
নবদ্বীপ মাঝে আসি গড়িল নিবাস।
কাতরে ডাকয়ে এস দেব শ্রীনিবাস ॥
কৃষ্ণোদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলী গঙ্গায় ফেলিল।
ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহা উজান চলিল ॥
পাছে পাছে হরি বলি কবিল গমন।
সেই পুষ্প শচী অঙ্গে হইল মিলন ॥
জঙ্গা জলে স্নান করে শচী ঠাকুরাণী।
পুষ্পাঞ্জলি তার অঙ্গে মিলিল আপনি ॥
সেই কালে শচীদেবী গর্ভবতী ছিল।
গর্ভ পরীক্ষিতে তবে তাঁরে প্রণমিল ॥
আচার্য্য প্রণামে শচীর গর্ভ নষ্ট হৈল।
হেন মতে সপ্ত গর্ভ বিনষ্ট হইল ॥
অষ্টম গর্ভ কালে জগন্নাথ দুঃখ মন।
অদ্বৈত আবাসে আসি ধরিল চরণ ॥
কহে তব দণ্ডবতে নষ্ট গর্ভগণ।
কহ কোন মতে মোর বংশের রক্ষণ ॥

শুনিয়া আচার্য্য কহে শুন মিশ্রবর।
উপায় করিব আমি চলহ সত্বর॥
প্রাতঃকালে মিশ্র গৃহে আচার্য্য চলিল।
শচী জগন্নাথ মিশ্রে মন্ত্র দীক্ষা দিল॥
চতুরাক্ষর শ্রীগৌর গোপাল মন্ত্র দিল।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলি বর সমর্পিল॥
সেই গর্ভে বিশ্বরূপ লভিল জনম।
তবে গৌর আগমনে করিল যতন॥
গৌরচন্দ্রে আকর্ষিয়া করয়ে হুঙ্কার।
গঙ্গাজলে কৃষ্ণ পূজা করে অনিবার॥
একদা গঙ্গায় তিন পুষ্পাঞ্জলী দিল।
সেই পুষ্প আসি শচী অঙ্গেতে মিলল॥
শচী স্নান কালে পুষ্প অঙ্গেতে মিলল।
হেরিয়া আচার্য্য বহু স্তবন করিল॥
শ্রীগৌর সুন্দর যবে লভিল জনম।
দুগ্ধ পান নাহি করে সবে দুঃখ মন॥
মিশ্র গিয়া আচার্য্যেরে কৈল নিবেদন।
সুতিকা ভবনে আচার্য্য কৈল আগমন॥
নিরলেতে গৌরচন্দ্রে বলয়ে বচন।
দুগ্ধ পান প্রভু নাহি কর কি কারণ॥
দ্বি-পঞ্চাশ বয়স মোর হইল এখন।
তোমা লাগি বহু দেশ করিল ভ্রমণ॥
বহু ভাগ্যে শচী গৃহে তব দরশন।
কৃপা করি গুহ্য বাক্য কহ গো এখন॥
আচার্য্য বচনে প্রভু যতেক কহিল।
নাগর ঈশান তাহা যতনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ—১০ম অধ্যায়—
'মহাপ্রভু কহেন শুনহ পঞ্চানন।
অনুরাগে মাতি বিধি হৈলা বিস্মরণ॥
মন্ত্র প্রদানের অগ্রে হরিনাম দিবে।
কর্ণ শুদ্ধি হয় সিদ্ধ নামের প্রভাবে॥
অশুদ্ধ কর্ণেতে যদি মহামন্ত্র লয়।
অসম্পূর্ণ দীক্ষা সেই জানিহ নিশ্চয়॥
মাতা দীক্ষা হৈলা না শুনিলা হরিনাম।
তেঞি তান দুগ্ধ মুই নাহি কৈলো পান॥
প্রভু কহে কহ হরিনামের বিধান।
মহাপ্রভু কহে নিত্য সিদ্ধ ষোল নাম॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
যদ্যপি আচার্য্য এই ষোল নাম জ্ঞাত।
গৌর মুখ চ্যুত শুনি হৈলা প্রেমোন্মত্ত॥'
হেন মতে গুহ্য তত্ত্ব আচার্য্যে কহিল।
পায়া গৌরচন্দ্র কৃপা প্রেমেতে মাতিল॥
ধীরে ধীরে গৌরে তবে নিম্ব তলে নিল।
প্রভু পাদ স্পর্শে বৃক্ষ উদ্ধার পাইল॥
বৃক্ষ অন্তর্দ্ধানে সবে আশ্চর্য্য মানিল।
আচার্য্যের গুণ গাহি বহু প্রশংসিল॥
তবে শচী জগন্নাথে হরিনাম দিয়া।
পুন. দীক্ষা মন্ত্র দিল প্রেমযুক্ত হয়া॥
তবে গৌরচন্দ্র মাতৃ স্তন পান কৈল।
আচার্য্য মহিমা হেরি সকলে মোহিল॥
নিজ প্রভু আবির্ভাবে আচার্য্য সুখ মন।
সুজন লইয়া করে নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
গীতা ভাগবতে যত ভক্তির বিচার।
আচার্য্য বাখানে সদা করিয়া বিস্তার॥
প্রভু আনি সঙ্কীর্ত্তন করে অনুক্ষণ।
জীব নিস্তারয়ে সদা দিয়া প্রেমধন॥
বৈষ্ণবের গুরু তিঁহো জগতের আর্য্য।
প্রভু তার নাম রাখে অদ্বৈত আচার্য্য॥

আচার্য্যে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য জ্ঞানে।
গুরু বুদ্ধি মহাপ্রভু করয়ে আপনে॥
আচার্য্য নিজেকে প্রভুর দাস করি মানে।
প্রভু সেবা করিবারে সদা চেষ্টা মনে॥
আচার্য্য লইতে চাহে প্রভুর পদধূলি।
লইতে না দেয় গৌর নিজ পদধূলি॥
একদা নাচয়ে প্রভু নিজ ভাবাবেশে।
তাঁর পদধূলি আচার্য্য মাথে প্রেমাবেশে॥
এই মত দুই প্রভু করে নানা রঙ্গ।
জীবে শিক্ষা দিতে সদা করে নানা ভঙ্গ॥
প্রভুর প্রকাশ ভবে না ছিল যখন।
ভক্তি তত্ত্ব আচার্য্য বাখানে অনুক্ষণ॥
এক গীতা শ্লোকের গূঢ়ার্থ না বুঝিয়া।
আচার্য্য রহিল তবে উপোষ করিয়া॥
আচার্য্য উপোষে প্রভুর উপবাস হৈল।
স্বপ্নেতে আসিয়া প্রভু গূঢ়ার্থ কহিল॥
অদ্বৈতে প্রভুর প্রীতি অকথ্য কথন।
শ্রীমুখে যাহার গুণ করিল বর্ণন॥
প্রভু গুরু বুদ্ধি করে আচার্য্য দুঃখ মন।
প্রভু কৃপা লাগি উপায় করিল সৃজন॥
ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে গৌরচন্দ্র আগমন।
ভক্তি লুকাইয়া জ্ঞান করিব বর্ণন॥
শুনিয়া প্রভুর মনে ক্রোধ উপজবে।
শাস্তি করিলেই মনস্কাম পূর্ণ হবে॥
এত চিন্তি আরম্ভিলা জ্ঞানের ব্যাখ্যান।
যোগ বাশিষ্ট বাখানয়ে দিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান॥
অন্তরে জানিয়া তবে শ্রীশচীনন্দন।
আসিয়া আচার্য্য স্থানে জিজ্ঞাসে বচন॥
জ্ঞান ভক্তি মধ্যে হয় শ্রেষ্ঠ কোন ধন।
আচার্য্য কহেন জ্ঞান শ্রেষ্ঠ সর্ব্বক্ষণ॥

জ্ঞান বড় শুনি প্রভু হয়া ক্রোধাবেশে।
আচার্য্যে অঙ্গনে ফেলি কিলায় নির্ব্বিশেষে॥
পাছে সীতা ঠাকুরাণী বাক্যে সম্বরিয়া।
ক্রোধাবেগে কহে প্রভু গর্জ্জন করিয়া॥
ক্ষরোদ সাগরে মুই আছিল শয়নে।
নিদ্রা ভাঙ্গি নাঢ়া মোরে আনিলে কি কারণে॥
ভক্তি লুকাইয়া যদি জ্ঞান বাখানিবে।
আকর্ষিয়া আমারে আনিলে কেন তবে॥
তোমার সঙ্কল্প মুই করিল পূরণ।
তবে তুমি মোরে কেন কর বিড়ম্বন॥
আজ-ভব-রমা মোরে সেবে অনুক্ষণ।
কংস-রাবণ শিশুপালে করিল নিধন॥
তর্জ্জ গর্জ্জ করি প্রভু ঐশ্চর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া আচার্য্য প্রেম সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
তবে আচার্য্য স্তুতি করি বলেন বচন।
দোষ অনুরূপ শাস্তি পাইল এখন॥
এত দিনে বুঝিল তোমার ঠাকুরাল।
বলি নাচে সীতানাথ হস্তে দিয়া তাল॥
ভ্রুকুটি করি সীতানাথ কহেন বচন।
মোরে স্তুতি করা প্রভু কোথায় এখন॥
নহি মুই ভৃগু মুনি যাঁর পদধূলি।
শ্রীবৎস্য রূপে বক্ষে ধরি হবে কুতূহলি॥
অদ্বৈত আমার নাম তব শুদ্ধ দাস।
তোমার উচ্ছিষ্টে মোর জন্ম জন্ম আশ॥
অবোচ্ছিষ্ট বলে তব মায়া নহি গণি।
শাস্তি দিয়া ধন্য কৈলে নিজ দাস মানি॥
প্রভুর শ্রীপদ করি মস্তকে ধারণ।
প্রেমেতে বিহ্বল হয়া করয়ে স্তবন॥
লজ্জিত হইয়া তবে শ্রীগৌর রতন।
আচার্য্যে করিয়া কোলে করয়ে ক্রন্দন॥

প্রভুর ঠাকুরালি আচার্য্যের দাস্য মন।
ইহার শ্রবণে লভ্য শুদ্ধ ভক্তি ধন॥
আচার্য্যে প্রভুর কৃপা না যায় কথন।
গৌর আনি যিনি উদ্ধারিল সর্ব্বজন॥
প্রভু কহে তিলেক তব আশ্রয় যে করে।
মোরে নিন্দিলেও মুই উদ্ধারিব তারে॥
প্রভু কৃপা বাক্য আচার্য্য করিয়া শ্রবণ।
কহেন প্রতিজ্ঞা মম শুনহ এখন॥
তোমারে নিন্দিয়া যেবা মোর স্তুতি করে।
তাহার স্তুতিতে মুই সংহারিব তারে॥
তোমারে নিন্দয়ে প্রভু যেই মূঢ় জন।
তার মুখ মুই কভু না করি দর্শন॥
তোমা নিন্দি করে অন্য দেবের ভজন।
সেই দেব তারে ধ্বংস করে অনুক্ষণ॥
কাশীরাজ রাবণাদি আর দুর্য্যোধন।
তোমা নিন্দি অন্য ভজি সবংশে মরণ॥
এত শুনি মহাপ্রভু প্রেমাকুল মনে।
আচার্য্যে করিয়া কোলে করয়ে ক্রন্দনে॥
কহে মোর ভক্তে যেবা করয়ে নিন্দন।
কোটি কল্পেও নাহি মোরে পায় সেইজন॥
অনিন্দুক হয়া যেবা করয়ে ভজন।
সেজন অবশ্য মোর কৃপার ভাজন॥
পর নিন্দা বর্জ্জি কৃষ্ণ বল অনুক্ষণ।
অচিরে পাইবে সবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
তব দেহ মম নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে সেবয়ে যেবা সেই প্রিয় বড়॥
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
নানা ছলে আচার্য্যের তত্ত্ব যে বুঝায়॥
মাধবেন্দ্র আরাধনে আচার্য্য সম্পদ।
হেরিয়া কহয়ে প্রভু জগত বল্লভ॥

আচার্য্য শিবাবতার এ সত্য বচন।
নহিলে সম্পদ এত না হয় শোভন॥
ভক্ত বাড়াইতে প্রভু করে নানা রঙ্গ।
সেজন বুঝয়ে যেবা প্রভু অন্তরঙ্গ॥
শ্রীগৌর সুন্দর যবে লীলা সম্বরিল।
বিরহে আচার্য্য অতি ব্যাকুলিত হৈল॥
গৌর দরশন লাগি করিয়া চিন্তন।
রঙ্গ করি জ্ঞান পুনঃ করয়ে বর্ণন॥
পূর্ব্বে জ্ঞান বাখানিয়া গৌর কৃপা পাইল।
সেকারণে হেন রূপ এবে আচরিল॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে হইল গোচর॥
অঙ্গ গন্ধ পায়া আচার্য্য নয়ন খুলিল।
হেরি শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদে কান্দিতে লাগিল॥
বহুত স্তবন করি করিল প্রণাম।
প্রিয় ভোজ্য সমর্পিয়া করিল সম্মান॥
আচার্য্যে ভৎর্সিয়া প্রভু বলেন বচন।
হেন আচরণ কর আমার কারণ॥
জ্ঞান যোগে ভাবী জীবের দুর্গতি ঘটিবে।
মোর বাক্যে জ্ঞান আর বাখ্যানা করিবে॥
শুদ্ধা ভক্তি বাখানিয়া করিবে উদ্ধার।
আচার্য্য কহে অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
পুনঃ যদি শ্রীঅদ্বৈত ভক্তি বাখানিল।
আগল পাগলাদি শিষ্য তাহা না মানিল॥
তারা সবে জ্ঞান যোগ আশ্রয় করিল।
অদ্বৈত আচার্য্য তাদের বর্জ্জন করিল॥
আচার্য্যের মহিমার কভু নাহি পার।
প্রভু হৈতে দেহ ভেদ নাহিক যাহার॥
এক অঙ্গ ত্রিধা মূর্ত্তি লীলার কারণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত রতন॥

মহাপ্রভু হন গৌরচন্দ্র ভগবান।
দুই প্রভু হন নিত্যানন্দাদ্বৈত নাম॥
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।
নানা ভাবে আস্বাদয়ে গৌর প্রেমধন॥
সেওয়া শত বৎসর করিলেন লীলা।
কে বুঝিতে পারে অদ্বৈতের প্রেম খেলা॥
অতি গূঢ় শ্রীঅদ্বৈত প্রেমের পাথার।
যাহার স্মরণে জীব যায় পারাবার॥
দয়াল প্রভু যে মোর আচার্য্য গোঁসাই।
এমত দয়াল কভু দেখি শুনি নাই॥
গৌর প্রেমে মত্ত সদা করুণা নিদান।
মো সম পতিতে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
কত শত পতিত প্রভু করিলে উদ্ধার।
মো সম পতিত নাহি পাবে ত্রিসংসার॥
দীন হীন কাঙ্গাল মুই অতি অভাজন।
কৃপা দৃষ্টি দান কর ওহে মহাজন॥
তোমা সম দয়াল প্রভু নাহিক সংসারে।
তোমা সম দয়াল বিনা মোরে কে উদ্ধারে॥
দীন হীন পতিত লাগি কাঁন্দে যার প্রাণ।
সেই প্রভু শ্রীঅদ্বৈত করুণা নিদান॥
মহাপ্রভু সমীপেতে মাগি নিল বর।
আচণ্ডালে প্রভু নিজ প্রেম দান কর॥
এই লোভে তব পদে করি নিবেদন।
গৌরাঙ্গের প্রেম লীলা স্ফুরাহ অনুক্ষণ॥
গৌরভক্তগণ পদে লইয়া স্মরণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে ভাসে যেন মন॥
গৌর পাদ পদ্ম সেবি গৌর ভক্ত সনে।
এই আশা সদা যেন জাগে মোর মনে॥
তোমার দাসের দাস যেন হোতে পারি।
হেন কৃপাশীষ প্রভু কর কৃপা করি॥
তোমার দাসের দাস গৌর পরিজন।
তেকারণে হেন বাঞ্ছা স্ফুরে অনুক্ষণ॥
শ্রীঅদ্বৈত পাদ পদ্ম হৃদে করি ধ্যান।
কহয়ে কিশোরী দাস অদ্বৈত আখ্যান॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে পঞ্চতত্ত্ব মহিমা বর্ণনে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদ্বৈত মহিমা কথনং নাম সপ্তম লহরী সমাপ্ত।

অষ্টম লহরী
শ্রীগদাধর পণ্ডিত

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গদাধর চন্দ্র॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি পতিত পাবন॥
অদ্ভুত চরিত্র জয় পণ্ডিত গদাধর।
'গদাই গৌরাঙ্গ' বলি খ্যাত চরাচর॥
গৌর প্রেম রসে যাঁর মগ্ন প্রাণ মন।
গৌর সঙ্গ কভু নাহি ছাড়ে একক্ষণ॥
তাম্বুল অর্পণ স্থলে রহে বিরাজিত।
সেই প্রভু গদাধর অদ্ভুত চরিত॥
প্রভু শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
দক্ষিণা ভাবেতে যিনি মগ্ন নিরন্তর॥
প্রভু যদি কিঞ্চিৎ করয়ে রোষ মন।
ত্রাসেতে কম্পিত হয় পণ্ডিতের মন॥

পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণ কহে রুক্মিণীর প্রতি।
শিশুপালে গিয়া তুমি ভজহ সম্প্রতি॥
ভ্রাতাদি আত্মীয় যত হবে সুখী মন।
মুই তব যোগ্য নহে যোগ্য সেই জন॥
কৃষ্ণ উপেক্ষিল ভাবি রুক্মিণী তখন।
দুঃখেতে বিহ্বল প্রায় করয়ে ক্রন্দন॥
এমত প্রভুর ক্রোধে ত্রাস্ত গদাধর।
প্রভুর উপর কিছু না করে উত্তর॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর হন প্রভু গৌর হরি।
তেঁহ পাছে রুষ্ট হন রহে ডর করি॥
বল্লভ ভট্ট নিল যবে গদাধর স্মরণ।
সেকালে গদাধরে গৌর দিল ওলাহন॥
ভয়ে ত্রাস্ত হয়া পণ্ডিত উত্তর না দিল।
প্রভু উপেক্ষণে দুঃখে বিহ্বল হইল॥
ভট্ট প্রতি প্রভু যবে হৈল পরসন্ন।
সেকালে পণ্ডিতে প্রভু কৈল আবাহন॥
স্বরূপ জগদানন্দ দ্বারে বোলাইল।
পথে হেরি পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহিল॥
উপেক্ষা করিল প্রভু তোমা পরীক্ষিতে।
তুমি কেন ওলাহন না দিল্লে তাহাতে॥
ভীত হয়া তুমি কেন করিলে সহন।
শুনিয়া পণ্ডিত তবে বলেন বচন॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর সহ হঠ ভাল নয়।
দোষ গুণ বিচারি পুনঃ হইবে সদয়॥
পণ্ডিতের মহিমা কভু না যায় কথন।
গৌরাঙ্গ বামেতে যিনি করে বিচরণ॥
তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা - ১৪৭-১৫১ শ্লোকঃ
শ্রীরাধিকা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥
নির্ণীত শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মী তথা যথা॥

পুরাবৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর বল্লভা।
সাদ্য গৌর প্রেম লক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ॥
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা।
অতঃ প্রাবিশদেষাতং, গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥
ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালীন খলু গদাধর এষ
ভুসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয় মথ বা স্বয়ৈব শক্ত্যা ত্রিতয়মভুৎ স সখী
চ রাধিকা চ॥

প্রেমরূপা শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনেশ্বরী।
গদাধর পণ্ডিত নামে ক্ষিতি অবতরী॥
ব্রজলক্ষ্মী বলি স্বরূপ করিল বর্ণন।
শ্রীললিতা আসি তাঁহে করিল মিলন॥
ব্রজে রাধা অনুগতা ললিতা সুন্দরী।
অনুরাধা নামে খ্যাত ছিল ব্রজপুরী॥
গদাধর পণ্ডিতে তেঁহ করিয়া মিলন।
যুগল কিশোর প্রেম করে আস্বাদন॥
রাইকানু মিলিত তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভাব অনুরূপ সেবায় সদাই তৎপর॥
প্রেয়সী স্বরূপে সদা তাঁহার বিলাস।
তাঁর মধ্যে রুক্মিণী ভাবের প্রকাশ॥
প্রভুর শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
গৌরাঙ্গ সুন্দর সহ রহে নিরন্তর॥
মাধবাচার্য্য নন্দন পণ্ডিত গোঁসাই।
তা সম দয়াল প্রভু দেখি শুনি নাই॥
রত্নাবতী নন্দন পণ্ডিত গদাধর।
যাঁহার কৃপায় পাই গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
চট্টগ্রাম মাঝে বেলেটি নামে এক গ্রাম।
তাহাতে জন্মিলা পণ্ডিত গদাধর নাম॥
বৈশাখের অমাবস্যা তিথি শুভক্ষণ।
আবির্ভূত গদাধর পতিত পাবন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২২ বিলাসে—

'তাঁর প্রিয় সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রাম তাহার আলয়॥
অতি শুদ্ধাচার ইহোঁ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
পরম পণ্ডিত ইহোঁ কুলাংশে উত্তম॥
নবদ্বীপে রত্নাবতী হৈলা গর্ভবতী।
দেখিয়া মাধব মিশ্র আনন্দিত অতি॥
বৈশাখের কুহু দিনে অতি শুভ ক্ষণে।
প্রসবিলা রত্নাবতী পুত্র রতনে॥
ইহোঁ গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর হয়।
শ্রীরাধার প্রকাশ মূর্ত্তি এই মহাশয়॥
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণে মিলি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
প্রকাশান্তরে রাধা হৈলা গদাধর॥
গৌরাঙ্গের পরিচর্য্যা করিবার তরে।
জনম লভিলা গদাধর রূপ ধরে॥
মহাপ্রভু সনে গদাধর একত্র অধ্যয়ন।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান॥'
আবাল্য বৈরাগ্যবান বড়ই উদার।
প্রভু সঙ্গে রহি সদা করয়ে বিহার॥
প্রভু সহ শ্রীঅদ্বৈত ভবনেতে গেল।
তথা রহি তাঁর স্থানে ভাগবত পড়িল॥
সর্ব্ব ভক্তগণ প্রিয় পণ্ডিত গদাই।
ভক্তি রস বাখানিতে হেন কেহ নাই॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ প্রেমিক প্রধান।
ভাগবত আস্বাদয়ে ভক্তগণ স্থান॥
ভাগবত ভক্তিরস করায়া আস্বাদন।
প্রেম ভরে ভক্ত মাঝে করেন বিচরণ॥
শুক্লাম্বর গৃহে গৌর কৃষ্ণ গুণ গায়।
অভ্যন্তরে পণ্ডিত রহি প্রেমে গড়ি যায়॥
প্রভু কহে, অভ্যন্তরে হয় কোন জন।
'তোমার গদাই' বলি কহে ভক্তগণ॥
সত্যই প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত গদাই।
গদাধর বিহীন প্রভু নহে কোন ঠাঁই॥
গদাধরে বামে করি শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়।
কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
প্রেমেতে হুঙ্কার করে প্রভু গোরা রায়।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের গায়॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহাবেশে বসি বিশ্বম্ভর।
গদাধরে হেরি কিছু করেন উত্তর॥
কাঁহা মোর চিত্ত চোরা কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর।
গদাধর কহে কৃষ্ণ দেহের ভিতর॥
শুনি নিজ বক্ষ বিদারয় গোরা রায়।
আস্তে ব্যস্তে গদাধর ধরিলেন তায়॥
নানা ভাবে বুঝাইয়া কহেন বচন।
এখনই আসিবে কৃষ্ণ পুরুষ রতন॥
গদাধর বাক্য শুনি কহে শচী আই।
মোর নিমাইর পাশে রহিবে সদাই॥
এমত আইর প্রিয় পণ্ডিত গদাধর।
প্রভু সুখ লাগি সঙ্গে রহে নিরন্তর॥
আর এক কথা ভাই অপূর্ব্ব কথন।
যে মত বিদ্যানিধি স্থানে দীক্ষা গ্রহণ॥
বৈষ্ণব দর্শনে নিষ্ঠা পণ্ডিত গদাধর।
বৈষ্ণব দেখিবারে চলয়ে নিরন্তর॥
বিদ্যানিধি আগমন করিয়া শ্রবণ।
মুকুন্দসহ দর্শনেতে করিল গমন॥
রাজার তনয় প্রায় বৈসে খট্টাপরে।
চারিদিকে সেবা করে যত অনুচরে॥
মহাবিষয়ীর প্রায় হেরি ভক্ত রাজ।
গদাধর চিত্তে সংশয় করিল বিরাজ॥

বুঝিয়া মুকুন্দ কৈল ভক্তির বর্ণন।
শুনি বিদ্যানিধি প্রেমে হৈল অচেতন॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করি ভূমে গড়ি যায়।
কোথা তাঁর রাজ ঠাট লণ্ডভণ্ড প্রায়॥
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দাও দরশন।
বলি বিদ্যানিধি প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
অত্যদ্ভুত প্রেমোশ্চর্য্য করিয়া দর্শন।
প্রেমেতে বিহ্বল গদাই চিন্তে মনে মন॥
এ হেন প্রেমিকে শঙ্কা উপজিল মোর।
ইহার পদাশ্রয় বিনা রক্ষা নাহি মোর॥
বৈষ্ণবের স্থানে মোর হৈল অপরাধ।
ক্ষমা না চাহিলে হবে প্রেম ভক্তি বাধ॥
মন অভিপ্রায় যত মুকুন্দে কহিল।
তাঁর দ্বারে বিদ্যানিধি পদে নিবেদিল॥
শুনি বিদ্যানিধি হই প্রেমে নিমগণ।
গদাধরে কোলে তুলি কৈল আলিঙ্গন॥
পরম সমাদরে তারে কৈল দীক্ষার্পণ।
মন্ত্র দীক্ষা পায়া গদাই নহে বাহ্য মন॥
প্রেমানন্দে গুরু পদে আত্ম সমর্পিল।
বিদ্যানিধি তাঁরে পায়া কৃতার্থ মানিল॥
বিদ্যানিধি গদাধরে করি নিজ কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর নয়নের জলে॥
দোঁহার মিলনে যাহা হৈল প্রেমরঙ্গ।
সেজন বুঝয়ে যেবা তাদের অন্তরঙ্গ॥
প্রেমময় গদাধর নবদ্বীপ পুরে।
গৌরসহ বিহরিয়া প্রেমানন্দে ঘুরে॥
সঙ্কীর্ত্তনে গৌর বামে করে বিচরণ।
হেরি সব ভক্তগণ আনন্দে মগন॥
প্রভু সন্ন্যাস করি কৈল নীলাচলে বাস।
গদাধর গিয়া তথা করিল নিবাস॥

নিরবধি ভাগবত পড়ে প্রভু পাশে।
শুনি তাহা মহাপ্রভু আঁখি নীরে ভাসে॥
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন আর পাঠ ব্যবহারে।
প্রভু সঙ্গে গদাধর সদাই বিহরে॥
পাছে গোপীনাথ সেবা করি প্রকটন।
দিবানিশি প্রেমানন্দে করয়ে সেবন॥
গদাধরের প্রেম সেবা অপূর্ব্ব কথন।
যাঁর প্রেমাধীন গোপীনাথ অনুক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ ২২ বিলাসে—
'চৈতন্যের লীলা তিঁহো বুঝে অনুক্রমে।
সময় বুঝিয়া গদাই দাঁড়ায়েন বামে॥
গলদেশে গদাই রাখে শ্রীকৃষ্ণের মেয়-মূর্ত্তি।
সর্ব্বদা সেবয়ে তাহা মনে পাইয়া প্রীতি॥
শ্রীগোপীনাথের সেবা করিলা প্রকাশ।
দেখিয়া মহাপ্রভুর বাড়িল উল্লাস॥'
প্রেমযোগে গোপীনাথে সেবে অনুক্ষণ।
শ্রীগৌর সুন্দর তাঁর হৃদয়ের ধন॥
গৌর প্রতি পণ্ডিতের সদা গাঢ় মন।
যাঁর লাগি ক্ষেত্র সেবা করিল বর্জ্জন॥
প্রভু বঙ্গদেশ দিয়া চলে বৃন্দাবন।
তাঁর সঙ্গে গদাধর করয়ে গমন॥
পণ্ডিতে নিষেধি প্রভু বলেন বচন।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস না করিহ শুনহ বচন॥
পণ্ডিত কহে, যথা তুমি তথা নীলাচল।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে, গোপীনাথে করহ সেবন।
পণ্ডিত কহে, 'কোটি সেবা তোমার দর্শন॥'
প্রভু কহে, 'সেবা ছাড় লাগে মোর দোষ।
হেথা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥'

পণ্ডিত কহে, যত দোষ সকল আমার।
একেশ্বর যাব আমি কি দোষ তোমার॥
এত কহি পণ্ডিত একা করয়ে গমন।
পাছে নিজ সঙ্গে প্রভু কৈল আনয়ন॥
অন্তরে সন্তোষ প্রভু তাঁর প্রেম হেরি।
হাতেতে ধরিয়া কহে প্রণয় রোষ করি॥
প্রতিজ্ঞা ছাড়িবে সেবা তোমার বচন।
সেই বাক্য পূর্ণ এবে করহ গমন॥
মম সঙ্গে রহি তুমি বাঞ্ছ নিজ সুখ।
দুই ধর্ম্ম যায় তব হয় মোর দুঃখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥
এত বলি গৌরচন্দ্র করিল গমন।
পণ্ডিত ভূমিতে পড়ি করয়ে ক্রন্দন॥
এমত প্রভুতে নিষ্ঠা পণ্ডিত গদাধর।
'গদাইর গৌরাঙ্গ' বলি খ্যাত চরাচর॥
একদা প্রভুকে পণ্ডিত কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ পায়া গৌর হরি বলেন তখন॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তুমি লয় মোর মন।
নহিলে রন্ধন হেন করে কোন জন॥
প্রসাদ ঘ্রাণেতে সর্ব্ব প্রাণ মন হরে।
আস্বাদনে কত সুখ কে কহিতে পারে॥
হেন রঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়।
নিজ ভক্ত প্রকাশয়ে অতি অমায়ায়॥
প্রভুর অতীব প্রিয় পণ্ডিত গদাধর।
গদাধর প্রিয় মোর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
অচিন্ত্য অগম্য গদাধরের মহিমা।
তাঁর কৃপা বিনা তাঁর কে জানে মহিমা॥
আর এক গূঢ় লীলা শুন সর্ব্বজন।
গৌর গদাধর প্রীতির পূর্ণ নিদর্শন॥
সেই কালে গুরুতত্ত্ব জীবে শিখাইল।
ভাগ্যবান জন বুঝি হৃদয়ে ধরিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে নবম অধ্যায়—
'একদিন গদাধর দেব প্রভু স্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষার কারণে॥
ইষ্ট মন্ত্র আমি যে কহিনু কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন প্রসন্নতা হইব আমার॥
প্রভু বলে তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধ হয় পাছে॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার॥
গদাধর বলে তিহোঁ না আছেন এথা।
তাঁর পরিবর্ত্ত তুমি করহ সর্ব্বথা॥
প্রভু বলে তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলাঞা দিবে বিধি॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামনি জানেন সকল।
বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল॥
এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে।
বুঝিলাম তুমি আকর্ষিয়া আন তানে॥'
হেন মতে দুহু জনে হৈল আলাপন।
দিন দশ মধ্যে বিদ্যানিধি আগমন॥
প্রভু সহ প্রেম রঙ্গে হইল মিলন।
মন বাক্য গদাধর কৈল নিবেদন॥
শুনি প্রেমরাজ বিদ্যানিধি সুখ মন।
গদাধর মন বাঞ্ছা করিল পূরণ॥

পুনঃ মন্ত্র পায়া গদাধর প্রেম মন।
গৌর গদাধর লীলা অপূর্ব্ব কথন ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২২ বিলাস।
'প্রভু কহে শুন ওহে পণ্ডিত গোঁসাই।
কিবা লিখিতেছ গ্রন্থ কহ মোর ঠাঁই ॥
পণ্ডিত বোলে গীতা করিতেছি লিখন।
শুনি প্রভু তাঁর হাত হৈতে গীতা কাড়ি লন ॥
পুঁথি লৈয়া এক শ্লোক লিখিলা তাহাতে।
নেহ গদাধর বলি দিলা তাঁর হাতে ॥
শ্লোক দেখি গদাধরের আনন্দিত মন।
প্রণাম করিয়া তাহে করিলা স্তবন ॥
প্রভু তারে আলিঙ্গন করিলেন তূর্ণ।
কিছু দিনে গদাই করিলা গীতা পূর্ণ ॥'
হেন মতে গীতাগ্রন্থ করিল লিখন।
নয়নানন্দেরে পরে কৈল সমর্পণ ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় বাণীনাথ মহাশয়।
তাঁর সুত নয়নানন্দ সুদৃঢ় আশয় ॥
গীতা গোপীনাথ সেবা করি সমর্পণ।
আপনে পণ্ডিত গোঁসাই হৈল অদর্শন ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র যবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
সেকালেতে আসিলেন গদাধর স্থান ॥
সকল মহান্ত গণে প্রবোধ করিল।
গদাধরে প্রবোধিয়া অন্তর্দ্ধান কৈল ॥
গোপীনাথে গৌরচন্দ্র কৈল অন্তর্দ্ধান।
সেই কালে প্রভু কহে গদাধর স্থান ॥
বিপ্র সুত শ্রীনিবাস করে আগমন।
আমা অদর্শনে তেঁহ ছাড়িবে জীবন ॥
তারে প্রবোধিয়া তুমি করিবে রক্ষণ।
আমার বিচ্ছেদে নাহি করিহ ক্রন্দন ॥
এত কহি গৌরচন্দ্র হৈল অপ্রকট।
তদবধি পণ্ডিত ভাব হইল উৎকট ॥
গৌরাঙ্গ বিরহে সদা করয়ে ক্রন্দন।
শ্রীনিবাস আচার্য্য ক্ষেত্রে কৈল আগমন ॥
সেকালে গদাধরের যে ভাব হেরিল।
মনোহর দাস তাহা যতনে গাহিল ॥

তথাহি শ্রীঅঃ বঃ—২য় মঞ্জরী—
'সেখানে পুছিল পণ্ডিত গোসাঞির স্থানে।
শুনি গোপীনাথ গৃহ যমেশ্বর পানে ॥
যাইঞা দেখিল গোসাঞি বসিঞা আছয়ে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি এক দৃষ্টে চাহে ॥
গ্রহগ্রন্থ প্রায় দেখি কিছু নাহি বোলে।
অনুক্ষণ ভিজে বস্ত্র নয়নের জলে ॥
পুলকে পূর্ণিত তনু সঘনে হুঙ্কার।
কদার বালটি যেন কম্প অনিবার ॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈবর্ণ্য গদ গদ স্বরে কহে।
কি বোলে কি করে তাহা আপনে বুঝয়ে ॥
কখনও কখনও হাসে দুই এক দণ্ড।
বহয়ে প্রেস্বেদ অঙ্গে দহয়ে প্রচণ্ড ॥
মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ নাসায়ে নাহি শ্বাস।
উঠি ইতি উতি গতি হা হা হুতাশ ॥
কেবা আইসে কেবা যায় কিছুই না জানে।
বিরহে ব্যাকুল হৈলা মাধব নন্দনে ॥'
গদাধর ভাব হেরি আচার্য্য চমৎকার।
কহিতে চাহয়ে মুখে না হয় উচ্চার ॥
সে দিবস সেই স্থানে করিল যাপন।
পর দিবস কিছু বাহ্যে কৈল নিবেদন ॥
মনের উঘাড়ি দুঃখ সব নিবেদিল।
তাঁর বাক্য শুনি পণ্ডিত কিছু বাহ্য হৈল ॥

ভাগবত পঠন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রভুর দর্শন গ্রন্থ কৈল আনয়ন ॥
আচার্য্যের হস্তে দিয়া আশীষ করিল।
তবেত পণ্ডিত গোঁসাই শ্রীগ্রন্থ খুলিল ॥
ডোর খুলি দেখাইলেন শ্রীগ্রন্থ রতন।
মধ্যে মধ্যে অক্ষর লুপ্ত করিল দর্শন ॥
পণ্ডিত কহে প্রভু যবে করিত দর্শন।
অবিরত করিতেন অশ্রু বরিষণ ॥
আঁখি নীরে মুছিলেন শ্রীঅক্ষরগণ।
মহাপ্রভু বিনা অক্ষর কে করে পূরণ ॥
প্রভুর বিরহে জর্জ্জরিত তনু মন।
দিবানিশি নাহি জানি কোথায় কখন ॥
তোমা দেখি প্রসন্ন হইল মোর মন।
হিত উপদেশ কহি যাহ বৃন্দাবন ॥
রঘুনাথ ভট্ট স্থানে কর অধ্যয়ন।
শুনি কত দিন রহি করিল গমন ॥
বিদায় কালেতে এক প্রহেলী কহিল
অনুরাগ বল্লী দ্বারে জগত জানিল ॥

তথাহি—তত্রৈব
'দাস গদাধরে এক কহিও প্রহেলী।
মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ও বাড়ী ॥
এতেক কহিতে পুনঃ অন্তর্দ্দশা হৈল।
অদ্ভুত দেখিয়া ঠাকুর প্রণতি করিল ॥'
নিত্যানন্দ পারিষদ দাস গদাধর।
পণ্ডিত গদাধর সহ সখ্য নিরন্তর ॥
দোঁহা প্রতিশ্রুতি এক আছিল বচন।
শেষ কালে অবশ্য জানাব বিবরণ ॥
যথায় থাকহ আসি করিহ মিলন।
মরম বচন তোমা কহিব তখন ॥
তে কারণে আচার্য্যেরে ঐ বাক্য কহিল।
কত দিনে আচার্য্য প্রেমে গৌড় দেশে এল ॥
পণ্ডিত গোঁসাই বাক্য হৈল বিস্মরণ।
সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া নবদ্বীপে আগমন ॥
তথা দাস গদাধরে করিয়া দর্শন।
পণ্ডিত গোঁসাই বাক্য হইল স্মরণ ॥
স সঙ্কোচে পণ্ডিত বাক্য কৈল নিবেদন।
শুনি দাস গদাধর করয়ে ক্রন্দন ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিল।
বাহ্য পায়া আচার্য্যেরে কহিতে লাগিল ॥
দিন চারি বার্ত্তা এল তাঁর অদর্শন।
আসিয়া কহিলে তুমি হইত মিলন ॥
যে দুঃখ অর্পিলে মোরে না যায় সহন।
আজি হৈতে তব মুখ না হেরিব কখন ॥
পাছে আচার্য্যেরে তেঁহ ক্ষমা করি নিল।
দুই গদাধর প্রেম জগত জানিল ॥
অনন্ত অসীম পণ্ডিত গোঁসাই মহিমা।
কিঞ্চিৎ বর্ণিল মুই হেরিয়া গরিমা ॥
জয় জয় গৌর প্রিয় পণ্ডিত গদাধর।
যাহার প্রসাদে লভ্য গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
পণ্ডিত গোঁসাই কৃপা কর নিজ গুণে।
শ্রীগৌর কিশোর সেবা দেহ মো অধীনে ॥
জন্মে জন্মে সেবি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
'গদাই গৌরাঙ্গ' যেন রসি অনুক্ষণ ॥
জয় জয় গদাধর পতিত পাবন।
অতি দীন হীন মুই লইল শরণ ॥
নিজ দাস অঙ্গীকরি পদে দেহ স্থান।
দাসানুদাস করি রাখহ নিজ স্থান ॥
তোমার অভয় পদে লইয়া স্মরণ।
কত শত পতিত প্রাপ্ত গৌর প্রেমধন ॥

যো সম পতিত প্রভু নাহিক সংসারে।
তুমি বিনা গৌর প্রেম কেবা দিবে মোরে॥
নিজ গুণে কৃপা কর ওহে মহাজন।
গৌর প্রেম রসার্ণবে ভাসে যেন মন॥
'গদাই গৌরাঙ্গ' বলি কান্দিয়া বেড়াব।
কত দিনে গৌর লীলা নয়নে হেরিব॥
গদাধর পাদ পদ্মে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে সদা কৃপা নিরীক্ষণ॥

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত

জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর কৃপা সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ দীন জন বন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
গৌর ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার স্মরণে জীবের পূর্ণ অভিলাষ॥
যাঁহার ভবনে গৌর দেখায়া প্রকাশ।
করিলেন জগতের ত্রিতাপ বিনাশ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ পরম উদার।
তাঁহার স্মরণে বাঞ্ছা না পুরে কাহার॥
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি করুণা নিদান।
যাঁর গুণ যশে মুগ্ধ ভক্তগণ প্রাণ॥

তথাহি—শ্রীশ্রীবাসাষ্টক বাক্যং—
আদৌ বাসস্তু শ্রীহট্টে ভাগীরথ্যাস্তটেততঃ।
কুমার হট্টে যস্যাসীৎ স মে গৌরগতির্গতিঃ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৩ বিলাসে—
'শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
নবদ্বীপে বাস করে হইয়া সস্ত্রীক॥
তাঁর পাঁচ পুত্র হৈল পরম বিদ্বান।
রূপে গুণে শীলে ধর্ম্মে অতি গুণবান॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়।
যাঁর কন্যার নাম নারায়ণী হয়॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীপতি পণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত॥
শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি হয়।
চারি সহোদর কৃষ্ণ ভক্ত অতিশয়॥
কুমার হট্টেতে বাস, নবদ্বীপে আর।
নবদ্বীপে কুমার হট্টে গতায়ত সভার॥
অধিক সময় নবদ্বীপে করয়ে বসতি।
কখন কখন কুমার হট্টে করে অবস্থিতি॥''
এইত কহিল শ্রীবাসের পরিচয়।
শ্রীবাসের গুণ শুন হইয়া সদয়॥
অচিন্ত্য অগম্য শ্রীবাস পণ্ডিত মহিমা।
শ্রদ্ধা করি শুন সবে করিয়া গরিমা॥

তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৯০ শ্লোঃ—
'শ্রীবাস পণ্ডিতো ধীমান যঃ পুরা নারদোমুনিঃ।'

তথাহি - শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৩ বিলাস—
'ওহে শ্রীবাস তুমি নারদ আমার কিঙ্কর।
শ্রীরাম পণ্ডিত হয় পর্ব্বত মুনিবর॥
শ্রীপতি শ্রীকান্ত হয় তাঁহার প্রকাশ।
চারি ভাই তোমরা আমার চিরদাস॥''
দেবর্ষি নারদ রূপে বীণায় দিয়া তান।
অহর্নিশি প্রভুর যেবা করে গুণ নাম॥

ব্যাস যারে ভক্তি শাস্ত্র কৈল প্রবর্ত্তন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড জীবে করিল মোচন॥
দেবর্ষি নারদ তেঁহ মহাস্পর্শ মনি।
যাঁহার দর্শনে জীব হয় প্রেমধনী॥
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর কে করে বর্ণন।
কিঞ্চিৎ মহিমা এবে শুন সর্বজন॥
একদা প্রয়াগ স্নানে চলে বন পথে।
পথ ভুলি আপনি চলিলেন বিপথে॥
দৈবে অর্দ্ধ মৃত জীব হেরয়ে অদূরে।
বাণ বিদ্ধ ভাবে তারা ধড়ফড় করে॥
দূরে বাণ হস্তে এক ব্যাধ ভয়ঙ্কর।
মৃগ এক হেরি তারে বধিতে তৎপর॥
তাঁহার সমীপে নারদ করিল গমন।
নারদ গমনে মৃগ কৈল পলায়ন॥
লক্ষ্য বস্তু পলাইল ব্যাধ ক্রুদ্ধ মন।
নারদে হেরিয়া তার না স্ফুরে বচন॥
নারদ কহেন এক সংশয় আমার।
অর্দ্ধ মৃত কর জীব কি হেতু ইহার॥
স্বভাবে বৈষ্ণব হয় কারুণ্য হৃদয়।
জীবে দুঃখ হেরি তার চিত্ত বিগলয়॥
ব্যাধ কহে, 'শিকার যত ধড়ফড় করে।
তাহাতে উল্লাস মোদের বাড়য়ে অন্তরে॥'
নারদ কহেন, 'মুই চাহি এক দান।
অর্দ্ধ মৃত নাহি কর পূর্ণ লহ প্রাণ॥'
ব্যাধ কহে, 'অর্দ্ধমৃত করিলে কিবা হয়।
নারদ কহে জীব তাতে বহু কষ্ট পায়॥
ব্যাধ তুমি জীব মার অল্প দোষ হয়।
এমত মারিলে তাতে বহু দোষ হয়॥
বিনা দোষে মারিতেছ জীব সবাকারে।
জন্মান্তরে সেই জন বধিবে তোমারে॥
কত জন্ম পাবে তুমি হেন নির্য্যাতন।
বিচারি দেখহ তব কিমতে মোচন॥'
নারদের বাক্যে ব্যাধের মন ফিরি গেল।
তাঁর শিষ্য হই মহা বৈষ্ণব হইল॥
পুনঃ শ্রীনারদ যবে তার স্থানে এল।
ভূমি উপস্করি দৈন্যে প্রণাম করিল॥
অর্দ্ধ মৃত জীব হেরি যার সুখোদয়।
সেই আজি পিপীলিকা বধে ভয় পায়॥
মহত কৃপার সদা এমত লক্ষণ।
ব্যাধ ও বৈষ্ণব হৈল সুসত্য বচন॥
সেইত নারদ মুনি পণ্ডিত শ্রীবাস।
অচিন্ত্য অগম্য যার মহিমা প্রকাশ॥
শ্রীবাসে নারদ শক্তি যৈছে প্রবেশয়।
অদ্ভুত বারতা তাহা শাস্ত্রেতে ঘোষয়॥
ঈশ্বর আবেশে বসি খট্টার উপরে।
শ্রীবাসে বলেন প্রভু হাসি মিষ্ট স্বরে॥
চারিদিকে পরিবৃত পারিষদ গণ।
সবার সম্মুখে প্রভু জিজ্ঞাসে বচন॥
এবে শ্রীনিবাস তুমি করহ স্মরণ।
বহিরায় প্রাণ আমি করিল রক্ষণ॥
চাপড় মাড়িয়া প্রভু স্মৃতি করাইল।
প্রেমানন্দে শ্রীনিবাস কহিতে লাগিল॥
প্রভু অবতার যবে না ছিল ধরায়।
সেকালে আমার তার কহনে না যায়॥
বড় দুরাচার আমি ছিলাম তখন।
গুরু-লঘু নাহি মানি দুর্জ্জনে মগন॥
ষোড়শ বৎসর ঐছে করিল যাপন।
দৈবে নিদ্রা যোগে করি অদ্ভুত দর্শন॥
এক মহাপুরুষ ডাকি বলেন বচন।
ওহে বিপ্র দুরাচার ধরহ বচন॥

বৎসরেক পরমায়ু তোমার এখন।
মোর উপদেশ ধর ছাড় অন্য মন॥
পরমায়ু ক্ষয় কর মদ মত্ত হৈয়া।
তোর দশা দেখি মোর উপজিল দয়া॥
এবে সাবধানে ভজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
আপন মঙ্গল যদি বাঞ্ছহ ব্রাহ্মণ॥
এতেক বলিয়া পুরুষ কৈল অন্তর্দ্ধান।
জাগরণে হৈল মোর সশঙ্কিত প্রাণ॥
প্রাতঃকাল হৈতে চিত্তে কৈল দৃঢ় পণ।
মহাপুরুষ উপদেশ করিব পালন॥
অল্পায়ু জানিয়া চিত্ত হইল বিমন।
পূর্ব্বের চাপল্য যত করিল বর্জ্জন॥
সে দিন উপবাস করি করিল চিন্তন।
কি রূপেতে স্বপ্নাদেশ করিব পালন॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হৈল সৌভাগ্য উদয়।
নারদীয় পুরাণ বাক্যে হৈল সুখোদয়॥
'হরের্নাম' শ্লোক তত্ত্ব করিতে বিচার।
দুঃখ শোক দূরে গেল আশার সঞ্চার॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি কৈল শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।
'হরে কৃষ্ণ' নাম সদা করি উচ্চারণ॥
কলিকালে নামে ধরে সর্ব্ব শক্তি বল।
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশিয়া দেয় প্রেমফল॥
এত চিন্তি সদা করি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
হেরি লোকে পরিহাস করে অনুক্ষণ॥
লোকাপেক্ষা নাহি করি শান্ত করি মন।
সর্ব্ব বৃত্তি ত্যজি ভ্রমি করি সঙ্কীর্ত্তন॥
অপ্রমাদে দিনমান গণি অনুক্ষণ।
নিকট মরণ জানি বিষাদিত মন॥
বর্ষ পূর্ণ দিনে মনে করিয়া চিন্তন।
বন্ধু দেবানন্দ গৃহে করিল গমন॥
গৃহে ভাগবত তেঁহ করে অধ্যয়ন।
মোর বাঞ্ছা পাঠ শুনি ত্যজিব জীবন॥
প্রহ্লাদ চরিত্র তেঁহ করয়ে পঠন।
সহসা মৃত্যুকাল মোর হৈল আগমন॥
সেকালেতে বিচিত্র যে ঘটন ঘটিল।
কবি কর্ণপুর গ্রন্থে সকলি গাহিল॥
প্রেমদাস বঙ্গ বাক্যে করিয়া বর্ণন।
সর্ব্বজনে জানাইল করিয়া যতন॥

তথাহি শ্রীচৈঃ চঃ নাটকে ১ম অঙ্কে (বঙ্গানুবাদে)
"আনন্দে আছিনু কথা শুনিবার তরে।
জ্ঞান নাহি ঢলিয়া পড়িনু সে সত্বরে॥
হেন কালে কেহ এক অপূর্ব্ব শরীর।
প্রাণ যে আমার হৈয়া গিয়াছিল বাহির॥
পুনঃ তাহা আনি পরমায়ু সঞ্চরিয়া।
জিয়াইয়া গেলা মোর মনে পড়ে ইহা॥"
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়া মুঞি উঠিয়া বসিল।
সব লোক ঘরে মোরে উঠায়া আনিল॥
শুনিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল।
তখন প্রভু গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিল॥
স্বপ্নে গিয়া মুই তোরে দিল দরশন।
জীব দান দিয়া পুনঃ করিল রক্ষণ॥
শুনিয়া সকলে অতি বিস্মিত হইল।
শুনি হাসি গৌরচন্দ্র কহিতে লাগিল॥

তথাহি তত্রৈব—
"স্পর্শ মনি স্পর্শে যেন লৌহ সোনা হৈল।
ঐছে তুয়া সেই দেহ এমন হইল॥
তোমাতে নারদ শক্তি প্রবেশ করিল।
সে হেতু সে দেহ সর্ব্ব শক্তি যুক্ত হৈল॥

অদ্বৈত বলেন এবে যথার্থ কহিলে।
মৃত পুনঃ জীয়ে কীয়ে এমত নহিলে॥"
হেন মতে নারদ শক্তি হইল প্রবেশ।
শ্রীবাস নারদ তেঁই মহিমা বিশেষ॥
পরম উদার চিত্ত পণ্ডিত শ্রীবাস।
সপরিকরে হইলেন গৌরাঙ্গের দাস॥
প্রভু কহে শ্রীবাসের যত পরিজন।
সবাই আমার প্রিয় সুসত্য বচন॥
শ্রীবাস রামাই আর শ্রীপতি নিধি।
চারি ভাই হইলেন গৌর প্রেমনিধি॥
চারি ভাই প্রেমরঙ্গে করে সঙ্কীর্ত্তন।
পাষণ্ডী তাদের বহু দিল নির্য্যাতন॥
চাপাল গোপাল সেই পাষণ্ড দুর্জ্জন।
শ্রীবাসের দ্বারে কৈল ভবানী পূজন॥
হেরিয়া জীবের দশা পণ্ডিত শ্রীবাস।
কাতরে ডকয়ে কোথা প্রভু শ্রীনিবাস॥
একবার ধরা মাঝে কর আগমন।
আসিয়া পতিত জীবে করহ মোচন॥
ভক্তাধীন ভগবান প্রভু গৌর হরি।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে হৈল অবতরি॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র লভিল জনম।
অন্তরে বুঝিয়া প্রেমে করে সঙ্কীর্ত্তন॥
একদা শ্রীবাস করে নৃসিংহ পূজন।
সহসা গৌরচন্দ্র তথা কৈল আগমন॥
ধ্যান যোগে গৃহে বসি আছয়ে শ্রীবাস।
আচম্বিতে গিয়া প্রভু হইল প্রকাশ॥
কাহারে পূজহ শ্রীবাস কারে কর ধ্যান।
যাহারে ডাকহ সেই তোর বিদ্যমান॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ ধরি।
কহে কিবা দুঃখ তোর আমি দুঃখহারী॥
সাড়ায় হুঙ্কারে এলাম জীব উদ্ধারিতে।
দেখিব পাষণ্ডীগণ কি পারে করিতে॥
আপন প্রভুকে শ্রীবাস করি দরশন।
প্রেমানন্দে স্তুতি নতি করে কতক্ষণ॥
শ্রীবাস হেন ভাগ্যবান কভু দেখি নাই।
যার গৃহে বিহরয়ে গৌরাঙ্গ নিতাই॥
তাঁর প্রেমে বদ্ধ সদা নিতাই গৌরাঙ্গ।
নানা লীলা প্রকাশয়ে করি প্রেমরঙ্গ॥
তাঁর গৃহে এক বৎসর করি সঙ্কীর্ত্তন।
নিশানা গাড়িল জীব উদ্ধার কারণ॥
শত ঘট গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হৈল।
তাঁর প্রেমাধীন গৌর জগত জানিল॥
অচিন্ত্য অগম্য বৈভব প্রকাশ করিল।
হেরিয়া শ্রীবাস গোষ্ঠী প্রেমেতে ভাসিল॥
একদা সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে নাচে গোরা রায়।
অভ্যন্তরে শ্রীবাস সুত পরলোকে যায়॥
পুত্র মৃত শুনি শ্রীবাস গভ্যন্তরে গেল।
ক্রন্দন না কর সবায় বারণ করিল॥
যাবৎ করয়ে গৌর হেথা সঙ্কীর্ত্তন।
তাবৎ না কর কেহ শোকেতে ক্রন্দন॥
এতেক বলিয়া শ্রীবাস সর্ব্ব দিন প্রায়।
প্রভুর কীর্ত্তন মাঝে নাচিয়া বেড়ায়॥
অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু বলেন বচন।
আজি কিছু অমঙ্গল লয় মোর মন॥
শ্রীবাস কহয়ে কিবা অমঙ্গল মোর।
যথা ভুবন মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন তোর॥
তবে নিজ সঙ্কীর্ত্তন রস ক্ষান্ত করি।
মৃত পুত্র মুখে বাক্য বলায় গৌরহরি॥
প্রভু কহে, "কি লাগি ছাড়ি যাহ এই স্থান।"
মৃত পুত্র কহে, "ইহা বিধির বিধান॥

হেথা রহিবার ভাগ্য ছিল যতদিন।
পুনঃ যাই অন্য স্থানে রহি ততদিন॥"
প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন রসে হেন নিষ্ঠা যাঁর।
ধন্য শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেম পারাবার॥
গৌর প্রেমে মত্ত সদা শ্রীবাস পণ্ডিত।
নিত্যানন্দ প্রেম গুণে বিমোহিত চিত॥
শ্রীবাস গৃহে নিত্যানন্দ বাল্য ভাবে রহে।
তাঁর নিষ্ঠা প্রকাশিতে প্রভু রঙ্গে কহে॥
প্রভু কহে, 'অবধূতে কেন দেহ স্থান।'
শ্রীবাস কহে 'অবধূত হয় মোর প্রাণ॥
জাতিধন প্রাণ যদি নিতাই নাশ করে।
তথাপি নিতাই গুণে মোর মন হরে॥
যবনী মদীরা যদি করয়ে গ্রহণ।
তথাপি নিতাই মোর পতিত পাবন॥'
প্রভু কহে, 'ধন্য ধন্য পণ্ডিত শ্রীবাস।
মোর গোপ্য নিত্যানন্দের জানিলা প্রকাশ॥
নিতাই চরণে যাঁর রহে প্রাণ মন।
তার সম মোর প্রিয় নহে কোনজন॥
বিড়াল কুকুরাদি হয় যতেক তোমার।
সবার হইবে ভক্তি প্রসাদে আমার॥'
শ্রীবাসে প্রভুর কৃপা কহনে না যায়।
যাহার অঙ্গনে সদা নাচে গোরা রায়॥
শ্রীবাসের দাসী এক হয় দুঃখী নাম।
প্রভুর প্রসাদে যার হৈল সুখী নাম॥
শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে শ্রীশচীনন্দন।
গঙ্গাজল আনে দুঃখী হেরয়ে নর্ত্তন॥
প্রভু কহে জল আনে ওই কোন জন।
শ্রীবাসের দাসী দুঃখী বলে সর্ব্বজন॥
প্রভু কহে আজি হৈতে ইহার সুখীনাম।
কৃষ্ণ সেবার জল আনে মহাভাগ্যবান॥

প্রভুর কৃপায় 'সুখী' কহে সর্ব্বজন।
দিবানিশি সুখী কৃষ্ণ প্রেমে নিমগন॥
শ্রীবাসের দাসদাসী যত প্রিয়জন।
প্রভুর প্রসাদে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীদশের রায়।
শ্রীবাস পণ্ডিতে কৃপা করে সর্ব্বথায়॥
প্রভু সন্ন্যাস করি যবে নীলাচলে গেল।
বিরহে শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাকুল হইল॥
বিনা মেঘে বজ্র যেন হইল পতন।
গৌরহীন নদীয়ায় রহিতে নারে মন॥
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদানলে দগ্ধ তনুমন।
কুমার হট্ট ভবনে বহি করয়ে যাপন॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
ভক্ত দুঃখ নিবারিতে এল তাঁর ঘর॥
বৃন্দাবন যাত্রা ছলে আসি বঙ্গ দেশে।
পুরাইল শ্রীবাসের যতেক অভিলাষে॥
নীলাচল হৈতে পাণিহাটী আগমন।
তথা হৈতে শ্রীবাস গৃহে কৈল পদার্পণ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ নাটকে—৯/৩১ শ্লোকঃ
ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিত বাটীমভ্যা যযৌ।
তত্র চ গঙ্গাতীরাদ্বাটী পর্য্যন্ত গমনে॥
যত্র যত্র পদমর্পয়তীশ স্তত্র পাদরজসাংগ্রহণায়।
প্রাণি পাণিপতনেন স পন্থা হস্তগর্ত্তময় এব
বভূব॥
প্রাচীরস্যোপরি বিটপিনাং সর্ব্ব শাখাসু ভূমৌ
রথ্যা রথ্যা মনু পথি পথি প্রাণিষু প্রাপ্ত বৎসু।
উচ্চৈরুচ্চৈর্বদ হরিমিতি প্রৌঢ় ঘোষেষু
দেব রাত্রী শেষে ত্বরিতমথ শিবানন্দ নীত—
প্রাতস্তে॥

বৃন্দাবন যাত্রা ছলে গৌরাঙ্গ মিলন।
তৃষিত চকোর বাঞ্ছা করিল পূরণ॥
সেকালে কুমার হট্টে যে লীলা ঘটিল।
কর্ণপুর নিজ গ্রন্থে এ রূপ বর্ণিল॥
নৌকা যোগে কুমার হট্টে করি পদার্পণ।
গঙ্গাতীর হোতে চলে শ্রীবাস ভবন॥
অগণিত লোক আসি করে দরশন।
পদব্রজে চলে প্রভু সহ পরিজন॥
যথা যথা পদক্ষেপ করে গৌরহরি।
পদ রজ লয় সবে মহানন্দ করি॥
পথ ময় গর্ত্ত হৈল সবার গ্রহণে।
শিবানন্দ গৃহে প্রভু করয়ে গমনে॥
অনন্তর রাত্রি শেষে বৃক্ষের উপর।
বৃক্ষ শাখা রাজপথ প্রাচীর উপর॥
অন্যান্য পথাদিতে লোক অগণন।
হরি বলি কোলাহল করে অনুক্ষণ॥
হেন মতে গৌরচন্দ্র তরণী চাপিল।
শিবানন্দ গৃহে প্রেমে গমন করিল॥
বাচস্পতি ঘর আর নগর কুলিয়া।
শান্তিপুর রামকেলী নাটশালা হয়া॥
পুনঃ শান্তিপুরে প্রভু কৈল আগমন।
তথা হৈতে কুমার হট্টে দিল দরশন॥
শ্রীবাস ভবনে প্রভু উপনীত হৈল।
যে লীলা করিল তথা শাস্ত্রেতে গাহিল॥
কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে উপবীষ্ট শ্রীনিবাস।
আচম্বিতে ধ্যান বস্তুর ঘটিল প্রকাশ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র করি দরশন।
মস্তকে বহিয়া আনি দিলেন আসন॥
প্রভু দর্শনে শ্রীবাসের আনন্দ বাড়িল।
ষষ্টাঙ্গেতে প্রণমিয়া চরণ বন্দিল॥

শ্রীবাসের দাস দাসী কত পরিজন।
গৌরাঙ্গে হেরিয়া প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি নিজ কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে॥
অন্তর নিধিরে পায়া পণ্ডিত শ্রীবাস।
স্তবন করয়ে প্রেমে ত্যজি সর্ব্ব আশ॥
ভক্ত প্রেমাধীন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
কতদিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর॥
প্রেমযোগে শ্রীনিবাস সেবে অনুক্ষণ।
সেবাধীনে রহিলেন শ্রীগৌর রতন॥
শ্রীবাস রামাই প্রেমে করে সঙ্কীর্ত্তন।
সপার্ষদে গৌর সুখে করয়ে নর্ত্তন॥
ভাগবত পাঠ আর সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
শ্রীগৌর সুন্দর বিহরয়ে প্রেম রঙ্গে॥
প্রেমের ঠাকুর গৌর ভকত বৎসল।
ভক্ত মহিমা প্রকাশিতে করে নানা ছল॥
শ্রীগৌর সুন্দর বসি শ্রীবাস অঙ্গনে।
ব্যবহার ছলে কিছু বলয়ে বচনে॥
কৃষ্ণ প্রেম রসে বসি থাক অনুক্ষণ।
বিশাল সংসার কর কিভাবে পোষণ॥
ভিক্ষা যাজিকাদি বৃত্তি কিছুই না কর।
বুঝিতে না পারি মুই কেমনে কি কর॥
শ্রীবাস বলেন প্রভু কোথাও যাইতে।
বহির্ম্মুখ সঙ্গ মুই না পারি করিতে॥
প্রভু বলে তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।
তাহা না পারিব মুই বলয়ে শ্রীবাস॥
শ্রীবাসের গুপ্ত মহিমা প্রকাশের তরে।
নানা রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌর সুন্দরে॥
আপনা লুকাইতে ভক্ত চাহে অনুক্ষণ।
ভক্ত প্রকাশিতে প্রভু করয়ে যতন॥

প্রভু বলে, 'কোথা যদি না কর গমন।
কেমনে মিলিবে আসি তোমার ভবন॥'
শ্রীবাস কহে, 'যার অদৃষ্টে যা লিখন।
কোন মতে আসি তাহা হইবে মিলন॥'
প্রভু কহে, 'দৈবে যদি না হয় মিলন।
তবে তুমি কি করিবে বলহ বচন॥'
সুচতুর প্রভু ভক্ত মহিমা প্রকাশিতে।
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রশ্ন করে নানা মতে॥
কহয়ে শ্রীবাস হস্তে তিন তালি দিয়া।
'এক দুই তিন' এই কহিল ভাঙ্গিয়া॥
প্রভু কহে, 'তব বাক্য বুঝিতে না পারি।
কেন তিন তালি দিলে কহত বিচারি॥'
শ্রীবাস কহেন, 'অদৃষ্টোপরি তিন দিন।
কিছু যদি নাহি আসি হয়ত মিলন॥
তবে সত্য প্রতিজ্ঞা মোর শুনহ বিশেষ।
গলে ঘট বাঁধি গঙ্গায় করিব প্রবেশ॥'
হুঙ্কার করিয়া কহে শ্রীশচীনন্দন।
কি বাক্য শুনালে মোরে শ্রীবাস এখন॥
যদি কভু লক্ষ্মী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে।
তথাপি দারিদ্র্য নাহি হবে তোর ঘরে॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
জরাগ্রস্থ না হইবে দোঁহার কলেবর॥
গীতা শাস্ত্রে যেই বাক্য করেছি বর্ণন।
সেই বাক্য কিবা তব হৈল বিস্মরণ॥
হইয়া অনন্য চিত্ত ভজয়ে যেমন।
মাথায় বহিয়া দেই তাঁর প্রয়োজন॥
"বহাম্যহম্" স্থানে "দদাম্যহম্" করিল।
সেই অর্জুন মিশ্র বাক্য মনে কি নহিল॥
'বহাম্যহম্' বাক্য তারে সত্য বুঝাইতে।
মাথায় বহিয়া আমি দিলাম যে হাতে॥'
পরম সুসত্য এই আমার বচন।
ভক্ত রক্ষা লাগি মোর চেষ্টা অনুক্ষণ॥
ভক্ষ্য লাগি মোর ভক্তের চিন্তা কিছু নাই।
তাঁদের পালন আমি করি সর্ব্বদাই॥
কোন চিন্তা নাহি তব বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥
রামাই পণ্ডিতে প্রভু বলেন বচন।
সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধে শ্রীবাসে অনুক্ষণ॥
শ্রীবাসে প্রভুর কৃপা কে কহিতে পারে।
সপরিকরে যেবা সদা গৌর গুণ স্মরে॥
অদ্যাপিও শ্রীবাসের প্রভুর কৃপায়।
আপনি উপসন্ন যত হতেছে লীলায়॥
অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
ভাগ্যবান হেরে রহিয়া লীলায়॥
প্রভুকে সেবিল সত্য পণ্ডিত শ্রীবাস।
তাঁর গৃহে গৌরচন্দ্রের যতেক প্রকাশ॥
অচিন্ত্য অগম্য শ্রীবাস পণ্ডিত চরিত।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ তাহা করিল বিদিত॥
ধন্য শ্রীবাস পণ্ডিত গৌর প্রিয়জন।
যাহার অঙ্গনে সদা প্রভুর নর্ত্তন॥
পতিত পাবন মোর শ্রীবাস ঠাকুর।
দীন হীন জনে যাঁর করুণা প্রচুর॥
পাষণ্ড দুর্ম্মুখ কত দিল নির্য্যাতন।
তথাপি মঙ্গল তাদের করিল প্রার্থন॥
দীন হীন লাগি তাঁর কান্দে সদা প্রাণ।
শক্তি প্রকাশিয়া কৈল গৌর প্রেমদান॥
শ্রীবাস কৃপায় বহু পাইল প্রেমধন।
জুড়াল ত্রিতাপ জ্বালা সধন্য জীবন॥
সেকালে দুর্দ্দৈবে মোর জনম নহিল।
তেকারণে হেন জনের কৃপা না পাইল॥

শ্রীবাসের কৃপা বিনা গৌর নাহি পাই।
নিতাই গৌরাঙ্গ তাঁর গৃহে সর্ব্বদাই॥
চির শাশ্বত গৌরচন্দ্রের প্রেম লীলা।
ভব সিন্ধু তরিবারে একমাত্র ভেলা॥
ওহে পণ্ডিত শ্রীবাস গৌর প্রেমধাম।
মোরে কৃপা দৃষ্টি কর জানিয়া অজ্ঞান॥
কৃপা করি নিজ গুণে দাসের দাস করি।
সেবা দিয়া রাখ মোরে লয়া নিজ পুরী॥
তব দাসের দাস বিনা গৌর নাহি পাই।
তেকারণে নিবেদন করি যে সদাই॥
শ্রীবাসের অভয় পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে গৌর সেবন প্রার্থন॥

প্রভুত্রয়ের অপ্রকট রহস্য

জয় জয় ত্রিভুবন বন্দিত গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমের ভাণ্ডারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
পরম অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিহার।
প্রকটাপ্রকট মাত্র লীলার বিস্তার॥
সর্ব্বকাল গৌর করে লীলায় বিহার।
দিব্য নেত্রে ভাগ্যবান হেরে অনিবার॥
জগতের হিতকারী অদ্বৈত আচার্য্য।
নিতাই গৌরাঙ্গ আনি কৈল বহু কার্য্য॥
আবাহন করি শেষে কৈল আনয়ন।
স্থাপিয়া করিল বহু প্রেমমতে সেবন।
শেষে বিসর্জ্জন দিয়া আপনি চলিল।
এমত গৌরাঙ্গ লীলায় বৈচিত্র ঘটিল॥
প্রভুত্রয়ের অপ্রকট লীলার ঘটন।
শুনিলে বিদরে বুক না যায় সহন॥
অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে শ্রীঈশান দাস।
সে সব বিচিত্র লীলা করিল প্রকাশ॥
অন্যান্য পার্ষদগণ যে যা কহিল।
তাহা হোতে উদ্ধৃত করি প্রকাশ করিল॥
বিচার করিতে নারি মুই অজ্ঞজন।
বিচারিয়া আস্বাদহ রসিক সুজন॥
গৌরাঙ্গগণের বাক্য করিল প্রকাশ।
অপরাধ ক্ষম সবে মুই সর্ব্বদাস॥
একদা জগদানন্দে প্রভু আজ্ঞা দিল।
আজ্ঞা মতে নবদ্বীপ ধামেতে আসিল॥
তথা হৈতে শান্তিপুরে করি আগমন।
সীতানাথে মিলি কৈল বহু আলাপন॥
সীতানাথ তরজা এক করিয়া লিখন।
তাঁর হস্তে দিয়া ক্ষেত্রে করিল প্রেরণ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ডে ১৯শ পরিঃ—
'বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥'
তর্জ্জা শুনি জগদানন্দ করি আগমন।
নীলাচলে প্রভু হস্তে করিল অর্পণ॥
সভা মধ্যে পাঠ করি প্রভু গৌর হরি।
হাস্য করিয়া পাছে রহেন মৌন ধরি॥
কিবা অর্থ হয় ইহার কহে ভক্তগণ।
প্রভু কহে, 'ইহার অর্থ বুঝে কোনজন॥

আগম শাস্ত্র বিশারদ পূজক প্রবর।
শাস্ত্র বিধি বিধানেতে আচার্য্য তৎপর ॥
পূজা লাগি দেবতার করি আবাহন।
কতকাল পূজি পুনঃ করে বিসর্জ্জন ॥
হইবে এরূপ অর্থ লয় মোর মন।
আচার্য্যের তরজা বুঝে নাহি হেন জন ॥'
তদবধি গৌরাঙ্গের ভাবান্তর হৈল।
স্বরূপ গোসাঞি শুনি বিমন হইল ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ ২১ অধ্যায়—
"শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ হৈল উদ্দীপন।
হা নাথ হা কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান মহা ভাবাবেশে।
তরাস লাগয়ে ভক্তগণের মানসে ॥
একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা নাথ বলিয়া ॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল ॥
কিছু কাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা।
গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈলা ॥
যদ্যপি চৈতন্যাপ্রকট নহে ভক্ত স্থানে।
লোক সিদ্ধ মহা খেদ কৈলা গৌরগণে ॥"
হেন মতে গৌরচন্দ্র কৈল অন্তর্দ্ধান।
ঈশান নাগর কহে এসব আখ্যান ॥
ঠাকুর লোচন দাস যতেক কহিল।
চৈতন্য মঙ্গল দ্বারে জগতে জানিল ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ—শেষ খণ্ডে—
'হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গ নাহি দেখি কভু।
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে ॥
সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে চলিয়া গেলা মন্দির ভিতর ॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায় ॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল—অন্তর উচাট ॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার ॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন ॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে—শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট—প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি—শুন সর্ব্বজন ॥"
এইত কহিল ঠাকুর লোচন বচন।
বৃন্দাবন দাস বাক্য শুনহ এখন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ (অপ্রকাশিত অংশে)
১৪ অধ্যায়ে—
"এথা সে যখন প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
স্যাসী রূপে গেলা মদন গোপালের স্থান ॥
অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে।
পুনঃ কোথা গেলা প্রভু না পারে লখিতে ॥
সেই দিন বৈশাখ পূর্ণিমা ত্রয়োদশী।
পাঠাইলা মনুষ্য পত্র লিখি সভে বসি ॥
আসি উত্তরিলা লোক নীলাচল স্থানে।
প্রভুর বিজয় জিজ্ঞাসিলা জনে জনে ॥
সভে বলে মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
প্রবেশ করিলা মাত্র জগন্নাথ স্থান ॥"
হেন মতে জগন্নাথে অপ্রকট হৈল।
ভক্তি রত্নাকরাদি গ্রন্থে অন্য মত কৈল ॥

তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাসে—১১ পরিঃ—
"গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে প্রভু প্রবেশিলা।
কোথাকারে গেলা পুন নাহি বাহিরিলা ॥
রামাই পণ্ডিত যবে নীলাচলে গেল।
কাশীমিশ্র হেন বাক্য তাহারে কহিল ॥"

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ (জয়ানন্দ)—উত্তরখণ্ডে—
"নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠি দিবসে।
সেই লক্ষে টোটাএ শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্ব কথা।
কালি দশদণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা ॥
নানা বর্ণে দিব্যমালা আইলা কোথা হইতে।
কৃষ্ণ বিদ্যাধরী নৃত্য করে রাজ পথে ॥
রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে করিল আরোহণ ॥
মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বু দ্বীপ ছাড়ি ॥"
এইত কহিল জয়ানন্দের বচন।
দাস নরহরি বাক্য শুন সর্ব্বজন ॥
ঠাকুর নরোত্তম যবে নীলাচলে গেল।
বিপ্র জগন্নাথ তাঁরে এমত কহিল ॥

তথাহি—শ্রীভঃ রঃ—৮ম তরঙ্গে—
"অহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি ॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয় ॥
স্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে ॥"
এইত কহিল নরহরির বচন।
প্রেমদাস বাক্য সবে শুনহ এখন ॥

তথাহি শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ উল্লাস—
"চল্লিশাষ্ট বর্ষ পূর্ণে ঠাকুর নিমাই।
অপ্রকট হন টোটা গোপীনাথে যাই ॥"
এমত গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের কথন।
যথা যাহা হেরিলাম করিল লিখন ॥
বিচারিয়া আস্বাদহ যত গৌরগণ।
অপরাধ ক্ষম মোর মুই দীন জন ॥
হেন মতে গৌরচন্দ্র অন্তর্দ্ধান কৈল।
নিতাই অদ্বৈত শুনি শোকাক্রান্ত হৈল ॥

গৌরাঙ্গ বিরহে দোঁহার যে দশা হইল।
অদ্বৈত প্রকাশে নাগর ঈশান গাহিল ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ—২২ অধ্যায়—
"কৃষ্ণ বিনু যৈছে দশা ব্রজ গোপীকার।
তৈছে দশা দোঁহাকারে স্ফুরে অনিবার ॥
কভু উপবাসী রহে কিছু নাহি খান।
কভু দুই চারিদিনে করে জলপান ॥
বিরহে বিবশ তনু কভু নাহি স্ফুরে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
এক দিবসেরে করে শত যুগ জ্ঞান।
দোঁহাকার দশা দেখি গলয়ে পরাণ ॥
কেবল গৌরাঙ্গ নামে উল্লাস অন্তর।
হেন মতে গত হৈল অষ্টম বৎসর ॥"
এতাদৃশ বিরহান্বিত প্রভু দুই জন।
সহসা শ্রীনিত্যানন্দ হৈল অদর্শন ॥
গৌরাঙ্গ বিরহে দুঃখী নিত্যানন্দ মন।
পত্রী দ্বারে আনাইল কুবের নন্দন ॥
দুহুঁ জনে একাসনে নির্জ্জনে বসিল।
হেন মতে সপ্ত রাত্রি অতীত হইল ॥
অষ্টম দিবসে অদ্বৈত করয়ে কীর্ত্তন।
পারিষদ লয়া প্রেমে করয়ে নর্ত্তন ॥
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে নাচে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমে বাহ্য পাসরিল মহান্ত সবায় ॥
গৌর গুণ কীর্ত্তনে সবে বাহ্য পাসরিল।
অলক্ষ্যেতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান কৈল ॥
বাহ্য পায়া সর্ব্বজন করে অন্বেষণ।
না পাইয়া নিত্যানন্দে করয়ে ক্রন্দন ॥
অন্তরেতে শ্রীঅদ্বৈত সকলি জানিল।
পরিজন সহ বিরহ সাগরে ভাসিল ॥
হাহাকার করি সভে করয়ে ক্রন্দন।
কাঁহা প্রভু নিত্যানন্দ জগত জীবন ॥
নানা মতে বিলাপিয়া কাঁন্দে ভক্তগণ।
নিতাই বিহীনে আচার্য্য হইল ক্ষিমন ॥
পুত্র বীরচন্দ্র মহামহোৎসব কৈল।
হেন মতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
নিত্যানন্দ চরিতামৃতে বৃন্দাবন দাস।
যে রূপ বর্ণিলেন অপ্রকট বিলাস ॥
তাহা কহি শুন এবে যত শ্রোতাগণ।
ইথে অপরাধ কিছু না কর গণন ॥

তথাহি—শ্রীনিঃ চঃ অন্ত্যখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়।
"সর্ব্ব অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোঁসাই।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ ভাই ॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভুর সদা বিলাপ।
কদাচিত বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ ॥
কায়মনো বাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া চৈতন্য গুণ গায় ॥
নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে 'গৌর মূর্ত্তি' ॥
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দির প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব ॥
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা।
বসু জাহ্নবারে লৈয়া গমন করিলা ॥
তথা হৈতে একচাক্রা করিল গমন।
বঙ্কিম দেবেরে গিয়া করে দরশন।
কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা।।"
হেন মতে নিত্যানন্দ কৈল অন্তর্দ্ধান।
আচার্য্য বিরহানলে সদা ভাসমান ॥

নিত্যানন্দ অপ্রকটে আচার্য্য দুঃখ মন।
বিরহ বিক্ষেপে করে দিবস যাপন ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ বলি কান্দে অনুক্ষণ।
সহসা একত্র কৈল নিজ পরিজন ॥
সজন সহিত করে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন।
দোঁহার বিরহে তবে হৈলা সঙ্গোপণ ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ—২২ অধ্যায় —
"তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুসুম সম হৈল তান অঙ্গ ॥
হঠাৎ মদন গোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা ॥"
হেন মতে সীতানাথ অন্তর্দ্ধান কৈল।
তাঁহার বিরহে সবে কান্দিতে লাগিল ॥
সওয়া শত বৎসরেতে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
জগজীবে বিলাইয়া নিতাই গৌর নাম ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহামহোৎসব কৈল।
বিরহে ভকতগণ কহিতে লাগিল ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ - ২২ আধ্যায়—
"গৌর প্রেমকল্প বৃক্ষের এক স্কন্ধ ছিল।
তাহে গৌরের অপ্রকট সম্পূর্ণ নহিল ॥
আজি সে গৌরাঙ্গ লীলা হৈল সমাধান।
শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ কান্দে অবিশ্রাম ॥"
যে যে তিথিতে নিত্যানান্দাদ্বৈত অন্তর্দ্ধান।
জয়ানন্দ বাক্যে তাহা হৈল বিদ্যমান ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ (জয়ানন্দ) উত্তরখণ্ডে
"আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি ॥
* * * *
পৌষ মাসে শুক্লত্রয়োদশী তিথি হৈলা।
আচার্য্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠ বিজয় করিলা ॥"
হেন মতে তিন প্রভুর হৈল অদর্শন।
প্রকাশিয়া প্রেমলীলা কৈল সম্বরণ ॥
গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের অষ্ট বর্ষ পরে।
নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান হৈল অতঃপরে ॥
গৌর অন্তর্দ্ধান যবে পঞ্চবিংশ হৈল।
অদ্বৈত আচার্য্য ক্ষিতি ছাড়িয়া চলিল ॥
দেবতা আসিয়া প্রেমে করিল অর্চ্চন।
বিসর্জ্জন দিয়া শেষে করিল গমন ॥
যদ্যাপি প্রভু অন্তর্দ্ধান নহে ভক্ত স্থানে।
তথাপি লৌকিক লীলা লোক আচরণে ॥
সর্ব্বকাল গৌর করে নদীয়া বিহার।
দিব্য নেত্রে ভাগ্যবান হেবে অনিবার ॥
তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধান অদ্ভুত কথন।
বিচারিতে নারি মুই অতি অজ্ঞ জন ॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ যেবা যা কৈল বর্ণন।
ভাগ্যেতে মিলিল যাহা করিল লিখন ॥
বিচারিয়া বুঝ সভে ভাগ্যবান জন।
বিচারিতে যোগ্য মুই না হই কখন ॥
ইথে অপরাধ মোর ক্ষম সর্ব্বজন।
বাতুলের প্রলাপ চেষ্টা ক্ষম অনুক্ষণ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সীতার নন্দন।
এক অঙ্গ ত্রিধা মূর্ত্তি লীলার কারণ ॥
জীবের কারণ ধরায় করি আগমন।
সুনির্ম্মল নাম প্রেম কৈল বিতরণ ॥
সর্ব্ব যুগ সার এই কলি যুগ হয়।
যেই যুগে এই তিন প্রভুর উদয় ॥
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ।
নাম প্রেম দিয়া জীবের পুরাইল আশ ॥

প্রেমের দুর্লভ ধন পাইল জীবগণ।
কোন যুগে হেন ভাগ্য না হৈল ঘটন ॥
এ হেন দয়াল এই প্রভু তিনজন।
তিনের স্মরণে ঘুচে অবিদ্যা বন্ধন ॥
সুনির্ম্মল প্রেমার্ণবে ভাসে অনুক্ষণ।
কোন যুগে নাহি হেরি এ হেন সুজন ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতার্য্য প্রভু কলি জীবানন্দ ॥
মো সম পতিতে করি দাস অনুদাস।
প্রেমসেবা সমর্পিয়া পুরাও অভিলাষ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
হৃদে ধরি কিশোরী দাস করে নিবেদন ॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম
খণ্ডে পঞ্চতত্ত্ব মহিমা বর্ণনে শ্রীগদাধর
শ্রীবাস প্রভুত্রয় অন্তর্দ্ধান কথনং
নাম অষ্টম লহরী সমাপ্ত।

নবম লহরী
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র

জয় জয় বিশ্বপতি গৌর বিপ্ররাজ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় প্রেমরাজ ॥
জয় জয় অদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
পতিত পাবন প্রভু গোরা গুণমণি।
তাঁর পিতামহ হন শুদ্ধ প্রেমখনি ॥
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম খ্যাত সর্ব্বজন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ যাহার ভবন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ – ৩৫/৩৬ শ্লোকঃ—
পর্জ্জন্যোনাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ।
উপেন্দ্র মিশ্রঃ সন্ জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্ ॥
মহামান্যাভিধা গোপী ব্রজে বাসীদ্বরীয়সী।
কৃষ্ণ পিতামহী সৈব নাম্নাত্র কমলাবতী ॥
পর্জ্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ পিতামহ।
পত্নী বরীয়সী সহ অবতীর্ণ সেহ ॥
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম করিল ধারণ।
পত্নী শ্রীকমলাবতী খ্যাত সর্ব্বজন ॥
শ্রীহট্টে নিবাসী মধুমিশ্র ভাগ্যবান।
তাহার ভবনে আসি হৈল বিদ্যমান ॥
বড়গঙ্গা গ্রামে বিহরয় অনুক্ষণ।
সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যাপনে পুলকিত মন ॥
সপ্ত পুত্র হৈল তাঁর সর্ব্ব গুণবান।
ব্রজের নন্দ উপানন্দ হৈল বিদ্যমান।
জগন্নাথ মিশ্র হৈল নন্দ মহামতি।
যাঁর পুত্র গৌরচন্দ্র অখিলের পতি ॥
পুত্র সহ উপেন্দ্র মিশ্র শ্রীহট্টেতে রয়।
জগন্নাথ নবদ্বীপে গড়িল আলয় ॥
কত দিনে গৌরচন্দ্র লভিল জনম।
করয়ে বিচিত্র লীলা ভুবন মোহন ॥
বিদ্যা বিলাসেতে মত্ত শচীর নন্দন।
পিতৃভূমি দর্শনেতে উৎকণ্ঠিত মন ॥
বিদ্যা বিলাস করিবারে চলে বঙ্গদেশে।
পারিষদ সঙ্গে ধায় পরম হরিষে ॥

পদ্মাতীরে ফরিদপুর করিল গমন।
বিক্রমপুর হয়া সুরপুরেতে গমন॥
সুবর্ণ গ্রাম দিয়া এগার সিন্দুর এল।
তথা হৈতে শ্রীহট্টেতে গমন করিল॥
বড়গঙ্গা গ্রামে প্রভু হরিষে পৌছিল।
পিতামহ উপেন্দ্র পদে প্রণতি করিল॥
গৌরাঙ্গে হেরিয়া মিশ্র হৈল সুখী মন।
পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া পুলকে মগন॥
পাছে পিতামহীরে প্রভু প্রণাম করিল।
গৌরাঙ্গে পাইয়া দোঁহে কৃতার্থ হইল॥
পরম আনন্দে করে গৌরাঙ্গে সেবন।
নেহারিয়া গোরারূপ ঝুরে দু নয়ন॥
তথায় আশ্চর্য্য লীলা গৌরাঙ্গ করিল।
নিত্যানন্দ দাস তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস—
"উপেন্দ্র মিশ্র চণ্ডি লিখিবার তরে।
তালপাতা সংগ্রহ করিলা বহুতরে॥
প্রভু বসিয়াছেন পিতামহের নিকটেতে।
উপেন্দ্র মিশ্র পহিলা শ্লোক লিখে তালপাতে॥
উপেন্দ্র মিশ্র পত্নী আসিয়া তখন।
উপেন্দ্র মিশ্রেরে নিল অন্দর ভবন॥
তিঁহো কহে নাথ দেখি স্বপন অদ্ভুত।
সাক্ষাৎ নারায়ণ এই জগন্নাথ সুত॥"
পত্নী বাক্যে মিশ্রবর অভ্যন্তরে গেল।
শুনিয়া অদ্ভুত বাক্য বিহ্বল হইল॥
পত্নীরে সম্বোধি প্রেমে বলয়ে বচন।
আকৃতি প্রকৃতি হেরি লয় মোর মন॥
সাক্ষাৎ নারায়ণ জগন্নাথের নন্দন।
পরম সুসত্য হয় তোমার বচন॥

কাহারে না কহিও তুমি এসব বচন।
পরম যতনে কর গৌরাঙ্গে সেবন॥
তবেত উপেন্দ্র মিশ্র বাহিরে আসিল।
পরম অদ্ভুত হেরি বিস্ময় গণিল॥
সম্পূর্ণ লিখিত গ্রন্থ করি দরশন।
সমাদরে গৌরে নিল অন্দর ভবন॥
পিতামহী কমলাবতী পুলকিত মন।
এক মিষ্ট কাঁঠাল আনি করিল অর্পণ॥
মহা সমাদরে তাঁরে করাল ভোজন।
তবে সবিনয়ে তেঁহ করে নিবেদন॥
শুন বাছা এক মোর আছে নিবেদন।
অন্যথা নাহিক কর ধরহ বচন॥
স্বপ্নে যেই দিব্য রূপ করালে দর্শন।
সাক্ষাতে দেখায়া এবে করহ মোচন॥
কৃতার্থ করহ মোরে দেখায়া সেরূপ।
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার তুমি রস ভূপ॥
ভক্ত বাক্যে গৌরহরি সদয় হইল।
দিব্য রূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
"ভক্তজনে কৃপা করি প্রভু গৌর রায়।
মধুর মুরতি দুই জনারে দেখায়॥
মূর্ত্তি দেখিয়া দুই মন স্থির কৈল।
পার্ষদ দেহ ধরি দোঁহে নিত্য ধামে গেল॥"
হেন মতে মিশ্রবর পাইল মোচন।
গৌরাঙ্গ নদীয়া এল সহ নিজজন॥
পরম বিচিত্র লীলা করে গোরা রায়।
প্রিয়জনে কৃপা করে আনন্দ হিয়ায়॥
ব্রজের পর্জ্জন্য গোপ ধরায় আসিল।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে গৌরাঙ্গে সেবিল॥

হেরিল গৌরাঙ্গ লীলা করিল সেবন।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ করি করিল গমন॥
পরম বাৎসল্যে বশ গৌরচন্দ্রে কৈল।
সাধন অনুরূপ ধন গৌরাঙ্গ অর্পিল॥
বাৎসল্য ভাবেতে করি সাধন ভজন।
সর্ব্বকাল গৌরে ঘরে করে দরশন॥
যখন যথায় গৌর করয়ে বিহার।
জনম লভয়ে অগ্রে অবনী মাঝার॥
জনম লভিয়া করে বাসনা পূরণ।
উপেন্দ্রের ভাগ্য সীমা না যায় বর্ণন॥
গৌবাঙ্গের পিতামহ মিশ্র উপেন্দ্র।
যাঁহাব প্রসাদে লভ্য প্রভু গৌরচন্দ্র॥
সপত্নীক মিশ্রবর করহ করুণা।
দেখাহ গৌবাঙ্গ রূপ না কর বঞ্চনা॥
তোমার বাৎসল্যে বশ প্রভু গৌরহরি।
বিহরে তোমার ঘরে দিবস শর্ব্বরী॥
করুণা কিরিয়া দাস করহ আমারে।
গৌর প্রেম সেবা দিয়া রাখ নিজ ঘরে॥
গৌর প্রিয় পাত্র তুমি গৌরাঙ্গের জন।
কিশোরীরে ত্রাণ কর লইল স্মরণ॥

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় সীতাদেবী সুত শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥
জয় জয় গদাধর শক্তি অবতার।
জয় জয় শ্রীবাসাদি করুণা আধার॥

সর্ব্বময় অবতার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সপার্ষদে অবতীর্ণ অবনী ভিতর॥
অবতার লাগি যবে ইচ্ছা উপজিল।
পিতামাতা গুরুগণে অগ্রে পাঠাইল॥
যদ্যাপি তাহাঁর পিতামাতা গুরু নাই।
তথাপিও ভক্তবাঞ্ছা পুরায় সদাই॥
শান্ত-দাস্য-সখ্য আর বাৎসল্য মধুর।
এসব ভাবেতে বদ্ধ প্রেমের ঠাকুর॥
এই পঞ্চ ভাবে যেবা করয়ে ভজন।
ভাব অনুরূপ কৃপা করে অনুক্ষণ॥
যে ভাবে ভজয়ে যেবা প্রভু ভজে তারে।
ফুকারিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে বারে বারে॥

তথাহি—শ্রীগীতায়াং—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সবর্বশ॥
জগন্নাথ মিশ্র নাম পরম সুজন।
যাঁর গৃহে পুত্ররূপে শ্রীগৌর রতন॥
পরম বাৎসল্যে ভজি প্রভুর চরণ।
জন্ম জন্ম পিতৃরূপ করয়ে ধারণ॥
পূর্ব্বেতে ব্রজের রাজা নন্দ মহামতি।
এবে জগন্নাথ মিশ্র নদীয়া বসতি॥
বসুদেব কশ্যপ সুতপা দশরথ।
মিশ্র দেহে প্রবেশিয়া পুরায় মনোরথ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিখণ্ডে ২য় অধ্যায়—
"কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্র চন্দ্র॥"
গৌর গণোদ্দেশে কহে কবি কর্ণপুর।
সাঁইত্রিশ আটত্রিশ শ্লোকে বচন মধুর॥

এইত সিদ্ধান্ত কহে করিয়া যতন।
গৌরাঙ্গের পিতা মিশ্র খ্যাত ত্রিভুবন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস—
"বাৎস্য মুনি বংশ বৈদিক বিশুদ্ধ মিশ্র নাম।
তাঁর পুত্র মধু মিশ্র শ্রীহট্টে কৈল ধাম॥
ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বড়গঙ্গা গ্রামে।
বিয়ে করি মধু মিশ্র রৈল সেই গ্রামে॥
ক্রমে চারি পুত্র হৈল পণ্ডিত প্রধান।
উপেন্দ্র, রঙ্গদ, কীর্ত্তিদ, কীর্ত্তিবান নাম॥
উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কমলাবতী নাম।
সপ্ত পুত্র হৈল তাঁর পণ্ডিত প্রধান॥
কংসারি, পরমানন্দ আর জগন্নাথ।
পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ॥
জগন্নাথের হৈল মিশ্র পুরন্দর পদ্ধতি।
গঙ্গাতীরে আসি নবদ্বীপে করিলা বসতি॥
গোপরাজ নন্দ জগন্নাথ মহাশয়।
বসুদেব আসিয়া তাহারে মিলয়॥"
[১]শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
পূর্ব্বে নন্দ পিতা পর্জ্জন্য গোপ গুণধাম॥
পরম বৈষ্ণব তেঁহ সর্ব্ব গুণবান।
সপ্ত ঋষিশ্বর যারে করে পিতৃজ্ঞান॥
কংসারি পরমানন্দ আদি পুত্র সপ্তজন।
নদীয়ায় জগন্নাথ কৈল আগমন॥
মহানন্দে গঙ্গাবাস করে অনুক্ষণ।
পদবী পুরন্দর তাঁর বিদিত ভুবন॥
সর্ব্ব গুণশীল বিপ্র পরম উদার।
দেব দ্বিজ সেবনেতে আনন্দ অপার॥

১। শ্রীজয়ানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের মতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণের আদিবাস উড়িষ্যার জাজপুরে ছিল। প্রভু নীলাচল যাত্রাকালে স্বীয় বংশধরের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তথাহি—উৎকলখণ্ডে—
"চৈতন্য গোসাঞিঃর, পূর্ব্ব পুরুষ, আছিল জাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেরে, পালাইয়া গেলা, রাজা ভ্রমরের ভয়ে॥
সেই বংশে, পরম বৈষ্ণব, কমললোচন তার নাম।
পূর্ব্ব জন্মের তপে, চৈতন্য গোসাঞি, তার ঘরে কৈল বিশ্রাম॥

উক্ত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃবংশ পরিচয় যথা—

তথাহি—সন্ন্যাস খণ্ডে—
"গৌরচন্দ্র শ্রাদ্ধ করিল একে একে। বাপ জগন্নাথ মিশ্র দেখি অন্তরীক্ষে॥
পিতামহ জনার্দ্দন মিশ্র মহাশয়। প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধর্ম্মময়॥
দিগ্বিজয়ী রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ। তার পিতা বিরূপাক্ষ কবীন্দ্র বিগ্রহ॥
তার পিতা শ্রীরচন্দ্র অভিনব ব্যাস। দিব্যরথে আইলা সঙ্গে দেখিতে সন্ন্যাস॥

বাৎসল্য ভাবেতে সদা মুগ্ধ প্রাণ মন ।
পুত্র লাগি আরাধয়ে বিষ্ণুর চরণ ॥
ক্রমে অষ্ট কন্যা জন্মি পরলোকে গেল ।
বিরহেতে মিশ্রবর কাতর হইল ॥
বহুত করিল প্রেমে বিষ্ণু আরাধন ।
পুত্ররূপে সঙ্কর্ষণ লভিল জনম ॥
পাছেতে ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌররূপ ধরি ।
পুত্ররূপে জনমিল কৃপাদৃষ্টি করি ॥
একদা জগন্নাথ মিশ্র স্বপনে হেরিল ।
মহাজ্যোতির্ম্ময় ধাম দেহে প্রবেশিল ॥
তদবধি বিস্ময়াবীষ্ট মিশ্র তনু মন ।
শালগ্রামে সেবে সদা করিয়া যতন ॥
শুভক্ষণে গৌরচন্দ্র প্রকট হইল ।
নয়নে হেরিয়া মিশ্র দিব্য ভাব হৈল ॥
হারান নিধির যেন হইল মিলন ।
গৌর কোলে করি মিশ্র প্রেমাকুল মন ॥
নিরবধি গৌরচন্দ্র নয়নের মনি ।
ক্ষণ অদর্শনে যেন হারায় পরাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া যৈছে নন্দ মহামতি ।
এবে গৌরচন্দ্রে পায়া তৈছে মিশ্র মতি ॥
পরম যতনে করে লালন পালন ।
শ্রীগৌর সুন্দর তাঁর অন্তরের ধন ॥
পরম বাৎসল্যে মন সদা প্রাণময় ।
অপূর্ব্ব বৈভব তাঁর না যায় বর্ণন ॥
বাল্য চাপল্য রসে প্রভু গৌরহরি ।
ব্রজপুরী প্রায় ভ্রমে নদীয়া নগরী ॥
তাহার চাপল্যে আসি যত বিপ্রগণ ।
মিশ্র পাশে সবিনয়ে করে নিবেদন ॥
তব পুত্র লাগি স্নান তর্পণ না হয় ।
শুনি তর্জ্জ গর্জ্জ করে মিশ্র মহাশয় ॥
ক্রোধে তবে মিশ্রবর গঙ্গাতীরে গেল ।
দেখা না পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল ॥
পুত্রের শ্রীমুখ হেরি সব বিস্মরণ ।
বিহ্বল হইল প্রেমে করি আলিঙ্গন ॥
পাছে ধর্ম্ম শিক্ষা লাগি করিল ভর্ৎসন ।
রাত্রে স্বপ্নে এক বিপ্র দিল দরশন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি খণ্ডে ১৪শ পরিঃ —
"মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান ।
ভর্ৎসন তাড়ন কর পুত্র করি মান ॥
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয় ।
যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয় ॥
পুত্রের পালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম ।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥
বিপ্র কহে এই যদি দেব সিদ্ধ হয় ।
স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥
মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥"
হেন মতে দুহুঁ জনে করয়ে বিচার ।
বাৎসল্যের প্রতি মূর্ত্তি মিশ্র অবতার ॥
বাৎসল্য ভাবেতে সদা মুগ্ধ তাঁর মন ।
ফিরাইতে নারে করি ঐশ্বর্য্য শিক্ষণ ॥
পূর্ব্বে যৈছে নন্দরাজে উদ্ধব কহিল ।
হেন মতে মিশ্রবরে বিপ্র শিখাইল ॥
বাল্য লীলাছলে প্রভু আপনা জানায় ।
মোহিতে নারয়ে ব্যর্থ হয় সর্ব্বদায় ॥
মিশ্রের বাৎসল্যে বদ্ধ শ্রীগৌর সুন্দর ।
পুত্রেরে হেরিয়া মিশ্র আনন্দ অন্তর ॥
পুত্র রূপ গুণ হেরি মিশ্র সুখ মন ।
পুত্রের মঙ্গল বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥

ডাকিনী যোগিনী পাছে পুত্রে বল করে।
বিষ্ণুরে স্মরয়ে বিপ্র কাতর অন্তরে॥
কহে মোর পুত্রে কৃষ্ণ করহ রক্ষণ।
আজি হৈতে তব পদে কৈল সমর্পণ॥
তোমার সেবক মুই মোর যত ধন।
তোমার করুণা বিনা না হয় রক্ষণ॥
পরম সম্পদ মোর এই পুত্র ধন।
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশিয়া করহ রক্ষণ॥
দুই বাহু তুলি মিশ্র হোয়ে এক মন।
বর চাহে রক্ষা কর আমার নন্দন॥
হেন মতে গৌরচন্দ্রে করয়ে পালন।
কত দিনে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণ॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাসে মিশ্র দুঃখীত অন্তর।
প্রবোধয়ে গৌরচন্দ্র হইয়া তৎপর॥
নানা মতে গৌরচন্দ্র মিশ্রে প্রবোধিল।
কহে—ভ্রাতা পিতৃ-মাতৃ কুল উদ্ধারিল॥
আমি ত' করিব তোমা দোঁহার পালন।
বিবিধ বিধানে কৈল মিশ্র প্রবোধন॥
গৌরাঙ্গ বচনে মিশ্র সুস্থির হইল।
কত দিনে আশ্চর্য্য এক ঘটনা ঘটিল॥
একদিন মিশ্রবর হেরয়ে স্বপন।
করিয়াছে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ॥
শিখার মুণ্ডন করি করিছে নর্ত্তন।
কৃষ্ণ বলি হাসে প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
গৌরাঙ্গে বেড়িয়া প্রেমে করিছে কীর্ত্তন॥
সকল দেবতাগণ করি আগমন।
শ্রীশচীনন্দন বলি করিছে নর্ত্তন॥
স্বপন হেরিয়া মিশ্র করয়ে স্তবন।
মোরে কৃপাদৃষ্টি কৃষ্ণ করহ এখন॥

গৃহস্থ হইয়া নিমাই রহুক ঘরে।
এই বর কৃষ্ণচন্দ্র দেহ গো আমারে॥
হেন মতে বর চাহি করয়ে ক্রন্দন।
শুনি শচী দেবী কহে প্রবোধ বচন॥
চিন্তা না করিহ নিমাই সন্ন্যাসী না হবে।
গৃহে রহি পিতামাতা সেবন করিবে॥
নানা মতে শচীদেবী প্রবোধে অনুক্ষণ।
তথাপি দারুণ স্বপ্ন নহে বিস্মরণ॥
মিশ্র হৃদে নিদারুণ শেল বিদ্ধ হৈল।
গৌরের সন্ন্যাস স্মরি বিহ্বল হইল॥
মনে মনে স্মরে পুত্র ছাড়িবেন ঘর।
ধৈরজ ধরিতে নারে কাতর অন্তর॥
অকস্মাৎ মিশ্র দেহে জ্বর প্রকাশিল।
স্বপন স্মরিয়া প্রেমে অন্তর্দ্ধান কৈল॥
গৌর প্রেমে মত্ত সদা মিশ্র প্রাণমন।
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ স্মরি ত্যজিল জীবন॥
শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমধারী মিশ্রবর।
তাহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
গৌরাঙ্গের পিতা মিশ্র করুণা নিদান।
তাহার করুণা বিনা না ঘুচে অজ্ঞান॥
যার ঘরে বিহরয়ে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই জগন্নাথ মিশ্র করুণা সাগর॥
ওহে জগন্নাথ মিশ্র পরম সুজন।
কৃপাদৃষ্টি পাত কর মুই অভাজন॥
তব সুত বিশ্বম্ভর ত্রিভুবন নাথ। *
কৃপা কর সদা যেন রহি তার সাথ॥
নিরবধি সেবি যেন তাহার চরণ।
হেরিয়া তাহার লীলা জুড়াব নয়ন॥
দাস জ্ঞানে তব গৃহে দেহ সদা স্থান।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে ইহা হৃদে অবিরাম॥

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর

[শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের মহিমা সূচক]

জগদীশ পণ্ডিত জয় জয়।
গোঘাট নিবাস ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্রবাড়ী,
যেঁহ আসি করিলা আশ্রয় ॥
অনুজ মহেশ লৈয়া, সঙ্গেতে দুখিনী জায়া,
মিশ্রের সহিত সখ্য ভাব।
শচীমা দুখিনী সনে, সখ্যতা আনন্দ মনে,
সদা ভক্তি রসের আলাপ ॥
কতেক দিবস পরে, জগন্নাথ মিশ্র ঘরে,
মহাপ্রভু হৈলা অবতীর্ণ।
একাদশী ব্রত জানি, খাইলা নৈবেদ্যখানি,
তাহাতে জানিলা ভক্তি চিহ্ন ॥
ঈশ্বর লক্ষণ দেখি, পণ্ডিত হৈলা মহাসুখী,
সেবা করে বাৎসল্যের রসে।
দুখিনী পিয়ায় স্তন, ক্রোড়ে করি সর্ব্বক্ষণ,
মুখ দেখি আনন্দেতে ভাসে ॥
তবে কতদিন গেল, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কৈল,
জগদীশ দুঃখিত হৃদয়।
গৌরাঙ্গের মন জানি, মনে মনে অনুমানি,
নীলাচলে করিলা বিজয় ॥
নাচি জগন্নাথ আগে, ভক্তি কৈল অনুরাগে,
জগন্নাথ স্বপনে কহিল।
বর লেহ মোর ঠাঁই, যাহা চাহ দিব তাই,
পণ্ডিত বর মাগিয়া লইল ॥
তব পূর্ব্ব কলেবর, মোরে দেহ এই বর,
শুনি প্রভু প্রসন্ন হইলা।
রাজস্থানে দেওয়াইল, কান্ধে করি লৈয়া আইল,
[1]যশোড়ায় প্রকট করিলা ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথে, দেখিয়া বিস্ময় চিত্তে,
পণ্ডিতেরে কহে মৃদুভাষ।
তুমি এই স্থানে রহ, মোরে তুমি আজ্ঞা দেহ,
আমি করি নীলাচলে বাস ॥
শুনিয়া দুখিনী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে,
যেন ক্ষেপা পাগলিনী প্রায়।
তবে প্রভু বাল্য রসে, জানিয়া ভকতি বশে;
সেই তনু হৈল দুই কায় ॥
তবে এক তনু নিল, গৌর গোপাল নাম থুইল,
সেবা করে বাৎসল্যের ভাবে।
এই মত দিবানিশি, কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসি,
নিস্তারিল আপন প্রভাবে ॥
পণ্ডিত গোঁসাইর গুণে, কে করিবে বাখানে,
যার শাখা রঘুনাথাচার্য্য।
যাঁর পিতা ভগবান, খঞ্জন আচার্য্য নাম,
মালি পাড়ায় প্রকাশিল আর্য্য ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সঙ্গে লৈয়া ভক্তবৃন্দ,
যশোড়া আলয়ে সদা বাস।
বৈষ্ণবের আদেশে, পাইয়া কিছু সবিশেষে,
বিরচিল গদাধর দাস ॥

১। যশোড়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা-রাণাঘাট রেলপথে চাকদাহ ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে শ্রীপাট। তথায় অদ্যাপি শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরগোপাল বিরাজমান।

Shri Shri Radha Binodou Bijayetam

SHRI SHRI NITAI GOURANGA GURUDHAM

(Jagadguru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan)

(Founded by Shri Shri Prankrishna Das Babaji Mohanta Maharaj in 1342 B. S.)

Sebdhyaksha : Shri Shri Gurupada Das Babaji Mohanta Maharaj

Statement about ownership and other particulars about newspaper:

SHRIPAD ISHVAR PURI

FORM - IV

[See Rule 8]

1. Place of Publication : Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas, West Bengal.
2. Periodicity of its Publication : Half-Yearly
3. Printer's Name : Shri Sachinandon Mitra
   Nationality : Citizen of India
   Address : Sree Durga Press, P. O. Gorifa, 24 Parganas.
4. Publisher's Name : Shri Kishori Das Babaji,
   Nationality : Citizen of India
   Address : Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas.
5. Editor's Name : Shri Kishori Das Babaji,
   Nationality : Citizen of India
   Adddress : Shri Chaitanya Doba, P. O. Halisahar, 24 Parganas.
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partiners or shareholders holding more than one per cent of the total capital : Shri Kishori Das Babaji, Citizen of India, Shri Chaitanya Doba, P. O. Haliahar, 24 Parganas.

I, Shri Kishori Das Babaji, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- **Shri Kishori Das Babaji,**
Publisher - **Shripad Ishvar Puri.**

Date : 1. 9. 1978

শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গনোপরি বিরাজিত শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির।

[ফটোর ব্লক-ব্যয় শ্রীরামপুর নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহন করিয়াছেন।]

Shripad Ishvarpuri. R. N. 32785/73. September—1978
Postal Regd. No. W.B./NP—31. 3rd Year—Vol—2

শ্রীপাটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(২য় সংস্করণ) : ভিক্ষা—১.৫০
২। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত : ভিক্ষা—২.০০
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক-পরিচয় : ভিক্ষা ১.৫০
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন : ভিক্ষা—৭.০০

(শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক অভিনব প্রকাশ, তীর্থ-ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তি ও বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে চৌষট্টিট ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া প্রায় শতাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে তথ্যাদি [illegible] করিয়া সপ্রমাণ স্থান-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকীর্তি তথা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণের সপ্রমাণ প্রকট রহস্যাদি তথা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলির উদ্ধার করা হইয়াছে।)

প্রকাশিত হইয়াছে—

৫। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী।

[পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের বিস্তারিত জীবন চরিত তৎসঙ্গে তাঁহাদের পূর্ব্বাবতার, পিতা-মাতা, জন্মভূমি, লীলাকাহিনী ও অন্তর্দ্ধানাদি বিষয় সমসাময়িক পার্ষদবৃন্দের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হইয়াছে বহু অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত তথ্যের বিচিত্র সমাবেশ। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।]

প্রথম খণ্ড—ভিক্ষা—৫.০০

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, জেলা—২৪ পরগণা
২। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র (এস, চন্দ্র এণ্ড কোং)—৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬
৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—২

বিঃ দ্রঃ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দূরতম গ্রাহকগণকে ভিঃ পি-তে পাঠান হইয়া থাকে। অগ্রিম সাপেক্ষ—[illegible]

Published by Shri Kishori Das Babaji from Shri Shri Nitai Gouranga Gur[illegible]am (Jagad-guru Shripad Ishvar Puri's Shripath & Kumarhatta Shrivasangan), Shri [illegible]anya Doba, P. O. Halisahar and printed by Shri Sachinandon Mitra at Sree Du[illegible] P[illegible] [illegible]
(Phone : Bhat-2415). Editor Shri Kishori Das Babaji.